



কুলাৰ্ণবতন্ত্ৰম্



# কুলার্ণবতন্ত্রম্

( মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ )

উপেন্দ্রকুমার দাস

সম্পাদিত

নবভারত



পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯



প্রথম সংস্করণ  
মহালয়া, ৬ই আশ্বিন ১৩৮৩

© সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

S  
294.595  
+ 169 km.u

SL NO. 076212

COMPUTERISED  
© 1960

62386  
30.3.78

---

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯  
মুদ্রক : আর সাহা, প্যারিট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণি, ব্লক কে ওয়ান, কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র

	পৃঃ
উপক্রমণিকা	১-৪৭
প্রথম উল্লাস	১
দ্বিতীয় উল্লাস	৩১
তৃতীয় উল্লাস	৬৩
চতুর্থ উল্লাস	৮৫
পঞ্চম উল্লাস	১১৬
ষষ্ঠ উল্লাস	১৪০
সপ্তম উল্লাস	১৬২
অষ্টম উল্লাস	১৮৬
নবম উল্লাস	২১১
দশম উল্লাস	২৩৭
একাদশ উল্লাস	২৬৪
দ্বাদশ উল্লাস	২৮৫
ত্রয়োদশ উল্লাস	৩১০
চতুর্দশ উল্লাস	৩৪১
পঞ্চদশ উল্লাস	৩৬২
ষোড়শ উল্লাস	৩৯৮
সপ্তদশ উল্লাস	৪৩১



## উপক্রমণিকা

তত্ত্বশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য আপামরসাধারণের মুক্তি। সেই কথা নিয়েই আরম্ভ হয়েছে কুলার্ণবতন্ত্র। পরমকরুণাময়ী জগজ্জননী করুণামৃতবারিধি জগৎপিতা শিবের কাছে অনুন্নয় করে বলছেন—“অসার ঘোরসংসারে সর্বদুঃখের হেতুরূপ-মলযুক্ত নানাবিধ দেহধারী অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে এবং মরছে। তাদের মুক্তি নাই। তারা সর্বদা দুঃখার্হ; কদাচিৎ কেউ সুখী। হে দেবেশ, হে প্রভু, এইসব জীব কি উপায়ে মুক্তি পাবে তা আমাকে বল।”<sup>১</sup>

শিবমুখে এই মুক্তির উপায়ই আলোচ্য তন্ত্রে বিবৃত হয়েছে।

প্রথমেই শিবের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিব পরব্রহ্মস্বরূপ, নিষ্কল, অদ্বয়, সর্বমলশূণ্য, সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা।<sup>২</sup>

তারপর শিব ও জীবের সুস্বন্ধ এবং জীবের স্বরূপ কথিত হয়েছে। জীব স্বরূপতঃ শিব। তাই জীবও অনাদি। তবে অনাদি অবিদ্যার জন্ম সে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ্জ, অণুজ্জ ও জরায়ুজ্জ এই চতুर्वিধ শরীর ধারণ করে। এই চতুर्वিধ শরীর হাজার হাজার বার ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান্ মানুষ হয় আর তা হয়ে যদি তত্ত্বজ্ঞানী হয় তা হলেই মোক্ষলাভ করে।<sup>৩</sup>

লক্ষ্য করার বিষয়, তন্ত্রে জীবের একপ্রকার ক্রমবিবর্তন স্বীকৃত। উদ্ভিদ-জন্ম থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বিবিধ জন্মের মধ্য দিয়ে এসে সে মানবজন্ম লাভ করে। এই মানবদেহেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় আর তাতেই মিলে মোক্ষ।<sup>৪</sup> তাই মানবজন্মকে বলা হয়েছে মোক্ষের সোপান।<sup>৫</sup>

অন্যায় তন্ত্রের মতো আলোচ্যতন্ত্রেও মানবদেহের গৌরব বিশেষভাবে বোধিত হয়েছে। এই দেহ ছাড়া পুরুষার্থ লাভ হয় না।<sup>৬</sup> অতএব, সর্বপ্রযত্নে এই দেহকে রক্ষা করতে হবে।

পুরুষার্থ লাভের জন্মই মানবদেহ। কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষ একথা ভুলে যায়। মোহগ্রস্তের লক্ষণ কি? মোহগ্রস্ত মানুষ দেখেও দেখে না, শুনেও বুঝে না, পড়েও জ্ঞানলাভ করে না। সে মায়াবিমোহিত।<sup>৭</sup> কাজেই,

এরকম মানুষ কদাচিৎ মোক্ষলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। দেখতে দেখতে কখন তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যায়।

আয়ু কি করে ক্ষয় হয় সে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে—“নিজ নিজ বর্ণাশ্রমসম্মত আচার লঙ্ঘনের জন্য, অত্যাশ্রমভাবে কিছু গ্রহণের জন্য, পরস্পরী ও পরধনের প্রতি লোভের জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়।”<sup>১</sup>

আয়ু ফুরিয়ে গেলে মানুষের মৃত্যু হয় এবং তখন সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ করার জন্য তাকে আবার দেহধারণ করতে হয়। এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহধারণ কেমন করে করে? বলা হয়েছে—“চিনাজেঁঁক যেমন এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যায়, তেমনি জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। সে উত্তর-দেহ পেয়ে পূর্বজাত দেহ ত্যাগ করে।”<sup>২</sup>

জীবের ত্রিবিধ দেহ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহেরই বাহ্যরূপ বা বহিরাবরণ। মৃত্যুর সময় জীব সূক্ষ্মদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে যায়। সূক্ষ্মদেহ মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী।

স্থূলদেহ ত্যাগের পর জীবের সূক্ষ্মদেহ স্থূল রূপ প্রাপ্ত হলেই বলা হয় জীব দেহ ধারণ করেছে।

তবে, মৃত্যুর পর মানুষ যে-দেহ ধারণ করবে তা মনুষ্যদেহ হবেই এমন কোনো কথা নেই। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই বচনে—“গ্রাম, ভূমি, বিত্ত, গৃহ বার বার পাওয়া যায়। শুভাশুভ কর্মও বার বার করা যায়। কিন্তু মনুষ্যশরীর বার বার লাভ করা যায় না।”<sup>৩</sup>

কাজেই, মনুষ্যজন্ম লাভ করে একান্তভাবে মোক্ষ বা মুক্তির জন্য চেষ্টা করা জীবের কর্তব্য। সে-চেষ্টা নানাপ্রকারে হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে—জ্ঞানমূল ধ্যানযোগে যার চিত্ত নিবিষ্ট হয় সে অচিরে মুক্তিলাভ করে।<sup>৪</sup>

আবার বলা হয়েছে—“নিরাসক্তিই মোক্ষ। সমস্ত দোষের উদ্ভব আসক্তি থেকে। সেইজন্য, আসক্তি ত্যাগ করে ও তত্ত্বনিষ্ঠ হয়ে সুখী হবে।”<sup>৫</sup>

এই নিরাসক্তি প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে—“যেহেতু সংসার আদি মধ্য ও অন্তে সর্বদুঃখময়, সেইজন্য মানুষ সংসার ত্যাগ করে যদি তত্ত্বনিষ্ঠ হয় তা হলেই সুখী হবে।”<sup>৬</sup>

বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখানে সংসার ত্যাগ করা অর্থ সংসার বর্জন করে সন্ন্যাসী হওয়া নয়, নিরাসক্তভাবে সংসার করা। সংসারের যে-নিন্দা করা

হয়েছে তাও নহি নিন্দাত্ম্য<sup>১</sup> অনুসারে তত্ত্বনিষ্ঠতার প্রশংসার জন্ম। তার কারণ, তাত্ত্বিক সাধনা গৃহস্থের সাধনা। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলতে যা বুঝায় এ সাধনা তাঁদের নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বেদ-সংহিতায় যে-ধর্মসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাও গৃহস্থ মানুষের সাধনা। বেদপন্থী ধর্মসাধনায় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাধান্য বা সন্ন্যাসমুখ্যতা পরবর্তীকালের ব্যাপার।

তত্ত্বনিষ্ঠতার গৌরব প্রচার করতে গিয়ে আলোচ্য তন্ত্রে বর্ণাশ্রমবিহিত আচারানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম, ব্রত-উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি<sup>২</sup> বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের নিন্দা করা হয়েছে।<sup>৩</sup>

সাধারণ মানুষের উপর যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব। কারণ, তারা ঐদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে। যোগীর বাহ্য ক্রিয়াকর্ম ও ভেদ দেখে তাঁকে যোগী ভাবে। কিন্তু যোগীর এ-সব বাহ্য ক্রিয়াকর্ম ও ভেদ যে উপলক্ষ্য, লক্ষ্য নয়; এ সবে দ্বারা যে যথার্থ যোগীর পরিচয় পাওয়া নাও যেতে পারে, তা-ই বুঝাবার জন্ম মনে হয় এ সবার নিন্দা করা হয়েছে কয়েকটি বচনে।<sup>৪</sup>

অনুমান করা কঠিন নয়, কুলার্ণবতন্ত্র যখন প্রকাশিত হয় তখনও লোকে ধর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে বাহ্যানুষ্ঠানকেই ধর্ম মনে করত। এইজন্যই, বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের নিন্দা।

• তাত্ত্বিক সাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়াকলাপপ্রধান। এমতাবস্থায় ‘ক্রিয়ান্নাসপরাঃ কেচিৎ’<sup>৫</sup>—কোনো কোনো লোকের ক্রিয়াকলাপের প্রতি অতিশয় যত্ন—এই বলে ক্রিয়াকলাপের নিন্দা দ্বারা, যেসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে তার বাহ্য অনুষ্ঠানকেই লক্ষ্য মনে করা হয়, সেইসব ক্ষেত্রেই ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করা হয়েছে, বুঝতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তাত্ত্বিক সাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়াকলাপপ্রধান হলেও এতে জ্ঞানের প্রাধান্য সমধিক বলা যায়। এ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। তাও তর্কবিভর্কমূলক শাক্তজ্ঞান নয়, সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান। কেননা, শাক্তজ্ঞান সংসারমোহ নাশ করতে পারে না<sup>৬</sup> আর সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানেই মোক্ষ মিলে।<sup>৭</sup>

১ নহি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ততে কিন্তু বিধেয়ং স্তোভুমিতি শ্রাবঃ। —ত্রঃ বাচস্পত্যম্।

২ ১৭২-৭৫

৩ ১৭২-৮৫

৪ ১৭৩

৫ ১৯৭

৬ ১৮৬

সেইজন্ত, আলোচ্য তন্ত্রে বলা হয়েছে—যে তত্ত্বজ্ঞানী সে মানুষ আর যে তত্ত্বজ্ঞানহীন সে পশু।<sup>১</sup> পশু অর্থ পাশবদ্ধ মানুষ। বলা হয়েছে—পশুরা ষড়্‌দর্শনরূপ মহাকূপে নিপতিত। পশুপাশবদ্ধ এই ব্যক্তির পরমার্থ অর্থাৎ পরমতত্ত্ব কি তা জানে না।<sup>২</sup>

এইটি আসল কথা। এরা বেদশাস্ত্রসমূহ পড়ে পরস্পর বিবাদ করে কিন্তু পরমতত্ত্ব জানে না, যেমন হাতা পায় না পাক-করা জিনিসের স্বাদ।<sup>৩</sup>

বেদশাস্ত্রসমূহ বলতে ষড়্‌দর্শনাদিও বুঝাচ্ছে। এইসব পাঠের নিন্দা করা হয়েছে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা করা হয় নি। নিন্দা করা হয়েছে প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির এসব পাঠের। কারণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ অন্ধের দর্পণে মুখ দেখার মতো ব্যাপার আর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ স্বরূপ।<sup>৪</sup>

ষড়্‌দর্শনের যে বস্তুতঃ নিন্দা করা হয়নি তার প্রমাণ, একটি বচনে স্পষ্টই বলা হয়েছে—ষড়্‌দর্শন শিবের ষড়ঙ্গ।<sup>৫</sup> ষড়্‌দর্শন কুলশাস্ত্রেরও ষড়ঙ্গ। এইজন্ত, বেদাঙ্গক শাস্ত্রকেও কোলাঙ্গক মনে করতে হবে।<sup>৬</sup>

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুধর্মের দুটি ধারা—এক বৈদিক, অপর তান্ত্রিক। উভয় ধারা স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য সাধারণভাবে বলা যায়, তান্ত্রিক ধারায় যোগ্য হলে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই সাধনার অধিকারী কিন্তু বৈদিক ধারায় যোগ্যজ্ঞাদিতে দ্বিজ তিন অশ্বের অধিকার নেই। এ ছাড়া, ক্রিয়াকর্ম-আচার-অনুষ্ঠান-গত অগ্ন্যুপাসনা পার্থক্য ত আছেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয় ধারার পরস্পর মেশামেশি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-নিয়ন্ত্রিত। যা বেদসম্মত নয় ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তা অগ্রাহ্য করেন। অথচ, তান্ত্রিক ধর্মের মতো একটি প্রবল ধর্মকে অগ্রাহ্য করা নানা কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্ত, তান্ত্রিক ধর্মও বেদসম্মত, এটি তাঁরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।<sup>৭</sup> এটি প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় মতের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা। এর ফলে তন্ত্রেরও দুটি শ্রেণী হয়ে গেছে—এক, বেদগ্রাহ্য অপর বেদবাহ্য।

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্র বেদগ্রাহ্য তন্ত্ররূপেই প্রকাশিত। এতে স্বীয় মতের সমর্থনে বেদপ্রামাণ্যতা নির্দেশ করা হয়েছে।<sup>৮</sup> অনেকগুলি বেদমন্ত্র কুলশাস্ত্রের

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর বলা হয়েছে এতেই কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা।<sup>১</sup> এই তত্ত্বানুসারে কোলমত বেদসম্মত বলে এতে বর্ণাশ্রম<sup>২</sup> স্বীকৃত ও বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন বিহিত;<sup>৩</sup> আর বেদশাস্ত্রবিৎ কুলপূজা করার অধিকারী।<sup>৪</sup> বলা হয়েছে যে-সব কোল অনাচারী অর্থাৎ কুলাচার পালন করেন না তাঁরা চতুর্বেদ নষ্ট করেন।<sup>৫</sup>

কিন্তু কুলধর্ম বা কোলমত বা কোলমার্গ তথা কোলাচার যে বৈদিক ধর্ম বা মত বা মার্গ তথা আচার থেকে পৃথক এবং এতে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না তার নিদর্শন আলোচ্যতন্ত্রেও আছে। যেমন একটি বচনে<sup>৬</sup> কুলধর্মকে লোকধর্মবিরুদ্ধ বলা হয়েছে। অন্য একটি বচনে<sup>৭</sup> আছে—বন্ধুবান্ধবেরা কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিন্দা করে, স্ত্রীপুত্র তাঁকে ত্যাগ করে, লোকে তাঁকে দেখে হাসে, রাজা তাঁকে দণ্ড দেন, তবুও তিনি কুলধর্ম ত্যাগ করেন না।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে-ধর্ম তাই লোকধর্ম। এখানে লোক অর্থে হিন্দু জনসাধারণকেই বুঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজে যে-ধর্ম প্রচলিত, অনুমান করা যায়, তা বেদসম্মত। কাজেই, যা এ-হেন লোকধর্ম-বিরুদ্ধ তা বেদসম্মত হতে পারে না। আর বেদসম্মত ধর্মানুসরণকারীকে তাঁর স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করবে, রাজা তাঁকে ধর্মাচরণের জন্য দণ্ড দেবেন, লোকে তাঁকে দেখে হাসবে, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর নিন্দা করবে, এ কথা অশ্রদ্ধের। কুলধর্মের এমন আচার-অনুষ্ঠান আছে যা বেদানুসারীদের দৃষ্টিতে গর্হিত। সেইজন্যই এই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের নিন্দা, রাজদণ্ড ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

কুলধর্ম বা কোলমত তথা কোলাচার যে বেদসম্মত নয় তার আরও নিদর্শন আছে। যেমন একটি বচনে আছে প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ এবং তীর্থগমন কোল সাধকের পক্ষে বর্জনীয়।<sup>৮</sup> এই প্রায়শ্চিত্তাদি স্মৃতিবিহিত। স্মৃতি ক্রতিসম্মত। কোলাচার বেদসম্মত হলে এরূপ নিষেধ থাকত না।

একটি বচনে<sup>৯</sup> আছে “সর্বধর্মহীন হলেও এবং বর্ণাশ্রম বর্জিত হলেও কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়।” এর অর্থ বর্ণাশ্রম না মেনেও কুলধর্মনিষ্ঠ হওয়া যায় অথবা কুলধর্মনিষ্ঠ হলে বর্ণাশ্রম না মানলেও চলে। কোলমতে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না বা হত না এটিতে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।



আরেকটি বচনে<sup>১</sup> পাওয়া যায়—“কুলজ্ঞানী হলে চণ্ডালও হয় ব্রাহ্মণের বাড়ী।” কুলধর্মরত ব্যক্তিই কুলজ্ঞানী হতে পারেন। কাজেই, দেখা যাচ্ছে চণ্ডালও কুলধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। মহানির্বাণতত্ত্বে একথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। তাতে আছে—বিপ্র থেকে আরম্ভ করে অস্ত্যাজ পর্যন্ত সব মানুষ কুলাচারে অধিকারী।<sup>২</sup> বর্ণাশ্রম-স্বীকৃত বৈদিক ধর্মে চণ্ডাল প্রভৃতি অস্ত্যাজের একরূপ অধিকার নাই।

কৌলমত বা কৌলাচারে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না বা হত না উদ্ধৃত সংস্কৃত বচনগুলিতে তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

মোট কথা, কুলধর্ম বা কৌলমত তথা কৌলাচার বেদসম্মত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কাজেই, আমাদের মনে হয়, আলোচ্যতত্ত্বে তা বেদসম্মত প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের মধ্যে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় ধারার একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করাই হয়েছে। আর এটি ভারতীয় প্রতিভাসম্মত কাজ। কেননা, ইতিহাসের সূচনা থেকেই দেখা যায়—ভারতীয় প্রতিভা বৈচিত্র্যের মধ্যে একাবিধান, বৈসাদৃশ্য তথা বিরুদ্ধতার মধ্যেও সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করেছে। অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ত এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

শাস্ত্রপাঠের কথা হচ্ছিল। শাস্ত্রপাঠ করতে হবে বৈকি। কিন্তু সে শুধু তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্ম। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়ে গেলে সব শাস্ত্র বর্জন করতে হবে। কেননা, তখন তার আর প্রয়োজন নাই।<sup>৩</sup>

জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। তার একমাত্র কারণ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান; বেদ নয়, দর্শনগুলিও নয়, তেমনি অণু সব শাস্ত্রও নয়।<sup>৪</sup>

তত্ত্বের অভিমত, এই তত্ত্বজ্ঞান শুধু গুরুমুখেই লাভ করা যায়। আলোচ্য তত্ত্বেই বলা হয়েছে—একমাত্র গুরুবাক্যই মুক্তি দেয়। গুরুপদেশহীন সব বিদ্যা বঞ্চনা করে।<sup>৫</sup>

এখানে প্রশ্ন উঠে, এই যে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান তার স্বরূপ কি? এ অদ্বৈত, না দ্বৈত? শিবমুখে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে আলোচ্য তত্ত্বে—কেউ কেউ অদ্বৈতের অভিলাষী, কেউ কেউ দ্বৈতের। দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত আমার তত্ত্ব এরা জানে না।<sup>৬</sup>

\* - এর তাৎপর্য হল তান্ত্রিক সাধকরা পরমতত্ত্ব নিয়ে বিচারের পক্ষপাতী নন।

তাদের লক্ষ্য তত্ত্বোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। এটি হলে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বৈত অদ্বৈতের কোনো কথাই উঠে না। কেননা, দ্বৈত অদ্বৈতের প্রশ্ন উঠে বিচারের ক্ষেত্রে। বিচার করে মন। যে অবস্থায় তত্ত্বোপলব্ধি হয় সেই অবস্থায় মন তন্ময় অর্থাৎ পরমতত্ত্বে লীন হয়। কাজেই সে-ক্ষেত্রে আর দ্বৈতাদ্বৈত নেই।

তত্ত্বজ্ঞান গুরুমুখে লাভ, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তত্ত্ব স্পষ্ট ভাসায় বলেছেন, গুরুকৃপা ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।<sup>১</sup> তত্ত্বশাস্ত্রে গুরুর গৌরব উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। গুরু ছাড়া তাত্ত্বিক সাধনা হয় না। তার মুখ্য কারণ, গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করলে তাত্ত্বিক সাধনায় অধিকারই হয় না। আর গোণ কারণ এই সাধনার অঙ্গ নানা ক্রিয়াকর্ম ও যৌগিক প্রক্রিয়া গুরুর কাছে হাতে কলমে না শিখলে সে-সব করতেই পারা যায় না।

শাস্ত্রের বিধান, গুরু হওয়া চাই সদগুরু আর শিষ্য হওয়া চাই সংশিষ্য। আলোচ্য তত্ত্বের ত্রয়োদশ উল্লাসে সদগুরু ও সং শিষ্যের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়—সদগুরু যেমন দূর্লভ, সং শিষ্যও তেমনি দূর্লভ। কুলার্ণবতত্ত্ব প্রকাশের কালেই অযোগ্য গুরু বা অসদগুরু এবং অযোগ্য শিষ্য বা অসং শিষ্যের ছড়াছড়ি ছিল, অসদগুরু ও অসং শিষ্যের লক্ষণ বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর আজকের দিনের কথা, সে না বলাই ভাল। অধিকারী গুরু ও অধিকারী শিষ্যের অভাবে আজ শাস্ত্রবিহিত তাত্ত্বিক সাধনা দূর্লভ হয়ে পড়েছে।

•গুরুমুখে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তত্ত্বনিষ্ঠ হলে পরে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হবে একথা প্রতিপন্ন করে প্রথম উল্লাসের উপসংহারের দিকে বলা হয়েছে—কুলধর্ম ছাড়া মুক্তি নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য।<sup>২</sup>

কুলার্ণবতত্ত্ব কোল সম্প্রদায়ের তত্ত্ব, আর এই সম্প্রদায়ের ধর্ম কুলধর্ম। বিশেষ সম্প্রদায়ের তত্ত্বের অগুণতম লক্ষ্য সেই সম্প্রদায়ের ধর্মের মাহাত্ম্য ও গৌরব ঘোষণা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে উদ্ধৃত বচনটির তাৎপর্য বুঝা যাবে। কোল সদগুরুর কাছে থেকে কুলধর্মনির্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তত্ত্বনিষ্ঠ হলে পরেই মোক্ষলাভ হবে, এই হল তাৎপর্য। ব্যাঞ্জনা হল অন্য ধর্মে মোক্ষলাভ হবে না। এখানেও সেই ‘নহি নিন্দা ন্যায়’। স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সম্প্রদায়ের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য অন্য ধর্মের লাঘব করা হয়েছে, অন্য ধর্মের লঘুত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তা করা হয় নি।

দ্বিতীয় উল্লাসে কুলধর্মের কথা বলা হয়েছে। উল্লাস সম্পর্কে এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, এ যাবত কুলার্ণবতন্ত্রের যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তা সপ্তদশ উল্লাসে সমাপ্ত। সপ্তদশ উল্লাসের সমাপ্তিবাক্যে ‘সমাপ্তোহং গ্রন্থঃ’—গ্রন্থ সমাপ্ত হল, এই বলে উপসংহার করা হয়েছে। সপ্তদশ উল্লাসের মোট শ্লোকসংখ্যা ২০৬৪। কিন্তু প্রত্যেক উল্লাসের শেষে যে সমাপ্তিবাক্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা থেকে জানা যায়, কুলার্ণবতন্ত্রের মোট শ্লোক সংখ্যা ১,২৫,০০০। তার পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত উর্দ্ধায়ান তন্ত্রে পূর্বোক্ত সপ্তদশ উল্লাস রয়েছে। এখানে নিবেদন, মূলের ‘পঞ্চম খণ্ডে উর্দ্ধায়ান তন্ত্রে’ এই কথা থেকে মনে হতে পারে পঞ্চম খণ্ডেরই নাম উর্দ্ধায়ান তন্ত্র। আমাদের অনুবাদে ‘পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধায়ানতন্ত্রে’ বলা দ্বারা খণ্ডনাম ও তন্ত্রনাম পৃথক করে দেখান হয়েছে। এতে অর্থের দিক দিয়ে বস্তুতঃ কোনো ভেদ হয় না। আমাদের পূর্বোক্ত অনুবাদের কারণ, মোক্ষপ্রদ উর্দ্ধায়ানতন্ত্র অর্থাৎ উর্দ্ধায়ানের অন্তর্ভুক্ত তন্ত্র<sup>১</sup> আরও থাকতে পারে। এইজন্য পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধায়ান তন্ত্র বলায় তা এবংবিধ অণুতন্ত্র থেকে বিশিষ্ট হয়ে গেল।

পূর্বোক্ত সমাপ্তিবাক্যানুসারে কুলার্ণবতন্ত্রের আর চারখণ্ড রয়েছে। একটি বচনে তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। যথা—ওগো কুলনারিক, চার আশ্রায় থেকে অনেক গৃহ আশ্রায় উদ্ভূত হয়েছে। এই তন্ত্রে আমি তাদের পূর্বে বিবৃত করেছি।<sup>২</sup> অগ্ৰতঃ<sup>৩</sup> উক্ত চতুরায়ান ও তাদের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এ যাবত উল্লিখিত চার খণ্ডের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। অনুমান হয়, অগ্ৰাণ বহু তন্ত্রের মতো কুলার্ণবতন্ত্রের উক্ত চারখণ্ডও লোপ পেলে গেছে। অথবা, এমনও হতে পারে, ঐ খণ্ডগুলি অগ্ৰনামে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এসব সবই অনুমান।

কুলধর্মের কথা হচ্ছিল। কোলাচারপরায়ণ সাধকদের ধর্মকে কুলধর্ম আর তাঁদের সম্প্রদায়কে কোলমার্গী বা কোলাচারী বা কৌলিক বলা হয়।<sup>৪</sup> কোলাচারকে কুলাচারও বলা হয় আর কোলাচারী বা কুলাচারীদের কৌলিক।

কুল, আচার, কৌলিক, ইত্যাদি শব্দের টীকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই, এখানে আর পুনরাবৃত্তি করা হল না।

১ সমগ্রচারতন্ত্রমতে উর্দ্ধায়ান এবং অধঃ আশ্রায় শুধু মোক্ষপ্রদান করে।

২ঃ প্রাণতোষণী, কাণ্ড ১০ পরিচ্ছেদ ২, বসুমতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ৬৪।

কুলার্ণবতন্ত্র বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার—এই সপ্ত আচারে সাধনার স্তর বা সোপানের ক্রমোদ্ধতা নির্দিষ্ট হয়েছে। উক্ত তন্ত্রানুসারে সাধনার প্রথম স্তর বা সোপান বেদাচার আর ক্রমোদ্ধতানুসারে সর্বোচ্চ স্তর বা সোপান কৌলাচার।<sup>১</sup> কৌলাচার গুরুশিষ্যপরম্পরায় আগত এবং সাক্ষাৎ শিবপ্রদ। এটি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর।<sup>২</sup>

কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য শিবমুখে বলা হয়েছে—বেদাগমরূপ মহাসমুদ্র জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা মন্থন করে আমি সারভূত কুলধর্ম উদ্ধার করেছি।<sup>৩</sup>

লক্ষ্য করার বিষয়, কুলার্ণবতন্ত্রমতে কুলধর্ম বেদ ও আগমের সারভূত অর্থাৎ এতে বেদ ও আগম তথা তন্ত্রের যা সার তার সমন্বয় করা হয়েছে। অথবা বলা যায়, বেদের সার আর আগম তথা তন্ত্রের সার যে অভিন্ন তাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর এটি হয়েছে জ্ঞানের সাহায্যে। এ দ্বারা স্পষ্টই সূচিত হয়েছে কুলধর্ম জ্ঞানমূলক। • ১

কয়েকটি<sup>৪</sup> বচন জুড়ে নানা উপমা ও রূপকের সাহায্যে কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তার নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—কৌলমতের অনুসরণে মানুষ সদ্য মোক্ষলাভ করতে পারে। কিন্তু অগ্রমতের অনুসরণে বহুকালের সাধনা দ্বারা এটি হতে পারে।<sup>৫</sup>

• অগ্রমতে, যে যোগী সে ভোগী হতে পারে না আর যে ভোগী সে যোগী হতে পারে না। কিন্তু কৌলমতে যোগ ও ভোগ একই সঙ্গে চলে।<sup>৬</sup>

শুধু তাই নয়। কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন।<sup>৭</sup>

এটি কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অগ্রতম হেতু, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেই এই ধর্ম ভিন্ন মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে গর্হিত। • আলোচ্য তন্ত্রেই যে একে লোকধর্মবিরুদ্ধ বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করা গেছে। তবে, লোকধর্মবিরুদ্ধ হলেও এ ধর্ম প্রামাণ্য। কারণ, এটি প্রত্যক্ষফলপ্রদ। আর প্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।<sup>৮</sup>

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের সময় যে অগ্র শাস্ত্রে কুলধর্মের নিন্দা করা হয়েছে তার ইঙ্গিত উক্ত তন্ত্রেরই

একটি বচনে পাওয়া যায়। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে—এই কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে, এই কথা মনে করে আমি কুলধর্মের নিন্দা করেছি।<sup>১</sup> তন্ত্রমতে সব শাস্ত্রই শিবমুখে প্রকাশিত। তা হলে দেখা যায় শিব কোথাও কুলধর্মের প্রশংসা করেছেন আর কোথাও তার নিন্দা করেছেন। এ পরস্পর-বিরোধী। পূর্বোক্ত বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বচন আলোচ্য তন্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে—“আমি কখনো কুলমার্গের নিন্দা করিনি।”<sup>২</sup> তাছাড়া প্রথমোক্ত বচনে যে বলা হয়েছে কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে, এই কথা মনে করে শিব কুলধর্মের নিন্দা করেছেন তা কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের যে-উদ্দেশ্য গ্রহণাভ্যন্তরে নির্দেশ করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধী। আপামরসাধারণের মুক্তির জন্যই ত এই তন্ত্রের প্রকাশ।

অবশ্য পণ্ডদের কাছে কুলধর্ম নিন্দিত বলে গণ্য হোক, এই উদ্দেশ্যে শিব কুলধর্মের নিন্দা করেছেন, এই যুক্তি দিয়ে উক্তরূপ পরস্পর-বিরোধী বচনের একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এযুক্তি সবার মনে পুত নাও হতে পারে। আমাদের মনে হয়, কুলধর্ম লোকধর্মসম্মত নয়—এই সত্যটিই শিবমুখে উক্ত ধর্মের নিন্দায় সূচিত হয়েছে।

যে-ধর্ম লোকধর্মসম্মত নয় তা গ্রহণ করার পরও যে কেউ কেউ ত্যাগ করতেন একথার ইঙ্গিত একটি বচনে সুস্পষ্ট। তাতে আছে—“লোকে স্তুতিই করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী যান কি থাকুন, মৃত্যু আজই হোক আর একযুগ পরেই হোক, কুলধর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।”<sup>৩</sup>

আরেকটি বচনেও সে-ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বচনটিতে আছে—“লোভ, ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য, কাম বা ভয়, কোনো কারণেই কুলধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়।”<sup>৪</sup>

কুলধর্মাবলম্বী সাধারণ সাধকদের মন যাতে বিচলিত না হয়, মনে হয়, প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই কুলধর্মের উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে।<sup>৫</sup> সেই সম্পর্কিত একটি বচনে বলা হয়েছে—“গাছপালাও জীবনধারণ করে, পশুপাখীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই স্বার্থ জীবনধারণ করে যার মন কুলধর্মে নিবিষ্ট।”<sup>৬</sup>

১ ২১৯১

২ ২১৯১

৩ ২১৮৮

৪ ২১৫৯

৫ ২১৬১-৬২ ; ৭১-৭৮

৬ তত্ত্ববোধিনী জীবন্তি জীবন্তি যুগপদ্বিধাঃ।

স জীবতি মনো যন্ত কুলধর্মে ব্যবহৃতম্ ॥ ২১৬২

বচনটি যোগবাসিষ্ঠের একটি প্রখ্যাত শ্লোকের<sup>১</sup> সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। এরকম দৃষ্টান্ত অগুত্র আরও আছে।<sup>২</sup> যেমন সিদ্ধপুরুষ সম্বন্ধে একটি বচনে একটি শ্রোত মন্ত্ৰ<sup>৩</sup> প্রায় অবিকল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থিভেদ হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।<sup>৪</sup>

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে কুলার্ণবতন্ত্রে হিন্দুসমাজে তৎকালপ্রচলিত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাব-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে, কুলার্ণবতন্ত্র বেদসম্মত বলে তা সঙ্গতকারণেই হয়েছে।

উল্লিখিত যোগবাসিষ্ঠের শ্লোকে যেমন মনন তথা জ্ঞানের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি কুলার্ণবতন্ত্রেও কুলধর্মে জ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। এ-জ্ঞান কুলজ্ঞান। কুলজ্ঞান শিবশক্তি জ্ঞান। অকুলশচ কুলশচ ইতি কুলৌ। তয়োঃ জ্ঞানং কুলজ্ঞানম্। শিবশক্তি জ্ঞান পরমতত্ত্বজ্ঞান। কাজেই, কুলজ্ঞান অর্থ পরমতত্ত্বজ্ঞান। একটি বচনে<sup>৫</sup> আছে—“কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি চতুর্বেদজ্ঞ হলেও সে চণ্ডালের অধম আর চণ্ডাল যদি কুলজ্ঞানী হয় তা হলে সে হবে ব্রাহ্মণের বাড়ী।”<sup>৬</sup>

লক্ষ্য করে এসেছি, অগুত্রও কোলমার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। তবে এতে ভক্তির গৌরবও সমানভাবেই স্বীকৃত। বলা হয়েছে—কুলজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিও যদি কুলভক্তির আশ্রয় নেয় তা হলে সেও সদৃশ লাভ করে। আর স্বে কুলজ্ঞানভক্তিপরায়ণ তার আর কথা কি।<sup>৭</sup>

১ তরবোহপি জীবন্তি জীবন্তি যুগপক্ষিণঃ।

স জীবতি মনো যশ্চ মননেন হি জীবতি ॥

( যোগবাসিষ্ঠঃ, বৈরাগ্যপ্রকরণম্, চতুর্দশঃ সর্গঃ। )

২ ভিগ্নতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্ত্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

( মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮ )

৩ ভিগ্নতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্ত্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাঙ্গনি ॥

কুলার্ণবতন্ত্র, ৯২৪

একখানি পুঁথিতে ‘পরাস্তনি’-স্থলে ‘পরাবরে’ পাঠই আছে।

কুলধর্মাবলম্বী সাধককে বলা হয় কোল। একটি বচনে কোলের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—যে গুরুকৃপা লাভ করেছে, দীক্ষা দ্বারা যার পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, যে কুলপূজারত সে-ই কোল, অন্য কেউ নয়।<sup>১</sup>

যথার্থ কোল খুব কম লোকই হতে পারে। তার কারণ, ‘যার জন্মান্তরের পাপকর্মবন্ধন অধিক তার গুরুকৃপা লাভ হয় না এবং কুলজ্ঞান জন্মে না।’<sup>২</sup> গুরুকৃপালাভ না হলে কুলধর্মে দীক্ষাই মিলে না। আর দীক্ষা ছাড়া কোল হওয়া যায় না। কাজেই, উদ্ধৃত বচনের তাৎপর্য হল, জন্মান্তরের পুণ্যাধিক্য থাকলে পরেই গুরুকৃপা ও কোলজ্ঞান-লাভ করে কোল হওয়া যায়। কথাটা আরেকটি বচনে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—পূর্বে কৃত তপস্যা দান যজ্ঞ তীর্থযাত্রা জপ ব্রত ইত্যাদি দ্বারা যাদের পাপ ক্ষয় হয়েছে সেই সব মানুষের কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়।<sup>৩</sup> অর্থাৎ এঁরাই কোল হতে পারেন।

অন্য তন্ত্রেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—বহুজন্মার্জিত পুণ্যবল থাকলে পরে তবে মানুষের কুলাচারে মতি হয়।<sup>৪</sup> আর তা হলেই তারা কুলধর্ম গ্রহণ করতে পারেন।

এই বিষয়টি আরও বিশদ করে বলা হয়েছে—“কুলধর্মের দিকে প্রেরিত হলেও পাপাত্মা তাতে প্রবৃত্ত হয় না, আর নিবারণিত হলেও পুণ্যাশ্রয় কুলধর্মই অবলম্বন করে।”<sup>৫</sup>

পুণ্যবান্দের অবলম্বিত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এহেন কুলধর্ম লোকধর্মবিরুদ্ধ ও অন্ত্যমতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে কি কারণে গর্হিত তার ইঙ্গিত পূর্বে করা হয়েছে। কারণটি এবার স্পষ্ট করা হল—“মদ্যপান, মাংসভোজন, প্রিয়ামুখ অবলোকন, এরূপ আচরণ করে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।”<sup>৬</sup>

খুলে না বললেও এতে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার নিয়ে সাধনা দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তির কথাই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কোলাচার—এই তিন আচারেই পঞ্চমকার সাধনা বিহিত। শাস্ত্রের নির্দেশ এই তিন আচারেই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনা অবশ্যই করতে হবে।<sup>৭</sup> যে-সাধক পঞ্চতত্ত্ব

১ ২।৬৯

২ ২।৯৩

৩ ২।৩১

৪ বহুজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্লভেৎ। —মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৩৮

৫ কুলার্ণবতন্ত্র, ২।১০০

৬ ২।১১৩

৭ পঞ্চতত্ত্বেন কর্তব্যং সदैব পূজনং মহৎ।

(কোলাবলীনির্ঘয়, উল্লাস ১০)

ছাড়া পূজা করেশ তাঁর সে-পূজা অভিচার হয়ে যায়। তাঁর ইষ্টসিদ্ধি হয় না ও পদে পদে বিঘ্ন ঘটে।<sup>১</sup>

তত্ত্বের অভিমত নির্বাণমুক্তির জগুই পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা।<sup>২</sup>

“জীবাত্মা পরমাআয় লীন হলেই নির্বাণমুক্তি লাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাআয় লীন হয়ে যান।”<sup>৩</sup>

এই পরমাআয় লীন হওয়াই পরমপদপ্রাপ্তি বা শিব হওয়া। এরই অপ্যয় নাম নির্বাণ-বা মোক্ষলাভ।

তাত্ত্বিক ধর্ম বাস্তবসচেতন মনোবিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। জন্মার্জিত কর্মানুসারে সব মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচি নিয়ে জন্মায়। মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ও রুচির অনুকূল সাধনা তত্ত্বশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। অধিকার অনুসারে আপন প্রকৃতি সংস্কার ও রুচির অনুকূল সাধনা অবলম্বন করলেই মানুষ অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা অণু কোনো ধর্মে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই সূত্রেই সাধনায় পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব এসেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, পঞ্চমকারের প্রতি, বিশেষ করে, পঞ্চম-মকারের প্রতি, মানুষের রয়েছে সহজ প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি বিষয়মুখী বা ভোগমুখী। কাজেই, অণ্যাত্ম মতে, প্রবৃত্তির পথে মোক্ষ-লাভ হয় না। কেননা, তাঁরা মনে করেন ভোগ রয়েছে মোক্ষের বিপরীত কোটিতে। সেইজগুই, যে-ধর্মে ভোগের পথে মোক্ষের বিধান দেওয়া হয় তা তাঁদের দৃষ্টিতে গর্হিত। কারণ, ভোগের দ্বারা মোক্ষ, এ তাঁদের সংস্কারবিরোধী ও শাস্ত্রের অনভিমত।

তাঁদের মতে মোক্ষের জগু চাই নিবৃত্তি। কেননা, নিবৃত্তিই আত্মাভিমুখী। এ সম্বন্ধে তত্ত্বও একমত। কিন্তু নিবৃত্তিসাধন নিয়ে, বিশেষ করে, বামাচারী তাত্ত্বিকদের সঙ্গে অণুমতাবলম্বীদের মতভেদ দেখা যায়।

“হ’ভাবে নিবৃত্তি সম্ভবপর—প্রবৃত্তি দমন করে আর প্রবৃত্তিকেই নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করে।” অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তিসাধন করে। এই শেষোক্ত উপায়ই বামাচারে তথা কুলধর্মে অবলম্বিত হয়েছে। জোর করে প্রবৃত্তি দমন করা যায় না। বাইরে প্রবৃত্তিমূলক কাজ থেকে জোর করে বিরত হলেই

১ পঞ্চতত্ত্ব বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।

নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥

—মহানির্বাণতত্ত্ব, ৫১২৩

২ পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।—নির্বাণতত্ত্ব, পটল ১১

৩ যথা তোরং তোরমধ্যে লীয়তে পরবেশয়ি।

তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি ॥—নির্বাণতত্ত্ব, পটল ১১



নিবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তিকে ভোগবাসনা বলা যায়। অন্তরে যদি ভোগবাসনা থাকে, তা হলে শুধু বাইরে ভোগকর্মের বিরতিতে নিবৃত্তি আসবে না।

ভোগবাসনা লোপ করা অত্যন্ত কঠিন। তার কারণ, ভোগায়ত্তন দেহ যতদিন থাকে ততদিন দেহধর্মের তাগিদেই ভোগবাসনা থাকে। “আয়ুর্বেদ বলেন—মানুষের শরীরে নিত্য বুভুক্ষা পিপাসা সুপ্তিস্পৃহা ও রতিস্পৃহা এই চতুর্বিধ বাঞ্ছা জন্মে।”<sup>১</sup>

পঞ্চমকার এই চতুর্বিধ বাঞ্ছাপূরণের উপযোগী। কাজেই, এতে প্রবৃত্তি দেহধর্মগত। আর, সেইজন্য তা দূষণীয়ও নয়। এ সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রের অভিমত—“মাংসভক্ষণে দোষ নেই, মদপানেও নেই, মৈথুনেও নেই। কেননা, এ মানুষের প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তিই মহাফলদায়ক।”<sup>২</sup>

শ্রীমদ্ভাগবতেরও অনুরূপ অভিমত। “চমস মুনিকে মহারাজ নিমি প্রশ্ন করেন—যে-সব অবিজিতাশ্রা অশান্তকাম ব্যক্তি শ্রীহরির ভজনা করে না তাদের নিষ্ঠা কি? উত্তরে মুনি বলেন—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ আর মদসেবা এই তিন ব্যাপারে জীবের নিত্য অনুরাগ। এ বিষয়ে কোনো প্রবর্তক শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নেই। তবে এই স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়েও শাস্ত্রবিধি আছে। স্ত্রীসঙ্গের জন্য বিবাহবিধি, যজ্ঞে আমিষভক্ষণ ও সুরাপান বিধি। যে-ক্ষেত্রে স্ত্রীসঙ্গাদি শাস্ত্রবিহিত সেখানেও নিবৃত্তি কল্যাণজনক।”<sup>৩</sup>

দেখা যাচ্ছে, ধর্মশাস্ত্রাদি নিবৃত্তির প্রশংসা করেছেন কিন্তু প্রবৃত্তির নিন্দা করেন নি। এটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত। কারণ, “প্রকৃতির বিধানে যে-সব বস্তুতে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল সেই-সব বস্তু সে ভোগ করবেই।” এইজন্য, নিন্দা না করে “শাস্ত্র এই সব ভোগ নিয়মিত করে দেন এবং যথাবিহিত এই সব ভোগে যে ধর্ম, এরকম ভোগে যে কোনো পাপ নেই, এই বোধ শাস্ত্রানুসরণকারীদের মনে জাগিয়ে দেন। যে-ভোগ মানুষ না করে পারে না সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদি অনবরত একটা পাপবোধ জেগে থাকে, তাকে

১ শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছাঃ নৃণাং চতুর্বিধাঃ।

বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুপ্তিস্পৃহা চ রতিস্পৃহা।—ভাষপ্রকাশ, ১১১০

২ ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদে ন চ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।—মনুসংহিতা, ৫৫৬

৩ লোকে ব্যাবায়ামিষমদসেবা নিত্যাস্ত জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতস্তেহু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১৫১১

সেই ভোগে তার পাপই হবে ; আর সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদি একটা ধর্মবোধ থাকে, একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকে, তবে সেই ভোগই তার প্রবৃত্তি দমনের, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে ।”

অতএব, দেখা গেল ধর্মশাস্ত্রাদির মতেও ভোগবাসনা বা প্রবৃত্তি হলেই তা আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপন্থী হয় না ; বরং শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে তার চরিতার্থতায় যথার্থ নিবৃত্তি আসতে পারে ।

এইভাবে বিচার করলে স্ক্রা যায়, বামাচারে পঞ্চমকারের ব্যবহার ধর্ম-শাস্ত্রাদিরও অনভিমত হয় না ।

কিন্তু পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব-সাধনার তাৎপর্য আরও গভীর । পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, পঞ্চমকারসেবায় দেহধর্মগত ভোগবাসনা বা প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় । “এইজ্ঞ্য পঞ্চমকারসেবায় অথবা পঞ্চমকারের কোনো না কোনো এক বা একাধিক মকারের সেবায় সাধারণতঃ সব মানুষই প্রভূত আনন্দ পায় । যে-বস্তুতে মানুষের আনন্দ নাই সে-বস্তুতে তার অনুরাগও থাকে না এবং তাতে তার প্রবৃত্তিও হয় না ।”

পঞ্চমকারের মধ্যে পঞ্চমমকারের সেবাতেই মানুষের সব চেয়ে বেশী আনন্দ । “পঞ্চমতত্ত্বে মানুষ যেরূপ প্রগাঢ় আনন্দ পায় তেমনটি আর কিছুতেই পায় না । এইটি জৈব আনন্দের পরাকাষ্ঠা” ।<sup>১</sup>

এই আনন্দ স্বরূপতঃ ব্রহ্মানন্দ । নিরুত্তরতত্ত্বে বলা হয়েছে—“জ্ঞাপুরুষের সঙ্গমে যে সৌখ্য অর্থাৎ আনন্দ তাই পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম” ।<sup>২</sup>

লক্ষ্য করা গেছে, কুলধর্মের চরম লক্ষ্য, সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ বা শিবত্ব লাভ বা ব্রহ্মোপলব্ধি । ব্রহ্মোপলব্ধি আর ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি একই বস্তু । পঞ্চমকারসেবায় এই ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয় ।

আলোচ্যতত্ত্বে শিব বলছেন—সচ্চিদানন্দলক্ষণ আমাদের দুজনের ( শিব-শক্তির ) পরমাকার কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারাই সাধকচিন্তে পরিস্ফুরিত হয়, অগ্ন প্রকারে নয় ।<sup>৩</sup> আবার বলছেন—কুলদ্রব্যের উপভোগে অন্তরে অবস্থিত অবাঙ্মনসোগোচর যে-আনন্দোল্লাস জাত হয় তা অগ্ন কোনো প্রকারে হয় না ।<sup>৪</sup>

১ (ক) সর্বেষামানন্দানামুপহ একায়নম্ ।—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।১১ ; ৪।১।১২

(খ) প্রজাপতিরম্মতানন্দ ইত্যুপহে । তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১০।০

২ জ্ঞাপুংসো সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎ পরমং পদম্ । —নিরুত্তরতত্ত্ব, পটল ৬

৩ ৭।৭২

৪ ৭।৭৩

তজ্জ্ঞানন্তরেও অনুরূপ বচন পাওয়া যায়। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত—এরূপ ভাবনা করতে হবে। পঞ্চমকারাদি তার অভিযাজক।<sup>১</sup>

পরশুরামকল্পসূত্রে আছে—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত। পঞ্চমকার তার অভিযাজক।<sup>২</sup>

এইসব বচনের তাৎপর্য, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী সন্দেহ নেই। তবে মানুষের কাছে তার স্বদেহেই সে-আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হয়। পঞ্চমকার সেই ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারজনক।<sup>৩</sup>

“শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্বের সেবায় কাম লোপ পায় এবং পঞ্চতত্ত্বসেবাজনিত আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ এই অনুভূতি ক্রমে দৃঢ় হয়। পঞ্চতত্ত্বকে যে ব্রহ্মানন্দের অভিযাজক বলা হয়েছে এই তার তাৎপর্য।”

সহজ কথায় বলা যায়, “পঞ্চমকারের সেবায় ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। অনুভূতি যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না। যাঁর অনুভূতি হয়নি অথচ যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছেন মনে করেন, মৈত্রেয়ী উপনিষদে তাঁকে মূঢ় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর ব্রহ্মানন্দ কি রকম? না, বুদ্ধিশাখায় অবস্থিত ফলের প্রতিবিম্ব দেখে ফলাস্বাদের আনন্দলাভ যেমন তেমনি।”<sup>৪</sup>

ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি অর্থ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি। এই ব্রহ্মোপলব্ধির অর্থ জীবাশ্মার স্বাতন্ত্র্য লোপ; জীবাশ্মার পরমাশ্মায় লীন হয়ে যাওয়া।<sup>৫</sup> লক্ষ্য করা গেছে, একেই বলে মোক্ষ। এরই নাম নির্বাণমুক্তি। তাই নির্বাণতন্ত্রের অভিমত—“নির্বাণমুক্তির জগুই পঞ্চতত্ত্ব”। জীবাশ্মা পরমাশ্মায় লীন হলেই নির্বাণমুক্তিলাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাশ্মায় লীন হয়ে যায়”।<sup>৬</sup>

১ আনন্দং ব্রহ্মাণো রূপং তচ্চ দেহে বিভাবয়েৎ।

তজ্জ্ঞানভিযাজকাঃ পঞ্চমকারাদ্যাঃ প্রকীৰ্তিতাঃ।—গন্ধর্বতন্ত্র, ২৭.৩৬-৩৭

২ আনন্দং ব্রহ্মাণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবহিতং তজ্জ্ঞানভিযাজকাঃ পঞ্চমকারাঃ।

—পরশুরামকল্পসূত্র, ১.১২

৩ তজ্জ্ঞানভিযাজকাঃ তদ্বিষয়সাক্ষাৎকারজনকাঃ পঞ্চমকারাঃ।

—পূর্বোক্ত সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

৪ অনুভূতিং বিনা যুচ্যে বুধা ব্রহ্মণি মোদতে।

প্রতিবিম্বিতশাখাশ্চ ফলাস্বাদনমোদবৎ।—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ, ২।২২

৫ পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।—নির্বাণতন্ত্র, পটল ১১

৬ যথা তোরং তোরমধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরী।

তথৈব তত্ত্বসেবায় লীয়তে পরমাশ্মনি।

—ঐ

অতএব, দেখা গেল, ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি বা ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই সাধনায় পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব তত্ত্বশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। তত্ত্বের পরিভাষায় এই উদ্দেশ্যসূচক শব্দ বাসনা। তবে, পারিভাষিক বাসনা শব্দের আরেকটি অর্থ আছে। তা হল তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে ‘ভাবনা’।

বাসনা সম্পর্কে আলোচ্যতত্ত্বের পরিষ্কার নির্দেশ—গুরু ও কুলশাস্ত্রের কাছ থেকে সম্যকরূপে বাসনা অবগত হয়ে সাধককে পঞ্চমুদ্রা বা পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সেবা করতে হবে। ‘নৈলে তাঁর পতন হবে।’

পঞ্চতত্ত্বের বাসনা অর্থাৎ উদ্দেশ্য উপরে বিবৃত হয়েছে। বাসনার অপর অর্থ আলোচ্যতত্ত্বের পঞ্চম উল্লাসে ১০৬-১১৩ সংখ্যক শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।

এই বাসনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত না হলে পঞ্চতত্ত্ব সাধনার মর্ম বুঝা যাবে না। কি উদ্দেশ্যে কি ভাবনা নিয়ে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার করা হয়, সেইটি হল আসল কথা। কেননা, বাসনানুসারেই কর্মের বিচার হবে। কোলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে, “যখন যে-কাজে যার বাসনা কুৎসিত থাকে তখন সে-কাজ তার পক্ষে দোষের হয়, নৈলে হয় না।”<sup>১</sup>

মনে রাখতে হবে, পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনা তত্ত্বশাস্ত্রবিহিত ধর্মসাধনা। অতএব শাস্ত্রের যথানির্দিষ্ট বিধানানুসারে এ সাধনা করতে হয়। নৈলে, এমনিতে পঞ্চমকার সেবা ত সংসারের বেশীরভাগ মানুষই করে। তাতে তাদের সাধনা হয় না এবং তার ফলে মুক্তিও মিলে না। আলোচ্যতত্ত্বেই একথা কোথাও পরিহাসচ্ছলে বলা হয়েছে,<sup>২</sup> কোথাও বা পরিষ্কারই বলা হয়েছে।<sup>৩</sup>

লক্ষণীয়, সাধনার অঙ্গরূপেই যাগকালে পঞ্চতত্ত্বের বিধান তত্ত্বে দেওয়া হয়েছে। নৈলে, এমনিতে পঞ্চতত্ত্বসেবাকে আলোচ্যতত্ত্বেই দুষণীয় বলা হয়েছে।<sup>৪</sup> বলা হয়েছে, দেবতার প্রীতির জন্ম যথাবিধি পঞ্চমকার সেবা না করে যে লোভের জন্য তা করে সে পাতকী।<sup>৫</sup>

১ শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রভ্যঃ সম্যগ্ বিজ্ঞায় বাসনাম্।

পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্ধা পতিতো ভবেৎ ॥—কুলার্ণবতন্ত্র, ৭১১

২ অতএব যদা যদা বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ।

তদা দোষায় ভবতি নান্ধা দুষণং কচিং ॥—কোলাবলীনির্ণয়, উল্লাস, ৮

৩ জঃ ১১১-১১২

৪ জঃ ৭১০৪

৫ মৎস্যমাংসসূরাদীনাম্ মাদকানাং নিষেবণম্।

যাগকালং বিনান্ত্র্য দুষণং কচিৎ প্রিয়ে।

—কুলার্ণবতন্ত্র, ৭৮৯; তা বি গ-৪ত পাঠ।

৬ কুলার্ণবতন্ত্র, ১০৬

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা কেবলমাত্র বামাচারে বিহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে—বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কোলাচার এই তিন আচারের সাধারণ নাম বামাচার। শুধু বীরভাবের ও দিব্যভাবের সাধকেরাই বামাচারে সাধনার অধিকারী। এই উভয়ভাবের সাধকই উচ্চস্তরের সাধক। তত্ত্বে এঁদের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিস্তৃতিত জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার অদ্বৈতপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনায় অধিকারী।

এমনি সাধকের সাধনায় ব্যবহৃত পঞ্চমকার সন্মুখেই বলা হয়েছে “যৈরেব পত্তনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।”<sup>১</sup>—যে-সব দ্রব্যের দ্বারা পত্তন হয় সে-সবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়।

বলা বাহুল্য, এ সাধনা অতিশয় কঠিন সাধনা। কত কঠিন তারও ইঙ্গিত তত্ত্বে পাওয়া যায়। আলোচ্যতত্ত্বেই আছে—“কৃপাণধারাগমনের চেয়ে ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনের চেয়ে এবং সর্পধারণের চেয়েও কুলমার্গানুসরণ কঠিন।”<sup>২</sup>

আমরা কুলধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কাজেই, প্রধানতঃ কোলাচারে পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা আমাদের আলোচ্য। এ সাধনাকে গন্ধর্বতত্ত্বে নিসর্গদুর্গম বলা হয়েছে।<sup>৩</sup> এ যে কী ভীষণ দুর্গম কোলাবলীনির্গমে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যথা “কৌল সাধকের বামে রমণ-কুশলা রমণী, দক্ষিণে পানপাত্র, মধ্যে অর্থাৎ সাধকের সন্মুখে মরিচযুক্ত উষ্ণ শুকরমাংস। সাধকের স্কন্ধে ললিত রমণীয় বীণ। সদগুরুদের নির্দিষ্ট এই প্রপঞ্চ। (এই প্রপঞ্চের মধ্যে থেকেও সাধককে অবিচলিতচিত্তে সাধনা করতে হয়)। এইজন্য, কৌলধর্ম পরমগহন, যোগীদেরও অগম্য।”<sup>৪</sup>

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ সাধনা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ তত্ত্বের ভাষায় পশু। পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা পশুদের পক্ষে নিষিদ্ধ।<sup>৫</sup> শুধু তাই নয়, এমনকি পশুসমিধানো পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীপূজা নিষেধ করা হয়েছে।<sup>৬</sup>

১ কুলার্ণবতন্ত্র ৫।৪৮

২ ২।১২০

৩ নিসর্গদুর্গমঃ কৌল সৃগম ইব ভাত্যসৌ। গন্ধর্বতন্ত্র ৪০।৫০

৪ বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্।

মধ্যে ন্যস্তং মরীচসহিতং শুকরশোণমাংসম্ ॥

স্কন্ধে বীণা ললিত-সুভগা সদগুরুণাং প্রপঞ্চঃ।

কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।—কৌলাবলীনির্গম, ২।১৮২-১৮৩

৫ মদ্যং মাংসং তথা বৎস্যং মুদ্রামৈথুনম্বেব চ।

ইদমাচরণং দেবি পশোঽর্ষ দিব্যবীরয়োঃ ॥—যোগিনীতন্ত্র, পটল ৬

৬ মকারপঞ্চকৈর্দেবীং নার্চয়েৎ পশুসমিধৌ।—কৌলাবলীনির্গম, পটল ৭

অবশ্য, এ-বিষয়ে মতভেদও আছে। “যেমন আগমকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে—মুখ্য অনুকল্প ও দিব্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা জগদস্থার নৈবেদ্য দিতে হবে। বীরেরা মুখ্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দেবে। পশুদের অনুকল্পের দ্বারা এবং দিব্যদের দিব্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দান বিধি।”<sup>১</sup>

হয়ত এই রঙ্গপথেই বিকার প্রবেশ করল। মুখ্য পঞ্চমকারের অনধিকারী পশুরা অনুকল্পের পরিবর্তে মুখ্যকল্পই ব্যবহার করতে লাগল। ফলে ধর্মের নামে চলল ব্যভিচার। আর, একাজে অগ্রণী হলেন একদল তথাকথিত গুরু। তাঁরা নিজেদের মনগড়া কুলধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। সম্ভবতঃ এঁদের কথা স্মরণ করেই আলোচ্যতন্ত্রে বলা হয়েছে—“মিথ্যাজ্ঞান প্রচারের দ্বারা বঞ্চনাকারী গুরুশিষ্যপরম্পরাবর্জিত বহু ব্যক্তি নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কুলধর্ম কল্পনা করে। অর্থাৎ কুলধর্ম বলে যা প্রচার করে তা তাদের নিজেদের কল্পনাপ্রসূত।”<sup>২</sup>

আলোচ্যতন্ত্রে এসব গুরু ও তাঁদের শিষ্যদের এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করে যথাশাস্ত্র কুলদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমকার সেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আলোচ্য উল্লাসের উপসংহারের দিকে সার কথা বলা হয়েছে—জীবমুক্তির সুখসাধ্য উপায় কুলশাস্ত্রে রক্ষিত আছে।<sup>৩</sup> বলা বাহুল্য, এই সুখসাধ্য কথাটি আপেক্ষিক। উচ্চকোটির অধিকারী সাধকের পক্ষেই কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনা জীবমুক্তির সুখসাধ্য উপায়। সুখসাধ্য শব্দের আরেকটি ব্যঞ্জনা আছে। তা হল এই—অন্যমতে জীবমুক্তি লাভের উপায়ের তুলনায় কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায় সুখসাধ্য।

তৃতীয় উল্লাসে উর্দ্ধামায়, তার মন্ত্র ও মাহাত্ম্য বিবৃত হয়েছে। মন্ত্র সম্বন্ধে শিবমুখে বলা হয়েছে—“উর্দ্ধামায়ে অধিষ্ঠিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র (অর্থাৎ হংস মন্ত্র) আমাদের উভয়ের পরম রূপ। এটি যে জানে সে স্বয়ং শিব।”<sup>৪</sup> অন্যত্র বলা হয়েছে, মন্ত্রটি পরতত্ত্বরূপ সচ্চিদানন্দলক্ষণ শিবশক্তিময় ভূক্তিমুক্তিপ্ৰদ বলে সাকর্মা হয়েও নিষ্কর্মা, সগুণ হয়েও নিগুণ।<sup>৫</sup>

১ পঞ্চতত্ত্বেন মুখোন চানুকল্পেন বা প্রিয়ে।

দিব্যেন জগদম্বার্ষে নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ ॥

মুখ্যকল্পেন বীরানাং নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ ॥

পশূনাঞ্চানুকল্পেন দিব্যানাং দিব্যকল্পকৈঃ ॥

জঃ সাধনরহস্যম্, পরিশিষ্টখণ্ডম্, অন্নপ্রাসাদ কবিত্ত্বমণ্ডলংগ্রহীতম্, পৃঃ ৩৬

মন্ত্র যে দেবতার রূপ অথবা দেবতা যে মন্ত্ররূপ<sup>১</sup> একথা তত্ত্বান্তরেও বলা হয়েছে। মন্ত্রে আর দেবতার কোনো ভেদ নাই। কাজেই ‘হংস’মন্ত্র শিবশক্তি, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে এই মন্ত্র প্রাণীমাত্রে বিদ্যমান।<sup>২</sup>

অনেকগুলি বচনে প্রাসাদপরামন্ত্রের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করা হয়েছে। তা শুধুকে জানা যায় যে যিনি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে প্রাসাদপরামন্ত্র অবগত হন, তিনি শিব থেকে অভিন্ন হয়ে যান।<sup>৩</sup> এহেন ব্যক্তির শুধুমাত্র দর্শনের দ্বারাই চণ্ডালও মুক্তি লাভ করে।<sup>৪</sup>

মন্ত্রটিকে বলা হয়েছে মন্ত্ররাজ। কেন না, দীর্ঘকালে একটিমাত্র ফল প্রদান করে এরূপ হাজার হাজার মন্ত্র আছে। কিন্তু এটি শীঘ্র সর্বফল প্রদান করে।<sup>৫</sup> এই মন্ত্র যথাবিধি জপ করলে জীব নিঃসংশয় ভুক্তিমুক্তি লাভ করে।<sup>৬</sup>

মন্ত্রটিকে কখনও প্রাসাদপরামন্ত্র আবার কখনও পরাপ্রাসাদমন্ত্র বলা হয়েছে। চতুর্থ উল্লাসেও গ্যাস-ধ্যানাদির সহিত এই মন্ত্র বিবৃত হয়েছে। প্রথমেই সাংকেতিক ভাষায়<sup>৭</sup> মন্ত্রটি ব্যক্ত কষ্টে এটিকে কেন প্রাসাদমন্ত্র বলা হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।<sup>৮</sup>

আলোচ্যতন্ত্রমতে এই মন্ত্রটিই কুলমন্ত্র।<sup>৯</sup> অর্থাৎ উক্ত তত্ত্বানুসারী কৌলাচারে এটিই মূলমন্ত্র।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় “কৌলাচারের প্রকারভেদ আছে। সমস্তাচারতন্ত্রমতে<sup>১০</sup> কৌলাচার দ্বিবিধ—আর্দ্র ও শুষ্ক। পঞ্চমকারযুক্ত হলে কৌলাচারকে আর্দ্র আর পঞ্চমকাররহিত হলে শুষ্ক বলা হয়। কলিযুগে বিশেষ করে আর্দ্রাচারই ফলপ্রদ।<sup>১১</sup>”

তাছাড়া, কৌলাচারে সম্প্রদায়ভেদও আছে। পূর্বকৌল ও উত্তরকৌল<sup>১২</sup>, আর বামকৌল ও দক্ষিণকৌল<sup>১৩</sup> সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়।

১ মন্ত্ররূপো ভবেদেবঃ।—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তীর্থখণ্ড, ৫৮।৩

২ কুলার্ণবতন্ত্র ৩।৫০

৩ ২।৭৭

৪ ৩।৮৩

৫ ৩।৮৬

৬ ৩।৯৬

৭ ৪।৪

৮ ৪।৫-৮

৯ ৪।৯

১০ আর্দ্রাশুদ্ধবিভাগেন দ্বিধাচারং পুনঃ শৃণু।

আর্দ্রাচারস্ত বিজ্ঞেয়ো মকারৈঃ পঞ্চভিযুতঃ।

মকারপঞ্চরহিতঃ শুষ্কচারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।

কলৌ বিশেষতঃ দেবি আর্দ্রাচারঃ ফলপ্রদঃ।

—দ্রঃ প্রাণতোষিনী, কটক ৭, পরিচ্ছেদ ৪, বসুমতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ৫৩১

১১ দ্রঃ সৌন্দর্যলহরীর ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের লক্ষ্মীধরকৃত টীকা।

১২ দ্রঃ অকুলবীরতন্ত্রম্ (খ), শ্লোক ১৩০, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, পৃঃ ১০৫

কুলজ্ঞাননির্ণয়তন্ত্রে<sup>১</sup> রোমকুপাদিকৌল, হৃষণোথকৌল, রুহিকৌল ইত্যাদি বিভিন্ন কৌলসম্প্রদায়ের বা উপসম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে।

কুলমার্গের বা কৌলাচারের সাধনা যে একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এইসব বিভিন্ন নাম তার ইঙ্গিত বহন করে।

আলোচ্যতন্ত্রমতে কৌলাচারের আরাধ্যা কে, এই প্রশ্নটিও এই প্রসঙ্গে মনে জাগে। “তন্ত্রে কৌলাচার প্রধানতঃ শ্রীবিদ্যা বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে<sup>২</sup>। মুখ্য কৌলাচার একমাত্র শ্রীবিদ্যা বিষয়েই বিহিত।<sup>৩</sup> কাজেই মুখ্য কৌলাচারের আরাধ্যা শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী। দেবীর ত্রিপুরসুন্দরী ললিতা কামেশ্বরী প্রভৃতি নামও প্রচলিত।”

“তবে কালী তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি পরাশক্তির অগ্ৰাণ্য মূর্তিও কৌলাচারে আরাধ্যা। কুলচূড়ামণিতন্ত্রের<sup>৪</sup> আরম্ভেই ত্রিপুরা কালিকা বাগীশ্বরী বিমলা মাতঙ্গিনী পূর্ণা চণ্ডনায়িকা একজটী দুর্গা প্রভৃতি কুলসুন্দরী অর্থাৎ কুলাচারে আরাধ্যা দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে।”

আলোচ্যতন্ত্রে কিন্তু কোথাও সরাসরি আরাধ্যার উল্লেখ করা হয়নি, করা হয়েছে তির্যকভাবে। প্রথমেই পরাপ্রাসাদমন্ত্রের কথা ধরা যাক। পরার প্রাসাদ যে-মন্ত্রে তা পরাপ্রাসাদমন্ত্র। এটিকে কুলমন্ত্র অর্থাৎ মূলমন্ত্র বলা হয়েছে। মন্ত্র আর দেবতা অভিন্ন। কাজেই, এই সিদ্ধান্ত হয়, এই তন্ত্রমতে কুলাচারের আরাধ্যা পরা বা পরাশক্তি। ইনি শিবাভিন্না। অতএব, বিচারের ক্ষেত্রে একে শিবশক্তি বলা যায়। পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে, পরাপ্রাসাদ মন্ত্রকে বলা হয়েছে শিবশক্তির রূপ। শিবশক্তিকে পরশিবও বলা যায়। আবার পরাশক্তিও বলা যায়। কাজেই, এই দিক দিয়ে বিচারেও পরাশক্তিকে আরাধ্যা বলতে কোনো বাধা হয় না। অবশ্য, একই যুক্তি অনুসারে পরশিবকেও আরাধ্যা বলা যেতে পারে। পরবর্তী ধ্যানসম্পর্কিত বচনে<sup>৫</sup> এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়।

পরশক্তি যে আরাধ্যা একথার সমর্থন পাওয়া যায় একাধিক বচনে। একটি বচনে শিব বলছেন—‘প্রিয়ে, পূর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তির তোমার অর্চনা করবে।’<sup>৬</sup>



অগ্ৰ বলছেন—‘দেবী, এই সব লক্ষণযুক্ত নিয়তব্রত যে কৌলিক তোমার অর্চনা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়।’<sup>১</sup>

আরেক জায়গায় পূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যের সংস্কার এবং অর্চনার বিষয় বলতে গিয়ে দেবীকে বলছেন—‘যাদের পাপ অপগত হয়েছে, যারা পুণ্যবান, উত্তমরূপে কুলজ্ঞানসম্পন্ন সেই সব দৃঢ়ব্রত মানুষ তোমার ভজনা করবে।’<sup>২</sup>

বচনগুলিতে কোথাও দেবীর কোনো নামোল্লেখ করা হয়নি। তবে একটি বচনে তাঁকে অরূপা পরমা শিবা বলা হয়েছে।<sup>৩</sup> অরূপা পরমা শিবা ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকেই বলা যায়।

অতএব, কোথাও স্পষ্ট করে না বললেও আলোচ্যতন্ত্রমতে যে কোলাচারের আরাধ্যা পরাশক্তি এই সিদ্ধান্ত হতে পারে।

এবার পূর্বের কথায় ফেরা যাক। মন্ত্রের বিষয় বলার পর সাধকের প্রাতে শয্যাভ্যাগ থেকে আরম্ভ করে পূজাগৃহে প্রবেশ করতঃ আসনে উপবেশন ইত্যাদি বিবিধ কার্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার পর বিবিধ প্রকারের ন্যাস বিহৃত হয়েছে।

ন্যাসের পর বিহিত হয়েছে ধ্যান। বলা হয়েছে—অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান করতে হবে। পুরুষরূপে বা স্ত্রীরূপে দেবতার ধ্যান কর্তব্য। অথবা সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বভেদোন্ময় সচরাচরবিগ্রহ নিষ্কলের ধ্যান করা উচিত।<sup>৪</sup>

মনে হয়, সাধকের রুচি অনুসারে এই ধ্যানের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান অথবা পুরুষরূপে দেবতার ধ্যানের কথা বলান্ন কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত আরাধাবস্তু সম্পর্কে মনে সংশয় জাগতে পারে—আরাধ্য শিব, না আরাধ্যা শক্তি। বস্তুতঃ একরূপ সংশয়ের কোনো হেতু নেই। কারণ, তন্ত্রের মতে শিবশক্তি অভিন্ন। এঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যিনি শক্তি তিনিই শিব, একথা দ্রব।<sup>৫</sup> অগ্ৰ বলা হয়েছে ত্রিপুরা ত্রিবিধা, ব্রহ্মাবিশ্বমহেশ্বরস্বরূপিণী<sup>৬</sup>। কাজেই, অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান বলতে অর্ধনারীশ্বররূপে পরাশক্তির ধ্যান বুঝান হয়েছে, একথা বললে তা তত্ত্বদৃষ্টিতে অসঙ্গত হবে না। তন্ত্রে একরূপ সিদ্ধান্তের বহু সমর্থন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন দেবী শিবকে বলছেন—তুমি

১ ৬।১১

২ ৬।৩

৩ ৬।৭৫

৪ ৪।১১৪-১১৫

৫ নানরোবিদ্যাতে ভেদো যা শক্তিঃ স শিবো দ্রবম্।—গর্ভবতন্ত্র ৪০।৪

৬ ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবি ব্রহ্মাবিশ্বীশ্বররূপিণী।—বামকেশরতন্ত্রান্তর্গত

আমিই, অন্য কৈউ নও, ব্রহ্মা আমি, বিষ্ণুও আমি ।<sup>১</sup> আবার শিব বলছেন—  
দেবীই আমি পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে আমিই দেবী । আমাদেরই মধ্যে ভেদ নেই ।  
যে-ভেদ কল্পিত হয় তা অজ্ঞানের জন্ম ।<sup>২</sup>

আবার বলা হয়েছে, শিবশক্তি দ্বিবিধা-নিগুণা এবং সগুণা । নিগুণা  
জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মসনাতনী ।<sup>৩</sup>

আলোচ্য বচনে যাকে সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বভেদজ্যোময় সচরাচরবিগ্রহ বলা  
হয়েছে তিনি এই পরব্রহ্মসনাতনী পরাশক্তি । কেননা, সচ্চিদানন্দলক্ষণাদি  
ব্রহ্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য । ব্রহ্মী স্ত্রী পুরুষ নপুংসক কিছুই নন ।<sup>৪</sup> ব্রহ্মময়ী শক্তি  
সম্বন্ধেও বলা হয়েছে—ইনি স্বরূপতঃ স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, স্ত্রীও নন ।<sup>৫</sup>

অতএব, ধ্যানসম্পর্কিত আলোচ্য বচনে কোলাচারের আরাধ্যা সম্বন্ধে  
কোনো সংশয় সূচিত হয়নি । এ আরাধ্যা পরাশক্তি । অবশ্য, এবংবিধ যুক্তি  
অনুসারে পরশিবও আরাধ্য হতে পারেন এবং নিম্নলি ব্রহ্মও আরাধ্য হতে  
পারেন ।

ধ্যানের পর মূর্ত্তাপ্রদর্শন, বীজমন্ত্র জপ এবং গুরুর ধ্যান করতে হবে । তা  
করলে পর ন্যাস সম্পূর্ণ হবে । ন্যাসের মহিমা কীর্তন করে উল্লাস সমাপ্ত  
হয়েছে ।

এখানে উল্লেখ করা যায়, বীজমন্ত্র জপের কথা বললেও এবং অন্যত্র  
পরাবীজ ও প্রাসাদবীজের এবং পরাপ্রাসাদবীজের উল্লেখ করলেও  
আলোচ্যতন্ত্রে কোথাও বীজমন্ত্র ব্যস্ত করা হয় নি । সম্ভবতঃ বীজমন্ত্র প্রকাশ্য  
ঐশ্বর্য এবং গুরুমুখে জ্ঞাতব্য বলে গ্রন্থে তা ব্যস্ত করা হয় নি ।

পঞ্চম উল্লাসের বিষয়বস্তু কুলদ্রব্য । মদ্যপাত্রের আধার মদ্যপাত্র, পৈয়ঠী  
গোড়ী ইত্যাদি মদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী, বিভিন্ন রকমের মদ্যের গুণ এবং কোন  
কর্মে কোন মদ্য প্রশস্ত, এইসব বিবৃত হয়েছে । এর পর কীর্তন করা হয়েছে

১ ভূমেবাং ন চাত্মোহসি ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরপাহম্ ।—গজব্রততন্ত্র, ৪৮।৪৪

২ সৈবাহং পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণাহমেব হি ।

আবাত্যাং নহি ভেদোহস্তি ভেদজ্ঞানসম্ভবম্ ।—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সুল্লরীখণ্ড,

৩।৮৫-৮৬

৩ শিবশক্তির্দ্বিধা দেবি ! নিগুণা সগুণাপি চ ।

নিগুণা জ্যোতিষাং ব্রহ্মং পরং ব্রহ্মসনাতনৌ ।—নিরুত্তরতন্ত্র, পটল ২

৪ নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবাং ন পুংসকঃ ।—ঋতাস্তুরোপনিষৎ, ৫।১০

৫ নেয়ং বোধিত চ পুমান্ ন যশো ন জড়ঃ স্মৃতঃ ।—নবরত্নশ্রবচন, জঃ তন্ত্রতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৪

সুরামাহাত্ম্য। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সব মন্দিরা ব্রাহ্মণা এবং চিত্তগুহির সাধন। তার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি সংগ্রহ করে পূজাকর্ম সম্পাদন করতে হবে।<sup>১</sup> মন্দের অভাব হলে তার অনুকল্পেরও বিধান দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর মাংসের বিষয় বিবৃত হয়েছে। মন্দের মতো মাংসও সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বিহিত। সেইজন্ত প্রাণীবধ সম্পর্কে বলা হয়েছে—পিতৃষজ্ঞে ও দেবযজ্ঞে বৈধহিংসা বিহিত। শাস্ত্রে নিজের জন্ত প্রাণী-হিংসার কথা কখনো বলা হয়নি।<sup>২</sup> স্মার্ত বিধানের সঙ্গে এ বিধানের ভেদ নেই। তন্ত্রের বিধানানুসারে পশুবলি দিয়ে তার মাংস ব্যবহার করতে হবে। মাংসের অভাবে তার অনুকল্পও বিহিত হয়েছে।

কুলপূজায় পূজাদ্রব্যরূপেই মন্ডাদির বিধান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এ সবেব ব্যবহার নিষিদ্ধ। আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে—কুলপূজা বিনা যে মন্ডাদি সেবন করে সে এবং তার একবিংশতি পুরুষ ঘোর নরকে যান।<sup>৩</sup>

এখানে একবার কুলপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। তার প্রধান বক্তব্য—ত্রিজগতে কুলপূজার মতো পুণ্য আর নেই। যে ভক্তিসহকারে কুলপূজা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়।<sup>৪</sup>

এই প্রসঙ্গেই এসেছে চক্রানুষ্ঠানের কথা। চক্রানুষ্ঠান দর্শন করলেই মহাপুণ্য হয়।

এই উল্লাসে কুলদ্রব্যের বিশেষ করে মন্ড ব্যবহারের উপযোগিতা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পূজাকালেও ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান বিহিত কি না এ সম্পর্কে সব তন্ত্র একমত নয়। যেমন মেরুতন্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণ সুরাপান করলে রোরব নরকে যাবেন।<sup>৫</sup> আবার মাতৃকাভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে—মন্ডপানে ব্রাহ্মণের মহামোক্ষ লাভ হয়।<sup>৬</sup> আলোচ্য তন্ত্রের অভিমত—যেমন ব্রাহ্মণদের পক্ষে যজ্ঞে সোমপান বিহিত তেমনি শাস্ত্রবিহিত আচারে ভোগমোক্ষপ্রদায়ক মন্ডপান করা উচিত।<sup>৭</sup>

১ কুলার্ণবতন্ত্র, ৫৪১      ২ ঐ, ৫৪৫      ৩ ঐ, ৫৬০      ৪ ঐ, ৫৫৬

৫ ব্রাহ্মণস্ত সুরাং পীড়া রোরবং নরকং ব্রজেৎ।—মাতৃকাভেদতন্ত্র,

৪২=এর টীকার উদ্ধৃত।

৬ ব্রাহ্মণস্ত মহামোক্ষং মন্ডপানে প্রিয়ংবদে। মাতৃকাভেদতন্ত্র, ৩৫২

৭ কুলার্ণবতন্ত্র, ৫১০

কিন্তু যে-কোনো ব্রাহ্মণ বা যে-কোনো ব্যক্তি এরূপ মদ্যপানে অধিকারী নন। এ সম্বন্ধে উক্ত তত্ত্বের নির্দেশ—“যে নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, ধীর, নিঃসন্দেহ, নিষ্কলুষ, যে বেদশাস্ত্রার্থ নির্ধারণ করেছে, বরদান্নিনী বারুণী তারই পান করা বিধি।”<sup>১</sup>

মদ্যপানের উপযোগিতা এখানে বিশেষ করে বিবৃত হয়েছে। তার সার কথা হল—মন্ত্রার্থ স্মরণের জন্ত, মনের স্থৈর্যবিধান করার জন্ত এবং ভবপাশ ছিন্ন করার জন্ত মদ্যপান করতে হয়।<sup>২</sup>

দিব্য পঞ্চতত্ত্বের বাসনা বিবৃত করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিব্য পঞ্চতত্ত্বের বাসনার উল্লেখ করা যাচ্ছে। যথা—পরশক্তি পরশিব এই মৈথুনের সংযোগ মৈথুন। এই মৈথুন থেকে যে-আনন্দ উৎপন্ন হয় তার উপর যার নির্ভর অর্থাৎ যে তাতে নিমগ্ন থাকে তারই হয় মৈথুন। অগ্নেরা স্ত্রী-সন্তোগকারী মাত্র।<sup>৩</sup>

ষষ্ঠ উল্লাসে কুলপূজক অর্থাৎ কোলাচারী সাধকের লক্ষণ ও কুলদ্রব্যের অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের সংস্কারাদি বিবৃত হয়েছে। উক্ত লক্ষণ সম্পর্কে একটি বচনে শিবমুখে বলা হয়েছে—পূর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান এবং সংযতাত্মা ব্যক্তির তোমার অর্চনা করবে।<sup>৪</sup> অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরাই কোলাচারে পরশক্তির পূজায় অধিকারী।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গান্তরে এই বচনটি পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে।

• পূজকের লক্ষণ নির্দেশ করার পর পঞ্চগুহির বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের গুহিকে বলা হয় পঞ্চগুহি। পঞ্চগুহির পর মণ্ডল অঙ্কন ও পঞ্চপাত্র স্থাপনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

এরপর মদ্যাদিশোধন বিবৃত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় শোধনমন্ত্রগুলি সবই বৈদিক মন্ত্র।

• অতঃপর গুরুপঙক্তির পূজা, দেবীর আবাহন ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে। কোলসাধকের আলোচ্যতত্ত্বাভিমত আরাধ্যা পরশক্তি। ইনি ব্রহ্মস্বরূপিণী। অতএব, অরূপা, সর্বব্যাপিনী। তা হলে তাঁকে আবার আবাহন করার যৌক্তিকতা কোথায়? তার উত্তরে আলোচ্যতত্ত্বে বলা হয়েছে—কর্মকাণ্ডের ব্যক্তির অরূপাকে রূপিণী কল্পনা করে পূজা করে।<sup>৫</sup> রূপিণী হলে পরে আবাহনাদি যুক্তিসিদ্ধ।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, শুধু কোল সাধকের আরাধ্যা নয়, শাস্ত্রবিহিত, এমনকি, লৌকিক, সব দেবতা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। কেননা, স্বরূপতঃ সব দেবতাই ব্রহ্ম। আলোচ্যতন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—সাধকের হিতের জন্তই চিন্ময় অপ্রমেয় নিগুণ অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা।<sup>১</sup>

প্রতিমাদিতে পূজারও এই তত্ত্ব। একটি সহজ উপমার সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—গাভীর সর্বাঙ্গে দুধ থাকলেও তা যেমন স্তনমুখে ক্ষরিত হয় তেমনি দেবতা সর্বগত হলেও প্রতিমাদিতে দীপ্তি পান।<sup>২</sup>

প্রতিমাদিতে যেমন পূজা হয় তেমনি যন্ত্রেও পূজা হয়। প্রতিমায় পূজার ক্ষেত্রেও যথাবিধি যন্ত্রাঙ্কন করে পূজা করতে হয়। যন্ত্রে পূজার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। আলোচ্যতন্ত্রের অভিমত—যন্ত্র মন্ত্রময়। দেবতা মন্ত্ররূপী। যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা সহসাই প্রসন্ন হন।<sup>৩</sup>

আবার অগ্রত্রে দেবতাকেই যন্ত্ররূপ বলা হয়েছে।<sup>৪</sup>

কোলপূজা সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ আছে। সে-সব এবং যন্ত্রমন্ত্রাদি সব পূজাঙ্গের তত্ত্ব এবং পূজানুষ্ঠানের ক্রম গুরুমুখে যথাশাস্ত্র অবগত হয়ে যথাবিধি পূজা করতে হবে। এসব না জেনে শুধু অনুষ্ঠান করে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না।

কোলপূজা ক্রিয়াকর্মবহুল অনুষ্ঠান। বটুকবলি ইত্যাদি এ পূজার অঙ্গ। সপ্তম উল্লাসে বটুকবলি যোগিনীবলি ভূতবলি ইত্যাদি, কুলদীপ প্রদর্শন, শক্তিলক্ষণ ও শক্তিপূজা, পূজায় দ্রব্যস্বীকার, এই সব কথিত হয়েছে।

কোলাচারের সাধনা শক্তিসহ সাধনা। এখানে শক্তি অর্থ সাধনসঙ্গিনী। শক্তি নানাবিধ। তাঁদের মধ্যে কারা গ্রহণীয়া ও কারা বর্জনীয়া তা কয়েকটি বচনে বলা হয়েছে।<sup>৫</sup>

যথাবিধি শক্তিপূজার পর পূজা সমর্পণ করতে হয়।

খুব সাবধানে করলেও পূজায় ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটতে পারে। তার জন্ত সাধক এই মন্ত্রটি পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—জ্ঞান বা অজ্ঞানে আমি যা কিছু করেছি, ওগো শিবা, সে তোমার কৃত্য, এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর।<sup>৬</sup>

এর অন্তর্নিহিত ভাব—অহংবুদ্ধি বর্জন ও ব্রহ্মকভাবনা। সাধক নিমিত্ত-মাত্র। সাধক যা করেছেন তা তাঁকে নিমিত্ত করে দেবীই করেছেন। অথবা,

দেবী সর্বস্বরূপাঃ সাধকও তাঁরই রূপ। কাজেই, সাধক যা করেছেন তা দেবীই করেছেন। এটি অবশ্য সাধনার চরম- উপলক্ষের বিষয়। কিন্তু তা হওয়ার আগেও এরূপ ভাবনা নিঃসন্দেহ সেই উপলক্ষের সহায়ক হয়।

ক্ষমা প্রার্থনার পর করতে হবে দেবীর উদ্বাসন। এই উদ্বাসন হবে সাধকের হৃৎপদে।<sup>১</sup>

সাধারণভাবে কুলপূজার কথা বলা হলেও, প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয় এখানে অধিকারী গুরুর কুলপূজার কথা বলা হয়েছে। কেননা, উদ্বাসনের পরই গুরুকর্তৃক শিষ্যের দেহশুদ্ধি এবং গুরুর কাছে শিষ্যের তত্ত্বত্রয়ের জ্ঞানলাভ বিহিত হয়েছে। গুরুর যথাশাস্ত্র মদ্যপান এবং শিষ্যকে মদ্যপ্রসাদ দানের কথাও এই উপলক্ষে বিবৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মদ্যপান সম্পর্কে বিবিধ বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ, এটি হোম।<sup>২</sup> আলোচ্যতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছে— অহস্তারূপ পাত্রভরে ইদন্তারূপ জরমামৃত পরাহস্তাময় অগ্নিতে হোম—এরই নাম দ্রব্যাদীকার অর্থাৎ মদ্যপান।<sup>৩</sup>

বাহ্য মদ্যপান এই তত্ত্বেরই দ্যোতক। এই বাহ্য মদ্যপানের প্রকারভেদ, পরিমাণ ইত্যাদির যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এই উল্লাসের সমাপ্তির দিকে আছে এই বহুবিতর্কিত বচনটি—পানের পর পান করে যাবে। ভূতলে পতিত না হওয়া পর্যন্ত বার বার পান করবে। পতিত হলে উঠে আবার পান করবে। এরূপ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।<sup>৪</sup>

অনধিকারী ব্যক্তির। এই বচনের মর্ম অবগত নন। সেইজন্য, এটিকে এবং পরবর্তী বচনটিকে<sup>৫</sup> যথেষ্ট মদ্যপানের সমর্থক প্রমাণরূপে ব্যবহার করেন অথবা বচন দুটির দৃষ্টান্ত দিয়ে তাত্ত্বিক সাধনার নিন্দা করেন।

• অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বচন দুটি স্বন্ধে মতভেদ আছে। একদলের মতে বচন দুটি দিব্যপান সম্পর্কে প্রযোজ্য, মুখ্যপান সম্পর্কে নয়। দিব্যপানের

১ ৭।৫৭

২ ৭।৮৮

৩ ৭।৮৯

৪ পীড়া পীড়া পুনঃ পীড়া যাবৎ পতিতি ভূতলে।

উথায় চ পুনঃ পীড়া পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৭।১০০

৫ আনন্দাত্মপ্যাতে দেবী মুর্চ্ছয়া ভৈরবঃ স্বয়ম্।

বমনাৎ সর্বদেবাশ্চ তস্মাৎ ত্রিবিধমাচবেৎ ॥ ৭।১০১

বিষয়ে আলোচ্য তন্ত্রেই বলা হয়েছে—“মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সেখানকার সহস্রারে সাধক বার বার যাতায়াত করবে। সেখানে চিৎচন্ড্রের (শিবের) সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির সামরয়সুখের উদ্ভব হয়। বোমপঙ্কজ অর্থাৎ সহস্রারে এই সামরয়জনিত অমৃত ক্ষরিত হয়। সাধক সেই অমৃত পান করে। এরই নাম সুধাপান অর্থাৎ কুলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান। এরূপ সুধাপানকারী ক্যতীত অণ্ডেরা মদ্যপ মাত্র”।<sup>১</sup>

সহস্রারে পূর্বোক্তভাবে বার বার যাতায়াতই পানের পর পান। সহস্রার থেকে মূলাধারে নেমে আসা ভূতলে পতিত হওয়া। পুনরায় সহস্রারে যাওয়াই উঠে আবার পান করা। এরূপ করতে করতে সাধকের ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি হয়ে যাবে। আর তা হলেই আর পুনর্জন্ম হবে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য বচনে যোগসাধনার কথাই বলা হয়েছে। কোলাচারের সাধনা বস্তুতঃ যোগসাধনা। মুখ্য পঞ্চমকার নিয়ে সাধনাও তাই। আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে—কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন।<sup>২</sup> প্রসঙ্গান্তরে এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

অধিকারী ব্যক্তিদের অপর দল মনে করেন বচন দুটি মুখ্যপান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে তাঁদের মতে এ পান পূর্ণাভিষিক্ত উন্ননোন্মাসারূঢ় সাধকের পান, অণ্ডদের নয়। আলোচ্যতন্ত্রেই এরকম সাধকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—উন্ননা নামক ষষ্ঠ উল্লাসে সাধকদের মুহূর্ষু উত্থান-পতন এবং মূর্ছা হয় কলে, তাঁরা উন্ননা হন।<sup>৩</sup>

এঁরা উচ্চকোটীর শক্তিশালী সাধক। যথেষ্ট মুখ্যপানেও এঁরা বিচলিত বা বিকারগ্রস্ত হন না। এঁদের পক্ষে যা বিধি, নিয়মাদিকারী সাধকের পক্ষে তা বিধি নয়। এঁদের মুখ্যপান উচ্চাধিকারীর যোগসাধনার অঙ্গ। কাজেই বচন দুটিকে কোন প্রকারেই যে-কোনো সাধকের যথেষ্ট মদ্যপানের সমর্থক বলা চলে না।

অষ্টম উল্লাসে আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাস, দ্রব্যসঙ্কতি ও পাত্রমেলন বিরূত হয়েছে।

আরম্ভাদি উল্লাসের বেলা উল্লাস অর্থ উপাসকের দশাবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষ। এই উল্লাসের মধ্যে ক্রমোদ্ধতা আছে। উল্লাসভেদে মদ্যপানের

পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। আলোচ্য অষ্টম উল্লাসেও মদ্যপান সম্পর্কে বিধিনিষেধ ব্যক্ত হয়েছে। যা সহজেই মানুষকে বিকারগ্রস্ত করে দিতে পারে তার সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই সতর্কতা। প্রাণনাশক বিষকে প্রাণরক্ষক ঔষধরূপে ব্যবহার অতি কঠিন বলেই তার ব্যবহার সম্বন্ধে বার বার বিধিনিষেধের উল্লেখ করতে হয়। সাধক মন্দের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ পানাবশিষ্ট কাকে দেবেন-না-দেবেন সে-সবও বিবৃত হয়েছে। তারপর বলিবিসর্জন ও উচ্ছিষ্টভৈরবের পূজা-ধ্যান বর্ণনা করার পর শাস্তিস্তব বিবৃত হয়েছে। শাস্তিস্তবের পর অনেকগুলি বচন জুড়ে রয়েছে শাস্তিবাচন। •

এই উপলক্ষে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোল সাধকের পূজায় মদ্যপান সাধারণ মদ্যপান নয়, তা যজ্ঞ। বলা হয়েছে—“শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত, ব্রহ্ম থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত, কালান্নি থেকে শিব পর্যন্ত, জগৎ আমার যজ্ঞের (এখানে মদ্যপানরূপ যজ্ঞ) দ্বারা তৃপ্ত হোক।”<sup>১</sup>

প্রোঢ়াশ্লাস পর্যন্ত আক্রূঢ় সাধককে শাস্ত্রবিহিত নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রোঢ়াশ্ল-উল্লাসে আক্রূঢ় বীরভাবের সাধকের আর কার্যাকার্য থাকে না। তাঁর ইচ্ছাই শাস্ত্র হয়ে যায়।<sup>২</sup> শুধু তাই নয়, তাঁর জল্পে জপফল লাভ হয়। তাঁর তন্ত্রা হয়ে যায় সমাধি। তাঁর অপচার হয় পূজা। তাঁর সমাহৃত বস্তুমাত্র হয় ভৈরবীবলি।<sup>৩</sup>

প্রোঢ়াশ্ল-উল্লাসের এমনি আরও মাহাত্ম্য কীর্তন করে উক্ত উল্লাসে আক্রূঢ় সাধকদের ভৈরবীচক্র সাধনার বিষয় বলা হয়েছে। চক্রে সমবেত সাধক-সাম্প্রিকার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে সম্প্রদায়ের বাইরের লোকদের ঐদের সম্বন্ধে খুবই খারাপ ধারণা হতে পারে। কিন্তু ভিতরের লোকদের কাছে ঐদের আচরণ, ক্রিয়াকর্মের অশ্রু তাৎপর্য। নির্বিকার, সাধ্যে নিবিষ্টচিত্ত, এই সব ভৈরব-ভৈরবীদের দেবতাবুদ্ধিতে দর্শন করার নির্দেশ আলোচ্যতন্ত্রে দেওয়া হয়েছে।<sup>৪</sup>

• প্রোঢ়াশ্লোত্তরাসের পরবর্তী উল্লাস উন্মাদ। এই উল্লাসের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এটি ষষ্ঠ উল্লাস।

সপ্তম উল্লাসের নাম অনবস্থা। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—দেহেজ্বিল্লের অবশ অবস্থাকে অনবস্থা বলা হয়। অনবস্থাবিধানকারী এই সপ্তম উল্লাসে মূর্ছাপ্রাপ্ত সাধক পরামজ্ঞরূপ হয়ে যান। মূর্ছাসম্মির্ষই মুক্তির পরম মূল।<sup>৫</sup> এটি সাধকের চরম অবস্থা। •



এই অবস্থায় সাধক ব্রহ্মধ্যাননিবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মাস্বাদ লাভ করেন। তা ছাড়া তার সঙ্গে অগ্নিহোত্রি অষ্টসিদ্ধিও তিনি লাভ করেন।<sup>১</sup>

এরপর ভৈরবীচক্রের বিষয় বিবৃত হয়েছে। ভৈরবীচক্রসাধনা একটি গুহ্য তান্ত্রিক সাধনা। এর গুঢ়ার্থ অধিকারী গুরুর কাছে জানতে হবে। যোগ্য বিবেচিত হলে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই সাধনায় অধিকারী। আলোচ্য-ভুক্ত্রে এ সম্বন্ধে অগ্ণ্য কথার সঙ্গে বলা হয়েছে—এই চক্রে জাতিভেদ নেই; সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। এরূপ মত বেদেও প্রতিষ্ঠিত। বেদ বলেছেন সবই ব্রহ্ম।<sup>২</sup>

নবম উল্লাসের বস্তব্য বিষয়—যোগ, যোগীশ্বরের লক্ষণ ও কুলভক্তি সহ অর্চনার ফল।

প্রথমেই ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই যোগীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এবং তার পর সমাধিলক্ষণ বিবৃত হয়েছে। তারপর আবার ধ্যানের মাহাত্ম্য ও ধ্যানের লক্ষণ বলা হয়েছে। একটি বচনে আছে—“যেমন ধ্যানবলে কীটও ভ্রমর হয়ে যায় তেমনি ধ্যানবলে মানুষও ব্রহ্ম হয়ে যায়।”<sup>৩</sup>

এমনি যে-যোগী ব্রহ্ম হয়েছেন অর্থাৎ যাঁর ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—এঁর চেষ্টামাত্রই অর্চনা, কথাবার্তামাত্রই উত্তম মন্ত্র আর নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান।<sup>৪</sup>

এরকম যাঁর দেহাভিমান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরমাত্মা যাঁর বিদিত তাঁর যেখানে যেখানে মন যাবে সেখানেই সমাধি হবে।<sup>৫</sup>

সাধনায় নিয়মপালন, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির প্রয়োজন সিদ্ধিলাভের সহায়করূপে। সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে এসবের আর প্রয়োজন থাকে না। কোল সাধনার চরম লক্ষ্য পরাশক্তি পরশিব বা পরব্রহ্মের উপলব্ধি। সেটি লাভ হয়ে গেলে আর কোনো নিয়মাদি পালনের দরকার নেই। একটি সুন্দর উপমা দিয়ে আলোচ্যভুক্ত্রে কথাটা বলা হয়েছে—পরব্রহ্ম বিজ্ঞাত হলে আর কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না। মলয় বাতাস পাওয়া গেলে তালপাতার পাখার আর কি প্রয়োজন।<sup>৬</sup>

এই প্রসঙ্গে প্রকৃষ্ট যোগ কি তা নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—পদ্মাসন করলে যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করলেও যোগ হয় না। যোগ= বিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন।<sup>৭</sup>

লক্ষ্য করা গেছে পঞ্চমকার নিয়ে সাধনারও লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। সেই উপলব্ধিতে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ ঘুচে যায়। এটি কোলাচারের লক্ষ্য। তাই, এখানেও সাধারণভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার একোপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে উপনিষদাদির যে-লক্ষ্য কোলতত্ত্বেরও সেই একই লক্ষ্য। বস্তুতঃ অনেকে তত্ত্বকে উপনিষদের শেষভূত মনে করেন।<sup>১</sup> সাধনার ক্ষেত্রে আত্মচিন্তা বা তত্ত্বচিন্তার কথা যে উভয়ত্র অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট তাও লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্যতত্ত্বে তত্ত্বচিন্তাকে শ্রেষ্ঠ চিন্তা, পরমাত্মায় জীবাত্মার লয়কে শ্রেষ্ঠ পূজা বলা হয়েছে<sup>২</sup>—আর ঐ-কে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।<sup>৩</sup>

এই প্রসঙ্গে পরতত্ত্ববিদ কোল যোগীর যে-পূজাদির কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ পূজাদি থেকে ভিন্ন। বলা হয়েছে—“যথার্থতঃ যোগীকে শিবশক্তিপরা পূজা করতে হবে। যোগী সতত মন্ত্র ও জল ছাড়া সন্ধ্যা, পূজা ও হোম ছাড়া জপ আর উপচার বিনা পূজা করবে”।<sup>৪</sup>

বলা বাহুল্য পরতত্ত্ববিদ সাধক অতি উচ্চাধিকারী সাধক। এমনি সাধক সম্বন্ধেই বিধান দেওয়া হয়েছে—“দেহ দেবালয়। জীব সদাশিব। অজ্ঞাননির্মাল্য ত্যাগ করতে হবে আর পূজা করতে হবে সোহৃৎভাবে”।<sup>৫</sup>

কৌলমত যে বস্তুতঃ অদ্বয়মত এবং কৌল সাধনা অদ্বয়তাবের সাধনা তা এই বচনে স্পষ্ট হয়েছে।

বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—জীব শিব। শিব জীব। সে-জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে সদাশিব।<sup>৬</sup>

যোগী না হলে পূর্বোক্ত উচ্চাধিকারী সাধক হওয়া যায় না। অনেকগুলি বুচন জুড়ে কুলযোগীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। যথানির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত কুলযোগী কৌল-সাধকদের আদর্শ। তাঁকে সামনে রেখেই বলা হয়েছে এমনি সাধকের অনুসৃত কুলমার্গে অণু মার্গানুসারে যা নিকৃষ্ট তাই উৎকৃষ্ট, যা উৎকৃষ্ট তাই নিকৃষ্ট; সংসারে যা অনাচার তাই সদাচার; যা অকার্য তাই উত্তম কার্য। এঁদের কাছে অসত্যও সত্য।<sup>৭</sup>

১ তত্ত্বাণামুপনিষচ্ছেষত্বাৎ। —বামকেশ্বরতত্ত্বাস্তর্গত নিত্যায়োড়শিকার্ব-

এর ১৮২-এর ভাস্কররায়কৃত টীকা।

২ ১/৩১-৩৬

৩ ১/৩৭

৪ ১/৩৯

৫ ১/৪১

৬ ১/৪২

৭ ১/৫৫-১৬

আত্মবিদ এই কুলযোগীরা নানা বেশ ধরে নিজের স্বরূপ গোপন করে ঘুরে বেড়ান।<sup>১</sup> কখনো কখনো উন্নত মুক জড়ের মতো বাস করেন।<sup>২</sup>

এই ধরনের সিদ্ধ কুলযোগী এমন আচরণ করেন যাতে সংসার তাঁকে দেখে হাসে, তাঁকে ঘৃণা করে, তাঁর নিন্দা করে এবং তাঁকে দেখে দূর থেকে সরে পড়ে।<sup>৩</sup>

সহজেই অনুমান করা যায় যোগীর কাছ থেকে নানারকম জাগতিক লাভের প্রত্যাশী প্রাকৃত লোকদের উপদ্রব, থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই কুলযোগীরা এরূপ করতেন।

তবে তন্ত্রোক্ত বিবরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উচ্চকোটির কুলযোগীরা জীবমুক্ত মহাপুরুষ। এঁরা জীবকল্যাণের জন্যই সংসারে বিচরণ করেন।

কুলযোগীর কথা বলে সাধারণভাবে কৌলিকের লক্ষণও নির্দেশ করা হয়েছে কয়েকটি বচন জুড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বচনের উল্লেখ করা যায়। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে—“নিরুক্তং সন্তুষ্ট নিরুন্দ্র বিগতমংসর কুলজ্ঞানরত শান্ত ব্যক্তিরাই তোমার ( অর্থাৎ দেবীর ) ভক্ত এবং তারাই কৌলিক”।<sup>৪</sup>

কি করে কৌলিক হওয়া যায় তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা—“তত্ত্বত্রয়, আরাধ্য দেবতা ও গুরুর চরণ, মূলমন্ত্রের অর্থ, এ সবের তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন এবং দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি দীক্ষা দ্বারা কৌলিক হয়”।<sup>৫</sup>

অনেকগুলি বচনে কুলজ্ঞানী দেবীভক্ত কৌলিকের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। আধুনিক বিচারে এ সম্পর্কে অনেক উক্তিই অত্যাুক্তি মনে হতে পারে।

কুলযোগীকে দানের গৌরব যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা স্মৃতিবিহিত ব্রাহ্মণকে দানের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন বলা হয়েছে—বিশেষ বিশেষ ভিত্তিতে প্রীতিসহকারে কুলযোগীকে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ যা দান করা হয় সেই দানের ফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।<sup>৬</sup>

কুলযোগীকে দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সর্ব অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে কুলধর্মরত হতে হবে।<sup>৭</sup>

কৌল সাধকদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের সর্ব কর্মই করতে হবে নির্লিপ্তভাবে। এইরূপ কর্মের দ্বারা অজ্ঞান

দূরীভূত হবে। অজ্ঞান দূরীভূত হলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে। আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে পুণ্যাপুণ্য সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। তখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করতে পারেন কিংবা কর্ম করলেও তা তাঁকে লিপ্ত করে না।<sup>১</sup> উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই শিবত্ব অর্থাৎ শিবৈক্য লাভ হবে। এই শিবৈক্যই মুক্তি।<sup>২</sup>

দশম উল্লাসে বিশেষ বিশেষ দিনে পূজার কথা বলা হয়েছে। এ পূজা হবে শাস্ত্রবিহিত, কালোপযোগী ও দেশোপযোগী।<sup>৩</sup> কালোপযোগী ও দেশোপযোগী পূজার বিধান বাস্তবসচেতনতার পরিচায়ক।

গুরুপূজাদির কথা বলে আশ্বিন মাসে নবকুমারীর এবং নবম্বুবতীর পূজার বিষয় বলা হয়েছে। •

এর পর বিবৃত হয়েছে কুলাফ্যক ও অকুলাফ্যক শক্তিদেব পূজা ও মিথুন পূজা। প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায়, এই মিথুনপূজা হয় চক্রে। তন্ত্রের বিধানানুসারে বিশেষ বিশেষ দিনে চক্রানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য।

অতঃপর প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পূজার কথা বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে পূজার কথা। বিবৃত হয়েছে চক্রে অফ্যফ্যক পূজার বিষয়। দ্বিতীয়াগেরও বিধান দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলোল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিকপূজার কথা বলে পূজার বিষয়ের উপসংহার করা হয়েছে।

এরপর কুলপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কুলার্ণবতন্ত্র বেদগ্রাহ্যতন্ত্র এবং এই তন্ত্রমতে কৌলাচার বেদসম্মত। আলোচ্য উল্লাসে একটি বচনে কুলপূজাকে স্পষ্টভাষায় বেদসম্মত বলা হয়েছে। শিব বলছেন—“যে বেদশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কুলপূজা করে, ওগো ভাবিনী, আমাকে এবং তোমাকে তার নিকটে অবস্থিত জানবে, অন্যত্র নয়। একথা নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য।”<sup>৪</sup>

বিশেষ বিশেষ দিনে বা তিথিতে পূজা নৈমিত্তিক পূজা। এ ছাড়া, অনুগ্রহঘটক লাভের জন্য কাম্যপূজারও বিধান দেওয়া হয়েছে।

স্মার্তপূজায় যেমন পূজাস্তে দক্ষিণা দেওয়া বিধি এক্ষেত্রেও তাই। প্রসঙ্গক্রমে কৌলপূজার একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যায়। এপূজা পুরোহিত দিয়ে করান যায় না, গুরুকে দিয়ে করাতে হয়। গুরুর অভাবে অন্য কোনো ক্রমজ্ঞ কৌল সাধককে দিয়ে পূজা করাতে হবে। তবে সাধক যদি স্বয়ং ক্রমজ্ঞ হন তা হলে তিনিই পূজা করবেন।

একাদশ উল্লাসে কুলাচারের ক্রম বিবৃত হয়েছে। এতে পূজাসংক্রান্ত ব্যাপারে নানা ক্রিয়াকর্মের পর্যায় এবং অন্যান্য কর্তব্যাকর্তব্যাদি নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, চক্র সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক বিধিনিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রবিহিত মদ্যপান সম্পর্কে।

৬ গুরু সম্পর্কে কোল সাধকের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি বচনে শিব বলছেন—“ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত আমার গুরুসমুত্তি। সকলের আমি শিষ্য। এ সংসারে কে আমার পূজ্য নয়—এইরূপ ভাবনায় যে স্থিরবুদ্ধি সে আমাদের উভয়ের প্রিয়।”<sup>১</sup>

এখানে কোলিকের অনেক গুরুর ইঙ্গিত করা হয়েছে। শক্তিরহস্যে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—কোল সাধকের গুরু অসংখ্য।<sup>২</sup> বলা বাহুল্য, এঁরা শিক্ষাগুরু।

সাধকের মনে মনে যাতে অহংকার না জন্মে সেইজন্য তত্ত্বের কঠোর নির্দেশ—“আমি গুরু, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জ্ঞানী এরূপ যাদের গর্ব, অহং-ই যাদের গতি অর্থাৎ যারা অহংবাদী তারা কোলিক হতে পারে না।”<sup>৩</sup>

একটি বচনে আছে—গুরু, কুলশাস্ত্র, অন্যান্য পূজ্যস্থল, এসবের পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগকরতঃ ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে তার উল্লেখ করতে হবে।<sup>৪</sup> বৈষ্ণবদের মধ্যেও শ্রী-শব্দের অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সঠিকভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের সময়-নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে কারা অগ্রণী তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

কোল সাধককে নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হতে বলা হয়েছে। আলোচ্যতত্ত্বের নির্দেশ—সংসারে যে-কোনো নারী হোক না কেন সে মাতৃকুলসম্ভবা।<sup>৫</sup> নারীদের অমর্যাদা করলে কুলযোগিনীরা কুপিত হন। শত অপরাধ করলেও নারীকে ফুলের দ্বারাও আঘাত করতে নেই। নারীদের দোষ ধরতে নেই। তাদের গুণই প্রকাশ করতে হয়।<sup>৬</sup>

কোল সাধককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোলাচার গোপনীয়।

আবার কুলধর্ম গ্রহণ করেও যারা যথাবিধি কোলাচার পালন করে না তাদের অশেষ দুর্গতির কথা বিস্তৃতভাবেই বলা হয়েছে।

১ ১১৪১

২ কোলিকে গুরুবাহিনীস্বতঃ।—ব্রঃ বামকেশ্বরভট্টাস্তর্গত নিত্যাবোড়শিকার্গবের ৬৪-এর  
ভাঙ্করায়কৃত টীকা।

এ থেকে অনুমান করা যায়, কুলধর্ম গ্রহণ করার পরও কোলাচার ঠিক ঠিক মেনে চলতেন না এরূপ লোক উক্ত তত্ত্ব প্রকাশকালেও ছিলেন।

দ্বাদশ উল্লাসে পাদুকায় বিষয় বিবৃত হয়েছে, পাদুকামাহাত্ম্য ও গুরু-মাহাত্ম্য বোষণা করা হয়েছে। আলোচ্যতত্ত্বেই অগুপ্ত পাদুকা শব্দের অর্থ করা হয়েছে এইভাবে—“পালন করার জগু, দূরিত ক্ষয় করার জগু, কাংক্ষ্য বিষয় বর্ধন করার জগু আমার এবং তোমার ( শিব ও শক্তির ) তত্ত্বকে পাদুকা বলা হয়।”<sup>১</sup>

এই উপলক্ষে ভক্তির, বিশেষ করে, গুরুভক্তির গৌরব প্রচার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বচনে শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদের একটি মন্ত্র<sup>২</sup> ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিবদ্ধ করা হয়েছে। বচনটিতে শিব বলছেন, কুলেশ্বরী, যার দেবতার প্রতি উত্তম ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি তেমনি গুরুর প্রতি ভক্তি, তোমাকে যে-সব বিষয় বলেছি সে-সবের মর্ম তার কাছে প্রকাশিত হবে”<sup>৩</sup>

অগাধ্য অনেক বিষয়ের মতো ভক্তি সম্পর্কেও শ্রুতি ও তত্ত্বের মত বস্তুতঃ অভিন্ন। ভক্তির এক অর্থ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার এক অর্থ বিশ্বাস। এর তাৎপর্য, ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস একই মনোবৃত্তির বিভিন্ন রূপ। তাই ভক্তি প্রসঙ্গে বিশ্বাসেরও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এই বলে—সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই বিশ্বাসকে নমস্কার যে-বিশ্বাসের জগু মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরও অব্যর্থ ফল দেয়।<sup>৪</sup>

পূর্বেই কুলমার্গে জ্ঞানের প্রাধাণ্যের বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এখানে ভক্তির প্রাধাণ্যের কথা বলা হয়েছে।<sup>৫</sup> এর তাৎপর্য হল ভক্তি থাকলে পরেই তবে কোলাচারের ক্রিয়াকর্ম সফল হবে।

যার ভক্তিবিশ্বাস নেই সে গুরুকে মানুষ, মন্ত্রকে অক্ষর আর প্রতিমাকে পাথর মনে করে। আলোচ্যতত্ত্বের বিধানের এরকম লোক নরকে যাবে।<sup>৬</sup>

শিষ্যের কাছে গুরুর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই বলা হয়েছে—গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু দেব মহেশ্বর। শিব রক্ষা হলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রক্ষা হলে ত্রাণকারী কেউ নেই।<sup>৭</sup>

১ ১।৩৩

২ যশ দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরো।

তৈশ্বেতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহামুনা। ৩।২৩

৩ যশ দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরো।

তৈশ্বেতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে কুলেশ্বরী। ১২।৩৩

৪ ১২।৪২

৫ ১২।৪৩

৬ ১২।৪৫

৭ ১২।৪৬

এহেন গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনেকগুলি বচনে। তার মধ্যে একটি নির্দেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে—গুরুবুদ্ধিতে দেবতা এমন কি তৃণ সমস্তকেই প্রণাম করবে। কিন্তু দেববুদ্ধিতে লৌহময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম করবে না।<sup>১</sup>

যাঁর কাছ থেকে কিছু শিক্ষালাভ হয় তাঁকেই গুরু গণ্য করা যেতে পারে। এই অর্থে তৃণও গুরু। কেননা, তৃণের কাছ থেকে নত্বতা শিক্ষা করা যায়। প্রতিমায় পূজা বা প্রতীকোপাসনার তাৎপর্য সূচিত হয়েছে লৌহময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমা সম্পর্কে নির্দেশে। প্রতিমা দেবতা নয়। প্রতিমাতে যথাশাস্ত্র উদ্ভিষ্ট দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি হলে পর প্রতিমা আর প্রতিমামাত্র থাকে না, দেবতা থেকে অভিন্ন হয়ে যায়। প্রতিমা তখন মূর্ত দেবতা। এবার প্রতিমা দেবতা-বুদ্ধিতে প্রণম্য, তার আগে নয়। প্রতিমাপূজা প্রতিমার পূজা নয়, প্রতিমায় মূর্ত দেবতার পূজা, শিষ্যের যাতে একথা সর্বদা স্মরণে থাকে, মনে হয়, এইজগুই উক্ত নির্দেশ।

কৌল শিষ্যের প্রতি স্বে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কোনো কোনটি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকেও অনুসরণ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই নির্দেশটির উল্লেখ করা যেতে পারে—পিতামাতাদি গুরুজন এবং পূজনীয় আত্মীয়বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করতে হবে অভ্যুত্থান প্রণামাদি দ্বারা।<sup>২</sup>

তন্ত্রশাস্ত্র যেমন গুরুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন তেমনি সদগুরু ও অসদ-গুরুর লক্ষণ এবং সং শিষ্য ও অসং শিষ্যের লক্ষণও বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করেছেন। এটি করা হয়েছে আলোচ্যতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে।

এই সব লক্ষণ বিচার করলে দেখা যায়, কৌলমার্গে সদগুরু ও সং শিষ্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর তন্ত্রের বিধানে সদগুরু এবং সং শিষ্যই কৌল সাধনায় তথা তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারী। অসদগুরু ও অসং শিষ্য এই সাধনায় বর্জনীয়। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে কৌলমার্গ সকলের জগু হলেও যে-কোনো ব্যক্তি এই মার্গের সাধনায় অধিকারী নন। আর অসদগুরু ও অসং শিষ্যের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করায় এটিই প্রমাণিত হয় যে কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ-কালেই অনেক অনধিকারী ব্যক্তি কুলমার্গে প্রবেশ করেছিলেন।

এটা কিছু আশ্চর্য নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার চিরকাল হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে উচ্ছৃঙ্খলভাবে গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এগুরু সদগুরু। একটি বচনে আছে—সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং মনুষ্যচর্মারূত হয়ে অর্থাৎ মানুষগুরুরূপে সং শিষ্যদের অনুগ্রহ করার জন্য সংসারে গৃঢ়ভাবে বিচরণ করেন।<sup>১</sup> অগ্ন একটি বচনে বলা হয়েছে—শিব নিরাকার, মানুষের দৃষ্টিগোচর নন। তাই গুরুরূপ ধারণ করে ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করেন।<sup>২</sup>

শিব কেন এরকম করেন? তার কারণ, আলোচ্যতন্ত্রের সূচনাতেই বলা হয়েছে তিনি করুণানিধি। জীবের প্রতি অশেষ করুণাবশতঃই এরূপ করেন।

এই প্রসঙ্গে আবার গুরুর বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে। এই সব বিচার করলে দেখা যায়, কৌলগুরু তত্ত্বজ্ঞ রহস্যবিদ তন্ত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ ও যোগবিশারদ ত হবেনই তার সঙ্গে হবেন তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্মকুশল। তবে গুরুর তত্ত্বজ্ঞানের উপরই সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—“যিনি তত্ত্বজ্ঞানী সর্বলক্ষণহীন হলেও তাঁকে গুরু বলা হয়। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানীই নিজে মুক্ত এবং অন্তকেও মুক্তি দিতে পারেন।”<sup>৩</sup>

কোনো গুরু যথার্থ সদগুরু কিনা তার কয়েকটি সহজ পরীক্ষার কথাও আলোচ্যতন্ত্রে বলা হয়েছে। একটি বচনে আছে—“যে-গুরুর সংস্পর্শ থেকেই পরানন্দ উৎপন্ন হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করবে, অপূর কাউকে নয়।”<sup>৪</sup>

— পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্যতন্ত্র প্রকাশের সময়ও দেশে অনেক অসদগুরু যে ছিলেন অসদগুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এখানে এই সম্পর্কিত একটি বচনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বচনটি এই—শিষ্যের বিভ্রাপহারক অনেক গুরু আছেন। কিন্তু শিষ্যের দুঃখ অপহরণ করেন ভ্রমণ গুরু দুর্লভ।<sup>৫</sup>

যদি গুরুকরণে ভুল হয়, যদি গুরু সদগুরু না হন, তা হলে কি করা কর্তব্য? এ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—“অনভিজ্ঞ, সর্বদা সংশয়কারক গুরু লাভ হলে শিষ্য অগ্ন গুরুর কাছে যেতে পারে। এতে তার কোনো দোষ হবে না।”<sup>৬</sup>

চতুর্দশ উল্লাসে প্রধানতঃ দীক্ষার কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ পূর্ববর্তী উল্লাসেও যে-গুরুর কথা বলা হয়েছে তিনি দীক্ষাগুরু আর যে-শিষ্যের কথা বলা হয়েছে তিনি দীক্ষিত শিষ্য।



তাত্ত্বিক সাধনায় দীক্ষা অপরিহার্য। দীক্ষা ছাড়া তাত্ত্বিক সাধনা হয় না আর গুরু ছাড়া দীক্ষা হয় না, একথা পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে। অতএব, তাত্ত্বিক সাধনায় গুরু অপরিহার্য। এ সম্পর্কে একটি বচনে আছে—“দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই—এটি শিবাজ্ঞা। আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় না। এইজন্য, এ ক্ষেত্রে আচার্যপরম্পরা নির্দিষ্ট।”<sup>১</sup>

তাত্ত্বিক সাধনায় পরম্পরা তথা সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। এ বিষয়ে আলোচ্যতন্ত্রের নির্দেশ—গুরু সর্বদা সর্বপ্রকারে যত্ন করে সাক্ষাৎ পরশিবোদ্ভূত সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রাখবেন।<sup>২</sup>

যথাবিধি পরীক্ষা না করে গুরু কাউকে দীক্ষা দেবেন না। এ সম্পর্কে তন্ত্রের নির্দেশ স্পষ্ট—“যাতে শক্তিসিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ হয় সেইজন্য গুরু শিষ্যকে যথাবিধি পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্র দেবেন। অন্যথা তা নিষ্ফল হবে।”<sup>৩</sup>

শুধু গুরুই যে শিষ্যকে পরীক্ষা করবেন তা নয়, শিষ্যও গুরুকে পরীক্ষা করবেন। গুরুশিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচ্যতন্ত্রে যথোচিত বিধান দেওয়া হয়েছে।<sup>৪</sup> অবশ্য, অন্যায় তন্ত্রেও এরূপ বিধান আছে। তদনুসারে পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা না করে মন্ত্রদান ও মন্ত্রগ্রহণ করলে মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগ্রহীতা উভয়েরই অশেষ দুর্গতি হয়।

বোঝা যাচ্ছে শাস্ত্রের সতর্কবাণী সেকালেও লজ্জিত হত বা হবার সম্ভাবনা ছিল। নৈলে, এরূপ সতর্কবাণী উচ্চারিত হত না।

তন্ত্রশাস্ত্রে নানারকমের দীক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রেও বিবিধ দীক্ষা বিবৃত হয়েছে।<sup>৫</sup> তার মধ্যে স্পর্শদীক্ষা, দৃগদীক্ষা ও মানসদীক্ষা ও বেধদীক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এই তিন দীক্ষায় কোনো ক্রিয়া বা আশ্রাসের প্রয়োজন হয় না।<sup>৬</sup> এই তিন দীক্ষা এবং ক্রিয়াদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, কুলাদীক্ষা ও বাগ্‌দীক্ষা এই সপ্ত দীক্ষাকে মোক্ষপ্রদা বলা হয়েছে।<sup>৭</sup>

এর মধ্যে আবার বেধদীক্ষা বা মানসদীক্ষা বা মনোদীক্ষার বিশেষ মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। এই দীক্ষা দ্বিবিধা—তীত্রা ও তীত্রতরা। তীত্রার চেয়ে তীত্রতরার মাহাত্ম্য অধিক। বলা হয়েছে, তীত্রতরা দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব হয়ে যান। কাজেই, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।<sup>৮</sup> কিন্তু এই দীক্ষাদানকারী গুরু ও দীক্ষাগ্রহণকারী শিষ্য উভয়ই দুর্লভ।<sup>৯</sup>

১ ১৪১৩	২ ১৪১৮	৩ ১৪১৯	৪ ১৪১৯-২৬	৫ ১৪১৯-৫৮
৬ ১৩১৩৪	৭ ১৪১৩৯	৮ ১৪১৬৩	৯ ১৪১৬৬	

এই বেধসীক্ষা আভ্যন্তরী আর ক্রিয়াদীক্ষা বাহ্য।<sup>১</sup> এই উভয় ভিন্ন কৌলিকের মুক্তি লাভ হয় না।<sup>২</sup> অর্থাৎ কৌলিকের এই উভয় দীক্ষারই প্রয়োজন।

দীক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বলা হয়েছে—দীক্ষার অনুষ্ঠান এক হলেও উত্তম গুরু ও শিষ্যের সংযোগে ফল ভিন্ন হয়ে যায়।<sup>৩</sup> এর অর্থ উত্তম গুরু ও শিষ্য হলে ফল এক রকম আর তা না হলে অগুরুরকম হবে।

দীক্ষা প্রসঙ্গে অভিষেকের কথা বলা হয়েছে। বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে পূর্ণাভিষেকমাহাত্ম্য। শিবসামুজ্ঞাপ্রদ পূর্ণাভিষেকের দ্বারা পূত ব্যক্তির মুক্তি লাভ করে।<sup>৪</sup>

দীক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—দীক্ষাসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে আর জাতিভেদ থাকে না। দীক্ষা দ্বারা শূদ্রের শূদ্রত্ব এবং বিপ্রেের বিপ্রত্ব দূর হয়ে যায়।<sup>৫</sup> তার কারণ, দীক্ষাবিদ্ধ আত্মা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।<sup>৬</sup> শিবত্ব প্রাপ্ত হলে আর কোনো ভেদ থাকতে পারে না।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হল কুলমার্গে দীক্ষা গ্রহণের পর আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ থাকে না, সবাই তখন কৌলিক। কৌলাচারে যে বর্ণ স্বীকৃত নয়, এটি তার স্পষ্ট নিদর্শন। কুলার্ণবতন্ত্রে অগুরুরকম বলা সত্ত্বেও বাস্তব ঘটনাকে একেবারে চাপা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

• পঞ্চদশ উল্লাসে পুরশ্চরণের এবং প্রসঙ্গতঃ দীক্ষামন্ত্রের বিষয় বিবৃত হয়েছে।  
— “দীক্ষার পর মন্ত্রের পুরশ্চরণ অবশ্য কর্তব্য। তন্ত্রের অভিমত, যে-মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়নি তাকে বলা হয় মৃত। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কর্মই করতে পারে না পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তেমনি কোনো ফল দিতে পারে না।”<sup>৭</sup>

ত্রিসন্ধ্যা পূজা, জপ, হোম, তর্পণ এবং ব্রাহ্মণভোজন পুরশ্চরণের এই পঞ্চাঙ্গ<sup>৮</sup>। তবে এতে জপেরই প্রাধাণ্য। তাই, প্রথমেই জপের মাহাত্ম্য

১ ১৪৮৮

২ ১৪৮০

৩ ১৪৮২

৪ ১৪৮৬

৫ ১৪৯১

৬ ১৪৮৯

৭ বিনা পুরক্রিয়াং দেবি মন্তো মৃত ইতীরিতঃ।

জীবোহোনো যথা দেহঃ সর্বধর্মসু ন ক্ষমঃ। •

পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সুন্দরীখণ্ড, ৩/১২৫-১৬

৮ কুলার্ণবতন্ত্র, ১৫৮

কীর্তন করা হয়েছে। একটি বচনে বলা হয়েছে—এজগতে জপমন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছু নেই। অতএব, জপের দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ-লাভ করতে হবে।<sup>১</sup>

কি করে মন্ত্র সিদ্ধি হবে, কি করে মন্ত্র জপ করতে হবে, কোন মন্ত্রের জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এই সব বিষয়ে আলোচ্য উল্লাসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্র ত অসংখ্য। দীক্ষাকালে গুরুকৃপায় যে-মন্ত্র লাভ হয় সেই একটি মন্ত্রই সাধকের পক্ষে সর্বসিদ্ধিপ্রদ।<sup>২</sup> গুরুর কাছে লব্ধ মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্রজপ শুধু যে নিষ্ফল হয় তা নয়, তাতে পাপ হয়।<sup>৩</sup>

জপের পক্ষে প্রশস্ত এবং বর্জনীয় স্থানের নির্দেশও এই প্রসঙ্গে করা হয়েছে।<sup>৪</sup>

জপের আসনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। কন্বলাদি আসনে বসে পদ্মাসনাদি যোগাসন করে জপ করতে হবে। প্রাণায়াম করে জপ করতে হয়। কি করে প্রাণায়াম করতে হবে সে-নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রের অভিমত—আগমোক্ত উপায়ে নিত্য প্রাণায়াম করলে সাধক দেবভাব প্রাপ্ত হন এবং তাঁর মন্ত্রসিদ্ধি হয়।<sup>৫</sup>

জপের পূর্বে হ্যাস ও কবচের বিধান দেওয়া হয়েছে।

“সংখ্যা রেখে জপ করতে হয় বলে জপমালা ব্যবহার শাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে মালার প্রকারভেদ করা হয়েছে। যামলের মতে<sup>৬</sup> মালা ত্রিবিধ—বর্ণমালা, চরমালা ও করমালা।” আলোচ্যতন্ত্রে অক্ষমালার কথা বলা হয়েছে। অক্ষমালা দ্বিবিধ—কল্লিত আর অকল্লিত। মণিমুক্তাদি রচিত মালা কল্লিত। এইটি চরমালা। মাতৃকাবর্ণের মালা অকল্লিত। এইটি যামলোক্ত বর্ণমালা। করমালাও অকল্লিত। বর্ণমালার আদিতে অ এবং অন্তে ক্ষ থাকার জন্য বর্ণমালাকে অক্ষমালা বলা হয়।<sup>৭</sup>

জপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। তার মধ্যে মানস উত্তম, উপাংশু মধ্যম আর বাচিক অধম।<sup>৮</sup> আলোচ্যতন্ত্রের মতে বাচিক জপ নিষ্ফল হয়।<sup>৯</sup>

যে-মন্ত্র জপ করা হবে তার সম্বন্ধে কতগুলি করণীয় বিষয়ের কথা বলা

১ কুখ্যার্ণবতন্ত্র, ১৫।৩

২ ১৫।২০

৩ ১৫।২১-২২

৪ ১৫।২৩-৩১

৫ ১৫।৩৫

৬ মালা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা প্রথম বর্ণমালিকা।

দ্বিতীয়া চরমালোক্তা তৃতীয়া করমালিকা।

৭

—যামলবচন, দ্রঃ পুরুষার্ণব, তরঙ্গ ৩, পৃঃ ৪০০

৮ ১৫।৪০

৯ ১৫।৪৫

১০ ১৫।৫৭

হয়েছে। অবশ্য, এগুলি প্রায় সবই মন্তব্যকার পূর্বেই করা হয়ে থাকে। যেমন, মন্ত্রের জাতসূতক ও মৃতসূতক অপনোদন করতে হয়। নৈলে মন্তব্যসিদ্ধি হয় না।<sup>১</sup> এ ছাড়া, অগুরকম দোষগ্রস্ত মন্তব্য আছে। রুদ্ধ কৃটাক্ষর ইত্যাদি ষাট রকমের দোষগ্রস্ত মন্ত্রের উল্লেখ আলোচ্যতন্ত্রে করা হয়েছে। এরকম দোষগ্রস্ত মন্তব্যজপে মন্তব্যসিদ্ধি হয় না।<sup>২</sup> তন্ত্রে এসব দোষের সংস্কারেরও বিধান দেওয়া হয়েছে।

জপমন্ত্রের সংস্কার অবশ্যই করতে হয়। আলোচ্যতন্ত্রে জীবন ইত্যাদি দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে।<sup>৩</sup>

মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচারের কথা বলা হয়েছে।<sup>৪</sup> আর এই প্রসঙ্গে অকডমচক্র, রাশিচক্র, ঋণিধনিচক্র ও কুলাকুলচক্র বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে, মন্তব্যচৈতন্য সম্পাদন করতে হবে। মন্তব্যার্থ জানতে হবে এবং যোনিমুদ্রা অবগত হতে হবে। নৈলে, শতকোটি জপেও মন্তব্যসিদ্ধি হবে না।<sup>৫</sup>

পুরশ্চরণের সময় সাধককে সাত্ত্বিক ভোজনাদি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে পরান্নগ্রহণ এবং চিন্তায়ও অসংযম নিষিদ্ধ।<sup>৬</sup>

এছাড়াও জপার্থী সাধকের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কতগুলি খুঁটিনাটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।<sup>৭</sup>

জপের সঙ্গে ধ্যান বিহিত। বলা হয়েছে জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে জপ করতে হবে। এইভাবে জপধ্যানরত সাধকের ক্ষিপ্ত মন্তব্যসিদ্ধি হয়।<sup>৮</sup>

আলোচ্যতন্ত্রের মতে জপ সাধকের নিজের সিদ্ধির জন্ম, পরের জন্ম জপ সফল হয় না। বলা হয়েছে—তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পঠিত হলে, পরার্থে জপ করা হলে, খ্যাতির জন্ম দান করা হলে, তা কি করে সফল হবে।<sup>৯</sup>

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, শুধু জপ নয়, সমগ্র তান্ত্রিক সাধনাই সাধকের নিজের জন্ম এবং এর ক্রিয়াকর্ম সাধককেই করতে হয় একথা সাধারণভাবে বলা যায়। এখানে প্রতিনিধি চলে না।

ষোড়শ উল্লাসে কাম্যকর্মের বিধান বিবৃত হয়েছে। সাধারণতঃ কাম্যকর্ম বলতে বুঝায় স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কৃত যাগাদিকর্ম। কিন্তু আলোচ্য

উল্লাসে প্রধানতঃ ষট্‌কর্মকে কাম্যকর্ম বলা হয়েছে। শান্তি, বঁশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্‌কর্ম।

আলোচ্যতন্ত্রে কিন্তু কাম্যকর্ম বর্জনেরই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কাম্যকর্মের দ্বারা উক্ত কর্মের উদ্দিষ্ট একটিমাত্র ফল লাভ হয়। অতএব, নিষ্কামভাবে দেবতার আরাধনা করা উচিত।<sup>১</sup> কৌলসাধনার চরম লক্ষ্য যেখানে পরশিব হওয়া সেখানে শুধু ভুক্তিলক্ষ্য কাম্যকর্ম বর্জনের উপদেশই সুসঙ্গত।

কাম্যকর্মানুষ্ঠানের পূর্বে শাস্ত্রবিহিত কতগুলি কৃত্য আছে। যেমন, যথাশাস্ত্র তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, বর্ষ ইত্যাদি বিচার করতে হবে। কুলচক্র অবগত হতে হবে। পুত্রবান্ধবাদের আনুকূল্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। মন্ত্রের ঋষি হ্রদ দেবতা, দোষসংস্কার ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। পঞ্চশুদ্ধি ত্রাস প্রাণায়াম ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে,<sup>২</sup> এইসব যথাশাস্ত্র জানতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রের জ্যোতিষ নপুংসক, সৌম্য ও আগ্নেয় ইত্যাদি ভেদ, শাস্তিকর্মাদি ষট্‌কর্মের কোন কর্মে কোন মন্ত্র প্রশস্ত, কোন কর্মের মন্ত্রের শেষে ফটু ইত্যাদি কোন শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এইসব বিবৃত হয়েছে।<sup>৩</sup> এইসব অবগত হতে হবে।

ষট্‌কর্মেও যন্ত্র লাগে। শাস্তিকর্মাদি কোন কর্মে, কোন দ্রব্যের উপর কিরকম লেখনী দিয়ে যন্ত্র লিখতে হয়, কোন কর্মের পক্ষে কোন স্থান প্রশস্ত, এইসব গুরুমুখে অবগত হয়ে ষট্‌কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে।<sup>৪</sup>

ষট্‌কর্মে ধ্যান বিহিত। সাত্ত্বিক, রাজস বা রাজসিক ও তামস বা তামসিক ভেদে ধ্যান ত্রিবিধ। শাস্তিকর্মে সাত্ত্বিক ধ্যান, বশীকরণকর্মে রাজস ধ্যান আর রোগাদি নাশ ও দুষ্টের মারণাদিকর্মে তামসধ্যানের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রে দুটি<sup>৫</sup> সাত্ত্বিক ধ্যান ও তার ফলও বিবৃত হয়েছে। রাজসিক ধ্যান<sup>৬</sup> এবং তার ফলও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তামস ধ্যান বিবৃত হয়নি। রাজস ধ্যানের ফল বর্ণনার পরই যন্ত্রাঙ্কন, কলসস্থাপন, অভিষেক ও তার ফল এবং হোমের কথা বলা হয়েছে।

১ ১৬/১০

২ ১৬/১৪-৩৮

৩ ১৬/৩৯-৪৪

৪ ১৬/৪৫-৪৯

৫ একটি দ্রঃ ১৬/৫০-৫২, অপরটি ১৬/৫৬-৫৮

৬ ১৬/৭০-৭৩

৯৭, ৯৮ ও ৯৯-সংখ্যক বচনে তামস ধ্যানের ফল বিবৃত হয়েছে। পূর্বপ্রসঙ্গ থেকে জানা যায় শান্তিকর্মে সাত্ত্বিক ধ্যান ও বশীকরণকর্মে রাজস ধ্যান বিহিত। আর যেহেতু প্রসঙ্গটি ষট্‌কর্মের, সেইজন্য ষট্‌কর্মের অবশিষ্ট স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই চারকর্মে তামস ধ্যানের বিধান অপেক্ষিত। ৯৭-সংখ্যক বচনে স্তম্ভনকর্মের আর ৯৯-সংখ্যক বচনে মারণকর্মের কথা বলাও হয়েছে।

আবার সাত্ত্বিক ধ্যান ও রাজস ধ্যানের ফল যে-ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে তামস ধ্যানের ফলও সেই ভঙ্গীতেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সব বিচার করলে মনে হয় মূল তন্ত্রে তামস ধ্যানের বর্ণনাও ছিল। সম্ভবতঃ মূল তন্ত্র প্রথমে পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।<sup>১</sup> যখন লিপিবদ্ধ হয় তখন অনবধানতাবশতঃ তামস ধ্যানটি লিপিবদ্ধ হয় নি। অথবা, এমনও হতে পারে মূল লিপিবদ্ধ পুঁথিতে ধ্যানটি ছিল। তা থেকে যে-পুঁথি নকল করা হয় তাতে ধ্যানটি বাদ পড়ে যায়। কোনো কারণে হয়ত মূল পুঁথি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালীে যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তা ঐ প্রথম নকলের থেকে নকল করা। ফলে প্রচলিত পুঁথিগুলিতে তামস ধ্যানটি পাওয়া যায় না।

তামস ধ্যানের ফল বর্ণনার পর শান্তিকর্মাদিতে নির্দিষ্ট হোমের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ষট্‌কর্ম সম্পর্কে একটি নির্দেশ—প্রথমে যথাশাস্ত্র আশ্রয়স্থান ব্যবস্থা করে সাত্ত্বিক ষট্‌কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। যিনি তা করবেন না তিনি দেবতার পশু হবেন।<sup>২</sup>

পরাপ্রাসাদবীজের ধ্যান ও পরাপ্রাসাদমন্ত্রজপের ফল বর্ণনা করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে। ১২৯-সংখ্যক বচনে ‘পরাপ্রাসাদবীজ’-এর অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু পরাপ্রাসাদবীজ যে কি তা কোথাও ব্যক্ত করা হয় নি। ৫০-সংখ্যক বচনে পৃথক্ পৃথক্ভাবে পরাবীজ ও প্রাসাদবীজের উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণবীজকোষ-অনুসারে (দ্রঃ তন্ত্রাভিধান) পরাবীজ সৌঃ আর প্রাসাদবীজ হৌঃ। তা হলে পরাপ্রাসাদবীজ হয় সৌঃ হৌঃ। সৌঃ

১ একটি বচনে (১৭।১০৪) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুলতন্ত্র “জানীয়াৎ গুরুবক্তৃতঃ” অর্থাৎ গুরুমুখে জানতে হবে। এতে উক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

২ ১৬।১২৭

শক্তিবীজ আর হোং শিববীজ। শক্তি আর শিব অভিন্ন। এইজ্ঞ্য, মনে হয়, পরাপ্রাসাদবীজং এই একবচনান্ত পদের দ্বারা দুটি বীজাকরে মিলে একটি বীজমন্ত্র সূচিত হয়েছে।

সপ্তদশ উল্লাসে প্রধানতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে বহুব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের নিরুক্ত নির্দেশ করা হয়েছে। এ এক বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা বা অর্থনির্দেশ। ব্যাখ্যায় শব্দের আদ্যক্ষরক্রমে প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে আরক পদের দ্বারা উক্ত অক্ষরের ব্যাখ্যা করে সমগ্র শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, অবধূত-শব্দের এই নিরুক্ত করা হয়েছে—

অক্ষরত্বাং বরেণ্যত্বাং ধূতসংসারবন্ধনাং ।.

তত্ত্বমস্মর্থসিদ্ধত্বাং অবধূতোহভিধীয়তে ॥ ১৭।২৪

অ—অক্ষরত্বাং, ব—বরেণ্যত্বাং, ধূ—ধূতসংসারবন্ধনাং, ত—তত্ত্বমস্মর্থ-সিদ্ধত্বাং।

অথবা, অগ্রভাবে বলা যায়, ব্যাখ্যাবচনের পদগুলির যথাক্রমে আদ্যক্ষর নিয়ে ব্যাখ্যায় শব্দটি গঠিত হয়েছে।

এ ছাড়াও কতগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন, অবগুষ্ঠন শব্দটি পারিভাষিক, তার অর্থ দেবতার শাস্ত্রোক্ত আচ্ছাদন<sup>১</sup>।

এই সব বিবৃত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যিনি কৌলিক তাঁকে এই সমস্ত ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ জানতে হবে।<sup>২</sup> পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে কৌলাচারে জ্ঞানের প্রাধান্য। এখানেও তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

কুলার্ণবতন্ত্র পণ্ডদের কাছে প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে এবং চক্রসান্নিধ্যে কুলার্ণবতন্ত্র পাঠ বা শ্রবণের ফল বর্ণনা করে উল্লাস তথা গ্রন্থ সমাপ্ত করা হয়েছে।

কৌলমার্গের প্রখ্যাত গ্রন্থ কুলার্ণবতন্ত্র। অনেকের মতে এটি উক্ত মার্গের মুখ্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হবে কৌল সাধনার “মৌল বিষয়গুলি, এই সাধনার অন্তর্নিহিত দর্শন, এর সামাজিক ও নৈতিক অনুশঙ্গ” ইত্যাদি বিষয়ে যারা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য।

সম্প্রদায়ের লোকের কাছে অবশ্য গ্রন্থখানির আদর প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসাবে। শুরুমুখে তাঁরা শাস্ত্রার্থ অবগত হন। এতে এমন গূঢ় বিষয় আছে যার যথার্থ মর্ম গুরুর কাছেই জানতে হয়; গ্রন্থপাঠ করে জানা যায় না।

গুহ সাধনাবিষয়ক তত্ত্বের প্রকাশ পণ্ডসম্মিধানে নিষিদ্ধ। আলোচ্যতত্ত্বেও সে রকম নিষেধ লক্ষ্য করা গেছে। এই কারণেই, একদা এই ধরনের তত্ত্ব সম্প্রদায়ের বাইরের লোকের কাছে প্রকাশিত হত না।

যতটা জানা যায় রাজা রামমোহন রায়ের গুরু কুলাবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ১৮২০ খ্রীঃ কুলাৰ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন কলিকাতায়<sup>১</sup>।

“এই ‘কুলাৰ্ণব’ (১৮২০) রামমোহনের প্রথম গ্রন্থাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল; বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে এটি রামমোহনের নিজস্ব রচনা নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে<sup>২</sup>।”

তারপর ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় বাংলা হরফে ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর দেবনাগরী হরফে কুলাৰ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

কুলাৰ্ণবতন্ত্রের প্রথম সমালোচনামূলক সংস্করণ Trantric Text Series-এ পঞ্চম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। সম্পাদনা করেন তারানাথ বিদ্যারত্ন আর গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন আর্থার এভালন। বিদ্যারত্ন মশাই পাঁচখানি পুঁথি নিয়ে কাজ করেন। তা, ক খ গ ঘ ঙ ও এই সঙ্কেতে সূচিত হয়েছে। আর্থার এভালন অনুমান করেন রসিকমোহনরা উক্ত ঙ-পুঁথিকেই আকর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যারত্ন মশাই পাদটীকায় উক্ত পুঁথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর ধরে দিয়েছেন।

শ্রী এম. পি. পণ্ডিতের Readings সহযোগে বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থখানি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার প্রকাশ করেছেন Ganesh & Co. (Madras) Private Limited.

কিন্তু রসিকমোহনের গ্রন্থের পর বাংলা হরফে আর কুলাৰ্ণবতন্ত্র প্রকাশিত হয় নি। রসিকমোহনের গ্রন্থও অনেককাল যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, বাংলা টীকা ও অনুবাদ সহ কুলাৰ্ণবতন্ত্রের কোনো সংস্করণ এযাবৎ প্রকাশিতও হয় নি। বাংলাভাষাভাষী যারা তন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত কিন্তু সংস্কৃত জানেন না বা দেবনাগরী হরফের সঙ্গেও পরিচিত নন তাঁরা এরূপ একখানি গ্রন্থ পেলে আনন্দিত হবেন, আশা করা যায়। প্রধানতঃ তাঁদের কথা স্মরণ করেই আমাদের এই প্রয়াস।

১ ত্রঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৯৩

২ ত্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৪

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, ১৯৭২; পৃঃ ২৮৩



তারানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থকে আমরা মূল হিসাবে গ্রহণ করেছি। তবে উক্ত গ্রন্থের পাদটীকায় নির্দেশিত পুঁথিগুলির পাঠান্তর এবং রসিকমোহনের গ্রন্থে প্রাপ্ত পাঠান্তরে অর্থসঙ্গতির দিক দিয়ে যে-পাঠ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে তা আমরা মূল হিসাবে ব্যবহার করেছি।

বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থের জন্য আমরা তা বি গ ( তারানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থ ) এই সংকেত ব্যবহার করেছি। আর উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত ক-পুঁথি ইত্যাদির জন্য তা বি গ,-ক, ( তাম্রানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থে উল্লিখিত ক-পুঁথি ), তা বি গ,-খ, ইত্যাদি সংকেত ব্যবহার করেছি। আর রসিকমোহন সম্পাদিত গ্রন্থের জন্য ব্যবহার করেছি র গ এই সংকেত।

কুলার্ণবতন্ত্রের গূঢ়মর্ম সম্প্রদায়ক্রমে গুরুমুখে জ্ঞাতব্য। আমাদের মতো সামান্য মানুষের তা অধিগত নয়। আমাদের অত্যন্ত বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের কাছে বিষয়বস্তুর একটা মোটামুটি পরিচয় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এ কাজেও আমাদের অক্ষমতাজনিত যে-সব ত্রুটি থেকে গেল তার জন্য প্রথমেই মার্জনা ভিক্ষা করছি।

মুদ্রণকার্যে অনেক ভুলত্রুটি থেকে গেছে প্রধানতঃ প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমাদের অপটুতার জন্য। এগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করে দেওয়া হল। সেদিকে সহৃদয় পাঠকের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আরেকটি নিবেদন—টীকায় আলোচিত বিষয়ের মূল শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যেত। সেইজন্য, তা করতে পারি নি। তার পরিবর্তে প্রয়োজনমতো অনেক ক্ষেত্রে নিদর্শ (reference) হিসাবে শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনার উল্লেখ করেছি। কারণ, উক্ত গ্রন্থে সংস্কৃত প্রমাণগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। অপর কোন একখানিগ্রন্থে এসব প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমাদের অকুণ্ঠিতভাবে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ ও অধ্যাপক ডক্টর শিবনারায়ণ ঘোষাল, শাস্ত্রী। তাঁদের প্রতি সজ্জন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডক্টর বিমলকুমার দত্ত ও তাঁর সহকর্মীদের প্রতি। তাঁদের অকুপণ সাহায্য না পলে এ কঠিন কাজ কঠিনতর হত।

আজকালকার দিনে বাংলায় শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশক দুর্লভ। কেননা, এরূপ প্রকাশনে লাভের প্রত্যাশা খুবই সামান্য। লাভের প্রত্যাশা না করে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিতে এরকম কাজে যিনি অগ্রসর হন তাঁকে অসাধারণই বলতে হয়। এরূপ একজন অসাধারণ মানুষ নবভারত পাবলিসার্সের মালিকু জীরণজিৎ সাহা। সাহা মশাইয়ের বাসনা, নবভারত তন্ত্রগ্রন্থমালা নাম দিয়ে তন্ত্রের প্রধান প্রধান আকরগ্রন্থগুলি একে একে প্রকাশ করবেন। উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ কুলার্ণবউত্তর। সাহা মশাইকে উপলক্ষ্য করে আমাদের মতো অল্পজ্ঞ অক্ষম লোকের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার ভগবতী কেন দিলেন তা তিনিই জানেন। আমরা একান্তমনে বিশ্বাস করি একাজে আমরা যত্নমাত্র। সেইজন্য, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা—

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।

তব কৃত্যমিদং সর্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যা কিছু করেছি, ওগো শিবা, সে তোমারই কৃত্য, এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর। ওঁ শম্।

শান্তিনিকেতন,

মহালয়া

৬ই আশ্বিন, ১৩৮৩ সন।

উপেন্দ্রকুমার দাস



# ॥ শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রম্ ॥

## প্রথম উল্লাসঃ

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।

পপ্রচ্ছেশং পরানন্দং পার্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র প্রধানতঃ শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো তন্ত্রে শিব বক্তা, দেবী শ্রোত্রী। কোনো তন্ত্রে ক দেবী বক্ত্রী, শিব শ্রোতা। এটি তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশের একটি রীতি বলা যায়। আলোচ্য তন্ত্রেও এটি অনুসৃত হয়েছে।

কৈলাসশিখরাসীনং—পুরাণমতে শিবস্থান কৈলাসপর্বত হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত। মৎস্যপুরাণে আছে, নানারত্নময় শৃঙ্গশোভিত হিমালয়ের পৃষ্ঠে কৈলাসপর্বত। এটি শিবের স্থান (মৎস্যপুরাণ, ২১৩ অঃ : বিশ্বকোষ, কৈলাসশব্দ)।

তন্ত্রশাস্ত্রে কৈলাসের জীবদেহসংলগ্ন অবস্থিতিও নির্দেশ করা হয়েছে। শৈবরা শিরস্থিত সহস্রারকে কৈলাস বলেন (দ্রঃ য নি, শ্লো ৪৪)।

জগদ্গুরুম্—শিবকে জগদ্গুরু বলার কারণ তন্ত্রমতে শিবই একমাত্র গুরু। আর কোনো গুরু নেই। যেমন যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—আদিনাথ মহাকালই সর্বমন্ত্রের গুরু, অণু কেউ নয়। শৈব শাস্ত্র বৈষ্ণব গাণপত্য ঐন্দব মহাশৈব—সব ক্ষেত্রেই তিনি গুরু এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই (দ্রঃ প্রা. তো. কাণ্ড ২, পরি. ২)। মানুষগুরুতেও সেই শিববুদ্ধিই করতে হবে। অবশ্য এখানে শিব উপলক্ষণ। যাঁর যাঁর আরাধ্যই তাঁর গুরু। যেমন তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে গুরু বিমর্শময়ী আদ্যাশক্তি (ত. রা. ত. ৩৫।২)। ক্রমদীপিকায় গুরুকে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে (ক্রমদীপিকা ৪।৭২)।

—এ বিষয়ে অগাণ্ড আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮—৪০। পরানন্দং—পরম এবং চরম আনন্দস্বরূপ। জ্ঞাতিতে আছে, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (বৃহ. উপ. ৩।৯।২৮।৭)। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পরম এবং চরম আনন্দ। পরমেশ্বর পরমশিব ব্রহ্ম (দ্রঃ শা ভা শ, প্রথম সং, পৃঃ ২২২, ২৪৩, ২৬৬)। তাই তাঁকে পরানন্দ বলা হয়েছে।

কৈলাসশিখরে দেবদেব জগদ্গুরু পরানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর শিব উপবিষ্ট। তাঁকে পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন। ১

শ্রীদেব্যাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ পঞ্চক্রতুবিধায়ক<sup>১</sup> ।

সর্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল ॥ ২ ॥

কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধে ।

অসারে ঘোরসংসারে সর্বদুঃখমলীমসাঃ<sup>২</sup> ॥ ৩ ॥

নানাবিধশরীরস্থা অনন্তা<sup>৩</sup> জীবরাশয়ঃ ।

জায়ন্তে চ ত্রিয়ন্তে চ<sup>৪</sup> তেযাং মোক্ষো<sup>৫</sup>ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

সদা দুঃখাতুরা<sup>৬</sup> দেব ন সুখী বিদ্যতে কচিৎ ।

কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মে প্রভো ॥ ৫ ॥

পঞ্চক্রতুবিধায়ক—পঞ্চক্রতুর বিধানকারী । বেদতন্ত্রাদি সব শাস্ত্রই স্বরূপতঃ পরমেশ্বরপ্রোক্ত । নানারূপে পরমেশ্বরই এ সবার বিধান করেছেন । কাজেই শাস্ত্রোক্ত পঞ্চক্রতুর তিনিই বিধানকারী একথা বলা যায় ।

পঞ্চক্রতু—পঞ্চ যজ্ঞ । যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ ( দ্রঃ মনু ৪।২১ ) ।

কুলেশ—কুলের ঈশ, শিব । কুল অর্থ শক্তি । ( অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতা—কু. ত ১৭।২৭ ) । অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে কুল শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ( দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৩০১—৩০২ ) ।

সর্বদুঃখমলীমসাঃ—সর্বদুঃখের হেতু যে মল সেই মলযুক্তরা । মলীমসাঃ মলযুক্তাঃ অর্থাৎ মলযুক্তগণ । মল দ্বিবিধ—আগব, কার্ম এবং মায়ীয়া । “শিবের অপ্রতিহতস্বাতন্ত্র্যরূপ-ইচ্ছাশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে অপূর্ণংমগতারূপ আগবমলের উদ্ভব হয় ।”

“শিবের অসঙ্কুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিংকর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই কর্মেন্দ্রিয়রূপ-সঙ্কোচ গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমলের উদ্ভব হয় ।”

১ তা বি গ,—খ, পঞ্চক্রতুবিধানক ; ঐ—ঘ, ও, পঞ্চক্রতুবিধায়ক ।

২ ঐ—খ, মলীমসে ।

৩ ঐ—খ, আততা ।

৪ ঐ—খ, গ, বিলীয়ন্তে ।

৫ ঐ—ক, খ, গ তেযামন্তো ।

৬ ঐ—ক, ঘোরদুঃখোন্তরা ; ঐ—খ, ঘোরদুঃখভবাব্দো চ ; য গ, ঘোরদুঃখাতুরা

## প্রথম উল্লাসঃ

“শিবের অসঙ্কুচিতা জ্ঞানশক্তি জীব সঙ্কুচিত হওয়ার শিবের সর্বজ্ঞ জীব ক্লিষ্টজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃকরণবুদ্ধীদ্রিয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ী মলের উদ্ভব হয় ( দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৭৯—২৮০ )।

যে পর্যন্ত মল থাকে সেই পর্যন্ত জীব বদ্ধ। বন্ধন সকল হুঃখের মূল। সেইজন্য মলকে সকল হুঃখের হেতু বলা যায়।

মোক্ষ—মুক্তি। মুক্তি বলতে বুঝায় কোনো বন্ধন থেকে মুক্তি। নানাভাবে বন্ধনের কথা বলা হয়। যেমন—ঘৃণাদি পাশের বন্ধন, মলাদি পাশের বন্ধন, অজ্ঞানের বন্ধন। তত্ত্বতঃ সব বন্ধনেরই মূলে অজ্ঞান।

বন্ধনমুক্ত অবস্থা অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। সার্ব্বি, স্বাক্ষরূপ, সালোক্য, সাযুজ্য, নির্বাণ বা কৈবল্য এমনি বিবিধ মুক্তির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে, সব মুক্তি বা মোক্ষ মূলতঃ আত্মোপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান।

শ্রীদেবী বললেন—হে ভগবান্ দেবদেবেশ পঞ্চমজ্ঞবিধানকারী সর্বজ্ঞ ভক্তিসূলভ শরণাগতবৎসল কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধি, অসার ঘোরসংসারে সর্বহুঃখের হেতুরূপ-মলযুক্ত নানাবিধ দেহধারী অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে এবং মরছে। তাদের মুক্তি নাই। তারা সর্বদা হুঃখার্ত ; কদাচিৎ কেউ সুখী। হে দেবেশ, হে প্রভু, এইসব জীব কি উপায়ে মুক্তি পাবে\* তা আমাকে বল : ২—৫

• শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শুণ দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি।

তস্য শ্রবণমাত্রেন সংসারাৎ<sup>১</sup> মুচ্যতে নরঃ ॥ ৬ ॥

দেবী অরমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। কেবলমাত্র এটি শুনলেই মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হবে। ৬

অস্তি দেবি পরব্রহ্মরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ<sup>২</sup>।

সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বেশো নির্মলোহৃদয়ঃ ॥ ৭ ॥

নিষ্কলঃ—কলাহীন অর্থাৎ অংশরহিত ; নিরবয়ব ; নিরূপাধিক। কুলমত প্রভ্যভিজ্ঞামত বা ত্রিকমত এবং ক্রমমতের মতো শিবাদ্বয়বাদী। অদ্বৈত-

১ র গ, সংসারাৎ।

২ তা বি গ,—ক, গ, নির্মলোদয়ঃ ; র গ, নির্মলাদয়ঃ।

বেদান্তীদের মতে যেমন ব্রহ্ম অদ্বয়, নিরাকার, নিষ্কল, নিরবয়ব, নিরূপাধিক, শিবাদ্বয়বাদীদের মতে শিবও তাই। উভয়মতেই একই পরম বস্তুর কথা বলা হয়েছে। ভেদ শুধু নামের।

দেবী, পরব্রহ্মস্বরূপ নিষ্কল শিব বিরাজমান। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা সর্বেশ সর্বমলশূণ্য এবং অদ্বয়। ৭

স্বয়ংজ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্বিকারঃ পরাংপরঃ।

নিগুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশা জীবুসংজ্ঞকাঃ ॥ ৮ ॥

তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ—জীবনামধারীরা তাঁর অংশসমূহ অর্থাৎ জীব শিবের অংশ। এতে শিবাদ্বয়বাদ বাধিত হচ্ছে না কি? উক্ত মতে শিবই জীব। তত্ত্বালোকে বলা হয়েছে—‘শিবই ভোক্তা (জীব) এবং প্রভু (শিব); যাজ্য (শিব) এবং যাজক (জীব)। শিবই পশুভাব গ্রহণ করেন।’ পশু অর্থ জীব। তা’হলে জীবকে শিবের অংশ বলার তাৎপর্য কি? অবচ্ছিন্ন অনংশকে বলা যায় অংশ। জীব অবচ্ছিন্ন শিব; স্বরূপতঃ নয়, পাশবদ্ধ অবস্থায়। এইজন্য জীবকে শিবের অংশ বলা হয়েছে। এতে অদ্বয়বাদ বাধিত হয় না। জীবে শিবে স্বরূপতঃ ভেদ নেই। সেক্ষেত্রে জীব শিবের অংশ নয়, শিবই। কিন্তু ব্যবহারতঃ ভেদ আছে। জীবাত্মা যদিও চৈতন্যরূপে সর্বদা প্রকাশিত কিন্তু পূর্ণচৈতন্যরূপে নয়। শিব পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ। এক্ষেত্রে জীবকে শিবের অংশ বলা যায় (এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৭৭—৭৮)।

পরের শ্লোকে কথাটা পরিষ্কার করা হয়েছে। অগ্নি এবং তার স্ফুলিঙ্গ যেমন, তেমনি শিব ও জীব। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ আবার অগ্নিও বটে, তেমনি জীব শিবের অংশ আবার শিবও বটে।

স্বয়ংজ্যোতি আদ্যন্তহীন নির্বিকার পরাংপর নিগুণ সচ্চিদানন্দ শিব। জীবনামধারীরা তাঁরই অংশসমূহ। ৮

অনাদ্যবিদ্যোপহিতা<sup>২</sup> যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।

সৰ্বাত্ম্যপাখিভিন্নান্তে কৰ্মাদিভিন্নাদিভিঃ<sup>৩</sup> ॥ ৯ ॥

১ র গ, অয়ং।

২ তা বি গ,—খ, অতান্ত্যাসহিতা; র গ, অসত্যবিদ্যোপহতা।

৩ তা বি গ—ঙ এবং র গ—বৃত পাঠ; তা বি গ, গৰ্ভাত্ম্যপাখিসংভিন্নাঃ কৰ্মভিঃ কৰ্মাদিভিঃ; তা বি গ,—কৃ, সৰ্বাত্ম্যপাখিসংভিন্নাঃ কৰ্মভিঃ কৰ্মভিন্নাদিভিঃ; তা বি গ,—খ, ধ, সৰ্ব্বেত্ম্যপাখিসংভিন্নান্তে কৰ্মভিন্নাদিভিঃ

সুখং দুঃখপ্রদৈঃ স্বীয়পুণ্যপাপৈর্নিয়ন্ত্রিতাঃ ।

তত্তজ্জাতিযুতং দেহম্ আয়ুর্ভোগঞ্চ কর্মজন্ম ॥ ১০ ॥

প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে মানুষা মৃচচেষ্টসংঃ ।

সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরভুদামোক্ষাদক্ষয়ং প্রিয়ে ॥ ১১ ॥

অবিদ্যা—অজ্ঞান । চিত্তির পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞানই অজ্ঞান । জীব যেমন অনাদি তেমনি অবিদ্যাও অনাদি । কিন্তু অবিদ্যা জীবের উপাধি । কেননা, জীব স্বরূপতঃ শিব । আর শিব নিরূপাধি ।

উপাধি—জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা দ্বারা যা কোনো পদার্থকে অপর পদার্থাদি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ; আরোপিত বিশেষণ । উপাধিযুক্তের সঙ্গে উপাধির নিত্যসম্বন্ধ নয় । যেমন ধনবান্ ব্যক্তি । এখানে ধনবান্ উপাধি । কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে ধনবতার নিত্যসম্বন্ধ নয় ।

সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীর—সাধারণতঃ জীবের ত্রিবিধ শরীরের কথা বলা হয়—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ । সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গ শরীর বলা হয় । “পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় । ইহা ভোগসাধন সূক্ষ্ম শরীর । অপক্লীকৃত ভূত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে । এই সূক্ষ্মশরীর মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী” ( দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৪১২ ) ।

স্বাবরাঃ কুময়শ্চাৰ্জাঃ<sup>১</sup> পক্ষিঃ<sup>২</sup> পশবো নরাঃ ।

ধার্মিকান্দিদশান্তদবন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১২ ॥

যথাক্রমে স্বাবর ( বৃক্ষাদি ) কুমি, জলজপ্রাণী, পাখী, পশু, মানুষ, ধার্মিক জীব, দেবতা এবং মোক্ষপ্রাপ্ত জীব এই পর্যায়ে জীবের অবস্থান । ১২

চতুর্বিধশরীরানি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ<sup>৩</sup> ।

সুকৃতান্মানবো<sup>৪</sup> ভূত্বা জ্ঞানী চেন্নোক্ষমাপ্নয়াৎ ॥ ১৩ ॥

চতুর্বিধ<sup>৫</sup> শরীর । উদ্ভিদ, স্নেহজ, অণুজ, জরায়ুজ এই চতুর্বিধ । “জরায়ুজাণ্ডজাতানি স্নেহজানুদ্ভিদানি চ ।”—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, উদ্ভিদং-শব্দ ।

১ র গ-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, সর্বঃ ।

২ তা বি গ,—ক, ঙ, তেষামন্তো ন বিদ্যতে ; র গ, তেষামন্তো ন বিদ্যতে ।

৩ তা বি গ,—খ, ঘ, কুময়শ্চাৰ্জাঃ ।

৪ তা বি গ,—ঘ, ব্যোমগাঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, ঘ, সূক্ষ্মাণি ভূরিণঃ ।

৬ তা বি গ,—গ, সুকৃতান্মানবঃ ।



চতুৰ্বিধ শরীর হাজার হাজার বার ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান্  
মানুষ হয় এবং তা হয়ে যদি জ্ঞানী ( তত্ত্বজ্ঞানী ) হয় তা হলেই মোক্ষলাভ  
করে । ১৩

চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্ ।

ন মানুয্যং বিনা অগত্র তত্ত্বজ্ঞানস্ত লভ্যতে ॥ ১৪ ॥

শরীরধারীদের চৌরাশী লক্ষ শরীরের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যশরীরেই তত্ত্বজ্ঞান  
লাভ হয়, আর কোনো শরীরে হয় না । ১৪

অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্বতি ।

কদাচিৎ লভতে জন্তুর্মানুয্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ১৫ ॥

পার্বতী, হাজার হাজার জীব হাজার হাজার জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে  
কদাচিৎ কেউ পুণ্যসঞ্চয়হেতু মানবজন্ম লাভ করে । ১৫

সোপানভূতং<sup>১</sup> মোক্ষ্য মানুয্যং প্রাপ্য ত্লভম্ ।

যস্তারয়তি<sup>২</sup> নাস্ত্রানং তস্মাৎ পাপতরোহিত্র<sup>৩</sup> কঃ ॥ ১৬ ॥

মোক্ষের সোপানস্বরূপ ত্লভ মানবজন্ম লাভ করে যে আপনাকে তরাতে  
না পারে তার চেয়ে অধিক পাপী আর কে । ১৬

ততশ্চাপ্যন্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেচ্ছিয়সৌষ্ঠবম্ ।

ন বেত্ত্যাত্মহিতং যন্ত স ভবেৎ আত্মঘাতকঃ<sup>৪</sup> ॥ ১৭ ॥

ইচ্ছিয়সৌষ্ঠবযুক্ত উত্তম জন্ম লাভ করেও যে মানুষ কিসে আপনার  
যথার্থ হিত হয় তা জানে না সে আত্মঘাতক । ১৭

বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ।

তস্মাদ্বেহধনং প্রাপ্য<sup>৫</sup> পুণ্যকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৮ ॥

পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ । ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ  
পুরুষার্থা উদাহ্রতাঃ ।—অগ্নিপুராণবচন, উদ্ধৃত শব্দকল্পদ্রুম, পুরুষার্থঃ-শব্দ ।  
তন্ত্রশাস্ত্রের মতে মানুষের শরীরই পুরুষার্থের একমাত্র সাধন । যেমন  
গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্ ।—৩৪।১৫

দেহ ( মনুষ্যদেহ ) ছাড়া কারো পুরুষার্থ লাভ হয় না । সেইজন্য,  
দেহধন পেয়ে পুণ্যকর্ম সাধন করবে । ১৮

১ তা বি গ,—ক, ভুরি ।

৩ র গ, পাপরতো ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, রক্ষা ; র গ, রক্ষ্য ।

২ ঐ,—গ, সস্তাবয়তি ।

৪ র গ, ব ক্ষা ।

রক্ষণে<sup>১</sup> সর্বাঙ্গানাঙ্গানম্ আত্মা সর্বশ্য ভাজনম্ ।

রক্ষণে যত্নমাতীর্থে<sup>২</sup> যাবতত্বং ন পশ্যতি ॥ ১৯ ॥

আত্মা—ব্রহ্ম । ( অঙ্গমাঙ্গা ব্রহ্ম—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ২ ) । আত্মার জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গা এই দুই রূপ ব্যবহারতঃ স্বীকৃত । জীবদেহে অবস্থিত আত্মা জীবাঙ্গা । পরমাঙ্গা সর্বব্যাপী । আলোচ্য শ্লোকে ‘আত্মানম্’ শব্দের দ্বারা জীবাঙ্গাকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ‘আত্মা’-শব্দের দ্বারা পরমাঙ্গা ।

সর্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করতে হবে । আত্মা সব কিছুর নিমিত্তভূত । পরম-তত্ত্বের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষণে যত্নবান থাকতে হবে । ১৯

পুনর্গ্রামাঃ<sup>৩</sup> পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিভক্তং পুনর্গৃহম্ ।

পুনঃ শুভাশুভং কর্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

গ্রাম, ভূমি, বিভক্ত, গৃহ বার বার পাওয়া যায় । শুভাশুভ কর্মও বার বার করা যায় । কিন্তু শরীর অর্থাৎ মনুষ্যশরীর বার বার লাভ করা যায় না । ২০

শরীররক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্বদা জনৈঃ ।

নহীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগতঃ<sup>৪</sup> ॥ ২১ ॥

মনুষ্যগণ শরীররক্ষার জন্য সর্বদা অতিশয় যত্ন করে । কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত হলেও দেহত্যাগ করতে চায়না । ২১

তদগোপিতং স্যাদ্ যত্নেন<sup>৫</sup> ধর্মো জ্ঞানার্থমেব চ ।

• জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থং<sup>৬</sup> সৌচিরাং পরিমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

অতএব যত্ন সহকারে ( ধর্মসাধন ) শরীর রক্ষা করতে হবে । ধর্ম জ্ঞানের জন্য । জ্ঞান ধ্যানযোগের জন্য । জ্ঞানমূল ধ্যানযোগে যার চিত্ত নিবিষ্ট হয় সে অচিরে মুক্তি লাভ করে । ২২

আত্মৈব<sup>৭</sup> যদি নাঙ্গানামহিতেভ্যো নিবারয়েৎ ।

কোহন্তো হিতকরন্তুস্মাদাঙ্গানং তারয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥

আপনি যদি আপনাকে অকল্যাণ থেকে নিবৃত্ত না করে, তা হলে এমন কে হিতকারী আছে যে সেই জীবকে তা থেকে ত্যাগ করবে । ২৩

১ র গ, রোগিণঃ ।

২ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ নক্টেইপি তস্য ধর্মার্থম্ ।

৩ র গ, ধর্মজ্ঞানার্থমেব চ ।

৪ তা বি গ,—ঘ এবং র গ, ধ্যানযোগশ্চ ।

৫ তা বি গ,—ক, অথৈব ; ঐ,—উ, প্রাগৈব ; র গ, আত্মৈব ।

ইহৈব নরকব্যাত্তিকিংসাং ন<sup>১</sup> করোতি যঃ ।

গত্ৱা নিরৌষধং স্থানং<sup>২</sup> ব্যধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

নিরৌষধং স্থানং—ঔষধহীন স্থান। এখানে পরলোক। নরকব্যাত্তির ঔষধ ধর্মসাধনা। ধর্মসাধনা কেবলমাত্র ইহলোকে মানবদেহে সম্ভবপর (শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্—গ. ত ৩৪।১৫)। পরলোকে ধর্মসাধনা নেই। এইজন্যই তাকে ঔষধহীন স্থান বলা হয়েছে।

ইহলোকেই যে নরকব্যাত্তির চিকিৎসা করে না সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেস্থানে ঔষধ নেই সেখানে যাওয়ার পর কি করবে। ২৪

সন্দীপ্তে<sup>৩</sup> ভবনে কো বা কুপং খনতি দুর্মতিঃ ।

যাবন্তিষ্ঠতি দেহোহয়ং তাবন্তত্ত্বং সমভ্যসেৎ ॥ ২৫ ॥

গৃহ যখন দগ্ধ হচ্ছে তখন ( অগ্নিনির্বাণের জলের জল ) কুপ খনন করে এমন দুর্মতি কে আছে। যতদিন এই দেহ থাকবে ততদিন তত্ত্বের অনুশীলন করতে হবে। ২৫

ব্যাত্তীবাস্তে জরা চাযুর্যাতি ভিন্নঘটাম্ভবং ।

নিঘ্ৰান্তি রিপুবদ্রোগান্তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

বাঘিনীর মতো জরা ওৎ পেতে আছে। ফুটো ঘটের জলের মতো আয়ু শেষ হচ্ছে। নানা রোগ শত্রুর মতো আক্রমণ করছে। অতএব যা শ্রেয় তার আচরণ করতে হবে। ২৬

যাবন্নাশ্রয়েত দুঃখং যাবন্নায়াতি চাপদঃ ।

যাবন্নেদ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥

যে পর্যন্ত দুঃখ এসে আশ্রয় না করছে, আপদ বিপদ উপস্থিত না হচ্ছে এবং ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য না ঘটছে সেই পর্যন্ত শ্রয়ের আচরণ করতে হবে। ২৭

কালো ন জায়তে নানাকার্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ ।

সুখদুঃখরতো জন্ত ন<sup>৪</sup> বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

কালঃ—এখানে সংহারকারী। তবে কাল শুধু সংহারকারী নয়, সৃষ্টিকারীও বটে। মহাভারতে আছে—কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ ॥ মহা. ভা. ১।১।২০৯—২১০ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং, ১৩৩৮)

১ তা. ব গ—ও, নীকজঃ ।

২ র গ, দেহং ।

৩ র গ—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সনৎদ ; ঐ—খ, ঘ, সন্দীপ্তভবনে ; ঐ—ঙ, সন্দীপ্তে ।

৪ তা বি গ—ক, সুখদুঃখভবোদ্ভূতঃ ; ঐ—খ, সুখদুঃখভবে ভূতঃ ; ঐ—ঘ, সমদুঃখভাবভূতঃ ; ঐ—ঙ, সুখদুঃখৈর্জনো হন্তি ।

সাংসারিক<sup>১</sup> নানা কাজের জগ জীব কালকে জানে না। সুখদুঃখে রত বলে সে নিজের হিত কিসে তা অবগত নয়। ২৮

জড়ানার্তান্নাতানাপদগতান্<sup>২</sup> দৃষ্ট্যহিতিহুঃখিতান্ ।

লোকো মোহসুরাং পীড়া ন বিভেতি কদাচন<sup>৩</sup> ॥ ২৯ ॥

মোহমদিরা পান করে লোকে জড়, আর্ত, মৃত, বিপদগ্রস্ত এবং অতিদুঃখিত মানুষদের দেখেও কখনো ভয় পায় না। ২৯

সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কশা যৌবনং কুসুমোপমম্ ।

তড়িচ্চঞ্চলমায়ুষ্ট কস্মা স্যাজ্জানতো ধৃতিঃ<sup>৪</sup> ॥ ৩০ ॥

সম্পদ স্বপ্নের মতো। যৌবন ফুলের মতো। আয়ু বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। এ জানার পর কার ধৈর্য থাকে। ৩০

শতং জীবিতমত্যাগ্নং<sup>৫</sup> নিদ্রা স্যাদর্জহারিণী ।

বাল্যরোগজরাহুঃখৈরর্জং তদপি নিষ্ফলম্ ॥ ৩১ ॥

শতবর্ষ পরমায়ু অতি অল্প সন্ধ্য। তার অর্ধেক হরণ করে নিদ্রা। বাল্য, রোগ, জরা এবং দুঃখের জগ বাকী অর্ধেক নিষ্ফল হয়ে যায়। ৩১

প্রারব্ধব্যো নিরুদ্ধেগো<sup>৬</sup> জাগর্ভব্যো সুযুপ্তকঃ ।

বিশ্বস্তব্যো ভয়স্থানে ঘাতকৈঃ কিং ন<sup>৭</sup> হন্যতে ॥ ৩২ ॥

যা আরম্ভ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে নিরুদ্ধেগ থাকা, যেখানে সজাগ থাকা কর্তব্য সেখানে সুপ্ত থাকা, যে স্থানে ভয় সেখানে বিশ্বাস করা, এসব ঘটকের মতো। ঘটকেরা কি না বিনাশ করে। ৩২

তোয়ফেনসমে দেহে জীবে শকুনিবৎ স্থিতে<sup>৮</sup> ।

অনিত্যোহপ্রিয়সংসারে<sup>৯</sup> কথং তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, ও, যাতনার্তান্নাতানাপদগতান্ ; ঐ—গ, ঘ, জাতানার্তান্ মৃতান্ বাহন-গতান্ ।

২ তা বি গ—ও এবং র গ, বেত্তি হিতমাত্মনঃ ।

৩ র গ, কস্মাগতো ধৃতিঃ ; তা বি গ,—ও, ঐ ।

৪ র গ, শতজীবিতমিত্যগ্নং ; তা বি গ,—ও, ঐ ; তা বি গ,—খ, শতং জীবতি যদ্যাগ্নং নিদ্রালস্যার্জহারিণী ।

৫ তা বি গ,—ক, প্রারব্ধব্যো নিরুদ্ধেগঃ ; ঐ—খ, প্রারব্ধ্যাজ্জনিরুদ্ধা জাগর্ভব্যো সুযুপ্তকঃ ; ঐ—গ, ঘ, প্রারব্ধব্যো নিরুদ্ধেগঃ । ৬ তা বি গ,—ও, হা নরঃ কেন ।

৭ তা বি গ,—খ, শোকব্যবস্থিতে ।

৮ র গ, প্রিয়সংসারে ; তা বি গ,—খ, গ, ঘ, প্রিয়সংবাদে ।

দেহ জলের ফেনার সমান । তাতে পাখীর (পানকৌড়ি) 'মতো জীবাত্মা  
অবস্থিত । অনিন্দ্য ও অপ্রিয় সংসারে জীবগণ কি করে নির্ভয়ে থাকে । ৩৩

অহিতে হিতবুদ্ধিঃ স্যাদব্রবে ব্রবচিন্তকঃ ।

অনর্থে চার্খবিজ্ঞানী স্বমৃত্যুং যো ন বেত্তি চ ১ ॥ ৩৪ ॥

যা অহিতকর তাতে যার হিতবুদ্ধি, যা অব্রবে তাতে যার ব্রববুদ্ধি,  
যা অনর্থ তাকে যে অভীষ্ট বিষয় মনে করে, সে নিজের মৃত্যুর কথা  
জানে না । ৩৪

পশুন্নপি ন পশ্যেৎ স ২ শৃঙ্গন্নপি ন ব্ধাতি ।

পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যে দেখেও দেখে না, শুনেও বোঝে না, পড়েও জ্ঞান লাভ করে না, সে  
তোমার মায়া দ্বারা বিমোহিত । ৩৫

সন্নিমজ্জজ্জগদিদং ৩ গভীরে কালসাগরে ।

মৃত্যুরোগজরাগ্রাহে ৪ ন কিঞ্চিদপি ব্ধাতি ॥ ৩৬ ॥

মৃত্যু-রোগ-জরারূপ কুস্তীরসঙ্কুল অগাধ কালসাগরে এই জগৎ নিমজ্জিত ।  
কিন্তু এ সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র বোধ নেই । ৩৬

প্রতিক্ষণময়ং কায়ো জীর্ণমাণো ন লক্ষ্যতে ৫

আমকুস্ত ইবাস্তঃস্থো বিশীর্ণো নৈব ৬ ভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥

জীব দেখতে পায় না তার এই শরীর প্রতিমূর্ত্তে জীর্ণ হচ্ছে । জলে  
ডোবানো মাটির কাঁচা কলসের মতো সে নষ্ট হচ্ছে তা ভাবে না । ৩৭

যুজ্যতে বেঈনং ৭ বায়োরাকাশস্ত চ খণ্ডনম্ ।

গ্রথনঞ্চ তরঙ্গাণামাস্থা নাস্মিষি যুজ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বরং বাতাসকে বেড়া দিয়ে ঘেরা যায়, আকাশকে খণ্ডিত করা যায়,  
তরঙ্গগুলিকে গেঁথে ফেলা যায় কিন্তু আয়ুকে ধরে রাখা যায় না । ৩৮

পৃথিবী দহতে যেন মেরুশচাপি বিশীর্ণতে ।

শুশ্রূতে সাগরজলং শরীরে দেবি কা কথা ॥ ৩৯ ॥

১ র গ, স মৃত্যুং ন হি বেত্তি কিম্ ; তা বি গ,—উ, ঐ ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, প্রস্থন্নতি ; ঐ—খ, ন জানাতি ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, শক্তিময়ং জগদিদং ।

৪ র গ, মহাগ্রাহে : তা বি গ,—উ, মহাগ্রাহে ।

৫ র গ, জীর্ণমাণো নিরীক্ষ্যতে ; তা বি গ,—উ, ঐ ।

৬ র গ, বিশীর্ণ-ইব ।

৭ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ন বন্ধো যুজ্যতে ; র গ, যুজ্যতে চেষ্টনং ।

দেবী, পৃথিবী দন্ধ হয়, মেরু বিদীর্ণ হয়, সাগরের জল শুষে যায়, শরীরের আর কথা কি অর্থাৎ শরীরও যে নষ্ট হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ৩৯

অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাস্চ মে<sup>১</sup> ।

লপন্তমিতি মর্ত্যং হি হন্তি কালবৃকো বলাৎ<sup>২</sup> ॥ ৪০ ॥

মানুষ যখন আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার বন্ধুবান্ধব<sup>৩</sup> এই সব বলতে থাকে তখন কালরূপ বৃক তাকে জোর করে বধ করে। ৪০

ইদং কৃতমিদং কার্যমিদমন্তং কৃতাকৃতম্ ।

এবমীহাসমায়ুক্তং মৃত্যুরন্তি জনং প্রিয়ে ॥ ৪১ ॥

এটি করা হয়েছে, এটি করতে হবে, এই আরেকটি খানিকটা করা হয়েছে খানিকটা হয় নি ; প্রিয়ে, একরূপ ঈহায়ুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু গ্রাস করে। ৪১

শ্বঃ কার্যামদ্য কর্তব্যং<sup>৪</sup> পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্ ।

ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাহ্য ন বা কৃতম্<sup>৫</sup> ॥ ৪২ ॥

আগামী কাল যা করণীয় তা আজই করতে হবে, অপরাহ্নে যা করণীয় তা করতে হবে পূর্বাহ্নে । এই ব্যক্তির কি করা হয়েছে আর কি করা হয়নি তা বিবেচনা করে মৃত্যু অপেক্ষা করে না। ৪২

জ্বরাদর্শিতপস্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকম্ ।

মৃত্যুশত্রুমভিজ্ঞোহসি আয়ান্তং<sup>৬</sup> কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৩ ॥

তুমি ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি । দেখতে পাচ্ছ না কি, জ্বর প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকদের নিয়ে এগিয়ে আসছে । ৪৩

আশা<sup>৭</sup>সূচীবিনির্ভিন্নং সিন্তং<sup>৮</sup> বিষয়সর্পিষা ।

• রাগদ্রেষ্টানলে পকং মৃত্যুরশ্মতি মানবম্ ॥ ৪৪ ॥

১ তা বি গ,—খ, বাঙ্খিতঞ্চ মে ।

২ র গ, হন্তি কালবৃকোদরঃ ; তা বি গ,—গ, বৃকো যথা ; ঐ—ঙ, বৃকোদরঃ ।

৩ র গ, কুব্বাঁতি ।

৪ র গ, কৃতং বাপ্যথবা কৃতম্ ; তা বি গ,—ঙ, ঐ ।

৫ তা বি গ,—ক, মৃত্যুশত্রুসমজ্ঞানম'রাতং ; ঐ—গ অহো মৃত্যুসমাদিকং ; ঐ,—ঙ, মৃত্যুশত্রুসমাদিকং ; র গ, মৃত্যুশত্রুসমাদিকং আয়ান্তং ।

৬ র গ, কৃষ্ণা ; তা বি গ,—ঙ, কৃষ্ণ ।

৭ তা বি গ,—ক, ঘ, ইচ্ছা ; ঐ,—খ, ঈহা ; ঐ—ঙ, মিশ্রং ; র গ, মিশ্রং ।

আশাশলাকা দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড, বিষয়রূপ ঘূতে সিক্ত এবং রাগদ্বৈধরূপ অগ্নিতে পক মানুষিকে মৃত্যু খায় । ৪৪

বালাংশচ যৌবনস্থ্যংশচ বৃদ্ধান্ গৰ্ভগতানপি<sup>১</sup> ।

সৰ্বাংশচ হিংসতে<sup>২</sup> মৃত্যুরেবভূতমিদং জগৎ ॥ ৪৫ ॥

ভ্রূণ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে মৃত্যু বধ করে । এই জগৎ এমনি ধরণের । ৪৫

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ<sup>৩</sup> ।

নাশমেবানুধাবন্তি<sup>৪</sup> তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ঃ—হিত, কল্যাণ, ধর্ম, মুক্তি । চতুর্বর্গকেও শ্রেয় বলা হয় (চতুর্বর্গ এব শ্রেয়ঃ । শব্দকল্পদ্রুম, শ্রেয়ঃ-শব্দ) । কাজেই শ্রেয়ের আচরণ বলতে বোঝাবে ধর্মাচরণ, ধর্মপথে কাম ও অর্থ লাভের জন্য কর্ম এবং সব কিছুর মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের জন্য প্রয়াস ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা, প্রাণীসমূহ সবাই বিনাশপ্রাপ্ত হয় । অতএব, শ্রেয়ের আচরণ করবে । ৪৬

স্বদ্বর্ণাশ্রমাচারলজ্জাভ্যাদ্ভ্রুতপ্রতিগ্রহাৎ ।

পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুষ্করো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

নিজ নিজ বর্ণাশ্রমসম্মত আচার লজ্জনের জন্য, অগ্নায়ভাবে কিছু গ্রহণের জন্য, পরস্ত্রী ও পরধনের প্রতি লোভের জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয় । ৪৭

বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তৈব গুর্ভনর্চনাৎ<sup>৫</sup> ।

নৃণামায়ুষ্করো ভূয়াদিল্লিয়াণামনিগ্রহাৎ ॥ ৪৮ ॥

বেদশাস্ত্রাদি অভ্যাস না করার জন্য, গুরুর অর্চনা না করার জন্য এবং ইল্লিয়নিগ্রহ না করার জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয় । ৪৮

ব্যাধিরাদির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুৎ<sup>৬</sup> সর্পঃ পশবো মৃগাঃ ।

মরণং<sup>৭</sup> যেন নির্দিষ্টং তেন গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ৪৯ ॥

১ তা বি গ,—খ, যোগগতানপি ।

২ তা বি গ,—খ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বান্ সংবিশতে ; ঐ,—গ, ঘ আবিশতে, ঐ—ঙ, আদিশতে ; র গ, আদিশতে ।

৩ তা বি গ,—খ, ঘ, রাশয়ঃ ।

৪ তা বি গ,—খ, ঘ, সর্বৈ নাশং প্রযান্তি ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, গুরুবঞ্চনাৎ ।\*

৬ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ক্ষুৎ ; তা বি গ, না ; র গ, না ।

৭ তা বি গ,—খ, নির্ধাণং ; ঐ—গ, ঘ, ঙ, নির্বাণং ।

ব্যাধি, আধি, বিষ, শত্রু, ক্ষুধা, সর্প, সিংহাদি পশু এবং হস্তী এসবের যেটিকে নিমিত্ত করে মৃত্যু নির্দিষ্ট, জীবের মৃত্যু সেই নিমিত্ত অবলম্বনেই হবে। ৪৯

জীবন্তুণজলোকৈব দেহাদ্বেহান্তরং ব্রজেৎ।

সম্প্রাপ্য উত্তরং দেহং<sup>১</sup> দেহং ত্যজতি পূর্বজম্ ॥ ৫০ ॥

উত্তরং দেহং—উত্তর দেহ অর্থাৎ পরবর্তী দেহ। জীব মৃত্যুর সময় “পূর্বপ্রজ্ঞা, কর্ম ও উপাসনার সুস্কারবশতঃ বাসনানির্মিত ভাবী ভোগায়তন দেহে আত্মাভিমান করেন এবং পরলোকস্থ সেই দেহকেই প্রাপ্ত হন!” উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ; ১৩১১, পৃঃ ৩৪৫। এই ভাবী ভোগায়তন দেহই উত্তর দেহ। এটি সূক্ষ্ম দেহ।

জ্যৈষ্ঠাক যেমন এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যায় তেমনি জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। সে উত্তর অর্থাৎ পরবর্তী দেহ পেয়ে পূর্বজাত দেহ ত্যাগ করে। ৫০

বাল্যযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা দেহান্তরাদিকম্।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্গৃহাদগৃহমিবাগতঃ ॥ ৫১ ॥

একই দেহে জীবের বাল্য থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য, এ যেমন তার প্রথম দেহান্তর বলা যায় তেমনি এই দেহ ছেড়ে তার দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ অন্য দেহ লাভ। এ যেন এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে আগমন। ৫১

জনঃ কৃত্বৈহ কর্ম্মাণি সুখংখানি ভুঞ্জতে।

পরত্রাজ্ঞানিনো<sup>২</sup> দেবি যান্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫২ ॥

পরত্রাজ্ঞানিনঃ—যারা পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই দলে পড়বে যারা পরলোক সম্বন্ধে কিছুই জানে না, যারা জানে কিন্তু সেই জ্ঞানানুসারে কর্ম করে না, যারা জানে কিন্তু মানে না। এই শেষোক্ত দল ইহৈকবাদী। আমাদের দেশের সেকালের চার্বাকগস্থীরা এই দলের। জড়বাদীরা এই দলের।

এইসব লোক ইহলোক থেকে পরলোকে এবং পরলোক থেকে ইহলোকে যাতায়াত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ম কিছুই করে না।

১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ,—বৃত্ত পাঠ; ঙ্গ,—গ, উত্তরমেষ্টনং; তা বি গ, পরমংশেন; র গ, পরমংশেন।

২ র গ, পরত্রহানিতো; তা বি গ,—ঙ, পরত্র হানিতঃ।



ইহলোকে মানুষ কর্ম করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করে, দেবী, যারা পরলোকে সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা ইহলোকে পরলোকে বার বার আসা যাওয়া করে। ৫২

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরজ্যোপভূজ্যতে ।

সিদ্ধমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃশ্যতে ॥ ৫৩ ॥

ইহলোকে যে-কর্ম করা হয় তার ফল ভোগ করতে হয়। গাছের মূল জলসিদ্ধি করা হয় আর ফল দেখা যায় তার শাখায়। ৫৩

দারিদ্র্যদুঃখরোগাশ্চ বন্ধনব্যসনানি চ ।

আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলাগ্ন্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ৫৪ ॥

দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, বন্ধন, ব্যসন এসব জীবের আত্মাপরাধবৃক্ষের ফল। ৫৪

নিঃসঙ্গ এব মোক্ষঃ শ্যাদ্ধোষা সর্বো চ সঙ্গজাঃ ।

তস্মাৎ সঙ্গং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ ।

সঙ্গাচ্চ চলতে জ্ঞানী চাবশ্যং কিমুতান্নবিৎ ॥ ৫৫ ॥

সঙ্গ—আসক্তি। আসক্তি থেকেই যে যাবতীয় দোষের উদ্ভব হয়, এ ইঙ্গিত শ্রীমদভগবদগীতায়ও করা হয়েছে। যেমন—ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষু পজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে। ২।৬২ ॥—যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে তার সেই সব বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি থেকে কামনা এবং কামনা থেকে ক্রোধ জন্মে। তারপর ক্রোধ থেকে ক্রমে অগাণ্ড দোষের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে।

সঙ্গের অপর অর্থ কর্তৃত্বাভিমান। যেমন “যোগস্থঃ কুরু কৰ্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।”—শ্রীমদভগবদগীতা ২।৪৮ ॥ হে ধনঞ্জয়, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে যোগস্থ হয়ে কর্ম কর।

নিরাসক্তিই মোক্ষ। সমস্ত দোষের উদ্ভব আসক্তি থেকে। সেইজন্য, আসক্তি ত্যাগ করে ও তত্ত্বনিষ্ঠ হয়ে সুখী হবে। কর্তৃত্বাভিমানের জন্ম জ্ঞানীও অবশ্যই বিচলিত হয়। যে অল্পজ্ঞ সে যে বিচলিত হবে তার আর কথা কি। ৫৫

১ তা বি গ,—গ, ঘ, ইহৈব।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, সঙ্গাৎ পতত্যধো জ্ঞানী চাবশ্যং কিমুতান্নবিৎ; ঐ,—খ, কিমুতান্নবিৎ প্রিষে।

সঙ্গঃ সর্বাঙ্গনা ত্যাজ্যঃ<sup>১</sup> স চেত্ত্যক্তং ন শক্যতে ।

সন্তিঃ সহ স কর্তব্যঃ সত্যং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥ ৫৬ ॥

সঙ্গঃ—সাহচর্য । সঙ্গ অর্থ আসক্তিও বটে । সাহচর্য অর্থ ধরলে শ্লোকের আদিতে ব্যবহৃত সঙ্গ বলতে অসংসঙ্গ বুঝাতে হবে ; কেন না, পরার্থেই সংসঙ্গের প্রশংসা করা হয়েছে ।

সঙ্গ সর্বপ্রকারে পরিত্যাজ্য কিন্তু তা ত্যাগ করা যায় না । সংসঙ্গ করা উচিত । কেন না, সংসঙ্গই ঔষধ ।

সংসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং<sup>২</sup> নয়নদ্বয়ম্ ।

যস্য নাস্তি নরঃ সৌহৃদ্বঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ<sup>৩</sup> ॥ ৫৭ ॥

সংসঙ্গ আর বিবেক মানুষের দুই নির্মল চক্ষু । এ দুটি যার নেই সে কি করে বিপথগামী না হবে । ৫৭

যাবন্তঃ<sup>৪</sup> কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ননসঃ প্রিয়ান্<sup>৫</sup> ।

তাবন্তোহস্য বিশস্ত্যেতে<sup>৬</sup> হৃদয়ে শোকশঙ্করঃ<sup>৭</sup> ॥ ৫৮ ॥

জীব যে-পর্যন্ত প্রেয়-সম্বন্ধ স্থাপন করে সে-পর্যন্ত তার হৃদয়ে শোকশেল প্রবেশ করে । ৫৮

স্বদেহমপি জীবোহয়ং ত্যক্তা যাতি কুলেশ্বরী<sup>৮</sup> ।

স্ত্রীমাতৃপিতৃপুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ৫৯ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, এই জীব নিজের দেহ পর্যন্ত ত্যাগ করে চলে যায় । তা হলে আর মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র, এদের সঙ্গে প্রেয়-সম্বন্ধ স্থাপন কিসের জন্ম । ৫৯

দুঃখমূলো<sup>৯</sup> হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ ।

তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ৬০ ॥

সংসার দুঃখের মূল । যার সংসার আছে সে-ই দুঃখিত । প্রিয়ে, যে সংসার ত্যাগ করেছে সে-ই সুখী, অপর কেউ নয় । ৬০

প্রভবঃ<sup>১০</sup> সর্বদুঃখানামাশ্রয়ঃ<sup>১১</sup> সকলাপদাম্ ।

আলয়ঃ সর্বপাপানাং সংসারং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৬১ ॥

১ র গ, সর্বাঙ্গনা ত্যাজ্যঃ ।

২ র গ, নিশ্চলং ; তা বি গ,—ঙ, নিশ্চলং ।

৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, অধর্মগঃ ।

৪ র গ,—ধৃতপাঠ ; তা বি গ, যাবতঃ ।

৫ তা বি গ,—গ, বিষয়স্পৃহান্ ।

৬ র গ, নিখন্ত্যে ; তা বি গ,—ঙ, নিখন্ত্যে ।

৭ র গ, শোকশঙ্করান্ ।

৮ র গ, জুবেশ্বরী ; তা বি গ,—ঙ, সুবেশ্বরী ।

৯ র গ, দুঃখমূলং ।

১০ তা বি গ,—আবৃত্তঃ ।

১১ র গ, সর্বদুঃখানামাশ্রয়ঃ ।

প্রিয়ে, সংসার সর্বদুঃখের উৎপত্তিস্থল, সমস্ত বিপত্তির আশ্রয়, সমস্ত পাপের আলয় । একে পরিত্যাগ করা উচিত । ৬১

অরজ্জুবন্ধনং<sup>১</sup> ঘোরং মিশ্রীকৃতং মহাবিষম্ ।

অশস্ত্রখণ্ডনং দেবি সংসারাসক্তচেতসাম্ ॥ ৬২ ॥

ওগো দেবী, সংসারে যার চিত্ত আসক্ত সে-ব্যক্তির রজ্জু ছাড়াই বন্ধন, তার জন্ম ভয়ানক মহাবিষ মিশ্রিত করা হয়েছে, আর বিনা শস্ত্রাঘাতেই সে ক্ষতবিক্ষত । ৬২

আদিমধ্যাবসানেষু সর্বং<sup>২</sup> দুঃখমিদং যতঃ<sup>৩</sup> ।

তস্মাৎ সন্ত্যজ্য সংসারং তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥

যেহেতু সংসার আদি মধ্য ও অন্তে সর্বদুঃখময়, সেইজন্য মানুষ সংসার ত্যাগ করে যদি তত্ত্বনিষ্ঠ হয় তা হলেই সুখী হবে । ৬৩

লৌহং দারুণমৈঃ পাশৈর্দৃঢ়বন্ধোহপি মুচ্যতে ।

স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো<sup>৪</sup> মুচ্যতে ন হৃদাচন ॥ ৬৪ ॥

লোহার কিংবা কাঠের পাশের দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ ব্যক্তিও মুক্ত হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক ধন ইত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তি কখনও মুক্তি পায় না । ৬৪

কুটুম্বচিন্তায়ুক্তস্য শ্রুতশীলাদয়ো গুণাঃ ।

অপককুণ্ডলবৎ নশ্যন্ত্যঙ্গেন তেন হি<sup>৫</sup> ॥ ৬৫ ॥

কুটুম্ব অর্থাৎ পুত্রদারাদির চিন্তায়ুক্ত মানুষের পাণ্ডিত্য-শীলাদি গুণরাশি মাটির কাঁচা কলসের জলের মতো সেই গোণ বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পুত্রদারাদির চিন্তা দ্বারাই নষ্ট হয় । ৬৫

বাহিত্যশেষচিহ্নৈঃ<sup>৬</sup> স্তৈনিত্যং লোকো বিনাশিতঃ<sup>৭</sup> ।

হা হন্ত বিষয়াহারেদেহস্থেন্দ্রিয়তন্ত্ররৈঃ ॥ ৬৬ ॥

১ ১২ তা বি গ,—খ, ঘ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অবন্ধবন্ধনং ।

২ তা বি গ,—ক, মিশ্রীকৃত্য ; র গ, মিশ্রীকৃতং ।

৩ র গ, সর্বদুঃখমিদং ।

৪ র গ, জগৎ ; তা বি গ,—ঙ, জগৎ ।

৫ র গ, লৌহ ।

৬ তা বি গ, খ, সংযুক্তঃ ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, শ্রুতি ।

৮ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কেবলম্ ; ঐ,—ঙ, তেন হি ।

৯ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বাহিত্যশেষবিহীনৈঃ ; তা বি গ,—ক, গ, ঘ, চিহ্নৈঃ ; তা বি গ,—ঙ, বাহিত্যশেষচিহ্নৈঃ ।

১০ তা বি গ,—ক, বিনশতি ।

বিষয়াহারৈঃ—বিষয় আহার যাহাদের তাহারা বিষয়াহার, তাহাদের দ্বারা। বিষয় বলতে বুঝায় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। আহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ। চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় গ্রহণ করে বলে তাদের বলা হয়েছে বিষয়াহার। ইন্দ্রিয়—একাদশ (একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহ্বানি পূর্বে মনীষিণঃ—মনুসংহিতা—২।৮৯)। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পাম্বু, উপস্থ) এবং মন এই একাদশ।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ যাদের আহার, যাদের বাঞ্ছিত বিষয়ের শেষ নেই, হয় হয়! দেহস্থ সেই ইন্দ্রিয়রূপ তত্ত্বদের দ্বারা মানুষ নিত্য বিনষ্ট হচ্ছে। ৬৬

মাংসলুর্বেদা যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি ।

সুখলুর্ভুক্তথা দেহী যমবাধাং<sup>১</sup> ন পশ্যতি ॥ ৬৭ ॥

মাংসের টোপের লোভে মাছ যেমন লৌহশঙ্কু অর্থাৎ বড়শী দেখতে পায় না তেমনি সুখের লোভে মানুষ যমদণ্ডী<sup>২</sup> দেখতে পায় না। ৬৭

হিতাহিতং ন জানন্তো নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ ।

কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তেহব্দা নারকাঃ প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে, যারা হিতাহিত জানে না, নিত্য যারা কুপথগামী এবং উদরপূরণেই যাদের অনুরাগ, সেই অবোধেরা নারকী। ৬৮

নিদ্রাদিমৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ ।

জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥

সকল প্রাণীর মধ্যেই মৈথুন আহার নিদ্রাদি বিদ্যমান। প্রিয়ে, জ্ঞানবান্ প্রাণীকে বলা হয় মানুষ আর জ্ঞানহীন প্রাণীকে পশু। ৬৯

প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং ক্ষুভ্ভূত্ভ্যাং মধ্যগে রবৌ ।

রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে<sup>২</sup> মানবাঃ প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, মানুষ প্রভাতে মলমূত্রের দ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা এবং রাত্রে কাম ও নিদ্রা দ্বারা পীড়িত হয়। ৭০

স্বদেহধর্মদারাদিনিরতাঃ সর্বজন্মবঃ ।

জায়ন্তে চ ভ্রিয়ন্তে চ হা হস্তাজ্ঞানমোহিতাঃ ॥ ৭১ ॥

অজ্ঞানমোহিত সব প্রাণী স্বীয় দেহধর্মের অনুগত এবং দারাদিনিরত হয়ে থাকে। হয়, হয়! এরা শুধু জন্মায় এবং মরে।

১ র গ, মায়াশীলং; তা বি গ,—ঙ, মায়াশীলং।

২ তা বি গ,—গ, বাধ্যন্তে।

স্বয়বর্ণাশ্রমাচারনিরতাঃ সর্বমানবাঃ ।

ন জানন্তি পরং তত্ত্বং<sup>১</sup> মৃঢা<sup>২</sup> নশুন্তি পার্বতি ॥ ৭২ ॥

সব মানুষ আপন আপন বর্ণাশ্রমবিহিত আচার পালনেই সন্তুষ্ট । পার্বতী, এই মূঢ়েরা পরমতত্ত্ব জানে না বলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।

ক্রিয়ান্নাসপরাঃ কেচিৎ ব্রতচর্যাদি<sup>৩</sup> সংযুতাঃ ।

অজ্ঞানসংযুতান্নানঃ<sup>৪</sup> সঙ্করন্তি প্রতারকাঃ<sup>৫</sup> ॥ ৭৩ ॥

কোনো কোনো লোকের ক্রিয়াকর্মের প্রতি অতিশয় যত্ন । এরা ব্রতচর্যাদি করে বেড়ায় । কিন্তু এরা অজ্ঞানমতি এবং প্রতারক অর্থাৎ নিজেদের ও অন্তদের প্রতারণা করে । ৭৩

নামমাত্রাণে সন্তুষ্টাঃ কর্মকাণ্ডরতা নরাঃ ।<sup>৬</sup>

মন্ত্রোচ্চারণহোমাদ্যৈর্ভাষামিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈঃ ॥ ৭৪ ॥

যেসব মানুষ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম করে তারা মাত্র নামেই সন্তুষ্ট । মন্ত্রোচ্চারণ হোমাদি সহ বহু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে এরা ঘুরপাক খায় । ৭৪

একভক্তোপবাসাদৈর্নিয়মৈঃ কালশোষণৈঃ ।

মৃঢাঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব \* মান্নাবিমোহিতাঃ ॥ ৭৫ ॥

পরোক্ষম্—পরোক্ষকে । পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষজ্ঞান (অপ্রত্যক্ষজ্ঞানে-বাচস্পত্যভিধান) আবার পরোক্ষ অর্থ শ্রোত বা আপ্ত জ্ঞান বিশেষ (শ্রুত্যাগ্জ্ঞাদিজ্ঞানাবিশেষঃ—শব্দকল্পদ্রুম) । এখানে এই জ্ঞান বা পরমতত্ত্ব । পরমার্থতঃ অবশ্য বাচ্য একই ।

একাহার উপবাসাদি নিয়মের দ্বারা শরীর ক্ষয় করে তোমার মান্নাবিমোহিত মূঢ়েরা পরোক্ষকে জানতে বা পেতে চায় । ৭৫

দেহদণ্ডনমাত্রাণে কা মুক্তি<sup>৭</sup>রবিবেকিনাম্ ।

বল্লীকতাড়নাদ্বেবি মৃতঃ কিম্<sup>৮</sup> মহোরগঃ ॥ ৭৬

বিবেকহীন ব্যক্তিদের কেবলমাত্র দেহপীড়নের দ্বারা কি করে মুক্তি মিলবে ; দেবী, উইয়ের টিবিকে আঘাত করলে কি মহাসর্প মরে ? ৭৬

১ তা বি গ,—খ. গ, ধর্ম ।

২ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, বৃথা ।

৩ তা বি গ,—গ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ক্রতুচর্যাদি ; তা বি গ,—ঙ, ব্রতচর্যাদি ; র গ, ব্রতচর্যাদি ।

৪ র গ, সংহতান্নানঃ ; তা বি গ,—ঙ, সংহতান্নানঃ ; তা বি গ,—ক, সংহতান্নানঃ ।

তা বি গ,—ঙ, প্রতারকাঃ ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, মম ।

৬ র গ, সিদ্ধি ; তা বি গ—ঙ, সিদ্ধি ।

৮ র গ, কোহিহ ।

ধন্যহার্জনে যুক্তা<sup>১</sup> দান্তিকা বেষধারিণঃ ।

ভ্রমস্তি জ্ঞানিবল্লোকে<sup>২</sup> ভ্রাময়স্তি জনানপি ॥ ৭৭ ॥ •

ধন এবং অন্ন অর্জনে নিযুক্ত দান্তিক লোকেরা সংসারে জ্ঞানীর মতো বেশ খারণ করে ঘুরে বেড়ায় এবং অন্য লোকদের ঘুরিয়ে মারে । ৭৮

সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি বাদিনাম্ ।

কর্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ভাজেদন্ত্যজং যথা ॥ ৭৮ ॥

সাংসারিক সুখে আসক্ত যে-ব্যক্তি বলে ‘আমি ব্রহ্মজ্ঞ’ সে শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং ব্রহ্ম উভয় থেকে ভ্রষ্ট । অন্ত্যজকে যেমন বর্জন করা হয় তেমনি এরকম লোককে বর্জন করতে হবে । ৭৮

গৃহারণ্যসমা লোকে গতব্রীড়া দিগম্বরঃ ।

চরন্তি গর্দভাদ্যাশ্চ যোগিন স্তে<sup>৩</sup> ভবন্তি কিম্ ॥ ৭৯ ॥

যোগীনস্তুে ভবন্তি কিম্—তারা কি যোগী হয়ে যায় ? শ্লোক ৭৯ থেকে শ্লোক ৮৫ পর্যন্ত যোগীদের নানা অবস্থার কথা এবং বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে ধর্ম সম্বন্ধে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে এবং পরিহাস ছলে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি নির্দেশ করা হয়েছে ।

গর্দভাদির কাছে গৃহ ও অরণ্য সমান, তারা লজ্জামুক্ত এবং দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায় । সেইজন্য তারা যোগী হয়ে যায় কি ? ( তাৎপর্য—অমনি বাহ্যচরণের দ্বারা কেউ যোগী হয় না ) । ৭৯

মৃদভস্মব্রহ্মক্ষণাদেবি মুক্তাঃ সূর্য্যদি মানবাঃ ।

মৃদভস্মবাসিনো গ্রাম্যাঃ কিস্তে মুক্তা ভবন্তি হি ॥ ৮০ ॥

গায়ে মাটি এবং ভস্ম মাখলেই যদি মানুষেরা সব মুক্ত হয় তা হলে যে-সব গেলো লোক ছাই-মাটির মধ্যেই থাকে তারা কি মুক্ত হয়ে যায় ?

তুণপর্ণোদকাহারঃ সততং<sup>৪</sup> বনবাসিনঃ ।

হরিণাদিমৃগা দেবি যোগিন<sup>৫</sup> স্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮১ ॥

দেবী, হরিণাদি পশু সতত বনে বাস করে এবং ঘাস পাতা ও জল মাত্র খায় । তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায় ? ৮১

১ র গ, ধনার্জনোপযুক্তান্তে ; তা বি গ,—ঙ, ঐ ।

২ র গ, লুৰ্ধা ; তা বি গ,—ঙ, লুৰ্ধা ।

৩ র গ, বিবিক্তান্তে ; তা বি গ,—ঙ, বিবিক্তান্তে ।\*

৪ তা বি গ,—গ, চরন্তি ।

৫ তা বি গ,—গ, ঙ, তাপসা ; র গ, তাপসা ।

আজন্মমরণান্তঞ্চ গঙ্গাদিতটিনীস্থিতাঃ<sup>১</sup> ।

মণ্ডুকমংগ্যপ্রমুখা ব্রতিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮২ ॥

মাহ ব্যাঙ প্রভৃতি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাদি নদীতে বাস করে। তাই বলে তারা কি ব্রতশীল তপস্বী হয়ে যায়? ৮২

বদন্তি হৃদয়ানন্দং পঠন্তি শুকসারিকাঃ ।

জনানাং<sup>২</sup> পুরতো দেবি বিবুধাঃ কিং ভবন্তি হি ॥ ৮৩ ॥

দেবী, শুকসারি লোকের সামনে (শ্লোকাদি) পড়ে, হৃদয়ানন্দকর কথা বলে। তাই বলে তারা কি পণ্ডিত হয়ে যায়? ৮৩

পারাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরী চাতকাঃ ।

ন পিৰন্তি মহীতোয়ং যোগিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮৪

পরমেশ্বরী, ধান কাটার মাঠে ঝড়তিপড়তি যা থাকে পায়রা তাই খায়, চাতকেরা ভূমিস্থ অর্থাৎ নদী প্রভৃতির জল খায় না। তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায়? ৮৪

শীতবাতাতপসহা ভক্ষ্যভক্ষ্যসমাঃ<sup>৩</sup> প্রিয়ে ।

তিষ্ঠন্তি শূকরাণ্যাম্ যোগিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮৫ ॥

প্রিয়ে, শূকরাদি শীতের হাওয়া ও রোদ অর্থাৎ ঠাণ্ডা গরম সহ করে এবং নির্বিচারে ভক্ষ্যভক্ষ্য সব খায়। তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায়? ৮৫

তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকবঞ্জনকারকম্<sup>৪</sup> ।

মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরী ॥ ৮৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞান—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। মোক্ষস্বকারণং—মোক্ষের কারণ। আত্মসম্বিদের উদয় হলে অর্থাৎ আত্মস্বরূপের যথাতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হলে জীবের যে-অবস্থা হয় তাকেই বলে মোক্ষ। সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান অর্থ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি বা আত্মসম্বিদের উদয়। কাজেই এখানে কারণ আর কার্য অভিন্ন (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৮০, ৪২৫)।

১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, গঙ্গাতীরং সমাপ্তিতা; ঐ—গ, গঙ্গানীরং।

২ তা বি গ,—গ, মণ্ডুকমংগ্যকুণ্ডীরাঃ; ঐ,—ঙ, মাতঙ্গ; র গ, মাতঙ্গ।

৩ তা বি গ,—ঙ, ভট্টবৈব, র গ, ভট্টবৈব।

৪ র গ, জম্বালাশ্মশয়াঃ, তা বি গ,—ঙ, জম্বালাশ্মশয়াঃ।

৫ তা বি গ,—ক, শীতবাতাতপস্তুস্মাদিত্যাদিরঞ্জকারকম্; ঐ,—ঘ, ঙ, লোক বঞ্জনকারকম্; র গ, লোকবঞ্জনকারকম্।

কুলেশ্বরী, সেইজন্য এইসব কর্ম ( ধর্মের বাহানুষ্ঠান, যোগীর বাহ্য ক্রিয়াকর্ম ) মানুষকে প্রচারিত করে । সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ । ৮৬

ষড়দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে ।

পরমার্থং জনন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ৮৭ ॥

ষড়দর্শন—সাংখ্য, পাঁচঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ।

পাশ—শৈব-শাক্ত শাস্ত্রে পশু শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । শৈবশাস্ত্র অনুসারে জীবমুক্তদের বাদ দিয়ে চেতনাবান্ আর সবাই পশু । ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে ত্রিগুণ পর্যন্ত সব জীবই পশু । উক্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পুরুষ পশু আর প্রকৃতি পাশ । পাশবদ্ধ পুরুষ পশু । পুরুষ আত্মা, প্রকৃতি মায়া । মায়াবৃত আত্মা পুরুষ বা পশু । সহজ করে বলা যায়, পাশবদ্ধ জীব পশু । পাশমুক্ত জীব শিব ।

শাক্তশাস্ত্র অনুসারে পশুভাবাপন্ন সাধক পশু । এই পশু পাশবদ্ধ জীব । এখানেও পাশবদ্ধ জীব পশু, পাশমুক্ত জীব সদাশিব ( পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ—কুলার্ণবতন্ত্র ৯৪২ ) ।

শৈব শাস্ত্রে পাশ শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে লক্ষ্য করা যায় । যথা—মল, কর্ম, মায়া এই তিন প্রকারের পাশ । আবার মল, কর্ম, মায়া এবং রোধশক্তি এই চার পাশের কথাও পাওয়া যায় ।

মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ এই ষট্ কণ্ঠককে পাশ বলা হয় । মায়াকে বাদ দিয়ে পঞ্চকণ্ঠক । তাও পাশ ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশকেও পাশ বলা হয় ( এ.সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা—দ্রঃ শা. ভা. শ. শৈবদর্শন অধ্যায় ) ।

শাক্ততন্ত্রে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর জাতি সাধারণতঃ এই অষ্টপাশের কথা পাওয়া যায় । তবে কোথাও কোথাও বাহাম বা বাষট্টি পাশেরও উল্লেখ আছে । শৈবমতের পঞ্চক্লেশকে শাক্ত মতেও পাশ বলা হয়েছে । উক্ত পঞ্চক্লেশকে তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্রও বলা হয় । তমের ভেদ আট, মোহের আট, মহামোহের দশ, তামিস্রের আট এবং মহাতামিস্রের আঠার, সব মিলিয়ে মোট পাশ সংখ্যা হয় বাহাম । কোনো কোনো মতে তামিস্রেরও আঠার ভেদ



স্বীকার করা হয়। তা'হলে পাশ সংখ্যা হয় বাষট্টি (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬)।

প্রিয়ে, পশুরা যড়দর্শনরূপ মহাকূপে নিপতিত। পশুপাশবদ্ধ এই ব্যক্তির পরমার্থ কি তা জানে না। ৮৭

বেদশাস্ত্রার্ণবে ঘোরে তাদ্যমানা<sup>১</sup> ইতস্ততঃ।

কালোর্মিগ্রাহগ্রস্তাশ্চ<sup>২</sup> তিষ্ঠন্তি হি কুতর্কিকাঃ ॥ ৮৮ ॥

ঘোর বেদশাস্ত্রসাগরে নিমজ্জিত কুতর্কিকরা কালরূপ তরঙ্গ ও কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং এদিক থেকে ওদিকে তাড়িত হয়ে অবস্থান করছে।

বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং<sup>৩</sup> ন বেত্তি যঃ।

বিড়ম্বকস্য তস্যাপি<sup>৪</sup> তৎ সর্বং কাকভাষিতম্<sup>৫</sup> ॥ ৮৯ ॥

যে-ব্যক্তি বেদ আগম ও পুরাণে পারদর্শী কিন্তু পরমার্থ জানে না, সে প্রত্যাহারক। তার সব বিদ্যা কাকের মতো কা-কা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি চিন্তাসমাকুলাঃ।

পঠন্ত্যহর্নিশং দেবি পরতত্ত্বপরাজ্জ্বাঃ ॥ ৯০ ॥

দেবী, পরতত্ত্ববিমুখ ব্যক্তির এটি জ্ঞান এটি জ্ঞেয় এরূপ চিন্তা করতে করতে দিনরাত বই পড়ে। ৯০

বাক্য<sup>৬</sup>ছন্দোনিবন্ধেন কাব্যালঙ্কারশোভিনা<sup>৭</sup>।

চিন্তয়া হৃৎখিতা মৃঢ়ান্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৯১ ॥

কাব্যালঙ্কারশোভিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশিত ভাবনা দ্বারা অর্থাৎ কাব্য পাঠ করে তার ভাবের দ্বারা মূঢ় ব্যক্তির হৃৎখিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ৯১

অগ্ৰথা পরমং তত্ত্বং<sup>৮</sup> জনা ক্লিষ্টান্তি চাগ্ৰথা।

অগ্ৰথা শাস্ত্রসম্ভাবো<sup>৯</sup> ব্যাখ্যাং কুব্ধন্তি চাগ্ৰথা ॥ ৯২ ॥

১ র গ, বেদার্থমপরিজ্ঞায় দহ্যমানাঃ; তা বি গ,—ক, খ, ঈড্যমানা; তা বি গ,—গ, ঞা দহ্যমানাঃ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, কালোর্মিণা গ্রহগ্রস্তাঃ; র গ, কালোর্মিণা গ্রহগ্রস্তা।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, পরায়ণঃ।

৪ তা বি গ,—বিন্মুত্রঞ্চ ততস্তম্মাং।

৫ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ভোক্তানং।

৬ র গ, কাব্য; তা বি গ,—ঙ, কাব্য।

৭ র গ, শোভিতাঃ; তা বি গ,—ঙ, শোভিতাঃ।

৮ তা বি গ,—খ, ঘ, পরং ভাবং।

৯ তা বি গ,—খ, সম্ভাবো।

পরমতত্ত্ব এক রকম আর লোকেরা জানে অগুরকম। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ এক আর এরা তার ব্যাখ্যা করে অগুরকম। ১২

কথং স্ত্যন্ননীভাবঃ<sup>১</sup> স্বয়ং নানুভবন্তি হি।

অহংকারহতাঃ কেচিৎপদদেশবিবর্জিতাঃ<sup>২</sup> ॥ ১৩ ॥

উন্ননীভাব—ত্রিপুত্রোপনিষদে বলা হয়েছে বাহ্যবিষয়াসক্তি পরিভ্যাগ করে মন হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হলে উন্ননীভাব হয় আর এইভাবে পরমপদ লাভ হয় (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৬৭৫)।

উপদেশবর্জিত অর্থাৎ গুরুর উপদেশ লাভ করেনি এরকম অহংকারাভিভূত ব্যক্তিরা উন্ননীভাবের কথা বলে কিন্তু নিজেরা তা অনুভব করে না। ১৩

পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদন্তি পরস্পরম্।

ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দবী পাকরসং যথা ॥ ১৪ ॥

এরা বেদশাস্ত্রসমূহ পাঠ করে, পরস্পর বিবাদ করে কিন্তু পরতত্ত্ব জানে না; যেমন হাতা পায় না পাক-কন্ঠা জিনিসের স্বাদ। ১৪

শিরো বহতি পুষ্পানি গন্ধং জানাতি নাসিকা।

পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি হ্রলভো ভাববেদকঃ ॥ ১৫ ॥

ফুল থাকে মাথায় আর গন্ধ পায় নাক। বেদশাস্ত্র অনেকে পড়ে কিন্তু তার মর্ম গ্রহণ করতে পারে এমন মানুষ হ্রলভ। ১৫

তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু যুজ্যতে<sup>৩</sup>।

গোপঃ কক্ষগতং ছাগং কূপে পশুতি হর্মতি ॥ ১৬ ॥

আত্মস্থ তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব না জেনে মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রে মনোনিবেশ করে। এ কি রকম—না, বোকা ছাগল-রাখাল যেমন কাঁখে-করা ছাগল কুরোর মধ্যে পড়েছে কিনা দেখতে যায়। ১৬

সংসারমোহনাশায়<sup>৪</sup> শাব্দবোধো ন হি ক্ষমঃ।

ন নিবর্তেত তিমিরং কদাচিদ্ধীপবার্জয়া<sup>৫</sup> ॥ ১৭ ॥

শাব্দবোধঃ—শব্দজ্ঞান। একে পরোক্ষজ্ঞানও বলা হয়। এদ্বারা মোহনাশ হয় না, এটি মোক্ষের কারণ নয়। মোক্ষের কারণ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

১ তা বি গ,—খ, কথং স্ত্যন্ননীভাবঃ।

২ তা বি গ,—ক, খ, উপদেশাদিবিবর্জিতাঃ।

৩ তা বি গ,—খ, মূঢ়ত পাঠ; তা বি গ, যুজ্যতি; ব'গ, যুজ্যতি।

৪ ব'গ, মাত্র; তা বি গ,—ঙ, মাত্র।

৫ ব'গ, দীপশিখয়া; তা বি গ,—ঙ, দীপশিখয়া।

“আপ্তবাক্য, শাস্ত্রপাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অপরোক্ষ বা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।” অপরোক্ষ জ্ঞানকে পরজ্ঞান বা পরম জ্ঞানও বলা হয়। সদগুরুর উপদেশে সাধকের চিত্তে এই জ্ঞানের উদয় হয়। সিদ্ধযোগীর দর্শনাদি দ্বারাও এই জ্ঞানের উদয় হতে পারে (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৮১-৮২, ৩৫৪-৩৫৫)।

যেমন প্রদীপের কথাবার্তা দ্বারা অন্ধকার দূর হয় না তেমনি শাস্ত্রজ্ঞান সংসারমোহ নাশ করতে পারে না। ৯৭

প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনম্ অন্ধস্যাদর্শদর্শনম্\*।

দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ৯৮ ॥

দেবী, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ অন্ধের দর্পণে মুখ দেখার মতো আর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ তত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ। ৯৮

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিং পার্শ্বোৱপি কেচন।

তত্ত্বমীদৃক্ তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্।

সদ্বিদ্যাদানশূরাদ্যৌ গৈবীখ্যাতমানবাঃ ॥ ৯৯ ॥

যেসব লোকের সদ্বিদ্যাদাননৈপুণ্যাদি গুণের জন্ম খ্যাতি আছে তারাও কেউ কেউ তত্ত্বকে সামনের দিক্ থেকে, কেউ কেউ পিছনের দিক্ থেকে আবার কেউ কেউ দুই পাশের থেকে দেখে বলতে থাকে তত্ত্ব এই রকম, তত্ত্ব ঐরকম, আর পরস্পর বিবাদ করে। ৯৯

ঈদৃশস্তাদৃশচেতি দূরস্থঃ কথ্যতে জনৈঃ\*।

প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্তরা\* গ্রহণং কূতঃ\*।

এবং যে শাস্ত্রসমুচ্চাস্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥

তত্ত্ব এই প্রকার, তত্ত্ব ঐ প্রকার, তত্ত্ব দূরে, লোকেরা এই সব কথা বলে। যেখানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বোগল্লিকি নেই সেখানে শুধু কথা দ্বারা তত্ত্বলাভ হবে কেমন করে। এরকম যারা শুধু তত্ত্বকথা নিয়ে থাকে সেই শাস্ত্রবিমূঢ় ব্যক্তির তত্ত্ব থেকে অনেক দূরে থাকে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১০০

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্বতঃ শ্রোতুমিচ্ছতি।

দেবি বর্ষসহস্রাঙ্কঃ\* শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি ॥ ১০১ ॥

১ র গ, পঠতোহন্ধস্যাদর্শনং যথা; তা বি গ,—ক, খ, ব, ঙ, দর্শনং যথা।

২ র গ,—হ স্নোকার্ধ; তা বি গ,—খ,—হ স্নোকার্ধ।

৩ তা বি গ,—ঘ, পরোক্ষ।

৪ র, গ প্রিয়ে; তা বি গ,—গ, ঙ, প্রিয়ে।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, সহস্রৈক।

দেবি, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের কাছে এইটি জ্ঞান, এইটি জ্ঞেয় সর্বপ্রকারে তাই  
শুনতে চায় তার যদি হাজার বছর পরমায়ু হয় তবু সে শাস্ত্রের অন্ত পাবে  
না। ১০১

বেদাদ্য<sup>১</sup>নেকশাস্ত্রাণি স্বল্পায়ুর্বিদ্যকোটয়ঃ।

তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাম্ভসঃ<sup>২</sup> ॥ ১০২ ॥

বেদাদি শাস্ত্র অনেক, মানুষের আয়ু স্বল্প আবার বিদ্যও অসংখ্য।  
অতএব, হাঁস যেমন জলমেশাণীনা দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে দুধ খায় তেমনি  
শাস্ত্রের অসারভাগ পরিত্যাগ করে সারভাগ গ্রহণ করতে হবে। ১০২

অভ্যাস্য সর্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা হি বুদ্ধিমান্।

পলালমিব ধাতার্থী সর্বশাস্ত্রং পরিত্যজেৎ ॥ ১০৩ ॥

যে ধান চায় সে যেমন ধান বেড়ে নিয়ে পোয়াল ফেলে দেয় তেমনি  
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সব শাস্ত্রের চর্চা করে তত্ত্ব গ্রহণ করবে এবং তারপর সর্বশাস্ত্র  
পরিত্যাগ করবে।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।

তত্ত্বজ্ঞস্য তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্ ॥ ১০৪ ॥

দেবী, যে অমৃত পান করে তৃপ্ত হয়েছে তার যেমন আর আহারের  
প্রয়োজন নেই তেমনি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে তার আর শাস্ত্রের প্রয়োজন  
নেই। ১০৪

ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।

জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্মান্নাগুথা বীরবন্দিতে ॥ ১০৫ ॥

বীরবন্দিতে—ওগো বীরসাধকবন্দিতা। বীর শব্দ এখানে পারিভাষিক  
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বীর অর্থ বীরভাবাপ্রাপ্ত সাধক। তবে বীর শব্দের  
প্রচলিত অর্থেও বীরভাবাপ্রাপ্ত সাধক বীর। “যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ  
অমৃতত্বদের কণিকামাত্র আশ্বাদন পাইয়া, বীরের মত অবিদ্যারজ্জুচ্ছেদনে  
কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতত্বদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর।”

বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিত্তসাধনা, শবসাধনা প্রভৃতি যে-সব সাধনা  
আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে-সব সাধনা  
সম্ভবপরই নয়। এইজ্ঞাত্বও এইসব সাধনার প্রবৃত্ত সাধককে বীর বলা হয় (ব্রঃ  
শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৪১১)।

১ ভা বি গ,—গ, বিদ্যন্ত্য।

২ ব গ, ইবাম্ভসি।

ন বেদাঃ ১ কারণং মুক্তের্দর্শনানি ন কারণম্ ।

উথৈব সর্বশাস্ত্রাণি ২ জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥ ১০৬ ॥

বেদ মুক্তির কারণ নয়, দর্শনগুলিও নয়, তেমনি অন্য সব শাস্ত্রও নয় । একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ । ১০৬

মুক্তিদা ৩ গুরুবাগেকা ৪ বিদ্যাঃ সর্বা বিড়ম্বকাঃ ।

কাঠভারশ্রমাদম্মাদেকং ৫ সজীবনং পরম্ ॥ ১০৭ ॥

গুরু—তন্ত্রশাস্ত্র গুরুমূলক । গুরু ছাড়া তন্ত্রে কোনোরূপ অধিকারই হয় না । তন্ত্রশাস্ত্র গুরুর মহিমা কীর্তনে মুখর । যেমন গুরুতন্ত্রে বলা হয়েছে “গুরুর অধিক শাস্ত্র নাই, গুরুর অধিক তপ নাই, গুরুর অধিক মন্ত্র নাই, গুরুর অধিক ফল নাই । গুরুর অধিক দেবী নাই, গুরুর অধিক শিব নাই, গুরুর অধিক মূর্ত্তি নাই, গুরুর অধিক জপ নাই” । রুদ্রসামলের মতে সমস্ত জগৎ গুরুমূলক, সমস্ত তপস্যা গুরুমূলক । গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র সং শিষ্য মোক্ষলাভ করেন । গুরু বলতে দীক্ষাগুরু । দীক্ষাগুরু কেমন হবেন সে সম্বন্ধেও তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

গুরু শব্দের নানা ব্যাখ্যাও তন্ত্রে পাওয়া যায় । যেমন তন্ত্রার্ণবের মতে গকার সিদ্ধিদায়ক, রেফ্ অর্থাৎ র পাপের দাহক এবং উকার শিব । এই ত্রিতন্ত্রাত্মক আচার্য গুরু । অর্থাৎ যে শিবস্বরূপ আচার্য শিষ্যের পাপ দগ্ধ করেন এবং তাকে সিদ্ধি প্রদান করেন তিনি গুরু ।

কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত—গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু অর্থ তার নিরোধক । কাজেই গুরু শব্দের অর্থ অন্ধকারনাশক । অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন তিনি গুরু (গুরু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শা. ভা. শ, ১ম সং, পৃঃ ৭২৭—৭৬৪) ।

একমাত্র গুরুবাক্যই মুক্তি দেয় । (গুরুপদেশহীন) সব বিদ্যা বঞ্চনা করে । (নিষ্ফলা বিদ্যার) কাঠভার বহনের পরিশ্রম থেকে (গুরুবাক্যই) জীবনদায়ক অমৃত পরম একের কথা বলে অব্যাহতি দেয় । ১০৭

অদ্বৈতন্ত শিবেনোক্তং ক্রিয়ান্যাস ৬ বিবর্জিতম্ ।

গুরুবক্ত্রে ৭ লভ্যতে নাগুথা ৮ গমকোটিভিঃ ॥ ১০৮ ॥

১ র গ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, নাশ্রমাঃ ।

২ তা বি গ,—গ, জ্ঞানিনো জ্ঞানমাস্কর্য্যং

৩ তা বি গ,—ক, গুরুভাবৈকা ; ঐ,—খ, তত্ত্বভাবৈকা ।

৪ তা বি গ,—খ, কাঠাদিকারণং বস্মাৎ ।

৫ র গ, ক্রিয়ান্যাস ।

৬ র গ, নাবীভা ; তা বি গ,—ঙ, নাবীভা ।

আগম—তত্ত্বশাস্ত্রের একটি বিভাগ। বিশ্বসারতত্ত্বের মতে সৃষ্টি প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরস্চরণ, ষ্টুত্বকর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তির আগম বলেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—আচার বর্ণিত হয়েছে বলে, যথাবিধি দিব্যগতি প্রাপ্তির উপায় এবং মহান্ আশ্রিতত্ত্ব কথিত হয়েছে বলে আগম বলা হয়।

আবার রুদ্রযামলের ব্যাখ্যা—শিবমুখ থেকে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের সম্মত, এইজন্য আগম বলা হয়। আগতম গতম্ এবং মতম্ এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে আগম শব্দ গঠিত। আগম শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা—মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরায় আগত শাস্ত্র আগম (এ সম্বন্ধে মূল তত্ত্ববচন ইত্যাদি দ্রষ্টব্য; শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭, ২৬২)।

গুরুবক্তৃত্ব লভ্যতে—গুরুমুখে লাভ করা যায় অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্ব গুরুর উপদেশেই লভ্য। অনুরূপ অভিमत উপনিষদেও ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ গুরুর কাছেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হয়। যে-গুরু স্বয়ং ব্রহ্মবিদ নন তাঁর উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না (ন নরেনাবরণে প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়াং হতর্ক্যমণুপ্রমাণং ॥ কঠোপনিষৎ ১।২।৮)।

ক্রিয়ান্যাসবিবর্জিতম্—ক্রিয়াকর্মাদি আয়াসবর্জিত। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মাদি প্রচেষ্টার দ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এটি সাধকের শুদ্ধচিত্তে উদ্ভাসিত হয়। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয়েছে উপনিষদেও—“নান্নমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা জ্ঞাতেন। যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ তস্মৈষ আত্মা বিবৃণতে তনুং স্বাম্।—এই আত্মা (আত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্ম অদ্বৈততত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান) প্রবচনের দ্বারা লভ্য নয়, মেধা দ্বারা নয়, বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও নয়। যাকেই ইনি অনুগ্রহ করেন তিনিই • এঁকে লাভ করেন, তাঁরই কাছে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।

শিবপ্রোক্ত অদ্বৈততত্ত্ব ক্রিয়াকর্ম এবং আয়াস-বিরহিত। একমাত্র গুরুমুখে তা লভ্য; অন্য উপায়ে নয়, কোটি আগম পাঠেও নয়। ১০৮

আগমোখং বিবেকোখং দ্বিজাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।

শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্মবিবেকজম্ ॥ ১০৯ ॥

জ্ঞানং—এখানে জ্ঞান অর্থ জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান। শব্দব্রহ্মাগমময়ং—আগমোদ্ভূত শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিষয়ক শব্দজ্ঞান।

বিবেকজন্ম—বিবেকোদ্ভূত। বিবেক অর্থ নিত্যানিত্যবস্তুবিচার বোধ। নিত্যানিত্যবস্তু বিচারের ফলে নিত্যবিষয়ক যে-বোধ জন্মে তাহাই বিবেকোদ্ভূত জ্ঞান।

দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়। এক আগমোদ্ভূত, অপর বিবেকোদ্ভূত। আগমোদ্ভূত জ্ঞান শব্দব্রহ্ম আর বিবেকোদ্ভূত জ্ঞান পরব্রহ্ম। ১০৯

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥ ১১০ ॥

দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্—দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। তাত্ত্বিক সাধকরা পরমতত্ত্ব নিয়ে বিচারের পক্ষপাতী নন। তাঁদের লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। এটি হলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বৈত অদ্বৈতের কোনো কথাই উঠে না। দ্বৈত অদ্বৈতের বিচার করে মন এবং বুদ্ধি। এই উভয়ই তখন তন্ময় অর্থাৎ পরমতত্ত্বে লীন। কাজেই সেক্ষেত্রে আর দ্বৈতাদ্বৈত নেই।

কেউ অদ্বৈতের অভিলাষী, কেউ কেউ দ্বৈতের। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত আমার তত্ত্ব এরা জানে না। ১১০

দে পদে বদ্ধমোক্ষায় মমেতি নির্মমেতি চ।

মমেতি বাধ্যতে<sup>১</sup> জন্তর্ন মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ১১১ ॥

মম—আমার। আমি, আমার এরূপ অহংকার। আমি কর্তা, ভোক্তা; আমার স্ত্রী পুত্র বাড়ী ঘর খ্যাতি প্রতিপত্তি ইত্যাদি চিন্তা এই মম শব্দের দ্বারা সূচিত। নির্মম—আমার নয়। আমি, আমার এরূপ অহংকারের অভাব।

মম (আমার) এবং নি-র্মম (আমার নয়) এই দুইটি পদ বন্ধন এবং মোক্ষ সূচিত করে। ‘মম’ জীবকে বদ্ধ করে আর ‘নি-র্মম’-তাকে মুক্ত করে। ১১১

তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় বিদ্যা সা যা বিমুচ্যতে<sup>২</sup>।

আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যায়া শিল্লনৈপুণ্যম্ ॥ ১১২ ॥

বিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞান। (বিদ্যাব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণা। দুর্গাসপ্তশতী, ১৪৪ শ্লোকের চতুর্থী টীকা)। ব্রহ্মজ্ঞানেই হয় মুক্তি (জ্ঞানং মোক্ষককারণম্। কৌলোপনিষৎ, ৩)। উপনিষদে একে পরাবিদ্যাও বলা হয়েছে।

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভাষ্যতে; ঐ—খ, ব ভাষ্যতে; ব গ, বধ্যতে।

২ ব, গ, বিমুক্তয়ে।

তা-ই কর্ম বা বন্ধ করে না। তা-ই বিদ্যা যা মুক্তি দেয়। অন্য কর্ম ক্রেশের  
হেতু। অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্য। ১১২

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসারবাসনা।

যাবদিল্লিচাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ॥ ১১৩ ॥

যে পর্যন্ত কামাদির উত্তেজনা থাকে, যে পর্যন্ত সংসারবাসনা থাকে আর  
থাকে ইল্লিচ-চাপল্য সেই পর্যন্ত তত্ত্বকথা কোথা থেকে আসবে? ১১৩

যাবৎ প্রযত্নবেগোহস্তি<sup>১</sup> যাবৎ সঙ্কল্পকল্পনা।

যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ॥ ১১৪ ॥

যে পর্যন্ত প্রযত্নবেগ থাকে, যে পর্যন্ত সঙ্কল্পকল্পনা থাকে, যেপর্যন্ত মন স্থির  
না হয়, সে পর্যন্ত তত্ত্বকথা কোথা থেকে আসবে? ১১৪

যাবদেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদস্তি হি।

যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ॥ ১১৫ ॥

যে পর্যন্ত দেহাভিমান থাকে, মমত্ববুদ্ধি থাকে, যে পর্যন্ত গুরুকৃপা লাভ না  
হয় সে পর্যন্ত তত্ত্বকথা কোথা থেকে আসবে? ১১৫

তাবত্তপো<sup>২</sup> ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনাদিকম্।

বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং<sup>৩</sup> ন বিন্দতে ॥ ১১৬ ॥

যতদিন তত্ত্বোপলব্ধি না হয় ততদিন তপস্যা, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থগমন।  
বেদাগমাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন এ সবার প্রয়োজন। ১১৬

• তস্ম্যাং সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা।

• তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদেবি যদীচ্ছেন্নোক্ষ<sup>৪</sup> মাগ্ননঃ ॥ ১১৭ ॥

অতএব, দেবী, যে আপন মুক্তি চায় তাকে সর্বাবস্থায় সর্বদা সর্বপ্রযত্নে  
তত্ত্বনিষ্ঠ হতে হবে। ১১৭

ধর্মজ্ঞানসুপুষ্পস্য<sup>৫</sup> স্বর্গলোক<sup>৬</sup> ফলস্য চ।

• তাপত্রয়াতিসন্তপ্তচ্ছায়াং মোক্ষ<sup>৭</sup> তরোঃ শ্রয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

• তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ।

১ র, গ, যোগো; তা বি গ,—ঘ, ঙ, যোগঃ।

২ র গ, যাবৎ; তা বি গ,—ঙ, যাবৎ।

৩ র গ, তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ; তা বি গ—ঙ, তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ।

৪ তা বি গ.—খ, ঙ, সিদ্ধি।

৫ র গ, সুপুষ্পস্য; তা বি গ—ঙ, সুপুষ্পস্য।

৬ র গ, স্বর্গলোকঃ; তা বি গ,—ঙ, স্বর্গলোকঃ।

৭ র গ, কল্প; তা বি গ,—ঙ, কল্প।



মোক্ষরূপ বৃক্ষের সুন্দর ফুল ধর্ম ও জ্ঞান, ফল স্বর্গলোক । ত্রাপত্রয়জনিত আৰ্তি দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তির এই বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় নেওয়া উচিত । ১১৮

বহনাত্ৰ কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্ৱতি ।

কুলধর্মমূতে<sup>১</sup> মুক্তির্নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥

কুলধর্ম—যাঁরা কুলকে পরম সত্তা মনে করেন এবং কুল যাঁদের আরাধ্য তাঁদের ধর্ম । কুল অর্থ (১) অনুত্তর ও অনুত্তরার যামলরূপ, (২) পরমা শক্তি (কুল শব্দের অগ্ৰাণ্ব অর্থ, দ্রঃ শা ভা শ, পৃঃ ৩০১-৩০২) ।

পার্বতী, বেশী কথা বলে কি হবে, শোন তোমাকে রহস্য বলি । কুলধর্ম ছাড়া মুক্তি নেই একথা নিঃসংশয় সত্য । ১১৯ ॥

তস্মাদ্ৱদামি তত্ত্বশ্চে বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্মুখাৎ<sup>২</sup> ।

সুখেন মূচ্যতে দেবি ঘোরসংসারবন্ধনাৎ<sup>৩</sup> ॥ ১২০ ॥

অতএব দেবী, তোমাকে তত্ত্বকথা বলছি । শ্রীগুরুমুখে এই তত্ত্ব জেনে নিয়ে জীব অনায়াসে ঘোর সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে । ১২০

ইতি তে কথিতা কাচিজ্জীবজাতিঃস্থিতিঃ প্রিয়ে ।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২১ ॥

প্রিয়ে, জীবজ্ঞানস্থিতি সংক্ষেপে তোমাকে কিছুটা বললাম । ওগো কুলেশানী, আবার কি শুনতে চাও । ১২১

ইতি শ্রীকুলাৰ্ণবে মহারহস্যে সৰ্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষণেষু পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়ায়তন্ত্রে জীবস্থিতিকথনং নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥ ১৥

সওয়ালক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট সৰ্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলাৰ্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধায়ায়তন্ত্রে জীবস্থিতি কথন নামক প্রথম উল্লাস সমাপ্ত ।

১ তা বি গ,—ও, কুলমার্গাদৃতে ।

২ র গ, অত্র গুরোর্মুখাৎ ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, ঘোরসংসারসাপনাৎ ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, গ, জীবজ্ঞানস্থিতিঃ । তা বি গ,—ঘ, জীবজ্ঞানস্থিতেঃ ।

## দ্বিতীয় উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ,

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বজীবদয়ানিধে ।

কুলধর্মস্তুয়া দেব সূচিতো ন প্রকাশিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী দেবী বললেন, কুলেশ, সর্বজীবদয়ানিধি, হে দেব, তুমি কুলধর্মের উল্লেখ করেছ কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলনি । আমি তার কথা শুনতে চাই । ১

তস্য ধর্মস্য মাহাত্ম্যং সর্বধর্মোত্তমস্য চ ।

উর্দ্ধান্নাস্য মাহাত্ম্যং তন্ন্যতং বদ মে প্রভো ।

বদ মে পরমেশান যদি তেহন্তি কৃপা ময়ি ॥ ২ ॥

উর্দ্ধান্নাস্য—উর্দ্ধান্নায়ের । আন্নাস্য শব্দের অর্থ বেদ, তন্ত্র, আগম । আবার আন্নাস্য অর্থ গুরুপরম্পরাগত উপদেশ বা সম্প্রদায় । এরূপ সম্প্রদায়-সম্মত এক এক শ্রেণীর তন্ত্রকেও আন্নাস্য বলা হয় । এখানে উর্দ্ধান্নাস্য সাধারণ-ভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ও তাঁর তন্ত্রকে বোঝাচ্ছে ।

সাধারণতঃ পাঁচটি আন্নায়ের কথা বলা হয় । শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চান্নাস্য উদ্ভূত হয়েছে । কুলার্ণবতন্ত্রে (৩৭) শিব বলেছেন, আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চান্নাস্য উদ্ভূত হয়েছে । পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং উর্ধ্ব এই পঞ্চ আন্নাস্যকে মোক্ষমার্গ বলা হয় ।

শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান । সদ্যোজাত পশ্চিমে, বামদেব উত্তরে, অঘোর দক্ষিণে, তৎপুরুষ পূর্বে এবং মধ্যে ঈশান । তা থেকে যথাক্রমে পশ্চিমান্নাস্য উত্তরান্নাস্য, দক্ষিণান্নাস্য, পূর্বান্নাস্য, এবং উর্ধ্বান্নাস্য উদ্ভূত হয়েছে ( আন্নাস্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ১০১১-১৪ ) ।

হে পরমেশান, হে প্রভু, যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকে তা'হলে সেই সর্বধর্মোত্তম কুলধর্মের এবং উর্ধ্বান্নায়ের মাহাত্ম্য ও মত আমাকে বল । ২

শ্রীঈশ্বর উবাচ

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেন যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

যোগিনীনাং—যোগিনীদের। এখানে যোগিনী অর্থ ঐগবতীর সখীরূপ আবরণ দেবতা। আবরণ দেবতা দেবীর সূক্ষ্ম মন্ত্ররূপ আবৃত করে রাখেন। এইজন্ত তাঁকে আবরণ দেবতা বলা হয়। আবরণ দেবতা কোটি প্রকারের। তার মধ্যে প্রধান চৌষট্টিটি। এঁদেরই চতুঃষষ্টি যোগিনী বলা হয়। বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত চৌষট্টি যোগিনীর উল্লেখ আছে। যথা-নারায়ণী, গৌরী, শাকম্বরী, ভীমা, রক্তদন্তিকা, ভ্রামরী, পার্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী, মহাদেবী, চণ্ডঘণ্টা, মহাবিদ্যা, মহাতপা, সাবিত্রী, ব্রহ্মাবাদিনী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, রুদ্রাণী, কৃষ্ণপঙ্কজা, অগ্নিজ্বালা, রৌদ্রমুখী, কালরাত্রি, তপস্বিনী, মেঘদ্বনা, সহস্রাক্ষী, বিষ্ণুমায়া, জলোদরী, মহোদরী, মুক্তকেশী, ঘোররূপা, মহাবলা, ক্রোধিতা, স্মৃতি, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, বিদ্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, অম্বিকা, যোগিনী, ডাকিনী, শাকিনী, হারিনী, হাকিনী, লাকিনী, ত্রিদশেশ্বরী, মহাষষ্ঠী, সর্বমঙ্গলা, লজ্জা, কৌশিকী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, নারসিংহী, বারাহী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বিষ্ণুমায়া, এবং মাতৃকা।

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শ্রবণমাত্র জীব যোগিনীদের প্রিয় হয়। ৩

ব্রহ্মবিষ্ণুগুহাদিভ্যো<sup>১</sup> ন ময়া কথিতং পুরা<sup>২</sup>।

কথন্যামি তব স্নেহাৎ শৃণুধৈকাগ্রমানসা<sup>৩</sup> ॥ ৪ ॥

পূর্বে আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কার্ত্তিকেনাদিকে এটি বলি নি। তোমাকে ভালবাসি বলে বলছি। একাগ্রমনা হয়ে শোন। ৪

পারম্পর্য্যক্রমায়াতং পঞ্চবক্ত্রে<sup>৪</sup> যু সংস্থিতম্।

অকথ্যং পারমার্থেন তথাপি কথন্যামি তে ॥ ৫ ॥

আমার পঞ্চমুখে সংস্থিত পরম্পরাক্রমে আগত কুলধর্ম যদিও পরমার্থতঃ প্রকাশ করা যায় না, তথাপি তোমাকে তা বলব। ৫

ত্বয়্যপি গোপিতব্যং হি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।

দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় অগুথা পতনং ভবেৎ ॥ ৬ ॥

তোমাকেও এটি সযত্নে রক্ষা করতে হবে। যাকে তাকে এটি দেওয়া চলবে না। শুধু ভক্ত শিষ্যকে দিতে হবে। অশুরকম করলে যাকে দেবে তার পতন হবে। ৬

১ র গ,—যুত পাঠ; তা বি গ, ব্রহ্মবিষ্ণুগুহাদীনাম্; ঐ,—ও, গুহাদিভ্যঃ।

২ র গ, প্রিয়ে; তা বি গ,—ও প্রিয়ে।

৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, একাগ্রচেতসা; ঐ,—য, একাগ্রচেতনা; র গ, একাগ্রচেতসা।

সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্ ।

বৈষ্ণবাহুত্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

বেদাঃ—এখানে বেদাচার। আচার শব্দটি তত্ত্বে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তত্ত্বশাস্ত্র সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন।”

সপ্ত আচার—বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার দক্ষিণাচার বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কোলাচার।

কুলার্ণবতন্ত্রমতে সাধনার প্রথম সোপান বেদাচার আর ক্রমোদ্ধর্তা অনুসারে সর্বোচ্চ সোপান কোলাচার।

“যে-আচারে সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবৃত বিধিব্যবস্থা অনুসারে আরাধ্য দেবতার সাকাম উপাসনা করেন তা-ই বেদাচার।

বৈষ্ণবাচার—এই আচারপরায়ণ সাধক বেদাচারক্রমে নিয়মতৎপর হবেন। কতগুলো বিশেষ বিধিনিষেধ তাঁকে মেনে চলতে হবে। তিনি বিষ্ণুর পূজা করবেন, সর্বকর্ম বিষ্ণুকে সমর্পণ করবেন এবং সর্বদা সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুময় ভাববেন।

শৈবাচার—এই আচারে বেদাচারক্রমেই শিব ও শক্তির উপাসনা বিহিত। অধিকন্তু এতে পশুবলির বিধি আছে। শৈবাচারপরায়ণ সাধক সর্বকর্মে শিবভাবনা করবেন।”

দক্ষিণাচার—“দক্ষিণামূর্তি মুনি পুরাকালে এই আচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে একে বলা হয় দক্ষিণাচার।” তবে এর অগুরুকম ব্যাখ্যা আছে। “দক্ষিণ শব্দের অর্থ অনুকূল। এইজন্ম, অনুকূল আচারকে দক্ষিণাচার বলা হয়। অনুকূল আচার অর্থ যে-আচারে পিতৃগণ ও দেবতাদি অনুকূল অর্থাৎ প্রসন্ন হন, দেবী দক্ষিণা অর্থাৎ অনুকূল হন, সেই আচার।”

• “এই আচার বীর ও দিব্য ভাবের প্রথম প্রবর্তক। এই আচারেও বেদাচার অনুসারে পরমেশ্বরী পূজা করতে হয় এবং রাজে বিজয়া সেবন করে অনগমনা হয়ে মন্ত্র জপ করতে হয়।”

বেদাচার সব চেয়ে উত্তম। তা থেকে উত্তম বৈষ্ণবাচার। বৈষ্ণবাচার থেকে উত্তম শৈবাচার। তা থেকে উত্তম দক্ষিণাচার। ৭

দক্ষিণাহুত্তমং বামং বামাং সিদ্ধান্তমুত্তমম্ ।

সিদ্ধান্তাহুত্তমং কোলং কোলাং পরত্তরং নহি ॥ ৮ ॥

বামং—বামাচার। তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদেরা বামাচারের ব্যাখ্যা করেছেন। একাধিক ব্যাখ্যা প্রচলিত। যেমন প্রশংস্য যোগীর নাম বাম। তাঁর অবলম্বিত আচার বামাচার।

পাশুপতসূত্রের (২।১) ভাষ্যে কৌণ্ডিন্য বাম শব্দের অর্থ করেছেন শ্রেষ্ঠ। কাজেই, শ্রেষ্ঠ সাধকের যে-আচার তা-ই বামাচার।

আবার বাম অর্থ বিপরীত। “জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিপরীত নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তিমূলক সাধনা যে-আচারে বিহিত তা-ই বামাচার।”

অন্য ব্যাখ্যা। “কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়ে সহস্রারে উঠবার সময় মূলাধার হতে আরম্ভ করে প্রতিচক্রকে বামাবর্তে পরিবেষ্টন ও তত্চক্রস্থ বর্ণসকলকে নিজাক্ষে মিলিত করে নেন। সমাধির পর নামবার সময় প্রতিচক্রকে দক্ষিণাবর্তে পরিবেষ্টন করতে করতে নামেন। কুণ্ডলিনীশক্তিকে এই বামাবর্তে পরিভ্রমণ করিয়ে সহস্রারে উঠিয়ে সমাধির শিক্ষা যে-আচার দেয় তা-ই বামাচার” (বামাচার সম্বন্ধে অগাধ্য ব্যাখ্যা ও আলোচনা, দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৬৫-৫৭১)।

সিদ্ধান্তম্—সিদ্ধান্তাচার। এই আচারের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে “এই অবস্থায় উন্নীত সাধক ভোগ এবং ত্যাগের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে এ সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এইজন্য এই আচারের নাম সিদ্ধান্তাচার।”

“সিদ্ধান্তাচারে বামাচারের ক্রিয়াকর্ম সব করতে হয়। তবে এতে অন্তর্যুগের প্রাধাণ্য; অন্তর্যুগের অঙ্গরূপে বহির্যোগ করতে হয়। আত্মা নিত্যশুদ্ধ, সিদ্ধান্তাচারী সাধক সর্বদা এই ভাবনা করেন।”

“এই আচারে সাধককে ভৈরববেশে থাকতে হয় ও সর্বদা রুদ্রক্ষমালা অস্ত্রমালাদি ধারণ করতে হয়। সাধনার এই অবস্থাতেই সাধকের ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। সিদ্ধান্তাচারী সাধকের দক্ষিণ-বাম দুই দিকুই দেখা হয়ে গেছে। এই সময় তাঁর মন স্থিরভাব ধারণ করে এবং তিনি কুলজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে যান।”

কৌলং—কৌলাচার। কুল শব্দের উত্তর স্বার্থে ঋ প্রত্যয় করে কৌল শব্দ নিষ্পন্ন। এক্ষেত্রে কুল এবং কৌল একই অর্থে ব্যবহৃত। সেইজন্য কৌলাচারকে কুলাচারও বলা হয়।

কুল শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। কুল অর্থ বংশ। ভাস্কররায় লিখেছেন, পরমশিব থেকে স্ব-গুরু পর্যন্ত বংশ কুল (সৌন্দর্যলহরী, ১ম স্কন্ধের টীকা)।

কুল হ্র'রকমের—বিদ্যাগত আর জন্মগত । কুলগত আচার কৌলাচার । এখানে কুল বিদ্যাগত ।

আবার কুল অর্থ শক্তি । কুলার্ণবতন্ত্রেই (১৭১২৭) আছে, শিবকে অকুল আর শক্তিকে কুল বলা হয় । কুল ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যানুসন্ধাননিপুণ সাধককে বলা হয় কৌলিক বা কৌল । কৌলের আচার কৌলাচার ।

মহানির্বাণতন্ত্রে (৭১৯৭-৯৮) বলা হয়েছে—জীব প্রকৃতিতত্ত্ব দিক্ কাল আকাশ বায়ু তেজ অণু এবং ক্ষিতিকে বলা হয় কুল । জীবপ্রকৃতাদি এই সবের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে নির্বিকল্প যে-আচরণ তাই কুলাচার । এই কুলাচার ধর্মার্থমোক্ষ প্রদান করে ।

( কৌলাচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৬-৫৮৭ ; সপ্ত আচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৮০-৫৮৭ । )

দক্ষিণাচার থেকে উত্তম বায়ুচার । তা থেকে উত্তম সিদ্ধান্তাচার । সিদ্ধান্তাচার থেকে উত্তম কৌলাচার । কৌলাচার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই । ৮

গুহাদ্ গুহতরং দেবী, সারাং সারং পরাং পরম্ ।

সাক্ষাৎ শিবপ্রদং ১ দেবী কর্ণাকর্ণিগতং ২ কুলম্ ॥ ৯ ॥

দেবী, কুল ( এখানে কৌলাচার ) গুহ থেকে গুহতর, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর । কর্ণাকর্ণিগত অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় আগত এটি সাক্ষাৎ শিবপ্রদ । ৯

মথিত্বা জ্ঞানমস্থেন ৩ বেদাগমমহার্ণবম্ ।

সারভূতঃ ৪ ময়া দেবী কুলধর্মঃ সমুদ্রভূতঃ ॥ ১০ ॥

দেবী, বেদাগমরূপ মহাসমুদ্র জ্ঞানরূপ মস্থনদণ্ডের দ্বারা মস্থন করে আমি সারভূত কুলধর্ম উদ্ধার করেছি । ১০

একতঃ সকলা ধর্মা যজ্ঞতীর্থব্রতাদয়ঃ ।

একতঃ কুলধর্মশ্চ ৫ তত্র ১ কৌলোহধিকঃ প্রিয়ে ॥ ১১ ॥

১ তা বি গ,—ক-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—ও, পরতরং ; র গ, পরতরং ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ও, কর্ণাকর্ণগতং ; র গ, কর্ণাকর্ণগতম্ ।

৩ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, জ্ঞানদণ্ডেন ।

৪ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ সুরজেন ; তা বি গ,—গ, সারজ্ঞনং মহাদেবি ; তা বি গ,—ও, সর্বজেন ; র গ, সর্বজেন ।

৫ তা বি গ,—ও, কুলধর্মাদি ।

৬ র গ, কুলধর্মাদি ।

১ তা বি গ,—ক; যতঃ ।

প্রিয়ে, একদিকে যদি যজ্ঞ তীর্থত্রতাদি সকল ধর্ম থাকে আর একদিকে থাকে কুলধর্ম, তা'হলে কোল অর্থাৎ কুলধর্ম প্রবল হবে।

প্রবিশন্তি যথা নদ্যাঃ সমুদ্রং ঋজুবক্রগাঃ ।

তথৈব বিবিধা ধর্মাস্তি ১ প্রবিষ্টা কুলমেব হি ॥ ১২ ॥

ঋজু ও বক্রপথগামী সব নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি বিবিধ ধর্ম কুলধর্মে প্রবেশ করে । ১২

যথা হস্তিপদে লীনং সর্বপ্রাণিপদং ভবেৎ ।

দর্শনানি চ সর্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥

প্রিয়ে, যেমন হাতীর পায়ের ছাপে অন্য সব প্রাণীর পায়ের ছাপ লীন হয়ে যায় তেমনি সব দর্শন কুলমতে লীন হয়ে যায় । ১৩

যদা জাম্ববদনানাক্ষ সদৃশং লৌহমস্তি চেৎ ।

তদা চ কুলধর্মেণ সময়োহন্যঃ সমো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

সময়মত, শাস্ত্রপদ্ধতি, আচার । তত্ত্বে অবশ্য সময় শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে । শক্তির সাম্যপ্রাপ্ত শিবর্থে বলা হয় সময় । কুলশাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধিনিষেধকেও সময় বলা হয় । সময়চার বলে একটি আচারেরও বিবরণ তত্ত্বে আছে । (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৫) ।

যদি কখনো লোহা সোনার সমান হয়, তা'হলে অন্য কোন মত কুলধর্মের সমান হবে । ১৪

\*যথা জলং নদীনাঙ্ক সমুদ্রসদৃশং ভবেৎ ।

তথা চ কুলধর্মেণ সময়োহন্যঃ সময়ো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

নদীসমূহের জল যেরূপ সমুদ্রের সমান হয় সেইরূপ অন্য মত কুলধর্মের সমান হয় (অর্থাৎ কোনোটাই হয় না) । ১৫

যথামরতরঙ্গিণ্যা ন সমাঃ সকলাপগাঃ ।

তথৈব সময়্যাঃ সর্বে কুলধর্মেণ ন সমাঃ ॥ ১৬ ॥

যেমন অন্য সব নদী গঙ্গার সমান নয় তেমনি অন্য সব মত কুলধর্মের সমান নয় । ১৬

মেরুসর্ষপয়োর্য়দ্বং সূর্য্যখদ্যোত্যয়োর্য়থা ।

তথান্যসময়স্যপি কুলস্য মহদন্তরম্ ॥ ১৭ ॥

১ র গ, -ঋত পাঠ ; তা বি গ, সময়্যাঃ সর্বে ; তা বি গ, -য, সময়্যা ধর্মাস্তি ; ঐ, -ঋ ; বিবিধা ধর্মাস্তি ।

\* তা বি গ, -গ, -ঋতলোক ।

সূমেরু আর সরষেতে যেমন পার্থক্য, সূর্য আর খদ্যোতে যেমন পার্থক্য, তেমনি কোলধর্মের সঙ্গে অগ্ন্য মতের বিরাট পার্থক্য । ১৭

অস্তি চেৎ তৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোহস্তি চেৎ ।

কুলেন সমধর্মন্তু তথাপি ন কদাচন ১ ॥ ১৮ ॥

যদি তোমার সমান নারী এবং আমার সমান পুরুষও হয় তথাপি কুলধর্মের সমান কোনো ধর্ম কখনো হবে না । ১৮

কুলধর্মং হি মোহেন ২ যোহগ্ন্যধর্মেণ ৩ দুর্মতিঃ ।

বদ্ধঃ সংসারপাশেন সোহন্ত্যজানাং প্রিয়ো ভবেৎ ৪ ॥ ১৯ ॥

যে দুর্মতি মোহেহেতু কুলধর্মকে অগ্ন্য ধর্মের সমান মনে করে সে সংসারপাশে বদ্ধ এবং অন্ত্যজদের প্রিয় হয় । ১৯

যো বা কুলাধিকং ধর্মমজ্ঞানাদ্ বদতি ৫ প্রিয়ে ।

ব্রহ্মহত্যাধিকং ৬ পাপং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, যে অজ্ঞানবশতঃ কুলধর্মের চেয়ে উত্তম ধর্মের কথা বলে তার ব্রহ্মহত্যার অধিক পাপ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ২০

কুলধর্মপ্রবহণং ৭ সমাক্রুহ্য নরোত্তমঃ ।

স্বর্গাদীপান্তরং গত্বা ৮ মোক্ষরত্নং সমপ্নুতে ॥ ২১ ॥

যে নরোত্তম সে কুলধর্মখানে আরোহণ করে স্বর্গ থেকে দ্বীপান্তরে গিয়ে (অর্থাৎ সাধনভূমি পৃথিবীতে গিয়ে) মোক্ষরত্ন লাভ করে । ২১

দর্শনেষু চ সর্বেষু চিরাভ্যাসেন ৯ মানবাঃ ।

মোক্ষং লভন্তে কোলে তু সদা এব ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

সমস্ত দর্শনের অনুসরণে মানুষেরা সুদীর্ঘকাল অভ্যাস অর্থাৎ সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ করে, কিন্তু কোলধর্মের অনুসরণে নিঃসংশয় সদা মোক্ষলাভ করে । ২২

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, কথয়েত্তু তদা প্রিয়ে ।

২ তা বি গ,—ক, খ, ঙ, ধৃত পাঠ; তা বি গ. কুলধর্মং হি নো বেত্তি; র গ, কুলধর্মাদিমোহেন ।

৩ তা বি গ.—ঘ, যোহপ্যধর্মেণ ।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ, সক্রুৎ সংসারিণং ক্রুয়াৎ সোহন্ত্যজো নাত্র সংশয়ঃ; ঐ,—খ, সক্রুৎ সাধনং ক্রুয়াৎ; ঐ,—ঙ, স কাষ্ঠাভরণং ক্রুয়াৎ; র গ, স কাষ্ঠাভরণং ক্রুয়াৎ ।

৫ র গ, ভজতি; তা বি গ,—ঙ, ভজতি ।

৬ তা বি গ,—খ, ব্রহ্মহত্যাধিকং; ঐ,—গ, ঘ, ব্রহ্মহত্যাধিকং ।

৭ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কুলমার্গং প্রবহণং ।

৮ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ, এবং র গ-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্বর্গাদীপান্তরবিভবং ।

৯ তা বি গ,—গ, বিদ্যা ।



বহুনাত্র<sup>১</sup> কিমুক্তেন শৃণু মংপ্রাণবল্লভে ।

ন কৌলসমধর্মোহস্তি ত্বাং শপে কুলনাস্তিকে ॥ ২৩ ॥

আমার প্রাণবল্লভা কুলনাস্তিকা, শোন, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে ।  
তোমার শপথ বটর বলছি, কৌলধর্মের সমান ধর্ম নাই । ২৩

যোগী চেম্বেব ভোগী স্যাদ্ ভোগী চেম্বেব যোগবান্<sup>২</sup> ।

ভোগযোগাস্থকং কৌলং তস্মাৎ<sup>৩</sup> সর্বাধিকং<sup>৪</sup> প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥

যোগী—যিনি যোগ সাধনা করেন । “শাস্ত্রে যোগ শব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে । গোতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে, যোগ শব্দের অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায় । যোগবিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন ।”

শারদাতিলকে বিভিন্নমতের যোগসংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে । শৈবরা শিব এবং আত্মার অভেদজ্ঞানকে বলেন যোগ । আগমবিদ্রা বলেন, শিবশক্ত্যাস্থক জ্ঞান যোগ । ভেদবাদী বৈষ্ণবাদি বিশারদদের মতে পুরাণপুরুষের জ্ঞানই যোগ । রাঘবভট্ট বলেন, এই পুরাণপুরুষ সাংখ্যমতে পুরুষ, ন্যায় মতে ঈশ্বর এবং বৈষ্ণবমতে নারায়ণ” (যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং যোগ-শীর্ষক অধ্যায়) ।

প্রিয়ে, কৌল ভিন্ন অন্তমতে যদি কেউ যোগী হয় তা হলে সে ভোগী হতে পারবে না আর ভোগী হলে যোগী হতে পারে না । কিন্তু কৌলমত ভোগযোগাস্থক । সেজন্য, কৌলমত সর্বশ্রেষ্ঠ । ২৪

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সূকৃতায়তে ।

মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে<sup>৫</sup> কুলেশ্বরী ॥ ২৫ ॥

মোক্ষায়তে চ সংসারঃ—সংসার মোক্ষের সাধন হয় । অত্যাগ মতে সাধারণতঃ সংসারকে বন্ধন মনে করা হয় । সংসার মোক্ষের পরিপন্থী বলে গণ্য । এইজন্য মুমুক্শু সাধুসন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করেন । কুলধর্মে কিন্তু মোক্ষের জন্য সংসার ত্যাগ অবশ্যক মনে করা হয় না । সংসারে থেকে সংসারকর্মের মধ্য দিয়েই মোক্ষলাভ হয় । কেমন করে হয় তার নির্দেশ কৌলশাস্ত্র থেকে এবং সদ্ব্যবস্থায় পাওয়া যায় ।

১ তা বি গ,—ক, বহুনেহ ; ঐ,—খ, বহুলেন ।

২ তা বি গ,—খ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ,—যোগবিৎ ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, অতঃ । ০

৪ তা বি গ,—খ, সর্বাধিকং ; ঐ,—উ, সর্বাধিকঃ ; র গ, সর্বাধিকঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, কুলধর্মঃ ; ঐ,—উ, কুলধর্ম ; র গ, কুলধর্মঃ ।

কুলেশ্বরী, কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি  
আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন । ২৫

ব্রহ্মৈচ্ছাত্যুত<sup>১</sup>রুদ্রাদিদেবতামুনিপুঙ্গবাঃ<sup>২</sup> ।

কুলধর্মপরা দেবি মানুষেষু চ কা কথা ॥ ২৬ ॥

দেবী, ব্রহ্মা-ইন্দ্র-বিষ্ণু-রুদ্রাদি দেবতারা, মুনিশ্রেষ্ঠরা সব কুলধর্মপরায়ণ,  
মানুষের আর কথা কি ? ২৬

বিহায় সর্বধর্মাংশ্চ নানাগুরুমতানি চ ।

কুলমেব বিজানীয়াৎ যদিচ্ছেৎ<sup>৩</sup>সিদ্ধিমাশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

কেউ যদি নিজের সিদ্ধি চায় তা হলে তাকে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে,  
নানাগুরুর নানা মত পরিত্যাগ করে একমাত্র কুল অর্থাৎ কুলধর্মকেই জানতে  
হবে । ২৭

পূর্বজন্মকৃতভ্যাসাৎ কুলজ্ঞানং<sup>৪</sup> প্রকাশতে ।

স্বপ্নোথিত<sup>৫</sup>প্রত্যয়বহুপদেশাদিকং বিনা ॥ ২৮ ॥

স্বপ্নোথিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে যেমন অন্যের উপদেশ ছাড়াই প্রত্যয় হয়  
তেমনি পূর্বজন্মকৃত সাধনার ফলে জীববিশেষের কাছে উপদেশাদি ছাড়াই  
কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ২৮

জন্মান্তরসহস্রেষু<sup>৬</sup> যা বুদ্ধিবিহিতা নৃণাম্<sup>৭</sup> ।

তামেব লভতে জন্তুরূপদেশো নিরর্থকঃ ॥ ২৯ ॥

সহস্র জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের যে-বুদ্ধি নির্ধারিত হয়েছে সে তাই  
লাভ করে, উপদেশে কিছু হয় না । ২৯

শৈববৈষ্ণবদোর্গাকর্গাগপতোন্মু<sup>৮</sup>সম্ভবৈঃ ।

মন্ত্রৈর্বিগুহ্যচিত্তস্য কুলজ্ঞানং<sup>৯</sup> প্রকাশতে ॥ ৩০ ॥

শিব বিষ্ণু দুর্গা সূর্য গণপতি চন্দ্র এঁদের কারো মন্ত্রজপের দ্বারা যার চিত্ত  
বিগুহ্য হয়েছে এমন ব্যক্তির কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় ।

১ তা বি গ,—ও, দিত্য ; র গ, দিত্য ।

২ তা বি গ,—গ, ও, রাক্ষসাঃ ; র গ, রাক্ষসাঃ ।

৩ তা বি গ,—থ, ঘ, প্রিয়ং ।

৪ তা বি গ,—ও, কুলধর্মঃ ।

৫ তা বি গ,—থ, গ, ঘ, সুপ্নোথিত ।

৬ তা বি গ,—ও, জন্মভিবহুভির্দেবি ; র গ জন্মভিবহুভির্দেবি ।

৭ তা বি গ,—গ, যা বুদ্ধির্ভাবিতা পুরা ।

৮ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, গণপতোন্মু ।

৯ তা বি গ,—ক, ঘ, কৌলজ্ঞানং ।

সর্বধর্মাশ্চ দেবেশি পুনরাবর্তকাঃ স্মৃতাঃ ।

\*কুলধর্মস্থিতা যে চ তে সর্বৈহপ্য নিবর্তকাঃ\* ॥ ৩১ ॥

দেবেশী, অগ্ন সব ধর্মের অনুসরণকারীদের সংসারে প্রত্যাবর্তন হয় কিন্তু কুলধর্মানুসারীদের আর প্রত্যাবর্তন হয় না । ৩১

পুরাকৃততপোদানযজ্ঞতীর্থজপব্রতৈঃ ।

ক্ষীণাঘানাং<sup>২</sup> নৃণাং দেবী কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩২ ॥

দেবী, পূর্বে কৃত তপস্যা দান যজ্ঞ তীর্থযাত্রা জপ ব্রত ইত্যাদি দ্বারা যাদের পাপ ক্ষয় হয়েছে সেই সব মানুষের কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩২

ত্বমহং দেবি কল্যাণি<sup>৩</sup> যস্য তুষ্টাবুভাবপি<sup>৪</sup> ।

দেবতাগুরুভক্ত্যা চ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৩ ॥

কল্যাণময়ী ওগো দেবী, তুমি এবং আমি উভয়ে যার প্রতি সন্তুষ্ট হই এবং দেবতা ও গুরুর প্রতি যার ভক্তি আছে, তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩৩

শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্মিণো<sup>৫</sup> গুরুসেবিনঃ ।

অতিভক্তস্য গুহ্যস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৪ ॥

যে শুদ্ধচিত্ত শান্ত ধার্মিক গুরুসেবাপরায়ণ অতিশয় ভক্ত এবং গুপ্তসাধক তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩৪

শ্রীগুরো<sup>৬</sup> কুলশাস্ত্রেষু কোলিকেষু কুলাশ্রয়ে<sup>৭</sup> ।

যস্য ভক্তিদৃঢ়া তস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৫ ॥

ওগো কুলাশ্রয়া, শ্রীগুরু কুলশাস্ত্র এবং কোলসাধকদের প্রতি যার ভক্তি দৃঢ় তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩৫

শ্রদ্ধা<sup>৮</sup>বিনয়হর্ষাদ্যৈঃ সদাচারদৃঢ়ব্রতৈঃ ।

গুর্ভাজাপালকৈ<sup>৯</sup>র্ধর্মৈঃ কুলজ্ঞানমবাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

যাঁরা শ্রদ্ধাবান্ বিনয়ী হর্ষযুক্ত সদাচারপরায়ণ দৃঢ়ব্রত গুরুর আজ্ঞা পালনকারী তারা কুলজ্ঞান প্রাপ্ত হয় । ৩৬

১ তা বি গ,—গ, কুলধর্মে স্থিতা যে ন তে সর্বৈ ন তথা ভবেৎ ।

২ তা বি গ,—ক, খ, গ,—ধৃতপাঠ ; তা বি গ, ক্ষীণাংহসাং ; র গ, ক্ষীণাজ্ঞসাং ।

৩ র গ, কল্যাণং ; তা বি গ—ঙ, কল্যাণং ।

৪ র গ, তুষ্টাচ্যুতাবপি ; তা বি গ—ঙ, তুষ্টাচ্যুতাবপি ।

৫ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ধর্মিণো ; তা বি গ,—খ, গ, ঙ ধর্মিণঃ ।

৬ র গ, শ্রীগুরোঃ ; তা বি গ,—ঘ, ঙ, শ্রীগুরোঃ ।

৭ তা বি গ,—খ, ঘ, কুলাশ্রয়ে ; 'ঐ,—গ, কুলাশ্রয়ে ।

৮ তা বি গ—গ, শুদ্ধৈঃ, 'ঐ,—ঙ, শুদ্ধি ; র গ, শুদ্ধি ।

গুর্ভাজাকরণৈঃ ।

অনহে' কুলবিজ্ঞানং<sup>১</sup> ন তিষ্ঠতি কদাচন ।

তস্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তব্যং কুলজ্ঞানং<sup>২</sup> মন্যোদিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অযোগ্য ব্যক্তির কাছে কুলবিজ্ঞান কখনো থাকে না । কাজেই, মৎকথিত কুলজ্ঞান গ্রহীতার যোগ্যতা পরীক্ষা করে তারপর বলতে হবে । ৩৭

ন ক্ৰিয়াং কুলধর্মং তমযোগ্যে কুলশাসনম্<sup>৩</sup> ।

আজ্ঞাভঙ্গঃ যঃ কুর্যাদ্বেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

কুলধর্ম ও কুলশাস্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে বলবে না । যে এই আজ্ঞা ভঙ্গ করবে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে । ৩৮

আরাধ্য সময়াচারং<sup>৪</sup> কুলজ্ঞানং বদেদ্ যদি ।

স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ যোগিনীনাং ভবেৎ পশুঃ<sup>৫</sup> ॥ ৩৯ ॥

সময়াচারং—সময়াচার । তত্ত্বোক্ত প্রধান সাতটি আচার—বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার দক্ষিণাচার বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কোলাচার । এ ছাড়া সময়াচার বলে আরেকটি আচারের কথাও পাওয়া যায় । এ সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে ।

ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে লিখেছেন, 'শ্রীবিদ্যার উপাসনায় তিনটি মত—সময়মত, কোলমত ও মিশ্রমত ।' এই সময়মতের অনুসরণকারীরা যে-আচার অবলম্বন করেন তা-ই সময়াচার ।

স্টোন্দর্যলহরীর ( স্লো ৩১ ) টীকায় লক্ষ্মীধর লিখেছেন 'বেদপন্থীদের জন্ম পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগম তত্ত্বপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন । এই শুভাগমপঞ্চকে বৈদিকমার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমূহ নিরূপিত হয়েছে । শুভাগমপঞ্চকনির্দিষ্ট মার্গ প্রদর্শন করেছেন বিশিষ্ট সনক শুক সনন্দন এবং সনৎকুমার । এই মার্গই সময়াচার ।'

'সময়াচারিগণ সময়া নাম্নী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময় নাম্নী আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলে করিয়া থাকেন ।'

'সময়াচারীদের মতে আন্তর পূজারতি সময়াচার আর বাহ্য পূজারতি কোলাচার । তাই এ'রা কোলাচারের চেয়ে সময়াচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ।'

১ তা বি গ,—গ, অনর্থায় কুলজ্ঞানং ।

২ ঐ,—ঙ, কুলধর্মং ।

৩ তা বি গ,—গ লব্ধ্বা তু কুলধর্মার্ঘমযোগ্যশিবশাসনম্ ।

৪ ঐ, অনায়াধ্য সমাচারং ।

৫ ঐ,—ঙ, প্রভুঃ ; র গ, প্রভুঃ ।

‘কৌলশাস্ত্রেও সময়াচারের কথা আছে। কিন্তু সেখানে সময়াচারের অর্থ ভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময়াচারের অর্থ করেছেন কুলশাস্ত্র-প্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ। আবার সময় শব্দের অর্থ গুপ্তও হয়। কাজেই সময়াচার অর্থ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার এবং গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে।’ ‘পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে, আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় তদন্ত উন্নয়ন এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ় পর্যন্ত সময়াচার, তারপর স্বৈরাচার। এখানে সময় অর্থ উপাসক ধর্ম বা নিয়ম। সাধককে প্রৌঢ়োন্মাদ পর্যন্ত নিয়ম মেনে চলতে হয়।

‘কৌলমতে সাধনার পথে কিছুদূর পর্যন্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়াচার অবলম্বনীয়, সময়াচারী সাধক খুব উঁচুস্তরের সাধক নন।’

আলোচ্য শ্লোকে কৌলশাস্ত্রনির্দিষ্ট অর্থেই সময়াচার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (সময়াচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৬)

সময়াচারের আরাধনা করে কেউ যদি কাউকে কুলজ্ঞান উপদেশ দেয় তাহলে সেই গুরু ও শিষ্য উভয়ে যোগিনীদের পশু অর্থাৎ বধ্য হবে। ৩৯

বোধয়িত্বা গুরুঃ শিষ্যং, কুলজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ।

লভেতে তাবুভৌ সাক্ষাদ্<sup>১</sup> যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ৪০ ॥

গুরু যদি শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করে অর্থাৎ যথাবিধি শিক্ষা দিয়ে তার কাছে কুলজ্ঞান প্রকাশ করেন তা’হলে গুরু এবং শিষ্য উভয়ে সাক্ষাৎ যোগিনী ও বীরের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের সঙ্গ লাভ করেন। ৪০

অনায়াসেন সংসারসাগরং যন্তিভীর্ষতি।

কুলধর্মমিমং<sup>২</sup> জ্ঞাত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

যে অনায়াসে সংসারসাগর পার হতে চায় সে এই কুলধর্মের জ্ঞান লাভ করে মুক্তি পাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৪১

কুলধর্মমহামার্গগন্তা<sup>৩</sup> মুক্তিপুরীং ব্রজেৎ।

অচিরান্নাত্র সন্দেহস্তস্ম্যাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ<sup>৪</sup> ॥ ৪২ ॥

যে কুলধর্মরূপ রাজপথে চলে সে অচিরে মুক্তিপুরীতে উপস্থিত হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অতএব কুলধর্ম আশ্রয় করবে। ৪২

১ তা বি গ,—গ, নিত্যং।

২ র গ, কুলধর্মমিদং।

৩ তা বি গ,—খ, গ, মহামার্গগন্তঃ; ঐ—ঙ, মহামার্গে গন্তা; র গ, মহামার্গে গন্তা।

৪ তা বি গ,—ক, খ, সমাচরেৎ।

কুলশাস্ত্রমনাদৃত্য<sup>১</sup> পশুশাস্ত্রাণি যোহভ্যসেৎ<sup>২</sup> ।

স্বগৃহে<sup>৩</sup> পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি পার্বতি ॥ ৪৩ ॥

পার্বতী, যে কুলশাস্ত্রের অনাদর ক'রে অন্য শাস্ত্র অভ্যাস করে সে নিজের বাড়ীতে পায়স ফেলে দিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় । ৪৩

বিহায় কুলধর্মং<sup>৪</sup> যঃ পরধর্মপরো<sup>৫</sup> ভবেৎ ।

করস্বং রত্নমুৎসৃজ্য দূরস্বং কাচমীহতে ॥ ৪৪ ॥

যে কুলধর্ম পরিত্যাগ করে পরধর্ম অবলম্বন করে সে হাতের রত্ন ফেলে দিয়ে দূরের কাঁচ পেতে চায় । ৪৪

সংত্যজ্য কুলমন্ত্রাণি পশুমন্ত্রাণি<sup>৬</sup> যো জপেৎ ।

স ধান্যরাশিমুৎসৃজ্য পাংসুরাশিং<sup>৭</sup> জিঘৃক্ষতি ॥ ৪৫ ॥

যে কুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে পশুমন্ত্র জপ করে সে ধান ফেলে দিয়ে ধূলো ধরতে চায় । ৪৫

কুলাস্বয়ং সমুৎসৃজ্য যোহগ্নমস্বয়মীক্ষতে ।

তড়াগাদিব তৃষ্ণার্ভো যুগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ ৪৬ ॥

যে কুলধর্মের আনুগত্য ত্যাগ করে অন্য আনুগত্য ইচ্ছা করে সে সেই তৃষ্ণার্ভ ব্যক্তির মত, যে ( জলভরা ) দীঘি ছেড়ে মরীচিকার পিছনে ছুটে । ৪৬

যথেন্দ্রজালজা লাভাঃ<sup>৮</sup> ক্ষণমেব সুখাবহাঃ ।

শ্রীকৌলাদগ্ন্যসমনাস্তাদৃশাঃ কুলনায়িকে ॥ ৪৭ ॥

ওগো কুলনায়িকা, ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রাপ্ত লাভ যেমন ক্ষণিক সুখ প্রদান করে তেমনি শ্রীকৌলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসকধর্ম ভিন্ন অন্য উপাসকধর্ম ক্ষণিক সুখের কারণ হয় । ৪৭

কুলধর্মমজানন্ যঃ সংসারা<sup>৯</sup>ন্যোক্ষমিচ্ছতি<sup>১০</sup> ।

পারাবারমপারং স পাণিভ্যাং তর্জ্জমিচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, পরিত্যজ্য ; র গ, পরিত্যজ্য ।

২ র গ, যোহভ্যসেৎ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, স যুটঃ ; র গ, স যুটঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রং ; র গ, শাস্ত্রং ।

৫ তা বি গ,—ঙ, সর্বধর্মপরঃ ; র গ, সর্বধর্মপরো ।

৬ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রাণি ; র গ, শাস্ত্রাণি ।

৭ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রাণি ; র গ, শাস্ত্রাণি ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দ্রায়াঃ ।

৯ তা বি গ,—ঙ, হি যো যুটঃ ; র গ, হি যো যুটো ।

১০ তা বি গ,—খ, সংসারে চ যুক্ষতি ।

যে কুলধর্ম না জেনে সংসার থেকে মুক্তি পেতে চায় সে অপার পারাবার  
হাতে সাঁতার কেটে পার হতে চায় । ৪৮

যো বাগদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি ।

স্বপ্নলব্ধ ধনেনৈব<sup>১</sup> ধনবান্ স ভবেত্তদাৎ ॥ ৪৯ ॥

যে অগ্নি দর্শন অনুসরণ করে ভুক্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে সে তবে  
স্বপ্নলব্ধ ধনে ধনবান্ হবে । ৪৯

শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্মুখা জায়তে পার্বতি ।

তথাগমসময়েভ্যশ্চ ভুক্তির্মুক্তিঃ<sup>২</sup> প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥

পার্বতী, যেমন শুক্লিতে রজতভ্রম হয় তেমনি কোল ভিন্ন অগ্নিশাস্ত্র-  
প্রতিপাদিত উপাসকধর্মে ভুক্তিমুক্তি প্রকাশিত হয় । ৫০

সর্বধর্ম<sup>৩</sup> বিহীনোহপি বর্ণাশ্রমবিবর্জিতঃ ।

কুলনিষ্ঠঃ কুলেশানি ভুক্তিমুক্ত্যাঃ স ভাজনম্ ॥ ৫১ ॥

কুলেশানী, সর্বধর্মহীন হলেও এবং বর্ণাশ্রমবিবর্জিত হলেও কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি  
ভুক্তিমুক্তিভাজন হয় । ৫১

কুলজ্ঞানবিহীনোহপি কুলভক্ত্যাশ্রয়ো ভবেৎ ।

সোহপি সদগতিমাপ্নোতি কিমুত্যাগ<sup>৪</sup> পরায়ণঃ<sup>৫</sup> ॥ ৫২ ॥

কুলজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিও যদি কুলভক্তির আশ্রয় নেয় তাহলে সেও সদগতি  
লাভ করে ; যে কুলজ্ঞানভক্তিপরায়ণ তার আর কথা কি । ৫২

কুলধর্মো হতো হন্তি রক্ষিতো রক্ষতি প্রিয়ে ।

পূজিতঃ পূজয়ত্যাশু তস্মাত্তং ন পরিত্যজেৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ে, যে কুলধর্মের বিনাশ করে কুলধর্ম তাকে বিনাশ করে । যে কুলধর্ম  
রক্ষা করে কুলধর্ম তাকে রক্ষা করে । যে কুলধর্মের আদর করে কুলধর্ম তাকে  
আদর করে ; সেইজন্য কুলধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয় । ৫৩

নিন্দন্ত বান্ধবাঃ সর্বে ত্যজন্ত স্ত্রীসুতাদয়ঃ ।

জনা হসন্ত মাং দৃষ্ট্বা রাজানো দণ্ডয়ন্ত বা ॥ ৫৪ ॥

১ তা বি গ,—উ স্বপ্নলব্ধ ধনে লব্ধ ; র গ, স্বপ্নলব্ধ ধনে লাভে ।

২ তা বি গ,—উ যদি ; র গ, যদি ।

৩ তা বি গ,—উ, ভুক্তিং মুক্তিং ; র গ, ভুক্তিং মুক্তিং ।

৪ তা, বি গ,—খ, উ এবং র গ—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বধর্ম ।

৫ র গ, কিমু ত্যাগ ; তা বি গ,—উ, কিমু ত্যাগ ।

৬ র গ, পরায়ণাৎ ; তা বি গ,—উ, পরায়ণাৎ ; তা বি গ,—খ কিমুত্যাগে পরে জনাঃ ।

সব বন্ধুবান্ধবেরা আমার নিন্দা করুক, স্ত্রী-পুত্রাদি আমাকে ত্যাগ করুক,  
লোকে আমাকে দেখে হাসুক বা রাজারা আমায় দণ্ড বিধান করুন । ৫৪

সেবে সেবে পুনঃ সেবে ছামেব পরদেবতে ।

ত্বদ্ধর্মঃ<sup>১</sup> নৈব যুগ্মামি মনোবাক্কায়কর্মভিঃ ॥ ৫৫ ॥

তবু, ওগো পরদেবতা, আমি পুনঃ পুনঃ তোমারই সেবা করব । কায়-  
মনোবাক্যে এবং কর্মে তোমার ধর্ম ত্যাগ করব না । ৫৫

এবমাপদগতশ্যাপি যশ্য ভক্তিঃ সুনিশ্চলা ।

স তু সম্পূজ্যতে দেবৈরমুত্র স শিবো ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

এরূপ বিপদে পড়েও যার ভক্তি অবিচলিত থাকে সে দেবতাদের দ্বারাও  
আদৃত হয় এবং পরলোকে সে শিব হয় । ৫৬

রোগদারিদ্র্যদুঃখাদৈঃ পীড়িতোহপ্যনিশং শিবে ।

যন্ত্রামুপাস্তে<sup>২</sup> ভক্ত্যা স<sup>৩</sup> নরঃ সদগতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭ ॥

শিবে, যে মানুষ অনবরত রোগদারিদ্র্যদুঃখাদি দ্বারা পীড়িত হলেও  
ভক্তিভরে তোমার উপাসনা করে সে সদগতি লাভ করে । ৫৭

জনঃ স্তবস্ত নিন্দস্ত লক্ষ্মীগচ্ছতু তিষ্ঠতু ।

মৃতিরদ<sup>৪</sup> যুগাস্তে বা কুলং<sup>৫</sup> নৈব পরিত্যজেৎ<sup>৬</sup> ॥ ৫৮ ॥

লোকে স্তুতিই করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী যান কি থাকুন, মৃত্যু  
আজই হোক আর এক যুগ পরেই হোক, কুলধর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা  
উচিত নয় । ৫৮

• নাপি লোভান্ন<sup>৭</sup> চ ক্রোধান্ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ ।

ন কামান্ন ভয়াদ্বাপি কুলধর্মং<sup>৮</sup> পরিত্যজেৎ ॥ ৫৯ ॥

লোভ, ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য, কাম বা ভয় কোন কারণেই কুলধর্ম ত্যাগ  
করা উচিত নয় । ৫৯

১ তা বি গ,—ও, ত্বদ্ধর্ম ; র গ, ত্বদ্ধর্ম ।

২ তা বি গ,—ও, যন্ত্রামুপাস্তে ; র গ, যন্ত্রামুপাস্তে ।

৩ র গ-তে নেই ।

৪ তা বি গ,—ও, মৃতিরদ ।

৫ র গ, কোলং ।

৬ তা বি গ,—ও, ন পরিত্যজেৎ ; র গ, ন পরিত্যজেৎ ।

৭ তা বি গ,—ও, নার্বলোভান্ন ; র গ ; নার্বলোভান্ন ।

৮ তা বি গ,—ও, কুলং প্রাপ্তং ; র গ, কুলং প্রাপ্তং ।



যো জন্তু<sup>১</sup>নাচৈয়েদ্ধান্ত কুলধর্মসমাপ্তিতঃ<sup>২</sup> ।

ক্লিষ্টতে জাতমাত্রেণ<sup>৩</sup> ভূতারিণাশ্রুতঃ<sup>৪</sup> ॥ ৬০ ॥

যে জীব কুলধর্মাপ্তিত হয়ে তোমার অর্চনা না করে সে জন্ম থেকেই পঞ্চভূতরূপ আশ্রুত দ্বারা ক্লিষ্ট হয় । ৬০

পুলাকা ইব ধান্যেযু পতঙ্গা ইব জন্তুযু<sup>৫</sup> ।

বৃদ্ধবৃদ্ধা ইব তোষেযু যে কৌলবিমুখা হি তে ॥ ৬১ ॥

যারা কুলধর্মবিমুখ তারা ধানের মধ্যে শস্যহীন ধানের মতো, প্রাণীর মধ্যে পতঙ্গের মতো, জলে বৃদ্ধবৃদ্ধের মতো । ৬১

তরবোহপি হি<sup>৬</sup> জীবন্তি জীবন্তি যুগপৎকিণঃ ।

স জীবতি মনো যস্য কুলধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬২ ॥

গাছপালাও জীবনধারণ করে, পশুপাখীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবনধারণ করে যার মন কুলধর্মে নিবিষ্ট । ৬২

কুলধর্ম<sup>৭</sup>বিহীনস্য দিনাণ্যাস্তি যান্তি চ ।

স লোহকারভস্তেব স্বসন্নপি<sup>৮</sup> ন<sup>৯</sup> জীবতি ॥ ৬৩ ॥

যে কুলধর্মহীন তার দিনগুলি আসে আর যায় । কামারের হাঁপরের মতো তার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে বটে কিন্তু সে বাঁচার মতো বাঁচে না । ৬৩

গচ্ছতন্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা ।

কুলেশ্বরী কুলাজস্য<sup>১০</sup> তৎ পশোরিব জীবিতম্ ॥ ৬৪ ॥

কুলেশ্বরী, যার কুলজ্ঞান নেই সে যাক কি থাক, জেগে থাকুক কি ঘুমোক, তার জীবন পশুর জীবন । ৬৪

বিদ্বানপি চ মূর্খোহসৌ ধার্মিকো বাপ্যধার্মিকঃ ।

ব্রতস্থোহপ্যব্রতস্থো বা যঃ কৌলবিমুখো জনঃ ॥ ৬৫ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, জাতা ; র গ, জাতা ।

২ র গ, কুলধর্মসমাপ্তিতঃ ।

৩ র গ, অজ্ঞানমাত্রেণ ; তা বি গ,—ঙ, অজ্ঞানমাত্রেণ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, ভূতাবেশী যথা নরঃ ; র গ, ভূতাবেশী যথা নরঃ ; তা বি গ,—খ, ভূতাবেশাশ্রুতঃ ।

৫ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কুলার্ণাবিমুখা যে চ প্রত্যজা ইব জন্তুযু ।

৬ তা বি গ,—খ, তরবঃ কিং ন জীবন্তি ।

৭ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কুলজ্ঞান ।

৮ তা বি গ,—ঙ, স্বসন্নিব ; র গ, স্বসন্নিব ।

৯ তা বি গ,—ঙ, ন ; র গ, ন ।

১০ তা বি গ,—খ, কথ্যহীনং ।

যে ব্যক্তি কুলধর্মবিমুখ সে বিদ্বান হলেও মূর্থ, ধামক হলেও অধার্মিক, ব্রতপরায়ণ হলেও ব্রতহীন । ৬৫

জাতান্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিনঃ ।

কুলধর্মপরা দেবি শেযা জঠরগর্দভাঃ<sup>১</sup> ॥ ৬৬ ॥

দেবী, যেসব কুলধর্মপরায়ণ জীব পুণ্যজীবন যাপন করে জগতে তারাই যথার্থ জন্মগ্রহণ করে, অন্যেরা জঠরজাত গর্দভমাত্র । ৬৬

স পুমানুচ্যতে সন্তিঃ কুলধর্মপরায়ণঃ ।

অপরস্ত পরং সত্যমস্থিকৃটত্বচাবৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

যে কুলধর্মপরায়ণ ভাকে সাধুলোকেরা পুরুষ মানুষ বলে গণ্য করে । এছাড়া অন্যরা চামড়ার ঢাকা কতগুলো হাড় মাত্র, একথা পরম সত্য । ৬৭

চতুর্বেদী কুলাজ্ঞানী স্বপচাদধমঃ প্রিয়ে ।

স্বপচোহপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে, যে চতুর্বেদজ্ঞ কিন্তু কুলজ্ঞানহীন সে চণ্ডালেরও অধম । আর কুলজ্ঞানী হলে চণ্ডালও হয় ব্রাহ্মণের বাড়া । ৬৮

গুরুকারুণ্যমুক্তস্ত<sup>২</sup> দীক্ষানিধুঁতপাতকঃ ।

কুলপূজারতো দেবি সোহয়ং কোলো ন চেতরঃ ॥ ৬৯ ॥

দেবী, যে গুরুকৃপা লাভ করেছে, দীক্ষা দ্বারা যার পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, যে কুলপূজারত, সে-ই কোল, অন্য কেউ নয় । ৬৯

যঃ কোলিকঃ কুলজ্ঞানং<sup>৩</sup> ন পশ্যতি ন বিন্দতি ।

ন পূজয়তি ধিক্ তস্য কাকসোব<sup>৪</sup> জীবিতম্ ॥ ৭০ ॥

কোলিকঃ—কোলিক । কোলাচারপরায়ণ বা কুলধর্মপরায়ণ সাধককে তন্ত্রে কোল, কোলিক, কুলীন ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে । কোলিক বা কোলেব্র বিভিন্ন ব্যাখ্যাও আছে । বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে এইসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । যেমন নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—যে-দেশে মন্ত্রসাধনার যে-দ্বার নির্দিষ্ট, যিনি সেই দ্বারবিশিষ্ট তিনি কোলিক । কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে—শিবকে অকুল আর শক্তিকে কুল বলা হয় । কুল

১ তা বি গ,—খ, ব—ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—ঙ, বিশেষা জনবাদভঃ ; র গ, বিশেষা জনবাদভঃ ; তা বি গ,—শেষাংশ বারগর্দভাঃ ।

২ তা বি গ,—ক, ব, গুরুকারুণ্যপূর্ণস্ত ; ঐ,—খ, গুরুকারুণ্য সম্পূর্ণস্ত ।

৩ তা বি গ,—ঙ, কুলজ্ঞানী ; র গ, কুলজ্ঞানী ।

৪ তা বি গ,—ঙ, বৃথা তসৈব ; র গ, বৃথা তসৈব ।

ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যানুসন্ধাননিপুণ সাধকদের বলা হয় কৌলিক বা কৌল (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৭-৭৮)।

যে কৌলিক কুলজ্ঞানের সন্ধান করে না, কুলজ্ঞান লাভ করে না, কুলজ্ঞানের আদর করে না, শিক্ তাকে! কাকের জীবনের মতো তার জীবন। ৭০

তে ধ্যাঃ<sup>১</sup> পুণ্যকর্মাণস্তে সন্তুস্তে চ যোগিনঃ।

যেষাং ভাগ্যবশাদ্বেবি কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৭১ ॥

দেবী, ভাগ্যক্রমে যাদের অন্তরে কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় তারা ধ্য, তারা পুণ্যকর্মা, তারা সন্ত, তারা যোগী। ৭১

তে বন্দাঃ<sup>২</sup>স্তে মহাত্মানঃ কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ।

যেষামুৎপদ্যতে চিত্তে কুলজ্ঞানং ময়োদিতম্ ॥ ৭২ ॥

মৎকথিত কুলজ্ঞান যাদের চিত্তে উৎপন্ন হয় তারা সকলের বন্দনীয়, মহাত্মা, কৃতার্থ, নরোত্তম। ৭২

সর্বপ্রকাশগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্।

যৎ সর্বযজ্ঞাচরণং কুলধর্মপ্রবেশনম্ ॥ ৭৩ ॥

সব বিগ্রহ দর্শন, সব তীর্থস্থান, সব যাগযজ্ঞ কুলধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ৭৩

প্রবিশন্তি কুলং ধর্মং যে বৈ সূকৃতিনো নরাঃ<sup>৩</sup>।

তে পুনর্জননীগর্ভং ন বিশন্তি কদাচন ॥ ৭৪ ॥

যে-সব পুণ্যবান্ মানুষ কুলধর্ম গ্রহণ করে তারা আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। ৭৪

প্রসঙ্গেনাপি যঃ কশ্চিৎ কুলং কুলমিতীরয়েৎ।

কুলং তৎ পাবনং<sup>৪</sup> দেবি ভবতি হৃদনুগ্রহাৎ।

কুলজ্ঞস্য কুলেশানি নাগ্ধর্মৈঃ প্রয়োজনম্ ॥ ৭৫ ॥

দেবী, প্রসঙ্গক্রমেও যে মুখে কুল কুল বলে, তোমার অনুগ্রহে সেই কুলশব্দোচ্চারণই তাকে পবিত্র করে। কুলেশানী, কুলজ্ঞব্যক্তির অগ্ধ ধর্মের প্রয়োজন নেই। ৭৫

১ তা বি গ,—ক, ধ, গ, বিজ্ঞাঃ।

২ র গ, ধ্যাঃ।

৩ তা বি গ,—ক, ধ, ঘ, প্রবিশন্তি কুলং যে বা ধ্যাঃস্তে কৃতিনো নরাঃ।

৪ তা বি গ,—ঙ, তন্ত ধর্মং; র গ, তন্ত ধর্মং

কুলেশি কুলনিষ্ঠানাং কৌলিকানাং মহাঋনাম্<sup>১</sup>

দদামি<sup>২</sup> পরমং জ্ঞানং চান্তকালে ন সংশয়ঃ<sup>৩</sup> ॥ ৭৬ ॥

কুলেশী, কুলনিষ্ঠ কৌলিক মহাঋদের অন্তকালে আমি পরমজ্ঞান প্রদান করি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৭৬

চিরায়াসান্নফলদং কাঙ্ক্ষন্তে সময়ং জনাঃ<sup>৪</sup> ।

সুখেন সর্বফলদং কুলং<sup>৫</sup> কোহপি<sup>৬</sup> তজ্যত্যহো<sup>৭</sup> ॥ ৭৭ ॥

লোকেরা চির-আয়াসসাধ্য অন্নফলপ্রদ ধর্মাচার গ্রহণ করতে চায় । অহো, সুখসাধ্য সর্বফলপ্রদ কুলধর্ম কেউ কি ত্যাগ করে । ৭৭

কুলজ্ঞো হি চ বসজ্ঞো বেদশাস্ত্রোজ্জিৎবিতোহপি বা<sup>৮</sup> ।

বেদশাস্ত্রাগমজ্ঞোহপি কুলাজ্ঞস্তজ্ঞ এব হি ॥ ৭৮ ॥

বেদশাস্ত্রে অজ্ঞ হলেও যে কুলজ্ঞ সে সর্বজ্ঞ । আর যে বেদাগমশাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু কুলশাস্ত্রে অজ্ঞ, সে অজ্ঞই । ৭৮

জানন্তি কুলমহাঋত্বং তদ্বক্তা এব নাপরে ।

চকোরা এব জানন্তি নাগে চন্দ্ররুচাং<sup>৯</sup> রুচি<sup>১০</sup> ॥ ৭৯ ॥

তোমার ভক্তেরাই কুলমহাঋত্ব জানে, অণ্ডেরা নয় । চাঁদের আলোর আয়াদ চকোরই জানে, অণ্ডে নয় । ৭৯

কুলজ্ঞা এব তুষ্ণন্তি ক্ষত্রা কুলকথাং ইমাম্<sup>১১</sup> ।

স্বল্লা নদ্যো<sup>১২</sup> বিবর্জন্তে জ্যোৎস্নয়া কিং সমুদ্রবৎ ॥ ৮০ ॥

১ তা বি গ,—উ, কুলান্নানাং ; র গ, কুলান্নানাং ।

২ তা বি গ,—উ, দদামি ; র গ, দদামি ।

৩ তা বি গ,—উ, চান্তকালেষু নিশ্চিতম্ ; র গ, চান্তকালেষু নিশ্চিতম্ ।

৪ তা বি গ,—উ, পশুশাস্ত্রং পঠন্তি যে ; র গ, পশুশাস্ত্রং পঠন্তি যে ।

৫ র গ, কৌলং ।

৬ তা বি গ,—উ, কোহত্র ; র গ, কোত্র ।

৭ র গ, তাজ্যত্যাহো ।

৮ তা বি গ,—খ, উ, বেদশাস্ত্রোজ্জিৎবিতোহপি বা ; র গ, বেদশাস্ত্রোজ্জিৎবিতোহপি বা ।

৯ তা বি গ,—খ, তব ।

১০ তা বি গ,—ক, খ, উ, এবং র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, চন্দ্রগতাং ।

১১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, প্রিয়ে ; র গ, প্রিয়ে ।

১২ তা বি গ,—উ, অন্নকৃপাঃ ; র গ, অন্নকৃপা ।

এই কুলকথা শুনে কুলজরাই সন্তোষ লাভ করে, অগ্নেরা নয়। জ্যোৎস্নার  
(পূর্ণিমার) সন্মুদ্রের মতো স্বল্পতোয়া নদীগুলি কি স্ফীত হয়। ৮০

নাগধর্মমবেক্ষণে কৌলিকাঃ সারবেদিনঃ।

ভৃঙ্গা পুষ্পাস্তরং যদবৎ<sup>১</sup> মন্দারামোদসেবিনঃ ॥ ৮১ ॥

মন্দারপরিমলসেবী ভ্রমর যেমন অগ্ন পুষ্পে যায় না তেমনি সারজ্ঞ  
কৌলিকেরা অগ্নধর্মের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ৮১

মানয়ন্তে হি সারজ্ঞাঃ<sup>২</sup> কুলধর্মং ন চেতরে।

শিবঃ শিরসি ধন্তেন্দুং<sup>৩</sup> সৈংহিকেন্নো গিলত্যাহো ॥ ৮২ ॥

সারজ্ঞ ব্যক্তিরাই কুলধর্ম মানে, অগ্নেরা নয়। চন্দ্রকে শিব মাথায় করে  
রাখেন, হায়! রাহ তাকে গ্রাস করে। ৮২

অভিজ্ঞা এব জানন্তি নাভিজ্ঞাঃ কুলদর্শনম্।

জলমিশ্রপয়ঃপানং বকঃ<sup>৪</sup> কিং বেত্তি হংসবৎ ॥ ৮৩ ॥

যারা অভিজ্ঞ কুলদর্শন তারাই জানে, অনভিজ্ঞেরা নয়। জলমেশান  
হৃদয়ের থেকে শুষ্ক দুধটুকু খেতে হাঁসের মতো বক পারে কি। ৮৩

শিবশক্তিময়ো লোকো লোকে কৌলং প্রতিষ্ঠিতম্<sup>৫</sup>।

তস্মাৎ সর্বাধিকং কৌলং সর্বসাধারণং কথম্ ॥ ৮৪ ॥

জগৎ শিবশক্তিময়। জগতে কুলধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য কুলধর্ম সবার  
বাড়া, কি করে তা অগ্ন সব সাধারণ ধর্মের মতো হবে। ৮৪

ষড়্‌দর্শনানি মেহঙ্গানি<sup>৬</sup> পাদৌ কুক্ষিঃ করৌ শিরঃ।

তেষু ভেদস্ত যঃ কুর্য়ান্মাদাং ছেদয়েত্তু সঃ ॥ ৮৫ ॥

দুই পা, কুক্ষি, দুই হাত এবং শির, আমার এই ষড়ঙ্গ ষড়্‌দর্শন। তাদের  
মধ্যে যে ভেদ নির্দেশ করে সে আমার অঙ্গছেদন করে। ৮৫

১ তা বি গ,—খ, ঘ, লব্ধা; তা বি গ, লুব্ধা; তা, বি, গ—ঙ এবং র গ-দ্ব্যত পাঠ।

২ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, সর্বজ্ঞা।

৩ তা বি গ,—খ, ঘ,—দ্ব্যত পাঠ; তা বি গ, ধন্তেন্দুং; তা বি গ,—ঙ, ধন্তে ত্বাং;  
র গ, ধন্তে ত্বাং।

৪ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, পক্ষী।

৫ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কৌলে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

৬ তা বি গ,—খ, ঘ, সাংগানি।

এতাংগেব কুলশ্যাপি ষড়ঙ্গানি ভবন্তি হি ।

তস্মাদ্ বেদাঙ্গকং<sup>১</sup> শাস্ত্রং<sup>২</sup> বিদ্বিৎ<sup>৩</sup> কোলাঙ্গকং ত্রিভুং<sup>৪</sup> ॥ ৮৬ ॥

প্রিয়ে, এই ষড়্‌দর্শন কুলশাস্ত্রেরও ষড়্‌ঙ্গ । সেইজন্য বেদাঙ্গক শাস্ত্রকেও কোলাঙ্গক বলে জানবে । ৮৬

দর্শনেষথিলেষেব ফলদং চৈকদৈবতম্<sup>৫</sup> ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং কুলেহস্মিন্ দেবতং প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥

সমস্ত দর্শনে ফলপ্রদানকারী এক দেবতার কথা বলা হয়েছে । এই কুলশাস্ত্রেও ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী এক দেবতার কথাই বলা হয়েছে । ৮৭

লোকধর্মবিরুদ্ধঞ্চ ( দ্বোহপি )<sup>৬</sup> সিদ্ধযোগীশ্বরী প্রিয়ে<sup>৭</sup> ।

কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ ॥ ৮৮ ॥

সিদ্ধযোগীদের ঈশ্বরী, প্রিয়ে । কুলধর্ম প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলে লোকধর্মবিরুদ্ধ হলেও প্রামাণ্য বলে গণ্য হয় । ৮৮

প্রত্যক্ষঞ্চ প্রমাণায় সর্বথাং প্রাণিনাং প্রিয়ে ।

উপলব্ধি বলাত্তয় হতাঃ সর্বে কুতাকিকাঃ ॥ ৮৯ ॥

সব জীবের কাছেই প্রত্যক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ । যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয় সেক্ষেত্রে সব কুতাকিক কুপোকাং হয় । ৮৯

পরোক্ষং কোনু জানীতে<sup>৮</sup> কথ্য কিংবা ভবিষ্যতি ।

ষদ্বা<sup>৯</sup> প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তম<sup>১০</sup> দর্শনম্ ॥ ৯০ ॥

কে পরোক্ষ জানতে পারে । কার কি হবে কে জানে । যা প্রত্যক্ষফল প্রদান করে তাই উত্তম দর্শন । ৯০

১ র গ, মদাঙ্গকং ।

২ র গ, কোলং ।

৩ র গ, অহং ।

৪ তা বি গ,—ঙ, তস্মা'মদাঙ্গকং কোলমহং কোলাঙ্গকঃ প্রিয়ে ।

৫ তা বি গ,—খ, ঘ, কুলত্রব্যৈকদৈবতম্ ।

৬ র গ, বিরুদ্ধে'হপি ।

৭ তা বি গ,—ঙ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে; র গ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে; তা বি গ,—গ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে ।

৮ র গ, কোনুজানীতে ।

৯ তা বি গ,—খ, ষদ্বৈ ।

১০ তা বি গ,—খ, তদেকোত্তম ।

কুলধর্মমিমং<sup>১</sup> জ্ঞাত্বা মৃত্যুশ্চে সর্বমানবাঃ ।

\* ইতি মহা মহেশানি ময়া কোলং বিগর্হিতম্ ॥ ৯১ ॥

এই কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে এই কথা মনে করে আমি কুলধর্মের নিন্দা করেছি । ৯১

ত্বৎকারুণ্যবিহীনানাং কুলজ্ঞানবিরোধিনাম্ ।

পশুনামনভিজ্ঞানাং কুলধর্মো বিগর্হিতঃ ॥ ৯২ ॥

তোমার করুণাবঞ্চিত কুলজ্ঞানবিরোধী অনভিজ্ঞ পশুদের কাছে কুলধর্ম গর্হিত । ৯২

যস্য জন্মান্তরে পাপকর্মবন্ধোদ্ধিকো<sup>২</sup> ভবেৎ ।

ন তস্য গুরুকারুণ্যং কুলজ্ঞানং ন জায়তে ॥ ৯৩ ॥

যার জন্মান্তরের পাপকর্মবন্ধন অধিক তার গুরুকৃপা লাভ হয় না এবং কুলজ্ঞান জন্মে না । ৯৩

যথাক্ষা নৈব পশুস্তি সূর্যং সর্বপ্রকাশকম্ ।

তথা কুলং ন জানন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৯৪ ॥

যে-সূর্য সমস্তকে আলোকিত করে অন্ধেরা যেমন তাঁকে দেখতে পায় না তেমনি তোমার মায়াবিমোহিত ব্যক্তিরা কুলমত জানতে পারে না । ৯৪

শৈববৈষ্ণবসৌরাদি<sup>৩</sup> দর্শনাণ্যপি ভক্তিতঃ ।

ভজন্তে<sup>৪</sup> মানবা নিত্যং বৃথায়াসফলানি চ ॥ ৯৫ ॥

মানুষ নিত্য ভক্তিভরে শৈব-বৈষ্ণব-সৌরাদি দর্শনের সেবা করে, কিন্তু তাদের সে-চেষ্টায় কোনো ফললাভ হয় না । ৯৫

বেদশাস্ত্রাগমৈঃ প্রোক্তং ভোগমোক্ষৈকসাধনম্ ।

মৃঢ়া নিন্দন্তি<sup>৫</sup> হা হন্ত মৎপ্রিয়ং তব দর্শনম্ ॥ ৯৬ ॥

হায় হায়! মূঢ়েরা বেদশাস্ত্র ও আগমে কথিত ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র উপায় আমার প্রিয় তোমার দর্শনের নিন্দা করে । ৯৬

ভ্রামিতা হি ময়া<sup>৬</sup> দেবি পশবঃ শাস্ত্রকোটস্থ ।

কুলধর্মং ন জানন্তি বৃথা জ্ঞানাভিমানিনঃ ॥ ৯৭ ॥

১ র গ, ইদং ।

২ তা বি গ,—ঙ, কর্মবাধাধিকা ; র গ, কর্মবাধাধিকা ।

৩ তা বি গ,—ক, ঘ, শৈববৈষ্ণবসৌরাদি ।

৪ তা বি গ,—ঙ, জপন্তঃ ; র গ, তপন্তো ।

৫ র গ, মূঢ়ো নিন্দতি ।

৬ তা বি গ,—ঙ, মহা ; র গ, মহা ।

দেবী, আমি পশুদের বহুশাস্ত্রের মধ্যে ঘুরিয়ে মারি। এই ব্যর্থ-জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির কুলধর্ম জানে না। ১৭

পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি মৈষ্যেব কথিতানি হি।

মূর্ত্যন্তরন্ত গঠেব মোহনায় দুরাত্মনাম্ ॥ ১৮ ॥

দুরাত্মাদের মোহগ্রস্ত করার জন্য ভিন্নমুক্তি ধারণ করে আমিই সমস্ত পশুশাস্ত্র ব্যস্ত করেছি। ১৮

মহাপাপবশান্ গাং তেষু বাহ্মাভিজায়তে।

তেষাঞ্চ সদগতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৯ ॥

মহাপাপের বশেই মানুষের সে-সবের প্রতি অভিলাষ জন্মে। শতকোটি কল্পেও তাদের সদগতি হয় না। ১৯

প্রের্যমাণোহপি পাপাত্মা কুলে নৈব প্রবর্ততে।

বার্যমাণোহপি পুণ্যাাত্মা কুলমেবাভিলম্বতে ॥ ১০০ ॥

কুলধর্মের দিকে প্রেরিত হলেও পাপাত্মা তাতে প্রবৃত্ত হয় না, আর নিবারিত হলেও পুণ্যাাত্মা কুলধর্মই অবলম্বন করে। ১০০

কুলধর্মেণ দেবত্বং দেবাঃ সম্প্রতিপেদিরে।

মুনিযোগীশ্বরাদ্যাশ্চ সুসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১০১ ॥

কুলধর্মের দ্বারা দেবতারা দেবত্ব লাভ করেন এবং মুনি যোগীশ্বরাদি পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১০১

পশুত্রাদিনিরতাঃ সুলভা দান্তিকা ভুবি।

যে কৌলমেব সেবন্তে তে মহান্তোহতি<sup>১</sup> দুর্লভাঃ ॥ ১০২ ॥

পশুর আচরণীয় ব্রতাদিনিরত দান্তিক লোকেরা সংসারে সুলভ। কিন্তু যারা কুলধর্মের সেবা করে এরূপ মহৎ ব্যক্তি দুর্লভ। ১০২

মানবা বহবঃ সন্তি মিথ্যাতত্ত্বার্থবেদিনঃ<sup>২</sup>।

দুর্লভোহয়ং মহেশানি<sup>৩</sup> কুলতত্ত্ব<sup>৪</sup> বিশারদঃ ॥ ১০৩ ॥

মহেশানী, মিথ্যা তত্ত্বার্থ জানে এরূপ মানুষ অনেক। কিন্তু কুলতত্ত্ববিশারদ ব্যক্তি দুর্লভ। ১০৩

১ তা বি গ,—উ, পি ; র গ, পি।

২ তা বি গ,—উ, বাদিনঃ ; র গ, বাদিনঃ।

৩ র গ, কুলেশানি।

৪ তা বি গ,—ক, কুলধর্ম।



যথা রোগাতুরাঃ কেচিন্মানবাঃ কুলনায়িকে ।

দিবৌষধং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১০৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, যেমন কোনো কোনো রোগাতুর মানুষ মহাব্যাধি-  
নাশক দিব্য ঔষধ খায় না । ১০৪

তদ্ব্যাদিবর্জনাপথাং কুর্বন্তি হি কুভেষজম্<sup>১</sup> ।

তথৈব জন্মমরণকৃতং সাংসারিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ১০৫ ॥

সমাচরন্তি সততং ত্বংকারুণ্যবিবর্জিতাঃ ।

ন ভজন্তে<sup>২</sup> কুলং ধর্মং ভববন্ধবিমোচনম্ ॥ ১০৬ ॥

সেই রোগবর্ধক অপথ্য এবং বাজে ঔষধ খায় ; তেমনি তোমার  
করুণাবর্জিত ব্যক্তির জন্ম থেকে মরণাবধি সর্বদা সাংসারিক কর্মই করে,  
ভববন্ধনমোচনকারী কুলধর্মের অনুসরণ করে না । ১০৫-১০৬

যথা চারুণ্যজাতাংস্ত<sup>৩</sup> মরীচাদীন্ বণিগ্জ্ঞান<sup>৪</sup>

মোহতো মানবাঃ শ্রীত্যা<sup>৫</sup> যাচন্তে কুলনায়িকে ॥ ১০৭ ॥

অনর্ঘ্যানি<sup>৬</sup> চ রত্নানি ন যাচন্তে হি কেচন ।

তথৈব পশুশাস্ত্রানি কর্মপাশফলানি<sup>৭</sup> চ ॥ ১০৮ ॥

ইতি পৃচ্ছন্তি মূর্খাস্তে<sup>৮</sup> তব মায়াবিমোহিতাঃ ।

কুলধর্মং ন পৃচ্ছন্তি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১০৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, যেমন মোহগ্রস্ত মানুষ বণিকের কাছে স্নানন্দে  
অরুণ্যজাত গোলমরিচ চায়, অমূল্য রত্ন কেউ চায় না, তেমনি তোমার  
মায়াবিমোহিত মূর্খেরা কর্মপাশফলপ্রদ পশুশাস্ত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করে,  
ভুক্তিমুক্তি প্রদানকারী কুলধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করে না । ১০৭-১০৯

১ র গ, কুভেষজম্ ।

২ তা বি গ,—ক, জন্মমরণে কৃতিং ; ঐ,-ঙ, জন্মমরণং কৃতাং ।

৩ র গ, ভজন্তি ।

৪ তা বি গ,—ক, উ, সর্বগলন্তন ; র গ, লবণলন্তন ।

৫ র গ, বনিক্ জনঃ ।

৬ তা বি গ,—ঙ, পদার্থানৈব সংগ্রীত্যা । র গ, পদার্থানৈব সংগ্রীত্যা ।

৭ র গ, অমূল্যানি ।

৮ তা বি গ,—ক, উ, কর্মপাশফলানি ; র গ, কর্মপাশফলানি ।

৯ তা বি গ,—খ, মূর্খান ; ঐ-ঙ, মূর্খা হি ; র গ, মূর্খা হি ।

কত্বরীং কর্দমথিরা কপ্পুরং লবণেচ্ছয়া ।

শার্করং শর্করাভ্রাত্যা মণিং কাচমনীষয়া<sup>১</sup> ॥ ১১০ ॥

যথাদৃষ্টং<sup>২</sup> ন মনুষ্তে<sup>৩</sup> করহুমপি পামরাঃ<sup>৪</sup> ।

তথা কোলং ন জানন্তি তৎপ্রসাদবিবর্জিতাঃ ॥ ১১১ ॥

মূৰ্খব্যক্তির। যেমন করহু দ্রব্যও তা বস্তুতঃ যেমন তেমন বলে জানে না, কত্বরীকে মনে করে কর্দম, কপ্পুরকে লবণ, শর্করায়ুক্ত দ্রব্যকে শর্করা, কাচের নকল মণিকে মণি তেমন<sup>১</sup> যারা তোমার প্রসাদবির্জিত তারা কুলধর্ম জানে না । ১১০-১১১

অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং তন্মায়াজনিতস্য চ ।

কিমজ্ঞানপি<sup>৫</sup> দেবেশি মোহয়েদমরানপি ॥ ১১২ ॥

অহো। তোমার মায়াজনিত মোহের কি মাহাত্ম্য। দেবেশী, এটি দেবতাদেরও মোহগ্রস্ত করে, অজ্ঞদের ত কথাই নাই । ১১২

পেয়ং<sup>৬</sup> মদ্যং পলং<sup>৭</sup> খাদ্যং<sup>৮</sup> সমালোকা প্রিয়ামুখম্ ।

ইত্যেবাচরণং জাপ্যং পরিপ্রাপ্যং<sup>৯</sup> পরম্পদম্ ॥ ১১৩ ॥

মদ্যপান, মাংসভোজন, প্রিয়ামুখ অবলোকন, এরূপ আচরণ করে পরম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১১৩

গুরুকারুণ্যাসংলভ্যামীদৃশং কুলদর্শনম্ ।

তদ্বভক্তা এব জানন্তি নেতরে ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ১১৪ ॥

গুরুকৃপা দ্বারা লভ্য কুলদর্শন এইরূপই বটে। তোমার ভক্তেরাই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এই দর্শন অবগত হয়, অণ্ডেরা নয় । ১১৪

১ তা বি গ—ক মণিং কাচমণিং যথা ; ঐ,—খ, মণিঃ কাচমণির্ধা ; ঐ,—ঘ, মণিং কাচমণির্ধা ।

২ র গ, দৃষ্টং ; তা বি গ,—ঙ, দৃষ্টং ।

৩ তা বি গ,—ঙ, মনুষ্তে ; র গ, মনুষ্তে ।

৪ তা বি গ,—ঙ, পামরাঃ ; র গ, পামরাঃ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, কিস্ত বক্ষ্যামি ; র গ, কিস্ত বক্ষ্যামি ।

৬ র গ, কোহয়ং ; তা বি গ,—ঙ, কোহয়ং ।

৭ র গ, বলং ; তা বি গ,—ঙ, বলং ।

৮ তা বি গ,—ক, খাদ্যং ।

৯ তা বি গ,—ক, পরাং প্রাপ্য ; ঐ,—গ, পরিপ্রাপ্যোতি ।<sup>১০</sup>

গুরুপদেশরহিতা মহাস্ত ইতি<sup>১</sup> কেচন ।

মোহয়ন্তি জনান্ সর্বান্<sup>২</sup> স্বয়ং পূর্ববিমোহিতাঃ ॥ ১১৫ ॥

গুরুর উপদেশ পায়নি এমন কোনো কোনো লোক নিজেদের মহাস্ত বলে জাহির করে। আগে থেকে নিজেরাই মোহগ্রস্ত এইসব লোক সবাইকে মোহগ্রস্ত করে। ১১৫

দ্বরাচারপরাঃ কেচিদ্বাচয়ন্তি চ পামরাঃ ।

কথং পুত্রো<sup>৩</sup> ভবেৎ স্বামী সেবকাঃ স্যুস্তথাবিধাঃ ॥ ১১৬ ॥

দ্বরাচারপরায়ণ কোনো কোনো পামর উপদেশ দেয়। এরকম গুরু কি করে নিষ্কলুষ হবে। এর শিষ্যেরাও সেইরকমই হবে। ১১৬

বহবঃ কোলিকং ধর্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ ।

স্ববুদ্ধ্যা<sup>৪</sup> কল্পয়ন্তীথং পারম্পর্য্যবিবর্জিতাঃ<sup>৫</sup> ॥ ১১৭ ॥

মিথ্যাজ্ঞান প্রচারের দ্বারা বঞ্চনাকারী গুরুশিষ্যপরম্পরাবর্জিত বহু ব্যক্তি নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কুলধর্ম কল্পনা করে। অর্থাৎ কুলধর্ম বলে যা প্রচার করে তা তাদের নিজের কল্পনাপ্রসূত। ১১৭

মদপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ ।

মদপানরতাঃ সর্বৈ সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পামরাঃ<sup>৬</sup> ॥ ১১৮ ॥

মদ খেলেই যদি মানুষের সিদ্ধিলাভ হয়, তা হলে যত সব মদখোর পামর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১১৮

মাংসভক্ষণমাত্রেন যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ ।

লোকে মাংসাশিনঃ সর্বৈ পুণ্যভাজো ভবন্তি হি ॥ ১১৯ ॥

মাংস খেলেই যদি পুণ্যাগতি লাভ হয় তা হলে দুনিয়ার সব মাংসাশী পুণ্যভাজন হয়ে যায়। ১১৯

শক্তিসন্তোগমাত্রেন<sup>৭</sup> যদি মোক্ষো ভবেত বৈ ।

সর্বৈহপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ ॥ ১২০ ॥

১ তা বি গ,—খ, মহাক্ষং যাস্তি ।

২ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কেচিৎ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ভূতো ।

৪ তা বি গ,—ঙ, সুবুদ্ধা ; র গ, সুবুদ্ধা ।

৫ তা বি গ,—গ, ঙ, পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ ; র গ, পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ ।

৬ তা বি গ,—গ, যাস্ত সন্মোহিতাৎ ।

৭ তা বি গ,—খ, ঙ, স্ত্রীসন্তোগেন দেবেশি ; র গ, স্ত্রীসন্তোগেন দেবেশি ।

স্ত্রীসন্তোগের দ্বারাই যদি মোক্ষলাভ হয় তা হলে সংসারে স্ত্রীসন্তোগকারী  
যত জীব আছে সব মুক্ত হয়ে যায় । ১২০

কুলমার্গো মহাদেবী ন ময়া নিন্দিতঃ কচিৎ ।

আচাররহিতা যেহত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে<sup>১</sup> ॥ ১২১ ॥

মহাদেবী, আমি কখনো কুলমার্গের নিন্দা করি নি । এক্ষেত্রে যারা  
আচাররহিত তারাই নিন্দিত, অন্তেরা নয় । ১২১

অন্যথা<sup>২</sup> কৌলিকে ধর্মে আচারঃ কথিতো ময়া ।

বিচরন্ত্যানুথা দেবি মুঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ১২২ ॥

দেবী, আমি কুলধর্মে এক প্রকার আচারের কথা বলেছি, আর নিজেদের  
পণ্ডিত বলে গর্ব করে এরূপ মুঢ়েরা অন্য প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে । ১২২

কৃপাণধারাগমনাং ব্যাত্রকণ্ঠা<sup>৩</sup>বলম্বনাং ।

ভুজঙ্গধারগান্ধনমশক্যাং কুলবর্তনম্<sup>৪</sup> ॥ ১২৩ ॥

কৃপাণের ধারমুখের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, শরীরে  
সাপ জড়ানো, এ সবের চেয়েও কুলমার্গের অনুসরণ দুষ্কর । ১২৩

বৃথা পানস্ত দেবেশি সুরাপানং তদ্ব্যচ্যতে ।

তন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং<sup>৫</sup> বেদাদিষু নিরূপিতম্ ॥ ১২৪ ॥

বৃথা পানং—বৃথা পান । সাধনার অঙ্গ হিসাবে শাস্ত্রবিহিত মদ্যপান ভিন্ন  
অন্য মদ্যপান বৃথা পান ।

দেবেশী, বৃথাপানকেই বলে সুরাপান । বেদাদি শাস্ত্রে এটি মহাপাতক  
বলে নিরূপিত হয়েছে । ১২৪

অনাশ্বেয়মনালোক্য<sup>৬</sup>মস্পৃশ্যক্ষাপ্যপেয়কম্ ।

মদ্যং মাংসং পশূনাস্ত কৌলিকানাং মহাফলম্ ॥ ১২৫ ॥

পশুভাবের সাধকদের পক্ষে মদ্য ও মাংসের আশ্রাণ, দর্শন, স্পর্শন, সেবন  
নিষিদ্ধ । কিন্তু কৌলিকদের পক্ষে এসব মহাফলপ্রদ । ১২৫

১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, চ সর্বদা ।

২ তা বি গ,—গ, নাঅনুথা ।

৩ তা বি গ,—ঙ, কর্ণা ; র গ, কর্ণা ।

৪ তা বি গ,—ঙ, কুলসেবনম্ ।

৫ র গ, যদ্বহা ।

৬ র গ, দেবি ।

৭ তা বি গ,—ঙ, মনালোচ্য ; র গ, মনালোচ্য ।

অমেধ্যানি দ্বিজাভীনাং মদ্যাশ্চেকাদশৈব তু ।

দ্বাদশক্তঃ মহামদ্যঃ<sup>১</sup> সর্বসামধমং স্মৃতম্<sup>২</sup> ॥ ১২৬ ॥

মদ্যাশ্চেকাদশৈব—একাদশ প্রকার মদ্য । আলোচ্য তন্ত্রে (৫১২৯) এই একাদশ মদ্যের নাম করা হয়েছে—পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খাজুর, তাল, ঐক্ষব, মধুখ, শীধু, মাধ্বীক, মৈরেয় এবং নারিকেলজ । দ্বাদশ মদ্যকে বলা হয়েছে সুরা (৫১৩০) । মাধুক এবং মাধ্বীক উভয়ের অর্থ মহয়ার মদ । শীধু আর ঐক্ষব উভয়ের অর্থ আখের রসের থেকে তৈরী মদ । হয়ত সে যুগে একই মহয়া থেকে তৈরী হলেও মাধুক এবং মাধ্বীক মদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, তেমনি একই আখের রস থেকে তৈরী হলেও শীধু আর ঐক্ষব মধ্যে ভেদ ছিল ।

দ্বিজদের ক্ষেত্রে একাদশ প্রকার মদ্য অমেধ্য । দ্বাদশ মদ্য মহামদ্য । এটিকে সবার অধম মনে করা হয় । ১২৬

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপমা তু<sup>৩</sup> মলমুচাতে<sup>৪</sup> ।

তস্মাদ্ভ্রাক্ষণরাজ্ঞ্যো বৈশ্বশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥ ১২৭ ॥

সুরা অল্পের মল । এটি সর্বপাপের মূল, ঘৃণ্যবস্তু । সেইজন্য ভ্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সুরাপান করবে না ॥ ১২৭ ॥

সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্যাবলোকনম্ ।

তৎসমাত্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥ ১২৮ ॥

সুরার উপর চোখ পড়ামাত্র সূর্যদর্শন করবে । তার শ্রাণ নেওয়ামাত্র তিনবার প্রাণায়াম করবে । ১২৮

আজানুভ্যাং ভবেন্নগ্নো জলে চোপবসেদহঃ<sup>৫</sup> ।

উর্ধ্বং নাভেস্তিরাক্তস্ত মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ ॥ ১২৯ ॥

মদ্য স্পর্শ করলে বিধি এই—হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে একদিন আর নাভির উর্ধ্ব পর্যন্ত ডুবিয়ে তিন রাত্রি অবস্থান করবে । ১২৯

১ র গ, দ্বাদশাখাং ।

২ তা বি গ,—গ, সুখাত্রব্যং ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, ঙ এবং র গ,—স্মৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বসামুত্তমোত্তমম্ ।

৪ র গ, পাপাত্মা ।

৫ তা বি গ,—ক, সুরা চৈব মনুষ্ঠাং পেষা তু মলমুচাতে—এই অতিরিক্ত শ্লোকাধি পাওয়া যায় । আমদের মূল হর, এটি ‘সুরা বৈ মলমন্নানাং’ ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পাঠান্তর ।

৬ তা বি গ,—খ, ঘ, আজানুভ্যাং ভবেন্নানমানাভূপবসেদহঃ ।

সুরাপানে কামকৃতে<sup>১</sup> জ্ঞানস্তাং তাং বিনিষ্কিপেৎ ।

মুখে তন্মা বিনির্দন্ধে<sup>২</sup> ততঃ শুদ্ধিমবাঙ্গুয়াং ॥ ১৩০ ॥

ভোগেচ্ছায় কেউ সুরাপান করলে ফুটন্ত সুরা তার মুখে নিষ্কেপ করতে হবে । এইভাবে মুখে নিষ্কিপ্ত সুরা দ্বারা দন্ধ হয়ে তার শুদ্ধিলাভ হবে । ১৩০

মদম্পর্শাদিদোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ ।

অবিধানেন যো হস্তাদাত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে ॥ ১৩১ ॥

নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ ।

স মৃতোহপি<sup>৩</sup> দূরাচারস্তির্য়গ্‌যোনিম্মু জায়তে ॥ ১৩২ ॥

মদম্পর্শাদিদোষের<sup>৪</sup> প্রায়শ্চিত্তবিধি স্মৃতিতে বিহিত হয়েছে । প্রিয়ে, যে নিজের ভোগের জন্য শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে প্রাণিবধ করে সে মৃত্যুর পর নিহত পশুর গায়ে যত লোম ততদিন ঘোর নরকে বাস করে, আর তারপর সেই দূরাচার পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে । ১৩১—১৩২

অনুমন্তা বিশ্বসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী ।

সংস্কর্তা চোপহর্তা<sup>৫</sup> চ খাদিতাহর্তা<sup>৬</sup> চ ঘাতকাঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুমতিদানকারী, বিশ্বাস-উৎপাদনকারী, শিকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী, পাচক, হরণকারী, ভক্ষক এবং ঘাতক এই আটজন পশুবধ করে । ১৩৩

ধনৈর্বিক্রমিকো<sup>৭</sup> হস্তি খাদিতা চোপভোগতঃ ।

ঘাতকো বধ<sup>৮</sup> বন্ধাভ্যাং ইত্যেয ত্রিবিধো<sup>৯</sup> বধঃ ॥ ১৩৪ ॥

বধ তিন প্রকার । বিক্রয়কারী অর্থগ্রহণ করে বধ করে, ভক্ষণকারী ভোজন করে বধ করে, আর ঘাতক বন্ধন ও প্রাণনাশ করে বধ করে । ১৩৪

মাংস সন্দর্শনং কৃত্বা সুরাদর্শনবচ্চরেৎ<sup>১০</sup> ।

তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যং ন সেবতে<sup>১১</sup> কচিৎ ॥ ১৩৫ ॥

১ র গঃ অজ্ঞানকৃতে ; তা বি গ,—ঘ, ঙ, জ্ঞানকৃতে ।

২ র গ এবং তা বি গ,—ঙ-বৃত্ত পাঠ ; তা, বি, গ বিনিষ্কিপ্তে ।

৩ তা বি গ,—ঙ. মাংসাদি ; র গ, মাংসাদি ।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ, সন্নিধানি ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সন্নিধানি, গলিধানি ।

৫ তা বি গ,—ক, ভোক্তা ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ধনেন চ ক্রেতা ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ঘাত ।

৮ র গ, ইত্যেযত্রিধো ।

৯ তা বি গ—ঙ, এবং র গ, সূর্যদর্শনম্ চরেৎ ।

১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চ নাচরেৎ ।

সূরা দেখলে যেক্রপ আচরণ করা বিধি, মাংস দেখলেও তাই করতে হবে ।  
অতএব, শাস্ত্রবিহিত না হলে কখনো মদ্য মাংস খাবে না । ১৩৫

বিধিনা সেব্যতে দেবি তরসা ত্বং<sup>১</sup> প্রসীদসি ।

নাশায় স্বপরজ্ঞানং<sup>২</sup> সত্যমেব বরাননে ॥ ১৩৬ ॥

দেবী, যথাশাস্ত্র মদ্য মাংস সেবন করলে তুমি শীঘ্র প্রসন্ন হও । ওগো  
বরাননা, এতে আত্মপর জ্ঞান বিনষ্ট হয় এ কথা অবশ্যই সত্য । ১৩৬

ত্বং বাপ্যবিধানেন ছেদয়েন্ন কদাচন ।

বিধিনা গাং দ্বিজং বাপি হত্বা পাপৈ ন লিপ্যতে<sup>৩</sup> ॥ ১৩৭ ॥

এমন কি শাস্ত্রবিহিত না হলে ত্বংও কর্তন করবে না । শাস্ত্রবিধি অনুসারে  
গো এবং ব্রাহ্মণ বধ করলেও বধকারী পাপে লিপ্ত হয় না । ১৩৭

বহুনাত্র কিমুক্তেন সারমেকং<sup>৪</sup> শৃণু প্রিয়ে ।

জীবন্মুক্তিসুখোপায়ং কুলশাস্ত্রেষু গোপিতম্ ॥ ১৩৮ ॥

প্রিয়ে, এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলে কি হবে, একমাত্র সারকথা বলছি,  
শোন । জীবন্মুক্তির সুখসাধ্য উপায় কুলশাস্ত্রে রক্ষিত আছে । ১৩৮

যন্মুম্বক্ষোঃ ফলং দেবি কনকশ্যেব সৌরভম্<sup>৫</sup> ।

কুলজ্ঞেঃপূর্দ্ধ্বিখ্যাতে<sup>৬</sup> জ্ঞানং তত্তদনুত্তমম্ ১৩৯ ॥

দেবী, মোক্ষকামী ( অগ্নিমার্গালম্বী ) যে ফল চায় তা স্বর্ণপুষ্পের সৌরভের  
মতো ( অর্থাৎ অলীক ) । কুলজ্ঞানীদের মধ্যেও যে উদ্ধারার্থে প্রতিষ্ঠাপন্ন তার  
জ্ঞান অত্যাৎকৃষ্ট । ( কুলজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না । অত্যাৎকৃষ্ট কুলজ্ঞান কি  
তার নির্দেশ দেওয়া হল ) । ১৩৯

কুলশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়ৈবোক্তানি পার্বতি ।

প্রমাণানি ন সন্দেহো ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ ১৪০ ॥

পার্বতি, সব কুলশাস্ত্র আমিই ব্যক্ত করেছি । কাজেই এসব নিঃসন্দেহ  
প্রামাণ্য, কোনো যুক্তি দ্বারা খণ্ডনীয় নয় । ১৪০

১ তা বি গ,—ক, পরমাত্মং ; ঐ—ঙ, পরমার্থং ; র গ, পরমার্থং ।

২ তা বি গ,—খ, গ, ঙ, এবং র গ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, নাশযশপরজ্ঞানং ।

৩ তা বি গ,—ক, পাপাং প্রমুক্ততি ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সর্বসারং ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নাফলশ্রুপি সেবিতম্ ।

৬ তা বি গ,—ক, কুলজ্ঞেঃপূর্দ্ধ্বিখ্যাতে জ্ঞানতত্ত্বং তদ্ব্যত ।

দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মধু বাতা ঋতায়তে ।

ঋদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া<sup>১</sup> ক্ষীরং সর্পির্মধুদকম্ ॥ ১৪১ ॥

হিরণ্যপাবাঃ<sup>২</sup> খাদিশ্চ অবধ্বন্ পুরুষং পশুম্ ।

দীক্ষামুপেয়াদিত্যাণাঃ<sup>৩</sup> প্রমাণং শ্রুতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪২ ॥

দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি কয়েকটি শ্রোত মন্ত্রাংশ আলোচ্য শ্লোক দুটিতে ধরা হয়েছে। কুলশাস্ত্রেও এগুলি আছে। এ দ্বারা কুলশাস্ত্রের শ্রোত-প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা হল। এখানে মন্ত্রাংশগুলির মূল নির্দেশ করা যাচ্ছে—

দেবতাভ্যঃ—দেবতাভ্যস্ ত্বা দেবতাভির্গৃহ্মামি।—মৈত্রায়ণী সংহিতা, ১.৪.৪ ; ৩.৬.৯ ।

পিতৃভ্যঃ—পিতৃভ্যঃ সোমবন্ত্যঃ স্বধা নমঃ । অথর্ববেদ ১৮.৪.৭৩ ; স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবিসন্ত্যঃ । অথর্ববেদ ১৮.৪.৭৮ ।

মধু বাতা ঋতায়তে—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরতি সিদ্ধবঃ । ঋগ্বেদ, ১.৯০.৬

ঋদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া । ঋগ্বেদ, ৯.১.১ ; অথর্ববেদ ৪.২৪.৩

ক্ষীরং সর্পির্মধুদকম্—ক্ষীরং সর্পির্মধুদকম্ । ঋগ্বেদ, ৯.৬৭.৩২

হিরণ্যপাবাঃ—হিরণ্যপাবাঃ পশুম্ আসু গৃভ্ণতে । ঋগ্বেদ ৯.৮৬.৪৩

খাদিশ্চ—হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে । ঋগ্বেদ, ১.১৬৮.৩

অবধ্বন্ পুরুষং পশুম্—অবধ্বন্ পুরুষং পশুম্ । ঋগ্বেদ, ১০.৯০.১৫

দীক্ষামুপেয়াং—দীক্ষামুপৈতি । অথর্ববেদ ৯.৬.(১)৪

প্রিয়ে, দেবতাভ্যঃ ( দেবতার প্রতি ), পিতৃভ্য ( পিতৃগণের প্রতি ), মধু বাতা ঋতায়তে ( বায়ুসমূহ মধুময় হোক ), ঋদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া ( ঋতম এবং অতিশয়-উৎফুল্লতাবিধানকারী দ্বারা ), ক্ষীরং সর্পির্মধুদকম্ ( দুগ্ধ ঘৃত মধু ও উদক ) হিরণ্যপাবাঃ ( হিরণ্যের দ্বারা পবিত্রকারী ), খাদিশ্চ ( হস্তভাগক এবং ), অবধ্বন্ পুরুষং পশুম্ ( বিরাট পুরুষের পশু কল্পনাকারীসমূহ ) ; দীক্ষামুপেয়াং ( দীক্ষালাভ করবে ) ইত্যাদি শ্রুতি কুলশাস্ত্রে আছে। এতে কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা । ১৪১-১৪২

ইতোতৎ কথিতং কিঞ্চিৎ কুলমাহাত্ম্যমম্বিকে ।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৩ ॥

১. তা বি গ,—খ, গ, ঋদিষ্ঠানমদিষ্ঠানং ; তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ঋদিষ্ঠানমদিষ্ঠানং ।

২. তা বি গ,—ক, মাত্রঃ ; ঐ—ঙ, এবং র গ, পাত্রঃ ।

৩. তা বি গ,—খ, সন্তোদীক্ষয়তীত্যাদ্যঃ ; ঐ—ঙ, এবং র গ, ঐ ।



অধিকা, এই কিঞ্চিং কুলমাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। ওগো কুলেশানী, আবার কি গুণতে চাও। ১৪৩

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-  
লক্ষ্যে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়াস্তম্বে কুলমাহাত্ম্যকথনং নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ ২ ॥

সপাদলক্ষ্যলোকসম্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য  
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধায়াস্তম্বে কুলমাহাত্ম্যকথন নামক দ্বিতীয়  
উল্লাস সমাপ্ত। ২

## তৃতীয় উল্লাস:

শ্রীদেব্যবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বধর্মোত্তমোত্তমম্ ।

উর্দ্ধায়াক্ষ তন্মন্ত্রং মহাশ্রীং<sup>১</sup> বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥

উর্দ্ধায়াক্ষ—উর্দ্ধায়াক্ষ এবং । আয়াক্ষ শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ । পরশুরাম-কল্পসূত্রের (১।২) বৃত্তিতে ঝামেশ্বর লিখেছেন “আয়াক্ষ শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ হলেও তন্ত্র বেদের সার বলে আয়াক্ষ শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে ।

তন্ত্রের ভাগবিশেষকেও আয়াক্ষ বলা হয় । সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে পাঁচটি আয়াক্ষে ভাগ করা হয়েছে । যথা—পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও উর্দ্ধ । শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চায়াক্ষ উদ্ভূত হয়েছে ।

শ্রীদেবী বললেন, কুলেশ, সব উত্তম ধর্মের মধ্যেও যা উত্তম সেই কুলধর্মের উর্দ্ধায়াক্ষ, মন্ত্র এবং মহাশ্রীর কথা শুনতে চাই । প্রভু, আমাকে তাই বল । ১  
শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ দেবতাং সুপ্রসীদতি ॥ ২ ॥

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনা মাত্র শ্রোতার প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন । ২

ন কদাচিন্ময়া প্রোক্তমিতঃ পূর্বং কুলেশ্বরি ।

কথয়ামি তব স্নেহাদূর্দ্ধায়াক্ষং শূণু প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

কুলেশ্বরী, উর্দ্ধায়াক্ষের কথা আমি এর আগে আর কখনও বলিনি । প্রিয়ে, তোমার প্রতি প্রেমের জগ্য এবার বলছি । ৩

• বেদশাস্ত্রপুরাণানি প্রকাশ্যানি কুলেশ্বরি ।

শৈবশাস্ত্রাগমাঃ<sup>২</sup> সর্বে রহস্যঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪ ॥

শৈবশাস্ত্রাগমাঃ—শৈব এবং শাস্ত্র আগমসমূহ । আগম শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । পাত্তপতসূত্রের (১।১) ভাষ্যে কৌণ্ডিন্য বলেছেন, মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরায় আগত শাস্ত্র আগম ।

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, উর্দ্ধায়াক্ষ মহাশ্রীং তন্মন্ত্রং ।

২ তা বি গ,—খ, শঙ্করী ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, শৈবশাস্ত্রাগমাঃ ; ঙ, —ঙ, এবং র গ, বেদবাচস্পতিমাঃ ।

তত্ত্বশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আগম অগ্ৰতম । বিশ্বসারতত্ত্বের মতে “সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরস্চরণ, ষট্‌কৰ্মস্বাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তির আগম বলেন ।” (অন্য্য ব্যাখ্যা—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭-৯) ।

কুলেশ্বরী, বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ এসব প্রকাশ । কিন্তু সব শৈবশাস্ত্র আগম গুহ্য বলে খ্যাত । ৪

রহস্যতিরহস্যানি কুলশাস্ত্রানি পার্বতি ।

রহস্যতিরহস্যানাং রহস্যমিদম্‌বকে ॥ ৫ ॥

পার্বতী, কুলশাস্ত্রসমূহ গুহ্যতিগুহ্য । অধিকা, সেই গুহ্যতিগুহ্যেরও এটি গুহ্য । ৫

উর্দ্ধান্নায়্য তত্ত্বং হি পূর্ণব্রহ্মাক্ষকং পরম্ ।

সুগোপিতং ময়া যত্নাদিদানীন্তু প্রকাশ্যতে ॥ ৬ ॥

উর্দ্ধান্নায়ের তত্ত্ব পূর্ণব্রহ্মাক্ষক পরমতত্ত্ব । এটি আমি এককাল যত্নসহকারে ভাল করে গোপন করে রেখেছিলাম । ইদানীং প্রকাশ করছি । ৬

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চান্নায়াঃ সমুদগতাঃ ।

পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা ।

উর্দ্ধান্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭ ॥

পঞ্চমুখেভ্যশ্চ—পঞ্চমুখ থেকে । “শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত বামদেব অঘোর তৎপুরুষ এবং ঈশান ।” অবস্থান যথাক্রমে পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও মধ্যে । “পূর্ব ও পশ্চিম মুখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । পূর্বমুখকে সদ্যোজাত এবং পশ্চিমমুখকে তৎপুরুষও বলা হয় ।” সদ্যোজাত মুখ থেকে পশ্চিমান্নায় (মতান্তরে পূর্বান্নায়), বামদেব থেকে উত্তরান্নায়, অঘোর থেকে দক্ষিণান্নায়, তৎপুরুষ থেকে পূর্বান্নায় (মতান্তরে পশ্চিমান্নায়) এবং ঈশান থেকে উর্দ্ধান্নায় উদ্ভূত হয়েছে । (শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০১২) ।

আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চান্নায় উদ্ভূত । পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, উর্দ্ধ এই আন্নায়া পঞ্চকে মোক্ষমার্গ বলা হয় । ৭

তা বি গ,—৬, এবং র গ, উর্দ্ধান্নায়ক তৎ বেদ্বি ; উর্দ্ধান্নায়ার্থতত্ত্বং হি ।

তা বি গ,—৬ এবং র গ, পূজাহস্তাক্ষকং পরম্ ।

আগ্নায়ঃ বহব সত্তি নোদ্ধায়ানেন তে সমাঃ ।

সত্যমেতদ্ বরারোহে নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৮ ॥

ওগো বরারোহা, আগ্নায় অনেক । কিন্তু সেগুলি উদ্ধায়ানের সমান নয় ।  
এ কথা সত্য । এ বিষয়ে বিচারবিতর্ক নিষ্প্রয়োজন । ৮

আগ্নায় বহবো গুপ্তা<sup>১</sup> চতুরায়ানভেদজাঃ ।

অস্মিংশুস্ত্রে<sup>২</sup> সমাখ্যাতাঃ পূর্বং তে<sup>৩</sup> কুলনায়িকে ॥ ৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, চার আগ্নায় থেকে অনেক গুঢ় আগ্নায় উদ্ভূত হয়েছে ।  
এই তন্ত্রে আমি তাদের পূর্বে বিবৃত করেছি । ৯

চতুরায়ান<sup>৪</sup> বৈভারো বহবঃ সত্তি মানিনি<sup>৫</sup> ।

উদ্ধায়ান<sup>৬</sup> তত্ত্বজা বিরলা<sup>৭</sup> বীরবন্দিতে ॥ ১০ ॥

ওগো মানিনী, চতুরায়ানবিদ অনেক আছে । কিন্তু, হে বীরবন্দিতা,  
উদ্ধায়ানের তত্ত্বজ বিরল । ১০

যাবন্তঃ পাংসবো ভূমেস্তাবন্তঃ সমুদীরিতাঃ ।

একৈকায়জা মন্ত্রা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ ॥ ১১ ॥

বলা হয় পৃথিবীর যত ধূলি একেক আগ্নায় থেকে উদ্ভূত ভুক্তিমুক্তি-  
প্রদানকারী মন্ত্র তত । ১১

উপমন্ত্রা<sup>৮</sup> তাবন্তঃ সারদাঃ সমুদীরিতাঃ ।

ময়ৈব কথিতান্ত্রে তু লোকানুগ্রহকাজ্জয়া ॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠপদার্থ-প্রদানকারী উপমন্ত্রও সেই সংখ্যক বলা হয়ে থাকে । জগতের  
প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছায় আমিই তাদের ব্যক্ত করেছি । ১২

সর্বেষামপি মন্ত্রাণাং দেবতাস্তৎফলপ্রদাঃ ।

আবয়োরংশসম্ভূতাঃ সমুদ্ধিষ্ঠাঃ শুচিস্মিতে ॥ ১৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, ঘ, ক্ষোভরা ।

২ তা বি গ,—ক, অস্মিন মন্ত্রে ; ঐ—গ, ঘ, অস্মিন মন্ত্রে ।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, সর্বত্র ; ঐ—ঙ, এবং র গ, পূর্বত্র ।

৪ তা বি গ—ঙ এবং র গ, উত্তরায়ান ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ,—বৃত পার্ঠ ; ঐ,—খ, পার্ভতি ; ঐ—ঙ, এবং র গ, মানিনঃ ;

তা বি গ, কামিনি ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, উদ্ধায়ান ।

৭ তা বি গ,—ক, খ, বীরাণাং ।

সব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই সেই মন্ত্রের ( বাসনা অনুযায়ী ) ফল প্রদান করেন । ওগো শুচিস্মিতা, এসব দেবতা আমাদের উভয়ের অংশসম্ভূত বলে খ্যাত । ১৩

সর্বমন্ত্ৰানহং বেদ্বি নাগো জানাতি কশ্চন ।

মংপ্রসাঃদন যঃ কশ্চিচ্ছেত্তি মানবকোটিষু ॥ ১৪ ॥

আমি সব মন্ত্র জানি, অন্য কেউ জানে না । আমার প্রসাদেই কোটি মানুষের মধ্যে কোনো একজন জানতে পারে । ১৪

একান্নায়ঞ্চ যো বেত্তি স মুক্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ ।

কিং পুনশ্চতুরান্নায়বেত্তা সাক্ষাচ্ছিবো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

যে একটিমাত্র আন্নায় জানে সে মুক্তিলাভ করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । চতুরান্নায়বিদের কথা আর কি বলব, সে সাক্ষাৎ শিব হয়ে যায় । ১৫

চতুরান্নায়বিজ্ঞানাদূর্দ্ধান্নায়ঃ পরঃ প্রিয়ে<sup>১</sup> ।

তস্মান্তদেব জানীয়াৎ যদীচ্ছৎ সিদ্ধিমাশ্বানঃ ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে, চতুরান্নায় জানার চেয়ে উর্দ্ধান্নায় জানা উত্তম । সেই কারণে, যে নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করে তাকে তাই জানতে হবে । ১৬

উর্দ্ধহাৎ সর্বধর্মাণামূর্দ্ধান্নায়ঃ প্রশস্ত্যতে<sup>২</sup> ।

উর্দ্ধং নয়ত্যধঃস্থক<sup>৩</sup> উর্দ্ধান্নায় ইতীরিতঃ ॥ ১৭ ॥

সর্বধর্মের চেয়ে উর্ধ্ব বলে উর্ধ্বান্নায়ের শ্রেষ্ঠত্ব । অধস্থ ব্যক্তিকেও উর্দ্ধে নিয়ে যায় বলে এই আন্নায়কে উর্দ্ধান্নায় বলা হয় । ১৭

উর্দ্ধতত্ত্বাৎ<sup>৪</sup> কুলেশানি ধ্বস্তসংসারসাগরাৎ ।

উর্দ্ধলোকৈকসেব্য<sup>৫</sup> দূর্দ্ধান্নায় ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥

কুলেশানী, যেহেতু এটি উর্ধ্বতত্ত্ব, এর দ্বারা সংসারসাগর নিরাকৃত হয় এবং যেহেতু এটি একমাত্র উর্ধ্বলোকসেব্য সেইহেতু একে উর্ধ্বান্নায় বলা হয় । ১৮

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, ইতীরিতঃ ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঙ এবং র গ,—স্মৃত পাঠঃ ; তা বি গ প্রশস্ত্যতে ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চেৎ ।

৪ তা বি গ,—খ, উর্দ্ধহাচ্চ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, উর্দ্ধলোকনিষেবাচ্চ ।

তস্মাদ্বেবেশি জানীহি সাক্ষাৎন্যোক্তৈকসাধনম্ ।

সর্বান্নান্নাধিকফলমুর্দ্ধান্নায়ং পরাংপরম্ ॥ ১৯ ॥

দেবেশী, উর্দ্ধান্নায়কে মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎসাধন, সব আন্নায়ের চেয়ে  
অধিকফলপ্রদানকারী এবং পরাংপর বলে জানবে । ১৯

সর্বলোকেষু সর্বভোজ্যে হুং পূজ্যো যথা প্রিয়ে ।

আন্নায়েষু চ সর্বেষু উর্দ্ধান্নায়স্তথা শিবে<sup>১</sup> ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, আমিই যেমন সর্বলোকে সর্বজনের পূজ্য তেমনি, ওগো শিবা, সমস্ত  
আন্নায়ের মধ্যে উর্দ্ধান্নায় । ২০

দেবতানাং যথা বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং ভাস্করো যথা ।

তীর্থানাং যথা কাশী স্নানদী সৱিতাং যথা ॥ ২১ ॥

পর্বতানাং যথা মেরুস্তরুণাং চন্দনং যথা ।

অশ্বমেধঃ ক্রতুনাঞ্চ পাষাণানাং যথা মণিঃ ॥ ২২ ॥

যথা রসানাং মাধুর্যং ধাতুনাং কাক্ষনং যথা ।

চতুষ্পদাং যথা ধেনুর্যথা হংসস্ত পক্ষিণাম্ ॥ ২৩ ॥

আশ্রমাণাং যথা ভিক্ষুর্ভগবান্নাং ব্রাহ্মণো যথা ।

মনুজাণাং যথা রাজাহবয়বান্নাং যথা শিরঃ<sup>৪</sup> ॥ ২৪ ॥

আমোদানাঞ্চ কন্তুরী যথা কাকীপুরী পুরাম্ ।

তথৈব সর্বধর্মাণামুর্দ্ধান্নায়োহধিকঃ প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥

দেবতাদের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, গ্রহাদি জ্যোতিষ্কের মধ্যে যেমন সূর্য, তীর্থ-  
সমূহের মধ্যে যেমন কাশী, নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, পর্বতসমূহের মধ্যে  
যেমন সুমেরু, বৃক্ষসমূহের মধ্যে যেমন চন্দন, যজ্ঞসমূহের মধ্যে যেমন অশ্বমেধ,  
প্রস্তরসমূহের মধ্যে যেমন মণি, রসসমূহের মধ্যে যেমন মাধুর্য, ধাতুগুলির মধ্যে  
যেমন কাক্ষন, চতুষ্পদের মধ্যে যেমন ধেনু, পাখীদের মধ্যে যেমন হংস,  
চতুরাশ্রমের মধ্যে যেমন সন্ন্যাস, চতুর্বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, মনুষ্যদের মধ্যে  
যেমন রাজা, অবয়বগুলির মধ্যে যেমন শির, সুরভিদ্রব্যগুলির মধ্যে যেমন  
কন্তুরী, নগরগুলির মধ্যে যেমন কাকীপুরী, তেমনি ওগো প্রিয়, সর্বধর্মের  
মধ্যে উর্দ্ধান্নায় শ্রেষ্ঠ । ২১-২৫

১ তা বি গ,—গ, গ, নাগ ।

২ তা বি গ,—খ, সর্বান্নান্নাধিপুং পুণ্যং ।

৩ র গ, প্রিয়ে ।

৪ তা বি গ,—ক, অমরাণাং যথা শিরঃ ।

নানাজন্মার্জিতাপারপুণ্যকর্মফলোদয়াৎ ।

উর্দ্ধায়্যায়ং বিজানীয়ান্নাত্থা বীরবন্দিতে ॥ ২৬ ॥

ওগো বীরবন্দিতা, নানাজন্মার্জিত অশেষ পুণ্যকর্মের ফলে জীবের উর্দ্ধায়্যায়-  
জ্ঞান হয়ে থাকে, অত্থা নয়। ২৬

ধন্যো মনুষ্যলক্ষ্যেযু জানাতি কুলসাধনম্\* ।

তেষাং লক্ষ্যেযু যঃ কচ্চিদুর্দ্ধায়্যায়ং প্রবেত্তি চ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন কুলসাধনা জানে। সে ধন্য। একরূপ লক্ষ  
ব্যক্তির মধ্যে কেউ একজন যে উর্দ্ধায়্যায়জ্ঞান লাভ করে সেও ধন্য। ২৭

ন বৈদৈর্ন্যগমৈঃ শাস্ত্রৈন' পুরাণৈঃ সুবিস্তরৈঃ ।

ন যজ্ঞৈন' তপোভির্বা ন তীর্থব্রতকোটিভিঃ ॥ ২৮ ॥

নান্যৈরূপায়ৈর্দেবেশি মন্ত্রৌষধিপুরঃসরৈঃ ।

আয়ায়ো\* জায়তে চোর্দ্ধিঃ শ্রীমদগুরুমুখং বিনা ॥ ২৯ ॥

দেবেশী, শ্রীমদগুরুমুখে ছাড়া বেদ-আগম-শাস্ত্র-পুরাণের বিস্তৃত অধ্যয়নের  
দ্বারা, যাগযজ্ঞের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, বহুতীর্থগমনের দ্বারা বা মন্ত্রৌষধিপ্রমুখ  
অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা উর্দ্ধায়্যায়ের জ্ঞান লাভ করা যায় না। ২৮-২৯

তমেবার্ষয়েত্তত্র\* সর্বজ্ঞং করুণানিধিম্ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং\* উর্দ্ধায়্যায়ার্থকোবিদম্\* ।

তস্মাদ্বেবেশি\* জানীয়াদুর্দ্ধায়্যায়ং কুলেশ্বরী ॥ ৩০ ॥

সর্বলক্ষণসম্পন্নং—সর্বলক্ষণযুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে সদগুরুর যেসব লক্ষণ নির্দিষ্ট  
হয়েছে সেইসব লক্ষণযুক্ত। নানা তন্ত্রে গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন  
ব্রহ্মসামলে ( উত্তরতন্ত্র, পটল ২ ) বলা হয়েছে—“গুরু হবেন শান্ত, দান্ত, কুলীন

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ—ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুলদর্শনম্ ।

২ তা বি গ,—ও, এবং র গ, অস্ত্রৈ ।

৩ ২৯ সংখ্যক শ্লোক ও ৩০ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে তা বি গ,—ও, এবং র গ,—তে এই  
শ্লোকাবলি পাওয়া যায়—বিধাতব্যক্তুরা দেব্যা সততঞ্চ পুনঃ স্বয়ম্ ।

৪ র গ,—এ তমেবার্ষয়েত্তত্র ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পর এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়—  
আয়ায়াং বো নরো দেবি বিজানতি চ তত্ত্বতঃ ।

৫ র গ, সর্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ ।

৬ র গ, উর্দ্ধায়্যায়ার্থকোবিদঃ ।

৭ শ্লোকাবলি ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পর এই শ্লোকাবলি পাওয়া যায়—লভতে কাক্ষিতাং  
সত্যং সত্যং বরাননে ।

অর্থাৎ কোল, বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, সুপ্রতিষ্ঠিত, শুচি, দক্ষ, স্ববুদ্ধি, আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ, ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্রতত্ত্ববিশারদ, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, মন্ত্রার্থজ্ঞাপক, রোগহীন, নিরহংকার, নিবিকার, মহাপণ্ডিত, বাকপতি, শ্রীসম্পন্ন, সর্বদা যজ্ঞবিধানকারী, পুরস্চরণকারী, সিদ্ধ, হিতাহিতবিবজ্জিত, সর্বমূলক্ষণযুক্ত, মহৎ ব্যক্তিদেব দ্বারা আদৃত, প্রাণায়ামাদিসিদ্ধ, জ্ঞানী, মৌনী, বৈরাগ্যযুক্ত, তপস্বী, সত্যবাদী, সর্বদা ধ্যানপরায়ণ, আগমার্থবিশেষজ্ঞ, নিজধর্ম-পরায়ণ, অব্যক্তলিঙ্গচিহ্নস্থ, ভাবুক, কল্যাণকরদানপরায়ণ, লক্ষ্মীবান্, ধৃতিমান্ এবং নাথ ।”

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসেও সঙ্গুরের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে । ( এ সম্বন্ধে অত্যাশ্রয় বিবরণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২৯-৭৩২ )

উর্ধ্বায়ান্নার্যবেত্তা সর্বলক্ষণসম্পন্ন সর্বজ্ঞ করুণানিধি সেই গুরুর সন্ধান যত্ন করে করতে হবে । ওগো দেবেশী, কুলেশ্বরী, তার কাছ থেকে উর্ধ্বায়ান্ন জানতে হবে । ৩০

আয়ান্নং যো নরো দেবি বিজানাতি চ তত্ত্বতঃ ।

লভতে কাজ্জিতাং সিদ্ধিং সত্যং সত্যং বরাননে<sup>১</sup> ॥ ৩১ ॥

দেবী, যে মানুষ তত্ত্বতঃ আয়ান্ন জানতে পারে, ওগো বরাননা, সে সত্য সত্য বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ করে । ৩১

উর্ধ্বায়ান্নং বিজানাতি যঃ সম্যক্<sup>২</sup> শ্রীগুরোর্মুখাৎ ।

শাস্ত্রমার্গেণ স<sup>৩</sup> নরো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শ্রীগুরুমুখে উর্ধ্বায়ান্ন অবগত হয় সে জীবন্মুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৩২

আয়ান্নমীদৃশং<sup>৪</sup> দেবি বিজানাতি চ তত্ত্বতঃ<sup>৫</sup> ।

• স বন্দ্যঃ সঙ্গুরঃ সোহর্চ্য<sup>৬</sup> স দৈবজ্ঞঃ স মাত্তিকঃ ।

স সেব্যঃ স চ সংস্তুতাঃ<sup>৭</sup> স দ্রষ্টব্যঃ<sup>৮</sup> স সাত্ত্বিকঃ<sup>৯</sup> ॥ ৩৩ ॥

১ র গ,-এ এই শ্লোকটি এখানে নেই । শ্লোকার্ধ ছুটি পৃথকভাবে অশ্রুত সম্মিলিত হয়েছে । পূর্বেই পাদটীকার আমরা তা দেখিয়েছি ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কচ্চিৎ । ৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শাস্ত্রমার্গেণৈব ।

৪ ঐ—ঙ, এবং র গ, আয়ান্নং যো নরো ।

৫ তা বি গ,—নির্দিষ্ট ক, খ, গ, পুঁথিতে এখান থেকে আরম্ভ করে দেড়খানি শ্লোক নেই ।

৬ তা বি গ,—ঘ, স গুরুঃ সোহপি ।

৭ ঐ,—ঘ, সম্ভাষ্যঃ ।

৮ র গ, ইষ্টব্যঃ ।

৯ তা বি গ,—ঘ, মমাত্তিকঃ ।



দেবী, এই প্রকার আশ্রায় যে তত্ত্বতঃ জানে সে বন্দনীয়, সদগুরু, অর্চনীয়, দেববিদ, মন্ত্রকুশল, সেবায়োগ্য, স্তবনীয়, দর্শনীয় এবং সাত্ত্বিক । ৩৩

স ব্রতী স তপস্বী চ সোহনুষ্ঠাতা স পূজকঃ ।

স বেদাগমশাস্ত্রাদিসর্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৩৪ ॥

সে ব্রতী, তপস্বী, ধর্মানুষ্ঠাতা, পূজক, বেদাগমশাস্ত্রাদিসর্ববিদ্যাবিশারদ । ৩৪

স আচার্যঃ স মতিমান্ স যতিঃ স চ কৌলিকঃ ।

স যজ্ঞা স চ পূতাত্মা স জাপী স চ সাধকঃ ॥ ৩৫ ॥

সে আচার্য, মতিমান্, যতি, কৌলিক, যাগশীল, পূতাত্মা, জপকারী এবং সাধক । ৩৫

স যোগী স কৃতার্থস্ত<sup>১</sup> স বীরঃ স চ উত্তমঃ<sup>২</sup> ।

স পুণ্যাত্মা স সর্বজ্ঞঃ<sup>৩</sup> স মুক্তঃ স শিবঃ প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥

প্রিয়ে, সে যোগী, কৃতার্থ, বীরভাবের সাধক, সে উত্তম, পুণ্যাত্মা, সর্বজ্ঞ মুক্ত, সে শিব । ৩৬

তংকুলং পাবনং দেবি ধ্যা তজ্জননী শ্রুতা<sup>৪</sup> ।

তংপিতা চ কৃতার্থঃ শ্রাস্থুক্তান্তংপিতরঃ প্রিয়ে ।

পুণ্যাস্তদ্বংশজাঃ সবে<sup>৫</sup> পূতা<sup>৬</sup> স্তম্ভিত্বান্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥

দেবী, তার কুল পাবন, জননী ধ্যা । তার পিতা কৃতার্থ, পূর্বপুরুষেরা মুক্তিপ্রাপ্ত । তার বংশোদ্ভূত সবাই পুণ্যবান্, তার মিত্রবন্ধুরাও পূত । ৩৭

বহুনেহ<sup>৭</sup> কিমুক্তেন চোদ্ধীয়ায়পরায় চ ।

স্মরণং কীর্তনং বাপি দর্শনং বন্দনং<sup>৮</sup> তথা ।

সম্ভাষণঞ্চ<sup>৯</sup> কুরুতে রাজসূয়াধিকং ফলং ॥ ৩৮ ॥

উদ্ধীয়ায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধে এখানে আর বেশী বলে কি হবে । তার স্মরণ, কীর্তন, বন্দনা যে করে, যে তাকে সম্ভাষণ করে, সে রাজসূর্যযজ্ঞের অধিক ফল পায় । ৩৮

স যত্র বসতে দেবি তত্র শ্রীবিজয়ো<sup>১০</sup> ভবেৎ ।

অনাময়ং সুভিক্ষঞ্চ সুবৃষ্টির্নিরুপদ্রবম্ ॥ ৩৯ ॥

১ তা বি গ,—উ, এবং র গ, সঙ্গতার্থস্ত ।

২ ঐ,—উ, এবং র গ, সত্তমঃ ।

৩ ঐ,—খ, গ, পরা ।

৪ ঐ,—উ, এবং র গ, স্পর্শনং ।

৫ ঐ,—খ, বিজয়ী ।

৬ তা বি গ,—খ, ধর্মজ্ঞঃ ।

৭ ঐ,—ঘ, পুণ্য ।

৮ তা বি গ,—খ, সম্ভাবন ।

দেবী, সে যে স্থানে বাস করে সেখানে শ্রী এবং বিজয় অবস্থান করে । সে-স্থান নিরাময় । সেখানে সৃষ্টি হয়, প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং কোনো উপদ্রব থাকে না । ৩৯

তস্মাদ্ গুরুপ্রসাদেন উদ্ধার্নায়ং নরোত্তমঃ ।

যো বেত্তি তত্ত্বতো দেবি স মে প্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

অতএব, দেবী, যে-নরোত্তম গুরুপ্রসাদে তত্ত্বতঃ উদ্ধার্নায় অবগত হয় সে আমার সব চেয়ে প্রিয় । ৪০

পূর্বান্নায়ঃ সৃষ্টিরূপঃ<sup>১</sup> স্থিতিরূপশ্চ<sup>২</sup> দক্ষিণঃ ।

সংহারঃ পশ্চিমো দেবি উত্তরোহনুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

দেবী, পূর্বান্নায় সৃষ্টিরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত, দক্ষিণান্নায় স্থিতিরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ স্থিতিতত্ত্ব বিবৃত, পশ্চিমান্নায় সংহাররূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ সংহারতত্ত্ব বিবৃত আর উত্তরান্নায় অনুগ্রহরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ অনুগ্রহতত্ত্ব বিবৃত । ৪১

মন্ত্রযোগং বিহ পূর্বং ভক্তিযোগঞ্চ দক্ষিণম্ ।

পশ্চিমং কর্মযোগঞ্চ জ্ঞানযোগং তথোত্তরম্ ॥ ৪২ ॥

পূর্বান্নায়কে মন্ত্রযোগ, দক্ষিণান্নায়কে ভক্তিযোগ, পশ্চিমান্নায়কে কর্মযোগ এবং উত্তরান্নায়কে জ্ঞানযোগ বলে জানবে । ৪২

পূর্বান্নায়স্য সঙ্কেতাশ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ।

দক্ষিণান্নায়সঙ্কেতাঃ পঞ্চবিংশতিরীরিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

পূর্বান্নায়ের চতুর্বিংশতি সঙ্কেত এবং দক্ষিণান্নায়ের পঞ্চবিংশতি সঙ্কেতের কথা বলা হয় । ৪৩

পশ্চিমান্নায়সঙ্কেতা দ্বাত্রিংশৎ সমুদাহৃতাঃ<sup>৩</sup> ।

বিহঃ ষট্‌ত্রিংশদান্নায়ে<sup>৪</sup> সঙ্কেতাঃ শ্রীমত্তরে<sup>৫</sup> ॥ ৪৪ ॥

পশ্চিমান্নায়ের সঙ্কেত দ্বাত্রিংশৎ বলে কথিত আর শ্রীমত্তরান্নায়ের সঙ্কেত ষট্‌ত্রিংশৎ বলে জানবে । ৪৪

১ তা বি গ,—খ, স্থিতিরূপঃ ।

২ ঐ,—খ, সৃষ্টিরূপঃ ।

৩ ঐ,—ঙ, ষাট্‌ত্রিংশৎ ; র গ, পশ্চিমান্নায়সঙ্কেতো ষাট্‌ত্রিংশৎ ।

৪ র গ, সমুদাহৃতঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, ষট্‌ত্রিংশদান্নায়ে ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, উত্তরান্নায়সঙ্কেতঃ ষট্‌ত্রিংশৎ সমুদাহৃতঃ ।

উদ্ধারায়ন্ত্য চৈতানি ন সন্তি<sup>১</sup> কুলনায়িকে ।

সাক্ষাচ্ছিব<sup>২</sup> স্বরূপত্বান্ন কিঞ্চিৎ কৰ্ম বিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

ওগো কুলনায়িকা, উদ্ধারায়ন্ত্যের এসব কিছু নেই। সাক্ষাৎ শিবস্বরূপত্ব  
এর বিষয় বলে অণ্ড কোনো কৰ্ম নেই। ৪৫

উদ্ধারায়ন্ত্য মাহাত্ম্যমহং বেদ্বি ন চাপরঃ ।

মৎস্নেহাত্ত্বঞ্চ জানাসি সত্যমেতদ্বরাননে ॥ ৪৬ ॥

ওগো বরাননা, উদ্ধারায়ন্ত্যের মাহাত্ম্য আমি জানি, অণ্ড কেউ নয়।  
তোমার প্রতি আমার প্রেমের জন্ম তুমিও জান এ কথা সত্য। ৪৬

উদ্ধারায়ন্ত্য মাহাত্ম্যামিতি তে কথিতং ময়া<sup>৩</sup> ।

সমাসেন কুলেশানি মন্ত্রমাহাত্ম্যমুচ্যতে<sup>৪</sup> ॥ ৪৭ ॥

ওগো কুলেশানী, এই তোমাকে উদ্ধারায়ন্ত্যের মাহাত্ম্য বললাম। এবার  
সংক্ষেপে মন্ত্রমাহাত্ম্য বলব। ৪৭

ইতঃ পূর্ব<sup>৫</sup> ময়া নোক্তং যস্য কস্যাপি পার্বতি ।

তদ্বদামি তব স্নেহাচ্ছৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ॥ ৪৮ ॥

পার্বতী, এর আগে এটি আর কাউকে বলিনি। তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ,  
ওগো আমার প্রাণবল্লভা, তোমাকে বলছি শোন। ৪৮

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমুদ্ধারায়ন্ত্যমধিষ্ঠিতম্<sup>৬</sup> ।

আবয়োঃ পরমাকারং যো বেত্তি স স্বয়ং শিবঃ ॥ ৪৯ ॥

উদ্ধারায়ন্ত্যে অধিষ্ঠিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র (অর্থাৎ হংস-মন্ত্র) আমাদের উভয়ের  
পরম রূপ। এটি যে জানে সে স্বয়ং শিব। ৪৯

শিবাদিক্রিমি<sup>৭</sup> পর্যন্তং প্রাণিনা প্রাণবন্ত্যনা ।

নিশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ে, শিব থেকে অতিক্রম কীট পর্যন্ত সব প্রাণীর প্রাণপথে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-  
রূপে এই মন্ত্র বর্ত্তমান। ৫০

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বসন্তি ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সাক্ষাচ্ছিব ।

৩ ঐ—খ, প্রিয়ে ।

৪ ঐ,—ঙ, মুত্তমঃ ; র গ, মুত্তমম্ ।

৫ ঐ,—ক, গ, ইতঃ পূর্বম্ ।

৬ ঐ—মতীজিতং ।

৭ তা বি গ,—গ, খ, জমপর্ণন্তং ।

অনিলেন বিনা মেঘো যথাকাশে ন বেষ্টিতে<sup>১</sup> ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ বিনা লোকস্থথা প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ে, বিনা বাতাসে মেঘ যেমন আকাশে ব্যাপ্ত হয় না তেমনি পরা-  
প্রাসাদমন্ত্র বিনা সংসারের বিস্তার হয় না । ৫১

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ সূত<sup>২</sup>মেতচ্চরাচরম্ ।

অভিন্নং তত্ত্বতো দেবী তালবৃন্তে যথানিলঃ ॥ ৫২ ॥

তালবৃন্তের সঙ্গে বাঁতাস যেমন সদাসংল্লিখিত অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে  
তত্ত্বতঃ কোনো ভেদ নেই তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্রের দ্বারা অনুসৃত এই চরাচর,  
ও উক্ত মন্ত্র তত্ত্বতঃ অভিন্ন । ৫২

বীজেহঙ্কুরস্তিলে তৈলমগ্নাবৃক্ষং রবৌ প্রভা ।

চন্দ্রে জ্যোৎস্নাহনলঃ কাঠে পুষ্পে গন্ধো জলে দ্রবঃ ॥ ৫৩ ॥

শবেদ চার্ঘ্যঃ শিবে শক্তিঃ ক্ষীরে সপিঃ ফলে রুচিঃ ।

শর্করায়াক্ষ মাধুর্যং ঘনসারে চ শীতলম্ ॥ ৫৪ ॥

নিগহানুগ্রহো মন্ত্রে প্রতিমায়াক্ষ দেবতা ।

দর্পণে প্রতিবিম্বঞ্চ সমীরে চলনং যথা ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেহপি প্রপঞ্চোহয়ং<sup>৩</sup> তথা স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

যেমন বীজে অঙ্কুর, তিলে তৈল, অগ্নিতে উষ্ণতা, সূর্যে প্রভা, চন্দ্রে জ্যোৎস্না,  
কাঠে অনল, পুষ্পে গন্ধ, জলে তরলতা, শবেদ অর্থ, শিবে শক্তি, দুগ্ধে ঘৃত,  
ফলে রুচি, শর্করায় মাধুর্য, কর্পূরে শীতলতা, মন্ত্রে নিগহানুগ্রহ, প্রতিমায়  
দেবতা, দর্পণে প্রতিবিম্ব, বাতাসে গতি, তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্রে এই প্রপঞ্চ  
অবস্থিত । ৫৩-৫৫

বটবীজে যথা বৃক্ষঃ সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠতি ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেহস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডোহপি তথা স্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥

যেমন বটের বীজে বটগাছ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত তেমনি এই পরাপ্রাসাদমন্ত্রে  
• ব্রহ্মাণ্ডও অবস্থিত । ৫৬

সুপক্ষেযু<sup>৪</sup> পদার্থেষু সুরসেযু<sup>৫</sup> কুলেশ্বরি ।

লবণেন বিনা স্বাহ যথা ভোক্তৃন<sup>৬</sup> জায়তে ॥ ৫৭ ॥

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, বেষ্টিতঃ ।

২ ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ, সূতমেত ।

৩ তা বি গ,—খ, পরাপ্রাসাদমন্ত্রেহপি প্রপঞ্চোহপি ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যথেষু ।

৫ র গ, সুরসেযু ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্ৰেণ যে বা মন্ত্ৰা ন সঙ্গতাঃ ।

তে ফলং ন প্রযচ্ছন্তি মন্ত্ৰশক্তিবিবৰ্জিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

কুলেশ্বরী, সুম্যহ পদার্থ ভাল করে রান্না করা হলেও যেমন লবণ ছাড়া হলে ভোজনকারী তাতে স্বাদ পায় না, তেমনি যে-সব মন্ত্ৰ পরাপ্রাসাদমন্ত্ৰের সহিত সঙ্গত নয় মন্ত্ৰশক্তিবিবৰ্জিত সেই সব মন্ত্ৰ ফলপ্রদ হয় না । ৫৭-৫৮

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰ গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰ যত্নসহকারে গোপন রাখতে হবে । ৫৯

বিচার্যাহং পরাগার্থান্<sup>১</sup> দর্শনান্নায়ভেদজান্ ।

সমগ্রান্ বেদম্যহং মন্ত্ৰান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ<sup>২</sup> ॥ ৬০ ॥

চিরন্তন অর্থ বিচার করে দর্শন ও আশ্রায় ভেদে জাত সমগ্র মন্ত্ৰ এবং বিবিধ শাস্ত্র আমি অবগত আছি । ৬০

সহস্রাক্ষাদয়ো দেবাঃ শাস্ত্রেষু<sup>৩</sup> বিবিধেষু চ ।

ভ্রমশ্চি তেষু মৃত্যুস্তে তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৬১ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা নানাবিধ শাস্ত্রের মধ্যে ঘুরপাক খায় । তারা তোমার মায়াবিমোহিত মূঢ় । ৬১

জায়ন্তে চ ত্রিয়ন্তে চ সংসারক্লেশভাগিনঃ ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰং ন গায়ন্তঃ কুলেশ্বরী<sup>৪</sup> ।

ন লভন্তে হি মোক্ষং তে তব মায়াবিমোহিতাঃ<sup>৫</sup> ॥ ৬২ ॥

কুলেশ্বরী, সংসারের ক্লেশভোগকারী জীবগণ জন্মায় এবং মরে । তারা শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰ সুম্বরে উচ্চারণ করে না । তোমার মায়াবিমোহিত এইসব জীব মোক্ষ লাভ করে না । ৬২

মদ্রূপে শ্রীগুরৌ যদৃ দৃঢ়া ভক্তি প্রজায়তে ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰং স জ্ঞাতা পরিমুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

মদ্রূপী শ্রীগুরুর প্রতি যার দৃঢ়ভক্তি জন্মে সে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰ অবগত হয়ে মুক্তিলাভ করে । ৬৩

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পুরাণানি ।

২ সমগ্রান্ ইত্যাদি শ্লোকার্ধ তা বি গ,—নির্দিষ্ট ক, খ, গ, ঘ পুঁথিগুলিতে নেই ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, সহস্রসংখ্যাগুণ্যাত্মশাস্ত্রাণি ।

৪ শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্ৰং ইত্যাদি শ্লোকার্ধ তা বি গ,—নির্দিষ্ট ক, খ, গ, ঘ পুঁথিগুলিতে নেই ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, তৎপ্রাসাদবিবৰ্জিতাঃ ।

পূর্বজন্মসহস্রেষু শৈবাদিসময়োদ্যতান্ ।

চতুরাশ্রায়জান্ মন্ত্রান্ গুৰ্বাজ্ঞাং যো ভজিষ্যতি<sup>১</sup> ॥ ৬৪ ॥

স পাপকঙ্ককাম্মুক্তঃ শুদ্ধাত্মা গুরুবৎসলঃ ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং বিজান্নাতি ন চাশ্রথা<sup>২</sup> ॥ ৬৫ ॥

যে পূর্বকাল বহুজন্ম ধরে শৈবাদি আচার অনুসারে চতুরাশ্রায়ের মন্ত্রসাধন করেছে এবং যে গুরুর আজ্ঞা আশ্রয় করেছে সেই শুদ্ধাত্মা গুরুবৎসল পাপ-কঙ্ককমুক্ত হয়ে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জানতে পারে, অগ্র প্রকারে নয় ॥ ৬৪-৬৫

সৰ্ৱাক্ষবিষ্ণুরূদ্ৰাশ্চ শক্রাদিসুরপুঙ্গবাঃ ।

বসুরূদ্ৰাৰ্কদিক্পালা মনুচন্দ্রাদয়ঃ প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥

মার্কণ্ডেয়াদিমুনয়ো ব'সর্গাদি মুনীশ্বরঃ ।

সনকাচাশ্চ যোগীশা জীবম্মুক্তাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

যক্ষকিন্নরগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ<sup>৩</sup> ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রজাপাল্লভিরে কামিকং<sup>৪</sup> ।

প্রাপ্য মন্ত্রমিমং পুণ্যং জপন্ত্যদ্যপি পার্বতি ॥ ৬৮ ॥

সামর্থ্যং পূজ্যতা<sup>৫</sup> বিদ্যা তেজঃ সৌখ্যমরোগিতা ।

রাজ্যং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ পরাপ্রাসাদজাপিনঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রিয়ে, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সহিত ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠরা, বসু রুদ্র অর্কাদি দিক্-পালেরা, মনু চন্দ্রাদি, মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ, বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বরগণ, সনকাদি যোগীশ্বরগণ, শুকাদি জীবম্মুক্তগণ, যক্ষকিন্নর-গন্ধর্বগণ, সিদ্ধবিদ্যাধরাদি সবাই শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করে কাম্য ফল লাভ করেছে এবং ওগো পার্বতী, আজও তারা এই পুণ্যমন্ত্র জপ করছে । পরাপ্রাসাদজপকারীর সামর্থ্য, পূজ্যতা, বিদ্যা, তেজ, সৌখ্য, রোগহীনতা, রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৬৬-৬৯

ব্রহ্মেন্দ্ররূদ্ৰবিষ্ণুনাংপি দৃশ্যতে<sup>৬</sup> পদম্ ।

• সর্বকর্মবিহীনোহপি পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং ।

সুখেন যাং গতিং যাতি ন তাং সর্বৈহপি ধামিকাঃ ॥ ৭০ ॥

১ তা বি গ,—খ, সর্বজ্ঞো যো ভাবজ্ঞাত । ২ ঐ,—খ, যো বিজান্নাতি ন-অশ্রথা ।

৩ র গ, যক্ষাঃ । ৪ র গ, কিন্নরগন্ধর্বসিদ্ধাবিদ্যাধরাদয়ঃ ।

৫ তা বি গ,—ক, ঘ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রপ্রভঞ্জনিতং ফলম্ ।

৬ তা বি গ,—ক, ঘ, পুষ্টতা ; ঐ,—গ, পুষ্টতা ; ঐ—ঙ, এবং র গ, পুজিতা ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ব্রহ্মেন্দ্রব্রহ্মবিষ্ণুনাংভূতীয়তে ।

৮ তা বি গ,—ক, ধর্মকর্ম ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত-ক্রিয়াকর্মহীন হলেও অনায়াসে যে-গতি লাভ করে তা ধার্মিকেরাও লাভ করতে পারে না। ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র বিশ্বঃ ঐদেবঃও যে-পদ দূরধিগম্য তা সে লাভ করে। ৭০

তস্য চিন্তামণিঃ কামধেনুঃ কল্পতরুর্গৃহে।

কুবেরঃ কিস্করঃ সাক্ষাৎ পরাপ্রাসাদজাপিনঃ ॥ ৭১ ॥

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজপকারীর ঘরে চিন্তামণি, কামধেনু, কল্পতরু। সাক্ষাৎ কুবের তার কিস্কর। ৭১

যথা দিব্যমণিঃ স্পর্শাল্লোহো ভবতি কাঞ্চনম্।

পরাপ্রাসাদজাপাচ্চ<sup>১</sup> পশুঃ পশুপতির্ভবৎ ॥ ৭২ ॥

যেমন দিব্যমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায় তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্র জপের দ্বারা পশু পশুপতি হয়ে যায়। ৭২

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং যো বিজানাতি তত্ত্বতঃ।

স মাং ত্বাক্ষ বিজানাতি চাবয়োরপ্যতিপ্রিয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

যে তত্ত্বতঃ শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জানে সে আমাকে এবং তোমাকে জানে। সে আমাদের উভয়ের অতিপ্রিয়ও বটে। ৭৩

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞঃ স্বপচোহপি হি পার্বতি।

দেবতাস্থাপনে শক্তঃ প্রতিমাদৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পার্বতী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চণ্ডাল হলেও প্রতিমাদিতে দেবতার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭৪

মন্ত্রমাত্রস্ত<sup>২</sup> যো বেত্তি পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্।

স্বপচোহপি হি মুচ্যতে কিং পুনস্তদ্বিধানবিৎ ॥ ৭৫ ॥

পরাপ্রাসাদ নামক মন্ত্রটি যে শুধুমাত্র জানে সে চণ্ডাল হলেও মুক্তিলাভ করে আর যে বিধানসহ মন্ত্রটি জানে তার আর কথা কি। ৭৫

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞো যৎ করোতি যদিচ্ছতি।

যদ্ ক্র<sup>৩</sup>তে তন্মহেশানি তপো ধ্যানং জপো ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥

ওগো মহেশানী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ যা করে, যা ইচ্ছা করে, যা বলে, তাই তপ, ধ্যান এবং জপ হয়ে যায়। ৭৬

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, রস।

২ ঙ্র,—ঙ, এবং র গ, পরাপ্রাসাদজাপী যঃ।

৩ তা বি গ,—খ, যন্ত্রমন্ত্রস্ত।

দীক্ষাপূর্বং মহেশানি পারম্পর্যসমব্রিতম্ ।

পরাপ্রাসাদমস্ত্রং যো বেত্তি সোহহং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

ওগো মহেশানী, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে যে পরম্পরায়ুক্ত এই পরাপ্রাসাদমস্ত্র অবগত হয় সে আমার থেকে অভিন্ন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । ৭৭

চরাচরসমেতানি ভুবনানি চতুর্দশ ।

পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞদেহে তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥ ৭৮ ॥

যে পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞ তার দেহে চরাচরসমেত চতুর্দশ ভুবন নিত্য অবস্থিত । ৭৮

পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞো যত্র তিষ্ঠতি ভাবিনি ।

দিব্যক্ষেত্রং সমুদ্ভিষ্টং সমস্তাদ্ধশযোজনম্ ॥ ৭৯ ॥

ওগো ভাবিনী, পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞ যেখানে থাকে তার চারদিকে দশ যোজন পর্যন্ত দিব্যক্ষেত্র বলে কথিত । ৭৯

পরাপ্রাসাদমস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং কুলনায়িকে ।

সূরাসূরাস্চ বন্দন্তে<sup>১</sup> কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৮০ ॥

ওগো কুলনায়িকা, যে পরাপ্রাসাদমস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব জানে তাকে সূরাসুর বন্দনা করে ; মনুষ্যাদির আর কথা কি । ৮০

পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞো যত্র তিষ্ঠতি পার্বতি<sup>২</sup> ।

সিদ্ধক্ষেত্রং মদীয়ং বা মুনিদেবগণৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥

পার্বতী, পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞ যেখানে থাকে সে স্থান সিদ্ধক্ষেত্র অথবা মুনিগণ এবং দেবগণের সহিত আমার ক্ষেত্র ( অর্থাৎ শিবক্ষেত্র ) । ৮১

শৈব<sup>৩</sup> বৈষ্ণবদোর্গার্কগাণপত্যোন্দুসম্ভবান্ ।

সর্বমন্ত্রান্ স জানাতি পরাপ্রাসাদমস্ত্রবিৎ ॥ ৮২ ॥

যে পরাপ্রাসাদমস্ত্রবিৎ শৈব বৈষ্ণব দোর্গ সৌর গাণপত্য চাল্ল সব মন্ত্রই সে জানে । ৮২

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রো জিহ্বাগ্রে যস্য বর্ততে ।

তস্য দর্শনমাত্রেন স্বপচোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

১ তা বি গ,—খ, সর্বদা ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বদন্তি ।

৩ ঐ—ক, গ, ঘ, পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞমুতিষ্ঠতি মন্ত্রবিৎ ; র গ, পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞমুতিষ্ঠতি পার্বতি ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সৌর ।



যার জিহ্বাগ্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র অবস্থিত তার শুধুমাত্র দর্শনের দ্বারাই চণ্ডালও মুক্তি লাভ করে । ৮৩

ব্রাহ্মণো বাহন্যজো বাপি শুচির্বাণ্যশুচিঃ প্রিয়ে<sup>১</sup> ।

পরাপ্রাসাদজাপী যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রিয়ে, ব্রাহ্মণ হোক কি অন্যাঙ্গই হোক, শুচি হোক কি অশুচিই হোক, যে পরাপ্রাসাদমন্ত্র জপ করে সে মুক্ত এ সম্বন্ধে সংশয় নেই । ৮৪

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো<sup>২</sup> ইপি বা ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রোহয়ং দেবেশি ন চ নিষ্ফলঃ ॥ ৮৫ ॥

দেবেশী, কি গমনকারী কি অবস্থানকারী, কি জাগ্রত কি সুপ্ত, কারোই এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র নিষ্ফল হয় না । ৮৫

চিরৈণৈকৈকফলদা মন্ত্রাঃ সন্তি সহস্রশঃ ।

কুলেশি মন্ত্ররাজোহয়ং শীঘ্রং সর্বফলপ্রদঃ ॥ ৮৬ ॥

ওগো কুলেশানী, দীর্ঘকালে একটিমাত্র ফল প্রদান করে এরূপ হাজার হাজার মন্ত্র আছে । এই মন্ত্রটি মন্ত্ররাজ । এটি শীঘ্র সর্বফল প্রদান করে । ৮৬

পরাপ্রাসাদমন্ত্রোহয়ং সর্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ।

জ্ঞানতোহি জ্ঞানতো বাপি<sup>৩</sup> ভজতাং কামদো মনুঃ<sup>৪</sup> ॥ ৮৭ ॥

এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র সমস্ত উত্তম মন্ত্রের মধ্যেও উত্তম । জ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক যারা এই মন্ত্রের সেবা করে মন্ত্রটি তাদের কামনা পূর্ণ করে । ৮৭

শচীন্দ্রো রোহিণীচন্দ্রো স্বাহাগ্নী চ প্রভারবী ।

লক্ষ্মীনাভায়ণো বাণী ধাতারো রাজিবাসরো ॥ ৮৮ ॥

অগ্নীষোমৌ বিন্দুনাদৌ দেবি প্রকৃতিপুরুষৌ ।

আধারাদেয়নামানৌ ভোগমাক্ষৌ কুলেশ্বরি ॥ ৮৯ ॥

প্রাণাপানৌ চ বাগর্থো প্রিয়ে<sup>৫</sup> বিধিনিষেধকৌ ।

সুখহঃখাদি যদ্ দ্বন্দ্বং দৃশ্যতে জ্ঞায়তে যথা<sup>৬</sup> ।

সর্বলোকেষু তৎ সর্বমাব্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

১ তা বি গ,—খ, শিবে; ঐ,—উ, এবং র গ, শুচির্বাণ্যবাহশুচিঃ ।

২ র গ, স্বপতো ।

৩ তা বি গ,—খ, জ্ঞানতোহি জ্ঞানতঃ বাপি ।

৪ ঐ,—ক, গ, মণিঃ ।

৫ ঐ,—উ, এবং র গ, শব্দার্থে প্রিয়ে ।

৬ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—দ্বত পাঠ; তা বি গ, যথা ।

দেবী কুলেশ্বরী, শচী-ইন্দ্র, রোহিণী-চন্দ্র, স্বাহা-অগ্নি, প্রভা-রবি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, বাণী-ব্রহ্মা, রাজি-দিবস, অগ্নি-সোম, বিন্দু-নাদ, প্রকৃতি-পুরুষ, আধার-আধেয়, ভোগ-মোক্ষ, প্রাণ-অপান, বাক্-অর্থ, বিধি-নিষেধ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যে যে যুগ্ম যেমন দৃষ্ট বা ক্রুত হয় সে-সবই নিঃসংশয় তুমি এবং আমি। ৮৮-৯০

পুংস্ত্রীরূপাণি সর্বাণি চাবয়োরংশকানি<sup>১</sup> হি ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রোহয়ং তস্মাৎ সর্বাঙ্কো ভবেৎ<sup>২</sup> ॥ ৯১ ॥

স্ত্রী-পুরুষরূপী সবই<sup>৩</sup> আমাদেরই অংশ। সেইজগৎ, এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র সর্বাঙ্ক ( এই মন্ত্রে শিবশক্তির যুগলরূপ অনুসৃত )। ৯১

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরী ।

নিষ্কলং<sup>৪</sup> নির্মলং নিত্যং নিগুণং<sup>৫</sup> বোমসস্নিভম্<sup>৬</sup> ॥ ৯২ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, পরব্রহ্ম অরূপ, ভাবনার অগম্য, নিষ্কল, নির্মল, নিত্য, নিগুণ ও আকাশস্নিভ। ৯২

অনন্তমব্যয়ং<sup>৭</sup> তত্ত্বং মনোবাচ্যমগোচরম্ ।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রার্থসঙ্কানং সম্প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥

অনন্ত অব্যয় অবাঞ্ছনসোগোচর ব্রহ্মতত্ত্ব পরাপ্রাসাদমন্ত্রের অর্থ অভিনিবেশের ফলে প্রকাশিত হয়। ৯৩

তস্মান্নানুমিদং<sup>৮</sup> দেবি পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্ ।

পরতত্ত্বরূপত্বং সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥ ৯৪ ॥

শিবশক্তিময়ত্বাচ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদানতঃ ।

সকর্মাপি চ নিষ্কর্ম সগুণঞ্চাপি নিগুণম্ ॥ ৯৫ ॥

দেবী, সেইজগৎ পরাপ্রাসাদ নামক এই মন্ত্র পরতত্ত্বরূপ সচ্চিদানন্দলক্ষণ শিবশক্তিময় ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী বলে সকর্মা হয়েও নিষ্কর্মা, সগুণ হয়েও নিগুণ। ৯৪-৯৫

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং সর্বমহু শিরোমণি<sup>৯</sup> ।

জপন্ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥

১ তা বি গ,—উ, এবং র গ, রংশকানি ।

২ তা বি গ,—খ, জপেৎ ।

৩ ঐ,—উ, এবং র গ, নিষ্কলং ।

৪ তা বি গ,—ক, নিগুণঞ্চ সমস্নিতম্ ।

৫ ঐ,—উ, এবং র গ অনন্তমমলং ।

৬ র গ, তস্মান্নানুমিদং ।

৭ র গ, শিরোমণিম্ ।

সর্বমন্ত্ৰের শিরোমণি শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করলে জীব ভুক্তি এবং মুক্তি লাভ করবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই । ৯৬

বহুনাড্র কিমুক্তেন সর্বসারং শৃণু প্রিয়ে ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রসমং মন্ত্রং<sup>১</sup> ন বিদ্যতে ॥ ৯৭ ॥

প্রিয়ে, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে আর কি হবে। সর্বসার কথা শোন, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মতো মন্ত্র আর নেই । ৯৭

ইদমেব পরং জ্ঞানমিদমেব পরং তপঃ ॥

ইদমেব পরং ধ্যানমিদমেব পরার্চনম্ ॥ ৯৮ ॥

ইদমেব পরা দীক্ষা ইদমেব পরো জপঃ ।

ইদমেব পরং তত্ত্ব<sup>২</sup>মিদমেব পরং ব্রতম্ ॥ ৯৯ ॥

ইদমেব পরো যজ্ঞ ইদমেব পরাংপরম্ ।

ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরং ফলম্ ॥ ১০০ ॥

ইদমেব পরং ব্রহ্ম<sup>৩</sup> ইদমেব পরা গতিঃ ।

ইদমেব পরং গুহ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।

ইতি মত্বা মনুবরং তন্নিষ্ঠঃ<sup>৪</sup> স্যাৎ সদা প্রিয়ে ॥ ১০১ ॥

এইটিই পরম জ্ঞান, পরম তপস্যা, পরম ধ্যান, পরম অর্চনা, পরা দীক্ষা, পরম জপ, পরম তত্ত্ব, পরম ব্রত, পরম যজ্ঞ, পরাংপর, পরম শ্রেয়, পরম ফল, পর ব্রহ্ম, পরা গতি, পরম গুহ্য কথা নিঃসংশয় সত্য। প্রিয়ে, এইরূপে এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠের চিন্তা করে জীবের তন্নিষ্ঠ হওয়া উচিত । ৯৮-১০১

আগমোক্তেন বিধিনা ক্রমং<sup>৫</sup> পূজাপুরঃসরম্ ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।

মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাदिमहापापैश्च पक्षभिः ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মহত্যাदिमहापापैश्च पक्षभिः—ব্রহ্মহত্যাदि পক্ষ মহাপাপ থেকে। ব্রহ্মহত্যা, নিষিদ্ধ-সুরাপান, চৌর্য, বিমাতৃগমন এবং এই চতুর্বিধ পাপীর সহিত সংসর্গ—এই পক্ষ মহাপাপ।

যে আগমোক্তেন বিধি-অনুসারে ক্রমপূজা করে (অর্থাৎ যথাবিহিত ক্রম-অনুসারে করে) শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে সে ব্রহ্মহত্যাदि पक्षमहापाप থেকে মুক্ত হবে । ১০২

১ র গ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রসমোমন্ত্রে ।

২ ত্রৈ, —তত্ত্ব ।

৩ ত্রৈ বি গ, —ব্র, দেবি ।

২ র গ, ব্রহ্ম ।

৪ ত্রৈ বি গ, —ও, এবং র গ, বন্নিষ্ঠঃ ।

দ্বিশতং যো জপেদেবি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।

চতুরশীতি<sup>১</sup>লক্ষাংশচ ধারয়ন্<sup>২</sup> চরিতৈরপি ॥ ১০৩ ॥

অযোনি<sup>৩</sup>জ্ঞানচরিতৈরসংখ্যাজননার্জিতৈঃ ।

বার্দ্ধক্যে যৌবনে বাল্যে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ॥ ১০৪ ॥

কর্মণা মনসা বাচা জ্ঞানাজ্ঞানকৃতৈরপি ।

মহাপাতকসমুজ্জৈশ্চ হৃদপপাতক<sup>৪</sup>কোটিভিঃ ।

মুচ্যতে নার্ত্ত সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ বরাননে ॥ ১০৫ ॥

দেবী, যে হুঁশ বার শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করে তার চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জীবন ধারণ করে কৃত এবং নরযোনিতে অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করে সেই সেই জন্মে বার্দ্ধক্যে যৌবনে বাল্যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় মনে বাক্যে কর্মে জ্ঞানে অজ্ঞানে কৃত মহাপাতকসমূহ এবং কোটি উপপাতক থেকে সে নিঃসন্দেহ মুক্ত হয়, ওগো বরাননা, একথা সত্য । ১০৩-১০৫

ত্রিশতং যো জপেদেবি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।

সর্বক্রতুষু যৎ পুণ্যং সর্বদানেষু যৎ ফলম্ ॥ ১০৬ ॥

সর্বব্রতেষু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ।

তৎ ফলং লভতে দেবি নাত্র কার্ঘ্য বিচারণা ॥ ১০৭ ॥

দেবী, সর্বযজ্ঞে যে-পুণ্য হয়, সর্বদানে যে-ফল হয়, সর্বব্রত পালনে যে-পুণ্য হয় এবং সর্বতীর্থে গমনে যে-ফল হয়, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যে তিনশ বার জপ করে, সে সেই সব ফল লাভ করে, এ বিষয়ে বিতর্ক চলে না । ১০৬-১০৭

চতুঃশতং জপেদ্ যন্তু শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।

সদা তস্য গৃহদ্বারে হ্যগ্নিমা<sup>৫</sup>দি<sup>৬</sup> অষ্টসিদ্ধয়ঃ ।

বসন্তে<sup>৭</sup> নাত্র সন্দেহঃ সর্বসিদ্ধি সমন্বিতাঃ ॥ ১০৮ ॥

যদ্ যন্মনোহিভিলষিতং তত্তৎ প্রাপ্নোতাসংশয়ঃ<sup>৮</sup> ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সাক্ষাত্তস্য করে স্থিতাঃ ॥ ১০৯ ॥

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, চতুর্বিংশতি ।

২ তা বি গ,—খ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, চতুরশীতিলক্ষাংশধারণা ।

৩ তা বি গ,—ও, এবং র গ, অযোনি ।

৪ র গ, উপপাতক ।

৫ র গ, প্যাগ্নিমা<sup>৫</sup>সিদ্ধয়ঃ ।

৬ তা বি গ,—ও, এবং র গ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, সেবন্তে ।

৭ তা বি গ,—ও, প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ; র গ, আনোতি নিত্যশঃ ।

সালোক্যপ্রমুখাং দেবি লভেদ্বুক্তিং চতুর্বিধাম্ ।

সত্যমেতন্ন সন্দেহঃ সাধকঃ কুলনাগ্নিকে ॥ ১১০ ॥

অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধয়ঃ—অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি । অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামবসান্নিতা এই অষ্টসিদ্ধি ।

সালোক্যপ্রমুখাং চতুর্বিধাং মুক্তিং—সালোক্য, সারূপ্য, সাক্ষি এবং সামুজ্য এই চার রকম মুক্তি ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যে চার-শ বার জপ করে, সর্বসিদ্ধিসমন্বিত অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি সর্বদা তার দ্বারে অবস্থান করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ১০৮

তার মনে যে যে অভিলাষ থাকে সে-সব নিঃসংশয় পূর্ণ হয় । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রত্যক্ষ তার করস্থ । ১০৯

দেবী কুলনাগ্নিকা, এরূপ জপকারী সাধক সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে একথা নিঃসন্দেহ সত্য । ১১০

জপেৎ পঞ্চশতং যন্ত শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।

তৎফলং নৈব শক্নোমি কথিতুং কুলনাগ্নিকে ॥ ১১১ ॥

ওগো কুলনাগ্নিকা, যে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র পাঁচ শ বার জপ করে আমি তার সেই জপের ফল ব্যক্ত করতে পারব না । ১১১

তন্মাং সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং জপেদ্ ভুক্তিবিমুক্তয়ে ॥ ১১২ ॥

অতএব, ভুক্তিমুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে সর্বাবস্থায় সর্বদা শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করা উচিত । ১১২

নাস্তি গুর্বাধিকং তত্ত্বং ন শিবাধিকদৈবতম্ ।

ন হি বেদাধিকা বিদ্যা ন কোলসম দর্শনম্ ॥ ১১৩ ॥

গুর্বাধিকং তত্ত্বং—গুরুর বাড়া তত্ত্ব । তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব ও গুরুমাহাত্ম্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ।

যেমন—কোলাবলোনির্ণয়ে ( পঃ ১০ ) বলা হয়েছে—গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর, গুরু মন্ত্র, গুরু জপ, গুরুই পরমতপ ।

যোগিনীতন্ত্রে আছে—আদিনাথ মহাকালই সর্বমন্ত্রের গুরু, অগ্ন কেউ নহে ।

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্রেও ( ১৩।৫১-৫২ ) বলা হয়েছে—যে-শিব সর্বগ সূক্ষ্ম উন্ননা নিষ্কল অব্যয় বোমাকার অজ অনন্ত তাঁর পূজা কি করে হবে ? এইজগৎ সাক্ষাৎ শিব গুরু-রূপ ধারণ করেন এবং ভক্তিভরে পূজিত হয়ে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে—গুরু সাক্ষাৎ শিব । তিনি সর্বার্থসাধক । গুরুই পরমতত্ত্ব । সমস্ত জগৎ গুরুময় । ( এ সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণাদি সহ বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮-৭৪১ ) ।

গুরুর বাড়া তত্ত্ব নেই, শিবের বাড়া দেবতা নেই, বেদের বাড়া বিদ্যা নেই, কোলদর্শনের বাড়া দর্শন নেই । ১১৩

ন কুলাদধিকং জ্ঞানং<sup>১</sup> ন জ্ঞানাদধিকং সুখম্ ।

নাষ্টাঙ্গা চাধিকা<sup>২</sup> পূজা ন হি মোক্ষাদধিকং ফলম্<sup>৩</sup> ।

ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পূজা—তন্ত্রশাস্ত্রে এবং আচার্যদের ব্যাখ্যায় পূজার মূলগত ভাবটি ব্যক্ত করা হয়েছে । মহানির্বাণতন্ত্রে (১৪।১২৩) সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যকে পূজা বলা হয়েছে ।

ভাবনোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন—“লোকব্যবহারে বিশেষার্থরূপ জলবিন্দুাদি নৈবেদ্য এবং পূজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণসম্বন্ধই পূজা ।” আরাধ্য দেবতার কাছে আত্মসমর্পণই পূজা । পূর্ণ-আত্মসমর্পণে পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মলয় ঘটে । শাস্ত্রে আছে—“পুষ্পাদি দিয়ে পূজা হয় না । নির্বিকল্প মহাবোধ্যমে অর্থাৎ পরমশিবে বা ব্রহ্মে যা বুদ্ধিকে দৃঢ় করে তা-ই পূজা । সে পূজা পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্ম-লয় ছাড়া আর কিছুই নয় ।”—( তন্ত্রালোকের (৪।১২১) জয়রথকৃত টীকায় উদ্ধৃত তন্ত্রবচন ) ।

পূজার মূলগত ভাব যে আরাধ্য আরাধকের ঐক্য আচার্য অভিনবগুপ্তও পূজার দার্শনিক ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন । তাঁর মতে ( তন্ত্রালোক, ৪।১২১ দ্রষ্টব্য ) “রূপরসাদি বিভিন্ন ভাবসমূহের সঙ্গে দেশকালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন নিরূপাধিক পূর্ণসম্বিদ্ভূতপী আত্মার সংগতি অর্থাৎ একীকরণ পূজা ।”

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ন কুলজাধিকো জ্ঞানী ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নাষ্টাঙ্গাদধিকা ; তা বি গ,—খ, গ, ঘ, নাষ্টাঙ্গাধিকা ।

৩ নাষ্টাঙ্গা চাধিকা ইত্যাদি এবং ইদং সত্যমিত্যাদি শ্লোকার্ঘ্যবোধের মধ্যে র গ,—এ শ্রীপ্রাসাদপরামিত্তাদধিকং নৈব বিদ্যতে এই শ্লোকার্ঘ্যপাওয়া যাচ্ছে ।

পূজার অষ্টাঙ্গ—পূজার অঙ্গ গণনা করলে আটের বেশী হয়ে যায় । আমাদের মনে হয় এখানে নিম্নোক্ত আটটি অঙ্গের ইঙ্গিত করা হয়েছে । কেননা, অগ্ন্যাগ্ন সব অঙ্গ মোটের উপর এই আটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । অষ্ট অঙ্গ, যথা—পঞ্চগুহি ( ঘাস প্রাণায়ামাদি এর অন্তর্ভুক্ত ), দেবতাপ্রতিষ্ঠা ( আবাহনাদি এর অন্তর্ভুক্ত ), ধ্যান, অর্চনা, জপ, হোম তর্পণ এবং উদ্বাসন । অবশ্য, ষড়ঙ্গ পূজার কথাও তত্ত্বে পাওয়া যায় ।, যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে (২২।৮৪) ধ্যান, পূজা, জপ, হোম, ঘাস ও তর্পণ পূজার এই ষড়ঙ্গের কথা বলা হয়েছে ।

কৌলজ্ঞানের বাড়ী জ্ঞান নেই । জ্ঞানের বাড়ী সুখ নেই । একথা নিঃসংশয় সত্য নত্য সত্য । ১১৪

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমাহাত্ম্যমিহ বর্ণিতুম্<sup>১</sup> ।

ন শকোমি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১৫ ॥

ওগো বরারোহা, শতকোটিকল্পেও আমি শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারব না । ১১৫

গিরৌ সর্বপমাত্রস্ত সাগরে বালুকা যথা<sup>২</sup> ।

তথা চ মন্ত্রমাহাত্ম্যং কিঞ্চিতে কথিতং ময়া ॥ ১১৬ ॥

পর্বতের তুলনায় সরষের মতো, সাগরের তুলনায় বালুকার মতো মন্ত্র-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিংমাত্র তোমাকে বললাম । ১১৬

উর্দ্ধান্নায়স্য মাহাত্ম্যং শ্রীপ্রাসাদপরামনোঃ ।

ইতি তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৭ ॥

দেবী, উর্দ্ধান্নায় ও শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মাহাত্ম্য এই তোমাকে বললাম । আর কি শুনেতে চাও ।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষ্যেষু পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধান্নায়তন্ত্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রকথনং নাম তৃতীয় উল্লাসঃ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

সপাদলক্ষ্যলোকযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভুক্ত উর্দ্ধান্নায়তন্ত্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রকথন নামক তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

১ তা বি গ,—খ, মাহাত্ম্যমিদমভূতং ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বালুকামি চ ।

## চতুর্থ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্<sup>১</sup> ।

মন্তরাজং বদেশান ন্যাসধ্যানাদিভিঃ সহ ॥ ১ ॥

ন্যাস—ললিতাসহস্রনামের (১।৪) টীকায় “ভাস্কররায় ন্যাস শব্দের অর্থ করেছেন সেই সেই দেবতার সেই সেই অবয়বে অবস্থাপন । অবস্থাপন অর্থ অবস্থিতিভাবনা । কাজেই ন্যাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর ইচ্ছদেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবনা ।”

“অস্-ধাতু থেকে ন্যাসশব্দ নিষ্পন্ন । অস্-ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ এবং স্থাপন । কাজেই ন্যাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিক্ষেপ এবং স্থাপন । দেহ সম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেইস্থলে দেবত্বভাবনা বা ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য ।” (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫২) ।

ধ্যান—“ধ্যান শব্দের সহজ অর্থ চিন্তা । পাণ্ডপতসূত্রের (৫।২৪) ভাষ্যে কৌণ্ডিন্য লিখেছেন ধ্যান অর্থ চিন্তা । কিন্তু যে-কোনো রকম চিন্তাকে ধ্যান বলে না । শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা, উত্তর ভাগ ২৯।১২) আছে—ঐ ধাতু চিন্তার্থক । অবিক্ষিপ্ত মনে মুহূর্ন্ত শিবচিন্তাকে বলে ধ্যান । শিবচিন্তা উপলক্ষণ, শিবচিন্তা অর্থ অভীচ্ছদেবতাচিন্তা ।”

আলোচ্য “কুলার্ণবতন্ত্রে (১৭।৩৬) স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—সমস্ত ইন্দ্রিয়সম্ভাপ মনের দ্বারা সংযত করে মনের মধ্যে ইচ্ছদেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান ।” (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯০২)

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের বিষয় শুনতে চাই । ঈশান, ন্যাস-ধ্যানাদি সহ এই মন্তরাজ বল । ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ<sup>২</sup> শিবাকারঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনামাত্র জীব শিবরূপ হয়ে যায় ৮২

১ তা বি গ,—খ, পরাশ্রকম্ ।

২ তা বি গ,—খ, শ্রবণমাত্রেণ ; ঐ,—ঘ, দর্শনমাত্রেণ ।



ইতঃ পূর্বং ময়া নোক্তো মন্ত্রোহয়ং যস্য কথ্যচিৎ ।

তব স্নেহাদবদাম্যাদ্য শৃণু মৎ<sup>১</sup>প্রাণবল্লভে ॥ ৩ ॥

এর আগে এই মন্ত্র আমি আর কাউকে বলিনি । ওগো আমার প্রাণবল্লভা, তোমাকে ভালবাসি বলে আজ বলছি, শোন । ৩

অনন্তচন্দ্রভুবনমিন্দুবিন্দুযুগান্বিতঃ ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ৪ ॥

সাংকেতিক ভাষায় মন্ত্রটি বিবৃত হয়েছে । এইভাবে উদ্ধার করা হবে—  
অনন্তঃ=হ ; চন্দ্রভুবনম্=ং ( চন্দ্রঃ অংকারঃ ভুবনম্ উৎপত্তিস্থানং যস্য সঃ অনুস্বারঃ ) ; ইন্দুঃ=স ; বিন্দুদ্বয়যুগান্বিতঃ=দুটি বিন্দু ( : ) দ্বারা যুক্ত ।  
তা হ'লে দাঁড়াল 'হংসঃ' ।

অনন্ত চন্দ্রভুবন ইন্দুবিন্দুযুগান্বিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র ভুক্তিমুক্তিফল প্রদান করে । ৪

পরাপ্রাসাদমন্ত্রস্ত সাদিরুক্তঃ কুলেশ্বরি ।

প্রকাশানন্দরূপত্বাৎ প্রত্যক্ষফলদানতঃ ॥ ৫ ॥

প্রসন্নচিত্তবশ্যত্বাৎ<sup>২</sup> প্রসিদ্ধার্থনিরূপণাৎ ।

প্রাক্তনায<sup>৩</sup> প্রশমনাৎ<sup>৪</sup> প্রপন্নার্তিবিনাশনাৎ<sup>৫</sup> ।

প্রসাদং<sup>৬</sup>করণাৎ<sup>৭</sup> শীঘ্রাৎ<sup>৮</sup> প্রাসাদমনুরীতিতঃ ॥ ৬ ॥

সাদিরুক্তঃ—যে মন্ত্রের আদিতে 'স' থাকে তাকে 'সাদি' বলা হয় । হংসঃ ক্রুত উচ্চারণে সংহং হয়ে যায় । কাজেই একে সোহং মন্ত্রও বলা যেতে পারে । এই বিচারে হংসঃ-মন্ত্রকে 'সাদি' বলা যায় ।

কুলেশ্বরী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রকে সাদি-মন্ত্র বলা হয় । এটি প্রকাশানন্দ স্বরূপ, প্রত্যক্ষফলপ্রদ । চিত্তকে প্রসন্ন ও বশীভূত করে, প্রসিদ্ধার্থ নিরূপণ করে, প্রাক্তন পাপ প্রশমিত করে । শরণাগতের আৰ্ত্তি নাশ করে,<sup>৯</sup> শীঘ্র অনুগ্রহ করে, এইজন্য একে প্রাসাদমন্ত্র বলা হয় । ৫-৬

পরতত্ত্বরূপত্বাৎ<sup>১০</sup> পরমাখ্যা<sup>১১</sup> প্রকাশনাৎ ।

পরমানন্দজননাৎ<sup>১২</sup> পরধর্মনিদর্শনাৎ<sup>১৩</sup> ॥ ৭ ॥

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, তৎ ।

৩ ঐ,—ক, প্রাক্তনম্ ।

৫ র গ, প্রাসাদ ।

৭ তা বি গ,—খ, পরমার্থ ।

৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পরমৈশ্বর্যাকারণাৎ ।

২ ঐ,—খ, ঘ, রহস্যত্বাৎ ।

৪ ঐ,—গ, ঘ, নিবারণাৎ ।

৬ ঐ, শীঘ্রাৎ ।

৮ ঐ,—ঘ, পরজ্ঞানম্ ।

পরোক্ষফলদানাত পরমৈশ্বর্যকারণাৎ<sup>১</sup> ।

পরত্নাং সর্বমন্ত্রাণাং পরামন্ত্র ইতীরিতঃ ॥ ৮ ॥

এই মন্ত্র পরতত্ত্বস্বরূপ, পরমাত্মার প্রকাশক, পরমানন্দ উপলব্ধিকারী, পরধর্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্মের নিদর্শন, পরোক্ষফলপ্রদানকারী, পরমৈশ্বর্যের কারণ এবং সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এইজন্য একে পরামন্ত্র বলা হয় । ৭-৮

কুলমন্ত্রমিদং দেবি ত্বাসং শৃণু বদামি তে<sup>২</sup> ।

আদৌ<sup>৩</sup> প্রাতঃ সমুথায় গুরুদেবানু<sup>৪</sup> চিন্তনম্ ॥ ৯ ॥

দেবী, এটি কুলমন্ত্র । এবার ত্বাসের কথা বলছি, শোন । প্রথমে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গুরু ও ইষ্টদেবতার চিন্তা করতে হবে । ৯

সকল্মলেন স্মৃতা চ<sup>৫</sup> কুর্যাদ্বিন্মত্ৰমোচনম্ ।

শৌচাশ্বশোধনং স্নানং সঙ্ক্যাতর্পণমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

স্নান—প্রাতঃকৃত্যাদির পর সাধকের পক্ষে স্নানাদি বিহিত । শাস্ত্রে স্নানের বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদ করা হয়েছে । প্রথমে বৈদিক স্নান করে পরে তান্ত্রিক স্নান করতে হবে ।

তন্ত্রে সপ্তবিধ তান্ত্রিক স্নানের বিবরণ পাওয়া যায় । যথা—মাত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ এবং মানস ( বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ ৮৩৩-৩৮ ) ।

সঙ্ক্যা—বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ । প্রথমে বৈদিক সঙ্ক্যা করে পরে তান্ত্রিক সঙ্ক্যা করা বিধি । তান্ত্রিক সঙ্ক্যা নিত্য কর্তব্য ( বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৪০-৪৭ ) ।

তর্পণ—তর্পণও দ্বিবিধ, বৈদিক এবং তান্ত্রিক । প্রথমে বৈদিক তর্পণ করে পরে তান্ত্রিক তর্পণ করতে হয় । গায়ত্রী জপের পর ইষ্টদেবতাকে জপ ক্ষমর্পণ করে তর্পণ করা বিধি ( বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৪৫-৪৬ ) ।

একবার মূলমন্ত্রে আরাধ্যের স্মরণ করে সাধক মলমূত্র-ত্যাগ, শৌচ, মুখ-প্রক্ষালন, স্নান, সঙ্ক্যা ও তর্পণ করবে । ১০

১ র গ, পরধর্মনিদর্শনাৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বরাননে ।

৩ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, অথ ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, দেবানু ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—দ্ব্যন্ত পার্থ ; তা বি গ, কন্দমূলে মনঃ কৃত্বা ।

একান্তে দ্বারযজ্ঞনং বিদ্বজ্জননিবারণম্<sup>১</sup> ।

পূজাস্থানপ্রবেশশ্চ তথাসনোপবেশনম্ ॥ ১১ ॥

বিদ্বজ্জন—দৈব, অন্তরিক্ষগত ও পার্থিব এই ত্রিবিধ বিদ্ব ( দ্রঃ পুরশ্চর্য্যার্ণব, তৃতীয় ভরঙ্গ, পৃঃ ১৫২ ) ।

একান্তে দ্বারপূজা করে পূজাস্থানে প্রবেশ করতে হবে এবং বিদ্বজ্জন নিবারণ করে আসনে উপবেশন করতে হবে । ১১

দেবীপূজাগৃহস্থানং শিবাদিশুরুবন্দনম্ ।

আসনং গণপক্ষেত্রপালবন্দনমীশ্বরী ॥ ১২ ॥

ওগো ঈশ্বরী, দেবীপূজাগৃহের স্থান, শিবাদি গুরুর বন্দনা, আসনের শোধন ও পূজা এবং গণপতি ক্ষেত্রপালাদির বন্দনা করতে হবে । ১২

পাহুকাশ্মরগণ্ঠৈব দিননাথার্চনং<sup>২</sup> প্রিয়ে ।

করাঙ্গশোধনং প্রাণায়ামঃ স্বপ্নাক্ষরজ্ঞকে ॥ ১৩ ॥

দিগ্‌বন্ধনঞ্চ যুগ্মঞ্চ<sup>৩</sup> বিধিযুক্তাঞ্চ মাতৃকাম্ ।

দশপ্রকারভূতাখ্যাং লিপিং কন্ঠসংজ্ঞকাম্ ॥ ১৪ ॥

যুগ্মঞ্চ—যুগ্ম অর্থ শিবশক্তি ।

মাতৃকাম্—মাতৃকা অর্থ উৎপাদিকা । যিনি স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উৎপাদিকা তিনি মাতৃকা । মাতৃকা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী শক্তি । বর্ণ মাতৃকা । কেননা, নাদ বা শব্দ শক্তিরই রূপ । আর বর্ণ শব্দেরই রূপ । অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ পঞ্চাশৎ মাতৃকা ।

দশপ্রকারভূতাখ্যাং লিপিং কন্ঠসংজ্ঞকাম্—কন্ঠসংজ্ঞক দশ প্রকার ভূতলিপি । “যে লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হবার ধর্ম-বিশিষ্ট তাকে ভূতলিপি বলা হয় ।” ( শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৭২ ) । কাজেই, মাতৃকাবর্ণগুলি ভূতলিপি ।

দশপ্রকার—ভূতলিপির দশ রকম ভাগ করা যায় । যথা—সৌম্য সৌর

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, বিনাশনং ।

২ ঐ,—ও, এবং র গ, সমুপবেশনং ; তা বি গ,—গ, ঘ, সদ্গপ্রবেশনং ।

৩ তা বি গ,—ও, এবং র গ, দেবীপূজাওতো ।

৪ ঐ,—ও, এবং র গ, দীপনাথার্চনং ; তা বি গ,—গ, ঘ, দীপান্তানয়নং ।

৫ তা বি গ,—ক,—ধ্বত পাঠ ; তা বি গ, দিগ্‌বন্ধনকাঙ্ক্ষয়ুগ্ম ।

৬ তা বি গ,—ও, এবং র গ, বীজযুক্তাং ।

আগ্নেয় ; জ্বী পুরুষ নপুংসক ; স্বকুল মিত্র উদাসীন অমিত্র ।

কমঠ—ক—অগ্নি—আগ্নেয় বর্ণ ।

ম—রবি—সৌর বর্ণ ।

ঠ—চন্দ্র—সৌম্য বর্ণ ।

কাজেই কমঠ বলতে সমগ্র বর্ণমালাকেই বুঝায় ।

প্রিয়ে, পাত্ৰকাথ্যান, সূর্য্যার্চনা, করাজশোধন, স্বীয় ব্রহ্মরক্তে মন নিবিষ্ট করে  
প্রাণায়াম, দশদিক্‌বন্ধন, শিবশক্তিগ্যাস, কমঠসংজ্ঞক দশপ্রকার ভূতলিপিরূপ  
অবিভক্ত মাতৃকা-গ্যাস যথাবিধি করতে হবে । ১৩—১৪ ।

ঋষিরম্য পরঃ শঙ্কুচ্ছন্দশ্চাব্যক্তপূর্ব্বিকা ।

গায়ত্রী দেবতা চাত্র<sup>১</sup> সর্বমন্ত্ৰেশ্বরী পরা ॥ ১৫ ॥

দীর্ঘত্রয়যুতং মূলং বীজং শক্তিঃ<sup>২</sup> কীলকম্ ।

ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন<sup>৩</sup> ষড়্‌ঙ্গানি চ পার্বতি ॥ ১৬ ॥

ঈশতৎপুরুষাঘোরসদ্যোজাতাঋনস্তথা ।

পঞ্চাঙ্গুলিষু বিম্যস্য মূর্ত্তিং বক্তে যু বিম্বসেৎ<sup>৪</sup> ॥ ১৭ ॥

পঞ্চধা<sup>৫</sup> ব্রহ্মণি তথৈবাস্তুলিগ্যাসমাচরেৎ<sup>৬</sup> ।

আধারশক্তিমাৱভ্য.পীঠমন্ত্ৰান্তমম্বিকৈ<sup>৭</sup> ॥ ১৮ ॥

ষড়্‌ঙ্গানি—তান্ত্রিক মন্ত্ৰের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি ও কীলক এই  
ছয়টি অঙ্গ । এদের গ্যাস-স্থান যথাক্রমে শির, মুখ, হৃদয়, গুহদেশ, পদদ্বয় এবং  
সর্বাক্ষ ( দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮ ) ।

এখানে উল্লেখ করা যায়, হংস-মন্ত্ৰের ঋষি-ছন্দাদি সম্বন্ধে মতভেদ আছে ।  
যেমন, ‘সুরেন্দ্রসংহিতা’য় বলা হয়েছে হংস-মন্ত্ৰের ঋষি হংস, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা  
পরমহংস, বীজ হং, শক্তি সং, কীলক সোহং, তত্ত্ব প্রণব, স্বর উদাত্ত এবং  
মোক্ষার্থে এর বিনিয়োগ । ( দ্রঃ শান্তমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং,  
পৃঃ ৭৭২-৭৩ ) ।

১ র গ, যত্র ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বীজশক্ত্যা চ ।

৩ তা বি গ,—থ, ষড়্‌দীর্ঘমূলবীজেন ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ষড়্‌দীর্ঘমূলযুক্তেন

৪ তা বি গ,—ঙ, র গ, বর্জয়েৎ ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, পঞ্চম্ ।

৬ র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, তথৈবাস্তুলিগ্যাসমাচরেৎ ।

৭ তা বি গ,—ব, মন্ত্ৰান্তমম্বিকৈ ।

দীর্ঘত্রয়—আ ঈ° উ° । ষড়্‌দীর্ঘ—আ ঈ° উ° ঐ° ওঁ অঃ । ঈশতৎপুরুষাঘোর ইত্যাদি । সাধারণতঃ ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত এবং বামদেব শিবের এই পঞ্চমুখ তথা পঞ্চমূর্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় । এখানে বামদেবের পরিবর্তে আত্মার উল্লেখ করা হয়েছে । এটি সম্প্রদায়বিশেষসম্মত মনে হয় । ঈশানাди-গ্যাস সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ২০৪ ।

আধারশক্তিয়ারভ্য ইত্যাদি—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এই দিয়ে পীঠগ্যাস-প্রণালী আরম্ভ হয় এবং পীঠমন্ত্র দিয়ে শেষ হয় ।

পীঠমন্ত্র—দেবতা ও মন্ত্রের ভেদ অনুসারে পীঠমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয় । যেমন, শ্যামার পীঠমন্ত্র—ঐ° পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হেঁসাঃ সদাশিবমহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ।

লক্ষ্মীর পীঠমন্ত্র—শ্রী° সর্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ । মতান্তরে শ্রী° শ্রীদেব্যাসনায় নমঃ । ( দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম, সং, পৃঃ ৮৬১-৬২ ) ।

এই মন্ত্রের ঋষি পরশু, ছন্দ অব্যক্তপূর্বা গায়ত্রী, দেবতা সর্বমন্ত্ৰেশ্বরী পরা, বীজ আঁ হংসঃ, শক্তি ঈ° হংসঃ, কৌলক উ° হংসঃ ।

পার্বতী, যথাক্রমে ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা ঋগ্‌যজুর্‌সামাদিকীলকান্ত ষড়্‌মন্ত্রাঙ্কের গ্যাস করতে হবে । ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত এবং আত্মাকে পঞ্চাঙ্গুলিতে গ্যাস করে মুখে মূর্তি গ্যাস করতে হবে । ওগো অম্বিকা, পঞ্চপ্রকারে ব্রহ্মে তেমনি অঙ্গুলি-গ্যাস করতে হবে । আধারশক্তি দিয়ে আরম্ভ করে পীঠমন্ত্র দিয়ে শেষ করা পর্যন্ত শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে পীঠগ্যাস করতে হবে । ১৫-১৮ ।

অল্প'ষোঢ়াং কুলেশানি কুর্যাৎ পূর্বোক্তবজ্র'না ।

মহাষোঢ়াহ্রয়ং গ্যাসং ততঃ কুর্যাৎ সমাহিতঃ ।

বক্ষমাণেন বিধিনা দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

অল্প'ষোঢ়া—অল্প'ষোঢ়াগ্যাস । ষোঢ়াগ্যাসের মূল অর্থ ছয় প্রকারের গ্যাস । তবে তন্ত্রে রূঢ় অর্থেও কথাতী ব্যবহৃত হয়েছে ; ছয়ের অধিক সংখ্যক গ্যাসকেও ষোঢ়াগ্যাস বলা হয়েছে । কালীতারাди দশবিদ্যার ষোঢ়াগ্যাস বিহিত । এঁদের প্রত্যেকের ষোঢ়াগ্যাস ভিন্ন । আবার একই মন্ত্র তথা দেবতার বিভিন্ন

ষোড়াস্থাস হতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রের নির্দেশ, সাধকেরা স্ব-স্ব কল্লোক্ত ষোড়াস্থাস করবেন। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫৭-৫৮)।

অল্পষোড়াস্থাস বলতে বুঝায় সাধারণতঃ নিতাপূজাদিতে যে ষোড়াস্থাস বিহিত।

মহাষোড়াস্থাস—আলোচ্যমান তন্ত্রানুসারে প্রপঞ্চ, ভূবন, মূর্তি, মন্ত্র, দেবতা ও মাতৃকা এই ছয়ের ণ্যাস মহাষোড়াস্থাস।

ওগো কুলেশানী, পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অল্পষোড়াস্থাস করতে হবে। তারপর সমাহিত হয়ে দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য বক্ষ্যমান বিধি অনুসারে মহাষোড়াস্থাস নামক ণ্যাস করতে হবে। ১৯

যস্য কথ্যাপি নৈবোক্তং<sup>১</sup> তব স্নেহাদ্ভদাম্যাহম্

প্রপঞ্চো<sup>২</sup> ভূবনং মূর্তির্মন্ত্রদৈবতমাতরঃ।

মহাষোড়াস্থায়ো ণ্যাসঃ সর্বণ্যাসোত্তমোত্তমঃ<sup>৩</sup> ॥ ২০ ॥

ভূবনং—ভূবন। সহজ অর্থ উৎপত্তিস্থান, লোক। তন্ত্রমতে শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব নিয়ে ভূবনসমূহ গঠিত। সাধনার দিক দিয়ে বিচারে ভূবনগুলিকে প্রাণ ও বোধের বিভিন্ন ভূমি বলা হয়।

মর্মজ্ঞরা বলেন, শিবাদি প্রত্যেক তত্ত্বেরই আছে এক ভূবনমালা। ভূবন ষড়্‌ধ্বার অগ্ৰতম। (বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪১৬—১৭)।

প্রপঞ্চ, ভূবন, মূর্তি, মন্ত্র, দেবতা, মাতৃকা এদের ণ্যাসকে মহাষোড়াস্থাস বলা হয়। সমস্ত ণ্যাসের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ আমি এটি বলছি। এ কিন্তু আর কাউকে বলিনি। ২০

• তত্রাদৌ পরমেশানি প্রপঞ্চণ্যাস উচ্যতে।

প্রপঞ্চদ্বীপজলধিগিরিপত্তনপীঠকাঃ<sup>৪</sup> ॥ ২১

ক্ষেত্রং বনাশ্রমগুহানদীচত্বরকোত্তিদাঃ<sup>৫</sup>।

স্বেদাণ্ডজজরায়ুজা ইত্যুক্তান্তে হি ষোড়শ<sup>৬</sup> ॥ ২২

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যস্য তস্য ন বক্তব্যং।

২ তা বি গ,—ঘ, প্রপঞ্চ

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মহাষোড়াস্থায়ং ণ্যাসং সর্বণ্যাসোত্তমোত্তমঃ।

৪ তা বি গ,—ঘ, পীঠকাঃ।

৫ ঐ,—ক, গ, ঘ,—যুক্ত পাঠঃ; তা বি গ, চত্বরকোত্তিদঃ

৬ ঐ,—খ, ইত্যুক্তান্তি চ ষোড়শ।

পরমেশানী, প্রথমে প্রপঞ্চাশ বলছি । প্রপঞ্চ, দ্বীপ, জলধি, গিরি, পত্তন, পাঠ, ক্ষেত্র, বন, আশ্রম, গুহা, নদী, চত্বর, উদ্ভিদ, স্বেদজ, অণুজ, জরায়ুজ এই ষোড়শের ণ্যাস প্রপঞ্চাশ । ২১—২২

শ্রীমায়ী কমলা বিষ্ণুবল্লভা<sup>১</sup> পদ্মধারিণী ।

সমুদ্রতনয়া লোকমাতা কমলবাসিনী ॥ ২৩ ॥

ইন্দিবরা<sup>২</sup> রমা পদ্মা<sup>৩</sup> তথা নারায়ণপ্রিয়া ।

সিদ্ধিলক্ষ্মী<sup>৪</sup> রাজলক্ষ্মীমহালক্ষ্মীরিতীৰ্তা<sup>৫</sup> ॥

শক্তয়ন্তু প্রপঞ্চানাং স্বরাগামধিদেবতাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রী, মায়ী, কমলা, বিষ্ণুবল্লভা পদ্মধারিণী, সমুদ্রতনয়া, লোকমাতা, কমলবাসিনী, ইন্দিবরা, রমা, পদ্মা, নারায়ণপ্রিয়া, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ষোড়শ প্রপঞ্চের এই ষোড়শ শক্তি স্বরবর্ণের অধিদেবতা । ২৩—২৪

লবস্ত্রাটিঃ<sup>৬</sup> কলা কাষ্ঠা নিমেঘঃ শ্বাস এব হি ।

ঘটিকা চ মুহূর্ত্তশ্চ প্রহরো দিবসস্তথা ॥ ২৫ ॥

সঙ্ঘ্যা রাত্রিস্থিতিশ্চৈব বারো নক্ষত্রমেব চ ।

যোগশ্চ করণং পক্ষো মাসো রাশি ঋতুস্তথা ॥ ২৬ ॥

অয়নং বৎসরযুগপ্রলয়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।

এতেষাং স্থাননিয়মো হৃদয়ান্তঃ সমীরিতঃ ॥ ২৭ ॥

লব, ক্রাটি, কলা, কাষ্ঠা, নিমেঘ, শ্বাস, ঘটিকা, মুহূর্ত, প্রহর, দিবস, সঙ্ঘ্যা, রাত্রি, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, করণ, পক্ষদ্বয়, মাস, রাশি, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ, প্রলয়—এই পঞ্চবিংশতির ণ্যাস হৃদয়ে সমাপ্ত হবে । ২৫—২৭

আর্যোমা চণ্ডিকা ভূর্গা শিবার্ণা<sup>৭</sup>ম্ৰিকা সতী ।

ঈশ্বরী শান্তবীশানী পার্বতী সর্বমঙ্গলা ॥ ২৮ ॥

দাক্ষায়ণী হৈমবতী মহামায়ী মহেশ্বরী ।

মুড়ানী চৈব রুদ্রাণী সর্বাণী পরমেশ্বরী ॥ ২৯ ॥

কালী কাত্যায়নী গৌরী ভবানীতি সমীরিতা ।

১ তা বি গ,—খ, বিন্দুবল্লভা ।

২ ঐ,—ক,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ইন্দ্রিয়া মা ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, লক্ষ্মীঃ ।

৪ ঐ,—ঘ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সিদ্ধলক্ষ্মী ।

৫ ঐ,—ক, নব কোটিঃ ।

৬ তা বি গ,—খ, শিবপূর্ণা ।

শক্তয়ঃ স্যুর্নবাদীনাং<sup>১</sup> স্পর্শানাম<sup>২</sup>ধিদেবতাঃ ।

এতা সাং স্থাননিয়মো হৃদয়ান্তঃ সমীরিতঃ ॥ ৩০ ॥

আর্য্য, উমা, চণ্ডিকা, দুর্গা, শিবা, অপর্ণা, অম্বিকা, সতী, ঈশ্বরী, শাস্ত্রবী, ঈশানী, পার্বতী, সর্বমঙ্গলা, দাক্ষায়ণী, হৈমবতী, মহামায়া, মহেশ্বরী, যুড়ানী, রুদ্রাণী, সর্বাণী, পরমেশ্বরী, কালী, কাত্যায়নী, গৌরী, ভবানী, লবাদি পঞ্চবিংশতির এই পঞ্চবিংশতি শক্তি স্পর্শবর্ণের অধিদেবতা। এদের হাস হৃদয়ে সমাপ্ত হবে। ২৮—৩০

পঞ্চভূতানি তন্মাত্রং জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি চ<sup>৩</sup> ।

গুণান্তঃকরণাবস্থা ধ্যানেদোষান্ দশানিলান্<sup>৪</sup> ॥ ৩১ ॥

পঞ্চভূতানি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত ।

তন্মাত্রং—সাংখ্যমতে তন্মাত্র সূক্ষ্ম পঞ্চভূত । গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র । এগুলি যথাক্রমে ক্ষিতি-আদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম রূপ ।

গন্ধতন্মাত্র বলতে কোনো বিশেষ গন্ধকে বোঝায় না ; অবিশেষ গন্ধত্ব গন্ধতন্মাত্র । তেমনি অবিশেষ রসত্ব রসতন্মাত্র, অবিশেষ রূপত্ব রূপতন্মাত্র, অবিশেষ স্পর্শত্ব স্পর্শতন্মাত্র এবং অবিশেষ শব্দত্ব শব্দতন্মাত্র ।

জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সকল । জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক্ । কোনো কোনো মতে মনও জ্ঞানেন্দ্রিয় । বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ।

গুণান্তঃকরণাবস্থা—গুণ, অন্তঃকরণ এবং অবস্থা । সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ । মন বুদ্ধি অহংকার এবং চিত্ত এই চার অন্তঃকরণ । সাংখ্যমতে মন বুদ্ধি অহংকার এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ । শারদাতিলকের ( ১১৩৬ ) টীকায় রাঘবভট্ট বলেছেন, মন সঙ্কল্লবিকল্পাত্মক । বুদ্ধি সর্বভাবনিশ্চয়কারিণী, জ্ঞাতার অভিমানযুক্ত অহংকার এবং চিত্ত নির্বিকল্পক । অবস্থা চতুর্বিধ, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় । মতান্তরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা ।

দোষান্—দোষগুলি । দোষ বলতে এখানে দোষ এবং দৃশ্য উভয়কেই ধরা হয়েছে । শারদাতিলকে ( ১১৩৩ ) বলা হয়েছে বাত, পিত্ত, কফ, এই তিন দোষ আর সপ্ত ধাতু দৃশ্য । টীকায় রাঘবভট্ট গুণত্ববচন উদ্ধার করে বলেছেন রস, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সপ্তধাতু ।

১ তা বি গ,—ক, স্যুর্নবাদীনাং ; ঐ,—খ, গ, স্যুর্নবাদীনাং ।

২ ঐ,—ক, পশুনাং ।      ৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কর্মেন্দ্রিয়ানিলাঃ ।

৪ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, ধন্তে দোষো দশেরিতাঃ ।



দশানিলান্—দশ বায়ু । শারদাতিলকে ( ১৪৪-৪৫ ) প্রাণ, অগ্নি, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, ধনঞ্জয়, কুকল এবং দেবদত্ত এই দশ বায়ুর কথা বলা হয়েছে ।

লক্ষণীয় পঞ্চভূত এবং তন্মাত্র ( সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ) মিলে দশ ; জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় মিলে দশ ; তিন গুণ, তিন অবস্থা এবং চার অন্তঃকরণ মিলে দশ, দোষ দশ এবং বায়ু দশ, এইভাবে দশ সংখ্যার এক-একটি বর্ণ করা হয়েছে ।

পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, গুণত্রয়, অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়, অবস্থাত্রয়, দোষসমূহ এবং দশ বায়ুর কথা চিন্তা করবে । ৩১

ব্রাহ্মী বাগীশ্বরী<sup>১</sup> বাণী সাবিত্রী চ সরস্বতী ।

গায়ত্রী বাক্‌প্রদা পশ্চাৎ সারদা ভারতী প্রিয়ে ॥

বিদ্যাস্ত্রিকা<sup>২</sup> পঞ্চভূতব্যাপকানামধীশ্বরী<sup>৩</sup> ॥ ৩২ ॥

ব্যাপকানাং—ব্যাপকগুলির । শারদাতিলকের ( ২১২ ) টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন, ব্যাপকাঃ যকারাদিক্ষকারান্তাঃ—য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ ব্যাপক । এর অর্থ য র ল ব শ ঘ স হ ল্ এবং ক্ষ এই দশটি বর্ণ ব্যাপক বর্ণ ।

ব্রাহ্মী, বাগীশ্বরী, বাণী, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী, বাক্‌প্রদা, সারদা, ভারতী, বিদ্যাস্ত্রিকা এঁরা পঞ্চভূতাদি এবং ব্যাপকবর্ণের অধীশ্বরী । ৩২

বাগ্‌ভবং ভুবনেশীঞ্চ লক্ষ্মীবীজং ত্রিতারকম্ ।

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে<sup>৪</sup> মাতৃকাক্ষরতঃ পরম্ ॥ ৩৩ ॥

বদেৎ প্রপঞ্চরূপায়ৈ শ্রিয়ৈ নম ইতি ক্রমাৎ ।

প্রপঞ্চাদিভিরায়োজ্যঃ<sup>৫</sup> বর্ণান্ শক্তির্নিয়োজয়েৎ ।

মাতৃকান্যাস সংপ্রোক্তস্থানেষেবং শ্যসেৎ প্রিয়ে<sup>৬</sup> ॥ ৩৪ ॥

বাগ্‌ভবং—ঐ<sup>১</sup> । ভুবনেশীং—হ্রী<sup>২</sup> । লক্ষ্মীবীজং—শ্রী<sup>৩</sup> । -ত্রিতারকম্—ওঁ ।

ঐ<sup>১</sup> হ্রী<sup>২</sup> শ্রী<sup>৩</sup> ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্র (যথা ওঁ হংসঃ) তারপর মাতৃকাক্ষর (যথা অং আং ইত্যাদি) তারপর প্রপঞ্চরূপায়ৈ শ্রিয়ৈ নমঃ—এইভাবে বলতে হবে । প্রপঞ্চাদির সঙ্গে বর্ণ যুক্ত করে শক্তিসমূহ শাস করিতে হবে । প্রিয়ে যে-যে স্থানে মাতৃকান্যাসের কথা বলা হয়েছে সেই-সেই স্থানে এমনি করে শাস করিতে হবে । ৩৩-৩৪

১ তা বি গ,—খ, মাহেশ্বরী । ২ র গ, বিদ্যাস্ত্রিকাঃ । ৩ র গ, মধীশ্বরীঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, বিদ্যাস্ত্রে ।

৫ তা বি গ,—ক, দিভিরায়োজ্যঃ, ঐ—ঙ, এবং র গ, দিভিরায়োজ্যে ।

৬ ঐ,—খ, মাতৃকান্যাসসংপ্রোক্তস্থানেষু পরমেশ্বরী ।

ত্রিতারমূলসকলপ্রপঞ্চাদি<sup>১</sup> স্বরূপতঃ ।

আম্নৈ পরাম্বাদেদৈব্যে নম উক্তা ব্যাপকং হ্যসেৎ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাপকং হ্যসেৎ—ব্যাপকহ্যাস করবে । “মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর উভয় করতলের দ্বারা বিহিতমন্ত্র জপ সহ মার্জনা করার নাম ব্যাপকহ্যাস ।

স্বরূপতঃ ওঁ সকল প্রপঞ্চের মূল । ওঁ-যুক্ত সকল প্রপঞ্চের সঙ্গে আম্নৈ যোগ করে পরাম্বাদেদৈব্যে নমঃ (অর্থাৎ ওঁ সকলপ্রপঞ্চায়ৈ পরাম্বাদেদৈব্যে নমঃ) এই বলে ব্যাপকহ্যাস করতে হবে । ৩৫

প্রপঞ্চহ্যাস এবং<sup>২</sup> স্মাদ্ ভুবনহ্যাস উচ্যতে<sup>৩</sup> ।

ত্রিতারমূলমগ্নাস্তে অঁ আঁ ইঁ অতলং বদেৎ ॥ ৩৬ ॥

লোকঞ্চ নিলয়ঞ্চৈব শতকোটিপদং<sup>৪</sup> ততঃ ।

গুহ্যখ্যা<sup>৫</sup> যোগিনী মূলদেবতাশ্চ<sup>৬</sup> বদেৎ প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥

বদেদাধারশক্ত্যম্বাদেদৈব্যেচ<sup>৭</sup> পাদয়োনিয়সেৎ ।

ঈ<sup>৮</sup> উ উ<sup>৯</sup> বিতলং গুহ্যতরং<sup>১০</sup> চানন্ত সংজ্ঞকম্ ।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য গুল্ফয়োর্দেবি বিহ্যসেৎ ॥ ৩৮ ॥

ভুবনহ্যাস—ভুবনের হ্যাস । ভুবন চতুর্দশ । যথা—ভুঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল এবং পাতাল । ভুঃ থেকে সত্যঃ পর্যন্ত ভুবন উর্ধ্বক্রমে অবস্থিত আর ভুঃ-র নিম্নস্থ অতল থেকে পাতাল পর্যন্ত ভুবন অধঃক্রমে অবস্থিত ।

প্রপঞ্চহ্যাস এইপ্রকার, অর্থাৎ উপরি-উক্ত প্রকার হবে । এবার ভুবনহ্যাস বলা হচ্ছে । প্রিয়ে, ওঁ-যুক্ত মূল-মন্ত্রের পর অঁ আঁ ইঁ অতল-লোক-নিলয় এরপর শতকোটিগুহ্যযোগিনী, তারপর মূলদেবতা বলে এবং

১ তা বি গ,—খ, প্রপঞ্চঃ স্মাৎ ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা-বি গ, পরাষ্টা ।

৩ র গ, এবং ; তা বি গ, এব ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ন্যাসমাচরেৎ ।

৫ ঐ,—ক, বানন্তকোটিপদং ।

৬ র গ, যুত পাঠ ; তা বি গ, গুহ্যদা ।

৭ র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, মূলভেদ্যুতস্ত ; তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, দেবতাভেদ্যুতং ।

৮ তা বি গ,—খ, হং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তৎ ।

৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ঈ=মূলং ।

১০ ঐ,—খ, অতিসূক্ষ্ম ; ঐ,—গ, ঘ, গুহ্যতমাদ্যানন্তসংজ্ঞকং ।

আধারশক্ত্যম্বাদেবৈ উচ্চারণ করতঃ পদযুগলে গ্রাস করতে হবে। মন্ত্রটি দাঁড়াবে—ওঁ হংসঃ (দৃষ্ঠান্তস্বরূপ গৃহীত) অঁ অঁ ইঁ অতল-লোক-নিলয়-শতকোটিগুহ্যযোগিনীমূলদেবতা-আধারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ।

দেবী, ঙ্গঁ উঁ উঁ বিতল অনন্ত নামক গুহ্যতর যোগিনী বলে শেষ অংশ পূর্ববৎ বলার পর গুল্ফদ্বয়ে গ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ঙ্গঁ উঁ উঁ বিতল-লোক-নিলয়ানন্তাগুহ্যতরযোগিনী-মূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ)।

৩৬-৩৮

ঋঁ ঋঁ ৯ঁ সুতলক্ষ্যতিগুহ্যং চাচিন্ত্যসংজ্ঞকম্।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য জঙ্ঘনোর্বিন্যসেৎ প্রিয়েঃ ॥ ৩৯ ॥

ঋঁ ঋঁ ৯ঁ সুতল অচিন্ত্য নামক অতিগুহ্য এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে জঙ্ঘাদ্বয়ে গ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ঋঁ ঋঁ ৯ঁ সুতললোকনিলয়া-চিন্ত্যতিগুহ্যযোগিনী-মূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ)। ৩৯

ঃঁ এঁ ঐঁ মহাতলঞ্চ মহাগুহ্যঞ্চ পদং ততঃ ২।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য জানুনোর্বিন্যসেৎ প্রিয়েঃ ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ে, ঃঁ এঁ ঐঁ মহাতল তারপর মহাগুহ্য এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে জানুদ্বয়ে গ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ঃঁ এঁ ঐঁ মহাতললোকনিলয় মহাগুহ্যযোগিনী-মূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ)। ৪০

ওঁ ওঁ তলাতলং দেবি পরংগুহ্যভিধানকম্ ১।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য উর্বোর্দেবেশি বিন্যসেৎ ॥ ৪১ ॥

দেবি, ওঁ ওঁ তলাতল পরমগুহ্যনামক এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে, ওগো দেবেশী, উরুদ্বয়ে গ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ওঁ ওঁ তলাতললোকনিলয় পরমগুহ্যযোগিনী-মূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ)। ৪১

অঁ অঃ রসাতলকৈবঃ রহস্যং জ্ঞানসংজ্ঞকম্।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য গুহ্যদেশে প্রবিন্যসেৎ ॥ ৪২ ॥

অঁ অঃ রসাতল জ্ঞাননামক রহস্য এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে গুহ্যদেশে গ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ অঁ অঃ রসাতল-জ্ঞানরহস্যযোগিনী-মূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ)।

১ তা বি গ,—খ, দেবি জাঘোঃ প্রবিন্যসেৎ।

২ র গ, মহাগুহ্যং পদন্ততঃ স্বতন্ত্রকং।

৩ র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবি জাঘোঃ প্রবিন্যসেৎ।

৪ র গ, পরমগুহ্যং চাভিধানকং; তা বি গ,—খ, পরমগুহ্যং চোক্তা বিধাৰ্ণকং।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, সর্বতলকৈব।

কবর্গেণাপি পাতালং সরহস্যতরং ক্রিয়াং<sup>১</sup> ।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য মূলধারে তু বিদ্যসেৎ ॥ ৪৩ ॥

ক-বর্গের দ্বারাও রহস্যতর ক্রিয়া এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে মূলধারে  
 গ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ কঁ খঁ গঁ ঝঁ ঙঁ পাতাললোকনিলয়  
 ক্রিয়ারহস্যতরায়োগিনীমূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৩

চবর্গং ভূতলক্ষেতি<sup>২</sup> রহস্যং ডাকিনীমপি ।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য স্বাধিষ্ঠানে য়সেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়ে, চবর্গ ভূতলরহস্য ডাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে স্বাধিষ্ঠানে  
 গ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ ভূতললোকনিলয়রহস্য-  
 ডাকিনীমূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৪

টবর্গেণ ভুবো লোকং<sup>৩</sup> রহস্যং রাকিণীমপি ।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য নাভৌ চ বিদ্যসেৎ<sup>৪</sup> প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥

প্রিয়ে, ট-বর্গের দ্বারা ভুবোলোকরহস্য রাকিণী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ  
 বলে নাভিতে ( মণিপুরে ) বিদ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ  
 ভুবলোকরহস্যরাকিণীমূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৫

ত বর্গং স্বশ্চ পরমরহস্যং লাকিনীমপি ।

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য হৃদয়ে বিদ্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, ত-বর্গ স্বঃ পরমরহস্য লাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে হৃদয়ে  
 ( অনাহতে ) গ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ তঁ থঁ দঁ ঢঁ নঁ স্বর্লোকনিলয়-  
 পরমরহস্যলাকিনী-মূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৬

পবর্গঞ্চ মহর্লোকং<sup>৫</sup> রহস্যং কাকিনীমপি ।

• শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য তালুমূলে য়সেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥

• প্রিয়ে, প-বর্গ মহর্লোকরহস্য কাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে তালু-  
 মূলে ( বিশুদ্ধাখ্যে ) গ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ  
 মহর্লোকনিলয়রহস্য-কাকিনীমূলদেবতাদ্বারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৭

১ তা বি গ,—খ,—ধ্বত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, লোকেতি নিলয়েতি চ; র গ, রহস্য  
 নিতরাং ক্রিয়াং ( পাঠান্তরম্ ) ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভূরহস্যতি ।

৩ ঙ্,—ঙ, এবং র গ, ভুবো মহা ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মহাশুভং ।

য বর্গঃ জনো গুপ্ততরঃ<sup>১</sup> শাকিনীমপি ।

শেষঃ পূর্ববৎ প্রোচ্য আজ্ঞাস্থাঃ হ্রসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৮ ॥

প্রিয়ে, য বর্গ জনঃ গুপ্ততরা শাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে আজ্ঞা-  
চক্রে হ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ য় ঙ্গ লৈ বৈ জনলোকনিলয় গুপ্ততরা-  
শাকিনীমূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৮

শ বর্গঃ তপশ্চাতিগুহ্যঃ হাকিনীমপি ।

শেষঃ পূর্ববৎ প্রোচ্য ললাটে বিহ্রসেৎ<sup>২</sup> প্রিয়ে ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, শ বর্গ তপঃ অতিগুহ্যা হাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে ললাটে  
হ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ শঁ ঙ্গ সঁ ই তপলোকনিলয়াতিগুহ্যহাকিনী-  
মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৪৯

ল্ ক্<sup>৩</sup> সত্যং মহাগুহ্যং যক্ষিনী<sup>৪</sup>মপি চ প্রিয়ে ।

শেষঃ পূর্ববৎ প্রোচ্য ব্রহ্মরঞ্জে চ বিহ্রসেৎ ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ে, ল্ ক্ সত্য মহাগুহ্যা যক্ষিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে ব্রহ্মরঞ্জে  
হ্রাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ল্ ক্ সত্যলোকনিলয়মহাগুহ্যযক্ষিনী-  
মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) । ৫০

ত্রিতারমূলমন্ত্রাণ্ডে চতুর্দশভুবঃ<sup>৫</sup> বদেৎ ।

নাধিপায়ৈ শ্রীপরায়ৈ<sup>৬</sup> দেবৈ চ ব্যাপকং হ্রসেৎ ॥ ৫১ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্র চতুর্দশভুবন অধিপায়ৈ শ্রীপরায়ৈ দেবৈ বলে ব্যাপকহ্রাস  
করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ( যথা ) চতুর্দশভুবনাধিপায়ৈ শ্রীপরাদেবৈ  
নমঃ] । ৫১

কৃত্তেবং ভুবনহ্রাসং মূর্ত্তিহ্রাসমথ্যাচরেৎ ।

কেশবনারায়ণমাদবগোবিন্দবিষ্ণবঃ ॥ ৫২ ॥

মধুসূদনসংজ্ঞশ্চ স্যাৎ ত্রিবিক্রমবামনো ।

শ্রীধরশ্চ হ্রষীকেশঃ পদ্মনাভো দামোদরঃ ।

বাসুদেবঃ<sup>৭</sup> সঙ্কর্ষণঃ প্রহ্লাদশ্চানিরুদ্ধকঃ ॥ ৫৩ ॥

১ তা বি গ,—ক. লোকগুপ্তত্রী ; ঐ,—খ, চাতিগুপ্তত্রী ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ল, কং ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যাকিনী ।

৪ তা বি গ,—খ, স্বরং ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পরাম্ভা ।

৬ র গ, বাসুদেবশ্চ ।

অক্ষোন্ধেজ্জাগী চেশানী চোগ্রাঙ্গিনয়না তথা ।

ঋদ্ধিশ্চ রূপিণী মুকা<sup>১</sup> নূনদোষৈকনায়িকা ॥ ৫৪ ॥

ঐক্কারিণী চৌঘবতী<sup>২</sup> সর্বকামাঞ্জনপ্রভা ।

অস্থিমালাধরা চেতি সপ্রোক্তাঃ স্বরদেবতাঃ ॥ ৫৫ ॥

এই প্রকারে ভুবনশাস করে মূর্তিশাস করতে হবে। কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ দামোদর, বাসুদেব, চক্ৰবৰ্ণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ এবং অক্ষা, উক্সা, ইন্দ্রাণী, ঈশানী, উগ্রা, অর্জুনয়না, ঋদ্ধি, রূপিণী, মুকা, নূনদোষা, একনায়িকা, ঐক্কারিণী, চৌঘবতী সর্বকামা, অঞ্জনপ্রভা, অস্থিমালাধরা—এঁদের বলা হয় স্বরবর্ণদেবতা । ৫২-৫৫

ভবঃ শর্বোহথ রুদ্রশ্চ পশুপতিশ্চোগ্র এব চ ।

মহাদেবস্তথা ভীম ঈশ<sup>৩</sup> তৎপুরুষাহ্বয়ঃ ।

অঘোরসদ্যোজাতো চ বামদেব ইতীরিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

করভদ্রা খগচলা<sup>৪</sup> গরিমাদিফলপ্রদা ।

ঘণ্টাধরোগ্রনয়না চন্দ্রধাত্রী<sup>৫</sup> ততঃ পরম্<sup>৬</sup> ।

হৃন্দোময়ী জগৎস্থানা জলভারী<sup>৭</sup> ততঃ পরম্ ॥ ৫৭ ॥

জ্ঞানদা চ<sup>৮</sup> টঙ্কধরা ধৃতিদ্বাদশ ঈরিতাঃ<sup>৯</sup> ।

কভাদীনাং ঠ<sup>১০</sup> ভাস্তানাং বর্ণানাং দেবতাস্ত্রিমাঃ ॥ ৫৮ ॥

ক-ভাদীনাং ঠ-ভাস্তানাং—সৃষ্টিক্রমে আদি বর্ণ ক এবং অন্ত বর্ণ ঠ আর সংহারক্রমে আদিবর্ণ ভ এবং অন্ত বর্ণ ড ।

ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশ, তৎপুরুষ অঘোর, সদ্যোজাত এবং বামদেব ; আর করভদ্রা, খগচলা, গরিমাদিফলপ্রদা, ঘণ্টাধরা, উগ্রনয়না, চন্দ্রধাত্রী, হৃন্দোময়ী, জগৎস্থানা, জলভারী, জ্ঞানদা, টঙ্কধরা ও ধৃতি

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, লুকা ; ঐ,—খ, লুপ্তা ।

২ ঐ,—ঘ, চৌঘবতী ; ঐ,—ঙ, চৌচবতী ; র গ, চৌচ্যবতী ।

৩ তা বি গ,—খ, মোক্ষ ।

৪ র গ, ঈশান ।

৫ তা বি গ,—ক, যুগচলা ; ঐ,—খ, খগবলা ।

৬ ঐ,—খ, ঘোরপাদা পঙ্ক্তিনাথা তথা চন্দ্রাঙ্গিবারিণী । র গ,—তে এই শ্লোকার্ধ নেই ।

৭ তা বি গ,—খ, হৃন্দোময়ী জগৎস্থানা জলভারী ।

৮ ঐ,—খ, জ্ঞানদাতা ।

৯ ঐ,—খ, তথা টঙ্কধৃতি ডায়রা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তথা টঙ্কতিরীতিতাঃ ।

১০ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কভাদীনাং ।

—এঁরা ক থেকে ঠ পর্যন্ত ( সৃষ্টিক্রমে ) এবং ভ থেকে ড পর্যন্ত ( সংহারক্রমে )  
বর্ণের দেবতা । ৫৬-৫৮

ব্রহ্মা প্রজাপতিবেধাঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ ।  
বিধাতা চ বিরিক্ষিচ শ্রষ্টা চ চতুরাননঃ ।  
হিরণ্যগর্ভ ইত্যুক্তাঃ ক্রমাদ্ ব্রহ্মাদয়ো দশ ॥ ৫৯ ॥  
যক্ষিণী রজিনী লক্ষ্মীর্বজ্রিণী শশিধারিণী ।  
যড়াধারলয়া<sup>১</sup> সর্বনায়িকা হসিতাননা<sup>২</sup> ।  
ললিতা চ ক্ষমা চেতি প্রোক্তা যাদ্যর্ণ<sup>৩</sup> দেবতাঃ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বেধা, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, বিধাতা, বিরিক্ষি, শ্রষ্টা, চতুরানন এবং হিরণ্যগর্ভ এই ক্রমে ব্রহ্মাদি দশ আর যক্ষিণী, রজিনী, লক্ষ্মী, বজ্রিণী, শশিধারিণী, যড়াধারলয়া, সর্বনায়িকা, হসিতাননা, ললিতা এবং ক্ষমা—এঁরা য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের দেবতা । ৫৯-৬০

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে স্বরান্ বিষ্ণুন্ সশক্তিকান্ ।  
চতুর্থ্যা নমসা যুক্তান্ মন্তুকে চাননে গৃহসেং ॥ ৬১ ॥  
সঙ্কস্ পাশ্বকট্যাক্ষ<sup>৪</sup> জানুজজ্বাপদেষু চ ।  
দক্ষাদিবামপর্যন্তং বিগৃহসেং পরমেশ্বরী ॥ ৬২ ॥

ঔ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অ আ ইত্যাদি-ক্রমে স্বরবর্ণ অনুস্বারযুক্ত করে কেশব নারায়ণ ইত্যাদি-ক্রমে বিষ্ণুর নামের চতুর্থী বিভক্তান্ত রূপের পর নমঃ শব্দ যোগ করে মন্তুকে, মুখে এবং ওগো পরমেশ্বরী, সঙ্কস, পাশ্ব, কটি, উরু, জানু, জজ্বা, পদ—এইসব স্থানে দক্ষিণ-বাম এই ক্রমে গৃহ্যস করতে হবে । ৬১-৬২

কভাদ্যর্ণযুতান্<sup>৫</sup> মন্ত্রান্<sup>৬</sup> ভবাদীন্ শক্তি সংযুতান্ ।  
পাদপাশ্ববাহুকণ্ঠপঞ্চবক্ত্রে<sup>৭</sup> যু বিগৃহসেং ।  
দশস্থানেষু<sup>৮</sup> ব্রহ্মাদীন্ যাদি<sup>৯</sup> শক্তিযুতান্মাসেং ॥ ৬৩ ॥

১ তা বি গ,—খ, যড়াধারা যথা ; ঐ,—ঘ, যোড়াধারালয়া ।

২ ঐ,—ক, অসিতাননা ।

৩ ঐ,—ক, মাদ্যন্ত ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্তাভাস্ত ।

৪ তা বি গ,—খ, পাশ্বকট্যাক্ষ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পাশ্বকট্যাক্ষ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যুড়াদ্যন্তযুতান্ ।

৬ তা বি গ,—খ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, ও র গ, মন্ত্রী ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, —যুত পাঠ ; তা বি গ,—দশাধারেযু ।

৮ তা বি গ,—ঘ, ঙ, এবং র গ, আদি ।

ক থেকে ঠ পর্যন্ত ( সৃষ্টিক্রমে ) এবং ভ থেকে ড পর্যন্ত ( সংহারক্রমে ) বর্ণ অনুস্মারযুক্ত করে ভব শব্দ ইত্যাদি-ক্রমে ( পূর্ববৎ উক্ত নামগুলির চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রূপের সঙ্গে নমঃ শব্দ যোগ করে ) পাদদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয়, কণ্ঠ এবং পঞ্চবক্ত্রে গ্ৰাস করবে । য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ অনুস্মারযুক্ত করে যথাক্রমে ব্রহ্মা, প্রজাপতি ইত্যাদির চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রূপের সঙ্গে নমঃ শব্দ যোগ করে দশস্থানে গ্ৰাস করবে । ৬৩

ত্রিতাবমূলমন্ত্রান্তে শ্রীত্রিমূর্ত্যাম্‌বিকাং<sup>১</sup> বদেৎ ।

আস্মৈ<sup>২</sup> পরাম্‌বাদেবৈ<sup>৩</sup> চ নমসা ব্যাপকং গৃসেৎ ।

মূর্ত্তিগ্ৰাসং বিধায়েৎখং মন্ত্রগ্ৰাসং সমাচরেৎ<sup>৪</sup> ॥ ৬৪ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর শ্রীত্রিমূর্ত্যাম্‌বিকা আস্মৈ পরাম্‌বাদেবৈ এবং তার সঙ্গে নমঃ যোগ করে ব্যাপকগ্ৰাস করতে হবে । [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ( যথা ) শ্রীত্রিমূর্ত্যাম্‌বিকায়ৈ পরাম্‌বাদেবৈ নমঃ] । এই প্রকারে মূর্ত্তিগ্ৰাস করে তারপর মন্ত্রগ্ৰাস করা উচিত । ৬৪

ত্রিতারমূলং অঁ আঁ ই<sup>৫</sup> একলক্ষকোটচ ।

ভেদশ্চ প্রণবাদ্যেকাক্ষরাখিলমন্ত্রতঃ ॥ ৬৫ ॥

ততোহধিদেবতায়ৈ শ্যাং সকলঞ্চ ফলপ্রদাম্<sup>৬</sup> ।

আস্মৈ<sup>৭</sup> তথৈককূটেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমো বদেৎ ॥ ৬৬ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অঁ আঁ ই একলক্ষকোট ভেদ প্রণবাদ্যেকাক্ষরাখিলমন্ত্র তারপর অধিদেবতায়ৈ সকল-ফলপ্রদা আস্মৈ এক কূটেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ বলবে । [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ( যথা ) অঁ আঁ ই একলক্ষকোটভেদপ্রণবাদ্যেকাক্ষরাখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ এককূটেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ] ।

৬৫-৬৬

ঈ<sup>৮</sup> উ<sup>৯</sup> ঊ<sup>১০</sup> আদি<sup>১১</sup> হংসাদি ত্রিকুটং<sup>১২</sup> পূর্ববৎ পরম্ ।

ঋ<sup>১৩</sup> ঌ<sup>১৪</sup> ৐<sup>১৫</sup> আদি বহ্যাং ত্রিকুটং<sup>১৬</sup> পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৭ ॥

১ তা বি গ,—খ, ত্রিমূর্ত্যাম্‌বিকাতাং ; ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ, শ্রীত্রিমূর্ত্যাম্‌বিকাং ।

২ র গ, আস্মৈ ।

৩ তা বি গ,—ক, পরায়ৈ দেবৈ ।

৪ র গ, মন্ত্রন্যাসমসাচরেৎ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ফলপ্রদা ।

৭ র গ, আস্মৈ ।

৮ তা বি গ,—খ, যাদি ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, দ্ব্যাদি ।

৯ ঐ,—ক, ঙিলক্ষকুটং ।

১০ ঐ,—গ, আদিত্যাদি ; ঐ,—ঘ, আদিবর্গাদি ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ত্র্যাদিকুটং ।



ঈঁ উঁ ঊঁ হংস দ্বিকুট এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ঋঁ ঋঁ ৯ঁ বহ্নিদ্ধিকুট এর পরের অংশ পূর্ববৎ । [মন্ত্ৰ—ঈঁ উঁ ঊঁ হংসদ্বিকুটেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ । ঋঁ ঋঁ ৯ঁ বহ্নিদ্ধিকুটেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ] । ৬৭

ঈঁ ঐঁ ঐঁ চতুর্লক্ষং চন্দ্রাদি পূর্ববৎ পরম্ ।

ওঁ ওঁ অঁ অঃ পঞ্চলক্ষং সূর্যাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৮ ॥

ঈঁ ঐঁ ঐঁ চতুর্লক্ষ চন্দ্র, এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ওঁ ওঁ অঁ অঃ পঞ্চলক্ষ সূর্য, এর পরের অংশ পূর্ববৎ । [মন্ত্ৰ—ঈঁ ঐঁ ঐঁ চতুর্লক্ষ চন্দ্রেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ । ওঁ ওঁ অঁ অঃ পঞ্চলক্ষসূর্যেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ] । ৬৮

কঁ খঁ গঁ চৈব ষড়্‌লক্ষং স্কন্দাদি পূর্ববৎ পরম্ ।

ঘঁ ঙঁ ঙঁ সপ্তলক্ষং গণেশাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৯ ॥

কঁ খঁ গঁ ষড়্‌লক্ষ স্কন্দ এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ঘঁ ঙঁ ঙঁ সপ্তলক্ষ গণেশ, এর পরের অংশ পূর্ববৎ । [মন্ত্ৰ—কঁ খঁ গঁ ষড়্‌লক্ষস্কন্দেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ । ঘঁ ঙঁ ঙঁ সপ্তলক্ষগণেশেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ] । ৬৯

ইঁ জঁ ঝঁ অষ্টলক্ষং বটুকাদি পূর্ববৎ পরম্ ।

ঞঁ টঁ ঠঁ নবলক্ষং ব্রহ্মাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭০ ॥

বটুকাদি—বটুক জপপূজাদিহরণকারী বেতালাদির বিনাশ সাধন এবং ভক্তদের অনুগ্রহ করেন । ইনি সর্বতেজঃসমুদ্ভূত সনাতন । শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—

বেতালাদ্যা মহাদেবি জপপূজাদিহারকাঃ ॥

তেষাং বিনাশনার্থায় ভক্তানুগ্রহায় চ

বটুকোহয়ং মহেশানি তারাকালা বিভাবিতঃ ॥

অধিকন্তু—

সর্বতেজঃসমুদ্ভূতং বটুরূপং সনাতনম্ ॥ —কালীখণ্ড।১২।৫৫।৫৬।৬২

ইঁ জঁ ঝঁ অষ্টলক্ষ বটুক এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ঞ্জঁ টঁ ঠঁ নবলক্ষ ব্রহ্মা এর পরের অংশ পূর্ববৎ । [মন্ত্ৰ—ইঁ জঁ ঝঁ অষ্টলক্ষবটুকেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ । ঞ্জঁ টঁ ঠঁ নবলক্ষব্রহ্মেশ্বর্যম্‌বাদেবৈ নমঃ] । ৭০

ডঁ ঢঁ নঁ দশলক্ষং বিষ্বাদি পূর্ববৎ পরম্ ।

তঁ থঁ দঁ একাদশলক্ষং রুদ্রাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭১ ॥

১ তা বি গ,—ক, রুদ্রাদি ।

২ তা বি গ,—ঙ, শিবাদি ।

ড° ট° ন° দশলক্ষ বিষ্ণু এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ত° থ° দ° একাদশলক্ষ  
রুদ্র এর পরের অংশ পূর্ববৎ । [মন্ত্র—ড° ট° ন° দশলক্ষবিষ্ণুশ্রীশ্বর্যম্বাদেবৈ  
নমঃ । ত° থ° দ° একাদশলক্ষরুদ্রেশ্বর্যম্বাদেবৈ নমঃ] । ৭১

ধ° ন° প° দ্বাদশলক্ষ বাণ্যাদি° পূর্ববৎ পরম্ ।

ফ° ব° উ° ত্রয়োদশলক্ষ লক্ষ্মাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭২ ॥

ধ° ন° প° দ্বাদশলক্ষ বাণী এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ফ° ব° উ° ত্রয়োদশলক্ষ  
লক্ষী এর পরের অংশ পূর্ববৎ । [মন্ত্র—ধ° ন° প° দ্বাদশলক্ষবাণীশ্বর্যম্বাদেবৈ  
নমঃ । ফ° ব° উ° ত্রয়োদশলক্ষলক্ষীশ্বর্যম্বাদেবৈ নমঃ] । ৭২

ম° য° র° চতুর্দশলক্ষ গোয়াদি পূর্ববৎ পরম্ ।

ল° ব° শ° পঞ্চদশলক্ষ দুর্গাদি পূর্ববৎ পরম্ ।

ষ° স° হ° ল° ক্ষ° যোড়শলক্ষ ত্রিপুরাদি চ যোড়শ ॥ ৭৩ ॥

অক্ষরাভ্যা° খিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলং ততঃ ।

তথা ফলপ্রদায়ৈ চ যোড়শ কৃটেশ্বরী° পুনঃ ॥ ৭৪ ॥

অম্বাদেবৈ নমঃ প্রোক্তো মন্ত্রায়াসো মহেশ্বরী ।

আধারলিঙ্গায়ো নান্যভিহংকঠে নেত্রয়ো রপি° ॥ ৭৫ ॥

নিবোধিকায়ামর্কেন্দো বিন্দো চৈব কলাপদে ।

উন্মণ্ডাং বিষ্ণুবক্ত্রে চ° নাদে নাদান্ত এব চ° ।

ধ্রুবমণ্ডলদেশে চ° বিম্বসেং কুলনায়িকে ॥ ৭৬ ॥

ম° য° র° চতুর্দশলক্ষ গোয়ী এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ল° ব° শ°  
পঞ্চদশলক্ষ দুর্গা এর পরের অংশ পূর্ববৎ । ষ° স° হ° ল° ক্ষ° ত্রিপুরা  
যোড়শ অক্ষরাভ্যা° অখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ যোড়শ কৃটেশ্বরী  
অম্বাদেবৈ নমঃ বলে, ওগো মহেশ্বরী, মন্ত্রায়াস করতে হবে । ওগো কুলনায়িকা,  
মূলধার, লিঙ্গমূল, যোনি, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বামনেত্র, দক্ষিণনেত্র, নিবোধিকা,  
অর্ধকন্দু, বিন্দু, কলা, উন্মণী, বিষ্ণুবক্ত্র, নাদ, নাদান্ত এবং ধ্রুবমণ্ডলে আস

১ তা বি গ,—গ, রাশ্যাদি ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ষ° স° হ° ।

৩ ঐ,—খ কৃটাদি ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ক্ষরাভ্যা ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ঐশ্বরী ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, হংকঠে চ বিন্যসেং । ঐ—খ, কণ্ঠায়াঙ্কিত্ব চ ন্যসেং ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিন্দো তদ্বৎস্বন্যায় ।

৭ ঐ,—খ, নাদে নাদান্তে চ বক্ত্রে বিন্যসেং কুলনায়িকে ।

৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ধ্রুবমণ্ডলে ব্যাসরাজে ।

করতে হবে। (মন্ত্র—মঁ যঁ রঁ চতুর্দশলক্ষগৌরীশ্বর্যম্-বাদেবৈ নমঃ।  
লঁ বঁ শঁ পঞ্চদশলক্ষহর্গেশ্বর্যম্-বাদেবৈ নমঃ। ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ  
ত্রিপুরাষোড়শাক্ষরাআখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ ষোড়শকুটেশ্বর্যম্-  
বাদেবৈ নমঃ)। ৭৩-৭৬

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে সর্বমন্ত্রাঙ্ঘিকাপদম্।

আইয়ে পরাম্-বাদেবৈ চ হৃদয়ে ব্যাপকং গ্রসেৎ ॥ ৭৭ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর সর্বাঙ্ঘিকাপদের সঙ্গে আঁ যোগ করে পরাম্-বাদেবৈ বলে হৃদয়ে গ্রাস এবং ব্যাপকগ্রাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ (যথা) সর্বাঙ্ঘিকায়ৈ পরাম্-বাদেবৈ নমঃ]। ৭৭

মন্ত্রগ্রাসং বিধায়েৎং দৈবতগ্রাসমাচরেৎ<sup>১</sup>।

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে অঁ আঁ সহস্রকোটি চ ॥ ৭৮ ॥

যোগিনীকুলশব্দান্তে সেবিতায়ৈ পদং বদেৎ<sup>২</sup>।

নিবৃত্ত্যম্-পদং<sup>৩</sup> দেবৈ নম ইত্যাচরেৎ প্রিয়ে ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকার মন্ত্রগ্রাস করে দেবতাগ্রাস করতে হবে। প্রিয়ে, ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অঁ আঁ সহস্রকোটি যোগিনীকুলশব্দের পর সেবিতায়ৈ এবং তারপর নিবৃত্ত্যম্-পদ এবং দেবৈ নমঃ বলতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) অঁ আঁ সহস্রকোটিযোগিনীকুলসেবিতায়ৈ নিবৃত্ত্যম্-বাদেবৈ নমঃ]। ৭৮-৭৯

ই ঈ<sup>৪</sup> যোগিনীপ্রতিষ্ঠাং<sup>৫</sup> শেষং পূর্ববহুচরেৎ<sup>৬</sup>।

উ উ<sup>৭</sup> তপস্বি<sup>৮</sup> বিদ্যাং শেষং পূর্ববহুচরেৎ<sup>৯</sup> ॥ ৮০ ॥

ই ঈ<sup>৪</sup> যোগিনীপ্রতিষ্ঠা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। উ উ<sup>৭</sup> তপস্বি বিদ্যা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—ই ঈ<sup>৪</sup> যোগিনীপ্রতিষ্ঠাম্-বাদেবৈ নমঃ। উ উ<sup>৭</sup> তপস্বিবিদ্যাম্-বাদেবৈ নমঃ)। ৮০

অঁ ঔ শান্তং তথা শান্তিং শেষং পূর্ববহুচরেৎ।

ঐ ঋ<sup>১০</sup> মূনিং শান্ত্যতীতাং শেষং পূর্ববহুচরেৎ ॥ ৮১ ॥

১ তা বি গ,—ঘ, দেবতান্যাস উচ্যতে।

২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ন্যসেৎ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, নিবৃত্ত্যম্-পদাৎ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ইম্মাং।

৫ ঐ,—খ, যোগপ্রতিষ্ঠাং।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পূর্ববদাচরেৎ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তপস্বী।

৮ ঐ,—পূর্ববদাচরেৎ।

ঋ<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> শান্ত শান্তি এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> মুনি শান্ত্যভীতা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। [মন্ত্ৰ—ঋ<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> শান্তশান্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ। ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> মুনিশান্ত্যভীতাম্বাদেবৈ নমঃ]। ৮১

ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> দেবঞ্চ হ্রল্লেক্ষাং শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> রাক্ষসশব্দান্তে গগনাং<sup>৩</sup> পূর্ববৎ পরম্<sup>৪</sup> ।

অং অঃ বিদ্যাধরং রক্তাং শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮২ ॥

ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> দেব হ্রল্লেক্ষা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> রাক্ষস শব্দ তারপর গগনা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ। ঐ<sup>১</sup> অঃ বিদ্যাধর রক্তা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্ৰ—ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> দেবহ্রল্লেক্ষাম্বাদেবৈ নমঃ। ঐ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> রাক্ষসগগনাম্বাদেবৈ নমঃ। ঐ<sup>১</sup> অঃ বিদ্যাধররক্তাম্বাদেবৈ নমঃ)। ৮৩

কি<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> সিদ্ধং মহোচ্ছ্রাং<sup>৩</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

গি<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> সাধ্যমহাকরালাং<sup>৪</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৩ ॥

কি<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> সিদ্ধ মহোচ্ছ্রা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। গি<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> সাধ্যমহাকরালা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্ৰ—কি<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> সিদ্ধমহোচ্ছ্রাম্বাদেবৈ নমঃ। গি<sup>১</sup> ঋ<sup>২</sup> সাধ্যমহাকরালাম্বাদেবৈ নমঃ)। ৮৩

ঔ<sup>১</sup> ঠ<sup>২</sup> সাংস্রসং জয়াং<sup>৩</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

ঈ<sup>১</sup> জ<sup>২</sup> গন্ধর্ববিজয়াং শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৪ ॥

ঔ<sup>১</sup> ঠ<sup>২</sup> সাংস্রস জয়া এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ঈ<sup>১</sup> জ<sup>২</sup> গন্ধর্ব বিজয়া এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্ৰ—ঔ<sup>১</sup> ঠ<sup>২</sup> সাংস্রসজয়াম্বাদেবৈ নমঃ। ঈ<sup>১</sup> জ<sup>২</sup> গন্ধর্ববিজয়াম্বাদেবৈ নমঃ)। ৮৪

• ঋ<sup>১</sup> ঐ<sup>২</sup> গুহকশব্দান্তে অজিতং পূর্ববৎ পরম্<sup>৩</sup> ।

• ঠ<sup>১</sup> ঠ<sup>২</sup> যক্ষাপরাজিতাং<sup>৪</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৫ ॥

১ তা বি গ,—ক, গ, শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ । ২ র গ, পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

৩ তা বি গ,—খ, -ধ্বত পাঠ; তা বি গ, সিদ্ধিমহোচ্ছ্রাং; ঐ,—ঔ, ক, খ এবং র গ, মহোচ্ছ্রাভাং ।

৪ তা বি গ,—ঔ এবং র গ, -ধ্বত পাঠ; তা বি গ, সাধ্যকরালঞ্চ ।

৫ ঐ,—ঔ, এবং র গ, তথাস্পরোজায়াং ।

৬ ঐ,—ক, অজিতাশেষং পূর্ববৎ পরম্; ঐ,—ঔ, এবং র গ, শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

৭ তা বি গ,—খ, যক্ষং পরাজিতাং; ঐ,—ঔ, এবং র গ, যক্ষোইপরাজিতাম্ ।

ঐ এঃ গুহ্যক শব্দের পর অজিতা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ । টঃ ঠ যক্ষাপরাজিতা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—ঐ এঃ গুহ্যকাজিতাম্বাদেবৈ নমঃ । টঃ ঠ যক্ষাপরাজিতাম্বাদেবৈ নমঃ) । ৮৫

ডঃ ঢ কিন্নরবামাঃ<sup>১</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

ণঃ ত পন্নগজ্যোষ্ঠাঃ শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৬ ॥

ডঃ ঢ কিন্নরবামা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । ণঃ ত পন্নগজ্যোষ্ঠা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—ডঃ ঢ কিন্নরবামাম্বাদেবৈ নমঃ । ণঃ ত পন্নগজ্যোষ্ঠাম্বাদেবৈ নমঃ) । ৮৬

থঃ দঁ ট পিতুরোদ্রাম্বাঃ<sup>২</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

ধঁ নঃ গণেশমায়্যাঃ শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৭ ॥

থঃ দঁ ট পিতুরোদ্রা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । ধঁ নঃ গণেশমায়্যা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—থঃ দঁ পিতুরোদ্রাম্বাম্বাদেবৈ নমঃ । ধঁ নঃ গণেশমায়্যাম্বাদেবৈ নমঃ) । ৮৭

পঁ ফঁ ভৈরবশব্দান্তে কুণ্ডলীং পূর্ববৎ পরম্ ।

বঁ উ বটুকঃ কালীঃ শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৮ ॥

পঁ ফঁ ভৈরব শব্দের পর কুণ্ডলী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ । বঁ উ বটুককালী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—পঁ ফঁ ভৈরবকুণ্ডল্যম্বাদেবৈ নমঃ । বঁ উ বটুককাল্যাম্বাদেবৈ নমঃ) । ৮৮

মঁ যঁ ক্ষেত্রেশ কালরাত্রিঃ শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ<sup>৩</sup> ।

রঁ লঁ প্রমথভগবতীঃ<sup>৪</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৮৯ ॥

মঁ যঁ ক্ষেত্রেশ কালরাত্রি এবং শেষ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । রঁ লঁ প্রমথভগবতী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—মঁ যঁ ক্ষেত্রেশকালরাত্র্যম্বাদেবৈ নমঃ । রঁ লঁ প্রমথভগবতাম্বাদেবৈ নমঃ) । ৮৯

বঁ শঁ ব্রহ্মসর্বেশ্বরীং<sup>৫</sup> শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ।

ঐঃ ঐঃ বিষ্ণুঃ সর্বজ্ঞাঃ শেষং পূর্ববৎ উচ্চরেৎ ॥ ৯০ ॥

১ তা বি গ,—গ, কিন্নরবালাঃ ।

২ তা বি গ,—থ, পিতুরোদ্রো স্তঃ ।

৩ ঐ,—ক, গণেশশব্দান্তে কালরাত্রিঃ পূর্ববৎ । ৪ ঐ,—থ, বটুকং ।

৫ ঐ,—থ,—দ্বুত পাঠঃ ; তা বি গ, এবং র গ, ক্ষেত্রেশশব্দান্তে কালরাত্রিঃ পূর্ববৎ ।

৬ ঐ,—ক, প্রথমং ভগবতীঃ ; ঐ,—ঘ, ঙ, এবং র গ, প্রথমভগবতীঃ ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—দ্বুত পাঠঃ ; তা বি গ, ব্রহ্মসর্বেশ্বরীং ; ঐ,—ক, ব্রহ্মসর্বেশ্বর্যাং ;

ঐ—গ, ব্রহ্মসর্বেশ্বর্যাং ।

ঐ ঞ্ ঞ্ ব্রহ্মাসর্বেশ্বরী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । ঐ ঞ্ বিষ্ণু সর্বজ্ঞা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—ঐ ঞ্ ব্রহ্মাসর্বেশ্বরীম্বাদেবৈ নমঃ । ঐ ঞ্ বিষ্ণুসর্বজ্ঞাম্বাদেবৈ নমঃ) । ৯০

ই ল্ রুদ্রসর্বকর্ত্রী শেষং পূর্ববৎ চরেৎ ।

ক্ষং চরাচরশক্তিক্ষ শেষং পূর্ববৎ চরেৎ ১ ৥ ৯১ ৥

ই ল্ রুদ্রসর্বকর্ত্রী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । ক্ষং চরাচরশক্তি এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র—ই ল্ রুদ্র-সর্বকর্ত্রীম্বাদেবৈ নমঃ । ক্ষং চরাচরশক্ত্যম্বাদেবৈ নমঃ) ।

অঙ্গুষ্ঠগুল্ফজঙ্ঘাসু জানু কটি পার্শ্বকে ।

স্তনকক্ষং করক্কক্ষকর্ণমূর্ধ্ব্যপি ক্রমাৎ ৥ ৯২ ৥

দক্ষভাগাদিবামান্তং বিম্বসেৎ কুলনায়িকে ।

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে সর্বদেবাত্মিকং পদম্ ৥ ৯৩ ৥

আত্মৈঃ পরাম্বাদেবৈ চ হৃদয়ে ব্যাপকং হৃদয়েৎ ।

দেবহ্যাসং বিধায়েৎ মাতৃকহ্যাসমাচরেৎ ৥ ৯৪ ৥

ওগো কুলনায়িকা, অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, কটি, পার্শ্ব, স্তন, কক্ষ, কর, ক্কক্ষ, কর্ণ, মূর্ধা এইসব স্থানে যথাক্রমে দক্ষিণ দিক্ থেকে আরম্ভ করে বাম দিকে শেষ করে হ্যাস করতে হবে । ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর সর্বদেবাত্মিকাপদ আত্মৈ বলে হৃদয়ে হ্যাস এবং ব্যাপকহ্যাস করতে হবে । [মন্ত্র—ওঁ ( হংসঃ ) সর্বদেবাত্মিকায়ৈ পরাম্বাদেবৈ নমঃ] । এইভাবে দেবহ্যাস করে মাতৃকহ্যাস করতে হবে ।

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে কবর্গানন্তকোটিভূ ।

চরীকুলসেবিতাত্মৈঃ ১ অঁ ক্ষা ১ হি মঙ্গলাপদম্ ৥ ৯৫ ৥

অম্বাদেবৈ নমো ১ ক্রয়াদাঁ ক্ষা ১ ব্রহ্মাণ্যতঃ ১ পরম্ ।

অম্বাদেবৈ ততোহনন্তকোটিভূতং কুলং ১ বদেৎ ৥ ৯৬ ৥

১ তা বি গ,—ও, চরাচরশব্দান্তে কুলশক্তিক্ষ পূর্ববৎ ; র গ, চরাচরশব্দান্তে কুলশক্তিক্ষ পূর্বক্ ।

২ তা বি গ,—ও, এবং র গ, বক্ষঃ ।

৩ র গ, আত্মৈঃ ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, চরীকুলঞ্চ সহিতাত্মৈঃ ।

৫ ঐ,—খ, অঁ বামাদেবৈ ততো ।

৬ ঐ,—ও, এবং র গ, দ্রাক্ষাং ব্রহ্মনাং ততঃ ।

৭ তা বি গ,—খ, কোটিভূতপদং ; ঐ,—ও, এবং র গ, ততো ।

সহিতায় ততো মঙ্গলনাথায় অঁ ক্ষ<sup>১</sup> বদেৎ ।

অঁ ক্ষ<sup>২</sup> অসিতাজ্ঞৈভরবনাথায়<sup>৩</sup> নম উচ্চরেৎ ॥ ৯৭ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর কবর্গ অনন্তকোটিভূচরীকুলসেবিতায়ৈ অঁ ক্ষ<sup>১</sup> মঙ্গলাপদ অম্বাদেবৈ নমঃ বলতে হবে । তারপর অঁ ক্ষ<sup>১</sup> ব্রহ্মাণী অম্বাদেবৈ তারপর অনন্তকোটিভূতকুল বলে সহিতায় মঙ্গলনাথায় অঁ ক্ষ<sup>২</sup> বলতে হবে । এর পর অঁ ক্ষ<sup>২</sup> অসিতাজ্ঞৈভরবনাথায় নমঃ উচ্চারণ করতে হবে । [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) কঁ খঁ গঁ ঙঁ অনন্তকোটিভূচরীকুলসেবিতায়ৈ অঁ ক্ষ<sup>১</sup> মঙ্গলাম্বাদেবৈ নমঃ । অঁ ক্ষ<sup>১</sup> ব্রহ্মাণ্যম্বাদেবৈ নমঃ । অনন্তকোটিভূতকুলসহিতায় অঁ ক্ষ<sup>২</sup> মঙ্গলনাথায় নমঃ । অঁ ক্ষ<sup>২</sup> অসিতাজ্ঞৈভরবনাথায় নমঃ) । ৯৫-৯৭

চবর্গং খেচরীং ঙঁ লঁ চর্চিকাক্ষ মহেশ্বরীম্<sup>৪</sup> ।

বেতালং ই লঁ চর্চিকং<sup>৫</sup> রু রুং শেষঞ্চ পূর্ববৎ ॥ ৯৮ ॥

চবর্গ খেচরী ঙঁ লঁ চর্চিকা মহেশ্বরী বেতাল ই লঁ চর্চিক রু রু এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে । (মন্ত্র—টঁ ঙঁ জঁ ঝঁ ঞঁ-খেচরী-ঙঁ লঁ চর্চিকা-মহেশ্বর্যম্বাদেবৈ নমঃ । বেতাল ই লঁ চর্চিকরু রুভৈরবনাথাত্যাং নমঃ) । ৯৮

টবর্গ পাতালচরীং উঁ ইঁ যোগেশ্বরীং বদেৎ ।

কোমারীঞ্চ পিশাচঞ্চ উঁ ইঁ যোগেশচণ্ডকো ॥ ৯৯ ॥

তবর্গং দিক্চরীং ঞঁ সঁ হরসিদ্ধাক্ষ<sup>৬</sup> বৈষ্ণবীম্ ।

অপস্মারং ঞঁ সঁ হরসিদ্ধক্ৰোধাদি পূর্ববৎ<sup>৭</sup> ॥ ১০০ ॥

টবর্গ পাতালচরী উঁ ইঁ যোগেশ্বরী বলতে হবে । তারপর কোমারী পিশাচ উঁ ইঁ যোগেশ ও চণ্ডক এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে । (মন্ত্র—টঁ ঙঁ ডঁ টঁ ণঁ পাতালচরী-উঁ ইঁ যোগেশ্বরীকোমার্যম্বাদেবৈ নমঃ) । পিশাচ-উঁ ইঁ যোগেশচণ্ডকভৈরবনাথাত্যাং নমঃ ।

১ তা বি গ,—খ, সহিতায় ততঃ ক্ষ<sup>১</sup> মঙ্গলনাথায় তৎ ; ঐ,—ঙ, সেবিতায় ততঃ অঁ ক্ষ<sup>২</sup> মঙ্গলনাথায় ততো ; র গ, সেবিতায় ততো অঁ ক্ষ<sup>২</sup> মঙ্গলনাথায় ততো ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, অসিতাজ্ঞৈভরবায় ।

৩ তা বি গ,—খ, চবর্গং খেচরীং ঙঁ লঁ চর্চিকাম্বেশানীং তথা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, চবর্গং খেচরী ঙঁ লঁ চাকচর্চিকা চ মহেশ্বরী ; ঐ—গ, চবর্গং খেচরীম্বাং চর্চিকাক্ষ মহেশ্বরীম্ ।

৪ ঐ,—খ, চর্চিকং ; ঐ,—ঙ, বেতাল ম ঙঁ লঁ চর্চিকং ; র গ, বেতাল ম ঙঁ লঁ চর্চিকং ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ঞঁ হরসিদ্ধাক্ষ ।

৬ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, অপস্মারং সংহারসিদ্ধিং ক্ৰোধাদিপূর্ববৎ ।

ভ-বর্গ দিক্চরী ঋঁ সঁ। হরসিদ্ধা বৈষ্ণবী বলতে হবে। তারপর অপস্মার ঋঁ সঁ হরসিদ্ধক্ৰোধ এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ দিক্চরী ঋঁ সঁ। হরসিদ্ধাবৈষ্ণব্যম্বাদেবৈ নমঃ। অপস্মার ঋঁ সঁ হরসিদ্ধক্ৰোধভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ৯৯-১০০

পবর্গং সহচরীং ঙ্গঁ ষাঁ ভট্টিং বারাহতঃ পরম্।

ব্রহ্মরাক্ষসকং ঙ্গঁ ষঁ ভট্টোন্নত্তাদি পূর্ববৎ ॥ ১০১ ॥

পবর্গ সহচরী ঙ্গঁ ষাঁ ভট্টি বারাহী তারপর ব্রহ্মরাক্ষসক ঙ্গঁ ষঁ ভট্টোন্নত্তা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—পঁ ফঁ ষঁ ভঁ মঁ সহচরী-ঙ্গঁ ষাঁ ভট্টিবারাহম্বাদেবৈ নমঃ। ব্রহ্মরাক্ষসক ঙ্গঁ ষঁ ভট্টোন্নত্তভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ১০১

যবর্গং শ্রাদ্ গিরিচরীং ঞ্গঁ শাঁ কিলকিলেতি চ।

ইন্দ্রাণীং চেটকং ঞ্গঁ শাঁ কিলিঃ কাপালিকস্তথা ॥ ১০২ ॥

যবর্গ গিরিচরী ঞ্গঁ শাঁ কিলকিলা ইন্দ্রাণী বলে চেটক ঞ্গঁ শাঁ কিলি-কাপালিক এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—যঁ রঁ লঁ ষঁ গিরিচরী ঞ্গঁ শাঁ কিলকিলেজ্ঞাণ্যম্বাদেবৈ নমঃ। চেটক ঞ্গঁ শাঁ কিলিকাপালিক-ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ১০২

শবর্গং শ্রাৎ বনচরীং ঞ্গঁ ষাঁ কালাদিরাশ্রি চ।

চামুণ্ডাং প্রেতং ঞ্গঁ ষঁ চঁ কালরাশ্রিচ ভীষণঃ ॥ ১০৩ ॥

১ ট বর্গের বর্গের পর...উঁ হাঁ...দেবৈ নমঃ এবং...উঁ হাঁ...ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ বলা হয়েছে। আবার প বর্গের বর্গের পর ঙ্গঁ ষাঁ...দেবৈ নমঃ এবং ঙ্গঁ ষঁ...ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ বলা হয়েছে। তা দেখে মনে হয় ত বর্গের বর্গের পর...ঋঁ সঁ...দেবৈ নমঃ এবং...ঋঁ সঁ ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ একরূপ হবে। আকর গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে বলে সন্দেহ হয়।

২ র গ, ৯৭।

৩ তা বি গ,—খ, ভট্টিং বারাহতঃ পরম্ ; তা বি গ,—ঘ, সংহারবাহতঃ।

৪ র গ, ৯৭।

৫ তা বি গ—ঙ, র গ, স্যাঙ্গিবিচরীং।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কিলকিলীতি।

৭ তা বি গ,—খ, কিলকিলঃ কপোলিকঃ ; ঞ্গঁ,—ক, গ, ঘ, কিলকিলা কাপালিকঃ ; র গ, কাপালিকস্তথা।

৮ র গ, শবর্গং বনচরীং।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দেবি কালাদিরাশ্রি।

১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চামুণ্ডাং ঞ্গঁ ষঁ উচ্চাৰ্য।



শবর্গ বনচরী ওঁ বাঁ কালরাত্রি চামুণ্ডা বলে প্রেত ওঁ বাঁ কালরাত্রি ভীষণ  
এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—লঁ ঋঁ ঌঁ ঍ঁ বনচরী ওঁ বাঁ  
কালরাত্রিচামুণ্ডাম্বাদেবৈ নমঃ। প্রেত ওঁ বাঁ কালরাত্রিভীষণভৈরবনাথাত্ম্য  
নমঃ)। ১০৩

লঁ ঋঁ জলচরীং অঃ লঁ বদেৎ পশ্চাচ্চ ভীষণম্।

মহালক্ষ্মীং শাকিনীঞ্চ অঁ লঁ পশ্চাচ্চ ভীষণম্ ॥ ১০৪ ॥

সংহারভৈরবকৈবৎ শেষং পূর্ববৎচক্ষুঃ।

ম্লাধারলিঙ্গনাভিহনাত্তবিশুদ্ধকায়োঃ ॥ ১০৫ ॥

আজ্ঞাভালং তলব্রহ্মরক্তেশ্বরং প্রবিহসেৎ।

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে মাতৃভৈরবশব্দতঃ ॥ ১০৬ ॥

অধিপাত্যৈ পরাম্ভাদেবৈ নমো ব্যাপকং হ্রসেৎ।

মাতৃহ্রাসং মহেশানি কুর্যাদেবং সমাহিতঃ ॥ ১০৭ ॥

লঁ ঋঁ জলচরী অঃ লঁ ভীষণা মহালক্ষ্মী শাকিনী বলে অঁ লঁ ভীষণ  
সংহারভৈরব এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—লঁ ঋঁ জলচরী অঃ  
লঁ ভীষণামহালক্ষ্মীশাকিন্যম্বাদেবৈ নমঃ। অঁ লঁ ভীষণসংহারভৈরবনাথায়  
নমঃ)।

ম্লাধার, লিঙ্গ (স্বাধিষ্ঠান), নাভি (মণিপুর), অনাহত (হৃদয়), বিশুদ্ধ  
(কণ্ঠ), আজ্ঞা (প্রমধ্য), ভাল, তল (প্রসূতপাণি), ব্রহ্মরক্ত এইসব স্থানে  
হ্রাস করতে হবে।

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর মাতৃভৈরব অধিপাত্যৈ পরাম্ভাদেবৈ নমঃ বলে  
ব্যাপকহ্রাস করতে হবে। ওগো মহেশানী, সমাহিত হয়ে এই প্রকারে  
মাতৃকাহ্রাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) মাতৃভৈরবো অধিপাত্যৈ পরাম্ভাদেবৈ  
নমঃ]। ১০৪-১০৭

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, লক্ষ্য জলচরীং মাং লাং ভবেৎ।

২ ঐ,—ক, অঁ লাক্ষ মহালক্ষ্মীং শাকিন্যং নঞ্চভীষণং; ঐ,—খ, মহালক্ষ্মীরাকিনীঞ্চ অঁ  
লঁ পশ্চাচ্চ ভীষণঃ; ঐ,—গ, ঘ, অঁ লাক্ষমহালক্ষ্মী শাকিন্যনঞ্চ ভীষণঃ; র গ, পশ্চাচ্চ-  
ভীষণঃ।

৩ র গ, ভৈরবকৈবৎ।

৪ র গ, অনাহতবিশুদ্ধিত্ব।

৫ তা বি গ,—খ, কল।

৬ তা বি গ,—খ, পরাক্ষ।

এবং শস্ত্রতনুর্দেবি ধ্যায়ৈদ্দেবী<sup>১</sup>মনমগ্ধীঃ ।  
 অমৃতার্ণবমধ্যোদগ্নিগ্নীপে সুশোভিতে<sup>২</sup> ॥ ১০৮ ॥  
 কল্পবৃক্ষবনাস্তঃস্থমণি<sup>৩</sup>মাণিক্যমণ্ডপে ।  
 নবরত্নময়<sup>৪</sup>শ্রীমৎসিংহাসনগতে<sup>৫</sup>হৃৎকজে ॥ ১০৯ ॥  
 ত্রিকোণান্তঃ সনাসীনং চন্দ্রসূর্যযুতপ্রভম্<sup>৬</sup> ।  
 অর্দ্ধাম্বকাসমায়ুক্তং প্রবিভক্তবিভূষণম্ ॥ ১১০ ॥  
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং সদা যোড়শবার্ষিকম্ ।  
 মন্দস্মিতমুখাভোজং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্<sup>৭</sup> ॥ ১১১ ॥  
 দিব্যাম্বরপ্রগালেপং<sup>৮</sup> দিব্যভরণভূষিতম্ ।  
 পানপাত্রঞ্চ চিন্মুদ্রাং ত্রিশূলং পুস্তকং করৈঃ<sup>৯</sup> ॥ ১১২ ॥  
 বিদ্যাসংসিদ্ধিং বিভ্রাণং সদানন্দমুখেক্ষণম্ ।  
 মহাষোটোদিতাশেষদেবতাগণসেবিতম্ ॥ ১১৩ ॥  
 এবং চিত্তাম্বকজে ধ্যায়ৈদর্শনারীশ্বরং শিবম্ ।  
 পুংরূপং বা স্মরৈদ্দেবি স্ত্রীরূপং বা বিচিন্তয়েৎ ॥ ১১৪ ॥  
 অথবা নিষ্কলং ধ্যায়ৈৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।  
 সর্বভোজোময়ং দেবি সচরাচরবিগ্রহম্ ॥ ১১৫ ॥

দেবী, এইপ্রকারে শাস্ত্রযুক্তদেহ সাধক অনন্যমনা হয়ে দেবতার ধ্যান করবে। অমৃতসমুদ্রে জেগে উঠেছে শোভন মণিগ্নীপ। সেখানে কল্পবৃক্ষের বনে মণিমাণিক্যের মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে নবরত্নময় আসনপদ্ম। অপরিমেয়দীপ্তি-সম্পন্ন চন্দ্রসূর্যসমায়ুক্ত ত্রিভূজের মধ্যে সেই আসন। তাতে সৌষ্ঠবসম্পন্ন সৌন্দর্য্যাধিকারী কোটিকন্দর্পের লাবণ্যযুক্ত নিত্যযোড়শবার্ষিক অর্ধগৌরীতনু ত্রিলোচন চন্দ্রশেখর উপবিষ্ট। তাঁর মুখপদ্মে মন্দস্মিতহাস্য। তিনি দিব্যাম্বর-মালাধারী, দিব্যভরণভূষিত। তাঁর অঙ্গে আলেপ। তার হস্তে পানপাত্র, চিং-মুদ্রা, ত্রিশূল এবং পুস্তক। তাঁর সদানন্দ মুখ এবং দৃষ্টি বিদ্যা ও সিদ্ধি

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ধ্যায়ৈদ্দেবী ।

২ ঐ,—গ, ঘ, মধ্যাহ্নসুবর্ণরূপশোভিতে ।

৩ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, নব ।

৪ ঐ,—খ, নবমহোময় ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, নবরত্নময় ।

৫ ঐ,—গ, ঘ, সিংহাসনমহাম্বকজে ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, চন্দ্রসূর্যসমবিতম্ ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, চন্দ্রশেখরম্ ।

৮ ঐ,—গ, ঘ, যুগালেপং ।

৯ তা বি গ,—ক, দক্ষিণে করে ।

বহন করছে। মহাষোড়শে আবির্ভূত অশেষদেবতাগণসেবিত এই অর্দ্ধ-নারীস্বর শিবের ধ্যান করতে হবে হৃদয়ান্বয়ে। পুরুষরূপে বা স্ত্রীরূপে দেবতার ধ্যান কর্তব্য। অথবা, ওগো দেবী, সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বভোজোন্ময় সচরাচর-বিগ্রহ নিষ্কলের ধ্যান করা উচিত। ১০৮-১১৫

ততঃ সন্দর্শয়েন্মুদ্রাদশকং<sup>১</sup> পরমেশ্বরী।

যোনিং লিঙ্গঞ্চ সুরভিং হেতিং মুদ্রাচতুষ্টয়ম্ ॥ ১১৬ ॥

বনমালাং মহামুদ্রাং নভোমুদ্রামিতি ক্রমাৎ।

যথাশক্তি মন্ত্রমূলং জপেৎ ঈপাত্ৰকামণি<sup>২</sup>।

মূর্দ্ধি সঙ্কিস্তয়েদেবি শ্রীগুরুং শিবরূপিণম্ ॥ ১১৭ ॥

সহস্রদলপঙ্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভম্।

বরাভয়করাম্<sup>৩</sup> বৃজং বিমলগন্ধপুষ্পপ্রজম্<sup>৪</sup>।

প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণম্।

স্মরেৎ শিরসি হংসগং তদভিধানপূর্বং গুরুম্ ॥ ১১৮ ॥

দশমুদ্রা—লিঙ্গমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, ত্রিশূলমুদ্রা, মালামুদ্রা, ইষ্ট(বর)মুদ্রা, অভী(অভয়)মুদ্রা, যুগমুদ্রা, খট্বাকমুদ্রা, কপালমুদ্রা এবং ডমরুমুদ্রা, এই দশমুদ্রা শিবের। ( দ্রঃ পুরশ্চর্য্যার্ব, ষষ্ঠতরঙ্গ, ৪৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত যামল-বচন। )

আলোচ্য শ্লোকে যোনিমুদ্রা, লিঙ্গমুদ্রা, সুরভি অর্থাৎ ধেনুমুদ্রা, হ অর্থাৎ যুগমুদ্রা, বনমালামুদ্রা ( মালামুদ্রা ), মহামুদ্রা এবং নভোমুদ্রা এই ক'টি নাম পাওয়া যাচ্ছে; দশটি নাম নেই। পুরশ্চর্য্যার্বে যামলোক্ত যে তালিকা দেওয়া হয়েছে ( উপরে বিবৃত ) তার সঙ্গে এই তালিকা ঠিক মিলছে না। এখানে অথচ কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা হয়েছে। এই মুদ্রাগুলি যে শিবের তা তালিকা দেখে অনুমান করা যায়। দেবতাভেদে মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মন্ত্রমূল—মন্ত্রের মূল অর্থাৎ বীজমন্ত্র। ঈ-পাত্ৰকা—ঈ অর্থ শক্তি। ঈপাত্ৰকা অর্থাৎ শক্তিপাত্ৰকা।

তারপর, ওগো পরমেশ্বরী, মুদ্রাদশক প্রদর্শন করতে হবে। যোনি, লিঙ্গ, সুরভি (ধেনু) এবং যুগ এই মুদ্রাচতুষ্টয় এবং বনমালামুদ্রা, মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা

১ তা বি গ,—খ, সমস্তাং।

২ ঐ,—উ, এবং র গ, চেতি।

৩ র গ, যথাশক্তি জপেৎমূলং শ্রীপাত্ৰকামণি।

৪ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—যুত পাঠ; তা বি গ, পুষ্পাম্বরম্।

এই ক্রমে প্রদর্শন করতে হবে। যথাশক্তি বীজমন্ত্র এবং শক্তিপাদ্ধাকামন্ত্র জপ করতে হবে। মন্তকে শিবরূপী শ্রীগুরুর চিন্তা করতে হবে। তিনি মন্তকস্থিত সহস্রদলপদ্মে অবস্থান করছেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রপ্রভাময়। তাঁর করপদ্মে বরাভয়মুদ্রা, গলদেশে শুভ্রসুগন্ধপুষ্পমালা। তিনি প্রসন্নবদন, প্রসন্নদৃষ্টি, সর্বদেবরূপী, হংসগ এবং হংসাবিধানযুক্ত। এইরূপে গুরুর ধ্যান করতে হবে। ১১৬-১১৮

এবং ত্যাসে কৃতে দেবি সাক্ষাৎ পরশিবো<sup>১</sup> ভবেৎ ।

মন্ত্রী নৈবাত্র সন্দেহো নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ ॥ ১১৯ ॥

দেবী, গৃহীতমন্ত্র সাধক এই প্রকারে ত্যাস করলে পর নিগ্রহানুগ্রহ করতে সমর্থ সাক্ষাৎ পরশিব হবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ১১৯

মহাষোড়াহ্রয়ং ত্যাসং যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।

দেবাঃ সৰ্বে নমসান্তি তং নমামি ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

যে প্রতিদিন মহাষোড়ানামক ত্যাস করে তাকে সব দেবতারা নিঃসংশয় নমস্কার করেন ; আমি নমস্কার করি। ১২০

মহাষোড়াহ্রয়ং ত্যাসং কৰোতি যত্র<sup>২</sup> পার্বতি ।

দিব্যক্ষেত্রং সমুদ্ভিষ্টং সমস্তাদ্ধশযোজনম্ ॥ ১২১ ॥

ওগো পার্বতী, যে-স্থানে সাধক মহাষোড়ানামক ত্যাস করে সেই স্থান এবং তার চারপাশের দশযোজন পরিমিত স্থান দিব্যক্ষেত্র বলে কীর্তিত হয়। ১২১

কৃত্বা ত্যাসমিৎ দেবি যত্র গচ্ছতি মানবঃ ।

তত্র স্যাদ্বিজয়ো লাভঃ সন্মানঃ পৌরুষং প্রিয়ে ॥ ১২২ ॥

দেবী, এই ত্যাস করে মানুষ যেখানে যায়, প্রিয়ে, সেখানে সে বিজয়, সম্মান এবং পৌরুষ লাভ করে। ১২২

মহাষোড়াকৃত্যাসস্তদজ্ঞং যদি বন্দতে<sup>৩</sup> ।

মাসান্মৃত্যুমবাপ্নোতি<sup>৪</sup> যদি ত্রাতা শিবঃ স্বয়ম্<sup>৫</sup> ॥ ১২৩ ॥

যে ব্যক্তি মহাষোড়াত্যাস করেছে সে যদি উক্ত ত্যাস করেনি এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রণাম করে তা'হলে দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিত্রাণকারী স্বয়ং শিব হলেও সে একমাসের মধ্যে মারা যাবে। ১২৩

১ তা বি গ,—ক, পরশিবো । ২ তা বি গ,—খ, ও, এবং র গ, যঃ কৰোতি হি ।

৩ তা বি গ,—খ,—বৃত্ত পাঠ ; ঐ—ও, এবং র গ, স্তদীক্ষয়তি বন্দিতঃ ; তা বি গ, স্তেন যো বন্দ্যতে শিবে ।

৪ তা বি গ,—খ, ও, এবং র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, যণ্মাসান্মৃত্যুমবাপ্নোতি ।

৫ ঐ,—ও, এবং র গ, সশশিবঃ ।

বজ্রপঞ্জরনামানমেতঃ<sup>১</sup> গ্রাসং করোতি যঃ ।

দিব্যন্তরীক্ষভূশৈলজলারণ্যানিবাসিনঃ ॥ ১২৪ ॥

প্রচণ্ডভূতবেতালদেবযক্ষোরগাদয়ঃ<sup>২</sup>

ভয়গ্রস্তেন মনসা নেক্ষন্তে তং কুলেশ্বরী ॥ ১২৫ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, যে বজ্রপঞ্জরনামক এই গ্রাস করে দিব্য-অন্তরীক্ষ-ভূ-শৈল-  
অরণ্য এসব স্থানে বাসকারী প্রচণ্ড ভূত বেতাল দেকতা যক্ষ সর্পাদি মনে মনে  
এত ভয় পেয়ে যায় যে তার দিকে তাকায় না । ১২৪-২৫

মহাষোঢ়াকৃতংগ্রাসং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ<sup>৩</sup> ।

দেবাঃ সর্বে নমস্তুস্তি<sup>৪</sup> ঋষয়োহপি মুনীশ্বরঃ ॥ ১২৬ ॥

যে-ব্যক্তি মহাষোঢ়াগ্রাস করেছে তাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সমস্ত দেবতা,  
ঋষিগণ এবং মুনীশ্বরগণ নমস্কার করেন । ১২৬

বহুনোক্তেন কিং দেবি গ্রাসমেতং মম প্রিয়ম্<sup>৫</sup> ।

নাপুত্রায় বদেদেবি নাশিত্যয় প্রকাশয়েৎ<sup>৬</sup> ॥ ১২৭ ॥

দেবী, বেশী কথা বলে কি হবে । এই গ্রাস আমার প্রিয় গ্রাস । এটি  
পুত্র ছাড়া আর কাউকে বলা হবে না এবং শিশু ছাড়া আর কারো কাছে  
প্রকাশ করা হবে না । ১২৭

আজ্ঞাসিদ্ধিমবাপ্নোতি রহসি গ্রাসমাচরেৎ<sup>৭</sup> ।

অতঃ পরতরঃ সাক্ষাদ্বেবতাভাবসিদ্ধয়ে<sup>৮</sup> ।

লোকে নাস্তি ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্বদাম্যহম্<sup>৯</sup> ॥ ১২৮ ॥

এই গ্রাস যে করবে সে আজ্ঞাসিদ্ধি লাভ করবে অর্থাৎ সে যা আজ্ঞা করবে  
তা-ই হবে । এই গ্রাস গোপনে করা উচিত । এটি সাক্ষাৎ দেবতাভাবসিদ্ধি

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নামেদং মন্ত্রী ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, রক্ষোগ্রহাদয়ঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মহাষোঢ়াশ্বরঃ ।

৪ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, প্রকুবন্তি ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, না শিত্যয় প্রকাশয়েৎ ।

৬ ঐ,—ঙ, নাপরায় চ দেবেশি অত্র শিত্য প্রদায়িকা ; র গ, নাপরায় চ দেবেশি  
অত্রসিদ্ধিপ্রদায়িকা ।

৭ তা বি গ,—খ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, তন্মাম্যাসং সমাচরেৎ ।

৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, অন্ম্যং পরতরঃ রক্ষা দেবতাভাবসিদ্ধিমা ।

৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, সত্যং সত্যং বরাননে ।

প্রদান করতে পারে ; এ জগতে নিঃসন্দেহ এর চেয়ে উত্তম আর কোনো স্থাস নেই, আমি তোমাকে সত্য বলছি । ১২৮

উর্দ্ধান্নায়প্রবেশশ্চ<sup>১</sup> পরাপ্রাসাদচিন্তনম্ ।

মহাষোঢ়াপরিজ্ঞানং নান্নস্য তপসঃ ফলম্ ॥ ১২৯ ॥

উর্দ্ধান্নায়ে প্রবেশ, পরাপ্রাসাদচিন্তন এবং মহাষোঢ়াজ্ঞান—এসব অল্প তপস্যার ফল নয় । ১২৯

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিন্মহান্যাসাদিকং<sup>২</sup> প্রিয়ে ।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি । ১৩০ ॥

প্রিয়ে, এই তোমাকে মহান্যাসাদি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছুটা বললাম ।  
আবার আর কি শুনতে চাও । ১৩০

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে  
সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধান্নায়তন্ত্রে মহাষোঢ়াকথনং নাম চতুর্থ  
উল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

সপাদলক্ষল্লোকযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য  
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তে উর্দ্ধান্নায়তন্ত্রে মহাষোঢ়াকথন নামক চতুর্থ  
উল্লাস সমাপ্ত । ৪

১ তা বি গ,—ঙ, প্রবেশক ।

২ তা বি গ,—ঙ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, দেবি মদ্রোদ্ধারাদিকং ।

## পঞ্চম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশাধারপাত্রাণাং পিশিতানাঞ্চ লক্ষণম্ ।

কুলদ্রব্যায় নির্মাণং ভেদং মাহাত্ম্যম্বে চ ॥ ১ ॥

অবিধানেন যৎ পাপং বিধানেন যৎ ফলম্ ।

তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বদ মে করুণানিধি ॥ ২ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, কুলদ্রব্যের আধারপাত্রের এবং মাংসাদি আমিষ দ্রব্যের লক্ষণ, কুলদ্রব্য তৈরী করা, তার প্রকারভেদ এবং মাহাত্ম্য, কুলদ্রব্য গ্রহণাদি যথাবিধি না করলে কি পাপ হয় এবং করলে কি ফল লাভ হয়, এই সমস্ত বিষয়ে সব শুনতে চাই । হে করুণানিধি, আমায় রূপা করে বল । ১-২

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেন ত্রিদৈশৈঃ সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা সব বলছি, শোন । এইসব শোনানাত্র মানুষ দেবতার সমান হয়ে যায় । ৩

আধারেণ বিনা ভংশো ন চ তৃপ্যন্তি\* মাতরঃ ।

তস্মাদ্বিধিবদাধারং কল্পয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৪ ॥

বিহিত আধার না হলে সাধকের অধঃপতন হয় এবং তার পূজায় মাতৃগণ তৃপ্ত হন না । ওগো কুলনায়িকা, সেইজন্য যথাবিধি আধার তৈরী করতে হবে । ৪

আধারং ত্রিপদং\* প্রাচঃ ষট্পদং বা চতুষ্পদম্ ।

অথবা বর্জুলাকারং কুর্যাদ্বেবি মনোহরম্\* ॥ ৫ ॥

দেবী, আধার তেপায়া, চারপায়া বা ছপায়া অথবা মনোহর বর্জুলাকার হবে বলা হয় । ৫

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভেদমাহাত্ম্য ।

২ ঐ,—গৃহুস্তি ।

৩ তা বি গ,—ক, ত্রিবিধং

৪ ঐ,—ঘ, ঙ, এবং র গ, মনোরমম্ ।

স্বৰ্ণরৌপ্যাশিলাকূর্মকপালালাব্ধমুন্ময়ম্<sup>১</sup> ।

নারিকেলশঙ্খতাম্রমুক্তাশুভ্রিসমুত্ত্ববম্<sup>২</sup> ॥ ৬ ॥

পুণ্যক্ষেত্র<sup>৩</sup> সমুত্ত্বতং পাত্রং কুর্ষাদ্বিচক্ষণঃ ।

অতিসূক্ষ্মমতিস্থূলং ছিন্নং ভিন্নঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

সোনা, রূপা, পাথর, কাছিমের খোল, কপাল, লাউ, মাটি, নারিকেল মালা, শঙ্খ, তাম্র, মুক্তা, শুভ্রি এই সবেবের আধার হবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে জাত বস্তুর পাত্র করবে : অতিসূক্ষ্ম অতিস্থূল এবং ভাঙ্গাচোরা পাত্র বর্জন করবে। ৬-৭।

স্বৰ্ণরৌপ্যতাম্রাণি<sup>৪</sup> সর্বসিদ্ধিকরাণি চ ।

শান্তিকে চ শিলাপাত্রঃ<sup>৫</sup> শুভ্রনে চৈব মুন্ময়ম্ ॥ ৮ ॥

নারিকেলঞ্চ বশ্যে স্যাদভিচারে<sup>৬</sup> চ কূর্মজম্ ।

শঙ্খা<sup>৭</sup> জ্ঞানপ্রদং মুক্তাশুভ্রিবিদ্যাপ্রদায়িনী<sup>৮</sup> ॥ ৯ ॥

কপালালাব্ধপাত্রাণি যোগসিদ্ধিকরাণি<sup>৯</sup> চ ।

পুণ্যক্ষেত্রজ্ঞপাত্রাণি সর্বপাপহরাণি চ ।

উক্তেষুভেদেষু পাত্রেষু<sup>১০</sup> পাত্রমেকং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০ ॥

সোনা রূপা ও তাম্রার পাত্র সর্বসিদ্ধিকর। শান্তিপ্রসূতায়নে পাথরের পাত্র, শুভ্রনকর্মে মাটির পাত্র, বশীকরণে নারিকেল মালার পাত্র এবং অভিচারে কাছিমের খোলের পাত্র বিহিত। শঙ্খের পাত্র জ্ঞানপ্রদ, মুক্তা এবং শুভ্রির পাত্র বিদ্যাপ্রদ, কপাল এবং লাউ এই দুইয়ের পাত্র যোগসিদ্ধি কর এবং পুণ্যক্ষেত্রজাত সব পাত্র সর্বপাপহরণকারী। এই যে-সব পাত্রের কথা বলা হল তার মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। ৮-১০

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্বৰ্ণরৌপ্যময়ৈঃ কূর্মকপালালাকমুন্ময়ৈঃ ।

২ ঐ,—খ, নারিকেল শঙ্খমুক্তাশুভ্রিকাচসমুত্ত্ববম্ ; র গ, নারিকেলঞ্চ শঙ্খঞ্চ মুক্তাশুভ্রিসমুত্ত্ববম্ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—পুত পঠ ; তা বি গ, পুণ্যবৃক্ষ ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বৰ্ণরৌপ্যাণি তাম্রাণি ।

৫ ঐ,—ঙ, চপলাপাত্রঃ ।

৬ তা বি গ,—ক, বশ্যাদেঃ অভিচারে ।

৭ ঐ,—ক,—পুত পঠ ; ঐ,—খ, মুক্তাশুভ্রিঃ প্রীতিপ্রদায়িনী ; তা বি গ, শুভ্রিদেবী-প্রীতিপ্রদায়িনী ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সর্বপাপহরাণি চ ।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—পুত পঠ ; তা বি গ, পুণ্যবৃক্ষ ।

১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—পুত পঠ ; তা বি গ, দেবেশি ।



কুলদ্রব্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা<sup>১</sup> ।

অভুস্যাং দ্বাদশপ্রস্থং প্রস্থার্দ্ধং তক্রমেব চ ॥ ১১ ॥

তগুলানাম্ চতুঃপ্রস্থং দ্বিপ্রস্থঞ্চ তথাক্সাম<sup>২</sup> ।

মুক্তিমাভ্রাক্কুরৈঃ সার্কিং একশ্মিন্ যোজয়েদ্<sup>৩</sup> ঘট ॥ ১২ ॥

প্রস্থ—চার কুড়ব, চার অঁজলা ।

দেবী, কুলদ্রব্যের কথা বলছি, সমাহিত হয়ে শোন । বার প্রস্থ জল, আধা প্রস্থ তক্র, চার প্রস্থ চাল, দু প্রস্থ ঘি, এইসব এক মুঠ অঙ্কুরের ( দুর্বাঙ্কুরের ) সঙ্গে একত্র করে একটি ঘটে রাখতে হবে । ১১-১২

শীতাদিরহিতে স্থানে স্থাপয়েদ্বিসদ্বয়ম্<sup>৪</sup> ।

পশ্চাদগ্নোঃ সমারোপ্য জম্বালসদৃশং পচেৎ<sup>৫</sup> ॥

ঘটটি শীতাদিরহিত স্থানে দুদিন রাখতে হবে । তারপর আগুনে চাপিয়ে মিশ্রিত দ্রব্য কাদা কাদা করে পাক করতে হবে । ১৩

অবরোপ্য পুনঃ শীতামবস্থাং প্রাপয়েত্ততঃ<sup>৬</sup> ।

পাদোনপ্রস্থকৈঃ পিষ্টা<sup>৭</sup> হস্তাভ্যাং মেলয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৪ ॥

এবার আগুনের উপর থেকে নাবিয়ে এনে আবার ঠাণ্ডা করতে হবে । এরপর দ্রব্যটি পোনে একপ্রস্থ পরিমাণ করে নিয়ে সুধী ব্যক্তি হাতে ডলে ডলে বেশ করে মিশাবে । ১৪

প্রস্থার্দ্ধান্ তগুলান্ বাপ্য<sup>৮</sup> পরেদ্ব্যস্তং সমাক্কুরৈঃ<sup>৯</sup> ।

সম্যক্ সংমর্দ্য তক্রেণ পাকমালোড্য মেলয়েৎ<sup>১০</sup> ।

এষা পৈষ্টিতি বিখ্যাতা পূজিতা দেবদানবৈঃ ॥ ১৫ ॥

এরপর বস্তুর উপর আধা প্রস্থ চাল ছড়িয়ে দেবে এবং পরের দিন তার সমপরিমাণ অঙ্কুর মিশিয়ে ভাল করে মাড়বে । তারপর সেই কাই-এর সঙ্গে

১ তা বি গ,—খ, সমাসতঃ ।

২ ঐ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, তথাস্তসাং ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মুক্তিমাভ্রাক্কুরো দেবি একশ্মিন্মেলয়েদ্ ।

৪ ঐ,—খ, দ্বিসদ্বয়মানতঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্থাপয়েদ্বীরবৈশ্মনি ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তস্মাদগ্নিং ।

৬ ঐ,—খ, দ্বিসে মাস্তানাস্ততম্ ; ঐ,—গ, জলকর্দমবৎ পচেৎ ।

৭ ঐ,—ক, শীতমবপাদেন প্রস্থকৈঃ ; ঐ,—খ, শীতমবপাদ্যাক্কুরৈঃসহ ।

৮ ঐ,—খ, পক্তা ।

৯ ঐ,—ক, পক্তা ।

১০ ঐ,—ক,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, পবেদ্ব্যস্তং সমাক্কুরৈঃ ।

১১ ঐ, ক, পাকমালোক্য ; ঐ,—খ, মেলয়িত্বা বিচক্ষণঃ ।

ভক্ত ভাল করে নেড়ে নেড়ে মিশাবে। এইটি পৈষী নামে বিখ্যাত। দেবতা দানব সব এর আদর করে। ১৫

গোড়ী চ শ্বেতববু<sup>১</sup>রজম্<sup>২</sup>বু<sup>৩</sup>ত্ক্ষাসাধিতাস্তসাম্<sup>৪</sup> ।  
 দশপ্রস্থং কুলেশানি ধাতকীকুমুং শুভম্<sup>৫</sup> ॥ ১৬ ॥  
 নারিকেলপ্রসূনং বা চৈকপ্রস্থং বিনিষ্কিপেৎ ।  
 হরীতকী চাক্ষফলং<sup>৬</sup> বসুনিষ্কপ্রমাণতঃ<sup>৭</sup> ॥ ১৭ ॥  
 বহিঃ ত্রিকটুকঞ্চাপি<sup>৮</sup> নিষ্কমাত্র প্রমাণতঃ<sup>৯</sup> ।  
 অশীতিগুড়সম্মিশ্রমেকস্মিন্ যোজয়েদ্ ঘটে<sup>১০</sup> ॥ ১৮ ॥  
 করেণ ভ্রাময়েৎ সমাগনুলোমবিলোমতঃ ।  
 অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা ত্রিসন্ধ্যাং প্রতিবাসরম্<sup>১১</sup> ॥ ১৯ ॥  
 দ্বাদশাহেন পাকঃ শ্যাং জালয়েত্তৎত্রয়োদশে<sup>১২</sup> ।  
 এষা গোড়ীতি কথিতা শিবসামুজ্যাহেতুকী<sup>১৩</sup> ॥ ২০ ॥

নিষ্ক = ১৬ মাষা। ১ মাষা = দশ রতি। বহিঃ = ১. নিষ্পক (কাগজী লেবু) ;

২. ভল্লাত গাছ, ভেলা গাছ (Semecarpus Anacardium)। ত্রিকটুক—  
 মিলিত শুষ্ক পিপ্পলী ও মরিচ।

কুলেশানী, দশপ্রস্থ শ্বেতবাবলার ছাল এবং জামের ছাল জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তার মধ্যে এক প্রস্থ খাইফুল অথবা নারিকেল ফুল দেবে, আট নিষ্ক করে হরতকী ও বহেড়া দেবে, এক নিষ্ক করে ভেলাগাছের ছাল (কাগজী লেবু) ও ত্রিকটু দেবে। এবার আশী নিষ্ক গুড় মিশিয়ে সব দ্রব্য একটি ঘটে রাখবে। এরপর অনুলোম বিলোম ক্রমে হাত ঘুরিয়ে ঘট মধ্যস্থ দ্রব্য একশ আটবার আলোড়িত করবে। প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা এটি করতে

- ১ তা বি গ,—ক, গোড়ী চাশ্বথবকুলজম্<sup>১</sup>বু<sup>২</sup>ত্ক্ষাসাধিতাস্তসাম্<sup>৩</sup> ; ঐ,—গ, ঘ, গোড়ী চাশ্বথবকুল ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, গোড়ী চূর্ণময়ী বকুলত্বক্ সহসাস্তসা।
- ২ তা বি গ,—খ, তু বা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমং।
- ৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, চাক্ষফলং।
- ৪ ঐ,—খ, দশনিষ্কপ্রমাণতঃ।
- ৫ র গ, বহিত্রিকটুকঞ্চাপি।
- ৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্ঠ ; তা বি গ, নিষ্কমাত্রং ক্ষিপেৎ পৃথক্।
- ৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, গুড়সম্মিশ্রমেকস্মিন্ যোজয়েৎ সূদৃঢ়ে ঘটে।
- ৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, ত্রিষু রাত্রিন্দিবং মতম্।
- ৯ ঐ,—ক,—ধৃত পার্ঠ ; তা বি গ, এবং র গ, দশাহেন তু পাকঃ শ্যাং পীয়তে তত্র যোগিনী ; তা বি গ, পালয়েত্তৎ ত্রয়োদশে।
- ১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, হেতুকা।

হবে। এমনি করে বার দিনে দ্রব্যের পাক হবে। তের দিনের দিন একে জ্বাল দিতে হবে। একে বলা হয় গোড়ী। এটি শিবসামুজ্য লাভের হেতু। ১৬-২০

দ্বিগুণং মকরন্দম্<sup>১</sup> বারি সংযোজয়েদ্ ঘটে।

দ্বাদশাহেন পাকঃ স্যাচ্ছেষমণ্যং পুরোক্তবৎ।

এষা মাধ্বী সমুদিতা দেবতাপ্রীতিকারিণী ॥ ২১ ॥

ঘটে যতটা মধু দেবে তার দ্বিগুণ জল দেবে। বার দিনে এর পাক হবে। এ সম্বন্ধে বস্ত্রব্যের অবশিষ্ট অংশ সদ্য যা বলা হল সেই মতো। একে বলা হয় মাধ্বী। এটি দেবতার প্রীতি সম্পাদন করে। ২১

একা শুষ্ঠী দ্বিবহিষ্চ মরীচত্রিতয়ং<sup>২</sup> তথা।

ধাতকৌ চ চতুষ্কং স্যাৎ পঞ্চপুষ্পাণি যণ্-মধু<sup>৩</sup> ॥ ২২ ॥

অশীতিগুড়সম্মিশ্রং শেষমণ্যং পুরোক্তবৎ।

ইদং মনোহরং দ্রব্যং যোগিনীপানমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

একভাগ শুট, দুইভাগ কাগজী (বা ভেলাগাছের ছাল), তিনভাগ গোলমরিচ, চারভাগ ধাইফুল, পাঁচভাগ পুষ্প, ছভাগ মধু এবং আশীভাগ গুড় একত্র মিশাতে হবে। এ সম্বন্ধে বস্ত্রব্যের অবশিষ্ট অংশ সম্প্রতি যা বলা হল সেইমতো হবে। এই মনোহর দ্রব্য যোগিনীদের উত্তম পানীয়। ২২-২৩

সার্কেন্দ্রপলকং দগ্না<sup>৪</sup> মাহিষং প্রস্থমাত্রকম্<sup>৫</sup>।

মোচাপকণ্ডতক্কাপি যোগোহয়ং মদিরা শোভা<sup>৬</sup> ॥ ২৪ ॥

তং মেলয়িত্বা সংযোজ্য<sup>৭</sup> সার্কেন্দ্র<sup>৮</sup> বংশপুটে পচেৎ।

চহারিং শাদিনাগ্র্যেষ্ঠৌ পঞ্চ পঞ্চজ-সঙ্কুলে<sup>৯</sup> ॥ ২৫ ॥

নি<sup>১০</sup> ধারোক্ত্য কিরনৈঃ সৌরৈঃ সম্যগ্ বিশোধয়েৎ<sup>১১</sup>।

যদা চ কঠিনীভাবস্তদা সংগৃহ্য সাধকঃ<sup>১২</sup> ॥ ২৬ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মকরন্দঃ স্যাৎ।

২ ঐ,—মরীচত্রিতয়ং।

৩ ঐ,—পুষ্পাণি যণ্-মধুত্রয়ম্।

৪ তা বি গ,—ক, ঙ, এবং র গ, সার্কেন্দ্রপলকো দগ্না।

৫ তা বি গ,—ক, প্রস্থকট্টকম্।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মদিরা স্মৃতা।

৭ তা বি গ,—খ, সংযুক্ত্য।

৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সার্কেন্দ্র।

৯ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, পঞ্চজসম্ভবে।

১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র, গ, বি।

১১ র গ, সর্বাংশোষয়েৎ; তা বি গ,—ঙ, সর্বাংশি শোধয়েৎ।

১২ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, মানবঃ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, মানতঃ।

গুজ্জাফলপ্রমাণস্ত জলৈঃ<sup>১</sup> সম্মিলিতং শুভম্ ।

আত্মোচ্ছঃ<sup>২</sup>পূরয়েৎ পাত্রং পরমানন্দদং<sup>৩</sup> পরম্ ॥ ২৭ ॥

এতদপ্যুক্তমং দ্রব্যং সর্বদেবপ্রিয়ং প্রিয়ে ।

এতানি<sup>৪</sup> মদহেতুনি মদ্যাত্তনানি কারয়েৎ ॥ ২৮ ॥

দেড়পলক ( ১ পলক = ৮ তোলা ) দই, এক গ্রন্থ ভইষা ঘি, একশ অপক কদলী, এসব সংযোগে মনোহর মদ্য হয়। এই একত্রীকৃত পদার্থ বেশ ভাল কবে মিশিয়ে নিয়ে স্থূল বংশছিদ্রে অর্থাৎ মোটা বাঁশের চোঙায় ভরে তার পাক করতে হবে। চোঙাটি আটচল্লিশ দিন পঙ্কজসঙ্কুল পক্ষে অর্থাৎ পদ্মপুকুরের পাঁকে পুঁতে রাখতে হবে। তার পর উঠিয়ে এনে রোদে বেশ করে শুকোতে হলে। যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন মাধক তা থেকে গুজ্জাফল প্রমাণ অর্থাৎ এক রতি পরিমাণ নিয়ে জলে গুলে তা দিয়ে আপন ইচ্ছানুরূপ পরমানন্দকর পাত্র পূর্ণ করবে। প্রিয়ে, এটিও সর্বদেবতার প্রিয় উত্তম দ্রব্য। এইসব মদ্যবীজ অর্থাৎ কিং বা বাখর অগ্ন্যাগ্ন মদ তৈরী করায় অর্থাৎ তা মিশিয়ে অগ্ন্যাগ্ন মদ তৈরী করা হয়। ২৪-২৮

পানসং দ্রাক্ষমাধুকং<sup>৫</sup> খাজুরং তালমৈক্ষবম্ ।

মধুখং শীপু<sup>৬</sup> মাধ্বীকং মৈরেষ্যং<sup>৭</sup> নারিকেলজম্ ॥ ২৯ ॥

মদ্যাত্তনোদৈতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ ।

দ্বাদশস্ত সুরা মদ্যং সর্বেষামুত্তমং প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

মাধুক এবং মাধ্বীক এই উভয়ের অর্থই মধুকপ্পলজাত মদ্য অর্থাৎ মহয়ার মদ। অনুমান করা যায়, উপাদান এক জলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খাজুর, তাল, মৈক্ষব, মধুখ, শীপু, মাধ্বীক, মৈরেষ্য, নারিকেলজাত—এই একাদশ প্রকার মদ্য ভুক্তিমুক্তিকর। প্রিয়ে, দ্বাদশ সুরা। এটি সর্বোত্তম মদ্য। ২৯-৩০

• পৈষ্টী গোড়ী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা

সর্বসিন্ধিকরী পৈষ্টী গোড়ী ভোগপ্রদায়িনী ॥ ৩১ ॥

মাধ্বী মুক্তিকরী জ্ঞেয়া সুরা ত্যাদ্ দেবতাপ্রিয়া<sup>৮</sup> ।

বিদ্যাপ্রদৈক্ষরী জ্ঞেয়া<sup>৯</sup> দ্রাক্ষী রাজ্যপ্রদা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

১ র গ, জলে।

২ তা বি গ,—গ, ঙ, এবং র গ, আত্মহং।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মকরন্দরসৈঃ।

৪ তা বি গ,—খ, ইত্যাদি।

৫ তা বি গ,—গ, ঙ, এবং র গ, মাধ্বীকং।

•

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মধুচ্ছিক্তম্।

৭ তা বি গ,—খ, বাসন্তী।

৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সুরাখ্যা দেবতা প্রিয়ে।

৯ তা, বি গ,—খ, হালা।

তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জুরী রিপুনাশিনী ।

নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা ॥ ৩৩ ॥

মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী' ।

মৈরেয়াখ্য। কুলেশানি সৰ্বদা<sup>২</sup> পাপহাৰিণী ॥ ৩৪ ॥

ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মদ্যং বন্ধনসম্ভবम् ।

মধুপুষ্পসমুদ্ভূতং আসবং তপ্তলোদ্ভবম্ ॥ ৩৫ ॥

যস্যানন্দো নির্বিকারঃ আমোদশ্চ মনোহরঃ ।

মদ্যং তদুত্তমং\* দেবি দেবানাং প্রীতিদায়কম্<sup>৬</sup> ॥ ৩৬ ॥

আত্মেচ্ছং<sup>১</sup> পূরয়েৎ পাত্রং পরমানন্দবর্দ্ধনম্<sup>২</sup> ।

এতদামোদকং দ্রব্যং সৰ্বদেবপ্ৰিয়ং প্ৰিয়ে ॥ ৩৭ ॥

পৈষী গোড়া ও মাধ্বী, সুরা এই ত্রিবিধ জানবে। পৈষী সর্বসিদ্ধি প্রদান করে, গোড়া ভোগ আর মাধ্বী মুক্তি। সুরা দেবতাদের প্রিয়। ইক্ষুজাত সুরা বিদ্যাপ্রদা, দ্রাক্ষী সুরা রাজ্যপ্রদা। তালজা সুরা অর্থাৎ তাড়ি শুভনকর্মে প্রশস্ত, খেজুররসের সুরা রিপুনাশিনী অর্থাৎ মারণকর্মে প্রশস্ত। নারিকেলজাতা সুরা শ্রী প্রদান করে আর পনস-রসজাতা সুরা শুভপ্রদা। ওগো কুলেশানী, মধুজা নামক সুরা জ্ঞানকরী এবং দারিদ্র্য ও রিপুনাশকারিণী। মৈরয়েলা নামক সুরা সদা পাপহারিণী। ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভূত ও বঙ্কলসমুদ্ভূত মদ্য, মধুকপুষ্পসমুদ্ভূত মদ্য, তণ্ডুলোদ্ভূত আসব অর্থাৎ ধেনো মদ, এইসব বিভিন্ন প্রকারের মদ্য। দেবী, যার আনন্দ নির্বিকার এবং যার আমোদ মনোহর সেই মদ্য উত্তম এবং দেবতাদের প্রীতিদায়ক। নিজের ইচ্ছামতো পরমানন্দবর্ধক পাত্র পূর্ণ করতে হবে। প্রিয়ে, এই আমোদকর দ্রব্য সব দেবতাদের প্রিয়। ৩১-৩৭

সুরাদর্শনমাত্রেণ সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।

তদগন্ধাঘ্ৰাণমাত্রেণ<sup>২</sup> শতক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—দ্বত পাঠ; তা বি গ, মধুকজা জ্ঞানকরী মাধবীকী  
রোগনাশিনী।

২ তা বি গ,—খ, সর্বপা ।

৩ র গ, যস্থানলং নির্বিকারং ; তা বি গ,—খ, যৎ সানন্দকুচিকর ।

৪ র গ, সমানি চ মনোহরং ; তা বি গ, — ঙ, সমানি চ মনোহরঃ ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, অন্বতং তদ্ব্যয়ং ।

৬ র গ, প্রীতিকারকং।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, আত্মস্থং ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরমানন্দবান্ধবঃ ।

২ তা বি গ,—ঘ, তদ্ব্যবস্থাপনমাত্রাৎ ।

সুরাদর্শনমাত্র সাধক সর্বপাপমুক্ত হয় এবং তার গন্ধগ্রহণমাত্র শত যজ্ঞের ফল লাভ করে । ৩৮

মদ্যস্পর্শন<sup>১</sup>মাত্রেন তীর্থকোটিকলং লভেৎ ।

দেবী তৎপানতঃ সাক্ষাৎলভেন্মুক্তিং চতুर्वিধাম্ ॥ ৩৯ ॥

মুক্তিং চতুर्वিধাং—চতুর্বিধ মুক্তি, যথা—সাক্ষি<sup>২</sup>, সালোক্য, সামীপ্য এবং সাক্ষ্য । অথবা সাক্ষি<sup>৩</sup>, সালোক্য, সাক্ষ্য এবং সাযুজ্য ।

দেবী, মদ্যস্পর্শমাত্র সাধক কোটিতীর্থের ফল লাভ করবে এবং তা পান করলে সাক্ষ্য চতুর্বিধ মুক্তিলাভ করবে । ৩৯

ইচ্ছাশক্তিঃ সুরামোদে জ্ঞানশক্তিশ্চ তদ্রসে<sup>৪</sup> ।

তৎস্বাদে ক্রিয়াশক্তিস্তদ্বল্লাসে পরা স্থিতা<sup>৫</sup> ॥ ৪০ ॥

সুরার সৌরভে ইচ্ছাশক্তি, তার রসে অর্থাৎ তরল সুরায় জ্ঞানশক্তি, তার আত্মাদে ক্রিয়াশক্তি এবং তজ্জনিত উল্লাসে পরাশক্তি অধিষ্ঠিতা । ৪০

মদিরা ব্রহ্মগাঃ প্রোক্তাঃ<sup>৬</sup> চিত্তশোধনসাধনা<sup>৭</sup> ।

ভাসামেকাং সমাহৃত্য পূজাকর্ম সমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥

সব মদিরাকে বলা হয় ব্রহ্মগা এবং চিত্তশুদ্ধির সাধন । তার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি সংগ্রহ করে পূজাকর্ম করতে হবে । ৪১

মদ্য<sup>৮</sup> মাংসাদিবিজয়াং চাফগন্ধৈঃ সুমিশ্রিতাম্ ।

সংমর্দ্য বটিকাং কৃত্বা সংগৃহ্যথ বিচক্ষণঃ ।

মদ্যাভাবে তু বটিকাং জলে সংযুজ্য তর্পয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অফগন্ধ—শক্তিসম্বন্ধী অফগন্ধ, যথা—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর, কুঙ্কুম, গোরচনা, জটামাংসী এবং কপি ।

বিচক্ষণ ব্যক্তি মদ্য, মাংস এবং ভাঙ অফগন্ধের সঙ্গে ভাণ করে মিশ্রিত করে বেটে বড়ি তৈরী করে সংরক্ষিত করবে । মদ্যের অভাব হলে এই বটিকা জলে গুলে দেবতার তৃপ্তি বিধান করবে । ( এটি প্রথম অনুকল্প ) । ৪২

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তস্ত সম্পর্ক ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তস্ত সন্দর্শ ।

২ ঐ,—ঙ, তজ্জবে ; র গ, তদ্রবে ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরাশ্রিতিঃ ।

৪ র গ, মদিরা ব্রহ্মগা প্রোক্তা ; তা বি গ,—ক, মদিরাব্রহ্মমারোহ ।

৫ ঐ, ক, রেতঃশোধনসাধনা ; ঐ,—খ, চেতঃশোধনসাধনা ; ঐ,—ঙ, চিত্তশোধনসাধনী ; র গ, চিত্তশোধনসাধিনী ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, মৎস্ত ।

গুড়মিশ্রণ তক্রোণ তর্পয়েৎ<sup>১</sup> মধুভাজিনা ।

সৌবীরেণাথবা কুর্ধাদেতৎ<sup>২</sup> কর্ম ন লোপয়েৎ ।

প্রমাদাদ্ যদি লুপ্যাতে দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

মদ্যব্যবহারকারী গুড়মিশ্রিত তক্রের দ্বারা দেবতার তৃপ্তিবিধান করবে । (এটি দ্বিতীয় অনুকল্প) । অথবা সৌবীর অর্থাৎ কাঁজির দ্বারা এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবে । (এটি তৃতীয় অনুকল্প) । মদ্য বাদ দেবে না । প্রমাদবশতঃ কেউ যদি এটি বাদ দেয় তা' হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে । ৪৩

মাংসস্ত ত্রিবিধং প্রোক্তং খ-ভৃ-জলচরং প্রিয়ে ।

যথাসম্ভবমপোকং তর্পণার্থং প্রকল্পয়েৎ ।

মাংসদর্শনমাত্রোণ সুরাদর্শনবৎ ফলম্<sup>৩</sup> ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়ে, মাংস ত্রিবিধ বলা হয় । যথা—খেচর, ভূচর আর জলচরের মাংস । দেবতার তৃপ্তির জন্ম যথাসম্ভব তার একটির আয়োজন করতে হবে । মাংস দর্শনমাত্র সুরাদর্শনে যেরূপ ফল লাভ হয় সেটিরূপ ফললাভ হয় ।

পিতৃদেবতযজ্ঞেষু বৈধহিংসা বিধীয়তে<sup>৪</sup> ।

আত্মার্থং প্রাণিনাং হিংসা কদাচিন্মোদিতা প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥

পিতৃযজ্ঞে এবং দেবযজ্ঞে বৈধহিংসা করা চলে । প্রিয়ে, শাস্ত্রে নিজের জন্ম প্রাণিহিংসার কথা কখনো বলা হয় নি । ৪৫

স্বনিমিত্তং<sup>৫</sup> তৃণং ব্যাপি ছেদয়েন্ন কদাচন ।

দেবতার্থং দ্বিজার্থং বা<sup>৬</sup> হত্বা পাপৈর্ন লিপ্যাতে ॥ ৪৬ ॥

নিজের জন্ম এক গাছি তৃণও কখনো ছেদন করা উচিত নয় । দেবতার জন্ম বা দ্বিজের জন্ম প্রাণিবধ করলে কেউ পাপে লিপ্ত হবে না । ৪৬

মামনাদৃত্য পুণ্যোহপি পাপং স্যাৎ প্রত্যবায়তঃ<sup>৭</sup> ।

মন্নিমিত্তং চরেৎ পাপং<sup>৮</sup> পুণ্যং ভবতি শাস্ত্রবি ॥ ৪৭ ॥

১ তা বি গ,—ঘ, মর্দয়েৎ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তেন বা ।

২ ঐ,—খ, কুর্ধাদৈক্ৰব ।

৩ র গ,—এ এই শ্লোকার্থ ‘প্রমাদাদ্ যদি ইত্যাদি’ শ্লোকার্থের পরেই দেওয়া হয়েছে ।

৪ তা বি গ,—খ, বেদে হিংসা বিধীয়তে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, দেবি হিংসা বিভাবিতা ।

৫ তা বি গ,—ঙ, র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অনিমিত্তং ।

৬ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, দ্বিজং গাং বা ।

৭ ঐ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পুণ্যং পাপং স্যাৎ প্রত্যবায়তঃ ।

৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, মন্নিমিত্তকৃতং পাপং ।

আমাকে অনাদর করে পুণ্য করলেও তা প্রত্যায়হেতু পাপ হয়ে যায় ।  
ওগো শান্তবী, আমার নিমিত্ত পাপাচরণ করলেও তা পুণ্য হয়ে যায় । ৪৭

যৈরৈব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরৈব চোদিতা ।

শ্রীকৌলদর্শনে চাপি ভৈরবেন মহাশ্রনা ॥ ৪৮ ॥

যে-সব দ্রব্যের দ্বারা পতন হয় সে-সবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় একথা  
শ্রীকৌলদর্শনেও মহাশ্রী ভৈরব বলেছেন । ৪৮

যৎকর্ম<sup>১</sup> কুব্ৰতাং পুংসাং কর্মলোপো ভবেৎ যদি<sup>২</sup> ।

তৎকর্ম ত্বে প্রকুব্ৰন্তি সপ্তকোটীমুনীশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

কোনো কর্ম করলে পুরুষের কর্মলোপ অর্থাৎ কর্মক্ষয় যদি হয় তবে সেই  
কর্ম সপ্তকোটী মুনীশ্বর করে থাকে ।

হৃদ্যান্মগ্নেণ চানেন ত্ৰিভিমন্ত্র্য পশুং প্রিয়ে ।

গন্ধপুষ্পাঙ্কতৈঃ পূজ্য<sup>৩</sup> চাশুথ্য নরকং ব্রজেৎ<sup>৪</sup> ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ে, এই মন্ত্রের দ্বারা পশুকে অভিমন্ত্রিত করে এবং গন্ধ পুষ্প-অঙ্কত  
দিয়ে পূজা করে বলি দিতে হবে । যে এর অশুখা করবে সে নরকে যাবে । ৫০

শিবোৎকৃন্তমিদং পিণ্ডমতস্ত্বং শিবতাং গতঃ<sup>৫</sup> ।

তদ্বৃদ্ধ্যস্ব<sup>৬</sup> পশো ত্বং হি মাশিবস্ত্বং<sup>৭</sup> শিবোহসি হি ॥ ৫১ ॥

শিবের দ্বারা ছিন্ন হবে তোমার দেহ । অতএব, তুমি শিবত্ব প্রাপ্ত হবে ।  
হে পশু, তুমি এটি অবগত হও । তুমি অশিব নও ; তুমি যে শিব । ৫১

ব্রহ্মা স্যাৎ পললে<sup>৮</sup> বিষ্ণুর্গন্ধে রুদ্রশ্চ তদ্রসে<sup>৯</sup> ।

পরমাত্মা তদানন্দে তস্মাৎ সেব্যমিদং প্রিয়ে ॥ ৫২ ॥

প্রিয়ে, পশুর মাংসে ব্রহ্মা, গন্ধে বিষ্ণু, রসধাতুতে রুদ্র, তার আনন্দে  
( অর্থাৎ তদভক্ষণজনিত আনন্দে ) পরমাত্মা । অতএব, এটি ভক্ষণ করা  
উচিত । ৫২

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মৎকর্ম ।

২ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ভবেন্নহি ( যদি ) ।

৩ র গ, পূজ্যং ।

৪ তা বি গ,—ক, নিষ্ফলং ভবেৎ ।

৫ র গ, চান্ত অতস্ত্বাং শিবতাং ব্রজেৎ ; তা বি গ,—গ, ঙ, অতস্ত্বাং শিবতাং ব্রজেৎ ;  
ঐ,—খ গ মতস্ত্ব সেব্যতাং গঠৈঃ ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তদ্বৃদ্ধান্ত ।

৭ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মা শিবস্ত্বং ।

৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, সলিলে ।

৯ ঐ,—ক, তদ্রসে ।



মাংসাভাবে তু লশুনং সার্দ্রকং নাগরস্তু বা<sup>১</sup> ।

আদায় পূজয়েদেবীমগুথাং<sup>২</sup> নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

মাংসের অভাবে আদা সহ রশুন অথবা শুঁঠ দিয়ে দেবীর পূজা করবে ;  
নৈলে পূজা নিষ্ফল হবে । ৫৩

মৎস্যমাংসবিহীনেন মদ্যেনাপি নং তর্পয়েৎ ।

ন কুর্খান্নমৎস্যমাংসাভ্যাং<sup>৩</sup> বিনা দ্রব্যেণ পূজনম্<sup>৪</sup> ॥ ৫৪ ॥

মৎস্য মাংস ছাড়া কেবল মদ্য দ্বারা দেবতার তৃপ্তি বিধান করবে না । আর  
মদ্য ছাড়া কেবল মৎস্য মাংস দিয়েও পূজা করবে না । ৫৪

পিশিতং তিলমাত্রেন্দ্ৰ তিলার্কমপি বিন্দুনা ।

সকৃত্তর্পণমাত্রেন সর্বযজ্ঞফলং<sup>৫</sup> লভেৎ ॥ ৫৫ ॥

তিল পরিমাণ বা তিলার্ক পরিমাণ মাংস এক বিন্দু মদ্যের সহিত একবার  
মাত্র অর্পণ করলে সাধক সর্বযজ্ঞের ফল লাভ করবে । ৫৫

কুলপূজাসমং নাস্তি পুণ্যমগ্জজ্ঞগৎত্রেয়ে ।

তস্মাদ্ যঃ পূজয়েত্তক্ত্যা ভুক্তিমুক্ত্যাঃ স ভাজনম্ ॥ ৫৬ ॥

ত্রিভুগতে কুলপূজার মতো পুণ্য আর নেই । সেইজন্ম, যে ভক্তি সহকারে  
পূজা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয় । ৫৬

অনধীতোহপ্যশান্তজ্ঞো<sup>৬</sup> গুরুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ।

কুলপূজারতো যন্ত স মে প্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

অধ্যয়নহীন অশান্তজ্ঞ ব্যক্তিও যদি গুরুভক্ত, দৃঢ়ব্রত এবং কুলপূজারত হয়,  
তা হলে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে । ৫৭

চতুর্ণামপি বর্ণানামাগ্রমাণামপীশ্বরী ।

পুংস্ত্রীণপুংসকানাস্ত পূজিতেঋকলপ্রদা<sup>৭</sup> ॥ ৫৮ ॥

১ র গ, লশুনমার্দ্রকং নাগপল্লবং ; তা বি গ,—ঙ, নাগপল্লবম্ ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, পূজয়েদেবিচানুথা ; ঐ,—ক, গ, ঘ, নান্যথা ।

৩ ঐ,—ক, গ, চ ।

৪ ঐ,—খ, মৎস্যমাংসানাং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ন কুর্খান্নমৎস্যমাংসানাং ।

৫ র গ, পূজয়েৎ ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, কোটিযজ্ঞফলং ।

৭ তা বি, গ,—ক, গ, ঘ, অনধীতচ্চ শান্তজ্ঞঃ ।

৮ ঐ,—ক, গ, পূজিতা ঙ্গ সদাশিবে ; ঐ,—খ, পূজিতেঋক লপ্রদা বি ; ঐ,—ঘ, পূজিতা ঙ্গ সদা শিবঃ ; র গ, পূজিতেঋকলপ্রদা ।

ঈশ্বরী, চতুর্বর্ণের চতুরাশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ নপুংসক সকলের দ্বারা পূজিতা  
হয়ে তুমি অভীষ্ট ফল প্রদান কর । ৫৮

ইহামুত্র শুভং<sup>১</sup> দদ্যাৎ<sup>২</sup> পূজিতা সুবধূরিব ।

অপূজিতা ত্বং দেবেশি হৃৎখদা কুবধূরিব ॥ ৫৯ ॥

দেবেশী, তোমার পূজা করলে তুমি লক্ষ্মী বধূর মতো ইহলৌকিক ও  
পারলৌকিক শুভ প্রদান কর আর তোমার পূজা না করলে অলক্ষ্মী বধূর মতো  
হৃৎখ দিয়ে থাক । ৫৯

কুলপূজাং মিনা যন্তু<sup>৩</sup> করোত্যেবং সুদুর্মতিঃ ।

স যাতি নরকং ঘোরমেকবিংশতিভিঃ কুলৈঃ<sup>৪</sup> ॥ ৬০ ॥

যে অতিদুর্মতি ব্যক্তি কুলপূজা বিনা এরূপ করে অর্থাৎ মদ্যাদি সেবন করে  
সে এবং তার একবিংশতি পুরুষ ঘোর নরকে যায় । ৬০

তস্ম্যাং সর্বপ্রযত্নেন কুলপূজারতো ভবেৎ ।

লভতে সর্বসিদ্ধিঞ্চ নাত্র কার্যা বিচরণা ॥ ৬১ ॥

অতএব, সর্বপ্রযত্নে কুলপূজারত হতে হবে । তা'হলে সর্বসিদ্ধি লাভ  
হবে, এ সম্বন্ধে বিচারের অবকাশ নেই । ৬১

আরাধনাসমর্থশ্চৈদদ্যাদর্চনসাধনম্ ।

যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্যাদর্চনদর্শনম্<sup>৫</sup> ॥ ৬২ ॥

কেউ যদি আরাধনায় অসমর্থ হয় তবে সে অর্চনসাধন অর্থাৎ পূজাদ্রব্য  
প্রদান করবে । আর যার তা দেওয়ার শক্তি নেই সে অর্চনা দর্শন করবে ।

সম্যক্ শতক্রতুন্ কৃত্বা যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ।

তৎফলং সমবাপ্নোতি সক্রৎ কৃত্বা কুলার্চনম্<sup>৬</sup> ॥ ৬৩ ॥

সাম্যক সম্যক্ শতযজ্ঞ করে যে ফল পাবে একবার মাত্র কুলপূজা করলে  
সেই ফল পাবে । ৬৩

কৃত্বা ষোড়শদানানি যৎ ফলং লভতে প্রিয়ে<sup>৭</sup> ।

তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্ ॥ ৬৪ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ফলং

২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দদ্যাঃ ।

৩ ঐ,—খ, কুলপূজাস্তরায়ান্ত ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সহ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সাধনং ।

০.

৬ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ক্রমার্চনম্ ।

৭ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মহাষোড়শ দানানি কৃত্বা যচ্চ ফলং লভেৎ ।

ষোড়শদানানি—ষোড়শ দান। যথা—ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মালা, ফল, শয্যা, পাত্ৰকাযুগল, ধেনু, হিরণ্য, রজত। সাধরণতঃ শ্রাদ্ধাদিতে এই ষোড়শ দান করা হয়। ষোড়শ দানের অগুরুকম তালিকাও পাওয়া যায়।

শ্রীচক্রদর্শনম্—চক্রদর্শন। শ্রী-দেবাদির নামের পূর্বে প্রযোজ্য উপপদভেদ। পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনায় চক্রানুষ্ঠান বিহিত। “নিরুক্তরতন্ত্রে পঞ্চচক্রের কথা বলা হয়েছে। যথা—রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র এবং পশুচক্র। এই পঞ্চচক্রে শক্তিপূজা করতে হয়।” তবে যে চক্রটির নাম সাধারণতঃ শোনা যায় তা ভৈরবীচক্র। বিভিন্ন তন্ত্রে এই চক্রের বিবরণ পাওয়া যায়। (বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৭০—৬৭৭)।

ষোড়শদান করে যে-ফল লাভ করা যায় চক্রানুষ্ঠান দর্শন করলে সেই ফল লাভ হয়। ৬৪

সার্বত্রিকোটিতীর্থেষু স্নাত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।

তৎফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্ ¹ ৬৫ ॥

সাড়ে তিনকোটি তীর্থে স্নান করলে লোকে যে ফল পায়, ভক্তিসহকারে চক্রদর্শন করলে সেই ফল পায়। ৬৫

বহুনোক্তেন কিং দেবি যথাভক্ত্যা² দদাতি যঃ।

কুলাচার্যায় পূজ্যার্থং কুলদ্রব্যং স ধর্মবিৎ³ ॥ ৬৬ ॥

দেবী, বেশী কথা বলে কি হবে। যে কুলাচার্যকে পূজার জন্য কুলদ্রব্য যথাভক্তি দান করে সে ধর্মবিৎ। ৬৬

শৈবে বা বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে সুগতদর্শনে⁴।

রৌদ্রে⁵ পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কুলমুখে তথা⁶ ॥ ৬৭ ॥

দক্ষিণে⁷ বামসিদ্ধান্তে বৈদিকাদিষু পার্বতি।

বিনাহলিপিষিতাভ্যাস্ত⁸ পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবি সত্বং কৃত্বা ক্রমার্চনম্।

২ তা বি গ,—খ, শক্ত্যা।

৩ ঐ,—মন্ত্রবিৎ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, শৌরেন্ন শতদর্শনে।

৫ তা বি গ,—ক,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, বৌদ্ধে।

৬ ঐ,—খ, সাম্বে মন্ত্রে কালাসুখে তথা; ঐ,—ঘ, কুলাসুখে তথা; ঐ,—ঙ, এবং র গ,

তথা ব্রতমুখেপি বা।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, সদক্ষ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বিনা নীলসিতাভ্যাস্ত।

পার্বতী, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৌদ্ধ, রৌদ্র, পাশুপত, সাংখ্য এসব দর্শনানুসারে কৃত আরাধনা ; কুলমুখ ব্রতে (অর্থাৎ যে ব্রতের আরাধ্যা শক্তি) এবং দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত, বেদাদি আচারে কৃত পূজা ; যদি মদ্যমাংসবিহীন হয় তা হলে তা নিষ্ফল হবে । ৬৭-৬৮

কুলদ্রব্যৈবিনা কুর্যাজ্জপপূজা<sup>১</sup> তপোব্রতম্ ।

নিষ্ফলং তন্তুবেদেবি ভস্মনীব যথাহতম্ ॥ ৬৯ ॥

কুলদ্রব্য—পঞ্চমকারকে কুলদ্রব্য বলা হয় । একে কুলতত্ত্বও বলা হয়ে থাকে ।

দেবী, কুলদ্রব্য ছাড়া জপ পূজা তপ ব্রত করলে তা ভস্মে ঘি ঢালার মতো নিষ্ফল হবে । ৬৯

যথৈবান্তশ্চরা<sup>২</sup> রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ সূর্য বহিষ্চরাঃ ।

তথান্তর্যাগনিষ্ঠা<sup>৩</sup> যে প্রিয়া মে দেবি নাপরে<sup>৪</sup> ॥ ৭০ ॥

দেবী, যেমন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাজার প্রিয় হয়, বহিরঙ্গরা নয় তেমনি যারা অন্তর্যাগনিষ্ঠ তারা আমার প্রিয়, অন্তেরা নয় । ৭০

সমর্পয়ন্তি যে ভক্ত্যা আবাত্যাং<sup>৫</sup> পিশিতাসবম্ ।

উৎপাদয়ন্তি চানন্দং মৎপ্রিয়াঃ কৌলিকাশ্চ তে<sup>৬</sup> ॥ ৭১ ॥

যারা ভক্তিভরে আমাদের দুজনকে মদ্যমাংস অর্পণ করে আমাদের আনন্দ উৎপাদন করে থাকে তারা আমার প্রিয়, তারাই কৌলিক । ৭১

আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্<sup>৭</sup> ।

কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি<sup>৮</sup> নান্থথা ॥ ৭২ ॥

সচ্চিদানন্দলক্ষণ আমাদের দুজনের পরমাকার কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারাই (সাধকচিত্তে) পরিস্ফুরিত হয়, অত্ প্রকারে নয় । ৭২

অন্তঃস্থানুভবোল্লাসো মনোবাচামগোচরঃ ।

কুলদ্রব্যোপভোগেন<sup>৯</sup> জায়তে নান্থথা প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

১ তা বি গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, যজ্ঞ ; ঐ,—খ, কুর্যাজ্জপপূজা ।

২ তা বি গ,—ক,ং, ঘ, যথৈবান্তশ্চরা ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তেনান্তর্যাগনিষ্ঠা ।

৪ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তে প্রিয়া দেবি নাপরে ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, কবাত্যাং ।

৬ ঐ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, যে ।

৭ তা বি গ,—খ, বিগ্রহং ।

৮ ঐ,—মতিঃ স্ফুরতি ।

৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুলদ্রব্যোপভুক্তেন ।

প্রিয়ে, কুলদ্রব্যের উপভোগে অন্তরে অবস্থিত অবাঙ্মনসোগোচর যে আনন্দোন্মাদ জাত হয় তা অশ্রু কোন প্রকারে হয় না । ৭৩

সেবিতো চ কুলদ্রব্যো কুলতত্ত্বার্থদর্শনঃ<sup>১</sup> ।

জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ<sup>২</sup> ॥ ৭৪ ॥

কুলদ্রব্য সেবনে কুলতত্ত্বার্থদর্শী ব্যক্তির ভৈরবাবেশ হয় এবং সে সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করে ।

তমঃপরিবৃতং বেশ্য যথা দীপেন দৃশ্যতে ।

তথা মায়াবৃত্তো হ্যাত্মা দ্রব্যপানেন<sup>৩</sup> দৃশ্যতে ॥ ৭৫ ॥

অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ যেমন প্রদীপের আলোতে দেখা যায় তেমনি মায়া দ্বারা আবৃত আত্মা দ্রব্য পানে প্রকাশিত হয় । ৭৫

মন্ত্রপূতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবার্পিতং প্রিয়ে ।

যে পিবিঃ জনাস্তেষাং স্তন্য<sup>৪</sup>পানং ন বিদ্যতে ॥ ৭৬ ॥

প্রিয়ে, যেসব লোক গুরু ও দেবতার নিকট নিবেদিত মন্ত্রপূত কুলদ্রব্য পান করে তাদের আর স্তন্যপান করতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না । ৭৬

মদ্যস্ত ভৈরবো দেবো মদ্যং শক্তিঃ সমীরিতা ।

অহো ভোক্তা চ মদ্যস্য<sup>৫</sup> মোহয়েদমরানপি ॥ ৭৭ ॥

মদ্য দেব ভৈরব । মদ্যকে বলা হয় শক্তি । আহা, যে মদ্যপান করে সে দেবতাদেরও মোহিত করে । ৭৭

তন্মৈরয়েং নরঃ পীত্বা যো ন বিকুরুতে প্রিয়ে<sup>৬</sup> ।

মদ্যানৈকপরো<sup>৭</sup> ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥ ৭৮ ॥

প্রিয়ে, সেই মৈরয়ে পান করে যে-মানুষ বিকারগ্রস্ত হয় না এবং আমার ধানে তন্ময় হয় সে মুক্ত, সে কৌলিক । ৭৮

১ তা বি গ,—খ, বাদিনঃ ।

২ ঐ,—ক, খ, দর্শিনঃ ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, দ্রব্যপানেন ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, জ্ঞানদীপেন ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, জলং তেষাং স্তন ।

৫ ঐ, ক, অহো ভুক্তং হি মদ্যং হি ; ঐ,—খ, অগ্রভুক্তঞ্চ মদ্যঞ্চ ; ঐ,—গ, অহো ভুক্তং তদ্বভয় ; ঐ,—ঘ, অহো ভুক্তং তদধিকং ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, শিবং পীত্বা যোগাদাশ্রয়তে নরঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, শিবং পীত্বা যো বা বিকুরুতে নরঃ ।

৭ ঐ,—ক, গ, ঘ, মদ্যোহনৈকপরো ।

সূরা শক্তিঃ শিবো<sup>১</sup> মাংসং তন্ত্বেক্তা<sup>২</sup> ভৈরবঃ স্বয়ম্ ।

তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে<sup>৩</sup> ॥ ৭৯ ॥

সূরা শক্তি, শিব মাংস আর তার ভোক্তা স্বয়ং ভৈরব । তাঁদের ( শিব-শক্তির ) ঐক্যসমুৎপন্ন আনন্দকে বলা হয় মোক্ষ । ৭৯

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্<sup>৪</sup> ।

তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে ॥ ৮০ ॥

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ । তা দেহে অবস্থিত । মদ্য তা অভিব্যক্ত করে । এইজন্ত, যোগীরা মদ্যপান করে । ৮০

কুণ্ডী<sup>৫</sup> কম্-ব্রুকপালানি মধুপূর্ণানি বিভ্রতঃ ।

কিং ন পশ্যতি লোকোহয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ৮১ ॥

এই ব্যক্তি কি না দেখে । সে মদ্যপূর্ণ কমণ্ডলু-শঙ্খ-কপালধারী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে দেখতে পায় । ৮১

নিঃশঙ্কো নির্ভয়ো ধীরো নিদ্রন্দ্রো<sup>৬</sup> নিদ্রতুহলঃ ।

নির্ণীতবেদশাস্ত্রার্থো বরদাং বারুণীং পিবেৎ ॥ ৮২ ॥

যে নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, ধীর, নিদ্রন্দ্র, নিদ্রতুহল, যে বেদশাস্ত্রার্থ নির্ধারণ করেছে, বরদায়িনী ‘বারুণী’ তারই পান করা বিধি । ৮২

মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃত্যতপানেন পার্বতি ।

জায়তে দেবতাভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ<sup>৭</sup> ॥ ৮৩ ॥

পার্বতী, মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা শোধিত মদ্যপানে ভববন্ধনমোচনকারী দেবভাব সঞ্চারিত হয় । ৮৩

ব্রাহ্মণস্য সদা পেয়ং ক্ষত্রিয়স্য রণাগমে<sup>৮</sup> ।

গোলভুনে তু বৈশ্যস্য শূদ্রস্যাস্ত্যোষ্টিকর্মণি<sup>৯</sup> ॥ ৮৪ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শিবো ।

২ ঐ,—ক, তন্ত্বেক্তো ।

৩ ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ, তয়োরৈক্যং সমুৎপন্নমানন্দো মোক্ষমুচ্যতে ।

৪ তা বি গ,—ঘ, তন্ত্বেদেহেস্থবস্থিতম্, ঐ,—খ, তচ্চ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্; ঐ,—গ, তন্ত্বেদেহে ব্যবস্থিতম্ ।

৫ ঐ,—খ, গ, কণ্ঠ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুণ্ডা ।

৬ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, বীরোনির্ভঙ্কো ।

৭ তা বি গ,—খ, মহাপাতকনাশনঃ ।

৮ ঐ,—বরাননে ।

৯ ঐ,—ঙ, গবামালম্ভনে বৈশ্যশূদ্রস্থালোষ্টিকর্মণি; র গ, গবামালম্ভনে বৈশ্য-শূদ্রস্থালোষ্টিকর্মণি ।

উক্ত মদ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বদা পোয়, ক্ষত্রিয়ের পোয় যুদ্ধের সময়, বৈশ্যের গোলাভে আর শূদ্রের পোয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় । ৮৪

দেবান্ পিতৃন্ সমভার্চ্য দেবী শাস্ত্রোক্তবজ্রনা ।

গুরুং স্মরন্ পিবন্মদ্যং খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥ ৮৫ ॥

দেবী, শাস্ত্রোক্ত আচারপদ্ধতি অনুসারে দেবগণের ও পিতৃগণের সম্যক্ অর্চনা করে এবং গুরুকে স্মরণ করে যে মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করে তার তাতে দোষ হয় না । ৮৫

তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং<sup>১</sup> ব্ৰহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ<sup>২</sup> ।

সেবতে মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চৈৎ স পাতকী ॥ ৮৬ ॥

পিতৃগণের ও দেবগণের তৃপ্তির জন্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় করার জন্ম মদ্যমাংস সেবন করতে হয় । লোভের বশে যে তা করে সে পাতকগ্রস্ত হয় । ৮৬

মন্ত্রার্থক্ষুরণার্থায়<sup>৩</sup> মনসঃ স্থৈর্যহেতবে<sup>৪</sup> ।

ভবপাশনিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং<sup>৫</sup> সমাচরেৎ ॥ ৮৭ ॥

মন্ত্রার্থ ক্ষুরণের জন্ম, মনের স্থৈর্যবিধান করার জন্ম এবং ভবপাশ ছিন্ন করার জন্ম মদ্যপান করতে হয় । ৮৭

সেবতে স্বসুখার্থং যো<sup>৬</sup> মদ্যাদীনি স পাতকী ।

প্রাশয়েদেবতাপ্রীতৈঃ<sup>৭</sup> স্বাভি<sup>৮</sup>লাষবিবর্জিতঃ ॥ ৮৮ ॥

যে আত্মসুখের জন্ম মদ্যাদি সেবন করে সে পাতকী । নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে দেবতার প্রীতির জন্ম মদ্যাদি সেবন করতে হবে । ৮৮

মৎস্যমাংসসুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্ ।

যাগকালং বিনাশ্রুতং ন ময়া<sup>৯</sup> কথিতং প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়ে, যাগকাল ব্যতীত অর্থাৎ পূজার সময় ছাড়া অন্য সময় মৎস্যমাংস ভক্ষণ এবং সুরাদি মাদক সেবনের কথা আমি বলি নি । ৮৯

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, সর্বদেবানাং ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ব্ৰহ্মজ্ঞানং বিধায় চ ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মন্ত্রার্থক্ষুরণকৈব ।

৪ র গ, স্থিরহেতবে ।

৫ তা বি গ,—খ, অলিপানং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, জ্ঞানপানং ।

৬ র গ, যঃ সেবতে সুখার্থায় ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, প্রীত্যা ।

৮ র গ, হৃভি ।

তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, দুষণং ।

যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং বিধীয়তে<sup>১</sup> ।

মদ্যপানং তথা কার্যং সময়ে<sup>২</sup> ভোগমোক্ষদম্ ॥ ৯০ ॥

যেমন ব্রাহ্মণদের পক্ষে যজ্ঞে সোমপান বিহিত তেমনি শাস্ত্রবিহিত আচারে ভোগমোক্ষপ্রদায়ক মদ্যপান করা উচিত । ৯০

শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্‌বিজ্ঞায় বাসনাম্ ।

পঞ্চমুদ্রা<sup>৩</sup> নিষেবেত চান্তথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

বাসনা—বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য অপর অর্থ ভাবনা । পঞ্চমুদ্রা বা পঞ্চ-  
তত্ত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনার উদ্দেশ্য জীবের শিব হওয়া বা মোক্ষলাভ  
করা । নির্বাণতত্ত্বের মতে “নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ত্ব । জীবাত্মা পরমাত্মায়  
লীন হলেই নির্বাণমুক্তিলাভ হয় । জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি  
পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় ।” (দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয়  
শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১৩) ।

প্রত্যেক মুদ্রা বা তত্ত্বের ভাবনা ভিন্ন । যেমন “মাংসের ভাবনা সম্বন্ধে  
বলা হয়েছে সাধক যোগী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশুকে বধ করে  
পরশিবে চিত্ত লয় করবেন । যিনি এ-রকম করেন তাকেই মাংসাশী বলা  
হয় ।” অন্যান্য মুদ্রারও ভাবন<sup>৪</sup> সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—ঐ, পৃঃ ৬৩৪-৬৩৫ ।

শ্রীগুরুর কাছ থেকে এবং কুলশাস্ত্র থেকে পঞ্চমুদ্রার বাসনা সম্যক্ অবগত  
হয়ে সাধক তা সেবন করবে ; নতুবা তার পতন হবে ।

আবৃত্তিঃ<sup>৫</sup> গুরুপঙক্তিঞ্চ বটুকাদীন পূজ্য যঃ<sup>৬</sup> ।

বীরোহপাত্র বৃথা পানী<sup>৭</sup> দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥

আবৃত্তি—আবরণ । গুরুপঙক্তি—“গুরুপঙক্তি তিনটি ; দিব্যোব সিদ্ধোঘ  
আর মানবোঘ । অর্থাৎ দিব্যগুরুর এক পঙক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙক্তি  
আর মানবগুরুর এক পঙক্তি এই তিন পঙক্তি । এই গুরুপঙক্তিত্রয়কে  
ইষ্টদেবতার আবরণ বলা হয় । মন্ত্রানুসারে গুরুপঙক্তিত্রয় বিভিন্ন হয় ।”  
দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৭৬২ ।

বীর—“তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে বীর শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত  
হয় । বীর অর্থ বীরভাবাপন্ন সাধক । তবে বীর শব্দের প্রচলিত অর্থও

১ তা বি গ,—থ, যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং ন দৃষিতং ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমগ্র ।

৩ র গ,—পঞ্চমুদ্রাং ।

৪ র গ, আবৃত্তিঃ ।

৫ তা বি গ,—থ, গ, ব, বটুকাদীন প্রপূজ্য চ ; র গ, বটুকাদীপ্পূজ্য চ ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বৃথাপানং ।



বীরসাধক সম্পর্কে প্রযোজ্য। কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে ‘যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতত্বদের কণিকামাত্র আশ্বাদন পাইয়া, বীরের মত, অবিদ্যা-রজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতত্বদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর’।”

“তাছাড়া বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিত্তাসাধনা, শবসাধনা প্রভৃতি যে-সব সাধনা আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অশ্রের পক্ষে সে-সব সাধনা সম্ভবপরই নয়। এইজন্যও এইসব সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকদের বীর বলা হয়।”—বীর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ। দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৫০-৫৫৪।

ইষ্টদেবতার আবরণ গুরুপঙ্ক্তি এবং বটুকাদির পূজা না করে বীরভাবের সাধকও যদি বৃথা মদ্যপান করে তাহলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ৯২

অযম্ভা ভৈরবং দেবমকৃত্বা মন্ত্রতর্পণম্ ।

পশুপানবিধৌ পীত্বা বীরোহপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৩ ॥

পশুপান—শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে “আসক্ত লোলুপ দম্ভী কামুক ব্যক্তি মন্ত্রার্থের প্রসঙ্গ ছাড়া যে-মদ্যপান করে তা পশুপান। কৌলচারে অবস্থিত যে-সব গর্বিত ব্যক্তি পূজা ছাড়া মদ্যপান করে তাদের পানও পশুপান।” দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৬।

কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে “মন্ত্রসংস্কারবিহীন ও পূজাবিহীন দ্রব্যপানের নাম পশুপান।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৯।

ভৈরবদেবের পূজা না করে এবং মন্ত্রতর্পণ না করে বীরও যদি পশুপানবিধি অনুসারে মদ্যপান করে তাহলে সে নরকে যাবে। ৯৩

অজ্ঞাত্বা কৌলিকাচারমযম্ভা গুরুপাত্তকাম ।

যোহস্মিন্ তত্ত্বে প্রবর্তেত তং ত্বং পীড়য়সি’ ক্রবম্ ॥ ৯৪ ॥

কৌলিকাচার—কৌলাচার। “আচার শব্দটি তন্ত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশাস্ত্র সাতভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন’।” এই সপ্ত আচারের অগ্ৰতম (সপ্তম) আচার কৌলাচার। কৌলাচারকে কৌলমার্গও বলা হয়।

কৌলমাগ'রহস্যে ( পৃঃ ৭ ) বলা হয়েছে “কৌলমাগ' শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ অদ্বৈতজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্শু সাধক যে-পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করতঃ সর্বজ্ঞাৎ শিবশক্তিময় ধারণা করিয়া, শিবশক্তিসামরস্য সম্পাদনে বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমাগ'।”

মহানির্বাণতন্ত্রে ( ৭।১৭-১৮ ) বলা হয়েছে “জীব প্রকৃতিতত্ত্ব দিক্ কাল আকাশ বায়ু তেজ অপ এবং ক্ষিতিকে বলা হয় কুল। জীবপ্রকৃতিাদি এই সবেব প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে নির্বিকল্প যে-আচরণ তাই কুলাচার। এই কুলাচার ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করে।” বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৬-৫৮১।

কৌলিকাচার না জেনে এবং গুরুপাঙ্কর পূজা না করে যে এই তন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় তুমি তাকে নিপাড়ন কর। ৯৪

কৌলজ্ঞানে হ্রসিকো যন্তুদ্ধন্যং ভোক্তৃমিচ্ছতি।

স মহাপাতকী জেয়ঃ সর্বধর্মঃ বহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৫ ॥

কৌলজ্ঞানে অসিদ্ধ যে-ব্যক্তি সেই দ্রব্য ( মদ্য ) সেবন করতে চায়, তাকে সর্বধর্মবহিষ্কৃত মহাপাতকী বলে জানবে। ৯৫

সময়াচারবিহীনস্য স্নৈরবৃত্তেদ্ব'রাঅনঃ<sup>১</sup>।

ন সিদ্ধয়ঃ কুলভ্রংশস্তৎসংসর্গঃ ন কারয়েৎ<sup>২</sup> ॥ ৯৬ ॥

সময়াচার—শ্রীবিদ্যার উপাসনার অগত্যম মত সময়মত। এই মতানুসারী আচার সময়চার। সৌন্দর্যলহরীর ( শ্লোক ৩১ ) টীকায় লক্ষ্মীধর লিখেছেন “বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগমপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন। এই শুভাগমপঞ্চকে বৈদিক মার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমূহ নিরূপিত হয়েছে। শুভাগমপঞ্চকনির্দিষ্ট মার্গ প্রদর্শন করেছেন বসিষ্ঠ সনক শুক সনন্দন এবং সনৎকুমার এই পাঁচজন মুনি। এই মার্গই সময়চার।”

এ ছাড়া আছে কৌলশাস্ত্রোক্ত সময়চার। এখানে “সময়াচারের অর্থ ভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময় শব্দের অর্থ করেছেন কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ। আবার সময় শব্দের অর্থ গুপ্তও হয়। কাজেই সমাচার অর্থ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার

১ তা বি গ,—ক, সর্বকর্ম।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্নৈরবৃত্তিত্ত্বমানিঃ।

৩ ঐ,—ন সিধ্যোদ্বকৃতং সর্বং তত্তস্য নরকায়তে।

বা গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে।”—বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৭৬।

সমস্যাচারহীন স্বেচ্ছাচারী দ্বরাচার সিদ্ধিলাভ হয় না। সে কুলভ্রষ্ট। তার সংসর্গ করবে না। ৯৬

যঃ শাস্ত্রবিধিমুংসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ<sup>১</sup>।

স সিদ্ধিমিহ নাপ্নোতি পরত্র নরকে<sup>২</sup> গতিম্ ॥ ৯৭ ॥

যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচার করে চলে সে ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করে না এবং পরলোকে নরকে যায়। ৯৭

স্বেচ্ছয়া রমমাণো<sup>৩</sup> যো দীক্ষাসংস্কারবর্জিতঃ<sup>৪</sup>।

ন তস্য সদগতিঃ কাপি<sup>৫</sup> তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ৯৮ ॥

দীক্ষাসংস্কারবর্জিত যে স্বেচ্ছাচার করে বেড়ায়, তপস্যা তীর্থব্রত ইত্যাদি দ্বারা তার কোনো সদগতি লাভ হয় না। ৯৮

অসংস্কৃতং পিবেদ্ভূ ব্যাং<sup>৬</sup> বলাংকারেণ মৈথুনম্।

অপ্রিয়েণ<sup>৭</sup> হতং মাংসং রোরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৯ ॥

যে অসংস্কৃত মদ্য পান করে, বলাংকার ক’রে পঞ্চমমকার সাধন করে এবং নিজের প্রীতির জন্ম পশুবধ করে, সে রোরব নরকে যায়। ৯৯

কৌলাঃ পশুব্রতস্থান্শেচৎ<sup>৮</sup> পক্ষদ্বয়বিড়ম্বকাঃ।

কেশসংখ্যা স্মৃতা যাবন্তাবত্তিষ্ঠন্তি রোরবে ॥ ১০০ ॥

কৌলমার্গী সাধকেরা যদি পশ্বাচারপরায়ণ হয় তা হলে তারা কৌলাচার এবং পশ্বাচার উভয়েরই বিড়ম্বনা করে। এরা তাদের চুলের সংখ্যা যত তত বৎসর রোরব নরকে বাস করে। ১০০

কুলদ্রব্য্যাণি সেবেত যোহন্যদর্শনমাপ্তিতঃ।

তদঙ্গরোমসংখ্যাতং ভূতযোনিষু জায়তে ॥ ১০১ ॥

অন্যদর্শন অনুসরণকারী কোনো ব্যক্তি যদি কুলদ্রব্যগুলি সেবন করে তা হলে তার শরীরে লোমের সংখ্যা যত তত বার সে ভূতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১০১

১ তা বি গ,—ঙ, কামচারতঃ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, ন পরাং।

৩ ঐ,—ক, খ, বর্তমানঃ।

৪ ঐ,—খ, দীক্ষাশিক্ষাবিবর্জিতঃ।

৫ র গ, কাপি।

৬ তা বি গ,—গ, ষ, পিবেত্তীর্থং।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, অপ্রিয়েণ।

৮ ঐ,—ক, পশুব্রতাত্শৈব; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পাস্তপতাত্শৈব।

মদপ্রচ্ছাদিতায়া চ<sup>১</sup> ন কিঞ্চিদপি বেত্তি চ ।

ন ধ্যানং<sup>২</sup> ন তপো নাচ ন ধর্মো ন চ সংক্রিয়া ॥ ১০২ ॥

ন দৈবং ন গুরুনাঅবিচারো<sup>৩</sup> ন স কৌলিকঃ ।

কেবলং বিষয়াসক্তঃ পততোব ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

মত্ততা দ্বারা যার আত্মা আচ্ছাদিত, যে কিঞ্চিৎমাত্রও জানেননা (অর্থাৎ যার সামান্যমাত্র কৌলজ্ঞানও হয়নি) তার ধ্যান, তপস্যা, পূজা, ধর্ম, সংক্রিয়া (প্রশস্ত কর্ম) কিছুই নাই। তার দেবতা নাই, গুরু নাই, আত্মবিচার নাই। সে কৌলিক নয়। এরূপ ব্যক্তি কেবলমাত্র বিষয়াসক্ত। নিঃসংশয় তার পতন হবে। ১০২-১০৩

মদ্যাসক্তো ন পূজার্থী<sup>৪</sup> মাংসাশী স্ত্রীনিষেবকঃ ।

কৌলোপদেশহীনো যঃ সোহক্ষয়ং<sup>৫</sup> নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০৪ ॥

কৌলোপদেশহীন যে-ব্যক্তি পূজার্থী না হয়ে মদ্যাসক্ত, মাংসাশী এবং স্ত্রীসম্ভোগকারী হয় সে অক্ষয় নরকে যায়। ১০৪

অসংস্কারী তু যোনৌ স্যাৎ পঞ্চমুদ্রা নিষেবতে ।

কুলেশি ব্রহ্মহা স স্যাৎ<sup>৬</sup> নিন্দ্যতামধিগচ্ছতি ॥ ১০৫ ॥

ওগো কুলেশী, মূলে দীক্ষাদিসংস্কারহীন যে-ব্যক্তি পঞ্চমুদ্রা সেবন করে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ করে এবং নিন্দাভাজন হয়। ১০৫

লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়্ধারবিভেদকঃ<sup>৭</sup> ।

পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ ॥ ১০৬ ॥

লিঙ্গত্রয়—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মূলাধারচক্রে, বাণলিঙ্গ অনাহতচক্রে এবং ইতরলিঙ্গ আজ্ঞাচক্রে অধিষ্ঠিত।

ষড়্ধার—মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ষট্চক্র।

পীঠস্থান—কামরূপাদি শক্তিপাঠের যেমন ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট হয় তেমনি জীবদেহেও তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত ষট্চক্রের প্রত্যেকটি চক্র এক একটি

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মদঙ্গছেদিনান্মানং ;

২ ঐ, কালং ।

৩ ঐ,—খ, ন দৈবং ন গুরুনায়া নিরাচারো ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ন মন্ত্ৰদেবগুর্বায়া ।

৪ ঐ,—খ, প্রমত্তশ্চ ।

৫ ঐ,—ক, সোহক্ষয়ং ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, ব্রহ্মনিষ্ঠোহপি ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ষড়্ধারবাণি ভেদতঃ ।

পীঠ। যেমন “যোগসারের মতে মূলধারচক্র কামরূপ, অনাহতচক্র পূর্ণগিরি, বিশুদ্ধাখ্যচক্র জালন্ধর, আজ্ঞাচক্র উদ্যাখ্য অর্থাৎ উড্ডীয়ান পীঠ আর সহস্রার কৈলাস।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৬০।

যার লিঙ্গত্রয়ের জ্ঞান আছে, যে ঘটচক্রেভেদসমর্থ সেই সাধক ( কুলকুণ্ড-  
লিনীকে জাগ্রত করে তার সঙ্গে ) কামরূপাদি পীঠস্থান ভ্রমণ করে মহাপদ্মবনে  
অর্থাৎ ব্রহ্মরক্তস্থ সহস্রারে উপস্থিত হয়। ১০৬

অমূলধারমাব্রহ্মরক্তং গতা পুনঃ পুনঃ।

চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরম্<sup>১</sup> সুখোদয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

ব্যোমপঙ্কজনিচন্দ্রসুধাপানরতো নরঃ<sup>২</sup>।

সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে<sup>৩</sup> মদ্যপায়িনঃ ॥ ১০৮ ॥

মূলধার থেকে ব্রহ্মরক্তে অর্থাৎ সেখানকার সহস্রারে সাধক বার বার  
যাতায়াত করবে। সেখানে চিৎচন্দ্রের ( শিবের ) সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির  
সামরম্‌সুখের উদ্ভব হয়।

ব্যোমপঙ্কজ অর্থাৎ সহস্রারে এই সামরম্‌জনিত অমৃত স্করিত হয়। সাধক  
সেই অমৃত পান করে। এরই নাম সুধাপান অর্থাৎ কৌলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান।  
এরূপ সুধাপানকারী ব্যাতিত অন্তেরা মদ্যপমাত্র। ১০৭-১০৮

পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।

পরে লয়ং<sup>৪</sup> নয়েচ্ছিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে ॥ ১০৯ ॥

যোগবিৎ সাধক জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পুণ্যাপুণ্যরূপ পশু বধ করে পরতত্ত্বে চিত্ত  
লয় করবে। এটি যে করে সে যথার্থ মাংসাশী। ১০৯

মনসা চেদ্ভিষ্যগণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ<sup>৫</sup>।

মংস্যাশী স ভবেদেবি শেযাঃ সুাঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥ ১১০ ॥

সাধক ইন্দ্ৰিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করবে।

দেবী, এরূপ যে করে সে মংস্যাশী, অন্তেরা প্রাণিহিংসক মাত্র। ১১০

অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ<sup>৬</sup> প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ

শক্তিং তাং সেবয়েৎ<sup>৭</sup> যস্ত স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ ॥ ১১১ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শক্তিঃ সামরম্। ২ ঐ,—ক, সুধাপানং ততো ভবেৎ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মধুপায়ী সমং প্রোক্তমিতরে।

৪ ঐ,—গ, পরেহনঘঃ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পরে শিবে।

৫ তা বি গ,—ক, ঘ, স্লক্ষাদিভিষ্যগণং সম্পাদ্যাত্মনি যোজয়েৎ; ঐ,—ঙ, যোগবিৎ;  
র-গ, সংযোজ্যাত্মনি যোগবিৎ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, অপ্রবুদ্ধা পশুস্তো হি।

৭ ঐ,—শক্তীনাং সেবকো।

পশুর অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন সাধকের শক্তি অপ্রবৃদ্ধা। কৌলিক অর্থাৎ কৌলাচারী সাধকের শক্তি প্রবৃদ্ধা। সেই প্রবৃদ্ধা শক্তির সেবা যে করে সে শক্তিসেবক (এখানে শক্তি অর্থ মুদ্রা। শক্তিই মুদ্রারূপা এই ভাবনা করে শক্তিসেবা করতে হয়)। ১১১

পরশক্ত্যা১মিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।

য আশ্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ ॥ ১১২ ॥

পরশক্তি ও পরমাত্মা অর্থাৎ পরশিব এই মিথুনের সংযোগ মৈথুন। এই মৈথুন থেকে যে আনন্দ উৎপন্ন তার উপর যার নির্ভর অর্থাৎ যে তাতে নিমগ্ন থাকে তারই হয় মৈথুন। অতেরা স্ত্রীসন্তোগকারী মাত্র। ১১২

ইত্যাदि পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং<sup>২</sup> কুলনায়িকে।

জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্বেবি য সেবেত স<sup>৩</sup> মুচ্যতে ॥ ১১৩ ॥

ওগো কুলনায়িকা, এই হল পঞ্চমুদ্রার বাসনা। গুরুমুখে এটি জেনে যে পঞ্চমুদ্রা সেবন করে সে মুক্তি লাভ করে। ১১৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ<sup>৪</sup> কুলদ্রব্যাদিলক্ষণম্।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৪ ॥

কুলেশানী, এই তোমাকে কুলদ্রব্যাদির লক্ষণ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বললাম। আবার আর কি শুনতে চাও।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমং সপাদ-  
লক্ষণেন্ধে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়ায়তন্ত্ৰে কুলমাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চম উল্লাসঃ ॥ ৫ ॥

সপাদলক্ষণোক্তযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য  
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তভুক্ত উদ্ধায়ায়তন্ত্ৰে কুলমাহাত্ম্যকথন নামক  
পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

১ তা বি গ,—খ, ঘ, পরশক্ত্যা য।

২ ঐ,—গ, বাসন।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যঃ স্মরেৎ স তু।

৪ র গ,—ধ্বত পাঠ; তা বি গ, দেবি।

## ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পূজকস্য<sup>১</sup>চ লক্ষণম্ ।

কুলদ্রব্যাদিসংস্কারমর্চনং<sup>২</sup> বদ মে প্রভো ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, পূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যাদির সংস্কার এবং অর্চনার বিষয় শুনতে ইচ্ছা করছে । প্রভু, আমাকে তাই বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবী প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রৈণ ত্বয়সে<sup>৩</sup> দেবদানবৈঃ ॥২॥

ঈশ্বর বললেন, দেবী, আমার কাছে যা জানতে চাইলে তা বলছি, শোন । তা শোনা মাত্র দেবদানবগণ তোমার স্তব করবে । ২

নিরস্তপাতকা যত্র মানবাঃ পুণ্যকর্মিণঃ ।

কুলজ্ঞানসুসম্পন্না ভজন্তে ত্বাং<sup>৪</sup> দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৩॥

যাদের পাপ অপগত হয়েছে, যারা পুণ্যকর্মা, উত্তমরূপে কুলজ্ঞানসম্পন্ন সেইসব দৃঢ়ব্রত মানুষ তোমার ভজনা করে । ৩

পূর্ণাভিষেকবিহিতো<sup>৫</sup> বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

দেবতাগুরুভক্তস্ত নিয়তান্মার্চয়েৎ<sup>৬</sup> প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

পূর্ণাভিষেক—পুরশ্চরণের মতো অভিষেক শাস্ত্র সাধকের অবশ্য কর্তব্য । দীক্ষার সঙ্গে যে অভিষেক হয় তার নাম শাস্ত্রাভিষেক । শাস্ত্রাভিষেকের পর পর সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে পর তাঁর পূর্ণাভিষেক হয় । “পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের, ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে অধিকার হয় ।”

“তন্নে পূর্ণাভিষেকের অবশ্যকতা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে । যেমন সারসংগ্রহে আছে—পূর্ণাভিষেক না হলে সাধক পূর্ণবোধতা প্রাপ্ত হন না,

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পূজনস্য ।

২ ঐ,—ক, গ, ঘ, কুলদ্রব্যাদিযজ্ঞনং সংস্কারং ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ত্বয়তে ।

৪ ঐ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, যে ।

৫ ঐ,—তা বি গ,—ক, গ, ঘ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, পূর্ণাভিষেকসহিতো ।

৬ ঐ,—খ, নিয়তং যোহর্চয়েৎ ।

আচার্য হতে পারেন না এবং সদ্গতিলাভ করেন না। অতএব গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করে পূর্ণাভিষিক্ত করবেন।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২-২৩।

প্রিয়ে, পূর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তির তোমার অর্চনা করবে। ৪

কুলাগমরহস্যজ্ঞো দেবতারাদনোৎসুকঃ ।

গুরুপদেশসংযুক্তঃ পূজয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৫ ॥

ওগো কুলনায়িকা, কুলাগমরহস্যবিৎ, দেবারাধনায় উৎসুক, গুরুর উপদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি পূজা করবে। ৫

শুদ্ধাত্মা চাতিসংহৃষ্টঃ ক্রোধলোলাৎবিবজিতঃ ।

পশুব্রতাদিবিমুখঃ সুমুখস্ত যজ্ঞেৎ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে, শুদ্ধাত্মা, অতিশয় হৃষ্ট, ক্রোধ-এবং চাঞ্চল্য-বর্জিত, পশ্বাচারে বিহিত ব্রতাদির প্রতি বিমুখ, কৌলাচারপ্রবণ ব্যক্তি পূজা করবে। ৬

যদা পুংসঃ কৃতার্থস্য কালেন বহুনা প্রিয়ে ।

মৎপ্রসাদেন ভূয়াচ্চ দৃঢ়ভক্তিঃ সমাগমঃ ॥ ৭ ॥

প্রিয়ে, দীর্ঘকাল ধরে যে প্রয়োজন সম্পন্ন করেছে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সাধনা করেছে আমার প্রসাদে তার দৃঢ়ভক্তি লাভ হয়। ৭

তদর্থং তর্পণং কুর্যাদ্ দ্রব্যাঃ শ্রীভৈরবোদিতৈঃ ।

গুরুপদেশবিধিনা চানুষ্ঠা পতনং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীভৈরবকথিত কুলদ্রব্যের দ্বারা গুরুপদিষ্ট বিধি অনুসারে দেবতার তদুদ্দেশ্যক তৃপ্তি বিধান করবে, এর অনুষ্ঠা করলে পতন হবে। ৮

মন্ত্রযোগেন দেবেশি কুর্য্যাৎ শ্রীচক্রপূজনম্ ।

তদহস্ত ত্বয়া সার্থং গৃহ্ণামি স্বয়মাদরাৎ ॥ ৯ ॥

দেবেশী, মন্ত্রযোগে চক্রপূজা করতে হবে। তোমার সঙ্গে আমি স্বয়ং সাদরে সেই পূজা গ্রহণ করব। ৯

১ তা বি গ,—খ, কলা ।

২ ঐ,—খ, কার্য ।

৩ ঐ,—ক, সমুখস্তর্পয়েৎ ।

৪ ঐ,—খ, ভূয়াচ্ছেদিস্থভক্তি ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, দ্রব্যভক্তি ।

৫ ঐ,—খ, তদুর্দ্ধং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তদুর্দ্ধং ।



ভৈরবোহিমিতি জ্ঞানাং<sup>১</sup> সর্বজ্ঞাদিগুণান্বিতঃ ।

ইতি সংচিন্ত্য যোগীন্দ্রঃ কুলপূজাং সমারভেৎ<sup>২</sup> ॥ ১০ ॥

আমি ( অর্থাৎ সাধক ) সর্বজ্ঞত্বাদিগুণান্বিত ভৈরব এই জেনে এবং এইরূপ চিন্তা করে যোগীন্দ্র সাধক কুলপূজা আরম্ভ করবে । ১০

ইত্যাদিলক্ষণোপেতঃ কৌলিকো নিয়তব্রতঃ ।

যন্তাং সমর্চয়েদেবি ভুক্তিমুক্ত্যোঃ<sup>৩</sup>স ভাজনম্ ॥ ১১ ॥

দেবী, এইসব ( উপরে বর্ণিত ) লক্ষণযুক্ত নিয়তব্রত যে কৌলিক তোমার অর্চনা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয় । ১১

একান্তে বিজনেহরণ্যে দেশে বাধাবিবর্জিতে ।

সুখাসনে<sup>৪</sup> সমাসীনঃ প্রাঙ-মুখো বাপ্যদঙ-মুখঃ ॥ ১২ ॥

একান্তে, বিজনে, অরণ্যে, বাধাবিঘ্নবর্জিত স্থানে সাধক পূর্বমুখী কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে সুখাসনে সমাসীন হবে । ১২

অমৃতার্ধো<sup>৫</sup> মণিদ্বীপে কল্পবৃক্ষতরোন্তলে<sup>৬</sup> ।

রত্ন<sup>৭</sup>প্রাকারসন্দীপ্তং স্মরেন্মাগিক্যমণ্ডপম্ ॥ ১৩ ॥

পুষ্পমালাবিতানাঢ্যং প্রছন্নপট<sup>৮</sup>সংবৃতম্ ।

কর্পূরদীপ<sup>৯</sup>ভাষন্তং ধূপামোদসুগন্ধিকম্ ॥ ১৪ ॥

তন্মণ্ডপস্থমাত্মানং<sup>১০</sup> ধাত্বাহনাকুলচেতসা ।

শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া দেবী কুলপূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

অমৃতসমুদ্রে রত্নপ্রাকারসন্দীপ্ত মণিদীপ । সেখানে কল্পবৃক্ষতলে মাগিক্য-মণ্ডপ চিন্তা করবে । সেই মণ্ডপ পুষ্পমালানিকরশোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা আবৃত । সে-স্থান কর্পূর-প্রদীপের দ্বারা উজ্জ্বল এবং প্রাতিজনক ধূপের দ্বারা সুগন্ধিত । সাধক আপনাকে সেই মণ্ডপস্থরূপে অব্যাকুলচিত্তে ধ্যান করবে । দেবী, তারপর সে শ্রীগুরুর আদেশ-অনুসারে কুলপূজা করবে । ১৩-১৫

১ তা বি গ,—ক, খ, জ্ঞাত্বা ।

২ ঐ,—খ, ও, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কুলপূজারতো ভবেৎ ।

৩ ঐ,—ক, ও, এবং র গ, ভুক্তিমুক্ত্যোঃ ।

৪ ঐ,—ও, এবং র গ, সুখাসনে ।

৫ ঐ,—ক, খ, অমৃতার্ধা ; ঐ,—ও, এবং র গ, অমৃতার্ধ ।

৬ ঐ,—খ, গ, ঘ, বনোজ্জলে । ৭ ঐ,—খ, বজ্র ; ঐ,—ও, এবং র গ, বজ্র ।

৮ ঐ,—খ, পদ । ৯ ঐ,—ক, কর্পূরদীপ্তং ভাষন্তং ।

১০ ঐ,—ও, এবং র গ, তন্মণ্ডপং সুখাত্মানং ।

আত্মস্থানমনুদ্রব্যাদেব<sup>১</sup>শুদ্ধিস্ত পঞ্চমী ।

যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদেবার্চনং কৃতঃ ॥১৬॥

পঞ্চশুদ্ধি—আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে বলে পঞ্চশুদ্ধি । পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত দেবার্চনা হয় না । প্রত্যেক শুদ্ধির শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়াদি আছে ।

আত্মা ( সাধক ), স্থান, মন্ত্র, পূজাদ্রব্য এবং দেবতা, সাধক এই পাঁচের শুদ্ধি যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ পূজা কোথায় অর্থাৎ এই পঞ্চশুদ্ধি ছাড়া পূজা হয় না । ১৬

সুস্নানভূতসংশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিভিঃ<sup>২</sup> প্রিয়ে ।

ষড়ঙ্গাদখিলন্তাসৈরাশ্মশুদ্ধিঃ সমীরিতা ॥১৭॥

প্রিয়ে, শাস্ত্রবিহিত উত্তম স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গাদি যাবতীয় ন্যাস—এই সবের দ্বারা আশ্মশুদ্ধি হয় । ১৭

সম্মার্জনানুলেপাদৈর্দর্পণোদরবৎকৃতম্ ।

বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমালোপশোভিতম্ ।

পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৮॥

বাঁট দিয়ে লেপেপুছে পূজাস্থানকে আয়নার সামনের দিকের মতো ঝকঝকে করতে হবে । চাঁদোয়া, ধূপ, দীপ, ফুলের মালা দিয়ে তাকে সুন্দর করে সাজাতে হবে । তারপর পাঁচ রঙের পরাগ বা ধূলি দিয়ে তাকে চিত্রিত করতে হবে । এরই নাম স্থানশুদ্ধি ।

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাঙ্করাণি চ

ক্রমোংক্রমাদ্ দ্বিরাবৃত্যা<sup>৩</sup>মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৯॥

মূলমন্ত্রের অক্ষরগুলি মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুটিত করে দুবার অর্থাৎ একবার সৃষ্টিক্রমে এবং সংহারক্রমে জপ করতে হবে । একেই বলে মন্ত্রশুদ্ধি । ১৯

পূজাদ্রব্যাদি সংপ্রোক্ষ্য<sup>৪</sup> মুদ্রাস্তাদিবিধানবিৎ<sup>৫</sup> ।

দর্শয়েদ্বেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিরিতীরিতা ॥২০॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দেহ ।

২ ঐ,—ক, সম্যক্ সত্ত্বশুদ্ধিঞ্চ প্রাণায়ামাদিকং ।

৩ তা বি গ,—খ, ক্রমোক্তমাতৃকাবৃত্তিঃ ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পূজাদ্রব্যাসনং প্রোক্ষ্য ।

৫ ঐ,—খ,—মুত পাঠ, ঐ,—ঙ, এবং র গ, মূলেনৈববিধানবিৎ; তা বি গ, মুলাস্তাভি-

বিধানবিৎ ।

মুদ্রা এবং অস্ত্রমন্ত্ৰের প্রয়োগবিধি যে অবগত সেই সাধক পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করে অর্থাৎ পূজাদ্রব্যের উপর মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দিয়ে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করবে। এরই নাম দ্রব্যশুদ্ধি। ২০

পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিং<sup>১</sup>।

মূলমন্ত্ৰেণ দীপাদীপ্মালাদীনুদকেন চ<sup>২</sup>।

ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিধান্ দেবশুদ্ধিরিতি<sup>৩</sup>। ২১॥

সকলীকৃত্য—সকলীকরণ ক'রে। সকলীকরণ অর্চনীয় দেবতা সম্পর্কে শাস্ত্র-বিহিত প্রক্রিয়াবিশেষ। যথাশাস্ত্র “অবশুষ্ঠনের পর সাধক দেবতার হৃদয়াদি অঙ্গে ষড়ঙ্গমন্ত্রাঙ্গাস করে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুক দেবতা, ‘সকলীকৃত হও, সকলীকৃত হও’ এই বলে দেবতার সকলীকরণ করবেন।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০।

মন্ত্রবিং বিধান্ সাধক আসনে দেবতাকে স্থাপন করে তাঁর সকলীকরণ করবে। তারপর মূলমন্ত্র জপ করবে এবং মন্ত্রপুত জলের দ্বারা তিনবার দেবতাকে ও দীপাদি আর মালাদিকে প্রোক্ষণ করবে। এরই নাম দেবতা-শুদ্ধি। ২১

পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েৎ পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ।

সাপূজা সফলা প্রোক্তা চানুথা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥২২॥

এই প্রকারে পঞ্চশুদ্ধি বিধান করে তারপরে পূজা করতে হবে। সেই পূজাই সফল হয়, অন্যথা নিষ্ফল হয়। ২২

মণ্ডলেন বিনা পূজা নিষ্ফলা কথিতা প্রিয়ে।

তস্মান্মণ্ডলমালিত্য বিধিবত্তত্র পূজয়েৎ ॥২৩॥

প্রিয়ে, মণ্ডল ব্যতীত পূজা নিষ্ফল হয়। সেইজন্য, যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কন করে সেখানে পূজা করতে হবে। ২৩

অখণ্ডমণ্ডলাকারং বিশ্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতম্<sup>৪</sup>।

ত্রৈলোক্যং মণ্ডিতং যেন মণ্ডলং তৎ সদা শিবম্<sup>৫</sup> ॥২৪॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সকলীকৃতবিগ্রহঃ।

২ ঐ,—গ, ঘ,—ধৃত পাঠ; ঐ,—ক, দীপাদীপ্মালাদীনুদকেন চ; ঐ,—খ, দীপিত্তাং বালান্নার্যোদকেন চ; ঐ, এবং র গ, মূলমন্ত্ৰেণ দীপ্তান্না ত্রাসদ্রব্যোদকেন চ।

৩ ঐ,—ঙ, দেহ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চরাচরং।

৫ র গ, সদাশিবং।

যা অখণ্ডমণ্ডলাকার, বিশ্বব্যাপ্ত করে যা অবস্থিত, ত্রৈলোক্য যা দ্বারা মণ্ডিত, তা-ই সদা কল্যাণকর মণ্ডল । ২৪

উড্ডীয়ানং চতুরস্রং<sup>১</sup> কামরূপঞ্চ বর্ত্তুলম্ ।

জালঙ্করঞ্চ চন্দ্রার্ধং<sup>২</sup> ত্র্যস্রঃ পূর্ণগিরিভবেৎ ॥২৫॥

চতুরস্রমণ্ডল উড্ডীয়ানপীঠ, বর্ত্তুলমণ্ডল কামরূপপীঠ, অর্ধচন্দ্রমণ্ডল জলঙ্করপীঠ এবং ত্র্যস্রমণ্ডল পূর্ণগিরিপীঠ । ২৫

অভ্যর্চ্য মণ্ডলং পশ্চাদাধারান্ স্থাপয়েৎ ক্রমাৎ ।

সামান্য শ্রীগুরুভোগবলিপাত্রাণি পঞ্চাশৎ ॥২৬॥

আধার—পাত্র । ইহা<sup>৩</sup> দেবতার পূজার সময় মদ্যপূর্ণ বিভিন্ন পাত্র স্থাপন করে দেবতাকে নিবদন করা কোলাচারাদিতে বিহিত । বিভিন্ন তন্ত্রে এইসব পাত্রের বিভিন্ন সংখ্যা ও নাম পাওয়া যায় । যেমন আলোচ্যমান তন্ত্রে পাঁচটি পাত্রের নাম করা হয়েছে । আবার কুলরত্নাবলীতে নাম করা হয়েছে নটি পাত্রের । যথা—কুলকুণ্ড, শ্রীপাত্র, শক্তিপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, যোগিনী-পাত্র, কুলপাত্র, বীরপাত্র এবং বলিপাত্র ।—দ্রঃ পুরশ্চর্য্যাব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪-২০৫ ।

প্রথমে মণ্ডলের অর্চনা করে তারপর যথাক্রমে সামান্যপাত্র, শ্রীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, এবং বলিপাত্র এই পঞ্চপাত্র স্থাপন করতে হবে । ২৬

দ্বিপাত্রং বা ত্রিপাত্রং বা একপাত্রং ন কারয়েৎ ।

স্বদক্ষিণাদিবামাস্তং স্থাপ্যভ্যর্চ্যাসবেন তু<sup>৪</sup> ॥২৭॥

দুই পাত্র কিংবা তিন অথবা একপাত্র স্থাপন করতে নেই । নিজের ডান দিক থেকে আরম্ভ করে বাঁ দিকে এই ক্রমে পাত্র স্থাপন করে মন্দির দ্বারা অর্চনা করতে হবে । ২৭

সম্পূর্ণমূলমন্ত্রেণ কুলেশ্বরী বিধানবিৎ ।

তত্র মাষপ্রমাণস্ত মংস্যংমাংসং বিনিক্ষিপেৎ ॥২৮॥

ওগো কুলেশ্বরী, বিধানজ্ঞ সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে মন্দিরের দ্বারা পাত্র পূর্ণ করবে এবং তাতে মাষ পরিমাণ মংস্য ও মাংস নিক্ষেপ করবে । ২৮

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, উদ্ভানং চতুরস্রং স্থাৎ ।

২ ঐ,—খ, জালঙ্করমণ্ডলভং ।

৩ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, শ্রীমর্ধ্যং ভোগপূজ্য, বলিপাত্রঞ্চ পঞ্চাশৎ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মূলপাত্রস্তং স্থাপ্য অভ্যর্চ্য চাসবেন তু ।

৫ ঐ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, সম্পূজ্য ।

নষ্টৈঃ পশু<sup>১</sup>ষিতোচ্ছিষ্টৈঃ<sup>২</sup>দুর্গন্ধৈর্গন্ধবর্জিতৈঃ ।

হেতুভিঃ পর<sup>৩</sup>পাত্রৈশ্চুপিতং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥২৯॥

নষ্ট,পশু<sup>১</sup>ষিত; উচ্ছিষ্ট, দুর্গন্ধ, গন্ধবর্জিত, পরপাত্রৈশ্চ কারণের দ্বারা তর্পণ (দেবতার তৃপ্তিবিধান) নিষ্ফল হয় । ২৯

ন পূরয়েৎ পাত্রানি অপ্রিয়ৈস্তৈঃ কুলেশ্বরী ।

স্বাদিষ্টৈশ্চ মদিষ্টৈশ্চ<sup>৪</sup> দ্রব্যৈরমৃতসন্নিভৈঃ ।

মনোহরৈর্মহেশানি তর্পণং সফলং ভবেৎ ॥৩০॥

কুলেশ্বরী, সেই সমস্ত অপ্রীতিজনক মন্দের দ্বারা পাত্র পূর্ণ করা উচিত নয়। মহেশানী, স্বাদিষ্ট, অত্যন্ত হর্ষজনক; অমৃতসন্নিভ, মনোহর দ্রব্য অর্থাৎ মন্দের-দ্বারা তর্পণ করলে তা সফল হয় । ৩০

অসংস্কৃতা সুরা পাপকলহব্যাধিহুঃখদাঃ<sup>৫</sup> ।

আয়ুঃশ্রীকীর্ত্তিসৌভাগ্যধর্মবিদ্যাঃ<sup>৬</sup>বিনাশিনী<sup>৭</sup> ॥৩১॥

অসংস্কৃতা সুরা—অসংস্কৃত বা অশোধিত মদ্য । মন্দের দ্বারা মন্দের সংস্কার বা শোধন করতে হয় । এই সংস্কার বা শোধনের শাস্ত্রবিহিত বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৪৮-৬৫০

অসংস্কৃতসুরা পাপ, কলহ, ব্যাধি ও দুঃখ দান করে আর আয়ু, শ্রী, কীর্ত্তি, সৌভাগ্য, ধর্ম ও বিদ্যা বিনাশ করে । ৩১

তস্মাৎ সংস্কৃত্য বিধিবৎ কুলদ্রব্যং ততোহর্চয়েৎ ।

অন্যথা নরকং যাতি দাতা ভোক্তা ন<sup>৮</sup>সংশয়ঃ । ৩২॥

সেইজন্য, যথাবিধি কুলদ্রব্যের সংস্কার করে তবে তা দিয়ে পূজা করতে হবে । অন্যথা তার দাতা ও ভোক্তা উভয়েই নিঃসংশয় নরকে যাবে । ৩২

বিনা দ্রব্যাদিবাসেন<sup>৯</sup>ন জপেন্ন স্মরেৎ প্রিয়ে ।

যে স্মরন্তি নরা মৃত্যুস্তেষাং দুঃখং পদে পদে ॥ ৩৩ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পশু<sup>১</sup>ষিতোচ্ছিষ্টৈঃ ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সহ ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্বাদিষ্টৈশ্চ বাধিষ্টৈশ্চ ।

৪ তা বি গ,—গ, ঙ, এবং র গ, অসংস্কৃতসুরাপানং কলহব্যাধিহুঃখদম্ ।

৫ ঐ,—খ,—ধৃত পাঠ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কীর্ত্তির্যুশ্চ সৌখ্যং ধর্মো বিদ্যা; তা বি গ, ধনধান্য ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, চ নশ্রুতি ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তন্তোক্তা নাত্র ।

৮ ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, দ্রব্যাদিবাসেন ।

প্রিয়ে, দ্রব্যের অধিবাস ব্যতীত তা ব্যবহার করে জপ এবং স্মরণ করণ করা উচিত নয়। যে-সব মূঢ় ব্যক্তি তেমনি স্মরণ করে তাদের পদে পদে দ্বন্দ্বঃ। ৩৩

নাসবেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্ৰেণ বিনাসবঃ।

পরস্পরবিরোধিত্বাং কথং পূজা বিধীয়তে ॥৩৪॥

আসব ছাড়া মন্ত্র হয় না আর মন্ত্র ছাড়া আসব হয় না। আসবহীনতা ও মন্ত্র এবং মন্ত্রহীনতা ও আসব পরস্পর বিরোধী বলে সেরকম ক্ষেত্রে কি করে পূজা হবে? ৩৪

তৎসংশয়নিবৃত্তিক্ষ<sup>১</sup> জ্যোত্বা গুরুমুখাং প্রিয়ে।

বৌক্ষণং প্রোক্ষণং ধ্যানং মন্ত্রমুদ্রাবিশোধনম্।

দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্মাদ্বেবতাপ্রীতিকারকম্ ॥৩৫॥

বৌক্ষণং প্রোক্ষণং—বৌক্ষণাদি মন্যসংস্কারের প্রক্রিয়া। “বৌক্ষণ অর্থ দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা বৌক্ষণ; প্রোক্ষণ অর্থ মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা প্রোক্ষণ; ধ্যান অর্থ অমৃতরূপে ধ্যান; মন্ত্র অর্থ মূলমন্ত্রজপ আর মুদ্রা অর্থ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৭৮।

গুরুমুখে এই সংশয়ের (আসব ব্যতীত মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতীত আসব পূজায় থাকতে পারে কিনা এই সংশয়ের) নিবৃত্তি অবগত হয়ে বৌক্ষণ, প্রোক্ষণ, ধ্যান, মন্ত্র, মুদ্রা এসবের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করতে হবে। এই প্রকারে শোধিত দ্রব্য তর্পণযোগ্য এবং দেবতার প্রীতিকারক হবে। ৩৫

অগ্নিসূর্যেন্দ্রব্রহ্মৈশ্বর্যবিষ্ণুরুদ্রসদাশিবৈঃ<sup>৩</sup>।

চতুर्वিংশতিমন্ত্ৰৈঃ স্মাস্মদ্যজ্ঞৈঃ পরামৃতম্ ॥৩৬॥

অগ্নি-সূর্য-ইন্দ্র-ব্রহ্মা-ইশ্বর-বিষ্ণু-রুদ্র-সদাশিবাশ্রয় চতুর্বিংশতি মন্ত্রের দ্বারা মন্য পরামৃত হয়। ৩৬

অমৃত্য মানদা পুষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতিধৃতিঃ।

শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা ॥৩৭॥

পূর্ণা পূর্ণামৃত্য চেতি কথিতাঃ কুলনায়িকে।

সৌম্যাঃ কামপ্রদায়িণ্যঃ ষোড়শ স্বরজাঃ কলাঃ ॥৩৮॥

ওগো কুলনায়িকা, অমৃত্য, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি অঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃত্য এই ষোলটি স্বরবর্ণোদ্ভূত সৌম্যকলা কামপ্রদায়িনী। ৩৭-৩৮

১ তা বি গ,—ক, তৎসংশয়নিবৃত্তিক্ষ।

২ ঐ,—খ, অমৃত্য নরকং ব্রহ্মৈঃ

৩ তা বি গ,—ক, অগ্নিসূর্যেন্দ্রব্রহ্মৈশ্বর্যবিষ্ণুরুদ্রসদাশিবৈঃ।

তপনী তাপিনী ধৃত্রা মরীচিঞ্জালিনী রুচিঃ ।

সুসুম্না ভোগদা বিশ্বা রোধিনী<sup>১</sup> ধারিণী ক্ষমা ।

কভাদ্যা বসুদাঃ সৌরাষ্ট্রভাস্তা দ্বাদশৈরিতাঃ<sup>২</sup> ॥৩৯

কভাদ্যা ঠডাস্তা—আদিতে কভ আর অস্তে ঠড । যথা, কভ, খব, গফ, ঘপ, ঙন, চধ, ছদ, জথ, ঝত, ঞগ, টঢ এবং ঠড ।

তপনী, তাপিনী, ধৃত্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুসুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, রোধিনী, ধারিণী এবং ক্ষমা অর্থপ্রদায়িনী । এই দ্বাদশ সৌরকলা কভাদি ঠডাস্ত বর্ণযুগ্ম থেকে উদ্ভূত । ৩৯

ধৃত্রার্চিরুপা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্মুলিঙ্গিনী ।

সুজ্ঞীঃ সুরূপা<sup>৩</sup> কপিলা হব্যকব্যবহা তথা<sup>৪</sup> ।

আগ্নেয়া যাদিবর্ণোথা<sup>৫</sup> দশ ধর্মপ্রদাঃ কলাঃ ॥ ৪০ ॥

যাদিবর্ণোথা—য-আদি বর্ণ থেকে উদ্ভূত । য-আদি বর্ণ বলতে বুঝায় য র ল ব শ ষ স হ ল এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ ।

ধৃত্রা, অর্চি, উগ্না, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্মুলিঙ্গিনী, সুজ্ঞী, সুরূপা, কপিলা এবং হব্যকব্যবহা এই দশ ধর্মপ্রদা কলার উদ্ভব হয়েছে যাদিবর্ণ থেকে । ৪০

সৃষ্টিঃ<sup>৬</sup> মৈশা স্মৃতিঋদ্ধিঃ কান্তিলক্ষ্মীদ্যুতিঃ স্থিরা ।

স্থিতিঃ সিদ্ধিরিতি প্রোক্তাঃ কচবর্গকলা দশ ।

অকারপ্রভবা ব্রহ্মজাতাঃ সূ্যঃ সৃষ্টয়ে কলাঃ<sup>৭</sup> ॥৪১॥

ব্রহ্মজাতাঃ—অকার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাচক । এইজন্য, অকারপ্রভবা কলাকে ব্রহ্মজাতা বলা হয়েছে ।

সৃষ্টি, মৈশা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, কান্তি, লক্ষ্মী, দ্যুতি, স্থিরা, স্থিতি এবং সিদ্ধি এই দশটি কবর্গ এবং চবর্গের কলা । এরা অকারোদ্ভূত ব্রহ্মজাতা সৃষ্টিকলা । ৪১

১ তা বি গ,—গ, বোধিনী ।

২ ঐ,—খ, অনন্তা ; ঐ,—ঙ, কলাদ্যা বসুদাঃ সৌরাঃ প্রভা দ্বাদশ ঈরিতাঃ ; র গ, কলাদ্যা বসুদাঃ সৌরাঃ প্রভা দ্বাদশ ঈরিতাঃ ।

৩ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, স্বরূপা ; র গ, সৃষ্টীস্বরূপা

৪ র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, হব্যকব্যবহে অপি ।

৫ তা বি গ,—খ,—দ্রুত, পাঠ, তা বি গ, যাদিবর্ণোথা ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ তুষ্টি ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, অকারাণ সমুদ্ভূত ব্রহ্মজাত কলা ইমাঃ ।

জরা চ পালিনী<sup>১</sup> শান্তিরীশ্বরী রতিকামিকে ।

বরদাছাদিনীপ্রীতিদীর্ঘাঃ স্মৃষ্টতবর্গজাঃ<sup>২</sup> ।

উকারপ্রভবা বিষ্ণুজাতাঃ সুাঃ স্থিতয়ে কলাঃ ॥৪২

বিষ্ণুজাতাঃ—উকার স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুর বাচক । এইজন্য, উকারপ্রভবা কলাকে বিষ্ণুজাতা বলা হয়েছে ।

জরা, পালিনী, শান্তি, ঈশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, ছাদিনী, প্রীতি এবং দীর্ঘা এই দশটি টবর্গ এবং তবর্গের কলা । এরা উকারোদ্ভূতা, সেইজন্য বিষ্ণুজাতা স্থিতিকলা । ৪২

তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুৎ<sup>৩</sup> ক্রোধিনী ক্রিয়া<sup>৪</sup> ।

উৎকারী মৃত্যুরিত্যুক্তা পযবর্গকলা দশ ।

মকারপ্রভবা রুদ্রজাতাঃ সংহৃতয়ে কলাঃ ॥৪৩॥

পযবর্গকলাঃ—পবর্গ এবং যবর্গের কলা । যবর্গ বলতে এখানে য র ল ব এবং শ এই পাঁচটি বর্গ ।

রুদ্রজাতাঃ—মকার সংহারকর্ত্তা রুদ্রের বাচক । এইজন্য, মকারপ্রভবা কলাকে রুদ্রজাতা বলা হয়েছে ।

তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী এবং মৃত্যু এই দশটি পবর্গ এবং যবর্গের কলা । মকারোদ্ভূতা, সেইজন্য রুদ্রজাতা ; এরা সংহারকলা । ৪৩

যবর্গা<sup>৫</sup>শ্চতস্রঃ সুাঃ পীতা শ্বেতারুণাসিতাঃ

<sup>৬</sup>কলাশ্চেশ্বরসজ্জাতান্তিরোধানায় বিন্দুজাঃ<sup>৭</sup> ॥৪৪॥

যবর্গাঃ—যবর্গের কলা । যবর্গ—য স হ ল ক্ষ । কিন্তু এখানে চারটি বর্গ ধরা হয়েছে । এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদায় প্রমাণ ।

বিন্দুজাঃ—বিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব, কাজেই বিন্দুজা অর্থ ঈশ্বরজা । ঈশ্বরসজ্জাতাঃ—বিন্দু থেকে উদ্ভূতা ।

১ তা বি গ,—গ, এবং র গ, জবা কপালিনী ।

২ ঐ,—ঔ, এবং র গ, তথা চ দশমী স্মৃতি ।

৩ তা বি গ,—ঔ, এবং র গ, ক্ষুৎতৃষ্ণা ।

৪ ঐ, প্রিয়া ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, শ-বর্গজ ।

৬ কলাশ্চেশ্বরসজ্জাতাঃ ইত্যাদি শ্লোকার্ছের পূর্বে তা বি গ, ঙ -তে সর্বগাঙ্গতত্ত্বিয়ঃ সৃষ্টিতা তারিণী সিতা এবং র গ, -তে সর্বগাঙ্গতত্ত্বিয়ঃ সৃষ্টিতা তারিণী সিতা এই শ্লোকার্ছ পাওয়া যায় ।

৭ তা বি গ,—ঔ, এবং র গ, হিরজানায় বিন্দুজাঃ ।



পীতা, শ্বেতা, অক্লশা, অসিতা এই চারটি ষ-বর্ণের কলা । বিন্দু থেকে উদ্ভূতা এরা ঈশ্বরজাতা তিরোধানকলা । ৪৪

নিবৃত্তিঃ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ ।

ইক্ষিকা দীপিকা চাপি রেচিকা<sup>১</sup> মোচিকা পরা ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃত্যু জ্ঞানাহমৃত্যু চাপ্যায়িনী তথা ।

ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ ষোড়শ<sup>২</sup> স্বরজাঃ কলাঃ ।

সদাশিবভবা নাদাদনুগ্রহকলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৬ ॥

সদাশিবভবাঃ—নাদ সদাশিব তত্ত্ব । এইজন্য নাদোদ্ভূতা কলাকে সদাশিব-ভবা অর্থাৎ সদশিব থেকে সঞ্জাতা বলা হয় ।

নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইক্ষিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃত্যু, জ্ঞানাহমৃত্যু, আপ্যায়িনী, ব্যাপিনী এবং ব্যোমরূপা—এই ষোড়শ স্বরবর্ণের কলা । এরা নাদোদ্ভূতা, সেইজন্য সদাশিবভবা—অনুগ্রহকলা । ৪৫-৪৬

প্রথমস্ত কৃতে হংসঃ<sup>৩</sup> প্রতদ্বিষ্ণুরনন্তরম্ ।

ত্র্যম্বকস্ত তৃতীয়ং স্যাদ্ভূতুর্নস্তৎপদাদিকঃ<sup>৪</sup> ॥ ৪৭ ॥

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু পঞ্চমঃ কল্পনামনুঃ ।

চতুর্নবতিমন্ত্রাঋদেবতাভাবসিদ্ধিদাঃ<sup>৫</sup> ॥ ৪৮ ॥

প্রথমস্ত কৃতে—প্রাথমিক হ্রী<sup>১</sup> । প্রথমস্ত কৃতে হংসঃ ইত্যাদি দ্বারা এই মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে—হ্রী<sup>২</sup> হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসন্ধোতা বেদিষদতিথির্হরোণসৎ । নৃষদ্রসদ্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ । এটি মন্যশোধন মন্ত্র । প্রতদ্বিষ্ণুঃ ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু-স্তবতে বীর্যেণ যুগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ । যস্যোরুহু ত্রিষু বিক্রমণেষ-ধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা । এটি মাংসশোধন মন্ত্র ।

ত্র্যম্বকস্ত ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধি পৃথিবীর্দানম্ । উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোমুক্ষীম্ মায়ুতাং । এটি মংস্যশোধন মন্ত্র ।

১ তা বি গ,—খ, রেচিকা ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বিন্দুস্তাঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—গুত পাঠ ; তা বি গ, প্রথমং প্রকৃতে হংসঃ ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, পরাদিকঃ ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, চতুর্নবতিমন্ত্রাঃ ঋদেবতাভাব পূজিতাঃ ;

ঐ,—খ, দেবতাভাব পূজ্যতাম্ ।

তৎপদাদিকঃ ইত্যাদি দ্বারা এই মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে—ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবাব চক্ষুরাততম্ । এটি মুদ্রাশোধন মন্ত্র ।

বিষ্ণুর্যোনিং ইত্যাদির উদ্ধৃষ্ট মন্ত্র—

ও বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু তৃণা রূপাণি পিংশতু ।  
আ সিঞ্চতু প্রজাপতিধাতা গৰ্ভং দধাতু ।  
গৰ্ভং ধেহি সিনীবালি গৰ্ভং ধেহি সরস্বতি ।  
গৰ্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুঙ্করপ্রজা ।

এটি পঞ্চমতত্ত্বশোধন মন্ত্র ।

ত্রীং হংসঃ ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র । প্রতদ্বিষ্ণুঃ ইত্যাদি তারপর অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্ত্র । ত্র্যম্বকম্ ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্র । তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি চতুর্থ মন্ত্র এবং বিষ্ণুর্যোনিং ইত্যাদি পঞ্চম মন্ত্র । চতুর্নবতি কলার চতুর্নবতি মন্ত্র সাধকের অভীষ্টদেবতাভাবসিদ্ধি প্রদান করে । ৪৭-৪৮

মন্ত্রজাপশ্চ সংপ্রোক্ত আত্মস্তুবশ্চ পঞ্চভিঃ

\*অত্র যে [তে] পঞ্চ সংপ্রোক্তা মন্ত্রান্তে কুলনায়িকে ॥৪৯॥

ওগো কুলনায়িকা, এখানে যে পাঁচটি বললাম তা মন্ত্র । এই মন্ত্র জপ করতে হয় এবং এদের দ্বারা পরমাচার স্তব করতে হয় । ৪৯

অথগৌকরসানন্দাকরে পরমুখাশ্বনি ।

স্বচ্ছন্দস্মুরণামত্র নিধেহকুলরূপিণীং ॥৫০॥

অকুলস্থায়তাকারে\* সিদ্ধিজ্ঞানকরে পরে ।

অমৃতত্বং বিধেহশ্বিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥৫১॥

অথগৌ-একরসানন্দের আকার ওগো অকুলরূপিণী, পরমুখাশ্বক এই বস্তুতে স্বচ্ছন্দস্মুরণশক্তি স্থাপন কর । অকুলস্থায়তাকারী সিদ্ধিজ্ঞানকারিণী ক্লিন্নরূপিণী ওগো পরা, এই বস্তুতে অমৃতত্ব বিধান কর । ৫০-৫১

তদ্রূপেনৈকরস্যঞ্চ কৃত্তার্থাং তৎস্বরূপিণি\* ।

ভূত্বা পরামৃতাকারং ময়ি চিৎস্মুরণং\* কুরু ॥৫২॥

\* এই শ্লোকটির গ,-তে নেই ।

১ তা বি গ,—খ, অথগৌকরসানন্দে কুলেশ্বরী ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্বচ্ছন্দস্মুরণে মন্ত্রস্তবতামৃতরূপিণী ;

ঐ,—খ, স্বচ্ছন্দস্মুরণার্থায় নিধেহকুলরূপিণি ।

৩ তা বি গ,—খ, গারে ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, শুদ্ধজ্ঞানকরে পরে ।

৫ ঐ, তদ্রূপিণ্যেকরূপিণং কৃত্তা চৈতৎ স্বরূপিণি ।

৬ ঐ, বিস্মুরণং ।

ওগো ব্রহ্মরূপিণী, এই অর্থাকে ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মৈকরসকর এবং পরমা-  
মৃত্যাকার হয়ে অর্থাৎ এই মন্ডাকার ধারণ করে আমার চৈতন্যের স্মরণ কর । ৫২

বাগ্ভবং পাবনং<sup>১</sup> ভূমিঃ পুষ্টিরিন্দুসমম্বিতা<sup>২</sup> ।

স্থিতিশ্চ পাবকানুগ্রহার্থেন্দুসমলঙ্কতা<sup>৩</sup> ॥৫৩॥

স্থিরেক্ষিকেন্দুসংযুক্তা<sup>৪</sup> শ্বেতা বিন্দুযুগাবিতা ।

তথামৃতে পদং ক্রিয়াত্তৎপশ্চাদমৃতোত্তবে ॥৫৪॥

তথামৃতেশ্বরীত্বাক্ষা পশ্চাদমৃতবর্ষিণি<sup>৫</sup> ।

অমৃতং শ্রাবয়দ্বন্দ্বং<sup>৬</sup> দ্বিঠাশ্তো দ্রব্যশুদ্ধিকরং ।

অমৃতেশীমনুঃ প্রোক্তঃ পঞ্চত্রিংশস্তিরক্ষরৈঃ ॥৫৫॥

মন্ত্রসংকেত—বাগ্ভব = ঐ<sup>১</sup>, পাবন = প, ভূমি = ল, পুষ্টি = উ, ইন্দু = ৮ ,  
স্থিতি = হ, পাবক = র, অনুগ্রহ = ও, স্থিরা = গ/জ, ইক্ষিকা = উ, শ্বেতা = স,  
বিন্দু = ং, দ্বিঠাশ্ত = স্বাহা ।

বাগ্ভব, তারপর পাবনের সঙ্গে ভূমি পুষ্টি ও ইন্দু যুক্ত করবে, তারপর  
স্থিতির সঙ্গে পাবক অনুগ্রহ ও ইন্দু যুক্ত করবে, তারপর স্থিরার সঙ্গে ইক্ষিকা  
ও ইন্দু যুক্ত করবে, এবার শ্বেতার সঙ্গে বিন্দু যুক্ত করবে, এরপর অমৃতে এই  
পদ বলবে, তারপরে অমৃতোত্তবে অমৃতেশ্বরির বলে অমৃতবর্ষিণি অমৃত শ্রাবয়  
শ্রাবয় বলবে। সব শেষে দ্বিঠাশ্ত বলবে। এটি দ্রব্যশুদ্ধিকর। পঞ্চত্রিংশৎ  
অক্ষরাত্মক এই মন্ত্রের নাম অমৃতেশী মন্ত্র। মন্ত্রটি উচ্চার করলে দাঁড়াবে—ঐ<sup>১</sup>  
প্লাম্ হো<sup>২</sup> ও<sup>৩</sup> (জু<sup>৪</sup>) সঁ অমৃতে অমৃতোত্তবে অমৃতেশ্বরির অমৃতবর্ষিণি অমৃতং  
শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা । ৫৩-৫৫

ঐ<sup>১</sup> ক্লী<sup>২</sup> সৌ<sup>৩</sup> বমাদীনি ঐ<sup>৪</sup> ক্লী<sup>৫</sup> ততঃপরম্ ।

ক্লিন্বে ক্লৈদয় ছৈদয় মহাক্ষোভং<sup>৬</sup> কুরু কুরু ক্লী<sup>৭</sup> নমঃ ।

মোক্ষং কুরু কুরু হৌ<sup>৮</sup> ত্রী<sup>৯</sup> ॥৫৬॥

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পার্শ্বগং ।

২ ঐ,—উ, এবং র গ, পুষ্টিরিন্দুঃ সমাম্বিতা ।

৩ ঐ, পাবকানুগ্রহ গত্বার্জেন্দুসমলঙ্কতা ।

৪ ঐ, স্থিরার্চিষেন্দুসংযুক্তা ।

৫ তা বি গ,—খ, বাসিনি ; ঐ,—উ, এবং র গ, রূপিণি ।

৬ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শ্রাবয়দ্ বন্দ্বং ।

৭ তা বি গ,—উ, মহামোক্ষং ।

৮ ৫৬ সংখ্যক শ্লোকটি র গ, এবং তা বি গ,—উ,—তে পাওয়া যায় ।

ঐ° ক্লী° সৌ° বমাদীনি ঐ° ক্লী° ; এবার ক্লিন্বে ক্লৈদয় ছৈদয় মহাক্ষোভং  
কুরু কুরু ক্লী° নমঃ ; তারপর মোক্ষং কুরু কুরু হৌ° হ্রী° ।

[মন্ত্রটি এই—ঐ° ক্লী° সৌ° বমাদীনি ঐ° ক্লী° ক্লিন্বে ক্লৈদয় ছৈদয়  
মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লী° নমঃ । মোক্ষং কুরু কুরু হৌ° হ্রী° । ৫৬

বাগ্ভবং বদযুগ্মং বাগ্ভাদিনীতি বাগ্ভবম্

কামরাজং ততঃ ক্লিন্বে ক্লৈদিনী ক্লৈদয়েতি চ ॥৫৭॥

মহামোক্ষং কুরুযুগ্মং কামরাজমতঃপরম্ ।

তাত্ত্বীয়ং মোক্ষশব্দান্তে কুরুযুগ্মং বদেত্ততঃ ॥৫৮॥

স্মাৎ প্রাসাদপরা চান্তে সপ্তত্রিংশত্তিরক্ষরৈঃ

দীপনীমনুরিত্যুক্তঃ সর্বসিদ্ধিকরঃ প্রিয়ে ॥৫৯॥

মন্ত্রসংকেত—কামরাজ=ক্লী°, তাত্ত্বীয়=সৌ°, প্রাসাদ=হৌ°, পরা=হ্রী° ।

বাগ্ভব বদ বদ বাগ্ভাদিনি আবার বাগ্ভব, কামরাজ তারপর ক্লিন্বে  
ক্লৈদিনী ক্লৈদয় ক্লৈদয়, এবার মহামোক্ষ কুরু কুরু, তারপর কামরাজ তাত্ত্বীয়  
মোক্ষ কুরু কুরু বলতে হবে । শেষে প্রাসাদ ও পরা বলতে হবে । প্রিয়ে,  
সপ্তত্রিংশৎ অক্ষরাযুক্ত এই মন্ত্রটির নাম দীপনী মন্ত্র । এটি সর্বসিদ্ধিকর । মন্ত্রটি  
উদ্ধার করলে দাঁড়াবে—ঐ° বদ বদ বাগ্ভাদিনি ঐ° ক্লী° ক্লিন্বে ক্লৈদিনী ক্লৈদয়  
মহামোক্ষং কুরু কুরু ক্লী° সৌ° মোক্ষং কুরু কুরু হৌ° হ্রী° । ৫৭-৫৯

এতাঃ কলা মাতৃকাপ্যথগৈকাদিকান্ মনু° ।

অমৃতেশী দীপনীঞ্চ মূলমন্ত্রমপি ক্রমাৎ ॥৬০॥

একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ দ্বিচতুর্বারমম্°ব্রিকে ।

সংস্পৃষ্টাভ্যর্থঃ পাত্তস্ত পূজয়েদ্ধেনুমুদ্রয়া ॥৬১॥

আত্মকা, যথাক্রমে এই সমস্ত কলা, মাতৃকা অথগাদিমন্ত্র, অমৃতেশীমন্ত্র,  
দীপনীমন্ত্র, মূলমন্ত্র এক দুই তিন চার বার কিংবা ছাহারা চারবার সম্যক স্মরণ  
করে পাত্তের অভ্যর্থন করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে তার পূজা করতে  
হবে । ৬০-৬১

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসমুত্তমশেষরসসমুত্তম্ ।

আপূরিতং মহাপাত্তং° পীযুষরসমাবহ° ॥ ৬২ ॥

১ তা বি গ,—ক, মন্ত্রঃ ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, প্যথকাদিকা মনুনপি ।

৩ ঐ, ত্রিচত্বারিক ।

৪ ঐ,—দ্বুত পাঠঃ ; তা বি গ, সংস্পৃষ্টাভ্যর্থঃ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মহাপ্রাসং ।

৬ ঐ, ভাবহং ।

শুদ্ধদ্রব্যেণ তেনাপি গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ<sup>১</sup>রপি

শাস্তোক্তসর্বমত্বৈশ্চাপ্যাম্ভানং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৬৩ ॥

প্রিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূত অশেষরসসম্ভূত পীযুষরসের বাহক মহাপাত্রকে এবং নিজেকে সেই (পূর্বোক্ত) শুদ্ধদ্রব্য দিয়ে এবং গন্ধপুষ্প ও অক্ষত দিয়ে শাস্তোক্ত সব মন্ত্রের দ্বারা পূজা করতে হবে। ৬২-৬৩

মুদ্বি শ্রীগুরুপঙক্তিঞ্চ মূলাধারে চ পাত্ৰকাম্ ।

দিবৌষে চাদিনাথশ্চ তচ্ছশক্তিঞ্চ সদাশিবঃ ॥ ৬৪ ॥

তৎপত্নী চেশ্বরসুত<sup>২</sup> ভাৰ্যা রুদ্রশ্চ তদ্বধুঃ ।

বিষ্ণুশ্চ তৎপ্রিয়া ব্রহ্মা তৎকান্তা দ্বাদশৈরিতাঃ<sup>৩</sup> ॥ ৬৫ ॥

গুরুপঙক্তি—গুরুপঙক্তি তিনটি ; দিবৌষ, সিন্ধৌষ আর মানবৌষ । অর্থাৎ দিব্যগুরুর একপঙক্তি, সিদ্ধগুরুর একপঙক্তি আর মানবগুরুর এক পঙক্তি এই তিন পঙক্তি—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৬২ ।

মুদ্বায় শ্রীগুরুপঙক্তির এবং মূলাধারে পাত্ৰকার পূজা করতে হয় । দিবৌষ গুরুপঙক্তি, যথা—আদিনাথ ও তাঁর শক্তি, সদাশিব ও তৎপত্নী, ঈশ্বর ও তাঁর ভাৰ্যা, রুদ্র ও তদ্বধু, বিষ্ণু ও তৎপ্রিয়া, ব্রহ্মা ও তৎকান্তা এই দ্বাদশ । ৬৪-৬৫ ।

সিন্ধৌষে সনকশ্চৈব সনন্দশ্চ সনাতনঃ ।

সনৎকুমারশ্চ সনৎসুজাতশ্চ ঋতুক্ষজঃ<sup>৪</sup> ॥ ৬৬ ॥

দত্তাত্রেয়ো রৈবতকো<sup>৫</sup> বামদেবসুতঃ পরম্ ।

ততো ব্যাসঃ শুকশ্চৈব<sup>৬</sup> একাদশ সমীরিতা ॥ ৬৭ ॥

সিন্ধৌষ গুরুপঙক্তি, যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সনৎ-সুজাত, ঋতুক্ষজ, দত্তাত্রেয়, রৈবতক, বামদেব, ব্যাস এবং শুক এই একাদশ । ৬৭

মানবৌষে নৃসিংহশ্চ মহেশো ভান্নর<sup>৭</sup>সুতথা ।

মহেন্দ্রো মাধবো বিষ্ণুঃ ষড়্ভেতে চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬৮ ॥

মানবৌষ গুরুপঙক্তি, যথা—নৃসিংহ, মহেশ, ভান্নর, মহেন্দ্র, মাধব এবং বিষ্ণু এই ছয় । ৬৮

১ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, এবং র গ, শুদ্ধপুষ্প ক্ষতৈ ।

২ ঐ,—ক, গ, ঘ, শাস্ত্রঃ পূর্বোক্তমত্বৈশ্চ চ ।

৩ ঐ,—ঙ এবং র গ, শুভা ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ঋতুঃ স্মৃতঃ ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ব্যাসশ্চ শুকশ্চ ।

৬ র গ, হিতা ।

৭ ঐ,—ক, দেবতকো ।

৮ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভার্গব ।

নমোহন্তে যোজয়ে<sup>১</sup>দেবি দিব্যোঘে পরমং শিবম্<sup>২</sup> ।

মহাশিবঞ্চ<sup>৩</sup> সিদ্ধোঘে মানবোঘে সদাশিবম্<sup>৪</sup> ॥ ৬৯ ॥

দেবী, দিব্যোঘ গুরুপঙ্ক্তির পূজায় নমঃ শব্দের পর পরমশিব যোগ করতে হবে। সিদ্ধোঘ গুরুপঙ্ক্তির ক্ষেত্রে নমঃ শব্দের পর মহাশিব এবং মানবোঘ গুরুপঙ্ক্তির ক্ষেত্রে নমঃ শব্দের পর সদাশিব যোগ করতে হবে। অর্থাৎ নমঃ পরমশিবায় নমঃ মহাশিবায় নমঃ সদাশিবায় এইরকম হবে। ৬৯

ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেবীমাবাহয়েৎ প্রিয়ে ।

মহাপদ্মবনাস্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে ।

সর্বভূতহিতে মাতরেছেহি পরমেশ্বরী ॥ ৭০ ॥

দেবেশি ভক্তিসূলভে সর্বাবরণসংযুক্তে<sup>৫</sup> ।

যাবত্বাং পূজয়ামীহ<sup>৬</sup> তাবত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৭১ ॥

তারপর পীঠ পূজা করে দেবীর আবাহন করতে হবে। মহাপদ্মবনাস্তস্থা কারণানন্দবিগ্রহা সর্বভূতহিতকারিণী মা পরমেশ্বরী, এস এস। সর্বাবরণসংযুক্তা ভক্তিসূলভা ওগো দেবেশী, যতক্ষণ তোমার পূজা করব ততক্ষণ এখানে সুস্থির হয়ে থাক। ৭০-৭১

মন্ত্ৰেণানেন চাবাহু যজ্ঞেদেবীমননাধীঃ<sup>৭</sup> ।

ধ্যাত্বা মুদ্রাং প্রদর্শ্যাত্<sup>৮</sup> গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥

এই মন্ত্ৰে ( ৭১-৭২ শ্লোকে বিবৃত ) আবাহন করে, অনন্যধী হয়ে ধ্যান করে, মুদ্রা প্রদর্শন করে, গন্ধপুষ্প অক্ষতের দ্বারা দেবীর পূজা করতে হবে। ৭২

চিন্ময়স্খাপ্রমেয়স্ব নিগুণস্খাশরীরিণঃ ।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ ৭৩ ॥

সাধকদের হিতের জন্য চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিগুণ, অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা।

লিঙ্গ<sup>৯</sup>স্থণ্ডিলবহ্ন্যম্<sup>১০</sup>শূৰ্প<sup>১১</sup>কুভ্যপটেসু চ<sup>১২</sup> ।

মণ্ডলে ফলকে মৃদ্ধি হৃদি বা দশ কীর্তিতাঃ<sup>১৩</sup> ॥ ৭৪ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পূজয়ে। ২ ঐ, পরমঃ শিবঃ। ৩ র গ, মহাশিবশ্চ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শিবঃ। ৫ ঐ, পরিবারসমষ্টিতে। ৬ ঐ, পূজয়িষ্যামি।

৭ তা বি গ,—ক, দেবীঞ্চ পূজয়েৎ সুধীঃ ; ঐ,—খ, যজ্ঞেচ্ছিষ্টামনন্যধীঃ।

৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—দুত পাঠ ; তা বি গ, প্রদর্শ্যার্চয়ে।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নিগুণস্ব। ১০ ঐ,—ঙ, কুণ্ড।

১১ র গ, কুণ্ডস্থণ্ডিলয়োর্মধ্যে শূৰ্প। ১২ ঐ, বা ; তা বি গ,—খ, গ, ঘ, অর্চাকুণ্ডপটেসু চ।

১৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ হৃদয়েসু প্রকীর্তিতাঃ।

এষু স্থানেষু দেবেশি যজ্ঞস্তি পরমাং শিবাম্<sup>১</sup> ।

অরুণাং রূপিণীং<sup>২</sup> কৃত্বা কর্মকাণ্ডরতা নরাঃ ॥ ৭৫ ॥

লিঙ্গ, স্থণ্ডিল, বহি, অশ্ব, সুপ', কুডা ( দেয়াল ), পট, মণ্ডল, ফলক, মূর্তী, অথবা হৃদয় এই দশটি পূজাস্থান বলে প্রথ্যাত । দেবেশী, কর্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তির। অরুণ পরমশিবাকে রূপধারিণী কল্পনা করে এইসব স্থানে পূজা করে । ৭৫

গবাং সর্বাঙ্গজং ক্ষীরং শ্রবেৎ স্তনমুখাং যথা<sup>৩</sup> ।

তথা সর্বগতো<sup>৪</sup> দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে ॥ ৭৬ ॥

গাভীর সর্বাঙ্গে দুধ থাকলেও তা যেমন স্তনমুখে ক্ষরিত হয় তেমনি দেবতা সর্বগত হলেও প্রতিমাদিতে দীপ্তি পান । ৭৬

আভিরূপ্যাচ্চ<sup>৫</sup> বিম্বশ্য<sup>৬</sup> পূজারাস্ত বিশেষতঃ ।

সাধকস্য চ বিশ্বাসাং সন্নিধৌ<sup>৭</sup> দেবতা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

মূর্তির সৌন্দর্যে, পূজার বিশেষত্বে এবং সাধকের বিশ্বাসে দেবতা সন্নিধিস্থ হন । ৭৭

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্<sup>৮</sup> ।

স্বকর্মরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষণেৎ<sup>৯</sup> ॥ ৭৮ ॥

গাভীর শরীরস্থ সর্পি ( দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত ) তার অঙ্গপুষ্টি করেনা । কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের কর্মের দ্বারা ( দুগ্ধদোহন ইত্যাদি ক্রমে ) তা তৈরি করে গাভীকে যদি খেতে দেয় তা হলে তা তার অঙ্গপুষ্টি করবে । ৭৮ এবং সর্বশরীরস্থা সর্পিবৎ পরমেশ্বরী<sup>১০</sup> ।

বিনা চোপাসনাং<sup>১১</sup> দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ॥ ৭৯ ॥

দেবী, এইপ্রকারে পরমেশ্বরী সর্পির মতো সর্বশরীরস্থা হলেও উপাসনা বিনা মানুষকে ফল দান করেন না । ৭৯

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, পরমং শিবঃ ।

২ ঐ, অরুণং রূপিণং কৃত্বা । ৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শ্রাবয়েত্তনুখে যথা ।

৪ ঐ, সর্বাঙ্গগো । ৫ ঐ, আভিরূপ্যাচ্চ ।

৬ তা বি গ,—ক, খ, বিশ্বশ্য । ৭ ঐ,—ক, সন্নিধৌ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সান্ত্বিকা ।

৮ তা বি গ,—খ, দ্রব্যং শক্তিঃ শরীরস্থা ন করোত্যঙ্গপোষণম্ ।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—তে এর আগে স্বকর্মরচিতং দত্তমহস্তামেব পোষণং এই শ্লোকাটি দৃষ্ট হয় ।

১০ ঐ, স্বকর্মরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষণেৎ ; তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পুনস্তামেব পোষণেৎ । ১১ র গ, এবং সর্বশরীরস্থাম্মানঃ পরমেশ্বরী ।

১২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বিনা চ সময়ং ।

সকলীকৃত্য তৎপ্রাণান্ সমুদ্দীপ্যন্তিয়াণি চ<sup>১</sup> ।

প্রতিষ্ঠাপ্যার্চয়েদেবি চাশ্বথা<sup>২</sup> নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

সকলীকৃত্য—সকলীকরণ করে। সকলীকরণ পূজার অঙ্গক্রিয়া বিশেষ। যথাবিহিত মন্ত্র পড়ে এটি করতে হয়। ( দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০ )।

দেবী, দেবতার সকলীকরণ করে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্দীপন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর করতে হবে পূজা। নৈলে, সে-পূজা ব্যর্থ হবে। ৮০

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ<sup>৩</sup> ।

ন তৎ সাধয়তে<sup>৪</sup> সর্বং হীনমঙ্গং পদং তথা<sup>৫</sup> ॥ ৮১ ॥

যা মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, বিধিহীন সে-সব অঙ্গহীন, পদহীন ( মন্ত্রের বা স্তরের কোনো পদ ) পূজা সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ৮১

নিয়মাদতিরেকেণ<sup>৬</sup> যদ্ যদ্ কর্ম করোতি যঃ<sup>৭</sup> ।

ন কিঞ্চিদপ্যস্মৈ ফলং সিধতি ক্রমদোষতঃ ॥ ৮২ ॥

যে ব্যক্তি যে যে কর্মে নিয়মের বাড়াবাড়ি করে ক্রমদোষের জন্য তার সে-কর্মের কিঞ্চিৎ ফললাভও হয় না। ৮২

ন্যূনতাতিরিক্তকর্মাণি ন ফলন্তি কদাচন ।

যথাবিধি কৃতানীহ<sup>৮</sup> সংকর্মাণি ফলন্তি হি ॥ ৮৩ ॥

যাতে নিয়মের বাড়াবাড়ি থাকে কিংবা ঘাটতি সে-রকম কর্ম কখনো সফল হয় না। এক্ষেত্রে যথাবিধি কৃত সংকর্মই সফল হয়। ৮৩

তদ্বিধান<sup>৯</sup> কৃতং কর্ম জপহোমার্চনাদিষু ।

দেবতাপ্রীতিদং<sup>১০</sup> ভূয়াদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্<sup>১১</sup> ॥ ৮৪ ॥

জপ-হোম-অর্চনাদি কর্ম সেই সেই বিধানানুসারে করা হলে তা দেবতার প্রীতিপ্রদ হয় এবং ভুক্তিমুক্তি ফল প্রদান করে। ৮৪

দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ<sup>১২</sup> মন্ত্রব্যাপ্তিমজ্ঞানতাম্ ।

কৃতার্চনাদিকং সর্বং<sup>১৩</sup> ব্যর্থং ভবতি শাস্ত্রবি ॥ ৮৫ ॥

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, তদীয়ানীন্দ্রিয়াণি চ। ২ তা বি গ,—গ, ঘ, দেবীমশ্বতঃ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ক্রিয়ামুক্তিফলপ্রদং।

৪ ঐ,—খ,—ধৃত ; পাঠ ; ঐ,—গ, ঘ, ঈশঃ সাধয়তে ; তা বি গ, এবং র গ, ক্ষময়া সাধয়েৎ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, হীনমঙ্গপদং বদেৎ। ৬ তা বি গ,—ক, নিয়মাদতিরেকেণ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ক্রমশেষতঃ।

৮ ঐ, যথা করফলাদীনি।

৯ তা বি গ, তদ্বিধানং।

১০ ঐ, প্রীতিদা।

১১ ঐ, ফলপ্রদা।

১২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেবশ্র মন্ত্ররূপশ্র। ১৩ ঐ,—ক, মন্ত্রং।



ওগো শাস্ত্রবী, যন্ত্ররূপ দেবতাকে এবং মন্ত্রব্যাপ্তি অবগত না হয়ে পূজাদি করলে সে-সব ব্যর্থ হয় । ৮৫

যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং দেবতা মন্ত্ররূপিণী ।

যন্ত্রে সা<sup>১</sup> পূজিতা দেবি সহসৈব প্রসীদতি ॥ ৮৬ ॥

দেবী, যন্ত্র মন্ত্রময় । দেবতা মন্ত্ররূপিণী । যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা সহসাই প্রসন্ন হন । ৮৬

কামক্রোধাদিদোষোৎ<sup>২</sup> সর্বহুঃখনিয়ন্ত্রণাৎ ।

যন্ত্রমিত্যাহুরেতন্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ ॥ ৮৭ ॥

কামক্রোধাদিজনিত সর্বহুঃখ নিয়ন্ত্রণ করে বলে যন্ত্র বলা হয় । যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা প্রীত হন । ৮৭

শরীরমিব জীবন্ত্য দীপন্ত্য স্নেহবৎ প্রিয়ে ।

সর্বেষামপি দেবানাং তথা<sup>৩</sup> যন্ত্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়ে, জীবের যেমন শরীর, প্রদীপের যেমন স্নেহপদার্থ (তৈলাদি) তেমনি সব দেবতার যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত । ৮৮

তস্মাদ্ যন্ত্রং<sup>৪</sup> লিখিত্বা বা ধ্যাত্বা সাকৃতিকং<sup>৫</sup> শিবম্ ।

জ্ঞাত্বা গুরুমুখাং সর্বং পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়ে, সেইজন্য, যন্ত্র অঙ্কন করে অথবা তার কল্যাণকর রূপের ধ্যান করে এবং এই সমস্ত সব গুরুমুখে অবগত হয়ে যথাবিধি পূজা করতে হবে । ৮৯

একপীঠে পৃথক্ পূজাং বিনা যন্ত্রং করোতি যঃ ।

অঙ্গাঙ্গিত্বং পরিত্যজ্য<sup>৬</sup> দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥

যে একই পীঠে যন্ত্র ছাড়া এবং আরাধ্য দেবতার অঙ্গাঙ্গিত্ব পরিত্যাগ করে পৃথক্ পূজা ( অথ দেবতার পূজা ) করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে । ৯০

একপীঠে কুলেশানি স্বে স্বে যন্ত্রে<sup>৭</sup> পৃথক্ পৃথক্ ।

যজ্ঞদাবরণোপেতা দেবতাস্তুদ্বিধানতঃ<sup>৮</sup> ॥ ৯১ ॥

কুলেশানী, একই পীঠে আবরণদেবতাসমন্বিত দেবতাদের তাঁদের নিজ নিজ যন্ত্রে যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ পূজা করতে হয় । ৯১

১ ঐ,—ও, এবং র গ, মন্ত্রবৎ ।

২ ঐ, দোষন্ত ।

৩ ঐ, যথা ।

৪ তা বি গ,—ক, মন্ত্রং ।

৫ ঐ,—খ,—ধ্বত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, পূজয়েৎ পরমং ; তা বি গ, সাকৃতিকং ।

৬ তা বি গ,—ও, এবং র গ, অঙ্গহানিমপি ত্যজ্য ।

৭ ঐ,—খ, হন্ত্রে । ৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, যজ্ঞদাবরণোপেতাং তাং দেবীং তৎপ্রিধানতঃ ।

আবাহু দেবতামেকাং পূজয়েদন্যদেবতাম্ ।

উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রীং চক্ৰলমানসঃ ॥ ৯২ ॥

যে চক্ৰলমতি সাধক এক দেবতার আবাহন করে অন্য দেবতার পূজা করে সে উভয় দেবতার দ্বারা অভিষপ্ত হয় । ৯২

ইত্যাদি লক্ষণং জ্ঞাত্বা গুরুতঃ শাস্ত্রতঃ প্রিয়ে<sup>১</sup> ।

বিধিনাভ্যর্চয়েৎ<sup>২</sup> সমাগ্‌দেবতা সুপ্রসাদতি ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ে, গুরুর কাছ থেকে এবং শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত লক্ষণ অবগত হয়ে যথাবিধি সম্যক্ অর্চনা করলে দেবতা সুপ্রসন্ন হন । ৯৩

ষোড়শৈরূপচাবৈস্ত সাক্ষং সাবরণং শিবম্<sup>৩</sup> ।

পূজয়েন্মূলমন্ত্ৰেণ গন্ধপুষ্পাঙ্কতাдиभिः ॥ ৯৪ ॥

মূলমন্ত্ৰ ও গন্ধপুষ্প-অঙ্কতাди দ্বারা ষোড়শোপচারে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতা সহ শিবের ( অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার, এখানে শিব উপলক্ষণমাত্র ) পূজা করতে হবে । ৯৪

মহাষোঢ়াদিতাশেষপরিবারং<sup>৪</sup> শাস্ত্ববি ।

প্রণবাদিনমোহন্তেন তত্তন্মায়্য সমর্চয়েৎ<sup>৫</sup> ॥ ৯৫ ॥

শাস্ত্ববি, মহাষোঢ়াভিযুক্ত অশেষপরিবার-দেবতাদের প্রথমে ওঁ তারপর তত্তৎ নাম এবং শেষে নমঃ বলে অর্চনা করবে । ৯৫

আগমোক্তেন মার্গেণ তর্পয়েদলিবিন্দুभिः

অঙ্কুষ্ঠানামিকাত্যাগ্‌ নখে নিঃসৃতমৃদ্ধিতঃ<sup>৬</sup> ।

স্বপাত্রাম্পন্দনিসান্দ<sup>৭</sup> বিধিবৎ কুলনায়িকে ॥ ৯৬ ॥

ওগো কুলনায়িকা, আগমোক্তবিধানে সুরাবিন্দু দ্বারা তর্পণ করতে হবে । স্নপাত্র ঝাঁকিয়ে তা থেকে সুরাবিন্দু নখে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা উর্ধ্বে নিক্ষেপ করতে হবে । ৯৬

সকৃত্তর্পণং উৎসৃজ্য জপ্ত্বা মূলঞ্চ পাঠকাম্ ।

অন্তঃশক্তিং সমুত্থায়<sup>৮</sup> তর্পয়েদ্বীরদেবতাঃ<sup>৯</sup> ॥ ৯৭ ॥

১ র গ, অর্চয়ে ।

৩ তা বি গ,—খ, সতঃ ।

৫ ঐ, প্রিয়ে ।

৭ ঐ,—ক, গ, ঘ, তর্পয়েদেববিবিন্দুभिः ; র গ, বিন্দুনা ।

৮ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, শনৈর্নিঃশব্দমুদ্রিতং ; ঐ,—খ, নখে নিঃশব্দমুদ্রিতম্ ।

৯ ঐ,—ক, গ, ঘ, অপাত্রাম্পন্দনিসান্দ ; ঐ,—খ, অপাত্রহৃদমণ্ডলে ।

১০ ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ, অন্তঃশক্তিমনুস্মৃত্য ।

১১ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তর্পয়েদেবদেবতা ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্ৰ ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিশায়েনর্চয়েৎ ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, তত্তন্মায়্য সমর্চয়েৎ ।

একবার পূর্বোক্ত প্রকারে তর্পণ এবং মূলমন্ত্র ও পাদ্ধিকামন্ত্র জপ করে  
অস্ত্রঃশক্তিকে উত্তিত করে বীরারাধ্য দেবতাদের পূজা করতে হবে । ১৭

অঙ্কুঠো ভৈরবো দেবো অনামা<sup>১</sup> চণ্ডিকা প্রিয়ে ।

অনামা<sup>২</sup>ঙ্কুঠযোগেন তর্পয়েৎ কুলসন্ততিম্<sup>৩</sup> ॥ ১৮ ॥

প্রিয়ে, অঙ্কুঠ ভৈরব-দেব, অনামিকা চণ্ডিকা । অঙ্কুঠ ও অনামিক দ্বারা  
কুলসন্ততির তর্পণ করতে হবে । ১৮

অঙ্কুঠানামিকাভ্যাঞ্চ বশ্যকর্মনি তর্পয়েৎ ।

তর্জ্যঙ্কুঠযোগেন তর্পয়েদভিচারকে

কনিষ্ঠাঙ্কুঠযোগেন স্তম্ভনে তর্পয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১৯ ॥

প্রিয়ে, বশীকরণকর্মে অঙ্কুঠ ও অনামিকা দ্বারা, অভিচারকর্মে তর্জনী ও  
অঙ্কুঠ দ্বারা এবং স্তম্ভনকর্মে কনিষ্ঠা ও অঙ্কুঠের দ্বারা তর্পণ করতে হবে । ১৯

এবং সন্তপ্য দেবেশি কুলদ্রব্যৈর্যথাবিধি ।

দেবতাপুরতো দেবি গুরুপঙ্তিস্তিষ্ঠ পূজয়েৎ<sup>৪</sup> ।

পঙ্তিঃ<sup>৫</sup>ত্রয়ক্রমেনাথ জ্ঞাত্বা সম্যগনগ্ধীঃ ॥ ১০০ ॥

দেবেশী, এইভাবে যথাবিধি কুলদ্রব্যের দ্বারা তর্পণ করে এবং ত্রিয়ানুষ্ঠান  
সম্যক্ অবগত হয়ে অনগ্ধী সাধক দেবতার সামনে পঙ্তিত্রয়ক্রমে  
গুরুপঙ্তির পূজা করবে । ১০০

করাভ্যাং চিন্মুদ্রাং সমধুন্<sup>৬</sup>কপালঞ্চ দধতীম্

ক্রতস্বর্ণপ্রথ্যামরুণ কুসুমালেপবসনাম্ ।

কৃপাপূর্ণাপাঙ্গীমরুণ নয়নামমবরজটা<sup>৭</sup>-

মূপেতাং সিদ্ধৌষৈর্যজতু<sup>৮</sup> গুরুপঙ্তিিং কৃতমতিঃ<sup>৯</sup> ॥ ১০১ ॥

আলোচ্যমান শ্লোকে গুরুপঙ্তির ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে । করে দর্শিতচিৎ-  
মুদ্রা ও মধুপূর্ণ নৃ-কপাল, দ্রবীভূতস্বর্ণবর্ণা, অরুণকুসুমালেপবসনা, কৃপাপূর্ণ-  
অপাঙ্গদৃষ্টিযুক্তা, অরুণনয়না, অম্বরজটা, সিদ্ধৌষদের দ্বারা উপেতা, গুরু-  
পঙ্তির পূজা করুক কৃতমতি সাধক । ১০১

১ তা বি গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মধ্যমা ।

২ ঐ,-ধৃত পাঠ ; ঐ, মধ্যমা ।

৩ র গ, তন্ত্বে কুলজসন্ততিং ।

৪ তা বি গ,—খ, সমর্চয়েৎ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তর্পয়েৎ ।

৫ ঐ,—ক, খ, শক্তি ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, হস্তাভ্যাং তে নুমুদ্রাং ধনুরপি ।

৭ ঐ,—ক, ঘ, চর্বকচাং ; ঐ,—গ, চর্বকবচাং ।

৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যজত ।

৯ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, ক্রমগতিম্ ।

এবং সম্পূজ্য ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।

আসবং পিশিতোপেতং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।

কদল্যাদি ফলাগ্ণেব তাম্ৰলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ১০২ ॥

এইভাবে পূজা করে ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, মাংসসহ মদ্য, বিবিধ ভক্ষ্যাদ্রব্য, কদলী ইত্যাদি ফল এবং তাম্বুল সমর্পণ করতে হবে । ১০২

ইতি তে কথিতং দেবি কুলাচারস্য লক্ষণম্ ।

কুলদ্রব্যাদি সংস্কারং কিমগ্ৰং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৩ ॥

দেবী, এই তোমাকে কুলাচারের লক্ষণ এবং কুলদ্রব্যাদির সংস্কার সম্বন্ধে বললাম । আর কি শুনতে চাও । ১০৩

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষণে দ্রব্যসংস্কার-বিধানকথনং নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

সপাদলক্ষণোৎসমগ্রিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের ষষ্ঠখণ্ডান্তর্ভুক্ত উদ্ঘাটনায়তন্ত্রে দ্রব্যসংস্কারবিধানকথন নামক ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত । ৬

## সপ্তম উল্লাস

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ বটুকাদীনাং বলিঞ্চ শক্তিলক্ষণম্ ।

তদ্দ্রব্যাসৈবং স্বীকারং বদ মে করুণানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—করুণানিধি হে কুলেশ, বটুকাদির বলি, শক্তিলক্ষণ এবং বলিদ্রব্যের পরিগ্রহের বিষয় আমাকে বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ২ ॥

দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনানাত্র তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হবে । ২

যাবনো বটুকে দদ্যাত্তাবনৈব কুলেশ্বরি ।

তুপ্যন্তি দেবতাঃ সর্বাঃ স্মরণাদ্ যজনাদপি ॥ ৩ ॥

কুলেশ্বরী, যে পর্যন্ত না আমাদের বটুককে বলি প্রদান করা হয় সে পর্যন্ত কি স্মরণ কি পূজা দ্বারা দেবতারার তৃপ্ত হন না । ৩

বটুকাদীন্ যজেত্তস্মাদ্ গন্ধপুষ্পাসবামিষৈঃ ।

তত্ত্বগ্নস্ত্রবিধানেন দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

সেই জন্ম গন্ধ-পুষ্প-আসব এবং আমিষ দ্রব্যের দ্বারা যথানির্দিষ্ট মন্ত্র-বিধানানুসারে বটুকাদির পূজা করতে হবে ।

যংকিঞ্চিদ্দ্রব্যসংঘাতং পূজার্থং ভোগহেতুনা ।

আনাতং দীয়তে ভক্ত্যা ক্ষেত্রপেভ্যঃ কুলেশ্বরি ॥ ৫ ॥

কুলেশ্বরী, পূজার্থ ভোগের জন্ম দ্রব্যসম্ভার যা কিছু আনীত হয় তা ভক্তি-সহকারে ক্ষেত্রপালদের প্রদান করতে হবে । ৫

বটুকমন্ত্রান্ বক্ষ্যামি শৃণু কুলনাথিকে ।

যৈঃ সমর্চিতমাত্রেণ সর্বৈ নশস্ত্যপদ্রবাঃ ॥ ৬ ॥

ওগো কুলনাথিকা, বটুকমন্ত্র সব বলছি, শোন । এই সব মন্ত্রের দ্বারা অর্চনা করামাত্র সমস্ত উপদ্রব দূর হয় । ৬

১ তা বি গ,—গ, ঘ, শক্তিলক্ষণা ।

২ ঐ, তত্ত্বজ্ঞানম্ ।

৩ তা বি গ,—খ, স্মরণমাত্রেণ ।

৪ ঐ,—ক, ক্ষতামিষৈঃ ।

ঐ,—ঙ, এবং র গ, ক্ষেত্রেভ্যঃ ।

তারত্রয়ং ততো দেবীপুত্রৈতি বটুকৈতি চ ।

নাথৈতি<sup>১</sup> কপিলজটাবারভাস্বরং পিঙ্গল ॥ ৭ ॥

ত্রিনেত্রৈতি পদং পশ্চাজ্জালামুখপদং ততঃ ।

ইমাং পূজাং বলিং গৃহুধ্বং পাবকবল্লভা ।

উক্তো বটুকমন্ত্রোহয়ং ( দ্বি ) চত্বারিংশতিরক্ষরৈঃ<sup>২</sup> ॥ ৮ ॥

আলোচ্য শ্লোকটিতে বিধৃত মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা বেয়াল্লিশ । রসিকমোহন-  
গৃহীত পাঠ ‘চত্বারিংশতিরক্ষরৈঃ’ বা তারানাথ বিদ্যারত্নগৃহীত পাঠ ‘চতুশ্চত্বারিংশ-  
দক্ষরৈঃ’ কোনোটাই খাপ খাচ্ছে না ।

হ্রী<sup>৩</sup> তারপর দেবীপুত্র বটুক নাথ কপিলজটাবারভাস্বর পিঙ্গলত্রিনেত্রপদ  
যোগ করে জ্বালামুখ-পদ যোগ করতে হবে । তারপর এই পূজা বলি গ্রহণ  
কর গ্রহণ কর, স্বাহা বলতে হবে । চল্লিশ ( বেয়াল্লিশ ) অক্ষরে এই বটুকমন্ত্র  
কথিত হল । [ মন্ত্র—হ্রী<sup>৪</sup> দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাবারভাস্বর পিঙ্গল-  
ত্রিনেত্র জ্বালামুখ ইমাং পূজাং বলিং গৃহু গৃহু স্বাহা । ] ৭-৮

বলিনানেন সন্তুষ্টো বটুকঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ।

শান্তিং করোতু মে নিত্যং ভূতবেতালসেবিতঃ ॥ ৯ ॥

এই বলি দ্বারা সন্তুষ্ট ভূতবেতালসেবিত বটুক আমার সর্বসিদ্ধি প্রদান  
করুন, নিত্য আমার শান্তি বিধান করুন । ৯

তারত্রয়ং ততঃ সর্বযোগিনীভ্যঃ পদং বদেৎ ।

তৎপশ্চাৎ সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতামিবাতি<sup>৫</sup> চ ॥ ১০ ॥

পদং তাভ্যো<sup>৬</sup> ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ পদং বদেৎ ।

ত্রৈলোক্যৈতি পদং<sup>৭</sup> চৈব বাসিনীভ্য ইমাং বদেৎ ॥ ১১ ॥

পূজাং বলিং গৃহুগুণ্যং স্বাহান্তো যোগিনীমনুঃ ।

কথিতোইয়ং মহেশানি মন্ত্রঃ<sup>৮</sup> পঞ্চাদশাক্ষরঃ<sup>৯</sup>

(পঞ্চাশদক্ষরঃ) ॥ ১২ ॥

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে বিধৃত মন্ত্রের অক্ষর সংখ্যা পঞ্চাশ । কাজেই  
‘পঞ্চাদশাক্ষরঃ’ ভুল পাঠ । অনুমান হয়, এখানে লিপিকরপ্রমাদ বা মুদ্রাকর-  
প্রমাদ ঘটেছে । পঞ্চাশদক্ষরঃ লিখতে গিয়ে পঞ্চাদশাক্ষর লিখে বসেছেন ।

১ র গ, নাথশ্চ ।

৩ ঐ, -ধৃত পাঠ ; তা বি গ, চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরৈঃ ।

৫ তা বি গ, —ও, এবং র গ, ততো ।

৭ তা বি গ, —ক, এক ।

২ ঐ, ভাস্বর ।

৪ র গ, সর্বভূতামিবাতি চ ।

৬ ঐ, ত্রৈলোক্যবিপদং ।

৮ র গ, পঞ্চাদশাক্ষরঃ ।

হ্রীং তারপর সর্বযোগিনীভ্যঃ পদ বলতে হবে। তারপর সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতাধিবর্তিতাভ্যঃ ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ ত্রৈলোক্যবাসিনীভ্যঃ এই সব পদের পর এই পূজা বলি গুরু গুরু অর্থাৎ গ্রহণ কর, গ্রহণ কর স্বাহা বলতে হবে। এটি যোগিনী মন্ত্র। মহেশানী, পঞ্চাশ অক্ষরের এই মন্ত্রটি বলা হল। [মন্ত্র—  
হ্রীং সর্বযোগিনীভ্যঃ সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতাধিবর্তিতাভ্যঃ ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ  
ত্রৈলোক্যবাসিনীভ্যঃ নমঃ। ইমাং পূজাং বলিং গুরু গুরু স্বাহা।] ১০-১২

১ যা কাচিদ্ যোগিনী রৌদ্রা সৌম্যা ঘোরতরা পরা<sup>১</sup>।

খেচরী ভূচরী বোমচরী প্রীতাস্তু মে সদা ॥ ১৩ ॥

রৌদ্রা সৌম্যা ঘোরতরা পরা খেচরী ভূচরী বোমচরী যে-যোগিনীই হোন না কেন আমার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকুন। ১৩

তারত্রয়ং বদেৎ সর্বভূতেভ্যঃ সর্ব এব হি।

পশ্চাদ্ ভূতপতিভ্যো হৃদযুক্তঃ<sup>২</sup> সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ১৪ ॥

হ্রীং তারপর সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতপতিভ্যঃ নমঃ বলতে হবে। এটি সপ্ত-  
দশাক্ষর মন্ত্র। [মন্ত্র—হ্রীং সর্বভূতেভ্যঃ সর্বএবভূতপতিভ্যঃ নমঃ।] ১৪

ভূতা যে বিবিধাকারা দিব্যা<sup>৩</sup> ভৌমান্তরিক্কাঃ।

পাতালসংস্থা যে কেচিচ্ছিবে যে চ ন<sup>৪</sup> ভাবিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ঋবাদ্যাঃ<sup>৫</sup> সত্যসঙ্কাস্চ ইন্দ্রাদ্যাঃ স্বর্ব্যবস্থিতাঃ<sup>৬</sup>।

তুপ্যস্ত প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ত্বিমং বলিম্ ॥ ১৬ ॥

ওগো শিবা, নানা আকারের প্রাণী—দিব্য, ভৌম, অন্তরিক্কাগামী, যারা পাতালস্থ, যাদের কথা ভাবা হয় নি, ঋবাদি সত্যসঙ্কগণ, ইন্দ্রাদি স্বর্গাধিষ্ঠিতগণ সন্তুষ্ট মনে এই বলি গ্রহণ করুন এবং তৃপ্ত হোন। ১৫-১৬

তারত্রয়ং বদেহি<sup>৭</sup> যুগ্মং দেবীপদং বদেৎ।

পুত্রায় বটুকনাথায় পশ্চাচ্ছিহ্মহারিণে।

সর্ববিঘ্নান্ পদং পশ্চাৎ নাশয়দ্বিতয়ং তথা ॥ ১৭ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সৌম্যতরা যদি।

২ ঐ, হ্রী কট্। তা বি গ,—খ, হ্রী স্বাহোক্তঃ।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, দিব্য।

৪ ঐ,—ঙ,—ভূত পার্থ; র গ, ছিব যে চ ন; তা বি গ, কেচিচ্ছিবযোগেন।

৫ তা বি গ,—ঙ,—এবং র গ, ঋবাদ্যাঃ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভূত্যাঃ শত্ৰুপ বৃংহিতাঃ।

৭ ঐ, ততো দেবি।

গৃহ্মগুং রুরূপদং ক্ষেত্রপালপদং ততঃ ।  
 সর্বোপচারসহিতামিমাং পূজাং বলিং বদেৎ ।  
 গৃহ্ম গৃহ্ম দ্বিঠান্তোহয়ং ক্ষেত্রপালমনুঃ প্রিয়ে<sup>১</sup> ॥ ১৮ ॥  
 চতুঃষষ্ঠ্যক্ষরৈঃ প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ।  
 যোহস্মিন্ ক্ষেত্রে নিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিঙ্করঃ ।  
 প্রীতোহয়ং বলিদানেন সর্বরক্ষাং করোতু মে ॥ ১৯ ॥

হ্রী<sup>১</sup> তারপরে দুবার এহি-পদ, দেবীপুত্ৰায় বটুকনাথায় বলে উচ্ছিষ্টহারিণে পদটি বলতে হবে। এরপর সর্ববিঘ্নান্ পদটি বলে দুবার নাশায় বলতে হবে। এরপর গৃহ্ম পদটি দুবার বলে রুরূক্ষেত্রপাল সর্বোপচারসহিতাং ইমাং পূজাং বলিং তারপর দুবার গৃহ্ম পদ এবং শেষে স্বাহা বলতে হবে। প্রিয়ে, এটি ক্ষেত্রপাল মন্ত্র। চৌষটি অক্ষরের এই মন্ত্রকে সর্বসিদ্ধিপ্রদ বলা হয়। যিনি এই ক্ষেত্রে বাসকারী এবং ক্ষেত্রপালের কিঙ্কর তিনি বলিদানে প্রীত হয়ে আমার সর্বরক্ষা করুন। [ক্ষেত্রপালমন্ত্র—হ্রী<sup>১</sup> এহি এহি দেবীপুত্ৰায় বটুকনাথায় উচ্ছিষ্টহারিণে নমঃ। সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় গৃহ্ম গৃহ্ম রুরূক্ষেত্রপাল সর্বোপচারসহিতামিমাং পূজাং বলিং গৃহ্ম গৃহ্ম স্বাহা] ১৭-১৯

তারত্রয়ং বদেতারং ত্রীপ্রাসাদপরামনুঃ ।  
 হ্রা<sup>২</sup> হ্রী<sup>৩</sup> হ্রুক্ষ যুগক্ষাদৌ ভৈরবাধিষ্ঠিতায় চ ॥ ২০ ॥  
 অক্ষোভ্যানন্দতঃ<sup>৪</sup> পশ্চাদ্ভুদয়াভীষদঃ<sup>৫</sup> পরম ।  
 সিদ্ধার্থপদমাভাষ্য পশ্চাদবতরদ্বয়ম্ ॥ ২১ ॥  
 ক্ষেত্রপালপদং<sup>৬</sup> মহাশান্তং<sup>৭</sup> পদং ততঃ ।  
 মাতৃপুত্রপদং পশ্চাৎ কুলপুত্রপদং তথা ॥ ২২ ॥  
 সিদ্ধিপুত্রপদং চাস্মিন্ স্থানাধিপপদং ততঃ ।  
 গ্রামাধিপত্যয়েহস্মিন্ স্যাদ্দেশাধিপত্যয়ে ততঃ<sup>৮</sup> ॥ ২৩ ॥  
 বদেদ্রটুকনাথেতি দেবীপুত্রপদং ততঃ ।  
 মেঘনাদপদং পশ্চাৎ প্রচণ্ডোগ্রপদং বদেৎ ॥ ২৪ ॥  
 কপালীতিপদং পশ্চাত্ত্রীষণেতি পদং বদেৎ ।  
 স্যাৎ সর্ববিঘ্নাধিপত্যয়ে ইমাং পূজাং বলিং বদেৎ ॥ ২৫ ॥

১ এ, ভৈরবাধিষ্ঠিতায় চ ।

২ তা বি গ,—ক, অক্ষোভ্যান্তং ততঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, অক্ষোভ্যবন্দিতঃ ।

৩ ঐ, ধিষ্ঠিতং ।

৪ ঐ, স্বয়ং ।

৫ ঐ, ক্ষেত্র ।

৬ ঐ, অস্মিন্ গ্রামাধিপত্যয়েহস্মিন্ দেশাধিপত্যয়ে ততঃ ।



গৃহ্ গৃহ্ কুরুদ্বন্দ্বং মম দূরয়যুগকম্ ।

জলযুক্তপ্রজলযুগং<sup>১</sup> সর্ববিঘ্নানিতীরয়েৎ ॥ ২৬ ॥

নাশয়দ্বিতয়ং ক্ষাং ক্ষীং তৎপশ্চাৎ ক্ষমিতীরয়েৎ<sup>২</sup> ।

ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ হ্রদ্ব<sup>৩</sup> ষষ্ঠ্যন্তর<sup>৩</sup>শতাক্ষরঃ ॥ ২৭ ॥

তারং=ওঁ । স্ত্রীপ্রাসাদপরামনুঃ=হৌ<sup>৩</sup> । যুগং=ফট্ ।

ক্ষেত্রপাল—পঞ্চাশ বর্গে অধিষ্ঠিত ৫০ জন ক্ষেত্রপাল । যথা,—অজর, আপকুম্ভ, ইড়াহর, ঈল্লমূর্তি, উল্লাস্য, উল্লাদ, ঋপুসূদন, ঋমুক্ত, ঞপ্তকায়, ঞপাদ, একদংষ্ট্রক, ঐরাবত, ওঘাস্থ, ওষধীশ, অম্ববাহক, অন্তক বা অর্থবাহ, কমল, খরানন, গোমুখ, ঘণ্টাল, ঙগম, চন্দ্রধারক, ছটাটোপ, জটাল, বজ্রার, ঞমটেশ্বর, টঙ্কপানি, ঠাণ্ডবন্ধ, ডামর, ঢেচকর্ণ, ণবীকান্ত তত্ত্বীজিহ্ব, থাবির, দস্তুর, ধনদ, নাগকর্ণ, প্রচণ্ডক, ফেৎকার, বীরসিদ্ধি, ভ্রুকুটি, মেঘভাসুর, যুগান্ত, রৌরব, লম্বোষ্ঠ, বসন্তক, শুকমুণ্ড, ষড়লাস্য, সুমন, হুনক এবং ক্ষপান্ত । এছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্রপাল আছেন । দ্রঃ পুরশ্চর্যার্নব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫-৭৬ ।

হ্রী<sup>৩</sup> বলে ওঁ হৌ<sup>৩</sup> হ্রা<sup>৩</sup> হ্রী<sup>৩</sup> হ্রদ্ব<sup>৩</sup> ফট্ যোগ করে ভৈরবাধিষ্ঠিতায় অক্ষোভ্যানন্দ হৃদয়াভীষ্টদ-পদ বলে সিদ্ধার্থ-পদ বলতে হবে । তারপর হ্রবার অবতর বলতে হবে । এরপর ক্ষেত্রপাল মহাশান্ত মাতৃপুত্র কুলপুত্র সিদ্ধিপুত্র স্থানাধিপ গ্রামাধিপতয়ে দেশাধিপতয়ে বলে বটুকনাথ দেবীপুত্র মেঘনাদ প্রচণ্ডোগ্র-পদ বলতে হবে । তারপর কপালি ভীষণ সর্ববিঘ্নাধিপতয়ে বলতে হবে । এর পর এই পূজা বলি গৃহ্ গৃহ্ কুরু কুরু মম দূরয় দূরয় জল জল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ববিঘ্নান্ বলতে হবে । তারপর নাশয় ক্ষা<sup>৩</sup> ক্ষী<sup>৩</sup> ক্ষ<sup>৩</sup> ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ হ্রদ্ব<sup>৩</sup> বলতে হবে । ১৬০ অক্ষরের এই মন্ত্র । [ মন্ত্র—হ্রী<sup>৩</sup> ওঁ হৌ<sup>৩</sup> হ্রা<sup>৩</sup> হ্রী<sup>৩</sup> হ্রদ্ব<sup>৩</sup> ফট্ ভৈরবাধিষ্ঠিতায় অক্ষোভ্যানন্দ হৃদয়াভীষ্টদ সিদ্ধার্থ অবতর অবতর ক্ষেত্রপাল মহাশান্ত মাতৃপুত্র কুলপুত্র সিদ্ধিপুত্র স্থানাধিপ গ্রামাধিপতয়ে দেশাধিপতয়ে নমঃ বটুকনাথ দেবীপুত্র মেঘনাদ প্রচণ্ডোগ্র কপালি ভীষণ সর্ববিঘ্নাধিপতয়ে নমঃ ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্ গৃহ্ কুরু কুরু মম দূরয় দূরয় জল

১ ঐ, জলযুগ্মং প্রজলযুগ্মং ।

২ তা বি গ,—গ, ষ, ধ্রুত পাঠ ; তা বি গ, ক্ষাং ক্ষং পশ্চাদ্ বুদ্ধিমিতীরয়েৎ ;

তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষেং ক্ষোং ক্ষন্ততঃ পরম্ ।

৩ ঐ, ষড়্ভুত্তর ।

জল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্বাবিদ্যান্ নাশয় নাশয় ক্ষা<sup>১</sup> ক্ষী<sup>২</sup> ক্ষ<sup>৩</sup> ক্ষেত্রপালায়  
বৌষট্ হ্র<sup>৪</sup> । ] ২০-২৭

তারত্রয়ং বদেৎ পাশ্চাদমুক ক্ষেত্রপাল চ ।

রাজরাজেশ্বর ইমাং পূজাং বলিমতঃ পরম্ ।

গৃহ্যুগ্মং দ্বিষ্টান্তোহয়মফ্টাবিংশাক্ষরো মনুঃ ॥ ২৮ ॥

অফ্টাবিংশাক্ষরো মনুঃ—অফ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র । এখানে উদ্ধৃত মন্ত্রটি ২৬ অক্ষরের । অমুক অর্থ যথানাম । অর্থাৎ অমুকস্থলে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রপালের নাম করতে হবে । নামটি যদি চার অক্ষরের হয় তাহলে মন্ত্রটি ২৮ অক্ষরের হবে । যেমন আপকুন্তক্ষেত্রপাল রাজরাজেশ্বর ইত্যাদি ক্রমে মন্ত্রটি ২৮ অক্ষরের হবে । আবার ক্ষেত্রপালের নাম যদি পাঁচ অক্ষরের হয়, যেমন মেঘভাসুর, তা হলে হবে ২৯ অক্ষরের ।

ত্রী<sup>১</sup> বলতে হবে । তারপর অমুকক্ষেত্রপাল রাজরাজেশ্বর এই পূজা বলি গৃহ্ গৃহ্ (গ্রহণ কর গ্রহণ কর) স্বাহা বলতে হবে । এটি অফ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র । [মন্ত্র—ত্রী<sup>২</sup> অমুকক্ষেত্রপাল রাজরাজেশ্বর ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্ গৃহ্ স্বাহা ।] ২৮

অনেন বলিদানেন বটুবর্গ<sup>৩</sup> সমন্বিতঃ ।

রাজরাজেশ্বরো দেবো মে প্রসীদতু সর্বদা ॥ ২৯ ॥

এই বলিদানের দ্বারা বটুবর্গসমন্বিত রাজরাজেশ্বর দেব আমার প্রতি সর্বদা প্রসন্ন হোন্ । ২৯

পশ্চিমে বটুকং দেবম্মুতরে যোগিনীবলিঃ ।

পূর্বে ভূতবলিং দদ্যৎ ক্ষেত্রপালঞ্চ দক্ষিণে ।

রাজরাজেশ্বরং মধ্যে পূজয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৩০ ॥

পশ্চিমে বটুকদেববলি, উত্তরে যোগিনীবলি, পূর্বে ভূতবলি এবং দক্ষিণে ক্ষেত্রপালবলি দিতে হবে । এগো কুলনায়িকা, মধ্যস্থলে রাজরাজেশ্বরের পূজা করতে হবে । ৩০

অঙ্কুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বটুকস্য বলিঃ স্মৃতঃ ।

তর্জনীমধ্যমানামিকাঙ্কুঠৈ<sup>৩</sup> যোগিনীবলিঃ ॥ ৩১ ॥

অঙ্কুলীভি<sup>৪</sup> চ সর্বাভিরুক্তো ভূতবলিঃ প্রিয়ে ।

অঙ্কুঠতর্জনীভ্যাঞ্চ ক্ষেত্রপালবলির্ভবেৎ<sup>৪</sup> ।

অঙ্কুঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ রাজরাজেশ্বরস্য চ ॥ ৩২ ॥

১ তা বি গ,—ক-দ্রুত পাঠঃ; ঐ,—ঙ, বটুবট্; তা বি গ, বটুবট্; র গ, বটুবট্ ।

২ তা বি গ,—খ, দেয়ঃ । ৩ ঐ,—খ, ব, গ, তর্জনীমধ্যমাঙ্কুঠযোগেন ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বলিং হরেৎ ।

অঙ্কুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা বটুকাবলি এবং তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা যোগিনীবলি অর্পণ করতে হয়। প্রিয়ে, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা ভূতবলি, অঙ্কুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ক্ষেত্রপাল বলি এবং অঙ্কুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা রাজরাজেশ্বরের বলি অর্পণ করতে হয়। ৩১-৩২

বটুকাদীন সমঠোবং কুলদীপান্ প্রদর্শয়েৎ<sup>১</sup>।

ঈষৎ পললপিষ্টেন কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলান্নিতান্<sup>২</sup> ॥ ৩৩ ॥

দীপান্ ডমরুকাকাটান্ ত্রিকোণানতিশোভনান্<sup>৩</sup>।

কর্যাজ্যগ্রাহিণঃ কুর্য্যান্নব সপ্তাথ পঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥

অন্তস্তেজো বহিস্তেজ একীকৃত্যামিতপ্রভান্।

ত্রিধা দেব্যুপরি ভ্রাম্য কুলদীপান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে বটুকাদির অর্চনা করে কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করতে হবে। পলিমাটি খানিকটা ছেনে নিয়ে চার আঙুল পরিমাণ অতিসুন্দর ডমরুর আকারের (শিরোদেশ) ত্রিকোণ প্রদীপ তৈরী করবে। (উক্ত শিরোদেশে) দু'তোলা ঘি ধরতে পারে এ রকম ন'টি সাতটি বা পাঁচটি প্রদীপ তৈরী করতে হবে। অন্তরে ও বাহিরে তেজসম্পন্ন সাধক অমিত প্রভাসমূহ একীকৃত্য করে দেবীর উপরে তিনবার ঘুরিয়ে কুলপ্রদীপ নিবেদন করবে। ৩৩-৩৫

সমস্তচক্রচক্রেণি দেবেশি সকলায়িকৈ<sup>৪</sup>।

আরত্রিকমিদং দেবি গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে।

কুলদীপান্ প্রদর্শ্যথ শক্তিপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

সমস্তচক্রের চক্রেস্বরী সকলায়িকা দেবেশী, আমার সিদ্ধিলাভের জন্য এই আরত্রিক গ্রহণ কর। কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করার পর শক্তিপূজা করতে হবে। [মন্ত্র—সমস্তচক্রচক্রেণি দেবেশি সকলায়িকৈ মম সিদ্ধয়ে ইদমারত্রিকং গৃহাণ দেবি।] ৩৬

এই মন্ত্রে আরত্রিক সমর্পণ করতে হয়।

১ ঐ, সমর্চয়েৎ।

২ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—বৃত পাঠ; তা বি গ,—ঈষৎপললপিষ্টেন কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলান্নিতান্;

ঐ,—খ, ঈষৎপললপিষ্টেন কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলান্নিতান্।

৩ তা বি গ,—উ, শোভিতান্; র গ, ডমরুকাকাটান্ (১) ত্রিকোণানতিশোভিতান্।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, সকলায়িকৈ; ঐ,—উ, এবং র গ, সমস্তচক্রচক্রেণি যুতে দেবি

স্বশক্তিং বীরশক্তিং বা দীক্ষিতাং গুরুমার্গতঃ<sup>১</sup> ।

পায়য়িত্বা পিবেন্মদ্যমিতি<sup>২</sup> শাস্ত্রম্ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বশক্তি—তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রাহ্ম এবং শৈব এই দুইরকমের বিবাহ বিহিত । হিন্দু সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত যে-বিবাহ প্রচলিত তাই তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মবিবাহ । “ব্রাহ্মবিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় স্বশক্তি বা অপরশক্তি আর শৈববিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় পরশক্তি ।” দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং., পৃঃ ৬১১-৬১২ ।

বীরশক্তি—বীরাচারী সাধকের শক্তি অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনী ।

স্বশক্তি, বীরশক্তি, কিংবা গুরুনির্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি অনুসারে দীক্ষিতা শক্তিকে মদ্য পান করিয়ে সাধক নিজে পান করবে—এই শাস্ত্রের বিধান । ৩৭

অদীক্ষিতাং স্ত্রিয়ং কুর্যাৎ সদ্যঃ সংস্কারমম্বিকৈ<sup>৩</sup> ।

মন্ত্রদীক্ষাবিধানেন<sup>৪</sup> শুদ্ধা<sup>৫</sup> ভবতি নাগৃথা ॥ ৩৮ ॥

অম্বিকা, মন্ত্রদীক্ষাবিধান অনুসারে অদীক্ষিতা নারীর সদ্যঃ সংস্কার অর্থাৎ দীক্ষা বিধান করলে সে শুদ্ধ হবে, অগৃথা নয় । ৩৮

তস্ম্যাং সুলক্ষণাং<sup>৬</sup> শক্তিং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ।

অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা ভোগপাত্রং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

সুলক্ষণা শক্তি—সুলক্ষণা শক্তির বিবরণ ৪৬-৪৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে দেওয়া হয়েছে ।

ভোগপাত্র—‘ইচ্ছদেবতার পূজার সময়ে মদ্যপূর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিতে হয় । এই সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে । তাহার মধ্যে একটি পাত্রের নাম ভোগপাত্র । ভোগপাত্র শক্তিকে প্রদান করিতে হয় এবং সেই পাত্রের মদ্য শক্তির পান করিতে হয় ।’—দ্রঃ কোলমার্গরহস্য । পৃঃ ২২৬, পাদটীকা ।

অতএব, সুলক্ষণা শক্তিকে দেবতাবুদ্ধিতে গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করে ভোগপাত্র নিবেদন করতে হবে । ৩৯

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, গুরুমগ্রণীং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, দীক্ষিতাং বিশেষতঃ ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্ঠ ; তা বি গ, চরেৎ পানমিতি ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ; অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা মদ্যসংস্কারমম্বিকৈ ।

৪ ঐ,—গ, ঘ, বিধানজ্ঞঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিশানৈশ্চ ।

৫ ঐ,—ক, দীক্ষা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সিদ্ধো ।

৬ ঐ,—খ, সুলক্ষণাং ।

তদন্তে কণ্ঠকাশ্চাপি প্রমদাশ্চ মনোরমাঃ<sup>১</sup> ।

সম্পূজ্য দেবতাবুদ্ধ্যা দদ্যাৎ পাত্রং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪০ ॥

তারপর দেবতাবুদ্ধিতে কণ্ঠাদের এবং মনোরমা প্রমদাদের পূজা করে তাদের পৃথক্ পৃথক্ পাত্র নিবেদন করতে হবে । ৪০

অনিবেদ্য তু যঃ শক্তো<sup>২</sup> কুলদ্রব্যং নিষেবতে ।

পূজিতং নিষ্ফলং তস্মৈ দেবতা ন প্রসীদতি । ৪১

যে শক্তিকে নিবেদন না করে কুলদ্রব্য সেবন করে তার পূজা নিষ্ফল হয় ; দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন হন না । ৪১

চণ্ডালী চর্মকারী<sup>৩</sup> চ মাগধী<sup>৪</sup> পুরুসী তথা ।

স্বপচী খটকী<sup>৫</sup> চৈব কৈবর্তী<sup>৬</sup> বিশ্বযোষিতঃ<sup>৭</sup> ॥ ৪২ ॥

কুলাষ্টকমিদং প্রোক্তমকুলাষ্টকমুচ্যতে<sup>৮</sup> ।

কন্দুকী<sup>৯</sup> শৌণ্ডিকী<sup>১০</sup> চৈব শস্ত্রজীবী<sup>১১</sup> চ রজ্জুকী<sup>১২</sup> ॥ ৪৩ ॥

গায়কী রজনী<sup>১৩</sup> শিল্পী কোলিকী<sup>১৪</sup> চ তথার্থমী ।

তন্ত্রমন্ত্রসমায়ুক্তা সময়াচারপালিকা ॥ ৪৪ ॥

কুমারী চ ব্রতস্থা যোগমুদ্রাধরাপি<sup>১৫</sup> বা ।

পূজাকালে স্ততঃ প্রাপ্তা<sup>১৬</sup> সা জ্ঞেয়া সহজা বদুধৈঃ ॥ ৪৫ ॥

চণ্ডালী ইত্যাদি সাংকেতিক শব্দ । সম্প্রদায়সম্মত-সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই সংকেত অবগত ; বাইরের লোক তা জানতে পারে না । তন্ত্রশাস্ত্রে কোন কোন সঙ্কেতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । যেমন নিরুত্তর তন্ত্রে আছে—“পূজা-দ্রব্য দর্শন করে যে-কুলজাশক্তি পশুভর্তাকে ত্যাগ করেন ও বীর সাধককে আশ্রয় করেন তাঁকে কর্মচাণ্ডালিনী বা স্বপচী বলা হয় । পূজাদ্রব্য দেখে যে-শক্তি রজঃ-অবস্থা প্রকাশ করেন সর্ববর্ণোদ্ভবা সেই শক্তি রজুকী ।” দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৬৬ ।

১ তা বি গ,—গুত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, মনোহরাঃ । ২ র গ, শক্তো ।

৩ ঐ,—খ, গ, ঘ, কর্মকারী ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কর্মচারী ।

৪ ঐ,—খ, ও এবং র, গ মাতঙ্গী ।

৫ ঐ,—ক, খটিকা ; ঐ,—খ, কটকী । ৬ ঐ,—গ, ঘ, বৈশ্বযোষিতঃ ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, প্রোক্তং স্বকুলাষ্টকমুচ্যতে ।

৮ ঐ, কোঙ্কিকী । ৯ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, রজুকী ।

১০ ঐ,—খ, কোঁরাকী ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কেশরী । ১১ ঐ,—গ, ঘ, পরা ।

১২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কালেশ্ব ত্তাঃ প্রোক্তাঃ ।

চণ্ডালী, চর্মকারী, মাগধী, পুন্ডরী, স্বপচী, খটুকী, কৈবর্তী, বিশ্বযোষিৎ—  
এই আট কুলশক্তি। এবার আট অকুলশক্তির কথা বলা হচ্ছে। যথা কন্দুকী,  
শৌণ্ডিকী, শঙ্কজীৱী, রঞ্জকী, গায়কী, রজকী, শিল্পী এবং অষ্টমী কৌলিকী।

তন্ত্রমন্ত্রসমায়ুক্তা সময়াচার-অনুসরণকারিণী কুমারী ব্রতধারিণী কিংবা  
যোগলক্ষণযুক্তা একপ যে-শক্তি পূজাকালে স্রতঃ প্রাপ্তা অর্থাৎ সাধকের কোন  
চেফ্টা ছাড়াই যাঁকে পাওয়া যায় জ্ঞানী ব্যক্তির তঁাকেই সহজা বলে জ্ঞানেন।  
৪২-৪৫

উক্তজাতঙ্গনাভাবে চাতুর্বর্ণ্যাঙ্গনাং<sup>১</sup> যজ্ঞেৎ।

সুরূপা তরুণী শান্তা<sup>২</sup> কুলাচারযুতা<sup>৩</sup> শুচিঃ ॥ ৪৬ ॥

শঙ্কাহীনা ভক্তিমুক্তা গৃঢ়শাস্ত্রোপযোগিনী<sup>৪</sup>।

অলোলুপা<sup>৫</sup> সুশীলা চ স্মিতাত্মা প্রিয়বাদিনী ॥ ৪৭ ॥

গুরুদেবতসম্বৃত্তা<sup>৬</sup> সুচিত্তা কৌলিকপ্রিয়া।

বিমৎসরা বিশেষজ্ঞা দেবতারাস্থনোৎসুকা<sup>৭</sup>।

মনোহরা সদাচারী শক্তিরেখা<sup>৮</sup> সুলক্ষণা ॥ ৪৮ ॥

উক্ত জাতীয়া অঙ্গনার অভাবে চতুর্বর্ণের অঙ্গনার পূজা করতে হবে।  
সুরূপা তরুণী শান্তা কুলাচারযুক্তা শুচি শঙ্কাহীনা ভক্তিমুক্তা গৃঢ়শাস্ত্রোপ-  
যোগিনী অলোলুপা সুশীলা স্মিতমুখী প্রিয়বাদিনী গুরু-দেবতা-সাধুর প্রতি  
ভক্তিমতী সুচিত্তা কৌলিকপ্রিয়া ঈর্ষাহীনা বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন দেবতার  
আরাধনায় উৎসুকা মনোহরা সদাচারপরায়ণা এরকম শক্তি সুলক্ষণা। ৪৬-৪৮

দুষ্কোগ্রা<sup>৯</sup> কর্কশা ক্রুরা<sup>১০</sup> কুৎসিতা কুলদৃষিতা<sup>১১</sup>।

দুরাচারী পরাধীনা ভীতা লুকা<sup>১২</sup> তুরানসা<sup>১৩</sup> ॥ ৪৯ ॥

১ তা বি গ,—ক, চোক্তব্রত গতাং ; ঐ,—গ, গ, ঘ, চাতুর্বর্ণ্যগতম।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কান্তা। ৩ ঐ, স্বকুলঃস্থাদিতা।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—প্ত পার্থ ; তা বি গ, গৃঢ় শাস্ত্রোপজীবিনী।

৫ ঐ,—ক, অনুত্তমা। ৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—প্ত পার্থ ; তা বি গ, গুরুদেবতসম্বৃত্তা।

৭ র গ, দেবতাসাধনোৎসুকা।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শক্তিরেকা। ৯ ঐ,—গ, ঘ, পুষ্কাস্ত্রী।

১০ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, স্তব্ধা। ১১ র গ,—প্ত পার্থ ; তা বি গ, দুঃখিতা  
কুলদৃষণী ; ঐ,—ঙ, দুঃখিতা কুলদৃষিতা। ১২ ঐ,—খ, বুদ্ধা।

১৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরাধীনা ভাবহীনা দুরাচারীতুরানসা।

নিদ্রাসক্তাতিহর্ষেধা<sup>১</sup> হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা ।

দুৰ্গন্ধা দুঃখিতা<sup>২</sup> মূঢ়া বৃদ্ধোন্মত্তা রহস্যভিৎ<sup>৩</sup> ॥ ৫০ ॥

কুতৰ্কা কুংসিতালাপা নির্লজ্জা কলহপ্রিয়া ।

বিরূপোন্মার্গগা স্তব্ধা<sup>৪</sup> পঙ্ক দ্ববিকৃতাননা ।

ঈদৃশী<sup>৫</sup> মন্ত্ৰযুক্তাঞ্চ শক্তিং যাগে<sup>৬</sup> বিবৰ্জয়েৎ ॥ ৫১ ॥

দৃষ্টা উগ্রা কৰ্কশস্বভাবা ক্রুরা কুংসিতা কুলদূষিতা দুৰাচারা পরাধীনা ভীতা লুকা আতুরা আলম্বপরায়ণা নিদ্রাসক্তা অতিহর্ষেধা হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা দুৰ্গন্ধা দুঃখিতা মূঢ়া বৃদ্ধা উন্মত্তা রহস্যপ্রকাশকারিণী কুতর্কিকা কুংসিং-আলাপ-কারিণী নির্লজ্জা কলহপ্রিয়া বিকৃতাকারা উন্মার্গগামিনী স্তব্ধা পঙ্ক অন্ধ বিকৃতাননা—এইরূপ শক্তি দীক্ষিতা হলেও তাকে পূজায় বর্জন করতে হবে । ৪৯-৫১

ততোহর্চনাদিকং সর্বং মন্ত্ৰোদক<sup>৭</sup>পূরঃসরম্ ।

ইতঃ পূর্বাди<sup>৮</sup> মনুনা মন্ত্ৰী দেব্যা সমর্পয়েৎ<sup>৯</sup> ॥ ৫২ ॥

তারপরে সাধক ইতঃপূর্বাदि মন্ত্ৰের দ্বারা মন্ত্ৰ-উদক-পূরঃসর অর্চনাদি সব দেবীকে সমর্পণ করবে । ৫২

তারত্রয়মিতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধী ততঃ পরম্ ।

দেহধর্মাধিকারতো<sup>১০</sup> জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিসু ॥ ৫৩ ॥

মনসা চ ততো<sup>১১</sup> বাচা কর্মণা তৎপরং বদেৎ ।

হস্তাভ্যাঞ্চ ততঃ পদ্ভ্যামুদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ৫৪ ॥

শিঙ্গা চ যৎ স্মৃতং<sup>১২</sup> পশ্চাদ্ যদুক্তং যৎ কৃতং বদেৎ ।

তৎ সর্বং গুরবে চাত্তৈ<sup>১৩</sup> মৎসমর্পিতমস্ত্রিতি ।

যাহাতো মনুরিত্যুক্তস্ত্রিসপ্ততাক্ষরঃ<sup>১৪</sup> প্রিয়ে ॥ ৫৫ ॥

ত্ৰী<sup>১৫</sup> ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধি তারপর দেহধর্মাধিকারতঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিসু মনসা তারপর বাচা কর্মণা বলতে হবে । এরপর হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিঙ্গা যৎস্মৃতং তারপর যদুক্তং যৎকৃতং বলবে । তারপরে তৎসর্বং গুরবে মৎসমর্পিতমস্ত্ৰ

১ তা বি গ,—খ, দুৰ্গন্ধা । ২ ঐ,—খ, উ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কুংসিতা ।

৩ ঐ,—ক, গ, ঘ, রহস্যভীঃ । ৪ র গ, দুচ্চা । ৫ তা বি গ,—খ, শক্তিধাগে ;

ঐ,—উ, এবং র গ, শক্তিযোগে ।

৬ তা বি গ,—উ, এবং র গ, মন্ত্ৰাদেশ ।

৭ ঐ,—ক, ইতঃপরাদি ; র গ, ইতিপূর্বাदि ।

৮ র গ, নিবেদয়েৎ ।

৯ তা বি গ,—উ, এবং র গ, দেহধর্মাধিকারাস্তে ।

১০ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, চেতসা । ১১ তা বি গ,—উ, এবং র গ, যৎকৃতং ।

১২ ঐ, গুরুদেবাস্তে । ১৩ ঐ, ত্রিসপ্ততাক্ষরঃ ।

স্বাহা বলবে। প্রিয়ে, এটি ত্রিযাত্রার অক্ষরের মন্ত্র। [ মন্ত্র—হ্রী<sup>১</sup> ইতঃপূর্বং  
প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং  
পদ্ভ্যামুদরেণ শিখা যং স্মৃতং যজ্ঞকৃতং যৎকৃতং তৎসর্বং গুরবে মৎসমর্পিতমস্ত  
স্বাহা।

এর আগে প্রাণ বুদ্ধি এবং দেহধর্মাধিকারে জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থায়  
মন বাক্য ও কর্মের দ্বারা হস্ত পদ উদর ও শিল্পের দ্বারা যা কিছু স্মরণ করেছি  
বলেছি এবং করেছি সেসব গুরুপদে আমার দ্বারা সমর্পিত হোক। ] ৫৩-৫৫

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবো<sup>২</sup>।

তব কৃত্যমিদং সর্বমিতি জ্ঞাত্বা<sup>৩</sup> ক্ষমস্ব মে ॥ ৫৬ ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি যা কিছু করেছি, শিব, সে সবই তোমার কর্ম  
এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর। ৫৬

এবং সম্প্রার্থ্য দেবেশি স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ।

প্রধানদেবতামূর্তৌ পরিবারান্ সমর্পয়েৎ<sup>৪</sup>।

এবং সাবরণাং দেবীং উদ্রসেৎ স্বহৃদম্ভুজে<sup>৫</sup> ॥ ৫৭ ॥

দেবেশী, এই প্রকারে প্রার্থনা করে স্তুতি করে ভক্তিভরে প্রণাম করে  
প্রধানদেবতামূর্তিতে পরিবারদেবতাদের সমর্পণ করতে হবে। এমনি করে  
স্বীয় হৃৎপদে সাবরণা দেবীর উদ্রাসন করতে হবে। ৫৭

শেষিকায়ৈ সমর্প্যাথ<sup>৬</sup> মূলমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।

স্বাদ্বাগ্ভবং হৃচ্ছিফ্টাগুলি তদনন্তরম্<sup>৭</sup> ॥ ৫৮ ॥

বদেন্মাতঙ্গি সর্বশ্চে বশ্যঙ্করুয়ুগন্ততঃ<sup>৮</sup>।

একবিংশতিবর্গৈশ্চ শেষিকামনুরী রিতঃ ॥ ৫৯ ॥

বাগ্ভব—ঐ<sup>১</sup>। হ্রং—নমঃ।

শেষিকাকে সমর্পণ করে অতঃপর মূলমন্ত্রের দ্বারা শোধন করবে। প্রথমে  
ঐ<sup>১</sup> নমঃ তারপর উচ্ছিফ্টাগুলি বলে মাতঙ্গি বলবে। শেষে সর্বং তে বশ্যং

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সদা।

২ ঐ,—খ, ড, এবং র গ, মাতঃ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্থ; তা বি গ, সমর্চয়েৎ; ঐ,—ক, খ, সমুদ্রসেৎ; ঐ,—ঘ,  
সমুদ্রসেৎ।

৪ ঐ,—ক, খ, ঘ,—ধৃত পার্থ; তা বি গ, চিন্তয়েৎ স্বহৃদম্ভুজে; ঐ,—ঙ, এবং র গ,  
চিন্তয়েৎ স্বহৃদম্ভুজে।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্থ; তা বি গ, সমর্প্যাস্তু।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্বত্বা গুরুপদুচ্ছিফ্টাগুলী তদনন্তরম্।

৭ ঐ, বশ্যঙ্করি চ যুগ্মকম্।



এবং ছবার কুরু বলতে হবে। একবিংশতি অক্ষরের এই মন্ত্রটিকে শেষিকামন্ত্র বলা হয়। [ মন্ত্র—ঐ নমঃ উচ্ছিষ্টচাপ্তালি মাতঙ্গি সর্বং তে বশং কুরু কুরু। ] ৫৮-৫৯।

মন্ত্ৰেণানেন নির্মালাং শেষিকায়ৈ সমর্পয়েৎ ।

দেবীমুচ্ছিষ্টমাতঙ্গীং ধ্যায়েৎ ত্রৈলোক্যমোহিনীম্<sup>১</sup> ॥ ৬০ ॥

এই মন্ত্রের দ্বারা শেষিকাকে নির্মালা সমর্পণ করতে হবে। তারপর ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী উচ্ছিষ্টমাতঙ্গীর ধ্যান করতে হবে। ৬০

বীণাবাদ্যবিনোদগীতনিরতাং নীলাং শুকোদ্ভাসিনীং<sup>২</sup>

বিম্বোষ্ঠীং নবযাবকার্দ্দচরণামাকীর্ণকেশাননাম্<sup>৩</sup>

মৃদঙ্গীং<sup>৪</sup> সিতশঙ্কুকুলধরাং মাণিক্যভূষণোজ্জ্বলাং<sup>৫</sup>

মাতঙ্গীং প্রণতোহস্মি স্মৃতিতমুখীং<sup>৬</sup> দেবীং শুকশ্যামলাম্ ॥ ৬১ ॥

বীণাবাদ্য ও বিনোদগীতনিরতা, নীলাং শুকের দ্বারা উদ্ভাসিতা, বিম্বোষ্ঠী, নবযাবকার্দ্দচরণ, ঐর আলুলায়িত কেশ মুখের উপর এসে পড়েছে, কোমলাঙ্গী, শুভ্রশঙ্কুকুলধারিণী, মাণিক্যভূষণোজ্জ্বলা, শুকশ্যামলা, স্মৃতিতমুখী এই দেবী মাতঙ্গীকে প্রণাম করি। ৬১

ততঃ শ্রীগুরুরূপায়<sup>৭</sup> সাক্ষাৎ পরশিবায় চ ।

করাভ্যাং পাত্রমুদৃত্য সন্নিভীয়ং সমর্পয়েৎ ॥ ৬২ ॥

তারপর দুই হাতে গুরুপাত্র নিয়ে মাংসের সহিত শ্রীগুরুরূপী সাক্ষাৎ পরশিবকে সমর্পণ করতে হবে। ৬২

স্বসম্প্রদায়<sup>৮</sup> সংযুক্তৈর্বীরৈশ্চ সহ পূজয়েৎ<sup>৯</sup> ।

অগ্ন্যাগ্নবন্দনং কৃত্বা পিবেত্তত্তদনুজ্জয়া<sup>১০</sup> ॥ ৬৩ ॥

স্ব সম্প্রদায়ানুসারী বীরাচারী সাধকের সহিত পূজা করবে। পরম্পরকে বন্দনা করে গুরুর আজ্ঞানুসারে মদ্যপান করবে। ৬৩

১ তা বি গ,—খ, লৌকিকমোহিনীং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কৌলিকমোহিনীং ।

২ ঐ,—ক, খ,—ব্রত পাঠ ; ঐ, এবং র গ, নীলাং শুকোদ্ভাসিনীং ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ব্রত পাঠ ; তা বি গ, কেশালকাম্ ; ঐ,—ক, কেশালতাং , ঐ,—খ, কেশাঙ্গনাম্ ।

৪ ঐ,—ক, কৃষ্ণাঙ্গীং ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পুষ্পোজ্জ্বলাং ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, প্রণমামি স্মৃতিতমুখীং ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, গুরুপাদায় ।

৮ ঐ, সংসম্প্রদায় ।

৯ ঐ, পূজনং ।

১০ ঐ, পিবেচ্ছ তদনুজ্জয়া ।

সব্যোনোক্ত্য পাত্রস্ত মুদ্রাং কৃৎস্নাপসব্যাতঃ ।

যথাবিধি দ্বিতীয়েন গৃহীয়ান্নমুচ্চরন্ ॥ ৬৪ ॥

বঁাহাতে পাত্র তুলে ধরে এবং ডান হাতে মুদ্রা প্রদর্শন করে যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ মাংসের সহিত মদ্য গ্রহণ করবে । ৬৪

পিশিতং মাষমাত্রস্ত দ্রব্যং<sup>১</sup> চুল্লুকসম্মিতম্ ।

আত্মদেহত্রয়ং তদ্বৎ<sup>২</sup> ত্রয়েণাথ বিশোধয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

মাষ—অষ্টগুণ্য পরিমাণ । চুল্লুক—চুলুক, আঁজলা, চুমুক । দেহত্রয়—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ বা পর এই তিন দেহ । ত্রয়েণ—তিনের দ্বারা । আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব এই তিনের দ্বারা ।

তদ্বৎ—সেই রকম । মন্ডাদি সব শোধন করে তবে পূজায় ব্যবহার করতে হয় । শোধনের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি আছে । মন্ডাদি যেমন শোধন করতে হয় সেই রকম দেহ শোধনও করতে হয় । তদ্বৎ বসার এই তাৎপর্য ।

মাষপরিমাণ মাংস এবং চুল্লুকপরিমাণ মদ্য গ্রহণ করতে হবে । ধায় দেহত্রয়কে ত্রয়ের দ্বারা শোধন করতে হবে । ৬৫

তরুণোল্লাসসহিতঃ স্নসপ্রবদনক্ষণঃ ।

গুরুঃ শিষ্যান্ সমাহুয় দদ্যাত্তত্ত্বত্রয়ং প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥

তত্ত্বত্রয়ং—তিন চুলুক মন্ত্র-সংস্কৃত মদ্য । —দ্রঃ কোলমার্গরহস্য, পৃঃ ৪১ ।

তরুণোল্লাস—তন্ত্রশাস্ত্রে সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে । যথা—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মাদ বা উন্মনী এবং অনবস্থ । উল্লাস অর্থ আনন্দ । আনন্দের এই সাত অবস্থার লক্ষণও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৫৫-৫৬ ।

প্রিয়ে, তরুণোল্লাসযুক্ত প্রসন্নবদন ও প্রসন্নদৃষ্টি-গুরু শিষ্যকে আহ্বান করে এনে তিন চুলুক পরিমাণ মন্ত্র-সংস্কৃত মদ্য প্রদান করবেন । ৬৬

শিষ্যোপায়নমাদায় শুদ্ধায়া কুসুমাদিকম্ ।

যথাশক্তি বিনীতাত্মা<sup>৩</sup> বিতশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৬৭ ॥

প্রণম্য বহির্য্যাজং প্রবিষ্টান্তঃ শনৈঃ প্রিয়ে ।

সমর্পোপায়নং<sup>৪</sup> ভক্ত্যা শিবায় গুরুরুপিণে ॥ ৬৮ ॥

১ তা বি গ,—মাংসপাত্রস্ত মদ্যং চুল্লুকসম্মিতম্ ।

২ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তদ্বৎ ।

৩ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নিবেদ্যাপ ।

৪ ঐ,—ক, তামর্পোপায়নং ।

গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠকো<sup>১</sup> কৃত্বা করৌ নম্রা<sup>২</sup>গ্রতর্জনী ।

জানুভামবনিং গত্বা পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ গুরুম্ ॥ ৬৯ ॥

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—দুই তন্ত্রসারের মতে দুই বাহু, দুই জানু, মাথা এবং বাক্য ও দৃষ্টির দ্বারা যে প্রণাম তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা হয়। ( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৮ )।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—দুই পা, দুই হাত, দুই জানু, বুক, মাথা এবং দৃষ্টি, বাক্য ও মনের দ্বারা যে-প্রণাম তাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম। ( দ্রঃ ঐ )

প্রিয়ে, বিভূষাণ্যবিবর্জিত শুদ্ধাত্মা বিনীতাত্মা শিষ্য যথাশক্তি কুসুমাদি উপায়ন নিয়ে উপস্থিত হলে বাইরে ( মণ্ডপের বাইরে ) সাক্ষাঙ্গ প্রণিপাত কয়ে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং শিবরূপী গুরুকে ভক্তিভরে উপায়ন সমর্পণ করতঃ হৃহাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যুক্ত করে এবং তর্জনীর অগ্রভাগ নত করে ( এখানে মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়েছে মনে হয় ) মাটিতে হাঁটু গেড়ে গুরুকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করবে। ৬৭-৬৯

বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষহস্তপ্রসারিতম্ ।

স্পৃষ্ট্বা বিশুদ্ধহৃদয়মীষদানতমমৃতকম্<sup>৩</sup> ॥ ৭০ ॥

বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং শিষ্যায় শ্রীগুরুঃ প্রিয়ে ।

প্রকৃত্যাদ্যৈঃ পৃথিব্যৈশ্চৈত্বুর্বিংশতিভিঃ শিবৈঃ<sup>৪</sup> ॥ ৭১ ॥

স্বরৈরশুদ্ধতত্বৈশ্চ বাগ্ভবেন<sup>৫</sup> কুলেশ্বরি ।

সংযুক্তেনাত্মতত্ত্বেন<sup>৬</sup> স্থলদেহং<sup>৭</sup> বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥

বাগ্ভব—ঐং ।

অশুদ্ধতত্ত্ব—শৈবশাস্ত্র দর্শনে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব স্বীকৃত। যথা—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এবং পঞ্চ মহাভূত (ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি)। আলোচ্য-

১ ঐ,—ঙ, এবং র গ, গৃহীত্বাঙ্গুষ্ঠকো ।

২ ঐ,—ঙ,—ধৃত পাঠ ; তা বি, সজ্জা , র গ, নস্ত্রা (?)

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিশুদ্ধহৃদয় মীষদানতমমৃতকঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, প্রিয়ে ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্বরৈর্বিশুদ্ধিতত্বৈশ্চ বাগ্ভবেন ।

৬ তা বি গ,—খ, সংযুক্তেনাত্মতত্ত্বেন ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সংযুক্তেনাথ তত্ত্বেন ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, স্বাঙ্গদেহং ।

মান লোকে প্রকৃতি থেকে পৃথিবী অর্থাৎ ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বকে অশুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়েছে।<sup>১</sup> কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মায়্যা থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বকেও অশুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়।

আত্মতত্ত্ব—আরোহক্রমে ক্ষিতি থেকে মায়্যাতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বকে পুরুষতত্ত্বও বলা হয়। আত্মতত্ত্ব অশুদ্ধ।

গুরু বাঁ-হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দিয়ে ধরে ডান হাত প্রসারিত করে বিশুদ্ধহৃদয় ঈষদানতমস্তুক শিষ্যকে স্পর্শ করবেন।

প্রিয়ে, তারপর শ্রীগুরু বামাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা (মুদ্রা প্রদর্শন করত) প্রকৃতি থেকে পৃথিবী পর্যন্ত চতুর্বিংশতি কল্যাণকর অশুদ্ধতত্ত্ব, ঐং বীজ ও স্বরবর্ণযুক্ত আত্মতত্ত্বের দ্বারা শিষ্যের স্থূলদেহের শোধন করবেন। ৭০-৭২

মায়াদিপুরুষাষ্টৈশ্চ শুদ্ধাষ্টদ্বৈশ্চ সপ্তভিঃ।

তত্বেঃ স্পর্শাহবৈর্বর্গৈঃ<sup>২</sup> কামরাজেন মন্ত্রবিং।

যুক্তেন বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব—অবরোহক্রমে মায়্যা থেকে পুরুষ পর্যন্ত সাতটি তত্ত্বকে বলা হয় শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব। মতান্তরে মায়্যা থেকে মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত শুদ্ধাশুদ্ধতত্ত্ব।

বিদ্যাতত্ত্ব—অবরোহক্রমে শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব।

কামরাজ—ক্লীং।

মায়্যা থেকে আরম্ভ করে পুরুষ পর্যন্ত সপ্ত শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব। এই সপ্ততত্ত্ব-ক্লীং বীজ-ও স্পর্শবর্ণ-যুক্ত বিদ্যাতত্ত্বের দ্বারা মন্ত্রবিং গুরু শিষ্যের সূক্ষ্মদেহের শোধন করবেন। ৭৩

শুদ্ধৈঃ শিবাদিবিদ্যাষ্টৈঃ পঞ্চতত্বেশ্চ ব্যাপকৈঃ<sup>৩</sup>।

পরম্না<sup>৩</sup> শিবতত্ত্বেন পরং দেহং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

শুদ্ধৈঃ পঞ্চতত্বে—পঞ্চ শুদ্ধতত্ত্বের দ্বারা। অবরোহক্রমে শিব থেকে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পঞ্চ তত্ত্বকে শুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়। মতান্তরে কেবল শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব শুদ্ধতত্ত্ব।

শিবতত্ত্ব—আচার্য অভিনবগুপ্ত ষট্টিংশতত্ত্বের আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাগ করেছেন। এই ভাগ শাক্তদর্শনেও স্বীকৃত। তবে শাক্ত আচার্যেরা কেউ কেউ অগ্নরকম ভাগের কথাও বলেন। তাঁদের মতে-

১ তা বি গ,—ক, সুবর্ণবর্গৈশ্চ ; ঐ,—গ,ঘ, তত্বেঃ স্ত্রাং সর্ববর্গৈশ্চ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শিবাদিশুদ্ধবিদ্যাষ্টৈঃ পঞ্চতত্বেশ্চ ব্যাপকম্।

৩ ঐ,—ক, খ, পরম।

শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব উভয়ে মিলে শিবতত্ত্ব । অর্থাৎ তাঁরা আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব ষট্‌ত্রিংশত্ত্বের এই ত্রিবিধ ভাগ করেন । ষট্‌ত্রিংশত্ত্বের বিভাগাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৬১, ২৮৬, ৪১১) ।

ব্যাপকৈঃ—ব্যাপক বর্ণের দ্বারা । য র ল ব শ ষ স হ ল্ এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ ( দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৮৫ ) । পরয়া—পরা দ্বারা । পরা—হ্রীং ।

শিব থেকে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পঞ্চ শুদ্ধতত্ত্ব । শুদ্ধতত্ত্ব—হ্রীং বীজ-ও ব্যাপকবর্ণ-যুক্ত শিবতত্ত্বের দ্বারা শিষ্যের পরদেহের শোধন করতে হবে । ৭৪

ষট্‌ত্রিংশত্ত্বসহিতমালিন্যা বালয়া<sup>১</sup> প্রিয়ে ।

তত্ত্বত্রয়াশ্রিতং বীজং সর্বতত্ত্বং<sup>২</sup> বিশোধয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

মালিন্যা—মালিনী দ্বারা । মালিনী—হ্রীং । বালয়া—বালা দ্বারা । বালা—ঐং ক্লীং সৌঃ ।

প্রিয়ে, ষট্‌ত্রিংশত্ত্বের সহিত হ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ যুক্ত তত্ত্বত্রয়াশ্রিত বীজমন্ত্র ( সাধকলক্ষ ) সর্বতত্ত্ব শোধন করবে । ৭৫

শোধয়েতি পদং দদ্যাৎ সদ্ধিতীয়মলিং গুরুঃ<sup>৩</sup> ।

চুল্লুকং গুরুণা দত্তং শোধয়ামীতি চোচ্চরন্ ।

ভক্ত্যা চাবনতঃ শিষ্যো নিঃশব্দং ত্রিঃ পিবেদলিম্<sup>৪</sup> ॥ ৭৬ ॥

গুরু ‘শোধয়’ অর্থাৎ শুদ্ধ হও এই বলে শিষ্যকে সমাংস মদ্য প্রদান করবেন । ভক্তিতে অবনত শিষ্য ‘শোধয়ামি’ অর্থাৎ শুদ্ধ হই এই বলে গুরুদত্ত চুল্লুক পরিমাণ মদ্য গ্রহণ করে নিঃশব্দে তিনবার পান করবে । ৭৬

পাগিভ্যাং<sup>৫</sup> সংস্পৃশেদেহং সর্বতত্ত্বং সমুচ্চরন্ ।

শিরঃপ্রভৃতিপাদান্তং শুদ্ধং দেহং বিচিন্তয়েৎ<sup>৬</sup> ॥ ৭৭ ॥

সর্বতত্ত্ব উচ্চারণ করে দুহাতে দেহ স্পর্শ করতে হবে এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহ শুদ্ধ এই চিন্তা করতে হবে । ৭৭

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মালিন্যাহবলয়া ।

২ ঐ,—প্রত পাঠ ; তা বি গ, সর্বতত্ত্বাশ্রয়ং বীজং সর্বতত্ত্বৈঃ ।

৩ তা বি গ,—ক, শোধয়েৎ ত্রিতয়ং দদ্যাৎ সদ্ধিতীয়মলিং গুরুম্ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, শোধয়েৎত্রিপদঞ্চাৎ সদ্ধিতীয়ানিলা ( লিনা ? ) গুরুঃ ।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, শনৈঃ ।

৫ ঐ,—ক, পদাভ্যাম্ ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিশোধয়েৎ ।

স্থূলাস্তমাত্ত্বং শ্যাৎ<sup>১</sup> সূক্ষ্মং বিদ্যাশ্চগোচরম্ ।

পরাস্তং শিবতত্ত্বং শ্যাদিত্তি তত্ত্বত্রয়ং জগৎ ॥ ৭৮ ॥

তত্ত্বত্রয়ং জগৎ—জগৎ আত্মতত্ত্ব বিদ্যা তত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়াত্মক । জগতের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ বা পর এই ত্রিবিধ রূপ । এই ত্রিরূপ ত্রিতত্ত্বাধিষ্ঠিত ।

স্থূলরূপ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, সূক্ষ্মরূপ পর্যন্ত বিদ্যা তত্ত্ব এবং পররূপ পর্যন্ত শিবতত্ত্ব । এই জগৎ তত্ত্বত্রয়াত্মক । ৭৮

এবং তত্ত্বত্রয়জ্ঞানং গুরোজ্ঞাত্বা য আচরেৎ ।

স জীবন্মুখঃ শ্যাদিত্তি শঙ্করভাষিতম্ ॥ ৭৯ ॥

গুরুমুখে এইরূপ তত্ত্বত্রয়জ্ঞান লাভ করে যে যথাবিহিত আচরণ করে সে জীবন্মুক্ত হবে, এটি শঙ্করের উক্তি । ৭৯

ততঃ স্বীকৃত্য চ গুরুঃ শিষ্যেভ্যঃ শেষদো ভবেৎ ।

আদায় গুরুণা দত্তং স দ্বিতীয়াসবৎ<sup>২</sup> পিবেৎ ॥ ৮০ ॥

তারপর গুরু মদ্যপান করে পানাবশেষ শিষ্যকে দেবেন । শিষ্য গুরুদত্ত সমাংস আসব গ্রহণ করে তা পান করবে । ৮০

শ্রীগুরুজ্যেষ্ঠপূজ্যানাং পুরতঃ<sup>৩</sup> কুলনায়িকে ।

নোপবিশ্য পিবেন্মদ্যম্ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৮১ ॥

ওগো কুলনায়িকা, শাস্ত্রের বিধান—শ্রীগুরু, জ্যেষ্ঠ ও পূজ্য ব্যক্তিদের সামনে বসে মদ্যপান করবে না । ৮১

প্রাণভেদফলোল্লাসপ্রণাম ( প্রমাণ ? ) স্থিতিলক্ষণম্ ।

অবিজ্ঞান্যাসরেদ্ যস্ত স ভবেদাপদাস্পদম্ ॥ ৮২ ॥

প্রাণ—শক্তি । এখানে মাদকতা শক্তি । ভেদ—প্রকারভেদ । পৈয়ুষী, গৌড়ী, মাক্ষী ইত্যাদি প্রকারভেদ । ফল—মদ্যপানের ফল । শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মদ্যপানের ভিন্ন ভিন্ন ফল ।

প্রণাম—আমাদের মনে হয় এটি লিপিকর প্রমাদ । শব্দটি প্রমাণ । প্রমাণ অর্থ মাত্রা, পরিমাণ । সাধনায় মদ্যপানের মাত্রা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । স্থিতি—প্রকৃতি, স্বভাব । সাধকের প্রকৃতি-অনুসারে মদ্যপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে ( মদ্যপান সম্বন্ধে অত্রাণ্ড বিধিনিষেধ—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৭-৫৮ ) ।

১ তা বি গ,—কুলন্তি তত্ত্বময়ং শ্যাৎ ।

২ তা বি গ,—ক, খ, দ্বিতীয়াসবৎ ।

৩ ঐ,—ও, পূজ্যভ্যাং সর্বতঃ ; র গ, পূজনাভ্যাং সর্বতঃ ।

প্রাণ, ভেদ, ফল, উল্লাস, প্রমাণ, স্থিতি এ সবেৰ লক্ষণ না জেনে যে মদ্যপান করে সে বিপদগ্রস্ত হয় । ৮২

নির্মত্ত্বং ন পিবেন্মদম্ প্রায়শ্চিত্তং<sup>১</sup> বিধীয়তে ।

তস্মান্নব্রবিধানেন কর্তব্যং কুলনায়িকে ॥৮৩॥

ওগো কুলনায়িকা, মত্ত্বসংস্কারহীন মদ্য পান করতে নেই । যে করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় । সেইজন্ম, যথাশাস্ত্র মত্ত্বসংস্কৃত মদ্য পান করা কর্তব্য । ৮৩

ইদং পবিত্রায়তং পিবামি ভবভেষজম্<sup>২</sup> ।

পশুপাশসমুচ্ছেদকারণং ভৈরবোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥

পশুপাশচ্ছেদনকারী, ভবরোগের ঔষধ, ভৈরবপ্রোক্ত এই পবিত্র অমৃত পান করি । ৮৪

চিত্তে স্বাতন্ত্র্যসারত্বাত্তদানন্দময়াশ্রয়ঃ<sup>৩</sup> ।

তন্ময়ত্বাচ্চ ভাবানাং ভাবাশ্চান্তর্হিতা রসেঃ<sup>৪</sup> ॥৮৫॥

স্বস্বাতন্ত্র্যবিকাশায় স্বরসন্তেন পীয়তে<sup>৫</sup> ।

তস্মাদিমাং সুরাং দেবীং পূর্ণোহহং ত্বাং পিবাম্যহম্<sup>৬</sup> ॥৮৬॥

স্বাতন্ত্র্যসারত্বাং—স্বাতন্ত্র্যসারত্বহেতু । আত্মা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্রধান, স্বচ্ছন্দ, অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নহেন । আত্মা ব্রহ্ম । অতএব স্বাতন্ত্র্য অর্থ ব্রহ্মভাব ।

তদানন্দময়াশ্রয়ঃ—মদ্যপানে আনন্দময় জীবাশ্রয় অর্থাৎ সাধকের । জীবাশ্রয় স্বরূপতঃ আনন্দময় । শাস্ত্রবিহিত মদ্যপানে তাঁর সেই আনন্দময় স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় ।

স্বরস—সহস্রারে শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত অমৃত । মুখ্য মদ্যপানের চরম লক্ষ্য এই অমৃতের আশ্রয় । স্বরস বলতে নিজ স্বাভাব্যাদিসম্মত রস বা মুখ্য মদ্যও বুঝাতে পারে ।

পূর্ণোহহং—পূর্ণরূপ অহম্ । পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ং শিব । ( পূর্ণরূপঃ শিবঃ প্রোক্তঃ—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাত্ত্ব, ৪৬।২১ ) সাধক নিজেকে শিবস্বরূপ ভাববেন ।

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ প্রিয়ে ।

২ ঐ, জগতাং পরভেষজং ।

৩ ঐ, ভবো ।

৪ তা বি গ,—খ, চিত্তস্বাতন্ত্র্যসারত্বাত্তদানন্দময়ঃ স্বতঃ ; ঐ,—গ, চিত্তেষান্ত্বাচ্চ ত্রিসারত্বাত্তদানন্দময়াশ্রয়ঃ ; ঐ,—ও, এবং র গ, স্বাতন্ত্র্যরূপত্বাত্তদানন্দময়ঃ ।

৫ তা বি গ,—ও, এবং র গ, ভাবাচ্চান্তর্হিতাসবে ।

৬ তা বি গ,—ও, এবং র গ,—ব্রত পাঠ ; তা বি গ, সূর্যাস্তং বিকাশায় স্বরসন্তেন পীয়তে ।

৭ তা বি গ,—ও, এবং র গ, পিবাম্যতঃ ।

মদ্যপানে আনন্দময় সাধকের চিত্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ব্রহ্মভাব প্রধান হয়, ভাবতন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং 'রসে অন্তর্হিত হয় বলে সাধককে স্ব-স্বাতন্ত্র্য বিকাশের জন্য স্বরস পান করতে হবে। অতএব. পূর্ণস্বরূপ আমি, এই সুরা-রূপিণী দেবী, তোমাকে পান করি ( এই শ্লোক ছটিতে সুরাপানমন্ত্র বিবৃত হয়েছে ) । ৮৫।৮৬

মন্ত্ৰেণানেন দেবেশি মূলমন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰবিং ।

অনাকুলমসাঃ কুর্যাদলিপানং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৭ ॥

ওগো দেবেশী, মূলমন্ত্র সহ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সাধক শনৈঃ শনৈঃ মদ্য-পান করবে । ৮৭

তস্মান্মূলত্রিকোণস্থে কোটিসূর্যসমপ্রভে<sup>১</sup> ।

কুণ্ডল্যাকৃতিচিদ্রূপে<sup>২</sup> হ্রনেদ্রব্যং সমস্তকম্ ॥ ৮৮ ॥

মূলত্রিকোণস্থে—মুলাধারচক্রের ত্রিকোণে যিনি অবস্থিতা তাঁতে ।

কুণ্ডল্যাকৃতিচিদ্রূপে—কুণ্ডলীর আকৃতিবিশিষ্টা চিদ্রূপিণী যে মহাশক্তি তাঁতে । ঐকে কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডলিনী, কুণ্ডলী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় । পূর্বোক্ত ত্রিকোণে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজমান । তাঁকে সাড়ে তিন পাকে বেঁটন করে কুণ্ডলিনী অবস্থিতা ।

হ্রনেদ্রব্যং—দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য আহুতি দিতে হবে । পূর্বোক্ত কুণ্ডলিনীর মুখে অগ্নি আছে । তাতে আহুতি দিতে হবে । মাতৃকাভেদ তন্ত্রের মতে “মুলাধারচক্র থেকে জিহ্বাস্ত পর্যন্ত কুণ্ডলিনী অবস্থিত এমনি ভাবনা করতে হবে ।” এই ভাবনানুযায়ী মদ্য মুখে দেওয়া অর্থ কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি দেওয়া । সাধককে সেইরূপ চিন্তাই করতে হয় । ( এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৩-৫৪, ৯২২ ; মুলাধার চক্রাদি সম্বন্ধে ঐ, পৃঃ ৯৪৮-৫২ ; কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে ঐ, পৃঃ ৯৩২-৩৯ ) ।

অতএব, স্বীয় মুলাধারচক্রস্থিত ত্রিকোণে অবস্থিতা কোটিসূর্যের প্রভামুক্তা কুণ্ডলীর আকারবিশিষ্টা চিদ্রূপিণীতে মন্ত্রযুক্ত করে মদ্য আহুতি দিতে হবে । ৮৮

অহস্তাপাত্রভরিতমিদস্তাপরমামৃতম্ ।

পরাহস্তামগ্নে বহৌ হোমে স্বীকারলক্ষণম্<sup>৩</sup> ॥ ৮৯ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, স্বাস্ত্রমূলত্রিকোণস্থে ; ঐ,—ঋ, স্বাস্ত্রমূলত্রিকোণোক্তকোটিসূর্যসমপ্রভা ।

২ তা বি গ,—ঋ, চিদ্রূপে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুণ্ডল্যাকৃতিচিদ্রূপে ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, হোমস্বীকারলক্ষণম্ ।



অহস্তা—অহংভাব অর্থাৎ আমি এই ভাব। জগৎকে অহংরূপে দেখা অহস্তা। পরাহস্তা—পূর্ণাহস্তা, অসঙ্কুচিত অহস্তা। এটি আছে সদাশিবের। ইদস্তা—ইদংভাব। ইদং অর্থ ইহা, অর্থাৎ যা আমি ভিন্ন অগ্নি। সহজ কথায় জগৎ বা জগৎসত্তা।

অহস্তারূপ পাত্রভরে ইদস্তারূপ পরমামৃত পরাহস্তাময় অগ্নিতে হোম—এরই নাম দ্রব্যস্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান।

গুরুদৈবতমন্ত্রাণামৈক্যং সন্ধিস্তয়েদ্ধিয়া।

যাবজ্জ্ঞাসপর্যন্তমুপদেশে পিবেন্দধু ॥ ১০ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করবে এবং গুরু যে-উল্লাস পর্যন্ত মদ্যপান করতে উপদেশ দেবেন সেই পর্যন্ত পান করবে। ১০

চরুকঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো<sup>১</sup> দীপো জ্ঞানপ্রদায়কঃ<sup>২</sup>।

পানং পরপদপ্রাপ্তি কৌলে ত্রয়মিতীরিতম্<sup>৩</sup> ॥ ১১ ॥

বলা হয় চরু সিদ্ধিপ্রদ, দীপ জ্ঞানপ্রদ, মদ্যপানে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর কৌলাচারে এই তিনটিই পাওয়া যায়। ১১

ভোজনাশ্তে বিষং মদ্যং মদ্যাশ্তে ভোজনং বিষম্।

অমৃতং তদ্বিজানীয়াদ্ যদন্নং সুরয়া সহ ॥ ১২ ॥

ভোজনের পর মদ্য বিষ। মদ্যপানের পর ভোজন বিষ। সুরার সঙ্গে যে অন্নগ্রহণ করা হয় তাই অমৃত বলে জানবে। ১২

চর্বণেন যুতং পানমমৃতং কথিতং প্রিয়ে।

চর্বণেন বিনা পানং কেবলং বিষভক্ষণম্<sup>৪</sup> ॥ ১৩ ॥

প্রিয়ে, চর্ব্যের সহিত মদ্যপানকে অমৃতপান বলা হয় আর চর্ব্য ব্যতীত পান কেবল বিষভক্ষণ। ১৩

পানঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।

দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং বীরং মুদ্রাসনে হতম্<sup>৫</sup> ॥ ১৪ ॥

স্বেচ্ছয়া পশুবৎপানং<sup>৬</sup> পশুপানমিতীরিতম্ ॥ ১৫ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, চুল্লনং সিদ্ধিদং প্রোক্তং।

২ র গ, দীপজ্ঞানপ্রদো ভবেৎ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, পরতরপ্রাপ্তিঃ কৌলে নিয়তমীরিতং; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুলেস্থ লন্ন দৈরিতঃ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, বিষবর্জনম্।

৫ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, মুদ্রাসনে কৃতম্।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, পশুবৎপীতং।

মৃদ্বাসনে—মৃৎ+বাসন=মৃদ্বাসন, তাতে। মৃৎ—মাটি, বাসন—যোগীর আসন বিশেষ। হাঁটু গেড়ে পা পিছনে নিয়ে গোড়ালিযুক্ত করে বসে এই আসন করা হয়। আবার মৃৎ+আসন=মৃদ্বাসন। এর অর্থ কোমল আসন। শাস্ত্রে পোষ্প, দারুণময়, বাস্ত্র, চার্ম, কৌশেয় এবং তৈজস এই ষড়্‌বিধ আসনের কথা বলা হয়েছে (দ্রঃ পুরুষার্থাবলী, ১ম খণ্ড, তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ২২৬)। এর মধ্যে পোষ্প, বাস্ত্র এবং কৌশেয় স্পর্শতঃ কোমল আসন। মৃৎ+বাসন=মৃদ্বাসন। এখানে বাসন অর্থ পাত্র। অতএব, মৃদ্বাসনে অর্থ মাটির পাত্রে।

দিব্য বীর পশু এই ক্রমে ত্রিবিধ পানের কথা বলা হয়। দেবীর সম্মুখে পান দিব্যপান, মৃদ্বাসনে গৃহীত মদ্য বীরপান আর পশুর মতো যেমন ইচ্ছা পানকে পশুপান বলা হয়। ৯৪—৯৫

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বীরং ভুক্তিপ্রদং ভবেৎ<sup>১</sup>।

পশুপানং নরকদং প্রোক্তং<sup>২</sup> পানফলং প্রিয়ে ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, পানের ফল এইভাবে বলা হয়—দিব্যপান ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, বীরপান ভুক্তিপ্রদ আর পশুপান দেয় নরক। ৯৬

দৃষ্টিমানসবাক্‌কায়ৈ যাবন্মো ভবতি ভ্রমঃ<sup>৩</sup>।

তাবং পানং প্রকুবীত<sup>৪</sup> পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ৯৭ ॥

দৃষ্টিতে এবং কায়মনোবাক্যে যে-পর্যন্ত ভ্রম না হয় সেই পর্যন্ত পান করবে। তার পরের পান পশুপান। ৯৭

যাবন্মেল্লিয়বৈকল্যং যাবন্মো মুখবৈকৃতম্<sup>৫</sup>।

তাবদেব পিবেন্মদ্যমগ্‌থা পতনং ভবেৎ<sup>৬</sup> ॥ ৯৮ ॥

যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বৈকল্য এবং মুখবিকৃতি না হয় সেই পর্যন্ত মদ্য পান করবে, অগ্‌থা পতন হবে। ৯৮

পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে।

করাভ্যাং পাত্রমুদ্ধত্য<sup>৭</sup> স্মরেন্দ্রুলঞ্চ পাত্রকাম্<sup>৮</sup>।

আগলাস্তং পিবেদ্‌ব্যাং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

১ তা বি গ,—খ, উ, এবং র গ, ভুক্তিপ্রদং প্রিয়ে।

২ ঐ,—উ, এবং র গ, নারকেয়মেবং।

৩ তা বি গ,—গ, বাক্যানাং বহুভাষ্যবিভ্রমঃ।

৪ ঐ, ভবেৎপানং প্রকুবীতং।

৫ র গ, মুখবিকৃতি।

৬ তা বি গ,—ক, তাবদ্‌যঃ পিবেত মদ্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।

৭ ঐ,—খ, ষট্‌মুদ্ধত্য।

৮ ঐ,—ক, স্মরেচ মূলপাত্রকাং।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বরকম অভিষেকের বিধান আছে—শাস্ত্রাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। অভিষেক একটি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিষেক হয় তাকে বলা হয় শাস্ত্রাভিষেক।

“কৃতশাস্ত্রাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের জন্মদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে অধিকার হয়” (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২-২৩)।

আগলাস্ত—আগল পর্যন্ত। আগল অর্থ প্রবীণ, প্রোঢ়। কাজেই আগলাস্ত অর্থ প্রোঢ়ল্লাস পর্যন্ত।

দেবী, পূর্ণাভিষেকযুক্ত সাধকের পানের বিষয় বলছি। সাধক দুহাতে পাত্র তুলে ধরে মূলমন্ত্র ও পাদুকামন্ত্র স্মরণ করবে এবং প্রোঢ়োল্লাস পর্যন্ত মদ্য পান করবে। যে এমনিভাবে পান করে সে নিঃসংশয় মুক্ত হয়। ৯৯

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।

উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পূর্নজন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১০০ ॥

আনন্দাত্তপ্যতে দেবী মূর্চ্ছয়া ভৈরবঃ<sup>১</sup> স্বয়ম্।

বমনাৎ<sup>২</sup> সর্বদেবাশ্চ তস্মাৎ ত্রিবিধমাচরেৎ ॥ ১০১ ॥

এই শ্লোক দুটির অর্থ তথা ব্যাখ্যা সহস্রক্লে মতভেদ আছে। একমতে শ্লোক-গুলিতে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। অন্যমতে মুখাত্ত্বের কথাই শ্লোক-দুটিতে বলা হয়েছে। তবে এঁরাও বলেন যে, সাধারণ সাধকের পক্ষে এসব বচন প্রযোজ্য নয়। এগুলি পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে বিহিত। (দ্রঃ শাস্ত্র-মূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৬০-৬১)

পানের পর পান করে যাবে। ভূতলে পতিত না হওয়া পর্যন্ত বার বার পান করবে। পতিত হলে উঠে আবার পান করবে। একরূপ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

এই পানজনিত আনন্দে দেবী তৃপ্ত হন। পান করতে করতে সাধক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সে স্বয়ং ভৈরব হয়ে যায়; যদি বমন করে তা হলে সর্বদেবতা তৃপ্ত হন। অতএব, যাতে এই তিন রকমই হয় সাধককে সেইভাবে পান করতে হবে। ১০০-১০১

দিব্যপানরতানাং বৈ যৎ সুখং কুলযোগিনাম্।

তৎ সুখং সার্বভৌমস্য নৃপস্তাপি ন বিদ্যতে ॥ ১০২ ॥

১ তা বি গ,—খ, ইচ্ছয়া ভৈরবঃ; ঐ,—উ, এবং র গ, মুচ্ছনাদ্ ভৈরবঃ।

২ ঐ,—ক, রমণাৎ; ঐ,—খ, বাসনাৎ।

দিব্যপানরত কুলযোগীদের যে-সুখ সার্বভৌম নৃপতিরও সে-সুখ থাকে না । ১০২

যৎ সুখং কুলনিষ্ঠানাং কুলদ্রব্যানিষেবনাৎ ।

তৎ সৌখ্যমেব মোক্ষঃ স্যাৎ সত্যমেব বরাননে ॥ ১০৩ ॥

ওগো বরাননা, কুলনিষ্ঠ সাধকদের কুলদ্রব্য পানে যে-সুখ সেই সুখই মোক্ষ, এ কথা সত্য । ১০৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ<sup>১</sup> বটুকশক্ত্যাদিপূজনম্ ।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪ ॥

ওগো কুলেশানী, বটুকশক্ত্যাদির পূজা সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে কিছুটা বললাম । আবার কি শুনতে চাও । ১০৪

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়ায়তন্ত্রে বটুকশক্ত্যাদি পূজনং নাম সপ্তম উল্লাসঃ ॥ ৭ ॥

সপাদলক্ষলোক-সমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্ভুক্ত উদ্ধায়ায় তন্ত্রে বটুকশক্ত্যাদিপূজন নাম সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত । ৭

## অষ্টম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণায়ুতবারিধে<sup>১</sup> ।

উল্লাসভেদং দেবেশ<sup>২</sup> দ্রব্যপাত্ৰাদিসঙ্কমম্ ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন, করুণায়ুতের বারিধি হে কুলেশ, বিভিন্ন উল্লাস এবং দ্রব্যপাত্ৰাদির সংযোগের কথা শুনতে চাই । ১

রত্নাদাসনকালঃ<sup>৩</sup> শ্রীচক্রস্থিতিমেব চ<sup>৪</sup> ।

চেষ্ঠাং কৌলিকশক্তীনাং বদ মে পরমেশ্বর ॥২॥

পরমেশ্বর, রতি ও উদাসন-কাল, চক্রস্থিতি এবং কৌলিক শক্তিদের কর্মানুষ্ঠানের বিষয় আমাকে বল । ২

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ জায়তে দিব্যভাবনা ॥৩॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । তা শোনা মাত্র দিব্যভাবনার উদয় হয় । ৩

আরম্ভস্তরুণশৈব যৌবনং প্রৌঢ়মেব<sup>৫</sup> চ ।

তদন্তশ্চোন্মনাশৈব মনোল্লাস<sup>৬</sup>শ্চ সপ্তমঃ ॥৪॥

পরশুরাম কল্পসূত্রে ( ১০।৬৮ ) আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনা এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে । এই শ্লোকে সপ্তম উল্লাসকে বলা হয়েছে মনোল্লাস । কিন্তু ৯৫ সংখ্যক শ্লোকে তারানাথ বিদ্যারত্ন ব্যবহৃত ৬-সংখ্যক পুঁথিতে এবং রসিকমোহনের গ্রন্থে সপ্তম উল্লাসকে অনবস্থই বলা হয়েছে । প্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া থাকে । উন্মনোল্লাসে শুধু মানস ক্রিয়া থাকে । অনবস্থোল্লাসে মানস ক্রিয়াও থাকে না । ( দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৭ )

১ তা বি গ,—খ, করুণাকরবারিধে ।

২ ঐ,—উ, এবং র গ, দ্রব্যাত্ম ।

৩ ঐ, রত্নাল্লাসকমেবঞ্চ ।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, স্থিতিভৈরবঃ ; ঐ,—উ, এবং র গ, স্থিতির্যেব চ ।

৫ ঐ,—উ, এবং র গ, যৌবনঃ প্রৌঢ় এব । ৬ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—ধৃত পাঠঃ তা বি গ ততোল্লাস ।

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়াশু, উন্মাদা এবং সপ্তম মনোব্লাস এই সপ্ত উল্লাস । ৪

তত্ত্বজ্ঞয়ং সাদারম্ভঃ কথিতঃ কুলনায়িকে ।

কথিতঃ<sup>১</sup> স্তরুণোব্লাসস্তরুণং সুখমম্বিকৈঃ ॥৫॥

তত্ত্বজ্ঞয়ং—তিন চুলুক পরিমাণ মদ্য ।

ওগো কুলনায়িকা! অম্বিকা, আরম্ভোব্লাসে তিন চুলুক পরিমাণ মদ্যপানের কথা বলা হয়েছে । তরুণোব্লাসে তরুণ সুখ ( গোলাপী নেশা ) হয় । ৫

যৌবনং মনসঃ সম্যগ্‌ব্লাসঃ সুস্থিতিঃ প্রিয়ে ।

স্বলনং দৃষ্টম্‌নোবাচাং<sup>২</sup> প্রৌঢ়মিত্যভিধীয়তে ॥৬॥

প্রিয়ে, যৌবনোব্লাসে মনের সম্যক্‌ উল্লাস হয় এবং মন স্থির হয় । যে উল্লাসে দৃষ্টি মন এবং বাক্যের স্বলন হয় তাকে বলা হয় প্রৌঢ়োব্লাস । ৬

সমুব্লাসপরে চক্রে য ইচ্ছেৎ<sup>৩</sup> পাত্রমেলনম্ ।

অর্বাচ্‌ প্রৌঢ়সমুব্লাসং নৈব কুর্যাৎ‌ কদাচন ।

যথাধিকারং তত্রাপি কর্তব্যং পাত্রমেলনম্ ॥৭॥

সমুব্লাসপরে—সম্যক্‌ উল্লাস সমুব্লাস । এটি হয় যৌবনোব্লাসে । কাজেই, অর্থ দাঁড়াল যৌবনোব্লাসের পরবর্তী উল্লাসে ।

যথাধিকারং—অধিকার অনুসারে । “প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদের পাত্র-সংখ্যা শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট ।” “কোন উল্লাসে কার অধিকার তা কেমন করে জানা যাবে । রামেশ্বর বলেন, উল্লাস সাধকের অন্তঃকরণবেদ্য অর্থাৎ সাধক কোন উল্লাসের অধিকারী তা তিনি নিজের মনেই জানবেন । যয়ং বিদ্বান্‌ হয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় দশা অর্থাৎ উল্লাস নিজে সম্যক্‌ বিবেচনা করবেন ।”

—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৩৬-৬৫৭ ।

চক্রে যৌবনোব্লাসের পরবর্তী উল্লাসে অর্থাৎ প্রৌঢ়োব্লাসে কেউ যদি পাত্রসঙ্গতি ইচ্ছা করে তা হলে তার কখনো প্রৌঢ়োব্লাসের পরবর্তী উল্লাসের অনুষ্ঠান করা উচিত নয় । প্রৌঢ়োব্লাসও অধিকার অনুসারে পাত্রসঙ্গতি করা উচিত । অর্থাৎ এই উল্লাসে নির্দিষ্টসংখ্যক পাত্রপরিমাণ মদ্যপানে অধিকার থাকলেই তবে এই উল্লাসের অনুষ্ঠান করবে । ৭

১ তা বি গ,—ক, কায়ত ।

২ ঐ,—খ, হ্রস্বনোবাচাম্ ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ. সমুব্লাসে স্থিতে চক্রে যদীচ্ছেৎ ।

অদীক্ষিতৈরণাচারৈরতত্ত্বজ্ঞৈঃ<sup>১</sup>রদৈবতৈঃ ।

দৃষকৈঃ সময়ভ্রষ্টৈঃ<sup>২</sup>ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্ ॥৮॥

অদীক্ষিত, অনাচারী, অতত্ত্বজ্ঞ, অদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিরোধী, দৃষক, সময়চারভ্রষ্ট, এদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি অর্থাৎ মনোপান করবে না । ৯

অভিজ্ঞং মন্যমানৈশ্চ প্রপঞ্চব্রতধারিভিঃ<sup>৩</sup> ।

পশুভিঃ ক্ষুদ্রকর্মস্থৈর্ন<sup>৪</sup> কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্<sup>৫</sup> ॥৯॥

অভিজ্ঞম্ভগ, প্রপঞ্চব্রতধারী অর্থাৎ সংসার করাই যাদের ব্রত এরূপ, ক্ষুদ্রকর্ম। পশুদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করবে না । ৯

স্ত্রীদ্বিষ্টৈঃ<sup>৬</sup>পুংরুভিঃ শৈশুভক্তিহীনৈঃ<sup>৭</sup>দূরাশ্রয়ভিঃ ।

কুলোপদেশহীনৈশ্চ ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্ ॥১০॥

স্ত্রীবিদ্বেষী, গুরুশাপগ্রস্ত, ভক্তিহীন, দূরাশ্রয়, কুলোপদেশহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করবে না । ১০

পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞাঃ শ্রুতিস্মৃত্যর্থবেদিনঃ<sup>৮</sup> ।

কুলধর্মানভিজ্ঞাশ্চৈতৎসঙ্গং পরিবর্জয়েৎ<sup>৯</sup> ॥১১॥

যারা পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রবিদ্ তार्কিক, শ্রুতি ও স্মৃতির অর্থ যারা জানে তারা কুলধর্ম সম্বন্ধে যদি অনভিজ্ঞ হয় তা হলে তাদের সঙ্গ বর্জন করতে হবে । ১১

সংকুলে<sup>১০</sup> চ প্রসূতা বা বৃদ্ধাশ্চাচারবর্তিনঃ<sup>১১</sup> ।

তৎপূজাবিমুখা ম্যুশ্চৈতৎসংসর্গং পরিত্যজেৎ ॥১২॥

যারা সংকুলজাত, বৃদ্ধ অর্থাৎ পণ্ডিত, আচারপরায়ণ (স্মার্তাদি আচার) তারা যদি তোমার পূজাবিমুখ হয় তা হলে তাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে হবে । ১২

স্ত্রীপুত্রমিত্রবন্ধুনাং শিষ্টানামপি<sup>১২</sup> পার্বতি ।

কুলাচারানভিজ্ঞানাং সঙ্গতিং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥১৩॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, রতত্ত্বজ্ঞৈ ।

২ ঐ, সময়ভ্রষ্টৈ ।

৩ তা বি গ,—ঘ, চারিভিঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পাত্রসঙ্গতিম্ ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, ভ্রাপুষ্ঠৈঃ ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ভ্রাতৃহীনৈ ।

৭ ঐ,—খ, সেবিনঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিত্তমঃ ।

৮ তা বি গ,—ক, তৎসর্বং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ।

৯ তা বি গ,—গ, ঘ,ঙ, তৎকুলে ।

১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বৃদ্ধাচারপ্রবর্তকাঃ ।

১১ তা বি গ,—গ, শিষ্টাণাপি ।

প্রিয়ে পার্বতী, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধবদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হলেও যারা কুলাচারে অনভিজ্ঞ তাদের সঙ্গতি বর্জন করতে হবে। ১৩

অদৃষ্টপুরুষাণাঞ্চ<sup>১</sup> দেশান্তরনিবাসিনাম্ ।

বিনা সঙ্কেতযোগেন ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্কতিম্ ॥১৪॥

যারা না-দেখা মানুষ এবং যারা দেশান্তরবাসী মানুষ সঙ্কেতযোগ ছাড়া অর্থাৎ তারা কুলাচারপরায়ণ এরূপ সঙ্কেত না পেলে তাদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্কতি করতে নেই। ১৪

একপাত্রং ন কুবীত যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বরঃ ।

মন্ত্ৰাঃ পরাশ্রুতাস্ত্য<sup>২</sup> বিদ্বশ্চৈব পদে পদে ॥১৫॥

সাধক যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বর হয় তা হলেও একপাত্র স্থাপন করবে না। করলে তার মন্ত্রসমূহ বিমুখ হবে এবং পদে পদে বিদ্ব উপস্থিত হবে। ১৫

স্বপাত্রস্থিতহেতুঞ্চ ন দদ্যাৎস্তৈরবায় চ ।

যদি দদ্যাৎকুলেশানি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

ওগো কুলেশানী, স্বপাত্রস্থ মদ্য ভৈরবকে নিবেদন করতে নেই। যদি কেউ করে তা হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ১৬

আসনং ভোজনং পাত্রমম্বরং শয়নাদিকম্<sup>৩</sup> ।

অনভিজ্ঞৈরনর্হৈশ্চ সঙ্করং<sup>৪</sup> নৈব কারয়েৎ ॥ ১৭ ॥

আসন, ভোজন, মদ্যপাত্র, বস্ত্র, শয়নাদির সঙ্গে কুলাচারে অনভিজ্ঞ অযোগ্য ব্যক্তিদের আসনাদির সংমিশ্রণ করা হবে না। ১৭

স্রোতোভেদেন বা কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ<sup>৫</sup> পাত্রমেলনম্ ।

পূর্বদক্ষিণযোরৈক্যমুদকপশ্চিময়োস্তথা ॥ ১৮ ॥

স্রোতোভেদেন—স্রোতভেদ অনুসারে। স্রোত অর্থ ধারা, গুরুশিষ্যপরম্পরায় যে ধারা চলে আসছে। এই স্রোতে আশ্রয়ানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান-ধারা নির্দিষ্ট হয়েছে মনে হয়। কেননা, এতে পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম এই চার স্রোত বা ধারার উল্লেখ করা হয়েছে।

১ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, অদৃষ্টপুরুষাণাঞ্চ ।

২ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, পরাশ্রুতা যাস্তি ।

৩ তা বি গ,—উ, এবং র গ, মুপানং শয়নানি চ ।

৪ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, সঙ্করং ।

৫ তা বি গ,—উ, এবং র গ, কৌলিকৈঃ ।



স্রোতোভেদ অনুসারে কোলিক পাত্রমেলন করবে। পূর্বস্রোত ও দক্ষিণ-স্রোতের মধ্যে ঐক্য এবং উত্তরস্রোত ও পশ্চিমস্রোতের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। ১৮

তস্মিন্ ক্রমার্চনপরৈর্বীরৈঃ স্বসদৃশৈরপি।

কামিনীভিষ্চ তৎকুর্য্যৎ স্রোতসাঞ্চ চতুষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

ক্রমার্চনপরৈঃ—ক্রমার্চনপরায়ণদের সহিত। ক্রমার্চন ক্রমমতানুসারে অর্চনা। ক্রমমত কুলমত থেকে ভিন্ন অপর একটি মত। তবে কুলমতের সঙ্গে এই মতের অনেক মিলও আছে। এইজগ্য একে কুলমতের সোদর মত মনে করা হয়। চক্রকল্পনা ক্রমমতের অগ্ৰতম বৈশিষ্ট্য। ক্রমমতের সাধনায় চক্রপূজা বিহিত। (বিস্তৃত বিবরণ—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩১৮-২৮)

ক্রমার্চনারত বীরাচারী আয়সদৃশ সাধকদের এবং শক্তিদের সহিত সাধক চার স্রোত অনুসারেই পাত্রমেলন করবে। ১৯

যোগিভিধোগিনীভিষ্চ প্রদত্তং পূর্ণপাত্রকম্।

স্বমাতৃপাত্ৰ্কা মূলমন্ত্রজপ্তং<sup>১</sup> পিবেৎ প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, স্বমাতৃকামন্ত্র, পাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র জপ করে যোগীদের ও যোগিনীদের প্রদত্ত পূর্ণপাত্র পান করা উচিত। ২০

কচিৎ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং<sup>২</sup> মলিপাত্রস্ত্বং<sup>৩</sup> ভক্তিতঃ।

আদায় পূর্ববৎজপ্ত্বা পিবেদেবি গুরুং স্মরনু<sup>৪</sup> ॥ ২১ ॥

দেবী, কচিৎ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অলিপাত্র ভক্তিভরে গ্রহণ করে এবং পূর্ববৎ মন্ত্র জপ ও গুরুস্মরণ করে পান করা উচিত। ২১

গুরুশক্তিসুতানাম্ গুরুজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ।

স্বজ্যেষ্ঠস্থাপি চোচ্ছিষ্টং খাদেন্নাগম্য পার্বতি ॥ ২২ ॥

পার্বতী, গুরুর শক্তি এবং কণার, তাঁর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠেরও উচ্ছিষ্ট খাবে, অগ্নের নয়। ২২

শস্ত্র্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্ দ্রব্যং বীরোচ্ছিষ্টঞ্চ চৰ্ণণম্।

আত্মোচ্ছিষ্টং ন দাতব্যং পরকীয়ং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ২৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, মন্ত্রং চক্ৰং।

২ ঐ,—উ, এবং র গ, যদৃচ্ছয়া তু সম্প্রাত।

৩ তা বি গ,—খ, অলিপানস্ত।

৪ ঐ,—উ, এবং র গ, দেবি গুরুং স্বঞ্চ স্মরেৎ প্রিয়ে।

শক্তির\* উচ্ছিষ্ট মদ্য পান করবে, বীরের উচ্ছিষ্ট মূত্রা ভক্ষণ করবে।  
 ১ নজের উচ্ছিষ্ট কাউকে দেবে না। পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে না। ২৩

উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ<sup>১</sup>।

চক্রমধ্যেহপি দেবেশি অগ্নথাং<sup>২</sup> পতনং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

দেবেশী, এমন কি চক্রমধ্যেও নারীদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে কিন্তু  
 তাদেরকে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করবে না। এর অগ্নথা করলে পতন হবে। ২৪

কনিষ্ঠানাং শ্লিষ্টাণাং<sup>৩</sup> দদ্যাহুচ্ছিষ্টমম্বিকৈঃ।

দদ্যাৎ স্নেহেন যোহগ্নেভ্যঃ<sup>৪</sup> স ভবেদাপদাস্পদম্ ॥ ২৫ ॥

অম্বিকা, কনিষ্ঠদের ও নজের শিষ্যদের উচ্ছিষ্ট দেওয়া উচিত, যে স্নেহবশে  
 অগ্নদের দেয় সে আপদগ্রস্ত হয়। ২৫

আসবোচ্ছিষ্টপাত্রস্ত<sup>৫</sup> যো বা গৃহ্নাতি মোহতঃ<sup>৬</sup>।

স্নেহাল্লোভাৎ<sup>৭</sup> ভয়ান্নাপি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

মোহ, স্নেহ, লোভ বা ভয়ের কারণে যে মন্দের উচ্ছিষ্ট পাত্র গ্রহণ করে  
 তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ২৬

প্রোঢ়োল্লাসে কুলেশানি<sup>৮</sup> কুর্যাদবলিবিসর্জনম্<sup>৯</sup>।

পূজাগৃহাদ বহিঃ কুর্যাদ ত্রিকোণে তু<sup>১০</sup> গৃহান্তরে ॥ ২৭ ॥

কুলেশানী, প্রোঢ়োল্লাসে বলি বিসর্জন করতে হয়। পূজাগৃহের বাইরে  
 অগ্ন গৃহে ত্রিকোণে এটি করতে হবে। ২৭

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্য<sup>১১</sup> ধ্যায়েদ্দুচ্ছিষ্টভৈরবম্।

গদাশূলডমরুপাত্রহস্তং ত্রিলোচনম্।

কৃষ্ণাভং ভৈরবং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্ননিবারণম্ ॥ ২৮ ॥

গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতের দ্বারা উচ্ছিষ্টভৈরবের পূজা করে তাঁর ধ্যান করতে  
 হবে। তিনি ত্রিলোচন। তাঁর হাতে গদা, শিশূল, ডমরু এবং পান পাত্র।  
 তিনি কৃষ্ণাভ এবং সর্ববিঘ্ননিবারক। এইরূপে ভৈরবের ধ্যান করতে হবে। ২৮

১ তা বি গ,—খ, নাশ্তোচ্ছিষ্টং সমর্পয়েৎ। ২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নাশ্তথা।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কনিষ্ঠানাস্ত শিষ্টাণাং। ৪ তা বি গ,—খ, যোহগ্নোহুগ্নম্।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, আসনোচ্ছিষ্টপাত্রস্ত।

৬ ঐ, যো গৃহ্নাতি বিমুঢ়ধীঃ ; তা বি গ,—খ, মুঢ়ধীঃ।

৭ ঐ, মোহাৎ।

৮ র গ, মহাদেবি।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কুর্যাদলিবিসর্জনম্।

১০ তা বি গ,—খ, ত্রিকোণং ভূতগৃহান্তরে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ত্রিকোণং বা।

১১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শিষ্টো।

তারত্রয়ং সমুচ্চাৰ্য পশ্চাদ্দুচ্ছিফ্টভৈরবম্ ।

এহিযুগ্মং বলিং গৃহ্মুগ্মং হুঁ ফড়িতি<sup>১</sup> দ্বিঠান্তকঃ ॥ ২৯ ॥

বল্যুদ্বাসন<sup>২</sup> মন্ত্রোহয়ং দ্বাবিংশতিভিরক্ষরৈঃ ।

শান্তিস্তবং পঠেৎ পশ্চাত্তর্পয়েদলিবিব্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥

২৯ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়াধের অন্তর্ভুক্ত ‘ফট্ চ’ এই পাঠের পাঠান্তর পাদটীকায় নির্দেশ করে তারানাতথ বিদ্যারত্ন মহাশয় মন্তব্য করেছেন, বহুপুস্তকে ‘হুঁ ফড়িতি’ পাঠ থাকলেও হুঁ ফট্ পাঠ ধরলে মন্ত্রটির দ্বাবিংশতি অক্ষর হয় না বলে তিনি মূলে উক্ত পাঠ বর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি যে-পাঠ ধরেছেন তা ধরলেও অর্থাৎ ‘ফট্ স্বাহা’ এই পাঠ ধরলেও মন্ত্রটি দ্বাবিংশতি অক্ষরের হয় না ; একটি অক্ষর কম পড়ে। আমাদের মনে হয় ‘ফট্ চ’ এই পাঠের স্থলে ‘হুঁ ফট্’ এই পাঠই যথার্থ পাঠ। কেননা, তাতে মন্ত্রটিতে দ্বাবিংশতি অক্ষর পাওয়া যায়।

ত্রী<sup>৩</sup> উচ্চারণ করে উচ্ছিফ্টভৈরব বলতে হবে। এর পর দ্বার এহি, বলি, তারপর দ্বার গৃহ, হুঁ ফট্ স্বাহা বলতে হবে। তা হ’লে দাঁড়াল ত্রী<sup>৩</sup> উচ্ছিফ্টভৈরব এস এস, বলি গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, হুঁ ফট্ স্বাহা [মন্ত্রটি—ত্রী<sup>৩</sup> উচ্ছিফ্টভৈরব এহি এহি বলিং গৃহ গৃহ হুঁ ফট্ স্বাহা]।

এটি দ্বাবিংশতি অক্ষরের বলি-উদ্বাসন মন্ত্র। এরপর শান্তি স্তব পাঠ করে অলিবিব্দু দ্বারা তর্পণ করতে হবে। ২৯-৩০

যজন্তি দেব্যো হরপাদপঙ্কজম্

প্রসন্নধামামৃত<sup>৪</sup>মোক্ষদায়কম্ ।

অনন্তসিদ্ধান্তমতি<sup>৫</sup>প্রবোধকম্

নমামি চক্রাষ্টক<sup>৬</sup>যোগিনীশম্ ॥ ৩১ ॥

যোগিনীচক্রমধ্যস্থং মাতৃমণ্ডলবেষ্টিতম্ ।

নমামি শিরসা নাথং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্ ॥ ৩২ ॥

অনাদিঘোরসংসারধ্বাত্তৈকধ্বংসকারিণে<sup>৭</sup> ।

নমঃ শ্রীনাথবৈদ্যায়<sup>৮</sup> কুলৌষধিবিধায়িনে ॥ ৩৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, ফ ট্ চ ।

২ তা বি গ,—ক, বল্যুদ্বাসন ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, প্রসন্নধামস্থিত ।

৪ এ, এবং তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ময় ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, চাক্ষুষক ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরিধ্বংসৈকহেতবে । ৭ এ, বৈদ্যায় ।

দেবীরা প্রসন্নধাম-অমৃত-মোক্ষ-দায়ক হরপাদপদ্মের পূজা করেন। অনন্ত-সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধি-প্রবুদ্ধকারী চক্রাষ্টকযোগিনীশকে প্রণাম করি। যোগিনীচক্র-মধ্যস্থ মাতৃমণ্ডলবেষ্টিত ভৈরবীপ্রিয় ভৈরবকে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করি।

অনাদিঘোরসংসারের একমাত্রতিমিরনাশকারী কুলৌষধের ব্যবস্থাদায়ক বৈদ্যরূপ শ্রীনাথকে নমস্কার। ৩১-৩৩

আপদো দুরিতং রোগাঃ সময়াচারলজ্জনাং<sup>১</sup>।

যে তে সর্বৈঃ ব্যাপোহস্ত দিব্যচক্রস্য মেলনাং ॥৩৩॥

সময়াচারলজ্জনের জন্ম যে যে আপদ, পাপ এবং রোগ হয় সে-সব দিব্যচক্র-মেলনহেতু দূরীভূত হোক। ৩৪

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং কীর্তিলাভঃ সুখং জয়ঃ।

কান্তির্মনোহরা চাস্ত পাস্ত সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৫॥

আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, কীর্তিলাভ, সুখ, জয়, সুন্দর কান্তিলাভ হোক। সমস্ত দেবতা আমাকে (সাধককে) রক্ষা করুন। ৩৫

সম্পূজকানাং প্রতিপালকানাং যতীন্দ্রযোগীন্দ্রতপোধনানাম্।

দেশস্য রাষ্ট্রস্য কুলস্য রাজ্যঃ করোতু শান্তিং ভগবান্ কুলেশ ॥৩৬॥

পূজকদের প্রতিপালনকারী, যতীন্দ্র, যোগীন্দ্র, তপোধন—এদের এবং দেশ রাষ্ট্র কুল ও রাজ্যের ভগবান্ কুলেশ শান্তি বিধান করুন। ৩৬

নন্দস্ত সাধকঃ কুলায়য়ঃ<sup>২</sup> দর্শকা যে সিংহাসনাভ্যুযিতশাক্তঃ<sup>৩</sup> মহাব্রহ্মা যে।

নন্দস্ত সর্বকুলকোলঃ<sup>৪</sup> রতাঃ পরে যে চান্যে বিশেষপদভেদকশাস্ত্রবা যে ॥৩৭॥

সাধকদের কোলাচারানুসরণ যাঁরা দর্শন করেন এবং যাঁরা সিংহাসনাদিতে উপবিষ্ট শাক্ত অভিজাতবংশীয় তাঁরা আনন্দিত হোন। আনন্দিত হোন সর্বকুলকোলাচাররত উত্তম ব্যক্তির। এবং অগ্নি যাঁরা বিশেষপদ (যা জীব-স্বরূপকে সঙ্কুচিত করে তাই বিশেষপদ) বিনাশ করেন তাঁরা। ৩৭

নন্দস্ত সিদ্ধগুরবস্তদনুক্রমজ্ঞাঃ<sup>৫</sup> জ্যেষ্ঠানুগাঃ<sup>৬</sup> সময়িনো বটুকাঃ কুমার্যঃ।

যে<sup>৭</sup> যোগিনীপ্রবরবীরকূলে প্রসূতা নন্দস্ত ভূমিপতিগো<sup>৮</sup>ঃ দ্বিজসাপুত্রলোকাঃ ॥৩৮॥

১ তা বি গ,—খ, মেলনাং।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তৎসর্বাণি।

৩ তা বি গ,—খ, যড়্ বিধ।

৪ ঐ,—ক, ঘ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুলায়য়।

৫ ঐ,—ক, সূচ্যাদলক্ষ্যচতুরস্ত; ঐ,—গ, ঘ, সূচ্যাদলক্ষ্য চতুরস্ত।

৬ ঐ,—ঙ, সাধুকুলমর্ম।

৭ তা বি গ,—ঙ, স্তদনুক্রমোবাঃ।

৮ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, জ্যেষ্ঠানুগাঃ।

৯ ঐ,—খ, যড়্

১০ ঐ, ভূমিপতিগো; তা বি গ,—ঙ, আচার্যভূমিপতিগো।

সিদ্ধগুরুগণ এবং তাঁদের পরম্পরাবিদ ব্যক্তির, বৃদ্ধদের অনুগামী ব্যক্তির, আচারপরায়ণ (সময়াচারপরায়ণ) ব্যক্তির, বটুকেরা, কুমারীরা এবং যোগিনী-অভিষি বীরকুলেজাত ব্যক্তির, ভূপতি-গো-দ্বিজ-সাধুব্যক্তিগণ আনন্দিত হোন । ৩৮

নন্দস্ত নীতিনিপুণা নিরবদানিষ্ঠা নির্মৎসরা নিরুপমা নিরুপদ্রবাশ্চ ।

নিত্যং নিরঞ্জনরতা গুরবো নিরীহা<sup>১</sup> শান্তাশ্চ শান্তমনসো হতশোকশঙ্কাঃ ॥৩৯॥

নীতিনিপুণ, নিরবদানিষ্ঠাযুক্ত, ঈর্ষাশূন্য, তুলনাহীন, নিরুপদ্রব, নিত্য নিরঞ্জে নিবিষ্টিচিত্ত ব্যক্তির আনন্দিত হোন । আনন্দিত হোন গুরুরা, নিরীহ শান্ত নিরুদ্বিগ্নমনা ব্যক্তির এবং যাঁদের শোক এবং শঙ্কা অপগত হয়েছে একুপ ব্যক্তির । ৩৯

নন্দস্ত যোগনিরতাঃ কুলযোগযুক্তা হ্যাচার্যসাময়িক সাধকপুত্রকাশ্চ ।

গাবো দ্বিজা যুবতয়ো যতয়ঃ কুমার্যোধর্মৈ চরন্ত নিরতা গুরুভক্তলোকাঃ ॥ ৪০ ॥

যোগনিরত ব্যক্তির, কুলযোগসাধকেরা, আচার্যেরা, সময়াচাররত ব্যক্তির, সাধকপুত্রেরা, গো-সমূহ, দ্বিজগণ, যুবতীগণ, যতীগণ এবং কুমারীগণ আনন্দিত হোন । অনুরক্ত গুরুভক্ত ব্যক্তির ধর্মপথে চলুন । ৪০

নন্দস্ত সাধককুলা হ্রলমাঅনিষ্ঠাঃ<sup>২</sup> শাপাঃ পতন্ত সময়দ্বিমি<sup>৩</sup> যোগিনীনাম্ ।

সা শান্তবী স্মুরতু কাপি মমাপ্যবস্থা যত্যাং গুরোশ্চরণপঙ্কজমেব সত্যম্<sup>৪</sup> ॥৪১॥

সম্যক্ আঅনিষ্ঠ সাধকগণ আনন্দিত হোক । যারা সময়দ্বয়ে অর্থাৎ কুলাচারবিদেষী তাদের যোগিনীদের অভিষাপ লাগুক । আমারও এমন কোন শান্তবী অবস্থার স্মরণ হোক যাতে গুরুপাদপদ্মই সত্য হয় । ৪১

যাশ্চক্রক্রমভূমিকাবসত্যো নাড়ীষু যাঃ সংস্থিতা

যাঃ কারোদগতরোমকূপনিলয়া যাঃ সংস্থিতা ধাতুযু<sup>৫</sup> ।

উচ্ছাসোর্মিমহা<sup>৬</sup> তরঙ্গনিলয়া নিশ্বাসবাসাশ্চ যা

স্তা দেব্যো রিপুপক্ষভক্ষণরতা নন্দস্ত<sup>৭</sup> কৌলাচিটাঃ<sup>৮</sup> ॥ ৪২ ॥

১ তা বি গ,—খ, নিরংশাঃ ।

২ ঐ, হত ।

৩ ঐ, সাধকগুণানুনিমাদানিষ্ঠাঃ ; তা বি গ,—গ, ঘ হনিমাদানিষ্ঠাঃ ; ঐ,—ঙ, কুলান্যলিমাঅনিষ্ঠাম্ ।

৪ ঐ, পাপা জহন্ত সময়াদিশি ।

৫ তা বি গ,—খ, লভাং ; ঐ,—ঙ, সেবাং ।

৬ তা বি গ,—খ, সাধুযু ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এনং র গ, ধৃত-পাঠ ; তা বি গ,—ক, গ, উজ্জাসোর্মি ;

তা বি গ, উজ্জাসোর্মিমকং ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভক্ষণপরাক্ষপ্যন্ত ।

৯ ঐ, মন্ত্রাচিটাঃ ।

যাঁরা ষট্চক্রাদি ক্রমসংস্থিত ভূমিতে অবস্থান করছেন, যাঁরা নাড়ীতে কায়োদগত লোমকুপসমূহে ও রসরক্তাদি ধাতুতে অবস্থান করছেন, যাঁরা উচ্ছ্বাস-রূপ উর্মির মহাতরঙ্গে ও নিশ্বাসে অবস্থান করছেন, সেই রিশুভক্ষণরতা কোলি-কার্চিভা দেবীগণ আনন্দিত হোন । ৪২

যা দিব্যাঃ<sup>১</sup> কুলসম্ভবাঃ ক্ষিতিগতা যা দেবতাঃ<sup>২</sup> স্তোয়গা

যা নিত্যং প্রথিতপ্রভাঃ শিখিগতা যা মাতরিশ্বালয়াঃ<sup>৩</sup> ।

যা ব্যোমাহিতা<sup>৪</sup> মণ্ডলামৃতময়া যাঃ সর্বগাঃ সর্বদা—

স্তাঃ সর্বাঃ<sup>৫</sup> কুলমার্গপালনপরাঃ<sup>৬</sup> শান্তিং প্রযচ্ছন্ত মে ॥ ৪৩ ॥

যাঁরা স্বর্গস্থিতা, কুলসম্ভবা, ক্ষিতিগতা, যে দেবতারা জলগতা, যাঁরা নিত্য-প্রভাবিস্তারকারিণী, অগ্নিগতা, বায়ুগতা, আকাশে কক্ষপথে স্থাপিতা, যাঁরা সর্বগামিনী, সর্বদায়িনী, সেই সব কুলমার্গপালনপরায়ণা দেবীগণ আমাদের শান্তি দিন । ৪৩

উর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডে<sup>১</sup> বা দিবি গগনতলে ভূতলে বা তলে বা<sup>২</sup>

পাতালে বানলে<sup>৩</sup> বা সলিলপবনয়োর্ধ্বত্র ফুট্র স্থিতা বা ।

ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন<sup>১০</sup> ।

প্রীতা দেবাঃ সদা নঃ কৃত<sup>১১</sup> বলিবিধিনা পাস্ত্র বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ<sup>১২</sup> ॥ ৪৪ ॥

উর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডে, স্বর্গে, গগনতলে, ভূতলে, তলে, পাতালে, অনলে, সলিলে, পবনে কিংবা যেখানে সেখানে অবস্থিতা, ক্ষেত্রে, পীঠ-উপপীঠাদিতে স্থাপিতা, ধূপদীপাদির দ্বারা এবং সম্পাদিত বলি-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রীতা বীরেন্দ্রবন্দ্যা দেবীগণ আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন । ৪৪

১ তা বি গ,—গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, দেবাঃ ।

২ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, যা যা রতা ।

৩ ঐ,—ক, এবং র গ, যা নিত্য মুদিতপ্রভা ; তা বি গ,—খ, যা দেবাঃ কথিতাঃ প্রভাকরগতা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, নিখিগতা যা যা ভূবি প্রস্থিতাঃ ।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, ব্যোমাহিতা ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, দেবাঃ ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, পলায়নরতাঃ ৭ ঐ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, ব্রহ্মাণ্ডতো ।

৮ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, নিহলে বা ।

৯ ঐ,—ক, গ, ঙ, এবং র গ, তলে ।

১০ ঐ,—খ, ক্ষেত্রোপক্ষেত্রপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপালিমাংসৈঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তীর্থে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদান্তে সুরাঃ সর্বগুজ্যাঃ ।

১১ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শুভ ।

১২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্তূপ্যস্ত স্ত্রানদেব্যস্তলিবিপিশিতৈঃ ধূপদীপাদিকেন ।

ব্রহ্মা শ্রীঃ শেষদুর্গাণ্ডহবটুকগণা<sup>১</sup> ভৈরবাঃ ক্ষেত্রপাদা<sup>২</sup>

বেতালাদিত্যরুদ্রগ্রহবসুমন্সিদ্ধাস্পরোগুহকাদ্যাঃ<sup>৩</sup> ।

ভূতা গন্ধর্ববিদ্যাধরঋষিপিতৃযক্ষাসুরাঃ কিন্নরাদ্যা<sup>৪</sup>

যোগীশাশ্চারণাঃ কিংস্পুরুষমুনিবরাশ্চক্রগাঃ পাস্তু সৰ্বে ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা, শ্রী, শেষনাগ, দুর্গা, কার্তিক, বটুকগণ, ভৈরবগণ, ক্ষেত্রপালগণ, বেতালগণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, গ্রহগণ, বসুগণ, মনুগণ, সিদ্ধগণ, অঙ্গুরাগণ, গুহকগণ, ভূতগণ, গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধরগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, কিন্নরগণ, যোগীশ্বরগণ, চারণগণ, কিংস্পুরুষগণ, মুনিবরগণ, চক্রগামিগণ, এঁরা সকলে আমাদের রক্ষা করুন । ৪৫

দেহস্থখিলদেবতা গজমুখাঃ<sup>৫</sup> ক্ষেত্রাধিপা ভৈরবা

যোগিন্যো বটুকাশ্চ যক্ষপিতরো ভূতাঃ পিশাচা গ্রহাঃ ।

অন্যে ভূচরখেচরা দিশিচরা বেতালকাস্টেচকা-

স্তৃপান্তাং কুলপুত্রকয় পিৰতঃ পানং সদীপঞ্চরম্<sup>৬</sup> ॥ ৪৬ ॥

দেহস্থ সব দেবতাগণ, গজাননগণ, ক্ষেত্রাধিপতিগণ, ভৈরবগণ, যোগিনীগণ, বটুকগণ, যক্ষগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ, অন্যসব ভূচরগণ, খেচরগণ, দিক্চরগণ, বেতালগণ, স্টেচকগণ সকলে কুলপুত্রের প্রদত্ত দীপান্বিত চক্ৰসহ পানীয় পান করে তৃপ্ত হোন । ৪৬

সত্যঞ্জেদ্ গুরুবাক্যমেব পিতরো দেবাশ্চ চেদ্ যোগিনী<sup>৭</sup>

প্রীতা চেৎ<sup>৮</sup> পরদেবতা যদি ভবেদ্বোদাঃ<sup>৯</sup> প্রমাণং হি চেৎ

শাক্তেয়ং<sup>১০</sup> যদি দর্শনং ভবতি চেনাজ্ঞাপ্যমোঘাপি চেৎ<sup>১১</sup>

সত্যঞ্চাপি চ কৌলধর্মপরমং শ্যাম্নে জয়ঃ সর্বদা ॥ ৪৭ ॥

গুরুবাক্যই যদি সত্য হয়, পিতামাতা দেবগণ ও যোগিনী যদি সত্য হন, পরদেবতা যদি প্রীত হন, বেদ যদি প্রামাণ্য হয়, এই শাক্তমত যদি দর্শন হয়, গুরুর আজ্ঞা যদি অমোঘ হয়, তা হলে আমার এই কৌলধর্মোত্তমও সত্য এবং সর্বদা আমার জয় হবে । ৪৭

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, গণপতিরাদ্ ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, রুদ্রাদিত্যা গ্রহান্তে বসুপিতৃমুনয়ঃ সিদ্ধয়ো গুহকাষ্টাঃ ।

৩ তা বি গ,—ক, পিতৃযক্ষাসুরা দিব্যযোগাঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পিতরঃ কিন্নরা যক্ষনাগা ।

৪ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, যোগীশাশ্চাক্ররূপাম্ ।

৫ ঐ,—ঙ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, গজমুখা । ৬ ঐ,—ঙ, পিতরঃ পিতৃ সমীপে চক্রম্ ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চতুর্যো বেদাগমা যোগিনী । ৮ ঐ, ব্রহ্মাচেৎ ।

৯ ঐ, ব্রহ্মা । ১০ ঐ, শাক্তীয়ং । ১১ ঐ, চেনাজ্ঞাপ্যমোঘান্তি চেৎ ।

নন্দস্ত সাধকাঃ সৰ্বে নশস্ত কুলদূষকাঃ ।

অন্তঃস্থা শাস্তবী মেহস্ত<sup>১</sup> প্রসন্নোহস্ত গুরুঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সব সাধকেরা আনন্দিত হোন । কুলধর্মদূষকেরা সব বিনাশপ্রাপ্ত হোক ।  
আমার অন্তরে শাস্তবী অধিষ্ঠিতা হোন । গুরু সর্বদা প্রসন্ন হোন । ৪৮

যদ্যেষা ভৈরবী দেবী যদি ভৈরবশাসনম্

যদ্যেষ কুলধর্মঃ স্মাত্তদা নশস্ত দূষকাঃ ॥ ৪৯ ॥

ইনি যদি ভৈরবী দেবী হন, এ যদি ভৈরবশাসন হয়, এটি যদি কুলধর্ম হয়,  
তা হলে দূষকেরা বিনাশপ্রাপ্ত হোক । ৪৯

যাসামাজ্যপ্রভাবেণ স্থাপিতং<sup>২</sup> ভুবনত্রয়ম্ ।

নমস্তাভ্যঃ সমস্তাভ্যো যোগিনীভ্যো নিরন্তরম্ ॥ ৫০ ॥

যাঁদের আজ্ঞাপ্রভাবে ত্রিভুবন স্থাপিত হয়েছে সেই সব যোগিনীদের  
সকলকে নিরন্তর নমস্কার । ৫০

পিবস্ত<sup>৩</sup> মাতরং সর্বাঃ পিবস্ত কুলসত্তমাঃ<sup>৪</sup> ।

পিবস্ত ভৈরবাঃ সৰ্বে মম দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥

আমার দেহে অবস্থিত মাতৃকাগণ, কুলসত্তমগণ ও ভৈরবগণ পান  
করুন । ৫১

তৃপ্যস্ত<sup>৫</sup> মাতরং সর্বাঃ সমুদ্রাঃ সগণাধিপাঃ ।

যোগিণ্যঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ মম দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥

আমার দেহে অবস্থিত মাতৃকাগণ মুদ্রাসহ ও গণাধিপসহ তৃপ্ত হোন,  
যোগিনীগণ ও ক্ষেত্রপালগণ তৃপ্ত হোন । ৫২

শিবাদ্যবনিপর্যন্তং ব্রহ্মাদিস্তম্ভসংযুতম্ ।

কালাগ্ন্যাদিশিবাস্তঞ্চ জগদ্ যজ্ঞেন তৃপ্যতু ॥ ৫৩ ॥

শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত, ব্রহ্ম থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত, কালাগ্নি থেকে শিব পর্যন্ত  
জগৎ আমার যজ্ঞের ( এখানে মদ্যপানরূপ যজ্ঞ ) দ্বারা তৃপ্ত হোক । ৫৩

দ্বারস্থা মণিমণ্ডপস্য পরিতঃ শ্রীনন্দনে কাননে

শৃঙ্গাগারবিহারকন্দরমঠে বোম ( বোয়ালি ) শ্রশানে স্থিতাঃ ।

কুপস্থানগতাশ্চতুঃপথগতাঃ সন্দেশ<sup>৬</sup>সংস্থাস্থাশ্চ যে ।

পক্ষার্থাবহকেতুমানকুসুমাং গুরুস্ত তে পাস্ত চ ॥ ৫৪ ॥

১ তা বি গ,—অবস্থা শাস্তবীয়াস্ত । ২ র গ, স্থাপিতং । ৩ তা বি গ,—ক, তৃপ্যস্ত ।

৪ ঐ, সমুদ্রাঃ সগণাধিপাঃ ।

৫ তা বি গ,—ও, এবং র গ, পিবস্ত ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, সন্দেহ ।



পক্ষার্থাবহকেতুমানকুসুমং—অর্থ দুজ্জৈর্য । যথাসাধ্য একটি অর্থ করার চেষ্টা করা গেল । পক্ষার্থ—পক্ষবস্তু, অর্থাৎ পক্ষ, আবহ—প্রাপক, কেতু—চিহ্ন, মান—প্রমাণ, পক্ষপ্রাপকচিহ্ন প্রমাণ হার এমন কুসুম পক্ষার্থাবহকেতুমানকুসুম । এটি পদ্য । পক্ষপ্রাপকচিহ্ন পদ্যের মৃণাল । অতএব, পক্ষার্থাবহকেতুমানকুসুমং অর্থ পদ্যের থেকে অর্থাৎ পদ্যের মধু থেকে উদ্ভূতা মাধ্বী সুরা থেকে ।

যাঁরা দ্বারস্থিতা ; মণিমণ্ডপের সর্বত্র অবস্থিতা ; নন্দনকাননে, শৃঙ্গাগারে, বিহারে, কন্দরে, মঠে, বোমে, শ্মশানে অবস্থিতা, কুপস্থানগতা, চতুষ্পথ-গতা, সন্দেশে অর্থাৎ সন্দিগ্ধ অর্থে অবস্থিতা, তাঁরা (সেই দেবীগণ) পদ্যমধু উদ্ভূতা মাধ্বী সুরা থেকে গ্রহণ করুন এবং পান করুন । ৫৪

পঠিত্বাভ্যর্চনাপাত্রং সমুদ্রতা<sup>১</sup> গুরুঃ প্রিয়ে ।

ততো দদ্যাৎ স্বশিষ্টায়<sup>২</sup> প্রসাদং কুলনায়িকে ॥ ৫৫ ॥

কুলনায়িকা, প্রিয়ে, গুরু এই শ্লোত্র পাঠ করে অভ্যর্চনাপাত্র তুলে ধরবেন এবং তারপর নিজ শিষ্যকে প্রসাদ দেবেন । ৫৫

স্বাভীষ্টচেষ্ঠাচরণং<sup>৩</sup> প্রোঢ়ান্তঃ পরিকীর্তিতঃ ।

প্রোঢ়ান্তোল্লাসিতাদ্বেবি মুদিতৈ যোগিমণ্ডলে<sup>৪</sup> ।

যোগিনীমণ্ডলে চৈব ক্রমাদানন্দমুচ্যতে<sup>৫</sup> ॥ ৫৬ ॥

দেবী, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠান যে উল্লাসে হয় তাকে বলা হয় প্রোঢ়ান্ত । প্রোঢ়ান্তোল্লাস থেকে যোগিমণ্ডল আনন্দিত হলে পর ক্রমে যোগিনীমণ্ডলে আনন্দের কথা বলা হয় । ৫৬

তদারুঢ়েষু বীরেষু কার্যাকার্যং ন বিদ্যাতে ।

ইচ্ছব শাস্ত্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরী ॥ ৫৭ ॥

পরমেশ্বরী, প্রোঢ়ান্তোল্লাসে আরুঢ় বীরভাবের সাধকের আর কার্যাকার্য থাকে না । তার ইচ্ছাই শাস্ত্র হয়ে যায়, এই আমার আজ্ঞা । ৫৭

তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম শুভং বা যদি বাশুভম্ ।

তৎসর্বং দেবতাপ্রীতৈ জায়তে সুরসুন্দরী ॥ ৫৮ ॥

ওগো সুরসুন্দরী, এই উল্লাসে শুভ বা অশুভ যে-যে কর্ম করা হয় সে-সবই দেবতার প্রীতিজনক হয় । ৫৮

১ তা বি গ,—ক, সমুদ্রতা ; ঐ,—গ, সমুদ্র স্থ ।

২ তা বি গ,—খ, সুশিষ্টায় ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, চেষ্ঠাকরণং ।

৪ ঐ, প্রোঢ়ান্তো দ্যাসনে দেবৈর্বাতি তৈর্যোগিমণ্ডলে ।

৫ ঐ, যোগিনীমণ্ডলে চৈব ক্রিয়ম'ণং তদুচ্যতে ; তা বি গ,—খ, চক্রসানন্দমুচ্যতে ।

জল্লো জপফলং তদ্ভা<sup>১</sup> সমাধিরভিজায়তে<sup>২</sup> ।

বিক্রিয়া পূজনং দেবি উদিতং ভৈরবীবলিঃ<sup>৩</sup> ॥ ৫৯ ॥

দেবী জল্লো জপফল লাভ হয় । তদ্ভা হয়ে যায় সমাধি । অপচার হয় পূজা । সমাহৃত বস্তুমাত্র হয় ভৈরবীবলি । ৫৯

মুক্তিঃ শ্যচ্ছক্তিসংযোগঃ স্তোত্রং তৎকালভাষিতম্<sup>৪</sup> ।

ন্যাসোহবয়বসংস্পর্শো ভোজনং<sup>৫</sup> হবনক্রিয়া ॥ ৬০ ॥

শক্তিসংযোগ হয়ে যায় মুক্তি । সেই সময়কার ( শক্তিসংযোগকালের ) কথাবার্তা হয়ে যায় স্তোত্র । অবয়বসংস্পর্শ হয় ন্যাস আর ভোজন হয় হোম-কর্ম । ৬০

বীক্ষণং ধ্যানমীশানি শয়নং বন্দনং ভবেৎ ।

তদ্ভ্লাসরতানাস্ত<sup>৬</sup> যা চেষ্ঠা সা চ সংক্রিয়া ।

কার্যাকার্যবিচারস্ত যঃ করোতি স পাতকী ॥ ৬১ ॥

ঈশানী, বীক্ষণ হয় ধ্যান, শয়ন বন্দনা । সেই উল্লাসরত সাধকদের চেষ্ঠাই সংক্রিয়া অর্থাৎ পূজা । এ উল্লাসে যে কার্যাকার্য বিচার করে সে পাতকী । ৬১

এতচ্চক্রগতা বীরা<sup>৭</sup> বিজ্ঞেয়াঃ পরযোগিনঃ ।

যেনাপ্প্রবৃষ্টি<sup>৮</sup> মনুজাঃ সাক্ষাদ্ভৈরবরূপতাং<sup>৯</sup> ॥ ৬২ ॥

এই চক্রগত বীরভাবের সাধকদের পরযোগী বলে জানবে । এই চক্রগত হওয়ার দ্বারা মনুষ্যগণ সাক্ষাৎ ভৈরবরূপ প্রাপ্ত হয় । ৬২

সম্মোদঃ পরমানন্দঃ পতনং জ্ঞানবর্দ্ধনম্<sup>১০</sup> ।

বেণুবীণাদিবাদ্যঞ্চ কবিতারচনাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥

রোদনং ভাষণং প্রাতঃ<sup>১১</sup> সমুখানং বিজৃম্বনম্ ।

গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, জপো জল্লঃ ফলং তদ্ভাঃ ।

২ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং, র গ, বভিপীয়তে ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ছেদিতং ভৈরবে বলিঃ ।

৪ তা বি গ,—খ, কুলভাষণম্ ।

৫ ঐ,—ক, কণ্ডুতিঃ ।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তদ্ভ্লাসে কৃত্য নানা ।

৭ তা বি গ,—ক, ধীরা ।

৮ ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ, যে চাপ্রবৃষ্টি ।

৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, রূপভাক্ ।

১০ তা বি গ,—খ, সমোদঃ কোপশমনং তপনোহ্মাননর্জনং ঐ,—ঙ, এবং র গ,

সম্বেদ্যকোপশমনং পতনোহ্মানবর্জিতম্ ।

১১ তা বি গ,—ক, খ, ভাষণং প্রাতঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পতনোহ্মানব ।

( উক্ত উল্লাসাক্রম অবস্থায় ) যে-অতিহর্ষ তাই পরমানন্দ, পতন জ্ঞানবর্ধক । দেবী, বেণুবীণাদিবাদন, কবিতারচনা, রোদন, ভাষণ, পতন, উত্থান, বিজ্ঞান, গমন, অপচার, সব কিছুকেই যোগ বলা হয় । ৬৩-৬৪

চক্রেহস্মিন্ যোগিনো বীরা যোগিণো মদমস্থরাঃ<sup>১</sup> ।

সমাচরন্তি দেবেশি যথোল্লাসং মনোগতম্ ॥ ৬৫ ॥

এই চক্রে যোগীরা বীর, যোগিনীরা মদমস্থরা । দেবেশী, তারা উল্লাস-বিহিত আপন অভিপ্রেত আচরণ করে । ৬৫

শনৈঃ পৃচ্ছন্তি<sup>২</sup> পার্শ্বস্থান্ বিস্মৃত্যাবিবক্ষিতম্<sup>৩</sup> ।

নিধায়<sup>৪</sup> বদনে পাত্ৰং নির্বিগ্না নিবসন্তি চ ॥ ৬৬ ॥

সাধকেরা কি বলতে চাচ্ছিল ভুলে গিয়ে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে । পাত্র মুখে তুলে নির্বেদযুক্ত হয়ে অবস্থান করে । ৬৬

মত্তা স্বপুরুষং মত্তা কান্তান্ধমবলম্ভতে<sup>৫</sup> ।

তথৈব পুরুষশ্চাপি প্রোঢ়ান্তোল্লাসসংযুতঃ<sup>৬</sup> ॥ ৬৭ ॥

মত্তা কান্তা অল্পপুরুষকে নিজের পুরুষ মনে করে অবলম্বন করে । প্রোঢ়া-ন্তোল্লাসযুক্ত পুরুষও তাই করে অর্থাৎ নিজের শক্তি মনে করে অল্পশক্তিকে অবলম্বন করে । ৬৭

পুরুষঃ পুরুষং মোহাদালিঙ্গত্যাঙ্গনাঙ্গনাম্ ।

পৃচ্ছতি স্বপতিং মুগ্ধা কপ্তং কাহম্ ইমে চে কে<sup>৭</sup> ॥ ৬৮ ॥

কিং কার্যং বয়মায়াতাঃ কিমর্থমিহ সংস্থিতাঃ ।

উদ্যানং কিমিদং হস্ত গৃহং কিং প্রাঙ্গণং<sup>৮</sup> কিমু ॥ ৬৯ ॥

মোহবশতঃ পুরুষ পুরুষকে ( অঙ্গনা মনে করে ) আর অঙ্গনা অঙ্গনাকে ( পুরুষ মনে করে ) আলিঙ্গন করে । মুগ্ধা অঙ্গনা নিজের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি ? আমি কে ? এরা কারা ? কি কাজে আমরা এসেছি ? এখানে কেন রয়েছি ? এ কি উদ্যান ? না গৃহ ? না প্রাঙ্গণ ? ৬৮-৬৯

মুখে আপূর্য মদিরাং পায়য়ন্তি স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ান্ ।

উপদংশং মুখে ক্ষিপ্তু<sup>১</sup> নিক্ষিপন্তি প্রিয়াননে ॥ ৭০ ॥

১ তা বি গ,—ক, মদমস্থরা ।

২ ঐ,—ও, এবং র গ, পৃচ্ছতি ।

৩ ঐ, বিচেষ্টিতম্ ।

৪ ঐ, বিধায় ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, যদন্ত্যং পুরুষং মোহাৎ কান্তান্ধমবলম্ভতে ।

৬ ঐ,—গ, ঙ, এবং র গ, তথৈব পুরুষশ্চাপি প্রোঢ়ান্তোল্লাসেন সংযুতম্ ।

৭ তা বি গ,—ক, ইহাম্বকে ।

৮ ঐ, কিস্বাথং গগনং ।

সাধকেরা নিজের মুখে মদিরা পুরে তা আপন আপন প্রিয় নারীদের পান করায় । উপদংশ অর্থাৎ চাট মুখে নিয়ে তা প্রিয়ামুখে নিক্ষেপ করে । ৭০

গৃহস্থ্যাগ্নোপাত্রাণি<sup>১</sup> বাজ্ঞানানি চ শাস্তবি ।

ধৃত্বা শিরসি নৃত্যন্তি মদ্যভাণ্ডানি যোগিনঃ<sup>২</sup> ॥ ৭১ ॥

ওগো শাস্তবী, যোগীরা একে অগ্নির পাত্র ও ব্যঞ্জন গ্রহণ করে এবং মদ্য-ভাণ্ড মাথায় নিয়ে নৃত্য করে । ৭১

অজ্ঞানকরতালাস্তমস্পষ্টা<sup>৩</sup>ক্ষরগীতকম্ ।

প্রস্থলংপদবিদ্যাসং<sup>৪</sup> নৃত্যন্তি কুলশক্তয়ঃ ॥ ৭২ ॥

কুলশক্তিরী বেহসের মতো করতালি দিয়ে গান করে কিন্তু সে গানের কথা জড়িয়ে যায় । তারা নাচে কিন্তু তাদের পা ঠিক থাকে না অর্থাৎ টলে টলে নাচে । ৭২

যোগিনো মদমত্তাশ্চ পতন্তি প্রমদোপরি<sup>৫</sup> ।

মদাকুলাশ্চ যোগিণ্যঃ পতন্তি পুরুষোপরি<sup>৬</sup> ॥ ৭৩ ॥

মদমত্ত যোগীরা প্রমদাদের ( যোগিনীদের ) গায়ের উপরে পড়ে আর মদাকুলা যোগিনীরা পুরুষদের ( যোগীদের ) গায়ের উপরে পড়ে । ৭৩

মনোরথসুখং পূর্ণং কুর্বন্তি চ পরস্পরম্ ।

ইত্যাদিবিবিধাং চেষ্টাং কুর্বন্তি কুলনায়িকে ॥ ৭৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, তারা পরস্পরের অভীষ্ট সুখাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে । এই প্রকার এবং অগ্নি বিবিধ কর্মানুষ্ঠান তারা করে । ৭৪

বিকৃতিং মনসো হিত্বা যদোল্লাসঃ প্রবর্ততে<sup>৭</sup> ।

তদা তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৫ ॥

যোগীদের মনের বিকার পরিহার করার পর যখন উল্লাস প্রবর্তিত হয় তখন সেই যোগিপুঙ্গবেরা দেবতাভাব প্রাপ্ত হয় । ৭৫

কৌলিকান্ ভৈরবাবেশান্ যো বা নিন্দতি মৃদুধীঃ ।

তং নাশয়ন্ত্যসন্দেহং যোগিণ্যঃ কুলনায়িকে<sup>৮</sup> ॥ ৭৬ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, গৃহস্থি পাণিমগ্নো নাম্ । ২ তা বি গ,—ক, যোগিতঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সঙ্গীতকরতালঞ্চ বিস্পষ্টা । ৪ ঐ, বসনাস্পন্দবিন্যাসং ।

৫ ঐ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, প্রমদোপরি । ৬ তা বি গ,—খ, রসি ।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, য উল্লাসং প্রকুর্বতে । ৮ ঐ,—ঙ, স্ব ; র গ, নাশয়ন্ত্যসন্দেহো ।

৯ তা বি গ,—খ, কুলনায়িকাঃ ।

ওগো কুলনাথিকা, যে মন্দমতি ব্যক্তি ভৈরবাবিষ্ট কৌলিকদের নিন্দা করে, যোগিনীরা নিঃসন্দেহ তাকে বিনাশ করেন । ৭৬

ন নিন্দেন্ন হসেং কাপি চক্রে মধুমদাকুলান্ ।

এতচ্চক্রগতাং বার্তাং বহিনৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

মধুমদাকুলান্—মহয়ার মন্যপানে অথবা মধুজাত মন্যপানে বিহ্বল সাধক-দিগকে ।

চক্রে অধিষ্ঠিত মধুমদাকুল সাধকদের কোথাও নিন্দা করবে না এবং উপহাস করবে না । এই চক্রের কথা বাইরে প্রকাশ করবে না । ৭৭

তেভ্যো দ্রোহং ন কুবীত নাহিতঞ্চ<sup>১</sup> সমাচরেৎ ।

ভক্ত্যা সংকারয়েদেতান্<sup>২</sup> গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ<sup>৩</sup> ॥ ৭৮ ॥

তাদের অপকার করবে না, অহিতাচরণ করবে না । ভক্তিসহকারে এদের সমাদর করবে এবং অতিশয় যত্নসহকারে এদের গোপন রাখবে । ৭৮

চক্রে মদাকুলান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়েদেবতাধিয়া ।

মোদতে বন্দতে<sup>৪</sup> ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ<sup>৫</sup> যোগিনীপদম্ ॥ ৭৯ ॥

চক্রে মদাকুল সাধকদের দেখে তাদের দেবতাবুদ্ধিতে যে চিন্তা করে, আনন্দিত হয় এবং ভক্তিভরে তাদের বন্দনা করে, সে যোগিনীপদ প্রাপ্ত হয় । ৭৯

পশ্বেদেবস্বিধং চক্রং যো ভক্ত্যা কৌলিকঃ প্রিয়ে ।

ব্রততীর্থতপোদানযজ্ঞকোটিফলং লভেত ॥ ৮০ ॥

প্রিয়ে, যে কৌলিক এরূপ চক্র ভক্তিসহকারে দর্শন করে সে কোটি ব্রত তীর্থ তপস্যা দান এবং যজ্ঞের ফল লাভ করে । ৮০

উন্ননাঃ পতনোথানে মূৰ্ছনা<sup>৬</sup> চ মুহূৰ্ম্মহঃ ।

উন্ননাখ্য<sup>৭</sup> তহ্মাসে ষষ্ঠে বীরসমর্চিত<sup>৮</sup> ॥ ৮১ ॥

১ তা বি গ,—ক, ন কোপঞ্চ ।

২ ঐ,—খ, সংরক্ষয়েদেতান্ ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, সংগ্রাহয়েত্তচ্চ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, গোপয়েন্মাতৃজারবৎ ।

৪ তা বি গ,—ক, নন্দতে ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যদীচ্ছেৎ ।

৬ তা বি গ,—ক, উন্নাদাপতনোথান ; ঐ,—খ, পতনোৎপাতং মুৰ্ছনা চ ।

৭ ঐ,—খ, উন্নভাণ্য ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, উন্ননাশ্চ ।

৮ তা বি গ,—গ, ঘ,—খৃত পাঠ ; তা বি গ, চক্রে বীরসমর্চিত ; ঐ,—খ, ষষ্ঠে বীর-সমর্চিত ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ভবেৎ ষষ্ঠে সমর্চিতঃ ।

ওগো বীরপূজিতা, উন্মাদা নামক বর্ষ উল্লাসে সাধকদের মুগ্ধমুগ্ধ উত্থান-  
পতন এবং মূর্ছা হয় বলে তারা উন্মাদা হয় । ৮১

চিরং সংবিদধাতো<sup>১</sup> তৌ যৌ হি কর্মপরাক্ষরৌ<sup>২</sup> ।

পরং ব্ৰহ্মানুসন্ধানকাঙ্ক্ষিতৌ কুলনায়িকৌ<sup>৩</sup> ॥ ৮২ ॥

যৌ—যে দুজন অর্থাৎ শিব ও শক্তি ।

কর্মপরাক্ষরৌ—কর্মপর এবং অক্ষর যে দুই । কর্মপর—কর্মের অর্থাৎ  
সৃষ্টিাদি কর্মের কারণ । অক্ষর—ক্রিয়াশূন্য, স্থির, অব্যয় ।

ওগো কুলনায়িকা, যে দুজন কর্মপর এবং অক্ষর, যে দুজন পরব্রহ্মসন্ধানের  
আকাঙ্ক্ষিত তাঁরা চিরসংবিৎ বিধান করেন । ৮২

দেহেয়ান্দিগামবশশ্চানবস্থা<sup>৪</sup> নিগদ্যতে ।

অনবস্থাবিধানেশ্বিন্ উল্লাসে সপ্তমে প্রিয়ে<sup>৫</sup> ॥ ৮৩ ॥

পরামন্ত্রস্বরূপোহসে<sup>৬</sup> জায়তে মূর্ছনাভবঃ<sup>৭</sup> ।

মূর্ছনাসন্নিকর্ষৌ হি মূলং<sup>৮</sup> মুক্তেঃ পরং বিদ্বঃ<sup>৯</sup> ॥ ৮৪ ॥

প্রিয়ে দেহেন্দিয়ের অবশ অবস্থাকে অনবস্থা বলা হয় । অনবস্থাবিধান-  
কারী এই সপ্তম উল্লাসে মূর্ছাপ্রাপ্ত সাধক পরামন্ত্রস্বরূপ হয়ে যায় । মূর্ছা-  
সন্নিকর্ষই মুক্তির পরম মূল বলে জানবে । ৮৪

অন্তর্লক্ষ্যো<sup>১০</sup> বহির্দৃষ্টিনিমেষোন্মেষবজিতঃ ।

এষা তু শাস্তবী<sup>১১</sup> মুদ্রা শিবস্য সমবায়িনী<sup>১২</sup> ॥ ৮৫ ॥

লক্ষ্য অন্তরে, দৃষ্টি বাহিরে কিন্তু সে-দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবজিত অর্থাৎ পলক-  
হীন । শিবের সমবায়িনী এইটি শাস্তবী মুদ্রা । ৮৫

১ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সংবিদধাতো ।

২ ঐ,—ক, বিংশদ্বিধাতো তৌ যৌ বিদন্ত পরমাক্ষরৌ ।

৩ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পরং ব্ৰহ্মানুসন্ধানকাঙ্ক্ষিতৌ ; ঐ,—ঙ, পরং  
ব্ৰহ্মার্শসন্ধানং কালং ভুঙ্তে পরং বিদ্বঃ ; র গ, পরং ব্ৰহ্মার্শসন্ধানাকালং ভুঙ্তে  
পরং বিদ্বঃ ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেহেন্দিগামবশঃ সমবস্থা ।

৫ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সমবস্থাভিধে তস্মিন্ ততোল্লাসে সমং ভবেৎ ।

৬ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মূর্ছনা পরা ।

৭ ঐ,—খ, সন্নিকর্ষে মিমূলং ।

৮ ঐ,—ক, অন্তর্লক্ষ্যো ; ঐ,—খ, অন্তর্লক্ষ্যো ।

৯ ঐ,—ক, খ, এবং র গ, খেচরী ।

১০ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্পতঃস্থগোপিতা ; ঐ,—ঘ, শিবস্য সমবায়িনী ;

ঐ,—ঙ, এবং র গ, শিবস্য কামদায়িনী ।

সর্বোত্তীর্ণা সদাহস্তা সামরস্যসমাকৃতিঃ<sup>১</sup> ।

অনয়োঃল্লাসিনো বীরাঃ শিবা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সদাহস্তা—সদা অহস্তা । অহস্তা—অহংতা, অহংভাব । অতএব অর্থ দাঁড়াল  
সদা অহংভাব অর্থাৎ অহংভাবরূপিনী । সামরস্যসমাকৃতিঃ—সামরস্যসমরূপা ।  
সামরস্য—“শিবশক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং সমপ্রধানরূপে মেলনের  
নাম সামরস্য” ।

অনয়োঃল্লাসিনঃ—অনয়া উল্লাসিনঃ অর্থাৎ এই মুদ্রা দ্বারা উল্লাসযুক্ত ।

এই মুদ্রা সর্বোত্তীর্ণা, সদা অহংতারূপিনী, সামরস্যসমরূপা । এ দ্বারা  
উল্লাসযুক্ত বীর সাধকেরা শিবই, এ বিষয়ে সংশয় নেই । ৮৬

নরাঃ কিমপি<sup>২</sup> জানন্তি স্বাশ্রয়ানপরায়ণাঃ<sup>৩</sup> ।

তদা যৎপরমং সৌখ্যং মনোবাচামগোচরম্<sup>৪</sup> ॥ ৮৭ ॥

তখন বাক্য ও মনের অগোচর যে-পরম সুখ লাভ হয় স্বাশ্রয়ানপরায়ণ  
ব্যক্তিরা তার কিছুটা জানতে পারেন । ৮৭

স্বয়মেবানুভূয়ন্তে শর্করা<sup>৫</sup>ক্ষীরপানবৎ ।

কীদৃশং<sup>৬</sup> তাদৃশং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে ।

দৃশ্যতে<sup>৭</sup> পুলকাদৈর্ঘ্যং<sup>৮</sup> তদ্ব্রহ্মাধ্যানমুচ্যতে ॥ ৮৮ ॥

পুলকাদৈঃ—পুলক প্রভৃতির দ্বারা । পুলক অর্থ রোমাঞ্চ । রোমাঞ্চ  
অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের অগতম । কাজেই পুলকাদি দ্বারা অষ্ট সাত্ত্বিকভাব  
সূচিত হয়েছে । অষ্ট সাত্ত্বিকভাব, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু,  
বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় । এই সব পূর্বোক্ত সুখের বহিঃপ্রকাশ ।

শর্করায়ুক্ত দ্বন্ধ পান করলে তাই যে-সুখ তা যে পান করে সে শুধু নিজের  
অনুভব করে, এই সুখ কি রকম তা বলতে পারে না, তেমনি পূর্বোক্ত সুখও

১ তা বি গ,—খ, সামরস্যসমাকৃতিঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমাঙ্গা চৈব সংকৃতিঃ ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, অনুব্রূণা ।

৩ ঐ, ন কিঞ্চিদপি ; তা বি গ,—খ, ন কিঞ্চিদপি ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, স্বানুষ্ঠানপরায়ণাঃ ।

৫ তা বি গ,—গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ,

তদা যান্তি পরমং সৌখ্যং মনোবাচামগোচরম্ ।

৬ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শর্করাঃ ; ঐ,—খ, গ, ঘ, স্বয়মেবানুভবতি শর্করা ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কীদৃশং ।

৮ তা বি গ,—খ, দৃশ্যতে । ৯ ঐ,—ক, গ, পুলকাদৈর্ঘ্যম্ ।

সাধক নিজে শুধু অনুভব করে, তা কেমন বলতে পারে না। পুলকাদি দ্বারা যা দৃশ্যমান তাকেই বলে ব্রহ্মধ্যান। ৮৮

যং সুখং বিদ্যতে ধ্যানেন দেবাবেশকরং<sup>১</sup> পরম্।

কথিত্বং নৈব শক্লোতি<sup>২</sup> প্রকল্পস্তংসমাহিতঃ ॥ ৮৯ ॥

ধ্যানেন দেবাবেশকারক যে-পরম সুখ বিদ্যমান সেই ধ্যানেন সমাহিত প্রবুদ্ধ ব্যক্তিও তা প্রকাশ করতে পারে না। ৮৯

ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দ<sup>৩</sup> পরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ।

ক্ষণেহপ্যন্তর্হিতে তস্মিন্<sup>৪</sup> শোচন্ত্যাসংহতা<sup>৫</sup> ইব ॥ ৯০ ॥

আসংহতা—সংহত অর্থ সংযুক্ত। আসংহত মানে সংহতের বিপর্যয় হয়েছে এমন অর্থাৎ অসংহত, মানে যোগচ্যুত।

ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দই যাহাদের একমাত্র বিষয় সেই সুকৃতি ব্যক্তিরা ক্ষণ-কালের জন্মও সে আনন্দ অন্তর্হিত হলে আসংহতদের মতো শোক করে। ৯০

সপ্তমোল্লাসযুক্তানাং ভক্তজ্ঞানাং মহাফলম্<sup>৬</sup>।

অষ্টৌ ত্রিকালজ্ঞানোথা প্রত্যয়াশ্চ কুলেশ্বরী।

অষ্টাবস্থাশ্চ কম্পাদ্যা<sup>৭</sup> জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ। ৯১ ॥

অষ্ট প্রত্যয়—সপ্তমোল্লাসযুক্ত ব্যক্তিদের অষ্ট প্রত্যয় কি কি তা তাঁরাই শুধু বলতে পারেন। অগ্নেরা কেবল অনুমান করতে পারেন। আমাদের অনুমান এখানে গুরু, দেবতা, মন্ত্র, আগম, আশ্রয়, পরম্পরা (সম্প্রদায়), ভাব ও আচার এই অষ্টবিষয়ে প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে। যথার্থতঃ কি কি প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা সাধনমর্মজ্ঞরাই প্রকাশ করতে পারেন।

অষ্ট অবস্থা, যথা—কম্প, রোমাঞ্চ, স্মুরণ, প্রেমাশ্রু, স্বেদ, হাঁস, লাস্য এবং গায়ন।

কুলেশ্বরী, সপ্তমোল্লাসযুক্ত তোমার ভক্তদের মহাফল লাভ হয়। তাদের ত্রিকালজ্ঞানসম্বৃত অষ্ট প্রত্যয় এবং কম্পাদি অষ্ট অবস্থা সঙ্গীত হয়। ৯১

১ তা বি গ,—গ, ঘ, -ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ দেবাবেশকরং।

২ তা বি গ, এবং র গ, -ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শক্লোতি।

৩ ঐ, এবং র গ, -ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ব্রহ্মজ্ঞানপরানন্দ। ৪ তা বি গ,—ক, চিত্তে।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, -ধৃত পাঠ ; ঐ,—খ, শোচন্ত্যাহিত্য ইব ; তা বি গ,—শোচন্ত্যস্তি হতপ্রভাঃ।

৬ ঐ,—খ, এবং র গ, ভক্তজ্ঞানাং মহাফলম্। ৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্মারপাদ্যা।



বহুনাত্র কিমুক্তেন অগ্নিমানুষ্যসিদ্ধয়ঃ ।

প্রতীহারিপদং প্রাপ্তাঃ সেবন্তে মন্দিরং চিরম্ ॥৯১॥

অগ্নিমাди অষ্ট সিদ্ধি—অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামবসায়িতা ।

এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে । অগ্নিমাদি অষ্টসিদ্ধি সেই সাধকের গৃহে প্রতীহারীপদে নিযুক্ত হয়ে নিয়ত সেবা করে । ৯২

যে গুণাঃ পরমেশস্য পঞ্চবক্তৃ তনোঃ<sup>১</sup> শুভাঃ ।

তে গুণাঃ কুলতত্ত্বজ্ঞে তত্ত্বজ্ঞানসমাহিতাঃ<sup>২</sup> ॥ ৯৩ ॥

পঞ্চাননমূর্তি পরমেশ্বরের যে-সব শুভ গুণ সেই-সব তত্ত্বজ্ঞানসমাহিত গুণ তত্ত্বজ্ঞ সাধকে বিদ্যমান । ৯৩

আরম্ভস্তরুণশৈব যৌবনং প্রৌঢ়মেব চ ।

তদন্তো জাগ্রদিত্যুক্তশোন্মনাঃ<sup>৩</sup> স্বপ্ন উচ্যতে ॥ ৯৪ ॥

অনবস্থঃ<sup>৪</sup> সুষুপ্তিঃ শ্যাদবস্থাত্রয়সংযুতাঃ<sup>৫</sup> ।

সপ্তোল্লাসকঃ<sup>৬</sup> যো বেত্তি স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥ ৯৫ ॥

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত—এই উল্লাসগুলিকে জাগ্রৎ-অবস্থা আর উন্মনাকে বলা হয় স্বপ্ন-অবস্থা । অনবস্থ উল্লাস সুষুপ্তি । অনবস্থ-উল্লাসে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সংযোগ হয় বলে এটি অনবস্থ । যে সপ্তোল্লাস অবগত হয় সে মুক্ত, সে কৌলিক । ৯৪-৯৫

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ ।

নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯৬ ॥

ভৈরবীচক্রে প্রবৃত্ত হলে সব বর্ণই দ্বিজ আর ভৈরবীচক্র থেকে নিবৃত্ত হলে সব বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯৬ ॥

স্ত্রী বাথ পুরুষঃ ষণ্ডশচণ্ডালো বা দ্বিজোক্তমঃ ।

চক্রেহস্মিন্বেব ভেদোহস্তি সর্বে শিবসমাঃ<sup>৭</sup> স্মৃতাঃ ॥ ৯৭ ॥

১ তা বি গ,—খ, পঞ্চতত্ত্বমনঃ ; ঐ,—উ, এবং র গ, পঞ্চবক্তৃ মনোঃ ।

২ তা বি গ,—ক,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, তত্ত্বজ্ঞানসমাহিতাঃ ; তা বি গ,—ঘ, তত্ত্বজ্ঞানসমাহিতাঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, জাগ্রদিত্যুক্তঃ সোন্মনাঃ ।

৪ ঐ,—উ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—গ, ঘ, অনর্চহা ; তা বি গ,—সমবস্থা ।

৫ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অবস্থাত্রয়সংযুতা ।

৬ তা বি গ,—উ অষ্টোল্লাসকঃ । ৭ তা বি গ,—খ, উ, দেবসমাঃ ; র গ, দেবাঃ সমাঃ ।

এই চক্র স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, চণ্ডাল, দ্বিজোত্তম এরূপ কোনো ভেদ করা হয় না। এতে সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। ১৭

নানামোদগতান্তস্ত<sup>১</sup> গঙ্গাং প্রাপ্য যথৈকতাম্।

যাতি শ্রীচক্রমধ্যেহপি চৈকত্বং সর্বমানবাঃ ॥ ৯৮ ॥

নানাগন্ধযুক্ত জল যেমন গঙ্গায় পড়ে এক হয়ে যায় তেমনি শ্রীচক্রমধ্যে সব মানুষ একত্ব লাভ করে। ৯৮

ক্ষীরেণ সহিতং তোল্লং ক্ষীরমেব যথা ভবেৎ।

তথা শ্রীচক্রমধ্যে তু জাতিভেদো ন বিদ্যতে ॥ ৯৯ ॥

দুধের সঙ্গে মিশে জল যেমন দুধ হয়ে যায় তেমনি শ্রীচক্রমধ্যে জাতিভেদ থাকে না। ৯৯

স্বর্গাদিপুণ্যলোকেষু দেবাদন্যদ্ যথা নহি।

তথৈব চক্রমধ্যেহপি দেবতাঃ সর্বমানবাঃ ॥ ১০০ ॥

স্বর্গাদি পুণ্যলোকে যেমন দেবতা ভিন্ন অণু কেউ থাকে না তেমনি চক্রমধ্যেও সব মানুষই দেবতা। ১০০

জাতিভেদো ন চক্রেহস্মিন্ সর্বে শিবসমাঃ স্মৃতাঃ।

বেদেহপি স্থিতং মেবং হি সর্বং হি ব্রহ্ম চাত্রবীৎ ॥ ১০১ ॥

এই চক্রে জাতিভেদ নেই ; সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। এরূপ মত বেদেও প্রতিষ্ঠিত। বেদ বলেছেন সবই ব্রহ্ম। ১০১

বহুনাত্র কিমুক্তেন চক্রমধ্যে কুলেশ্বরী।

মজ্রপাঃ পুরুষাঃ সর্বে ভূজপাঃ প্রমদাঃ প্রিয়ে ॥ ১০২ ॥

প্রিয়ে, কুলেশ্বরী, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। চক্রমধ্যে সব পুরুষ আমাদের রূপভেদ আর সব নারী তোমার রূপভেদ। ১০২

চক্রমধ্যে তু মৃঢ়ায়া জাতিভেদং কেরোতি যঃ।

তং ভক্ষয়ন্তি যোগিগন্তং শপন্তি কুলেশ্বরী<sup>৩</sup> ॥ ১০৩ ॥

কুলেশ্বরী, যে মৃঢ়ায়া চক্রমধ্যে জাতিভেদ করে যোগিনীরা তাকে অভিশাপ দেয় এবং ভক্ষণ করে। ১০৩

স্ত্রীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্যতমং পৃথক্।

অথবা মিথুনং কৃত্বা ক্রমাৎ সমুপ<sup>৪</sup>বেশয়েৎ ॥ ১০৪ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, নাগরি নিঋ'রাদ্যম্‌বু।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, বেদোপস্থিত।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, স্থাং শপে কুলনারিকে।

৪ তা বি গ,—ক, ক্রমাত্ত্বপ।

( চক্রমধ্যে ) নারীদের এক জায়গা, পুরুষদের অন্য পৃথক্ জায়গা । অথবা তাদের জোড়া জোড়া করে যথাক্রমে বসাতে হবে । ১০৪

পঙক্ত্যাকারেণ বা সম্যক্ চক্রাকারেণ বা প্রিয়ে ।

শিবশক্তিবিশ্বা সর্বং চক্রমধ্যে সমর্চয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

প্রিয়ে, চক্রমধ্যে পঙক্তির আকারে অথবা চক্রের আকারে সকলকে বসিয়ে শিবশক্তিবুদ্ধিতে তাদের পূজা করতে হবে । ১০৫

অবিভক্তৌ যথা আবাং লক্ষ্মীনারায়ণৌ যথা ।

যথা বাণীবিধাতারৌ<sup>১</sup> তথা বীরঃ সশক্তিকঃ ॥ ১০৬ ॥

আমি এবং তুমি, লক্ষ্মী এবং নারায়ণ, বাণী এবং বিধাতা যেমন অবিভক্ত তেমনি বীর এবং তার শক্তি অবিভক্ত । ১০৬

মধুকুন্তসহস্রৈস্ত মাংসভারশতৈরপি

ন তুষ্ণামি বরারোহে ভগলিঙ্গামৃতং বিনা ॥ ১০৭ ॥

ভগলিঙ্গামৃতং বিনা—মৈথুনজনিত অমৃত ব্যতীত । এখানে গৃহ যোগ-সাধনার কথা বলা হয়েছে । যথাশাস্ত্র সাধনা দ্বারা সাধককে আপন সহস্রারে শিবশক্তির মৈথুন ঘটাতে হবে । তা থেকে যে-অমৃত স্ফুরিত হবে তাই ভগলিঙ্গামৃত । যথার্থ ভৈরবীচক্র গৃহ সাধনার অন্তর্ভুক্ত । এবিষয় অধিকারী গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য ।

ওগো বরারোহা, ভগলিঙ্গামৃত বিনা সহস্রকুন্ত মাংসীয় মদ্য এবং শতভার মাংসের দ্বারাও আমি তুষ্ট হই না । ১০৭

ন চক্রাঙ্কং ন পদ্মাঙ্কং ন বজ্রাঙ্কমিদং জগৎ ।

লিঙ্গাঙ্কঃ ভগাঙ্কঃ তস্মাচ্ছক্তিশিবাত্মকম্ ॥ ১০৮ ॥

চক্রাঙ্ক—চক্রচিহ্নিত । পদ্মাঙ্ক—পদ্মচিহ্নিত । বজ্রাঙ্ক—বজ্রচিহ্নিত । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু । ধ্বজবজ্রাঙ্গুশ বিষ্ণুর পদতলস্থ চিহ্ন । কাজেই জগৎ চক্রাঙ্ক পদ্মাঙ্ক বজ্রাঙ্ক নয় অর্থ হয় বিষ্ণু-চিহ্নিত অর্থাৎ বিষ্ণু-আত্মক নয় । অথবা, বিষ্ণু চক্রধারী । চক্রচিহ্নিত নয় অর্থ বিষ্ণু-চিহ্নিত নয় অর্থাৎ বিষ্ণু-আত্মক নয় । লক্ষ্মী পদ্মহস্তা । কাজেই পদ্মচিহ্নিত নয় অর্থ লক্ষ্মী-আত্মক নয় । বজ্রধারী ইন্দ্র । কাজেই বজ্রচিহ্নিত নয় অর্থ ইন্দ্রাত্মক নয় । বলা বাহুল্য, এ সব ভেদ বিচারার্থ, পরমার্থতঃ নয় । লিঙ্গ—চিহ্ন, পুংচিহ্ন, শিবের অর্থাৎ পিতৃভাবের প্রতীক । ভগ—যোনি, স্ত্রীচিহ্ন, মহাদেবীর অর্থাৎ মাতৃভাবের প্রতীক । শক্তিশিবাত্মক—“স্ত্রীপুরুষপ্রভব জগৎ স্ত্রীপুরুষাত্মক ।”

জগৎ স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কাজেই, বলা যায় স্ত্রীচিহ্নিত এবং পুংচিহ্নিত। শাস্ত্রমতে “পুংচিহ্নিত সবই শিব এবং স্ত্রীচিহ্নিত সবই দেবী”। কাজেই, জগৎ শক্তিশিবায়ক। এরূপ কথা তত্ত্বে অনেক পাওয়া যায়। যেমন গন্ধর্বতত্ত্বে ( ৩৬।২৯ ) বলা হয়েছে “চেতনাচেতন জগৎকে শিবশক্তিময় বলে জানবে।” ( এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, পৃঃ ২২৬, ২৫৬, ৩৩৯-৪০ )

এই জগৎ চক্রচিহ্নিত নয়, পদ্মচিহ্নিত নয়, বজ্রচিহ্নিত নয় কিন্তু লিঙ্গচিহ্নিত এবং ভগচিহ্নিত। অতএব, শক্তিশিবায়ক। ১০৮

শিবশক্তিসমায়োগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।

সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্তং প্রতীয়তে<sup>১</sup> ॥ ১০৯ ॥

সন্ধ্যা—রাত্রিদিবার সন্ধিকাল এবং পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নের সন্ধিকাল। কাজেই প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়াং এই ত্রিসন্ধ্যা। এই ত্রিসন্ধ্যায় শাস্ত্রবিহিত কৃত্যও সন্ধ্যা। সাধকমাত্রকেই সন্ধ্যা করতে হয়। কোলসাধকের সন্ধ্যা সাধারণ সন্ধ্যানুষ্ঠানের থেকে পৃথক্। এখানে সেই সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে। যোগের দ্বারা সাধক সহস্রারে শিবশক্তির মিলন যখন ঘটান তখন হয় তাঁর সন্ধ্যানুষ্ঠান। শিবশক্তির মিলন হলে সাধকের সমাধি হয়। কাজেই, সমাধি-অবস্থাতে কোলসাধক সন্ধ্যা করেন।

যে সময় শিবশক্তির সংযোগ অর্থাৎ মিলন হয় তাই কুলনিষ্ঠদের সন্ধ্যা। এটি তাদের সমাধি বলে প্রতীত হয়। ১০৯

কামুকো ন স্ত্রিয়ং গচ্ছেদনিচ্ছন্তী<sup>২</sup> মদীক্ষিতাম্।

সদ্যঃ সংস্কারসংশুদ্ধাং<sup>৩</sup> বিহিতত্বাং স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ ১১০ ॥

সংস্কারসংশুদ্ধা—দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধা। সশক্তি সাধনায় শক্তিশোধন অবশ্য কর্তব্য। “শক্তির অঙ্গে মাতৃকাগাসাদি দ্বারা শক্তি শোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদির দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়”। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫২।

১ তা বি গ,—খ, ধৃত পাঠ; ঐ,—গ, সমাধিস্তং প্রতীয়তে; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমাধিস্তা। প্রতীয়তে; তা বি গ, সমাধিঃ স বিধীয়তে।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, মদীচ্ছন্তী।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দীক্ষিতাং কুলজাং মত্তাং।

কামার্ত হয়ে স্ত্রীগমন করতে নেই। অনিচ্ছুক-অদীক্ষিতা-স্ত্রীগমন করতে নেই। শাস্ত্রানুসারে সদ্য সংস্কারবিগ্ধা স্ত্রীতে যথাবিধি উপরত হতে হবে। ১১০

ইতি তত্ত্বত্রয়োল্লাসপানভেদাদি চোদিতম্।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১১ ॥

ওগো কুলেশানি, তোমাকে তত্ত্বত্রয়, উল্লাসপানভেদ ইত্যাদি সংক্ষেপে বললাম। আবার আর কি শুনতে চাও। ১১১

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্বর্ণায়তন্ত্রে তত্ত্বত্রিতয়পানাদিভেদকথনং নামাষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্গত উদ্বর্ণায়তন্ত্রে তত্ত্বত্রিতয়পানাদিকথন নামক অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত।

## নবম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং যোগীশলক্ষণম্<sup>১</sup> ।

কুলভক্ত্যর্চনফলং<sup>২</sup> বদ মে করুণানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, যোগ এবং যোগীশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে শুনেছি  
চাই । হে করুণা-নিধি, কুলভক্তি সহকারে অর্চনার ফল আমাকে বল ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি<sup>৩</sup> ।

তস্য শ্রবণমাত্রেন যোগঃ সাক্ষাৎ প্রকাশতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন ।  
এটি শোনারাত্র যোগ সাক্ষাৎ প্রকাশিত হবে । ২

ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মপ্রভেদতঃ ।

সাকারং স্থূলমিত্যাহ্নিরাকারস্ত সূক্ষ্মকম্ ॥ ৩ ॥

স্থূলসূক্ষ্মভেদে ধ্যানকে দ্বিবিধ বলা হয় । সাকার ধ্যানকে বলা হয় স্থূল  
আর নিরাকার ধ্যানকে সূক্ষ্ম । ৩

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ<sup>৪</sup> স্থূল<sup>৫</sup> ধ্যানং প্রচক্ষতে ।

স্থূলেহপি নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেহপি নিশ্চলম্<sup>৬</sup> ॥ ৪ ॥

কেউ কেউ মন স্থির করার জন্য স্থূল ধ্যানের কথা বলেন । স্থূলে চিত্ত  
নিশ্চল হলে সূক্ষ্মও নিশ্চল হবে । ৪

করপাদোদরাস্থাদি<sup>৭</sup>রহিতং পরমেশ্বরম্ ।

সর্বভেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দনিষ্কলম্<sup>৮</sup> ॥ ৫ ॥

কর-পাদ-উদর-আস্থাদি-রহিত সর্বভেজোময় নিষ্কল সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের  
ধ্যান করতে হবে । ৫

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, যোগযোগীশলক্ষণম্ ।

২ তা বি গ,—খ, পরং ।

৩ তা বি গ,—ও, এবং র গ, যোগযোগীশলক্ষণম্ ।

৪ তা বি গ,—ও, এবং র গ, স্থিরাত্মমানসঃ কচ্চিৎ ।

৫ তা বি গ,—ক, স্থূলে ।

৬ ঐ,—ও, এবং র গ, স্থূলে নিশ্চিতং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেহপি স্থিতিঃ ।

৭ ঐ, দর্যাক্কাহি ।

৮ তা বি গ,—খ, পরমানন্দলক্ষণম্ ।

নোদেতি নাস্তমভ্যোতি ন বৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়ম্ ।

স্বয়ং বিভাভ্যথানি<sup>১</sup> ভাসয়ন্<sup>২</sup> সাধনং বিনা ॥ ৬ ॥

তঁার উদয় নেই, অস্ত নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় নেই । তিনি স্বয়ং প্রকাশমান এবং কোনো উপকরণ ছাড়াই অশ্রু সব উদ্ভাসিত করেন । ৬

অনবস্থঞ্চ তদ্রূপং<sup>৩</sup> সত্তামাত্রমগোচরম্ ।

মনসা মাত্রসম্বন্ধং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্<sup>৪</sup> ॥ ৭ ॥

অনবস্থং—অবস্থিতিহীন । কঠোপনিষদে ( ২.২২ ) ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে অশরীরং শরীরেহনবস্থেহস্থিতম্ । অশরীরী এবং অনবস্থ শরীরে অস্থিত ।

তজ্জ্ঞানং—তৎ-বিষয়ক জ্ঞান, তঁার জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান । ঋগ্বেদে ব্রহ্ম তৎ-শব্দের দ্বারা সূচিত ।

অনবস্থ তঁার রূপ সত্তামাত্র, অগোচর, কেবলমাত্র মনঃসম্বন্ধ । তৎ-জ্ঞানকেই বলা হয় ব্রহ্ম । ৭

প্রনষ্টবায়ুসঞ্চারঃ<sup>৫</sup> পাষণ ইব নিশ্চলঃ ।

পরজীবন্ত মর্ম্মজো<sup>৬</sup> যোগী যোগবিহ্যতে ॥ ৮ ॥

যাঁর দেহে প্রাণাদিবায়ুসঞ্চার রুদ্ধ হয়ে গেছে, যে পাষণের মতো নিশ্চল, যে পরজীবের অর্থাৎ পরম পুরুষের মর্ম্মজ সেই যোগীকে যোগবিৎ বলা হয় । ৮

পদার্থমাত্রনির্ভাতং<sup>৭</sup> স্তিমিতোদধিবৎস্থিতম্ ।

রূপশূণ্যঞ্চ<sup>৮</sup> তদ্ব্যানং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

যাতে পদার্থমাত্র অতিদীপ্ত হয়, যা স্তিমিত উদধির মতো শুষ্ক, যা রূপহীন, সেই ধ্যানকে বলা হয় সমাধি । ৯

১ তা বি গ,—খ, বিভাত্যর্থমানম্ ।

২ ঐ,—গ, ভাসয়েৎ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ভাবয়েৎ ।

৩ তা বি গ,—ঙ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অনস্তং গতভ্যক্রপং ; র গ, অনবস্থঞ্চ তৎ রূপং ।

৪ তা বি গ,—ক, গ, বচনা নাস্তমভ্যেদং তদ্ব্যানম্ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বচসাত্মনি-  
সায়ুজ্যম্ ।

৫ তা বি গ,—খ, প্রনষ্টবায়ুসঞ্চারঃ ।

৬ তা বি গ,—খ, ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—ক, গ, ব, পরজীবন্ত সন্মার্গো ; তা বি গ, এবং  
র গ, পরজীবৈবকথ্যমজো ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—যদত্র নাত্র নির্ভাসঃ ; ঐ,—খ,  
যদর্ধমাত্রনির্ভাসঃ ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, স্বরূপশূণ্যম্ ।

ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাদেব<sup>১</sup> স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে ।

স্বয়ং প্রকাশিতে তদ্বৈ তৎক্ষণাত্তন্ময়ো<sup>২</sup> ভবেৎ ॥ ১০ ॥

(পূর্বোক্ত অবস্থায়) কোনো কিছু চিন্তার জন্ম নয় এমনভাবেই তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হয় । তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হলে সাধক তৎক্ষণাৎ তন্ময় হয়ে যায় । ১০

স্বপ্নজাগ্রদবস্থায়<sup>৩</sup> সুপ্তবৎ<sup>৪</sup> যোহবতিষ্ঠতে ।

নিশ্বাসোস্চ্চ্বাসহীনশ্চ নিশ্চিতং<sup>৫</sup> মুক্ত এব সঃ ॥ ১১ ॥

স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যে সুপ্তের মতো অবস্থান করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসহীন সেই যোগী নিশ্চিত মুক্ত । ১১

নিষ্পন্দকরণগ্রামঃ স্বাত্মলীনমনোহনিলঃ<sup>৬</sup> ।

য আশ্তে য়তবৎসাক্ষাৎ জীবদ্ব্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

যার ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্পন্দ, মন এবং প্রাণাদি বায়ু আত্মলীন, যে য়তবৎ অবস্থান করে তাকে সাক্ষাৎ জীবদ্ব্যুক্ত বলা হয় । ১২

ন শৃণোতি ন চাষ্মাতি ন স্পৃশতি ন পণ্যতি<sup>৭</sup> ।

ন জানাতি সুখং দুঃখং ন চ সংলিপ্যতে<sup>৮</sup> মনঃ ॥ ১৩ ॥

ন চাপি কিঞ্চিজ্জানাতি<sup>৯</sup> ন চ কথ্যতি কাঠবৎ ।

এবং শিবে বিলীনায়া সমাধিস্থ ইহোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

যে শোনে না, গন্ধ গ্রহণ করে না, স্পর্শ করে না, দেখে না, সুখ দুঃখ অনুভব করে না, যার মন লিপ্ত হয় না, যে কাঠবৎ কিছু জানে না এবং বোঝে না, শিবে বিলীনায়া এরূপ সাধককে সমাধিস্থ বলা হয় । ১৩-১৪

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘূতে ঘৃতম্ ।

অবিশেষো ভবেত্তদ্বজ্জীবাঅপরমাত্মনোঃ ॥ ১৫ ॥

যেমন জলে জল, দুধে দুধ, ঘূতে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হলে অবিশেষ হয়ে যায় অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না, সেইরকম (সমাধি-অবস্থায়) জীবাওয়া ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না । ১৫

১ তা বি গ,—গ, ঙ, এবং র গ, চিন্তনাদেবি ।

২ তা বি গ,—খ, ত্বন্ময়ো, মন্ময়ো ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্বপ্নবৎ ।

৪ তা বি গ,—ক, গ, নিশ্চলম্ ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, উন্মোনোগতকৌলিকঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্বাত্মনায়া চ নিশ্চলঃ ।

৬ ঐ, ন শৃণোতি ন বা পশ্যেন্ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি ।

৭ ঐ,—প্রত পাঠ ; তা বি গ, ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ ।

৮ তা বি গ,—খ, ন চাভিমন্ততে কশ্চিৎ ।



যথা ধ্যানস্য সামর্থ্যাৎ কীটোহপি ভ্রমরায়তে ।

তথা ধ্যানস্য সামর্থ্যাদব্রহ্মভূতো ভবেন্নরঃ ॥ ১৬ ॥

যেমন ধ্যানবলে কীটও ভ্রমর হয়ে যায় তেমনি ধ্যানবলে মানুষও ব্রহ্ম হয়ে যায় । ১৬

ক্ষীরোদ্ধতং ঘৃতং যদ্বত্তত্র ক্ষিপ্তং ন<sup>১</sup> পূর্ববৎ ।

পৃথক্কৃতো<sup>২</sup> গুণেভ্যঃ স্যাদাত্মা তদ্বদিহোচ্যতে<sup>৩</sup> ॥ ১৭ ॥

যেমন দুধ থেকে মাখন তুলে নিয়ে আবার দুধে ফেললে তা পূর্বের মতো আর হয় না অর্থাৎ আর দুগ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না তেমনি বলা হয় আত্মাকে একবার গুণগুলি থেকে পৃথক করলে তা আর পূর্বাৱস্থা প্রাপ্ত হয় না । ১৭

যথা গাঢ়াক্ষকারস্থো ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি ।

অমনস্কস্তথা<sup>৪</sup> যোগী প্রপঞ্চং নৈব পশ্যতি ॥ ১৮ ॥

যে গাঢ় অক্ষকারে থাকে সে যেমন কিছু দেখতে পায় না তেমনি অমনস্ক অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি যোগী এই প্রপঞ্চ দেখে না । ১৮

যথা নিমীলনে কালে প্রপঞ্চং নৈব পশ্যতি ।

তথৈবোন্মীলনেহপি স্যাদেতদ্ব্যানস্য<sup>৫</sup> লক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন চোখ বন্ধ রাখলে প্রপঞ্চ দেখতে পায় না তেমনি চোখ খোলা রাখলেও তা দেখতে পায় না । এইটি ধ্যানের লক্ষণ । ১৯

জনঃ স্ব<sup>৬</sup>দেহকণ্ডুতিং বিজান্নাতি যথা তথা ।

পরং ব্রহ্মস্বরূপী চ বেত্তি বিশ্ববিচেক্ষিতম্<sup>৭</sup> ॥ ২০ ॥

বিশ্ববিচেক্ষিতম্—বিশ্বব্যাপার, বিশ্বের সৃষ্টিাদি ব্যাপার ।

যে ব্যক্তি আপনাকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি করে সে বিশ্বব্যাপারকে তেমনিভাবে জানে যেমনভাবে মানুষ নিজের শরীরের চুলকানিকে জানে । ২০

বিদিতে পরমে তত্ত্বে বর্ণাভীতে হ্রবিক্রিয়ে<sup>৮</sup> ।

কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

বিকাররহিত বর্ণাভীত পরমতত্ত্ব কোনো সাধকের বিদিত হলে পর মন্ত্রাধিপতিদের সঙ্গে মন্ত্রসমূহ তার আজ্ঞাধীন হয় । ২১

১ তা বি গ,—ক, ক্ষিপ্তস্ত ।

২ ঐ,—ক, গ, কৃত্বা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কৃতে ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তাবদিহোচ্যতে ।

৪ তা বি গ,—খ,—ধৃত পঠ ; তা বি গ, অলক্ষ্যঞ্চ তথা ; র গ, অলক্ষঞ্চ তথা ।

৫ তা বি গ,—খ, স্যাঁচ্ছেদেহধ্যানস্য ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, জনস্য ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, বিশ্বং সচেক্ষিতম্ ।

৮ ঐ,—গ, ঘ, বর্ণে তড়িতবিক্রমে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বর্ণাভীতেহস্তবিক্রমে ।

\*আত্মৈকভাবনিষ্ঠা য়া য়া<sup>১</sup> চেষ্ঠা তদর্চনম্ ।

যো যো জল্পঃ স সমুদ্র<sup>২</sup> শুদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

আত্মৈকভাবনিষ্ঠ—আত্মাতে তদগত চিত্ত, আত্মাধ্যানে তন্ময় ।

আত্মৈকভাবনিষ্ঠ ব্যক্তির চেষ্ঠামাত্রই অর্চনা, কথাবার্তামাত্রই উত্তম মন্ত্র আর নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান । ২২

দেহাভিমানেন গলিতে বিদিতে<sup>৩</sup> পরমাশ্রয়ি ।

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ২৩ ॥

দেহাভিমান ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এবং পরমাশ্রয়ি বিদিত হলে পর যেখানে যেখানে মন যাবে সেখানেই সমাধি হবে । ২৩

ভিত্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাত্ম কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাশ্রয়ি<sup>৪</sup> ॥ ২৪ ॥

হৃদয়গ্রন্থি—অবিদ্যাবন্ধরূপ সংসারবন্ধ, চিহ্নভ্রমরূপ অহংকার । এটি তত্ত্বমতের বিমুগ্ধগ্রন্থিহুল্য । হৃদয়ে অনাহতচক্র অবস্থিত আর অনাহত চক্রেই আছে বিমুগ্ধগ্রন্থি । এই চক্রে “আশা চিন্তা চেষ্ঠা মমতা দম্ব বিকলতা অহংকার বিবেক লোলতা কপটতা বিতর্ক এবং অনুতাপ এই বারটি বৃত্তির অবস্থান নির্দেশ করা হয়” । এই গুলিই সৃষ্টি করে গ্রন্থি ।

সেই পরমাশ্রয়ির দর্শন লাভ হলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ২৪

যোগীন্দ্রেণ যদা<sup>৫</sup> প্রাপ্তং নির্মলং পরমং পদম্ ।

দেবাসুরপদং যত্তৎপ্রাপ্তঞ্চাপি ন গৃহ্যতে<sup>৬</sup> ॥ ২৫ ॥

পরমং পদং—পরমপদ । মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—“এই বিশ্বের মূলে যে পূর্ণ সত্তা পারমার্থিকরূপে বর্তমান তাই শক্তির পরম রূপ । বিশুদ্ধ চৈতন্য বললে এর ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারাও এর যথার্থ নির্দেশ করা যায় না । অবাঙ্মনসো-গোচর, অনির্দেশ্য, অবর্ণনীয় এই পরমার্থ সত্তাকেই শাস্ত্রে ‘পরমপদ’ বলা হয়েছে ।” (বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৫১) ।

১ তা বি গ,—ক, গ, মায়ী ।

২ ঐ,—ঔ, এবং র গ, সমুদ্রম্ ।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিজ্ঞাতে । \*

৪ তা বি গ,—খ, পরাবরে ; ঐ,—ঔ, এবং র গ, পরাংপরে ।

৫ তা বি গ,—ঔ, এবং র গ, যথা ।

৬ ঐ, তদ্বৎ প্রাপ্যতে চাপি গর্হ্যতে ।

যোগীন্দ্র যখন এই নির্মল পরমপদ প্রাপ্ত হন তখন যা দেবাসুরপদ তা প্রাপ্ত হলেও গ্রহণ করেন না । ২৫

যঃ পশ্যেৎ সর্বগং শান্তিমানন্দাত্মকমব্যয়ম্ ।

তস্য কিঞ্চিদনালভ্যং জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে ২ ॥ ২৬ ॥

সর্বগ শান্ত আনন্দাত্মক অব্যয়ের যে দর্শন লাভ করে তার আর কিছু লাভ করার থাকে না এবং কিছু জানারও বাকী থাকে না । ২৬

সম্প্রাপ্তে জ্ঞানবিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে ৩ ।

লব্ধে শান্তিপদে ৪ দেবি ন যোগ নৈব ধারণা ॥ ২৭ ॥

দেবী, জ্ঞানবিজ্ঞান লব্ধ হলে, জ্ঞেয় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এই উপলব্ধি হলে এবং শান্তিপদ লব্ধ হলে সেই অবস্থায় আর যোগও থাকে না ধারণাও থাকে না । ২৭

পরব্রহ্মনি ৫ বিজ্ঞাতে সমন্তেনিয়মৈরলম্ ।

তালবৃত্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়মাক্রতে ॥ ২৮ ॥

পরব্রহ্ম বিজ্ঞাত হলে সমস্ত নিয়ম নির্বর্থক হয়ে যায় অর্থাৎ তখন আর কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না । মলয় বাতাস পাওয়া গেলে তালপাতার পাখার আর কি প্রয়োজন । ২৮

আসিকাং বন্ধনং নাস্তি নাসিকাবন্ধনং ন হি ।

ন যমো নিয়মো ৬ নাস্তি স্বয়মোমিতি ৭ পশুতাম্ ॥ ২৯ ॥

আসিকাবন্ধন—অর্থ দুজ্জের্য । আসিকা অর্থ পর্যায়ক্রমে উপবেশন । বন্ধন অর্থ রচনা । আসিকাবন্ধন পর্যায়ক্রমে উপবেশন রচনা বা ব্যবস্থা । ভৈরবীচক্রাদিতে পর্যায়ক্রমে উপবেশনবিধি আছে । কাজেই, নিগলিতার্থ ভৈরবীচক্রাদি সাধনা । নাসিকাবন্ধন—নাক বন্ধ করা । প্রাণায়ামে নাক বন্ধ করতে হয় । অতএব, নির্গলিতার্থ প্রাণায়াম । যম—অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ । যম বলতে বোঝায় অহিংসা সত্য আশ্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ । নিয়ম—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ । শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর-

১ তা বি গ,—খ, মানন্দাত্মান ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, মানন্দানন্দ ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ন তস্য কিঞ্চিদনালভ্যং জ্ঞাতব্যং জ্ঞাতব্যাত্মাবশিষ্যতে ।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সিদ্ধয়ে চ হৃদি স্থিতে ।

৪ ঐ, শান্তিপদে ।

৫ র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, পরে ব্রহ্মনি ।

৬ তা বি গ,—ঙ, নাসিকা ; র গ, আসিকা ।

৭ তা বি গ,—গ, য, নিয়মোহনিয়মো ; ঐ,—ঙ এবং র গ, নিয়মানিয়মো ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্বয়মেবাত্ম ।

প্রণিধান—যোগাঙ্গ নিয়ম বলতে এই বোঝায়। ঔ—ওঙ্কার পরম ব্রহ্ম (ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম—বাচস্পত্যভিধান-ধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন) ; ওম্ এই একাঙ্কর ব্রহ্ম (ওমিত্যেকাঙ্করং ব্রহ্ম—গীতা) ; ওঙ্কার নিষ্কল শিব (পাণ্ডপতসূত্র ৫।২৭-এর ভাষ্য) ।

যে নিজেকে ঔ-স্বরূপ দেখে তার আসিকাবন্ধন নাসিকাবন্ধন যম নিয়ম নাই অর্থাৎ এ সবেব আর প্রয়োজন হয় না । ২৯

ন পদ্মাসনতো যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণঃ<sup>১</sup> ।

ঐক্যং জীবাগ্ননো<sup>২</sup> রাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥ ৩০ ॥

পদ্মাসন করলে যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করলেও যোগ হয় না । যোগবিশারদেরা জীবাগ্না ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন । ৩০

ধ্যানেন<sup>৩</sup> হি শ্রদ্ধয়া পরমং পদম্<sup>৪</sup> ।

যদ্ভবেৎ সুমহৎ<sup>৫</sup> পুণ্যং তস্মান্তো নৈব বিদ্যতে<sup>৬</sup> ॥ ৩১ ॥

শ্রদ্ধা সহকারে ক্ষণমাত্র পরমপদের ধ্যান করলে যে-সুমহৎ পুণ্য হয় তার অন্ত থাকে না । ৩১

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাশ্চিন্তনম্ ।

স সর্বং<sup>৭</sup> পাতকং হন্যাভ্রমঃ সূর্যোদয়ো<sup>৮</sup> যথা ॥ ৩২ ॥

যে ক্ষণমাত্র আমি ব্রহ্ম এইরূপ আশ্চিন্তা করে সূর্যোদয় যেমন অন্ধকার বিনাশ করে তেমনি সে সমস্ত পাতক বিনাশ করে । ৩২

ব্রতকৃত্তপ<sup>৯</sup>স্তীর্থদানদেবার্চনাদিষু ।

যৎ ফলং কোটিগুণিতং তদবাপ্নোতি তদ্বিৎ ॥ ৩৩ ॥

ব্রত যজ্ঞ তপস্যা তীর্থদর্শন দান দেবার্চনা ইত্যাদিতে যে-ফল হয় তদ্বিদ্ তা কোটিগুণিত করে লাভ করে । ৩৩

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা ।

জপস্ততিঃ শ্যাদধমা হোমপূজাধমাদধমা ॥ ৩৪ ॥

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নিরীক্ষণম্ ।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, যোগাগ্ননো ।

৩ ঐ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ধ্যায়তঃ ; র গ, ধ্যায়তঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ—ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—পরমস্থিঃ ; ঐ,—খ, মহঃ ।

৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, তৎসমং ।

৬ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নৈব গণ্যতে ; ঐ,—গ, ঘ, গণ্যতে ।

৭ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, তৎসর্বং ।

৮ র গ, সূর্যোদয়ে ।

৯ তা বি গ,—ঙ, শতকৃত্তপ ; র গ, শতকৃত্তপ ।

সহজাবস্থা—সহজ অবস্থা, স্বভাবজ অবস্থা। স্ব অর্থ আত্মা, পরমাত্মা। পরমাত্মভাবজাত অবস্থা স্বভাবজ অবস্থা। সোজা কথায়, যে-অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধ হয় তাই স্বভাবজ বা সহজ অবস্থা। মহানির্বাণতন্ত্রেও ( ১৪।১২২ ) আলোচ্য শ্লোকটি পাওয়া যায়। সেখানে ‘সহজাবস্থা’-র স্থলে ‘ব্রহ্মসম্ভাবঃ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মসদৃশ অর্থ ব্রহ্মই সং আর সব অসং এই ভাব। জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যোপলব্ধি আর ব্রহ্মোপলব্ধি একই কথা। ব্রহ্মোপলব্ধি হলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন একমাত্র ব্রহ্মই সং আর সব অসং। কাজেই, দেখা যাচ্ছে উভয় তন্ত্রে একই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে। ( এ সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১৩ )

সহজাবস্থা উত্তম, ধ্যানধারণা মধ্যম, জপস্তুতি অধম আর হোমপূজা অধমের অধম। ৩৪

উত্তমা তত্ত্বচিন্তা<sup>১</sup> স্যাজ্জপচিন্তা তু মধ্যমা।

শাস্ত্রচিন্তাধমা জেয়া লোকচিন্তাধমাদমা ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বচিন্তা উত্তম, জপচিন্তা মধ্যম, শাস্ত্রচিন্তা অধম আর সংসারচিন্তা অধমের অধম। ৩৫

পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো<sup>২</sup> জপঃ।

জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমো লয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

কোটিপূজার সমান স্তোত্র, কোটিস্তোত্রের সমান জপ, কোটিজপের সমান ধ্যান, কোটিধ্যানের সমান লয়। ৩৬

ন হি নাদাৎ<sup>৩</sup> পরো মন্ত্রো ন দেবস্ত্রাত্মনঃ<sup>৪</sup> পরঃ।

নানুসন্ধাৎ<sup>৫</sup> পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥

নাদ—শব্দ ব্রহ্ম। “নাদ আদিশব্দ ( Primordial Sound ) ; এ শব্দ দিব্যকর্ণগোচর, স্থূলকর্ণগোচর নয়।” “ওঁ বা প্রণব শব্দব্রহ্মের বাচক।” বলা হয় “শব্দব্রহ্মের আদিরূপ ওঁ এই অব্যক্ত ধ্বনি বা শব্দ। এই শব্দ সামান্য শব্দ। এর থেকেই অগাণ্ড সমস্ত বিশেষ শব্দের উদ্ভব। এইজন্য ওঁ মহাবীজ বলে গণ্য। অগাণ্ড বীজমন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকাবর্ণরূপ বিশেষ বিশেষ শব্দ, ওঁরূপ সামান্য শব্দ থেকে উদ্ভূত। ওঁ ব্রহ্মবীজ।” ( শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, পৃঃ ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯৯ )

১ তা বি গ,—ক, আভির্গচিন্তা।

২ ঐ,—খ, ফলম্।

৩ তা বি গ,—ও, এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, ধ্যানাৎ ; ঐ,—খ, দান। ৭।

৪ তা বি গ,—খ, ও; এবং র গ, স্বাত্মনঃ।

৫ র গ, নানুসন্ধেঃ।

নাদের চেয়ে উত্তম মন্ত্র নেই, আত্মার চেয়ে উত্তম দেবতা নেই, চিন্তনের চেয়ে উত্তম পূজা নেই, তৃপ্তির চেয়ে উত্তম ফল নেই ।

অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ ।

অচিন্তৈব পরং ধ্যানমনিচ্ছৈব পরং ফলম্ ॥ ৩৮ ॥

অক্রিয়াই পরম পূজা । মৌনই পরম জপ । অচিন্তাই পরম ধ্যান আর অনিচ্ছাই পরম ফল । ৩৮

শিবশক্তিপরাং পূজাং যোগিনৈব সমাচরেৎ ।

মন্ত্রোদকৈর্বিনা সন্ধ্যাং পূজাহোমৈর্বিনা জপঃ<sup>১</sup> ।

উপচারৈর্বিনা পূজাং<sup>২</sup> যোগী নিত্যং সমাচরেৎ ॥ ৩৯ ॥

যথার্থতঃ যোগীকে শিবশক্তিপরা পূজা করতে হবে । যোগী সতত মন্ত্র ও জল ছাড়া সন্ধ্যা, পূজা ও হোম ছাড়া জপ আর উপচার বিনা পূজা করবে । ৩৯

নিঃসঙ্গশ্চ বিসঙ্গশ্চ নিস্তীর্ণোপাধিবাসনঃ ।

নিজস্বরূপনির্মগ্নঃ স যোগী পরতত্ত্ববিৎ ॥ ৪০ ॥

নিঃসঙ্গঃ—আসক্তিহীন । বিসঙ্গ—কর্তৃত্বাভিমানবিমুক্ত । নিস্তীর্ণোপাধিবাসনঃ—যে উপাধি ও বাসনা অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এসবের দ্বারা যে বন্ধ নয় । উপাধি—ছল, কপট, লোভ, ভয় ইত্যাদি ; যাহা দ্বারা ভেদ করা যায়, যাহা ধারণ করা হয় ।

যে-যোগী নিঃসঙ্গ, বিসঙ্গ, উপাধি-ও-বাসনা-উত্তীর্ণ, নিজ স্বরূপে নিমগ্ন, সে পরতত্ত্ববিদ । ৪০

দেহো দেবালয়ো দেবি<sup>৩</sup> জীবো দেবঃ সদাশিবঃ<sup>৪</sup> ।

তাজে<sup>৫</sup> দজ্ঞাননির্মাল্যং সোহহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৪১ ॥

দেবী, দেহ দেবালয় । জীব দেব সদাশিব । অজ্ঞাননির্মাল্য ত্যাগ করতে হবে আর পূজা করতে হবে সোহহংভাবে ( আমি সে অর্থাৎ আমি পর ব্রহ্ম পর শিব এইভাবে ) । ৪১

জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ ।

পাশবন্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৪২ ॥

১. তা বি গ,—ও এবং র গ,—পুত পাঠ ; তা বি গ, তপঃ ।

২. তা বি গ,—খ, উপহারৈর্বিনা পূজাং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ,<sup>৩</sup> যাগং ।

৩. তা বি গ,—ক, দেহে দেবালয়ে যোগী । ৪. ঐ,—খ, পরঃ শিবঃ ।

৫. ঐ,—ক, ষ, নশ্যে ।

পাশবদ্ধ—ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা কুল শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশের দ্বারা বদ্ধ। “তন্ত্রে সাধারণতঃ অষ্ট পাশের কথা বলা হলেও কোথাও কোথাও বাহ্যম বা বাহ্যি পাশের কথাও পাওয়া যায়।”—বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬।

জীব শিব। শিব জীব। সেই জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে সদাশিব। ৪২

তুষ্ণেণ বন্ধো জীহিঃ স্মাতৃদুশাভাবে হি তণ্ডুলঃ।

কর্মবদ্ধঃ স্মৃতো<sup>১</sup> জীবঃ কর্মমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৩ ॥

তুষ্ণের দ্বারা আবৃত থাকলে ধান্য আর তুষ্ণ না থাকলে তণ্ডুল। কর্মবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর কর্মমুক্ত হলে সদাশিব। ৪৩

অগ্নৌ তিষ্ঠতি<sup>২</sup> বিপ্রাণাং হৃদি দেবো<sup>৩</sup> মনীষিণাম্।

প্রতিমাস্থপ্রকল্পানাম্<sup>৪</sup> সর্বত্র বিদিতাস্মিনাম্ ॥ ৪৪ ॥

দেবতা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অগ্নিতে, মনীষীদের ক্ষেত্রে হৃদয়ে, অপ্রবুদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রতিমাতে আর আত্মজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সর্বত্র অবস্থান করেন। ৪৪

যো নিন্দাস্তুতিশীতোষ্ণ<sup>৫</sup> সুখদুঃখারিবন্ধুঃ।

সম আস্তে স<sup>৬</sup> যোগীন্দ্রো হর্ষাহর্ষবিবর্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

যে নিন্দাস্তুতি শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ শত্রু-মিত্র এ সবে সমভাবাপন্ন সেই যোগীন্দ্র আনন্দনিরানন্দবর্জিত। ৪৫

নিম্প্রহো নিত্যসন্তুষ্টঃ সমদর্শী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

আস্তে দেহে প্রবাসী<sup>৭</sup> যোগী পরমতত্ত্ববিৎ ॥ ৪৬ ॥

নিম্প্রহ নিত্যসন্তুষ্ট সমদর্শী জিতেন্দ্রিয় পরমতত্ত্ববিদ্ যোগী দেহে প্রবাসীর মতো অবস্থান করে। ৪৬

নিঃসঙ্কল্লো নির্বিকল্লো নির্লিপ্তোপাধিবাসনঃ।

নিজস্বরূপনিমগ্নঃ স যোগী পরতত্ত্ববিৎ ॥ ৪৭ ॥

১ ঐ,—ক, সদা।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, নির্ভা তু।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বেদো।

৪ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, স্বল্পকল্পীনাম্; ঐ,—গ, ঘ, প্রতিমাস্থ প্রকল্পানাম্।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শীলেন্দু।

৬ তা বি গ,—খ, সমশ্চেৎসুখঃ; ঐ,—গ, ঘ, সমশ্চেৎস তু।

৭ ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বর্গহীনোহপ্রবাসী চ।

যেযোগী নিঃসঙ্কল্প নিবিকল্প উপাধি-ও-বাসনা নির্লিপ্ত আত্মস্বরূপে নিমগ্ন  
সে পরতত্ত্ববিদ্ । ৪৭

যথা পঙ্কু কুবধিরক্লীবোন্নত<sup>১</sup> জড়াদয়ঃ ।

নিবসন্তি কুলেশানি তথা যোগী চ তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৮ ॥

কুলেশানী, পঙ্কু অন্ধ বধির ক্লীব উন্নত এবং জড় ইত্যাদি যেমন করে বাস  
করে তত্ত্ববিদ্ যোগী তেমনি করে বাস করে । ৪৮

পঞ্চমুদ্রা<sup>২</sup> সমুৎপন্নপরমানন্দনির্ভরঃ ।

য আস্তে স তু<sup>৩</sup> যোগীন্দ্রঃ পশ্যত্যাশ্বানমায়নি ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চমকার থেকে সমুৎপন্ন-পরমানন্দনির্ভর যে-সাধক আত্মাতে অর্থাৎ  
পরমাশ্বায় আত্মদর্শন করে সে যোগীন্দ্র । ৪৯

অলিমাংসাস্ক্রনাসঙ্গে যৎ সুখং জায়তে প্রিয়ে ।

তদেব পুণ্যং<sup>৪</sup> বিদুষামকধানাস্ত<sup>৫</sup> পাতকম্ ॥ ৫০ ॥

অলিমাংসাস্ক্রনাসঙ্গে—অলিমাংস ও অঙ্গনার সঙ্গে । মদ্য মাংস ও শক্তি  
সহ সাধনায় । সুখ—আনন্দ ।

অলি-মাংস-অঙ্গনা সঙ্গে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাই জ্ঞানীদের পক্ষে পুণ্য আর  
অজ্ঞানদের পাতক । ৫০

সদা মাংসাসবো<sup>৬</sup>ল্লাসী সদা চ পরচিন্তকঃ<sup>৭</sup> ।

সদা সংশয়হীনো<sup>৮</sup> যঃ কুলযোগী স উচ্যতে ॥ ৫১ ॥

মাংসাসবোল্লাসী—মাংস ও মদ্যে আনন্দিত । পরচিন্তক—ব্রহ্মচিন্তক,  
পরমাশ্রুচিন্তক ।

যে সর্বদা মাংসাসবোল্লাসী পরচিন্তক সংশয়হীন তাকে<sup>৯</sup> কুলযোগী  
বলা হয় । ৫১

পিবন্মদ্যং পলং<sup>১০</sup> খাদন্ স্বৈচ্ছাচারপরায়ণঃ ।

অহং তদনয়ো<sup>১১</sup>রৈক্যং ভাবয়ন্নিবসেৎ সুখী<sup>১২</sup> ॥ ৫২ ॥

অহং তদনয়োরৈক্যং—অহং এবং তৎ এই দুইয়ের ঐক্য । তৎ—ব্রহ্ম ।  
আমি এবং ব্রহ্ম এই দুইয়ের ঐক্য অর্থাৎ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ আমি ব্রহ্ম ।

১ ঐ, যুক্তোন্নত ; তা বি গ,—খ, ক্লীবমুক্ত ।

২ তা বি, গ,—খ, দ্রব্য ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, আশু সর্বত্র ।

৪ ঐ,—ধৃত পার্থ ; তা বি গ, মোক্ষো ।

৫ তা বি গ,—খ, মনুজানাস্ত ; ঐ,—ঙ, মবমানাস্ত ; র গ, মাদ্বনানাস্ত ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মাংসরসোল্লাসী ।

৭ ঐ,—ধৃত পার্থ ; তা বি গ, চরণচিন্তকঃ ।

৮ তা বি গ,—ঘ, কদাশয়বিহীনো ।

৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, বম্ ।

১০ ঐ, অহং তদনয়ো ।

১১ ঐ, সুখং ।



স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ—যে যদৃচ্ছা আচরণ করে, শাস্ত্রবিহিত আচারাদি তার পক্ষে অবশ্য পালনীয় নয় ।

কুলযোগী স্বেচ্ছাচারপরায়ণ । সে মদ খায়, মাংস খায় আর ‘অহং’ ও ‘তৎ’-এর ঐক্যভাবনা করে সুখী হয় । ৫২

আমিষাসবসোরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ<sup>১</sup> ।

প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ<sup>২</sup> পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যার মুখ মাংস ও মদের সৌরভহীন তাকে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য বলে জানবে । সে পশু এ বিষয়ে সংশয় নেই । ৫৩

যাবদাসবগন্ধঃ স্যাৎ পশুঃ<sup>৩</sup> পশুপতিঃ স্বয়ম্ ।

বিনালিমাংসগন্ধেন সাক্ষাৎ পশুপতিঃ পশুঃ ॥ ৫৪ ॥

যতক্ষণ মুখে আসবগন্ধ থাকে ততক্ষণ পশু স্বয়ং পশুপতি আর মদমাংসের গন্ধ ছাড়া সাক্ষাৎ পশুপতি পশু । ৫৪

লোকে নিকৃষ্টমুৎকৃষ্টং লোকোৎকৃষ্টং নিকৃষ্টকম্ ।

কুলমার্গং সমুদ্ভিষ্টং ভৈরবেন মহাত্মনা ॥ ৫৫ ॥

অনাচারঃ সদাচারস্ত্রকার্যং<sup>৪</sup> কার্যমুত্তমম্<sup>৫</sup> ।

অসত্যমপি সত্যং স্যাৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

মহাত্মা ভৈরবের দ্বারা উপদিষ্ট কুলমার্গে সংসারে যা নিকৃষ্ট তাই উৎকৃষ্ট, যা উৎকৃষ্ট তাই নিকৃষ্ট । সংসারে যা অনাচার তাই সদাচার, যা অকার্য তাই উত্তম কার্য । ওগো কুলেশ্বরী, কৌলিকদের কাছে অসত্যও ( সংসারের কাছে ) সত্য । ৫৫-৫৬

অপেয়মপি পেয়ং স্যাৎ অভক্ষ্যং ভক্ষ্যমেব চ ।

অগম্যমপি গম্যং স্যাৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৫৭ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের পক্ষে অপেয়ও পেয়, অভক্ষ্যও ভক্ষ্য এবং অগম্যও গম্য । ৫৭

ন বিধিন্ নিষেধঃ স্যান্ন পুণ্যং ন চ<sup>৬</sup> পাতকম্ ।

ন স্বর্গো নৈব নরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৫৮ ॥

১ তা বি গ,—ঘ, সুখং ভবেৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, আমিষাহারসৌরভ্যহীনস্ত ন সুখং ভবেৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, বর্জ্যশ্চ ; ঐ,—ক, সর্বজ্ঞশ্চ ।

৩ তা বি গ,—খ, স স্থাৎ ।

৪ ঐ, স্বৎকার্যম্ ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ কার্যমেব চ ।

৬ তা বি গ,—খ, নাত্র ।

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের বিধিও নেই, নিষেধও নেই, পুণ্যও নেই পাপও নেই, স্বর্গও নেই নরকও নেই । ৫৮

অনভিজ্ঞা অভিজ্ঞন্তি<sup>১</sup> দরিদ্রা ধনয়ন্তি চ ।

বিনষ্টা অপি বর্দ্ধন্তে কৌলিকাঃ কুলনায়িকে ॥ ৫৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, কৌলিকরা অনভিজ্ঞ হলেও অভিজ্ঞ, দরিদ্র হলেও ধনবান্ এবং বিনষ্ট হলেও সমৃদ্ধ হয় । ৫৯

রিপবশ্চাপি মিত্রন্তি সাক্ষাদ্দাসন্তি ভূমিপাঃ ।

বান্ধবন্তি জনাঃ সর্বে কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৬০ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের শত্রুও মিত্র হয়, রাজারা স্বয়ং তাদের দাসত্ব করে এবং সব লোক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে । ৬০

বিমুখাঃ সুমুখাঃ<sup>২</sup> সর্বে গর্বিতা প্রণমন্তি চ<sup>৩</sup> ।

বাধকাঃ সাধকাঃ যান্তি<sup>৪</sup> কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৬১ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের প্রতি যারা বিমুখ তারাও তাদের অনুকূল হয়, গর্বিতরা সব তাদের প্রণাম করে এবং যারা তাদের বিদ্বকারী তারা সহকারী হয় । ৬১

নিগুণাঃ সগুণায়ন্তে অকুলং সুকূলায়তে ।

অধর্মাশ্চাপি ধর্মন্তি কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৬২ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের ক্ষেত্রে নিগুণ সগুণ হয়ে যায় । হীনবংশ সদ্বংশ আর অধর্ম ধর্ম হয়ে যায় । ৬২

মৃত্যুর্বেদায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্<sup>৫</sup> ।

পুণ্যায়ন্তেহজ্ঞনা সর্বাঃ<sup>৬</sup> কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের ক্ষেত্রে মৃত্যু করে বৈদ্যের কাজ, গৃহ হয় সাক্ষাৎ স্বর্গ আর সব অজ্ঞনা হয় পুণ্যের কারণ । ৬৩

বহ্ননাত্র কিমুন্তেন কুলযোগীশ্বরী প্রিয়ে ।

সদা সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ সূর্যনাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৬৪ ॥

১ র গ, অনভিজ্ঞা;প্যভিজ্ঞন্তি ।

২ তা বি গ,—ক, ঘ, সুমুখা ; ঐ,—খ, দুমুখাঃ সুমুখাঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, প্রণতা ভূবি ।

৪ ঐ,—ক,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, বাধকাঃ সাধকায়ন্তে : ঐ,—ও এবং র গ, বাধকাঃসাধকাঃ যান্তি ।

৫ তা বি গ,—ও এবং র গ, স্বর্গঃ সাক্ষাদ্ গৃহায়তে ।

৬ ঐ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, পুণ্যায়ন্তেহজ্ঞনাসদাঃ ।

সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ—ঈঁরা সঙ্কল্পমাত্র বাঞ্ছিতবস্তু লাভ করেন, তাঁর জন্ম কোনো প্রয়াসাদির প্রয়োজন হয় না ।

প্রিয়ে, এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলে কি হবে । কুলযোগীশ্বরগণ যে সঙ্কল্পসিদ্ধ এ নিয়ে বিতর্ক করা চলে না । ৬৪

যেন কেনাপি বেশেন যেন কেনাপি লক্ষিতঃ<sup>১</sup> ।

যত্র কুত্রাশ্রমে তিষ্ঠেৎ কুলযোগী কুলেশ্বরি<sup>২</sup> ॥ ৬৫ ॥

কুলেশ্বরী, কুলযোগী যে কোনো বৈশে, যে কোনো লোকের দৃষ্টিগোচরে, যে কোনো আশ্রমে অবস্থান করতে পারবে । ৬৫

যোগিনো বিবিধৈর্বেশৈর্নরাণাং হিতকারিণঃ ।

ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ৬৬ ॥

মানুষের হিতকারী এই যোগীরা নানা বেশ ধারণ করে নিজের স্বরূপ গোপন করতঃ জগতে ঘুরে বেড়ায় । ৬৬

সক্লৈবাত্মবিজ্ঞানং ক্ষপয়ন্তি কুলেশ্বরি<sup>৩</sup> ।

উন্মত্তমুকজ্জবল্লিবসেল্লোকমধ্যতঃ<sup>৪</sup> ॥ ৬৭ ॥

আত্মবিজ্ঞানং—আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান । ক্ষপয়ন্তি—পরিভ্রাণ করে না ।

কুলেশ্বরী, এরা একবারও আত্মজ্ঞান ত্যাগ করে না অর্থাৎ এদের আত্মজ্ঞান সদা বিরাজমান । তবে লোকের মধ্যে এরা উন্মত্ত মুক ও জড়ের মতো বাস করে । ৬৭

অলক্ষ্যা হি যথা লোকে ব্যোম্মি চন্দ্রার্কয়োগতিঃ<sup>৫</sup> ।

নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ তথৈব কুলযোগিনাম্<sup>৬</sup> ॥ ৬৮ ॥

আকাশে চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতি যেমন অগোচর তেমনি সংসারে কুলযোগীদের গতি অগোচর । ৬৮

আকাশে পক্ষিণাং দেবি জলেহপি জলচাৰিণাম্ ।

যথা গতির্ন দৃশ্যতে তথা বৃত্তং হি যোগিনাম্<sup>৭</sup> ॥ ৬৯ ॥

১ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, কেনাপ্যালক্ষিত ।

২ তা বি গ,—খ, সমাতিষ্ঠেৎ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ গচ্ছন্ কুলযোগী প্রবর্ততে ।

৩ তা বি গ,—খ, সৎ ক্লৈবাত্মবিজ্ঞানং খ্যাপয়েৎ কুলযোগাবৎ ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, লোকমধ্যমে ।

৫ তা বি গ,—খ, গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অলক্ষ্যা হি যথা লোকে ব্যোম্মি চন্দ্রার্ক-যোগতঃ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তথা বৃত্তন্ত যোগিনাম্ ।

৭ তা বি গ,—খ, মহাত্মনাম্ ।

দেবী, আকাশে পাখী এবং জলে জলচরদের গতি যেমন অজ্ঞাত তেমনি এই যোগীদেরও গতি অজ্ঞাত । ৬৯

অসন্ত ইব ভাষন্তে<sup>১</sup> চরন্ত্যজ্ঞা<sup>২</sup> ইব প্রিয়ে ।

পামরা<sup>৩</sup> ইব দৃশ্যন্তে কুলযোগ<sup>৪</sup> বিশারদাঃ ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, কুলযোগবিশারদেরা অসন্তের মতো কথা বলে, অজ্ঞের মতো বিচরণ করে আর পামরের মতো দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের দেখে লোকে পামর মনে করে । ৭০

জনা যথাবমণ্যন্তে গচ্ছেয়ুর্নৈব<sup>৫</sup> সঙ্গতিম্ ।

ন কিঞ্চিদপি ভাষন্তে তথা<sup>৬</sup> যোগী প্রবর্ততে ॥ ৭১ ॥

লোকেরা যাতে তাকে অবজ্ঞা করে, তার সঙ্গ না করে, তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে, যোগী সেইভাবে আচরণ করে । ৭১

মুক্তো<sup>৭</sup> হপি বালবং ক্রীড়েৎ কুলেশো জড়বচ্চরেৎ<sup>৮</sup> ।

বদেহ্নন্তবরিদ্বান্ কুলযোগী মহেশ্বরী ॥ ৭২ ॥

মহেশ্বরী, বিদ্বান্ কুলেশ্বর কুলযোগী মুক্ত হলেও বালকের মতো ক্রীড়া করবে, জড়ের মতো আচরণ করবে আর উন্নতের মতো কথা বলবে । ৭২

যথা হসতি লোকোহয়ং জুগুপসতি চ কুংসতি<sup>৯</sup> ।

বিলোকা্য দূরতো যাতি তথা<sup>১০</sup> যোগী প্রবর্ততে ॥ ৭৩ ॥

যোগী এমন আচরণ করে যাতে সংসার তাকে দেখে হাসে, তাকে ঘৃণা করে, তার নিন্দা করে এবং তাকে দেখে দূর থেকে সরে পড়ে । ৭৩

কচিচ্ছিফঃ কচিদ্রুফঃ<sup>১১</sup> কচিদ্ ভূতপিশাচবৎ ।

নানাবেশধরো যোগী বিচরেজ্জগতীতলে ॥ ৭৪ ॥

যোগী কখনো শিফ কখনো রুফ কখনো বা ভূতপিশাচের মতো নানা বেশ ধারণ করে জগতে বিচরণ করে । ৭৪

যোগী লোকোপকারায় ভোগান্ ভুঙ্ক্তে ন কাঙ্ক্ষয়া<sup>১২</sup> ।

অনুগৃহ্নন্ জনান্ সর্বান্<sup>১৩</sup> ক্রীড়েচ পৃথিবীতলে ॥ ৭৫ ॥

১ র গ, ভাষন্তে । ২ তা বি গ,—উ এবং র গ, বদন্ত্যজ্ঞা । ৩ ঐ, পামরা ।

৪ ঐ, কুলযোগি । ৫ ঐ, যোগিনামেব ।

৬ ঐ, ততো । ৭ ঐ, লুবেৎ । ৮ ঐ, জলবচ্চরেৎ ।

৯ তা বি গ,—উ এবং র গ, কুংসিতঃ । ১০ ঐ, যথা ।

১১ ঐ, কচিদ্রুফঃ । ১২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, লোকোপকারায় যোগভঞ্জনশক্ষয়া ।

১৩ ঐ,—গ, ঘ, নানুগ্রহান্ কমাং সর্বাং ; ঐ,—উ, অদন্ গ্রহন্ কুলান্ সর্বান্ ; র গ, অদন্ গ্রহন্ কুলান্ সর্বান্ ।

যোগী লোকের উপকারের জন্য ভোগ্যবস্তু ভোগ করে, ভোগীকাজ্জ্ঞান  
নয়। সব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে ধরাতলে লীলা করে। ৭৫

সর্বশোষী<sup>১</sup> যথা সূর্যঃ সর্বভোগী যথানলঃ।

যোগী ভুক্তাখিলান্<sup>২</sup> ভোগান্ তথা পাপৈর্ন লিপাতে ॥ ৭৬ ॥

সর্বশোষক সূর্যের মতো সর্বভুক্ অগ্নির মতো যোগী অখিল ভোগ্যবস্তু  
ভোগ করেও পাপে লিপ্ত হয় না। ৭৬

সর্বস্পর্শী যথা বায়ুর্যথাকাশাশ্চ সর্বগঃ।

সর্বে যথা নদীম্নাতাস্থথা যোগী সদা শুচিঃ ॥ ৭৭ ॥

সর্বস্পর্শী বায়ুর মতো সর্বগ আকাশের মতো নদীতে স্নানকারী সব  
লোকের মতো যোগী সর্বদা শুচি। ৭৭

যথা গ্রামগতং তোল্লং নদীযুক্তং ভবেৎ শুচি।

তথা শ্লেচ্ছগৃহান্নাদি যোগিহস্তার্পিতং শুচি<sup>৩</sup> ॥ ৭৮ ॥

গ্রামের জল যেমন নদীতে পড়লে শুচি হয় তেমনি শ্লেচ্ছগৃহের অন্নাদিও  
যোগীর হস্তে অর্পিত হলে শুচি হয়। ৭৮

যথাচরন্তি দেবেশি কুলজ্ঞানবিশারদাঃ<sup>৪</sup>।

তদেব বিহ্বাং মান্ত্৫মাশ্রনো হিতকাজ্জিগাম্ ॥ ৭৯ ॥

দেবেশী, কুলজ্ঞানবিশারদেরা যেরূপ আচরণ করে আশ্রিতকাজ্জী  
বিদ্বান্দের কাছে তাই সমাদৃত। ৭৯

যস্মিন্শ্চরন্তি যোগীশাঃ স মার্গঃ পরমো মতঃ।

যস্মামুদেতি সূর্যো হি পূর্বাশা সা নিগদতে<sup>৬</sup> ॥ ৮০ ॥

যেমন যেদিক্ থেকে সূর্য উঠে তাকেই বলে পূর্বদিক্ তেমনি যোগীশ্বরেরা  
যে পথে চলে তাই পরম পথ বলে স্বীকৃত। ৮০

যত্র যত্র<sup>৭</sup> গজো যাতি তত্র মার্গো যথা ভবেৎ।

কুলযোগী চরেৎ যত্র স সন্মার্গঃ<sup>৮</sup> কুলেশ্বরী ॥ ৮১ ॥

১ তা বি গ,—উ এবং র গ, সর্বপায়ী।

২ তা বি গ,—ক, ভুক্তা কুলান্।

৩ তা বি গ,—উ, এবং র গ, গৃহান্নাদিযোগিহস্তগতঃ শুচিঃ।

৪ ঐ, কুলধর্মপরায়ণাঃ; তা বি গ,—খ, কুলজ্ঞানপরায়ণাঃ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, মার্গং।

৬ ঐ,—উ এবং র গ, স্মাৎ পূর্বাশা ন তু দৃশ্যতে।

৭ তা বি গ,—খ, উ এবং র গ, যত্র যত্র।

৮ তা বি গ,—খ,—ধ্বত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, স মার্গঃ।

কুলেশ্বরী, যেখানে যেখানে হাতী চলে তাই যেমন পথ হয়ে যায় তেমনি কুলযোগী যে পথে চলে তাই সংপথ । ৮১

নদীং বক্রা<sup>১</sup>মুজুং কর্তৃং নিরোদ্ধুং তৎপ্রবাহকম্ ।

স্বেচ্ছাবিহারিণং শান্তং কো বা বারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৮২ ॥

বাঁকা নদীকে কে সোজা করতে পারে ? তার প্রবাহ কে রোধ করতে পারে ? শান্ত স্বেচ্ছাবিহারী যোগীকে কে বারণ করতে পারে ? ৮২

যদ্বন্মন্ত্ৰ<sup>২</sup>বলোপেতঃ ক্রীড়নীয়ৈর্ন<sup>৩</sup> দৃশ্যতে ।

তদ্বন্ম দৃশ্যতে জ্ঞানী ক্রীড়নিল্লিয়<sup>৪</sup>পন্নগৈঃ ॥ ৮৩ ॥

যেমন মন্ত্রশক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে তার ক্রীড়নীয় সর্পেরা দেখে না অর্থাৎ দেখে কামড়ায় না তেমনি ইল্লিয়সর্প নিয়ে ক্রীড়ারত জ্ঞানীকে সেই সাপগুলি কামড়ায় না । ৮৩

নিবৃত্তহুঃখাঃ সন্তুষ্টাঃ<sup>৫</sup>নির্বন্দা গতমৎসরাঃ<sup>৬</sup> ।

কুলজ্ঞানরতাঃ<sup>৭</sup> শান্তাত্তত্তক্তা<sup>৮</sup>স্তে চ কৌলিকাঃ ॥ ৮৪ ॥

নিবৃত্তহুঃখ সন্তুষ্ট নির্বন্দ বিগতমৎসর কুলজ্ঞানরত শান্ত ব্যক্তিরাই তোমার ভক্ত এবং তারাই কৌলিক । ৮৪

অমদক্রোধদম্ভাশাহঙ্কারাঃ সত্যবাদিনঃ ।

কৌলিকেন্দ্রা হুচপলা যে নেল্লিয়<sup>৯</sup>বশানুগাঃ ॥ ৮৫ ॥

মদ ক্রোধ দম্ভ আশা অহংকার যাদের নেই, যারা সত্যবাদী, যারা ইল্লিয়পরবশ নয়, সেই কৌলিকেন্দ্রগণ অচপল । ৮৫

কীর্ত্যমানে কুলে যেবাং<sup>১০</sup> রোমাঞ্চো গদগদস্বরঃ ।

আনন্দাশ্রু পতেদেবি<sup>১১</sup> কথিতাঃ কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ৮৬ ॥

দেবী, কুলপ্রশংসায় যাদের রোমাঞ্চ হয়, গদগদ স্বর হয়, চোখে আনন্দাশ্রু ঝরে, তাদেরই কৌলিকোত্তম বলা হয় । ৮৬

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নদীবক্রমুজুং ।

২ তা বি গ,—ক, তত্তমন্ত্ৰ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, যদ্বন্মন্ত্ৰ

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, ক্রীড়ন্ সূর্যো ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ক্রীড়ন্ সূর্যো ন দৃশ্যতে

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যোগী ক্রীড়নিল্লিয় ।

৫ ঐ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, নিবৃত্তহুঃখসন্তুষ্টা ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বিদুরাগমবৎসলাঃ । ৭ ঐ,—ক, জ্ঞানজ্ঞানরতা ।

৮ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, সন্তুক্তা ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, জিতেল্লিয় । ১০ ঐ, তেবাং ।

১১ তা বি গ,—ক, আনন্দাশ্রুপতে দেবি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, আনন্দাঃ প্রীণতে দেবি ।

সর্বধর্মাধিকো লোকে কুলধর্মঃ শিবোদিতঃ ।

ইতি যে নিশ্চিতধিয়ঃ প্রোক্তান্তে কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ৮৭ ॥

শিবপ্রোক্ত কুলধর্ম সংসারে সকল ধর্মের বাড়া এই যাদের নিশ্চিত জ্ঞান তাদেরই কৌলিকোত্তম বলা হয় । ৮৭

যো ভবেৎ কুলতত্ত্বজঃ কুলশাস্ত্র<sup>১</sup>বিশারদঃ ।

কুলার্চনরতঃ স স্যাৎ কৌলিকো নাপরঃ প্রিয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়ে, যে কুলতত্ত্বজ, কুলশাস্ত্রবিশারদ, কুলার্চনরত সে-ই কৌলিক, অগ্র কেউ নয় । ৮৮

কুলভজ্ঞান কুলজ্ঞানান্ কুলাচারকুলব্রতান্<sup>২</sup> ।

প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্য কৌলিকঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

কুলভক্ত, কুলজ্ঞানী, কুলাচারী, কুলব্রতপরায়ণ ব্যক্তিদের দেখে যে-কৌলিক প্রীত হয় সে আমার প্রিয় । ৮৯

তত্ত্বত্রয়শ্রীচরণ<sup>৩</sup>মূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

দেবতাগুরুভক্তশ্চ<sup>৪</sup> কৌলিক স্যাচ্চ দীক্ষয়া<sup>৫</sup> ॥ ৯০ ॥

তত্ত্বত্রয়, আরাধ্য দেবতা ও গুরুর চরণ, মূলমন্ত্রের অর্থ—এ সবার তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন এবং দেবতাও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি দীক্ষা দ্বারা কৌলিক হয় । ৯০

দুর্লভং সর্বলোকেষু কুলাচারস্য দর্শনম্ ।

সুপাকৈনৈব পুণ্যানাং<sup>৬</sup> লভ্যাতে নাগুথা প্রিয়ে ॥ ৯১ ॥

প্রিয়ে, সর্বলোকে কুলাচার্যের দর্শন দুর্লভ । পুণ্য পরিপক্ব হলে পরেই এই দর্শন লাভ হয়, অগ্র কোনো প্রকারে নয় । ৯১

সংস্কৃতঃ কীর্ত্তিতো দৃষ্টো বন্দিতো ভাষিতোহপি বা ।

পুনাতি কুলধর্মিষ্ঠশ্চাণ্ডালোহপি যদৃচ্ছয়া ॥ ৯২ ॥

কুলধর্মিষ্ঠ যদি চণ্ডালও হয় তথাপি তাকে স্মরণ করলে, তার গুণকীর্তন করলে, দর্শন লাভ করলে, বন্দনা করলে কিংবা তার সঙ্গে কথা বললে, সে যে-কোনো ব্যক্তিকে যদৃচ্ছা পবিত্র করে দিতে পারে । ৯২

১ তা বি গ,—খ, কুলাগম ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুলনাম ।

২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, দাস্তিকঃ পরঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুলে ব্রতান্ ।

৪ তা বি গ,—খ, তত্ত্বত্রয়াভিচরণ ; ঐ,—গ, ঘ, তত্ত্বত্রয়শ্রী স্বীকারাৎ ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুভক্ত্য ।

৬ ঐ, কৌলিকশাস্ত্রদীক্ষয়া ; তা বি গ,—গ, ঘ, শাস্ত্রদীক্ষয়া ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিপাকৈনৈব প্রভুগাৎ ।

• সর্বজ্ঞো বাপি মূৰ্খো বাপ্যন্তমো বাধমোহপি বা ।

যত্র দেবি কুলজ্ঞানী তত্রাহং ত্বয়া সহ ॥ ৯৩ ॥

দেবী, সর্বজ্ঞই হোক আর মূৰ্খই হোক, উত্তমই হোক আর অধমই হোক, কুলজ্ঞানী যেখানে থাকে সেখানে তোমার সঙ্গে আমিও থাকি । ৯৩

নাহং বসামি কৈলাসে ন মেরৌ ন চ মন্দরে<sup>১</sup> ।

কুলজ্ঞা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি ভাবিনি ॥ ৯৪ ॥

ওগো ভাবিনী, আমি কৈলাসেও থাকি না, মেরুপর্বতেও থাকি না, মন্দর-পর্বতেও থাকি না । যেখানে কুলজ্ঞরা থাকে সেখানেই থাকি । ৯৪

সুদূরমপি গন্তব্যং যত্র মাহেশ্বরো জনঃ ।

দ্রষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন তত্র সন্নিহিতো হৃহম্<sup>২</sup> ॥ ৯৫ ॥

মাহেশ্বর ব্যক্তি যদি দূরেও থাকে তা হলেও সেখানে গিয়ে চেষ্টা করে তাকে দর্শন করতে হবে । আমি সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকি । ৯৫

অতিদূরস্থিতো বাপি দ্রষ্টব্যঃ কুলদেশিকঃ<sup>৩</sup> ।

সমীপে বর্তমানোহপি ন দ্রষ্টব্যঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, কুলদেশিক যদি অতিদূরেও থাকে তা হলেও তাকে দর্শন করতে হবে আর পশুভাবের সাধক যদি অতি নিকটেও থাকে তবু তাকে দেখতে নেই । ৯৬

কুলজ্ঞানী বসেদৃ<sup>৪</sup> যত্র স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ<sup>৫</sup> ।

দর্শনাদর্চনাত্ম্য ত্রিসপ্তকুলমুদ্বরেৎ ॥ ৯৭ ॥

কুলজ্ঞানী যেখানে বাস করে সেই দেশ পুণ্যভাজন । কুলজ্ঞানীর দর্শন ও অর্চনা করলে তিন সাত্রে একশ কুল উদ্ধার পেয়ে যায় । ৯৭

কুলজ্ঞানিনমালোক্য স্বসন্তান<sup>৬</sup>গৃহে স্থিতম্ ।

নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্বৈ<sup>৭</sup> যাশ্চামঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮ ॥

নিজের সন্তানের ঘরে কুলজ্ঞানীকে অবস্থিত দেখতে পেলে অর্থাৎ নিজের সন্তানসন্ততির মধ্যে কেউ কুলজ্ঞানী হয়েছে এইটি দেখতে পেলে সব পিতৃপুরুষেরা 'আমরা পরমগতি লাভ করব' এই ভেবে নাচতে থাকে । ৯৮

১ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, মন্দিরে ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ত্বং নমিতা হৃহম্ । ৩ তা বি গ,—ক, গ, কুলনায়কঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ভবেদৃ । ৫ ঐ,—দ্বুত পাঠ ; তা বি গ, পুণ্যভাক্ ততঃ ।

৬ তা বি গ,—ক, স্বয়ং বাহ্য ; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বসন্তানং ।

৭ তা বি গ,—ক,—দ্বুত পাঠ ; ঐ,—ঙ শংসন্তি পিতরন্ত্য ; র গ, সংশন্তি পিতরন্ত্য ।



সমাস্থসন্তি<sup>১</sup> পিতরঃ সূৰুষ্টিমিব<sup>২</sup> কর্ধকাঃ ।

যোহস্মৎকুলেষু পুত্রো বা পৌত্রো বা কৌলিকো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

কৃষকেরা যেমন সূৰুষ্টির আশায় বুক বাঁধে তেমনি পিতৃপুরুষেরা ‘আমাদের বংশে পুত্র হোক পৌত্র হোক কেউ একজন কৌলিক হবে’ এই আশায় বুক বাঁধে । ১৯

স ধন্যঃ খুল্ল লোকেহস্মিন্ পুরুষঃ ক্ষীণকলম্বঃ ।

যৎসমীপং<sup>৩</sup> সমায়াস্তি কুলাচার্যা মুদা প্রিয়ে ॥ ১০০ ॥

প্রিয়ে, এ সংসারে বিগতপাপ সেই পুরুষই ধন্য কুলাচার্যরা সানন্দে যার কাছে আসে । ১০০

কৌলিকেন্দ্রে সমায়াতে কৌলিকাবসথং প্রতি ।

সমায়ান্তি মুদা দেবি যোগিন্যো যোগিভিঃ সহ ॥ ১০১ ॥

দেবী, কৌলিকের গৃহে যদি কৌলিকেন্দ্রে আগমন করে তা হলে সেখানে যোগিনীরা যোগীদের সঙ্গে সানন্দে উপস্থিত হয় । ১০১

প্রবিশ্য কুলযোগীন্দ্রং ভজন্তে<sup>৪</sup> পিতৃদেবতাঃ ।

তস্মাৎ সম্পূজয়েন্তু কুলজ্ঞানপরায়নান্<sup>৫</sup> ॥ ১০২ ॥

পিতৃগণ এবং দেবতাগণ সেই গৃহে প্রবেশ করে কুলযোগীন্দ্রের ভজনা করেন । অতএব, ভক্তিসহকারে কুলজ্ঞানপরায়নদের পূজা করা উচিত । ১০২

অভ্যচ<sup>৬</sup>য়িত্বা ত্বাং দেবি তুন্তুজ্ঞানার্চয়ন্তি যে ।

পাপিষ্ঠাস্ত্বৎপ্রসাদম্ভাজনং ন ভবন্তি<sup>৭</sup> তে ॥ ১০৩ ॥

দেবী, তোমার অর্চনা করার পর যারা তোমার ভক্তদের অর্চনা করে না সেই পাপিষ্ঠরা তোমার প্রসাদভাজন হয় না । ১০৩

নৈবেদ্যং পুরতো যন্তং দর্শনাং স্বীকৃতং ত্রয়া<sup>৮</sup> ।

রসান্<sup>৯</sup> ভক্তস্য জিহ্বাগ্রাদশ্মামি কমলেক্ষণে ॥ ১০৪ ॥

ওগো কমলনয়না, তোমার সামনে যে নৈবেদ্য রাখা হয় তা তুমি দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ কর আর আমি ভক্তজিহ্বাগ্রে তার রস আশ্বাদন করি । ১০৪

তুন্তুপূজনাদ্বেবি পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ ।

তস্মান্মম<sup>১০</sup> প্রিয়াকাজ্জী তুন্তুজ্ঞানেব পূজয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

১ তা বি গ,—ক, সমাপ্রবন্তি ; ঐ,—ও এবং র গ, সমাপ্রবন্তি ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, স্বরুষ্টিমিব ।

৩ ঐ, যৎসমীপং ।

৪ তা বি গ,—ক, গ, ভূজ্যন্তে ।

৫ ঐ,—ও এবং র গ, রতান্ পরান্ ।

৬ র গ, ভজন্তি ।

৭ তা বি গ,—খ, ও, দৃষ্টব স্বীকৃতং ত্রয়া ;

র গ, ত্রয়া ।

৮ তা বি গ,—ও এবং র গ, সাধু ।

৯ ঐ তস্মান্মমং ।

দেবী, তোমার ভক্তের পূজা করলে আমি পূজিত হই। সেইজন্য যে আমার প্রিয়াকাজ্ঞী তার তোমার ভক্তদের পূজা করা উচিত। ১০৫

যং কৃতং কুলনিষ্ঠানাং<sup>১</sup> তদেবানাং কৃতং ভবেৎ।

সুরাঃ কুলপ্রিয়াঃ সর্বে তস্মাৎ কৌলিকমর্চয়েৎ ॥ ১০৬ ॥

কুলনিষ্ঠদের জন্য যা করা হয় তা দেবতাদের জন্যই করা হয়। দেবতার। সব কুলপ্রিয়। অতএব, কৌলিকের অর্চনা করা উচিত। ১০৬

ন তুষ্ণাম্যহমন্ত্র যথা ভক্ত্যা সুপূজিতঃ।

কৌলিকেন্দ্রেহর্চিতে সম্যক্ যথা তুষ্ণামি পার্বতি ॥ ১০৭ ॥

পার্বতী, কৌলিকেন্দ্রের সম্যক্ পূজা করলে আমি যেমন তুষ্ট হব অন্যত্র ভক্তিভরে উত্তমরূপে আমার পূজা করলেও তেমন তুষ্ট হব না। ১০৭

যং ফলং কৌলিকেন্দ্রাণাং পূজয়া লভতে প্রিয়ে।

তং ফলং নাপ্নুয়াত্তীর্থতপোদানমথব্রতৈঃ ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়ে, কৌলিকেন্দ্রের পূজাতে যে-ফল লাভ হয় তীর্থ, তপ, দান, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি দ্বারা সেই ফল লাভ হয় না। ১০৮

দত্তমিচ্ছং হুতং তপ্তং পূজিতং জপ্তমম্বিকৈঃ।

কৌলিক্য ভবেদ্ব্যর্থং কুলজং যোহবমানয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

অম্বিকা, যে কৌলিক কুলজের অবমাননা করে সে দান, যজ্ঞ, হোম, তপ, পূজা, জপ যা কিছু করুক তা সব ব্যর্থ হবে। ১০৯

শ্মশানং তদগৃহং<sup>২</sup> দেবি স পাপী স্বপচাধমঃ।

যঃ প্রবিশ্য কুলং ধর্মং কুলাচারং ন বেত্তি চেৎ ॥ ১১০ ॥

দেবী, যদি কেউ কুলধর্ম গ্রহণ করেও কুলাচার না জানে তা হলে তার গৃহ হবে শ্মশান আর সে হবে পাপী চণ্ডাধম। ১১০

কুলনিষ্ঠান্ পরিত্যজ্য যচ্চাশ্রমৈ প্রদীয়তে।

তদানং নিষ্ফলং দেবি দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১১১ ॥

দেবী, কুলনিষ্ঠদের পরিত্যাগ করে অশ্রমে যা দান করা হয় সেই দান নিষ্ফল হয় এবং দাতা নরকে যায়। ১১১

ভিন্নভাণ্ডে জলং যদ্বৎ শিলায়ামুপবীজবৎ।

ভস্মনীব হুতং হব্যং তদ্বদানমকৌলিকে ॥ ১১২ ॥

ভিন্ন ভাণ্ডে যেমন জল, পাথরে বোনা যেমন বীজ, ভস্মে যেমন ঘৃতাহুতি তেমনি অকৌলিকে দান। ১১২

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুলনিষ্ঠানাং।

২ তা বি গ,—খ, যদত্তমম্বিকৈঃ।

৩ ঐ,—ঙ এবং র গ, তদগৃহে।

যথাশক্ত্যা তু যৎকিঞ্চিদ্ যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে ।<sup>১</sup>

বিশেষতিথিষু<sup>২</sup> প্রীত্যা তৎফলং নৈব বর্ণ্যতে ॥১১৩॥

বিশেষ বিশেষ তিথিতে প্রীতি সহকারে কুলযোগিকে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিং  
যা দান করা হয় সেই দানের ফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না । ১১৩

যো দেবি স্বয়মাহুয় কুলজ্ঞানান্ শুভে<sup>৩</sup> দিনে ।

অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা গন্ধপুষ্পাঙ্কতাдиभिः ॥১১৪॥

মাদিभिঃ পঞ্চমুদ্রাभिঃ সন্তুজ্য্য পরিতোষয়েৎ ।

তেষু তুষ্টেষহং তুষ্টস্তৃষ্ণাঃ সুাঃ সর্বদেবতাঃ ॥১১৫॥

দেবী, যে স্বয়ং শুভদিনে কুলজ্ঞদের আহ্বান<sup>৪</sup> করে এনে দেবতাবুদ্ধিতে  
গন্ধ পুষ্প অঙ্কতাди দ্বারা অর্চনা করে ও ভক্তিভরে মদাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা  
তাদের পরিতোষ বিধান করে এবং তাতে তারা যদি তুষ্ট হয় তা হলে সেই  
ব্যক্তির প্রতি আমি তুষ্ট হই, সব দেবতারা তুষ্ট হন । ১১৪-১১৫

ভগিনীং বা সুতাং ভাৰ্যাং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে ।

মধুমত্তায় দেবেশি তস্ম পুণ্যং ন গণ্যতে ॥১১৬॥

দেবেশী, যে মধুমত্ত কুলযোগীকে স্বীয় ভগ্নী কন্যা বা ভাৰ্যা দান করে তার  
পুণ্যের সীমা নাই । ১১৬

অলিবিন্দু<sup>৫</sup>বিনিক্ষিপ্তমপ্রযত্নেন বর্দ্ধিতম্ ।

পরলোকস্য পাথেয়ং বীরচক্রেহপি তং<sup>৬</sup> মধু ॥১১৭॥

বীরচক্রে অপিত মদ পরলোকের পাথেয় । অলিবিন্দু অর্থাৎ মদবিন্দু চক্রে  
যথাবিধি নিক্ষিপ্ত হলে সেই পাথেয় বিনা যত্নে বর্দ্ধিত হয় । ১১৭

পাপাচারসমায়ুক্তং সর্বলোকবহিষ্কৃতম্ ।

জায়তে<sup>৭</sup> হি কুলদ্রব্যং কুলযোগীশ্বর্যাপিতম্ ॥১১৮॥

পাপাচারের সঙ্গে যুক্ত, সর্বলোকবর্জিত দ্রব্যও যদি কুলযোগীশ্বরকে  
অর্পিত হয় তা হলে তা কুলদ্রব্য হয়ে যায় । ১১৮

যস্মিন্ দেশে বসেৎ<sup>৮</sup> বীরঃ কুলপূজারতঃ প্রিয়ে ।

সোহপি দেশো ভবেৎ পূতঃ<sup>৯</sup> কিং পুনঃস্বপ্নরহিতঃ<sup>১০</sup> ॥১১৯॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিশেষতীর্থেষু । ২ ঐ, সুখমাহুয় কুলজ্ঞানশুভে ।

৩ তা বি গ,—গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ এবং র গ, অনিখাত ; তা বি গ,—ক, অনিবাৎ ।

৪ তা বি গ,—খ, বীরৈব চর্চিতং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বীরচক্রাপিতম্ ।

৫ র গ, ত্রায়তে । ৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বয়ো ।

৭ ঐ, পূজাঃ ; তা বি গ,—ক, গ, পুণ্যঃ ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, পুনঃস্বপ্নরহিতাঃ ।

প্রিয়ে, যে-দেশে কুলপূজারত বীর বাস করে সেই দেশও পবিত্র হয়ে যায়, সাধকের স্বপূরে অবস্থানকারী হলে আর কথা কি ?

কৌলিকেন্দ্রে স্কৃদ্ধুক্তে<sup>১</sup> পুণ্যং কোটিগুণং ভবেৎ ।

কিং পুনৰ্ভুভির্ভুক্তৈস্তৎ পুণ্যং নৈব গগাতে ॥১২০॥

কৌলিকেন্দ্র একবার ভোজন করলে যে ভোজন করায় তার কোটিগুণ পুণ্য হয়, বহুবার ভোজন করলে তার আর কথা কি । সে-পুণ্যের ত সীমা পরিসীমা করা যায় না । ১২০

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা ।

কুলধর্মরতো<sup>২</sup> ভূয়াৎ কুলজ্ঞানিনমর্চয়েৎ ॥ ১২১ ॥

অতএব, সর্বদা সর্ব-অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে কুলধর্মরত হতে হবে এবং কুল-জ্ঞানীর অর্চনা করতে হবে । ১২১

জ্ঞানিনোহজ্ঞানিনো বাপি যাবৎ দেহস্য ধারণা ।

তাবদ্বর্ণাশ্রমাচারঃ<sup>৩</sup> কর্তব্যঃ কর্মভুক্তয়ে<sup>৪</sup> ॥ ১২২ ॥

জ্ঞানী হোক আর অজ্ঞানই হোক যতদিন দেহ আছে ততদিন মানুষকে কর্মভোগের জন্য দ্বীয় বর্ণাশ্রমসম্মত আচার পালন করতে হবে । ১২২

কর্মণোন্মূলিতেহজ্ঞানে<sup>৫</sup> জ্ঞানেন শিবতাং<sup>৬</sup> ব্রজেৎ ।

শিবৈক্যমেব<sup>৭</sup> মুক্তিঃ স্যাদতঃ কর্ম সমাচরেৎ<sup>৮</sup> ॥ ১২৩ ॥

কর্মণোন্মূলিতেহজ্ঞানে—কর্মের দ্বারা অজ্ঞান উন্মূলিত হলে । কর্ম বলতে এখানে বর্ণাশ্রমবিহিত শাস্ত্রসম্মত কর্মের কথা বলা হয়েছে । সে রকম কর্মের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয় । আর অজ্ঞান দূরীভূত হলে পরেই তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে । জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ।

শিবৈক্যমেব—শিবের সহিত একীভূত হওয়াই, শিবত্ব লাভই । এটিই বেদান্তের ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই উপলব্ধি ।

কর্মের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হলে জ্ঞানের দ্বারা শিবত্ব লাভ হবে । শিবৈক্যই মুক্তি । অতএব, কর্ম করতে হবে । ১২৩

১ তা বি গ,—কৌলিকো যঃ স্কৃদ্ধুক্তে ।

২ তা বি গ,—খ, কুলজ্ঞানরতো ।

৩ ঐ,—ক, গ, বর্ণসম্মাচারঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তত্ত্বদ্বর্ণাশ্রমাচারঃ ।

৪ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কর্মভুক্তয়ে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বভুক্তয়ে ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, কর্মণা মূলিতং জ্ঞানং ; ঐ,—খ, কর্মণোন্মূলিতং জ্ঞানম্ ।

৬ ঐ,—ক, গ, সম্যগ্ ।

৭ ঐ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শিবতেনৈব ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শিবৈক্যম্ ।

৮ র গ, সমাপয়েৎ ।

কুৰ্যাদনিন্দ্যকৰ্মাণি নিত্যকৰ্মাণি বা চরেৎ ১ ।

কৰ্মমুক্তঃ সুখাকাঙ্ক্ষী কৰ্মনিষ্ঠঃ সুখং ব্রজেৎ ২ ॥ ১২৪ ॥

নিত্যকৰ্মাণি—নিত্যকৰ্মসমূহ, সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্যকৰ্ম ।

কৰ্মমুক্তঃ—কৰ্মমুক্ত বলতে বোঝায় যিনি কৰ্মে আসক্তিশূন্য । কৰ্মে যিনি জড়িয়ে পড়েন না ।

অনিন্দনীয় কৰ্ম এবং নিত্যকৰ্ম করতে হবে । সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যদি কৰ্মনিষ্ঠ এবং কৰ্মমুক্ত হয় তা হলেই সুখ লাভ করে । ১:৪

সৰ্বকৰ্মাণি সংত্যক্তং ন শক্যং দেহধারিণা ।

তাজেৎ কৰ্মফলং যো বা স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ২ ॥ ১২৫ ॥

দেহধারী ব্যক্তি সৰ্বকৰ্ম ত্যাগ করতে পারে না । যে কৰ্মফল ত্যাগ করে তাকে ত্যাগী বলা হয় । ১২৫

স্বকাম্যৈশ্চ প্রবর্তন্তে করণানীতি চিন্তয়েৎ ।

অহংভাবমপাশ্রয় যঃ কুর্যাৎ স ন লিপ্যতে ২ ॥ ১২৬ ॥

ইন্দ্রিয়গুলি স্বকাম্যে প্রবৃত্ত হয় এরূপ যে চিন্তা করে এবং অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করে কৰ্ম করে সে লিপ্ত হয় না । ১২৬

ক্রিয়মাণানি কৰ্মাণি জ্ঞানপ্রাপ্তেরনন্তরম্ ।

ন চ স্পৃশন্তি তত্ত্বজং জলং পদ্মদলং যথা ২ ॥ ১২৭ ॥

জল যেমন পদ্মপাতার গায়ে লাগে না তেমনি জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তত্ত্বজ ব্যক্তি যে-সব কৰ্ম করে তা তাকে স্পর্শ করে না ।

তত্ত্বনিষ্ঠস্য\* চ কৰ্মাণি পুণ্যাপুণ্যানি সংক্ষয়ম্ ।

প্রয়াস্তি নৈব লিপ্যন্তে\* ক্রিয়মাণানি বা পুনঃ\* ২ ॥ ১২৮ ॥

তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তির পুণ্যাপুণ্য সব কৰ্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সব আবার করলেও আর তা তাকে লিপ্ত করে না । ১২৮

উৎপন্ন\*সহজানন্দতত্ত্বজ্ঞানরতঃ প্রিয়ে ।

সংত্যক্তসর্বসংকল্পঃ স বিদ্বান্ কৰ্ম সন্ত্যজেৎ ২ ॥ ১২৯ ॥

১ তা বি গ,—খ, নাচরেৎ ।

২ ঐ,—ক, গ, ইহামুত্র ফলাকাঙ্ক্ষী কঃ কৃতঃ শ্যাং সুরপ্রিয়ে ; ঐ,—খ, কঠঁতাসু বাপি প্রিয়ে ।

৩ র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, তত্ত্বনিষ্ঠস্য ।

৪ র গ, লিপ্যন্তি ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ক্রিয়ামততি বায়ুনা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ক্রিয়মাণানি চাপুনা ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তৎপত্র ।

প্রিয়ে, যার অন্তরে সহজানন্দ উৎপন্ন হয়েছে, যে তত্ত্বজ্ঞানরত, সব সঙ্কল্প যে ত্যাগ করেছে, সেই বিদ্বান্ কর্ম ত্যাগ করবে। ১২৯

বৃথৈব<sup>১</sup> যৈঃ পরিত্যক্তং কর্মকাণ্ডমপণ্ডিতৈঃ।

পাষণ্ডাঃ পণ্ডিত্যন্তেষু যাস্তি নরকং প্রিয়ে ॥ ১৩০ ॥

প্রিয়ে, যে সব অপণ্ডিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম বৃথা ত্যাগ করে সেই পণ্ডিতমণ্ডল পাষণ্ডেরা নরকে যায়। ১৩০

ফলং<sup>২</sup> প্রাপ্য যথা বৃক্ষঃ পুষ্পং<sup>৩</sup> ত্যজতি নিস্পৃহঃ।

তত্ত্বং প্রাপ্য তথা যোগী ত্যজেৎ কর্মপরিগ্রহম্ ॥ ১৩১ ॥

ফল পেয়ে গেলে পর নিস্পৃহ বৃক্ষ যেমন কুল ত্যাগ করে তেমনি তত্ত্বলাভ করার পর যোগী কর্মসাধন (সাধন—যার সাহায্যে কর্ম সম্পাদিত হয়, উপকরণ) অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করবে। ১৩১

অশ্বমেধায়ুতেনাপি ব্রহ্মহত্যায়ুতেন চ।

পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যন্তে যেষাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতম্ ॥ ১৩২ ॥

যাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত অর্থাৎ যাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে তারা অমৃত অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য এবং অমৃত ব্রহ্মহত্যার পাপ কোনটা দ্বারাই লিপ্ত হয় না। ১৩২

পৃথিব্যাং যানি কৰ্মাণি জিহ্বোপস্থনিমিত্ততঃ<sup>৪</sup>।

জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী কর্মণা কিং করিষ্যতি ॥ ১৩৩ ॥

জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী—জিহ্বোপস্থের ভোগাকাজ্জা যারা পরিত্যাগ করেছেন। জিহ্বোপস্থের তাগিদ যাদের নেই।

জগতে জিহ্বোপস্থের জন্য যে-সব কর্ম করা হয়, যারা জিহ্বোপস্থ-পরিত্যাগী তারা সে বাক্য কর্ম দিয়ে কি করবে। ১৩৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিং যোগং যোগীশ<sup>৫</sup>লক্ষণম্।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৪ ॥

কুলেশানী, তোমাকে যোগ এবং যোগীশের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কিছুটা বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১৩৪

১ তা বি গ,—খ, বৃথৈব।

২ ঐ, রোক্তং : তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ষত্বং।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, পুষ্পং।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ, নিমিত্তকং।

৫ ঐ,—ক, ঙ, যোগেযোগীশ।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সৰ্বাগমোত্তমোত্তমে  
সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়ায়তন্ত্রে যোগসংস্থাপনকথনং নাম নবম  
উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

সপাদলক্ষলোক সমন্বিত সৰ্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য  
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্গত উদ্ধায়ায়তন্ত্রে যোগসংস্থাপনকথন নামক  
নবম উল্লাস সমাপ্ত । ৯

## দশম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি বিশেষদিবসার্চনম্ ।

তৎসপর্য্যায়ফলং দেব বদ মে পরমেশ্বর ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, বিশেষ দিনের অর্চনার কথা শুনে চাই। হে পরমেশ্বর, সেই পূজার ফল কি তা আমাকে বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনা মাত্র যে শোনে সে সর্বপাপ মুক্ত হয় । ২

উত্তমা নিত্যপূজা স্যাৎ পর্বপূজা তু মধ্যমাৎ ।

মাসপূজাধমা দেবি মাসাদৃদ্ধং পশুর্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

দেবী, নিত্যপূজা উত্তম, পর্বপূজা মধ্যম, মাসিক পূজা অধম আর মাসোদ্ধ-কালের পূজা পশুপূজা । ৩

বিহিতৈর্মাতিভির্দ্রব্যৈর্মাসাদৃদ্ধং সমাচনম্ ॥

পশোভূয়ঃ প্রবেশেচ্ছা যদি স্যাদীক্ষয়েৎ পুনঃ ॥ ৪ ॥

বিহিত মকারাদি দ্রব্যের দ্বারা মাসোদ্ধকালে পূজা করতে হয় । পশুর যদি আবার কোলমার্গে প্রবেশের ইচ্ছা হয় তা হলে তাকে পুনরায় দীক্ষা দিতে হবে । ৪

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।

মকারপঞ্চকং দেবী দেবতাপ্রীতিকারম্ ॥ ৫ ॥

দেবী, মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা এবং মৈথুন এই পঞ্চমকার দেবতার প্রীতি-কারক । ৫

মাদিপঞ্চকমীশানি দেবতাপ্রীতয়ে সুধীঃ ।

যথাবিধি নিষেবেত ত্বয়্যং চেৎ স পাতকী ॥ ৬ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তস্য পূজা ।

২ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মধ্যমং পর্বপূজনম্ ।

৩ র গ, জ্ঞেয়া ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বহির্ভবেৎ ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, সমর্চয়েৎ ।

৬ ঐ,—গ, ঘ, পশুভূয়ঃ পরে য়েচ্ছা ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মকারপঞ্চকং ।

৮ ঐ, কারণং ; তা বি গ,—খ, কারণং ।



ওগো ঈশানী, সুধী সাধক দেবতার প্রীতির জন্ম যথাবিধি পঞ্চমকার সেবা করবে। যে লোভহেতু তা করে সে পাতকী। ৬

কৃষ্ণাষ্টমী চতুর্দশী ত্র্যমাবাস্যাথ পূর্ণিমা ।  
 সংক্রান্তিঃ পঞ্চ পর্বানি<sup>২</sup> তেষু পুণ্যদিনেষু চ ॥ ৭ ॥  
 গুরুজন্মদিনে প্রাপ্তে তদগুরোন্তদগুরোরপি ।  
 মানবৌষাদিপুংসাঞ্চ<sup>৩</sup> স্বজন্মদিবসে তথা ॥ ৮ ॥  
 সম্পত্তৌ চ যজেন্নাভে তপোদীক্ষাব্রতোৎসবে<sup>৪</sup> ।  
 পীঠোপগমনে<sup>৫</sup> বীরপীঠে স্বজনদর্শনে ॥ ৯ ॥  
 দেশিকাগমনে পুণ্যতীর্থদৈবতদর্শনে ।  
 এবমাদিষু দেবেশি বিশেষদিবসেষু চ ॥ ১০ ॥  
 যথাধনং<sup>৬</sup> যথাস্রদ্ধাং<sup>৭</sup> যথাদ্রব্যং যথোচিতম্ ।  
 যথাকালং যথাদেশং তথা পূজা সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

তদগুরোন্তদগুরোরপি—তঁার গুরুর অর্থাৎ গুরুর গুরুর এবং তঁার গুরুর অর্থাৎ গুরুর যিনি গুরু তঁার গুরুরও। গুরুর গুরুকে বলা হয় পরমগুরু এবং তঁার গুরুকে বলা হয় পরমেষ্ঠি গুরু।

মানবৌষাদি—“তন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধককে গুরুপঙ্ক্তির অর্চনা করতে হয়। গুরুপঙ্ক্তি তিনটি—দিব্যৌষ, সিদ্ধৌষ আর মানবৌষ। অর্থাৎ দিব্য-গুরুর এক পঙ্ক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙ্ক্তি আর মানবগুরুর এক পঙ্ক্তি এই তিন পঙ্ক্তি”—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৭৬২।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চপর্বের পুণ্য দিনগুলিতে, গুরুর জন্মদিনে, পরমগুরুর জন্মদিনে, পরমেষ্ঠিগুরুর জন্মদিনে, মানবৌষাদি পুরুষদের জন্মদিনে, নিজের জন্মদিনে, সম্পত্তিলাভে, তপস্যা-দীক্ষা-ব্রত ও উৎসবে, পীঠস্থানে উপস্থিত হলে, বীরপীঠ অর্থাৎ বীরাচারী সাধকের সাধনপীঠে উপস্থিত হলে, স্বজনদর্শনে, দেশিকের আগমন হলে, পুণ্য-তীর্থ ও দেবতাদর্শনে, ওগো দেবেশী, এইরূপ বিশেষ বিশেষ দিনে আর্থিক সজ্জতি অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে বিহিত দ্রব্যের দ্বারা যথোচিতভাবে কালোপ-যোগী ও দেশোপযোগী পূজা করতে হবে। ৭-১১

১ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, চতুর্দশ্যাব।

২ তা বি গ,—খ, পর্বসর্বেষু।

৩ তা বি গ,—ক, ব্রতে শুভে।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যথাবলং।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ পূজাঞ্চ।

৫ ঐ, পীঠোপরিগমে।

৭ র গ, যথা শ্রদ্ধা।

১ 'আচার্যেণ বিধানেন' কারয়েচ্চক্রপূজনম্ ২ ।

স্বয়ং বা পূজয়েদ্দেবি বিন্দুপূজাপুরঃসরম্ ৩ ॥ ১২ ॥

দেবী, আচার্যের দ্বারা যথাবিধি চক্রপূজা করাতে হবে। অথবা সাধক স্বয়ং বিন্দুপূজা করে তারপর চক্রপূজা করবে। ১২

স তে লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ৪ ।

অকুব্ধং কোলিকো মোহাদ্বেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ৫ ॥ ১৩ ॥

সে ( পূর্বোক্ত সাধক ) তোমার লোক প্রাপ্ত হবে এবং সেখান থেকে তার আর সংসারে পুনরাগমন হবে না। মোহবশতঃ যে-কৌলিক এরূপ পূজা না করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ১৩

মাসে বাপি ত্রিমাসে ৬ বা ষণ্মাসে বৎসরেইপি বা ।

শ্রীগুরুং পূজয়েত্তত্য়াহপ্রাপ্তে তৎস্মীসূতাদিকান্ ৭ ॥ ১৪ ॥

মাসে তিন মাসে ছ'মাসে কিংবা বৎসরে একবার ভক্তিভরে শ্রীগুরুর পূজা করতে হবে। গুরুকে পাওয়া না গেলে তাঁর স্ত্রীপুত্রাদির পূজা করতে হবে। ১৪

তদভাবে কুলজ্ঞঃ ৮ তচ্ছিষ্যং বা অগ্ন্যযোগিনম্ ।

সন্তোষয়েৎ কুলদ্রবৈঃ কুলপূজাপুরঃসরম্ ৯ ॥ ১৫ ॥

তাদেরও অভাব হলে কুলপূজাপূর্বক তাঁর কোনো কুলজ্ঞ শিষ্যকে অথবা অন্য কোনো কুলজ্ঞ যোগীকে কুলদ্রব্যের দ্বারা তুষ্ট করতে হবে। ১৫

রোগে ১০ ষাপৎসু দোষেষু ১১ দ্বঃসঙ্গে হনির্মিত্তকে ।

পূজয়েদ্ যোগিনীবৃন্দং দেবি তদোষশান্তয়ে ১২ ॥ ১৬ ॥

দেবী, রোগে, আপদে, অনিষ্টে, দ্বঃসঙ্গে, হনির্মিত্তে অর্থাৎ দূর্লক্ষণ দেখলে সেই দোষশান্তির জন্য যোগিনীবৃন্দের পূজা করতে হবে। ১৬

যত্রৈকায়্যাতত্ত্বজ্ঞঃ কুলাচার্যঃ ১৩ কুলেশ্বরি ।

কৌলিকাস্ত্রি ১৪ চতুঃপঞ্চ শতয়শ্চ তথা প্রিয়ে ১৫ ॥ ১৭ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, আচার্যেণাথবাগুণেন ।

২ তা বি গ,—খ, চক্রমর্চনম্ ।

৩ ঐ,—ক, পরায়ণঃ ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, সত্যালোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, ন কুর্ধাৎ ; ঐ,—ঙ, অকুত্বা ; র গ, ন কুত্বা ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ ত্রিমাসে ।

৭ ঐ, ব্যাপ্তঞ্চ স্ত্রীসূতাদিভিঃ ।

৮ তা বি গ,—খ, গ তৎকুলীনং ।

৯ ঐ,—ক, গ, চক্ররাজপুরঃসরং ; ঐ,—খ, চক্রপূজাপুরঃসরং ।

১০ র গ, যোগে ।

১১ তা বি গ,—খ, ঘোরেষু ।

১২ র গ, তত্ত্বজ্ঞাঃ কুলাচার্যঃ ।

১৩ ঐ, স্ত্র ।

পৃথগ্না পূজয়েদেবি মিথুনাকারতোহপি বা ।

গন্ধপুষ্পাঙ্কতাদৈন্তু দেবেশি সমলঙ্কতাঃ

ভক্ষ্যভোজ্যাদিপিশিতৈঃ পদার্থৈঃ ষড়্‌রসান্বিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

আগ্নায়—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত সঙ্গপদেশ, সম্প্রদায় । তন্ত্রশাস্ত্রে বহু আগ্নায়ের উল্লেখ করা হয়েছে । তার মধ্যে প্রধান পাঁচটি, যথা—পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং উর্ধ্ব । এইগুলি যথাক্রমে শিবের সদোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর এবং ঈশান এই পঞ্চমুখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে । এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদও আছে—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০১২-১০১৩ ।

কুলেশ্বরী, যেখানে ( চক্রে ) একজন আগ্নায়তন্ত্রজ্ঞ কুলাচার্য, তিন চার বা পাঁচজন কৌলিক এবং ঐ সংখ্যক শক্তি উপস্থিত সেখানে তাদের সমলঙ্কত করে, ওগো দেবী, গন্ধ-পুষ্প-অঙ্কতাди দ্বারা ষড়্‌রসযুক্ত ভক্ষ্য ও ভোজ্য মাংসাদি পদার্থ সহযোগে, ওগো দেবেশী, পৃথক্ পৃথক্ অথবা মিথুনাকারে পূজা করতে হবে । ১৭-১৮

প্রোঢ়োল্লাসেন সহিতা যদি তা<sup>১</sup> নিবসন্তি চ ।

তচ্ছৌচক্রমিতি প্রোক্তং বৃন্দাণাপি তচ্চ্যতে ॥ ১৯ ॥

যদি শক্তির প্রোঢ়োল্লাসযুক্ত হয়ে অবস্থান করে তা হলে তাকে চক্র বলা হয়, বৃন্দও বলা হয় । ১৯

কুর্খান্নব কুমারীণাং পূজ্যামান্বিনমাসকে<sup>২</sup> ।

প্রাতর্নিমন্ত্রয়েন্তুক্ত্যা<sup>৩</sup> সাধকঃ শুদ্ধমানসঃ ॥ ২০ ॥

কুমারীণাং—কুমারীদের । তন্ত্রশাস্ত্রে অপুষ্পজাতা একবর্ষীয়া থেকে ষোড়শ-বর্ষীয়া পর্যন্ত কন্যাকে কুমারী বলা হয়েছে । বয়স অনুসারে এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম । এক থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়সের কুমারীর যথাক্রমে নাম—সঙ্ক্কা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, কালিকা, সুভগা, উমা, মালিনী, কুজিকা, কালঙ্কর্ষা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, কুলনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং চণ্ডিকা । দ্রঃ পুরশ্চর্য্যাব, ১১ দশ তরঙ্গ, পৃঃ ১০৮৩ । এ বিষয়ে মতভেদ আছে । আলোচ্যমান উল্লাসের ২৭ সংখ্যক শ্লোকে এক থেকে নয় বৎসর বয়স্ক কুমারীদের অণু রকম নাম পাওয়া যাচ্ছে ।

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, প্রোঢ়োল্লাসমুদিতা হসন্তি নিবসন্তি চ ।

২ তা বি গ,—ক, কুর্খান্নব ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুর্খান্নবকুমারীণাং পূজ্যামান্বিনমাসকৈঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তৎ তৎ নিমন্ত্রয়েন্তুক্ত্যা ।

আশ্বিন মাসে নব কুমারীর পূজা করতে হবে। শুদ্ধমানস সাধক তাদের প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে নিমন্ত্রণ করে আনবে। ২০

মনোহরামেকবর্ষাং বালারু<sup>১</sup> শুভলক্ষণাম্।

—, মন্ত্রী স্নাত্বা শুদ্ধাত্মা কুর্যাদ্বেবিং ক্রমাচনম্ ॥ ২১ ॥

দেবী, স্নান করে শুদ্ধাত্মা সাধক শুভলক্ষণা একবর্ষীয়া কন্যাকে এনে যথা-ক্রমে তার পূজা করবে। ২১

অভ্যঙ্গস্নানশুদ্ধান্তাং পূজাসদনমানয়েৎ<sup>২</sup>।

দেবতাসন্নিধৌ বালান্নপবেশ্য সমর্চয়েৎ ॥ ২২ ॥

প্রথমে কন্যাকে অভ্যঙ্গস্নান করিয়ে শুদ্ধ করে পূজাগৃহে আনতে হবে। তার-পর তাকে দেবতার কাছে বসিয়ে পূজা করতে হবে। ২২

গন্ধপুষ্পাদিভিধু<sup>৩</sup> পৈর্দীপৈশ্চ কুলদীপকৈঃ।

ভোগ্যভোজ্যান্নপানাদৈঃ<sup>৪</sup> ক্ষীরাজ্যমধুমাংসকৈঃ।

কদলীনারিকেলাদিফলৈস্তাং পরিতোষয়েৎ ॥ ২৩ ॥

গন্ধ, পুষ্পাদি, ধূপ, কুলদীপক প্রদীপ, ঝঙ্ক ঘৃত মধু মাংসাদি ভোগ্য ও ভোজ্য অন্নপানাদি এবং কদলী নারিকেলাদি ফলের দ্বারা তার পরিতোষ বিধান করতে হবে। ২৩

সশক্তিকঃ স্বয়ং দেবী, প্রোঢ়ান্তোল্লাসসংযুতঃ<sup>৫</sup>।

যথাশক্তি জপেৎ মন্ত্রী বুদ্ধ্যাবধর্মনুম্ ॥ ২৪ ॥

দেবী, স্বয়ং সাধক সশক্তি প্রোঢ়ান্তোল্লাসযুক্ত হয়ে যেপর্ঘন্ত বুদ্ধি থাকে সেই পর্যন্ত মন্ত্র জপ করবে। ২৪

বালামলকুতাং পশুন্<sup>৬</sup> চিন্তয়েৎ স্বেচ্ছদেবতাম্।

ততস্তাং দেবতাবুদ্ধ্যা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ২৫ ॥

সাধক সালকুতা কুমারীকে দেখতে দেখতে স্ত্রী ইচ্ছদেবতার চিন্তা করবে। তারপর দেবতাবুদ্ধিতে তাকে প্রণাম করে বিদায় দেবে। ২৫

দ্বিতীয়ায়াং দ্বিবর্ষীয়া<sup>৭</sup> মেকবর্ষাঞ্চ পূজয়েৎ<sup>৮</sup>।

এবং তিথৌ কুমারীঞ্চ যজেৎ পূর্বদিনাচিঁতাম্ ॥ ২৬ ॥

১ র গ, কন্যকাং।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, কুত্বা দেবি।

৩ ঐ, পূজাহানং সমানয়েৎ।

৪ ঐ, ভক্ষ্যতে ভোজ্যপানৈশ্চ।

৫ ঐ, অবিপকঃ স্বয়ং দেবি যৌবনোল্লাসসংযুতঃ ; তা বি গ,—খ, যৌবনোল্লাসসংযুতঃ।

৬ তা বি গ,—ও এবং র গ, পশ্চাৎ।

৭ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দ্বিবর্ষান্তামেক। ৮ তা বি গ,—ক, বর্জয়েৎ।

দ্বিতীয়াতে দ্বি-বর্ষীয়া কুমারী এবং একবর্ষীয়া কুমারীর পূজা করতে হবে। এইভাবে প্রত্যেক তিথিতে সেইদিনের কুমারী এবং পূর্বদিনে অর্চিতা কুমারীর অর্চনা করতে হবে। ২৬

নবম্যামেকবর্ষাদিনববর্ষান্তকণ্যাকাঃ।

বালা শুদ্ধা চ ললিতা মালিনী চ বসুন্ধরা\*।

সরস্বতী রমা গৌরী দুর্গা\* চ নব কীর্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥

নবমীতে একবর্ষীয়া থেকে নববর্ষীয়া পর্যন্ত কন্যাদের পূজা করতে হবে। এই নব কুমারীকে যথাক্রমে বালা, শুদ্ধা, ললিতা, মালিনী, বসুন্ধরা, সরস্বতী, রমা, গৌরী ও দুর্গা বলা হয়। ২৭

ত্রিতারাদৈর্নমোহৈশ্চ দেবতাপদপশ্চিষ্টৈঃ।

নামভিঃ চতুর্থ্যৈশ্চ\* পূজয়েত্তাঃ\* পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮ ॥

আদিতে ত্রিতার, অন্তে নমঃশব্দ, মধ্যে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত কুমারীর নামশব্দ এবং তৎপশ্চাৎ চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত দেবতাশব্দ দিয়ে তাদের অর্থাৎ কুমারীদের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করতে হবে। (মন্ত্র এই রকম হবে—হ্রী\* বালায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, হ্রী\* শুদ্ধায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি)। ২৮

বটুকং পঞ্চবর্ষঞ্চ নববর্ষং গণেশ্বরম্\*।

গন্ধপুষ্পাম্বরাকল্লৈর্যথাবিভবিস্তরৈঃ ॥ ২৯ ॥

অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা পদার্থৈঃ পরিতোষয়েৎ।

স্বকার্যফলসিদ্ধার্থং বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৩০ ॥

বিত্তশাঠ্য বর্জন করে যেমন বৈভব তেমনি খরচপত্র করে স্বকার্যের ফল-লাভের জন্য গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্র-ভূষণের দ্বারা পঞ্চবর্ষীয় বটুক এবং নববর্ষীয় গণেশ্বরকে দেবতাবুদ্ধিতে অর্চনা করে বিহিত দ্রব্যসমূহের দ্বারা তাদের পরিতোষ বিধান করতে হবে। ২৯-৩০

নবরাত্রং জপেদেব তত্তদ্বিত্তিক্রমেণ\* চ।

নবরাত্রকৃতাং পূজাং দেবি দেব্যা\* সমর্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥

১ ঐ,—খ, সুসুন্দরা; ঐ,—ঙ এবং র গ, সরস্বতী রমা গৌরী দুর্গা চল্লিশখী তথা।

২ ঐ, হরপ্রিয়া উমা ভীমা শান্তাঃ।

৩ তা বি গ,—খ, নবভিঃ সচতুর্থ্যৈশ্চৈঃ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজয়েচ্চ।

৫ তা বি গ,—ক, কুলেশ্বরম্। ৬ ঐ,—ক, গ, পুষ্পাঙ্কতাকল্লৈঃ।

৭ ঐ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব; তা বি গ, জপেদেকোত্তরবুদ্ধ্যা ক্রমেণ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সিতৈঃ।

তত্ত্বদ্বিতিক্রমেণ—তৎ তৎ দ্বিতিক্রমেণ । তৎ তৎ—সেই সেই মন্ত্র অর্থাৎ  
বালাদি প্রত্যেক কুমারীর মন্ত্র । দ্বিতিক্রমেণ—যথাক্রম দ্বার তিনবার করে  
অর্থাৎ বালাদি দুর্গান্ত এই ক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি মন্ত্র দ্বার তিনবার করে ।

দেবী, নয় রাত্রি ধরে সেই সেই মন্ত্র ক্রমানুসারে দ্বার তিনবার করে জপ  
করতে হবে । তারপর নয় রাত্রিতে যে-পূজা করা হল তা দেবীকে সমর্পণ  
করতে হবে । ৩১

তাম্ৰলং দক্ষিণাং দত্ত্বা কুমারীন্তা বিসর্জয়েৎ ।

এবং নবকুমারীণামর্চনং প্রতিবৎসরম্ ॥ ৩২ ॥

যঃ করৌতি স পুণ্যাত্মা দেবীপ্রীতিমবাশ্রুয়াৎ ¹ ।

মনোহিভিলাষং সম্প্রাপ্য নিবসেত্তব সন্নিধৌ ॥ ৩৩ ॥

এরপর তাম্বল ও দক্ষিণা দিয়ে কুমারীদের বিদায় দিতে হবে । এইরূপে  
প্রতিবৎসর যে নব কুমারীর পূজা করে সেই পুণ্যাত্মা দেবীর প্রীতিভাজন হয় ।  
তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং সে তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করে । ৩২-৩৩

অথবা যৌবনারুঢ়াঃ প্রমদা নব² পার্বতী ।

মনোজ্ঞাঃ পূজিতা ভক্ত্যা³ নবরাত্রিষু মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৪ ॥

হ্রল্লেখাং গগনাং রক্তাং মহত্‌দুঃখাং⁴ করালিকাম্ ।

ইচ্ছাং জ্ঞানাং ক্রিয়াং দুর্গাং বটুকঞ্চ গণেশ্বরম্ ।

পূর্ববদাপূজ্যমানৈঃ⁵ পদার্থৈঃ পরিতোষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

পার্বতী, কুমারীপূজার পরিবর্তে মন্ত্রবিৎ সাধক মনোজ্ঞা যৌবনারুঢ়া নব  
নারীকে নবরাত্রিতে ভক্তিভরে পূজা করতে পারে । এই নব যুবতীর নাম—  
হ্রল্লেখা গগনা রক্তা মহত্‌দুঃখা করালিকা ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া এবং দুর্গা । এদের  
এবং বটুক ও গণেশ্বরকে পূর্ববৎ পূজা করে বিহিত পদার্থসমূহের দ্বারা পরিতুষ্ট  
করতে হবে । ৩৪-৩৫

প্রৌঢ়াশোল্লাসসংযুক্তাঃ সন্তুষ্টা যদি তাঃ⁶ প্রিয়ে ।

সাধকস্তুষ্টি⁷মাসাদ্য নিবসেত্তব সন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥

১ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেবতাপ্রীতিমাশ্রুয়াৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যদি ।

৩ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পূজয়েত্তক্ত্যা ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মহোচ্ছ্রুয়াৎ ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পূর্ববৎ পূর্বমদ্যাত্তৈঃ ; ঐ,-খ,  
পূজ্যমানাত্তৈঃ ।

৬ তা বি গ,—গ, ঙ এবং র গ, চেৎ ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, হিতি ।

প্রিয়ে, প্রোঢ়াণ্ডোপ্লাসসংযুক্ত এই যুবতীরা যদি সন্তুষ্ট হয় তা হ'লে সাধক-  
ভুক্তি লাভ করে তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করবে । ৩৬

এবং যঃ পূজয়েদেবি প্রতিবর্ষং যতব্রতঃ ।

ষণ্মাসে বা ত্রিমাसे বা মাসে চৈবাতথা<sup>১</sup> প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥

তিস্রো বা পঞ্চ বা সপ্ত<sup>২</sup> পূজয়েদেবতাদিযা ।

সর্বৈশ্বর্যসমৃদ্ধায়া স ভবেদাং যোঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

দেবী, এমনিভাবে যে-যতব্রত ব্যক্তি বৎসরে, ছমাসে, তিনমাসে বা মাসে  
মাসে, তিনবার পাঁচবার বা সাতবার দেবতাবুদ্ধিতে যুবতীদের পূজা করে,  
প্রিয়ে, সে সর্বৈশ্বর্যসমৃদ্ধায়া এবং আমাদের উভয়ের প্রিয় হয় । ৩৭-৩৮

ভৃগুবারে কুলেশানি কান্তামারুচ্যৌবনাম্ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নামনুকূলাং<sup>৩</sup> মনোরমাম্ ॥ ৩৯ ॥

কুলাকুলাষ্টকাং দেবি<sup>৪</sup> নিমন্ত্যাহুয় পুষ্পিণীম্ ।

অভ্যঙ্গ<sup>৫</sup> ম্নানশুদ্ধাঙ্গীমাসনে চোপবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুকূলাং—কৌলসাধনার প্রতি অনুকূলমনোভাবসম্পন্নাকে ।

কুলাকুলাষ্টকাং—কুলাষ্টক এবং অকুলাষ্টক শক্তিদেব মध्ये একজনকে ।  
চণ্ডালী চর্মকারী মাগধী পুন্ডসী স্বপচী খটুকী কৈবর্তী এবং বৈষ্ণবোষিৎ এই  
কুলাষ্টক । আর কন্দুকী শৌণ্ডিকী শস্ত্রজীবী রঞ্জকী গায়কী রজকী শিল্পী এবং  
কৌলিকী এই অকুলাষ্টক । ( দ্রঃ কুলার্ণবতন্ত্র ৭।৪২-৪৪ )

কুলেশানী, শুক্রবারে মনোরমা অনুকূলা সর্বমূলক্ষণসম্পন্ন পুষ্পিণী কুলা-  
কুলাষ্টকের কোনো একজন সুন্দরী যুবতীকে নিমন্ত্ৰণ ও আবাহন করে অভ্যঙ্গ-  
ম্নানের দ্বারা শুদ্ধাঙ্গী করার পর তাকে আসনে বসাতে হবে । ৩৯-৪০

গন্ধপুষ্পাম্বরাকল্লৈরলঙ্কত্য বিধানবিৎ ।

আত্মানং গন্ধপুষ্পাদৈরলঙ্কর্য্যৎ কুলেশ্বরী ॥ ৪১ ॥

কুলেশ্বরী, বিধানজ্ঞ সাধক তাকে গন্ধ পুষ্প বস্ত্র ভূষণের দ্বারা ভূষিত করবে  
এবং নিজেকেও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত করবে । ৪১

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ব্রত পাঠ ; তা বি গ, মাসে মাসেতথা ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পঞ্চমাসাদৈঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্দহাসাং ।

৪ এ, এবং তা বি গ,—খ, বাপি ।

৫ তা বি গ,—ক, শোভনাং ।

আবাহ দেবতাং তস্যাং যজ্ঞ্যাসক্রমেণ চ<sup>১</sup> ।

কৃত্বার্চনং ধূপদীপং পুষ্পাদ্যং কুলদীপকম্<sup>২</sup> ॥ ৪২ ॥

প্রদর্শ্য দেবতাকৃত্যা পদার্থৈঃ ষড়্‌রসান্নিতৈঃ ।

মাংসাদিভক্ষ্যভোজ্যান্যৈশ্চোষয়েদেবি<sup>৩</sup> ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥

তাসক্রমেণ—শক্তিকে পূজা করার আগে শক্তিদেহে তাস করা শাস্ত্রবিধি । এই তাসের উদ্দেশ্য শক্তিদেহ দেবময় ও মন্ত্রময়, সাধকের মনে এই ভাবটি দৃঢ় করে দেওয়া ।

দেবতাকৃত্যা—দেবতাবুদ্ধিতে । তত্ত্বের বিধান—শক্তিকে সাক্ষাৎ মহাদেবী মনে করতে হবে । যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে ( ৩৫২৬ ) বলা হয়েছে শক্তি সাক্ষাৎ কামেশ্বরী সাধককে এই চিন্তা করতে হবে ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৬৮ ।

তাতে অর্থাৎ ঐ যুবতীতে দেবতার আবাহন করতে হবে এবং তাসাদি ক্রমানুসারে পূজা করতে হবে । ধূপ দীপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করতঃ কুলদীপ প্রদর্শন করতে হবে । তারপর ভক্তিসহকারে দেবতাবুদ্ধিতে প্রদত্ত ষড়্‌রসযুক্ত মাংসাদি ভক্ষ্যভোজ্যাদি পদার্থের দ্বারা, ত্রিগো দেবী, তার সমস্তোষ বিধান করতে হবে । ৪২-৪৩

প্রোঢ়াতোল্লাসসহিতাং তাং প্রপশ্যন্ জপেন্নানুম্ ।

যৌবনোল্লাসহিতঃ স্বয়ং তদ্রূপানতংপরঃ<sup>৪</sup> ॥ ৪৪ ॥

তদ্রূপানতংপরঃ—তার ধ্যানতংপর অর্থাৎ সেই মন্ত্রোদ্ভিষ্ট দেবতার ধ্যান-তংপর ।

প্রোঢ়াতোল্লাসসংযুক্তা তার দিকে চেয়ে স্বয়ং যৌবনোল্লাসযুক্ত সাধক তদ্রূপানতংপর হয়ে মন্ত্র জপ করবে । ৪৪

নির্বিকারেণ চিত্তেন হৃৎকোত্তরসহস্রকম্ ।

জপাদিকং সমর্প্যাথ তয়া সহ নিশাং নয়ং ॥ ৪৫ ॥

সাধক এক হাজার আট জপ করে এবং যথাশাস্ত্র সেই জপ সমর্পণ করে নির্বিকারচিত্তে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে । ৪৫

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তৎস্যাং যজ্ঞ্যাসক্রমেণ চ ।

২ তা বি গ,—ঙ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কৃত্বা ক্রমার্চনং ধূপদীপকং কুলদীপকান্ ; র গ, কৃত্বার্চনং ধূপদীপং পুষ্পাদ্যং কুলদীপকং ।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, দতি ।

৪ তা বি গ,—ক. কুর্গাষিচক্ষণঃ ।



ত্রিপঞ্চসপ্ত<sup>১</sup> নবসু ভৃগুবারেষু যঃ প্রিয়ে ।

পূজয়েদ্বিধিনানেন তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, যে তিন পাঁচ সাত বা নয় শুক্রবারে এই বিধি অনুসারে পূজা করে তার পুণ্য গণনা করা যায় না । ৪৬

চতুঃপীঠার্চনফলং স প্রাপ্নোতি কুলেশ্বরী<sup>২</sup> ।

যদ যৎ স্বমনসোহভীষ্টং তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ম্<sup>৩</sup> ॥ ৪৭ ॥

চতুঃপীঠ—প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে জালন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপ এই চারটি পীঠের উল্লেখ আছে । চতুঃপীঠ বলতে এই চারটি পীঠকেই বোঝায় ।

কুলেশ্বরী, সে চতুঃপীঠার্চনের ফল লাভ করে এবং তার নিজের মনে যে যে বস্তুর অভিলাষ জাগে তা নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হয় । ৪৭

নবম্যাং বাচয়েদেবং<sup>৪</sup> বিধানেন বিধানবিৎ ।

স্তোত্রৈঃ সম্পূজয়েৎ সর্বৈর্মহদৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

অথবা বিধানজ্ঞ সাধক এইপ্রকার বিধানানুসারে নবমীতে পূজা করবে । সমস্ত স্তোত্রাদিসহ পূজা করবে । তাতে সে মহদৈশ্বর্য লাভ করবে । ৪৮

কুর্ধ্যৎ কর্কটকে<sup>৫</sup> বাপি মকরে মিথুনার্চনম্ ।

তুলায়াং সিংহ<sup>৬</sup>মেঘে বা সর্বসংক্রান্তিস্থ প্রিয়ে ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, কর্কট অথবা মকর অথবা তুলা বা সিংহ বা মেঘ রাশিতে কিংবা সব সংক্রান্তিতে মিথুনপূজা করতে হবে । ৪৯

গৌরীশিবৌ রমাবিষ্ণুঃ বাণীসরসিজাসনৌ ।

শচীন্দ্রৌ রোহিণীচন্দ্রৌ স্বাহাগ্নী চ প্রভারবী ॥ ৫০ ॥

ভদ্রকালীবীরভদ্রৌ ভৈরবীভৈরবাবপি ।

মিথুনানি নবাভ্যচ্য<sup>৭</sup> পূর্বোক্তেনৈব বজ্রনা ॥ ৫১ ॥

ত্রিতারাদিনমোহন্তেন তত্তন্মাস্না বিধানবিৎ ।

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজ্য মদ্যাদৈঃ<sup>৮</sup> পরিতোষয়েৎ ॥ ৫২ ॥

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ত্রিসপ্তপঞ্চ ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, সমং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ।

৩ ঐ, যদযদস্য মনোহভীষ্টং তত্তদাপ্নোত্যশেষতঃ ।

৪ তা বি গ,—খ, দেবি ; ঐ,—গ, দেবীং ।

৫ ঐ,—খ, মন্ত্রী চ পূজ্যতে ; ঐ,—ও এবং র গ, স্তোত্রৈশ্চ জপ্যতে ।

৬ তা বি গ,—ও এবং র গ, মীনহং কর্কটে । ৭ তা বি গ,—খ, তুলায়াস্বাধ ।

৮ ঐ, ক, গ, ঘ, মধুমাংসানি ভোজ্যাদৈঃ । ৯ ঐ,—ও এবং র গ, পূজ্য ইত্যাদৈঃ ।

গৌরী-শিব, রমা-বিষ্ণু, বাণী-ব্রহ্মা, শচী-ইন্দ্র, রোহিণী-চন্দ্র, স্বাহা-অগ্নি, প্রভা-রবি, ভদ্রকালী-বীরভদ্র এবং ভৈরবী-ভৈরব। এই নব মিথুনের পূর্বোক্ত বিধানে পূজা করতে হবে। আদিত্তে 'হ্রী' অস্ত্রে 'নমঃ' এবং মধ্যো সেই নাম যোগ করে প্রাপ্ত মন্ত্রে (যথা হ্রীং গৌরীশিবাভ্যাং নমঃ, হ্রীং রমাবিষ্ণুভ্যাং নমঃ ইত্যাদি) বিধানজ্ঞ সাধক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করে মন্দিরাদি দ্বারা তাঁদের পরিতোষ বিধান করবে। ৫০-৫২

প্রোঢ়াশ্তোপ্লাসয়ুক্তানি কুবীত মিথুনানি চ।

এবং কৃতে ন সন্দেহস্তুষ্টা মিথুনদেবতাঃ।

অনুগ্রহস্তি\*তং<sup>১</sup> দেবি প্রযচ্ছন্তি মনোরথম্ ॥ ৫৩ ॥

আলোচ্য শ্লোকে অনুমান করা যায়, চক্রে সাধিকা-সাধকদের নব মিথুনের কথা বলা হয়েছে এবং তাঁদেরই গৌরীশিব, রমাবিষ্ণু ইত্যাদি ভাবা হয়েছে।

দেবী, মিথুনদের প্রোঢ়াশ্তোপ্লাসয়ুক্ত করতে হবে। একরূপ করলে মিথুন-দেবতার নিঃসন্দেহে তুষ্ট হবেন, তাকে অর্থাৎ সাধককে অনুগ্রহ করবেন এবং তার মনোরথ পূর্ণ করবেন। ৫৩

প্রতিবর্ষন্ত যঃ কুর্য্যৎ সভক্ত্যা মিথুনার্চনম্<sup>২</sup>।

তব লোকে সৎ নিবসেৎ সর্বৈশ্বর্যসমম্বিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যে প্রতিবৎসর ভক্তিসহকারে মিথুনপূজা করে সে সর্বৈশ্বর্যযুক্ত হয়ে তোমার লোকে বাস করবে। ৫৪

অথ বৈশাকমাসস্য শুক্লপ্রতিপদীশ্বরী।

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উথায় স্নানং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥ ৫৫ ॥

মনোজ্ঞে রহসি স্থানে পূর্বাশাভিমুখস্থিতঃ।

আত্মানং গন্ধপুষ্পাদৈরলঙ্কতা বিধানবিৎ<sup>৩</sup> ॥ ৫৬ ॥

ঈশ্বরী, বৈশাখ মাসের শুক্লপ্রতিপদের দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে স্নান সন্ধ্যা সমাপন করতঃ মনোজ্ঞ গোপন স্থানে পূর্বমুখী হয়ে বসে বিধানজ্ঞ সাধক নিজেকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করবে। ৫৫-৫৬

কৃত্বা পুরোদিত্যাসান্ দেবতাভাবমাস্থিতঃ<sup>৪</sup>।

কিঞ্চিদভ্যাদিত্তে সূর্যে মণ্ডলে<sup>৫</sup> স্বেচ্ছদেবতাম্ ॥ ৫৭ ॥

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তে; ঐ,—খ, তা।

২ তা বি গ,—খ. সভক্ত্যা মিথুনার্চনম্; ঐ,—ঙ. কুর্য্যন্তক্ত্যা মিথুনপূজনম্; র গ. প্রতিবর্ষন্ত যঃ কুর্য্যাদ্ সভক্ত্যা মিথুনপূজনম্।

৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তন্ত্জ্ঞোকেয়ু।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিধানতঃ।

৫ ঐ, মাস্তিতঃ।

৬ তা বি গ,—খ, যোবনে।

ধ্যাত্বা সাবরণাং সম্যক্ পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে ।

ষোড়শৈরুপচারৈস্তু চক্রপূজাপুরঃসরম্ ॥ ৫৮ ॥

দেবতাভাবমাস্থিতঃ—দেবভাবে অবস্থিত । তন্ত্রশাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ ‘দেবো ভূত্বা যজেদেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ’—দেবতা হয়ে দেবতার পূজা করতে হবে। যে দেবতা নয় সে দেবতার পূজা করবে না। এই দেবতা হওয়া বা দেবভাবে অবস্থিতিই গ্রাসাদির অগত্য উদ্দেশ্য ।

প্রিয়ে, সাধক পূর্বে বর্ণিত গ্রাসসমূহ করে দেবভাবে অবস্থিত হবে এবং সূর্য কিঞ্চিৎ উদিত হলে তন্মুগ্ধে সাবরণা হ্রীং ইষ্টদেবতার সম্যক্ ধ্যান করে বিধি-অনুসারে চক্রপূজা করে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করবে । ৫৭-৫৮

কুলদীপান্ প্রদর্শ্যথ শিবায় গুরুরূপিণে ।

মংস্রমাংসাদি বিধিবন্তক্ষ্যভোজ্য সমন্বিতম্ ॥ ৫৯ ॥

অর্ঘ্যং নিবেদ্য তচ্ছেষং স্বয়ং ভক্ত্য পিবেৎ প্রিয়ে ¹ ।

যৌবনোল্লাসসহিতো নির্বিকারঃ² চেতসা ³ ॥ ৬০ ॥

ধ্যায়ন্তম্মণ্ডলং দেবীম্‌চৌত্তর⁴সহস্রকম্ ।

জপ্তা সমর্প্য তৎপূজাং দেবতাক্ষ সমুদ্রিসেৎ⁵ ॥ ৬১ ॥

প্রিয়ে, গুরুরূপী শিবকে কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করতঃ মংস্রমাংসাদি বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সহ অর্ঘ্য ( মদ্য ) নিবেদন করে তাঁর অবশেষ সাধক হয়ং ভক্তিভরে পান করবে । তাঁরপর যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে নির্বিকারচিত্তে তাঁর মণ্ডলের ধ্যান করে একহাজার আটবার দেবী মন্ত্র জপ করবে এবং যথাশাস্ত্র সেই পূজা সমর্পণ করে দেবতার উদ্ভাসন করবে । ৫৯-৬১

এবং গুরুপ্রতিপদং⁶ সমারভ্য দিনে⁷ দিনে ।

কুর্যাজ্জপার্নেং বৃষ্ণচতুর্দশ্যন্তমহিবকে ॥ ৬২ ॥

অগ্নিক⁸, গুরুপ্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে বৃষ্ণচতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন এমনি করে জপ এবং পূজা করতে হবে । ৬২

অমাবস্যাদিনে দেবি⁹ পূজয়েৎ শক্তিকৌলিকান্ ।

ত্রিপঞ্চসপ্তⁱনব বা বিত্তলোভবিবর্জিতঃ ॥ ৬৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, ভক্ত্যা পিবেৎ সদা ; ঐ,—খ, ও এবং র গ, শক্ত্যা সহ ।

২ তা বি গ,—খ, ও এবং র গ, নির্বিকল্পেন ।

৩ তা বি গ,—খ, স্তনমণ্ডলে দেবি অচৌত্তর ।

৪ ঐ,—ধ্রুত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, সমুদ্রিসেৎ ।

৫ তা বি গ,—ও এবং র গ, প্রতিপদি ।

৬ ঐ, শুভে । ৭ ঐ, বাপি ।

৮ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ত্রিসপ্তপঞ্চ ।

দেবী, অমাবস্যা় দিন বিস্তলোভবজিত হয়ে তিন পাঁচ সাত বা নয় শক্তি  
কৌলিক অর্থাৎ কৌলিকমিথুনের পূজা করতে হবে । ৬৩

এবং যো মাসমাত্রস্ত কুর্যাৎ সূর্যোদয়ার্চনম্ ।

দেবতা তস্য সন্তুষ্টা দদাতি ফলমীপ্সিতম্ ॥ ৬৪ ॥

যে মাত্র একমাস কাল সূর্যোদয়কালে এই প্রকার পূজা করে দেবতা তার  
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন । ৬৪

মধ্যাহ্নে চার্চয়েদেবং<sup>১</sup> সায়াহ্নে চার্চয়েৎ<sup>২</sup> প্রিয়ে ।

স তু তৎফলমাপ্নোতি যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়ে, যে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে এই প্রকারে দেবতার পূজা করে সে সেই  
ফল লাভ করে এবং যোগিনীদের প্রিয় হয় । ৬৫

ত্রিসন্ধ্যাং<sup>৩</sup> যোহর্চয়েদেবং<sup>৪</sup> মাসমাত্রং বিধানতঃ<sup>৫</sup> ।

কাঙ্ক্ষিতাং লভতে সিদ্ধিং দেববদ্বিচরেদ্ ভুবি ॥ ৬৬ ॥

যে একমাসমাত্র বিধান-অনুসারে ত্রিসন্ধ্যা এই প্রকারে পূজা করে সে  
বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করে এবং সংসারে দেবতার মতো বিচরণ করে । ৬৬

মাঘশুক্লপ্রতিপদি দিবাহ্নারবিবর্জিতঃ ।

স্নাতঃ<sup>৬</sup> শুক্লান্ববরধরঃ সায়াং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥ ৬৭ ॥

পূর্বোক্তেনৈব<sup>৭</sup> মার্গেণ সর্বদ্রব্যসমম্নিতঃ ।

যৌবনোল্লাসসহিতশিচ্চপাং দেবতাং স্মরন্ ॥ ৬৮ ॥

চন্দ্রাস্তময়পর্যন্তং জপেনান্নমনন্যধীঃ ।

এবং প্রতিদিনং শুক্লচতুর্দশ্যন্তমর্চয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

মাঘের শুক্লপ্রতিপদে দিনের বেলা উপবাসী থেকে স্নান করে ও শুভ্রবস্ত্র  
পরিধান করে সায়াংসন্ধ্যা সমাপন করতে হবে । তারপর পূর্বোক্ত পদ্ধতি  
অনুসারে সর্বদ্রব্যসমম্নিত এবং যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে চিচ্চপা দেবতার স্মরণ করে  
চন্দ্রাস্তকাল পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করতে হবে । এইভাবে শুক্লচতুর্দশী  
পর্যন্ত প্রতিদিন পূজা করতে হবে । ৬৭-৬৯

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পদ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বার্চনং দেবং ।

৩ ঐ, বার্চয়েৎ ।

৪ র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, ত্রিসন্ধ্যাং ।

৫ তা বি গ,—গ, ঙ এবং র গ, দেবং ।

৬ ঐ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, বিধাননিং ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, স্মরন্ ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, সূর্যোদয়োক্ত ।

পৌর্ণমাশ্যাং যথাশক্ত্যা পূজয়েচ্ছক্তিকৌলিকান্ । ১

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা গুরুপক্ষার্চনং প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

সর্বপাপ<sup>১</sup>বিশুদ্ধাত্মা সৰ্বৈশ্বর্যসমম্নিতঃ ।

সর্বলোকৈকসম্পূজ্যঃ শিববল্লিবসেদ্ ভূবি<sup>২</sup> ॥ ৭১ ॥

প্রিয়ে, পূর্ণিমায় যথাশক্তি সশক্তি কৌলিকদের পূজা করতে হবে । যে ভক্তিসহকারে এই প্রকারে গুরুপক্ষে পূজা করে সে সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা সৰ্বৈশ্বর্য-মণ্ডিত এবং সর্বলোকপূজ্য হয়ে সংসারে শিবের মতো বাস করে । ৭০-৭১

গুরুপক্ষেহর্চনং যদ্বত্তদ্বং পক্ষে সিততরে ।

যঃ করোতি বিধানেন সর্বং কামমবাপ্নুয়াৎ<sup>৩</sup> ॥ ৭২ ॥

গুরুপক্ষে যেরূপ অর্চনা করতে হয় কৃষ্ণপক্ষেও যে বিধানানুসারে সেইরূপ করে সে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করে । ৭২

ইহ ভুক্তা<sup>৪</sup>হখিলান্ ভোগান্ দেববৎ<sup>৫</sup>প্রিয়দর্শনঃ ।

যোগিনীবীরমেলনং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

যোগিনীবীরমেলনং—যোগিনী ও বীরের সঙ্গ । যোগিনী অর্থ যোগসাধিকা এবং স্বয়ং মহাদেবী আর বীর অর্থ বীরভাবের সাধক এবং সাক্ষাৎ শিব ।

ইহলোকে সমস্ত ভোগ্য ভোগ করে দেবতুল্য সেই প্রিয়দর্শন সাধক যোগিনী এবং বীরের সঙ্গ লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৭৩

অথ কার্ত্তিকমাসস্য গুরুপ্রতিপদীশ্বরী ।

স্নাত্বাচম্য<sup>৬</sup> বিশুদ্ধাত্মা স্নানান্ কৃত্বা পুরোদিতান্ ॥ ৭৪ ॥

প্রসুপ্তে জীবলোকে তু মুদিতাত্মা মহানিশি ।

পূর্বার্চনোক্ত<sup>৭</sup>বিধিনা সর্বদ্রব্যাসমম্নিতঃ ॥ ৭৫ ॥

আজ্যোনানামিকাস্থূল<sup>৮</sup>বর্ত্তিং প্রজ্জ্বালা পার্বতি ।

পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রবসুপত্রসরোরুহে ॥ ৭৬ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বভাব ।

২ তা বি গ,—গ, বহিঃপদে ভূবি ; ঐ,—ঙ, সর্বলোকৈকপূজ্যশ্চ নিবসেৎ শিবসম্মিধৌ ;  
র গ, সর্বলোকৈকপূজ্যশ্চ স বসেৎ শিবসম্মিধৌ ।

৩ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বান্ কামান্ সমম্নুতে ।

৪ র গ, ভুক্তা ।

৫ তা বি গ,—ক, দেবতা ।

৬ তা বি গ,—খ, স্নাত্বোপোত্ত ; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্নাত্বোপোত্ত ।

৭ তা বি গ,—খ, ঘ, সূর্বার্চনোক্ত ।

৮ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, নানামিকাঙ্গুষ্ঠে ।

মধুপূর্ণে চ কলসে কাংক্ষপাত্রে মনোহরে ।  
 দীপং সংস্থাপ্য পুরত উত্তরাভিমুখস্থিতঃ ॥ ৭৭ ॥  
 দীপে<sup>১</sup> সাবরণাং দেবীং ধ্যান্য বিধিবদর্চয়েৎ ।  
 যৌবনোল্লাসসহিতো<sup>২</sup> দীপস্থাং দেবতাং স্মরন্<sup>৩</sup> ॥ ৭৮ ॥  
 অষ্টোত্তরসহস্রস্ত জপেন্নম্নমনয়ধীঃ ।  
 এবং সমর্চয়েৎ কৃষ্ণচতুর্দশান্তমম্বিকে ॥ ৭৯ ॥

ঈশ্বরী, কার্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপদে সাধক জ্ঞান করে ও আচমন করে  
 বিশুদ্ধ হয়ে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ন্যাসসমূহ করবে। পার্বতী, মহানিশিতে  
 যখন সমস্ত জীবলোক প্রসুপ্ত তখন হৃষ্টায়া হয়ে সাধক অনামিকার মতো  
 মোটা পলতের ঘি়ের বাতি জ্বালাবে। পাঁচ রঙের রজ দিয়ে একটি মনোহর  
 অষ্টদল পদ্ম চিত্রিত করে তার উপরে মদুপূর্ণ কলসী রেখে তার মাথায় একটি  
 সুন্দর কাঁসার পাত্র রাখবে এবং ঐ কাঁসার পাত্রে উক্ত দীপ স্থাপন করে তা  
 সামনে রেখে উত্তরমুখী হয়ে বসবে। ঐ দীপে সাবরণা দেবীর ধ্যান করে  
 সাধক যথাবিধি অর্চনা করবে এবং যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে দীপস্থা দেবতাকে  
 স্মরণ করে একাগ্রমনে এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করবে। অম্বিকা, এই-  
 ভাবে কৃষ্ণচতুর্দশী পর্যন্ত পূজা করতে হবে। ৭৪-৭৯

অমাবস্যাদিনে ভক্ত্যা পূজয়েচ্ছক্তিকৌলিকান্<sup>৪</sup> ।  
 এবং কৃতে কুলেশানি দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ<sup>৫</sup> ॥ ৮০ ॥

অমাবস্যার দিন ভক্তিসহকারে সশক্তি কৌলিকদের পূজা করতে হবে।  
 কুলেশানী, এরূপ করলে সাধক দেবতার প্রীতি লাভ করে। ৮০

সর্বপাপবিশুদ্ধায়া সর্বৈশ্বর্যসমম্বিতঃ ।  
 সর্বলোকৈকসম্মান্যঃ সঞ্চরেৎ স যথাসুখম্ ॥ ৮১ ॥

উক্ত সাধক সর্বপাপবিশুদ্ধায়া সর্বৈশ্বর্যসমম্বিত এবং সর্বলোকের সম্মানিত  
 হয়ে সংসারে যথাসুখ বিচরণ করে। ৮১

১. তা বি গ,—ক, দীপেঃ ; ঐ,—গ, ঘ, দীপ ।

২. ঐ,—ক, যৌবনোল্লাসসহিতাৎ ।

৩. র গ, স্মরেৎ ।

৪. তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজয়েৎ কুলশক্তিকান্ ।

৫. র গ,—ধ্বত পাঠ ; তা বি গ, দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ ।

অষ্টাষ্টকার্চনং কুর্য্যৎ শক্ত্যেদেকবাসরে¹ ।

অথবাষ্টাষ্টদিবসেষথঃ² দ্বাষ্টদিনেষু বা ।

দ্বাত্রিংশদিবসেষেবং চতুষষ্টি³ দিনেষু চ ॥ ৮২ ॥

অষ্টাষ্টকার্চনং—কুলাষ্টক এবং অকুলাষ্টকের অর্চনা ।

শক্তিসামর্থ্য থাকলে একদিনে অষ্টাষ্টকপূজা করতে হবে । নতুবা আট দিনে, ষোল দিনে, বত্রিশ দিনে বা চৌষটি দিনে তা করতে হবে । ৮২

গুরুণা কারয়েদেবি ক্রমজ্ঞেনাপরেণ⁴ বা ।

ক্রমজ্ঞঃ⁵ চৎ স্রয়ং কুর্যাদিত্রিংশাষ্ট্যবিবর্জিতঃ ॥ ৮৩ ॥

দেবী, এই পূজা গুরুকে দিয়ে অথবা ক্রমজ্ঞ অপর ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে হবে । সাধক যদি স্রয়ং ক্রমজ্ঞ হয় তা হলে বিত্রিংশাষ্ট্য বর্জন করে নিজেই পূজা করবে । ৮৩

মূল্যাষ্টকস্ত ব্রাহ্মাদ্যাঃ⁶ সিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ ।

মঙ্গলাদৈশ্চ⁷ মিথুনৈঃ⁸ রক্ষতিঃ⁹ শব্দিতাঃ¹⁰ প্রিয়ে ॥ ৮৪ ॥

ব্রাহ্মাদ্যা—ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকা বা শক্তি । যথা—ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাঞ্জিতা, বারাহী এবং নারসিংহী ।—দ্রঃ বৃহৎ-তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ৫৩৭ । কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে । বামকেশ্বর-তন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবে ( ১।১৬৯-১৭১ ) ব্রাহ্মণী মহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ঐন্দ্রী চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী এই অষ্টমাতৃকার নাম করা হয়েছে ।

অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ—অসিতাঙ্গ-আদি ভৈরবেরা । অষ্ট ভৈরব, যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্তভৈরব, কপালী, ভীষণ ও সংহার ।—দ্রঃ পূর-চর্চারণব, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৩ ।

প্রিয়ে, ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট শক্তি এবং অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরব এই মূল্যাষ্টক । এদের মঙ্গলাদি অষ্টমিথুন বলা হয় । ৮৪

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, শক্ত্যা চোক্তে চ বাসরে ।

২ ঐ, অথবাষ্টদিনেষেবমথ ; তা বি গ,—খ, অথবাষ্টদিনেষেবমথবা ।

৩ তা বি গ,—খ, পঞ্চষ্টি ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, নাগ্রগেণ ।

৫ তা বি গ,—ক, ঘ,—বৃত পঠে ; তা বি গ এবং র গ, ব্রাহ্মাদ্যা ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, নিপুণৈ ।

৭ ঐ,—গ, শক্তিভিঃ ; ঐ,—ঙ, সহিতাঃ ।

মূল্যষ্টকোত্তবানীতি প্রসিদ্ধানি<sup>১</sup> কুলাগমে ।

অক্ষোভ্যাদিংচতুঃষষ্টিমিথুনানি সমর্চয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

অক্ষোভ্যাদি চৌষষ্টি মিথুন মূল্যষ্টক থেকে উদ্ভূত একথা কুলাগমে প্রসিদ্ধ ।  
এই সব মিথুনের পূজা করতে হবে । ৮৫

পূর্বোক্তেন বিধানেন যথাবিভবমর্চয়েৎ<sup>২</sup> ।

ক্রমলোপং ন কুর্বাৎ স্বেষ্টকার্যার্থসিদ্ধয়ে<sup>৩</sup> ॥ ৮৬ ॥

অর্থসামর্থ্যানুসারে স্বীয় ইষ্টকার্যসিদ্ধির জগ্ন ক্রমলোপ না করে পূজা করতে হবে । ৮৬

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদৈশ্চ<sup>৪</sup> মংগ্যমাংসাসবাদিভিঃ ।

ভক্ষ্যভোজ্যাদিভির্নানাপদার্থৈঃ ষড়্রসান্নিতৈঃ ।

সম্যক্ সন্তোষয়েদ্দেবি মিথুনাগ্নতিভক্তিঃ<sup>৫</sup> ॥ ৮৭ ॥

দেবী, অতিশয় ভক্তিসহকারে গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি, মংগ্য-মাংস-আসবাদি এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদি ষড়্রসযুক্ত নানা পদার্থ দিয়ে মিথুনের সম্যক্ তুষ্টিবিধান করতে হবে । ৮৭

প্রোঢ়াত্তোল্লাসপর্ষন্তং<sup>৬</sup> কুর্যাৎ শ্রীচক্রমম্বিকৈঃ ।

এবং যঃ কুরুতে দেবি সকৃদষ্টাষ্টকার্চনম্ ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভিঃ স পূজ্যতে<sup>৭</sup> ।

কিং পুনর্মানবাদৈশ্চ সাক্ষাৎ শিব ইবাপরঃ ॥ ৮৯ ॥

অগ্নিকা, প্রোঢ়াত্তোল্লাস পর্ষন্ত চক্র করতে হবে । দেবী, এই প্রকারে যে একবারমাত্র অষ্টাষ্টকের পূজা করে সে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়, মানবাদি দ্বারা যে হবে তার আর কথা কি । সে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবের মতো । ৮৮-৮৯

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মূল্যষ্টকোত্তবানীতি প্রসিদ্ধং হি ।

২ তা বি গ,—ক, অষ্টমাদ্যে ; ঐ,—গ, ঘ, অষ্টমাদ্যে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, অহোরাত্রং ।

৩ তা বি গ,—খ,—দ্রুত পার্শ্ব ; তা বি গ এবং র গ, বিস্তরম্ ।

৪ তা বি গ,—ক, কার্যাসিদ্ধয়ে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ক্রমলোপং ন কুর্বাৎ চেষ্টা কার্যাসিদ্ধয়ে ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গন্ধপুষ্পাম্বরাকর্ষণঃ ।

৬ তা বি গ,—ক, শক্তিতঃ ।

৭ ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রোঢ়াত্তোল্লাসেন সহিতং ।

৮ তা বি গ,—গ, ঘ, দেবতাভিচ্চ পূজয়েৎ ।



যদর্চনাচ্চতুঃষষ্ঠিযোগিনীগণসংস্কৃতঃ<sup>১</sup> ।

পুনরাবৃত্তিরহিতো নিবসেত্তবংসন্নিধৌ ॥ ৯০ ॥

যে অর্চনার জন্য সাধক চৌষটি যোগিনী ও তাদের অনুচরদের দ্বারা স্তুত হয় এবং তোমার সন্নিধিতে স্থান পায় আর সেখান থেকে তার আর পুনরাবর্তন হয় না । ৯০

সমস্তদেবতাপ্রাটিকারণং পরমেশ্বরঃ<sup>২</sup> ।

তস্মাৎ<sup>৩</sup>পরতরা পূজা নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

পরমেশ্বরী, সমস্ত দেবতার প্রীতির কারণ সেই পূজার চেয়ে উত্তম পূজা আর নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য । ৯১

পশ্চেদেবংবিধং চক্রং যো ভক্ত্যাফাঁফঁকং প্রিয়ে<sup>৪</sup> ।

যজ্ঞদানতপ<sup>৫</sup>স্তীর্থব্রতকোটিফলং লভেৎ ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ে, যে ভক্তিসহকারে এরূপ অফাঁফঁকচক্র দর্শন করে সে কোটিযজ্ঞ দান তপস্যা ও ব্রতের ফল লাভ করে । ৯২

রাজা যঃ কারয়েদেবি ভক্ত্যাফাঁফঁকপূজনম্<sup>৬</sup> ।

চতুঃসাগর<sup>৭</sup>পর্যন্তং মহীং শাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

দেবী, যে-রাজা ভক্তিভরে অফাঁফঁকপূজা করায় সে নিঃসংশয় চতুঃসাগরা-বধি পৃথিবী শাসন করে । ৯৩

ত্রীকণ্ঠাদীনি পঞ্চাশন্নিথুনানি সমর্চয়েৎ ।

পূর্বোক্তেন বিধানেন কুলেশ্বরী<sup>৮</sup> বিধানবিৎ ॥ ৯৪ ॥

কুলেশ্বরী, বিধানবিৎ সাধক পূর্বোক্ত বিধানানুসারে ত্রীকণ্ঠাদি পঞ্চাশৎ মিথুনের পূজা করবে । ৯৪

স্বকার্যফলসিদ্ধ্যর্থং বিত্তলোভ<sup>৯</sup>ংবিবর্জিতঃ ।

প্রৌঢ়াশ্তোল্লাসযুক্তানি মিথুনানি সমর্চয়েৎ<sup>১০</sup> ॥ ৯৫ ॥

১ তা বি গ,—ক, সংযুতঃ ; ঐ,—ও এবং র গ, সংস্থিতঃ ।

২ তা বি গ,—খ, নিবসেচ্ছিব । ৩ ঐ,—ও এবং র গ, প্রীতিকারিণী পরমেশ্বরী ।

৪ র গ,—ধৃত পাঠঃ ; তা বি গ, অস্মাৎ । ৫ তা বি গ,—ক, যন্ত ভক্তঃ সমাহিতঃ ।

৬ ঐ,—ও, যজ্ঞদানব্রতৈঃ ; র গ, যজ্ঞদানব্রত ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভক্ত্যাফঁকসুসিদ্ধয়ে ।

৮ তা বি গ,—গ, ঘ, চতুঃসাগর ।

৯ র গ, বিবেকশ্রী ।

১০ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ধৃত পাঠঃ ; তা বি গ,—খ, ধনলোভঃ ; তা বি গ এবং র গ, বিত্তশাঠ্য ।

১১ তা বি গ,—ও এবং র গ, মিথুনাশ্রয় কারণং ।

বিস্তলোভরহিত সাধক স্বকার্যফললাভের জন্ম প্রোঢ়াশোল্লাসযুক্ত মিথুনদের পূজা করবে । ৯৫

সম্ভটানি প্রযচ্ছন্তি সাধকায়ৈষ্মিতং বরম্<sup>১</sup> ।

অব্যাহতাজঃ সর্বত্র পূজ্যতে দেববৎ প্রিয়ে ।

তব লোকে বসেন্দেবি ব্রহ্মাদিসুরসংবৃতঃ<sup>২</sup> ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, সম্ভট মিথুনেরা সাধককে ঈপ্সিত বর প্রদান করেন । দেবী, তার আজ্ঞা হয় অব্যাহত । সে দেববৎ সর্বত্র পূজিত হয় এবং ব্রহ্মাদি-দেবতাপরিবৃত হয়ে তোমার লোকে বাস করে । ৯৬

কেশবাদি গণেশাদি কামাদি মিথুনানি চ ।

শ্রীকণ্ঠাদিবদভ্যর্চ্য<sup>৩</sup> তৎফলং লভতে ধ্রুবং ॥ ৯৭ ॥

শ্রীকণ্ঠাদির মতো কেশবাদি গণেশাদি কামাদি মিথুনের অর্চনা করে সাধক নিশ্চয় সেই অর্চনার ফল লাভ করবে । ৯৭

অনুগ্রহস্ত যঃ কুর্য্যৎ ডাকিন্যাডিসমর্চনে<sup>৪</sup> ।

মাসে মাসে হথবা বর্ষে<sup>৫</sup> স্বজন্মদিবসে প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥

পূর্বোক্তেন বিধানেন যথাবিভববিস্তরম্ ।

প্রোঢ়াশোল্লাসপর্যন্তং তোষয়েত্তদ্বিধানবিৎ<sup>৬</sup> ॥ ৯৯ ॥

কুর্বন্ত্যনুগ্রহং দেবি সম্ভট্যঃ সর্ব<sup>৭</sup> দেবতাঃ ।

সর্বোপদ্রব<sup>৮</sup>রহিতঃ সর্বৈশ্বর্যসমন্নিতঃ ॥ ১০০ ॥

লোকেহস্মিন্ সংস্কৃতঃ<sup>৯</sup> সর্বৈঃ স জীবোচ্ছরদাং শতম্<sup>১০</sup> ।

দেহান্তে সমবাপ্নোতি তব লোকং ন সংশয়ঃ ॥ ১০১ ॥

প্রিয়ে, প্রতিমাসে প্রতিবৎসরে অথবা নিজের জন্মদিনে যে ডাকিনী-আদির পূজায় আনুকূল্য করে এবং সেই পূজার বিধান জানে বলে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে প্রোঢ়াশোল্লাসপর্যন্ত অর্থসামর্থ্যানুযায়ী সাধকের তুষ্টি বিধান করে, ওগো

১ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ফলম্ ।

২ তা বি গ,—গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; ঐ,—ক, সুরবন্দিত্তে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ব্রহ্মাদীশ্বর-সংস্কৃতঃ ; তা বি গ, ব্রহ্মাদিসুরসংস্কৃতঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সমভ্যর্চ্য ।

৪ তা বি গ,—ক, সমর্চয়ন্ত ; ঐ,—খ, সমর্চয়েৎ । ৫ তা বি গ,—ক, রাশ্য ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্তাং বিধানতঃ । ৭ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, তাস্ত ।

৮ তা বি গ,—খ, সর্বোপদ্রোগ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বাপদ্রোগ ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সংস্কৃতঃ ।

১০ তা বি গ,—গ, ঘ, যক্তিপীঠার্চনফলং লভেৎ ।

দেবী, সব দেবতা সম্বন্ধে হয়ে তাকে অনুগ্রহ করেন। সে সর্বোপদ্রবমুক্ত ও সর্বৈশ্বর্যমুক্ত হয়ে এ সংসারে সকলের স্তুতি লাভ করে শতবর্ষ বেঁচে থাকে আর দেহান্তে নিঃসংশয় তোমার লোক প্রাপ্ত হয়। ৯৮-১০১

দ্বিতীয়াগস্ত<sup>১</sup> যঃ কুর্য্যাৎ পূর্বোক্তবিধিনা প্রিয়ে<sup>২</sup>।

নির্বিকলেন চিত্তেন অষ্টশক্তি<sup>৩</sup>সমম্বিতঃ ॥ ১০২ ॥

বর্ষে বর্ষে চতুষ্টপিঠার্চনফলং লভেৎ।

আজ্ঞাসিদ্ধির্ভবেত্তদ্য দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৩ ॥

দ্বিতীয়াগ—পঞ্চমকার সাধনার যে-পঞ্চমমকার সাধন। তার নাম দ্বিতীয়াগ। এটি গুড় গুরুগম্য কঠিন সাধন। “শাস্ত্র পড়ে এসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হতে পারেনা। উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এ সাধন। একালে আর সম্ভবপর নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে রামেশ্বর লিখেছেন, তাঁর সময়েই দ্বিতীয়াগের অনুষ্ঠানের অভাব ঘটেছে বলে তিনি এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেন নি।”—অগ্ণাত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন, ১ম সং, পৃঃ ৬১২—৬১৩।

প্রিয়ে, পূর্বোক্ত বিধানানুসারে যে নির্বিকারচিত্তে অষ্টশক্তিসমম্বিত হয়ে বৎসরে বৎসরে দ্বিতীয়াগ করে সে চৌষটি পীঠপূজার ফল লাভ করে। তার আজ্ঞাসিদ্ধি হয় (অর্থাৎ সে যা আজ্ঞা করে তৎক্ষণাৎ তাই হয়) এবং সে দেবতার প্রীতিভাজন হয়। ১০২—১০৩

ত্রিকপূজাস্ত<sup>৪</sup> যঃ কুর্যাদিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াদ্বিকাম<sup>৫</sup>।

আগমোক্তেন বিধিনা পূর্ববত্তদ্বিধানবিৎ ॥ ১০৪ ॥

পদার্থৈস্তোষয়েৎ<sup>৬</sup> সম্যক্ যথাবিভববিস্তরম্।

সম্ব্যস্তা দেবতাঃ সর্বাঃ<sup>৭</sup> সর্বকর্ম<sup>৮</sup>ফলপ্রদাঃ।

দেবেশি সাধকাভীর্ষং প্রযচ্ছন্তি ন সংশয় ॥ ১০৫ ॥

ত্রিকপূজাং—ত্রিকের পূজা। “কুল-মতে অনুত্তর ( চিৎ ), আনন্দ, ইচ্ছা, এষণা, উন্মেষ এবং উনতা এই ছয় শক্তির মধ্যে চিৎ, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন

১ ঐ—খ, গ, ইতি যোগস্ত।

২ ঐ,—ঙ এবং র গ, কুর্য্যাৎ পূর্বোক্তবিধিনা ডাকিষ্ঠাঃ পূজনং প্রিয়ে।

৩ তা বি গ,—ক, দ্ব্যত পাঠ ; ঐ,—খ, শ্রেষ্ঠশক্তি ; তা বি গ এবং র গ, নবশক্তি।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজাত্রিকস্ত।

৫ র গ, ক্রিয়াদ্বিতং ; তা বি গ,—ক, একাং পূজাস্ত যঃ কুর্যাদিব্যজ্ঞানক্রিয়াদ্বিকাম্।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পদার্থৈঃ ষড়্-বসৈঃ।

৭ ঐ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, দেবতাস্ত্রয়ঃ।

৮ তা বি গ.—খ, সর্বকালে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বজ্ঞান।

শক্তিকে অর্থাৎ ত্রিককে সার মনে করা হয়। এই ত্রিক পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য-শক্তির পূর্ণসংঘটিত রূপ। এই ত্রিক বাচ্যাবাচ্যাত্মক বিশ্বের সর্ব আক্ষেপে বর্তমান।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩০২—৩০৩।

আগমোক্ত বিধি-অনুসারে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা ত্রিকপূজা যে করে এবং পূর্বের মতো অর্থাৎ পূর্বে যেমন বলা হয়েছে সেই মতো আপন অর্থসামর্থ্যা-নুসারে যথাবিহিত পদার্থ সমূহের দ্বারা তৎসম্পর্কিত বিধানজ্ঞ যে দেবতাদের তুষ্টি বিধান করে সর্বকর্মের ফলপ্রদানকারী দেবতার। সেই সাধকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, ওগো দেবেশী, তাকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন, বিষয়ে এ সংশয় নেই। ১০৪—১০৫

ইত্যাদি দেবতাপূজাং বিশেষদিবসেষু যঃ<sup>১</sup>।

করোতি<sup>২</sup> শাস্ত্রবিধিনা স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ ॥ ১০৬ ॥

বিশেষ বিশেষ এইসব ( উপরে বিবৃত ) দেবতার পূজা শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যে করে সে আমাদের প্রিয় হয়। ১০৬

শ্রীচক্রং কৌলিকো মোহাদ্বিশেষদিবসেষু যঃ।

ন করোতি সমর্থঃ সন্ স ভবেদ্ যোগিনীপুংঃ ॥ ১০৭ ॥

যে-কৌলিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মোহাবশতঃ বিশেষ বিশেষ দিনে চক্রের অনুষ্ঠান করে না সে যোগিনীদের পুং হয়। ১০৭

কুলপূজাং বিনা চক্রে<sup>৩</sup> নাধিকারঃ কথঞ্চন।

কুলপূজাং স্ননিয়তং যঃ করোতি স কৌলিকঃ ॥ ১০৮ ॥

কুলপূজা ছাড়া কোনো প্রকারেই চক্রে অধিকার হয় না। যে সুসংযতভাবে কুলপূজা করে সে-ই কৌলিক। ১০৮

বিনা যন্ত্ৰেণ পূজা চেদেবতা ন প্রসীদতি।

কুলপূজাস্ত নিয়তং<sup>৪</sup> যঃ করোতি হি কৌলিকঃ।

কুলেশি সর্বদাপ্নোতি<sup>৫</sup> যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ১০৯ ॥

যন্ত্র ছাড়া যদি পূজা হয় তা হলে দেবতা প্রসন্ন হন না। কুলেশী, যে-কৌলিক নিয়ত কুলপূজা করে সে সর্বদা যোগিনী ও বীরের সঙ্গ লাভ করে। ১০৯

১ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, দিবসেষু চ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভজ্ঞেত; ঐ,—ঙ এবং র গ, ভজ্ঞেয়ুঃ।

৩ তা বি গ,—গ, বৎস। ৪ র গ.—ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুলপূজাং স্ননিয়তং।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, সর্বদাপ্নোতি; ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, সমবাপ্নোতি।

নীচোহপি বা সফলভ্যায় কারয়েদ্ যঃ কুলার্চনম্ ।

স সদগতিমবাপ্নোতি কিমুতাগ্রে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১০ ॥

নীচ ব্যক্তিও যদি ভক্তিসহকারে একবার কুলপূজা করায় তা হলে সে সদগতি লাভ করে, দ্বিজাতি অগ্নদের আর কথা কি । ১১০

ভস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা ।

কুলপূজারতো ভূয়াদভীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ১১১ ॥

অতএব, অভীষ্ট ফললাভের জন্য সর্বদা সকল অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে কুলপূজারত হতে হবে । ১১১

কুলপূজাধিকো যজ্ঞঃ কুলপূজাধিকং ব্রতম্ ।

কুলপূজাধিকং তীর্থং কুলপূজাধিকং তপঃ ॥ ১১২ ॥

কুলপূজাধিকং দানং কুলপূজাধিকা ক্রিয়া ।

কুলপূজাধিকং জ্ঞানং কুলপূজাধিকং সুখম্ ॥ ১১৩ ॥

কুলপূজাধিকো ধর্মঃ কুলপূজাধিকং ফলম্ ।

কুলপূজাধিকং ধ্যানং কুলপূজাধিকং মহঃ ॥ ১১৪ ॥

কুলপূজাধিকো যোগঃ কুলপূজাধিকা গতিঃ ।

কুলপূজাধিকং ভাগ্যং কুলপূজাধিকার্চনা ॥ ১১৫ ॥

নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি ত্বাং শপে কুলনাস্তিকে ।

বহুনাথ কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি ॥ ১১৬ ॥

কুলপূজার বাড়া যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থ, তপস্যা, দান, ক্রিয়া, জ্ঞান, সুখ, ধর্ম, ফল, ধ্যান, মহঃ, যোগ, গতি, ভাগ্য, অর্চনা, ওগো কুলনাস্তিকা, তোমার শপথ করে বলছি, নাই নাই নাই । পার্বতী এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে । রহস্য বলছি, শোন । ১১২-১১৬

বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপূজাং করোতি যঃ<sup>১</sup> ।

তৎসমীপে স্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নাগুজ ভাবিনি<sup>২</sup> ।

ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

যে বেদশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কুলপূজা করে, ওগো ভাবিনী, আমাকে এবং তোমাকে তার নিকটে অবস্থিত জানবে, অগুজ নয় । একথা নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য । ১১৭

১ তা বি গ,—ক, পূজাং করোতি যো নমঃ ।

২ ঐ,—গ, ঘ, ত্বৎসমীপে স্থিতং যাতি বিধিনাগুজ ভাবিনি ।

১ খ'ভূমিদিগ্জলগিরিবনসর্ব'চরাঃ প্রিয়ে ।

সহস্রকোটিযোগিগুস্তাবন্তো ভৈরবঃ অপি ।

নিযুক্তা হি ময়া দেবি কুলসংরক্ষণার চ ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ে, আকাশ, ভূমি, দিক্, জল, গিরি, বন সর্বত্র বিচরণকারী সহস্রকোটি যোগিনী এবং সেই সংখ্যক ভৈরবকে, ওগো দেবী, আমি কুলসংরক্ষণ-কর্মে নিযুক্ত করেছি । ১১৮

দিবসে দিবসে সর্বে পার্বতি মুদিতাননাঃ\* ।

সাধকানেব বীক্ষন্তে স্ব স্ব\* পূজনলিপ্সয়া\* ॥ ১১৯ ॥

পার্বতী, প্রতিদিন প্রসন্নমুখে এরা নিজ নিজ পূজার লোভে সাধকদের দিকে তাকিয়ে থাকে । ১১৯

অপূজিতান্ত নিয়ন্তি\* পালয়ন্তি\* সুপূজিতাঃ ।

গুরুভক্তান্ সদাচারান্ গৃহধর্মান্ সদাশিবান্\* ॥ ১২০ ॥

ভক্তিহীনান্ দুরাচারান্ নাশয়ন্তি প্রকাশকান্\* ।

শ্রীচক্রে সংস্মরেত্তস্মাদ্ যোগিনীভৈরবান্ প্রিয়ে ॥ ১২১ ॥

পূজা না পেলে এরা বিনাশ করে আর উত্তমরূপে পূজা পেলে করে রক্ষা । গুরুভক্ত, সদাচারপরায়ণ, কুলধর্মগোপনকারী, সর্বদা মঙ্গলকারী সাধকদের রক্ষা করে আর ভক্তিহীন, দুরাচারপরায়ণ, কুলধর্মপ্রকাশকারী ব্যক্তিদের বিনাশ করে । সেইজগৎ, চক্রে যোগিনী ও ভৈরবদের স্মরণ করা কর্তব্য । ১২০-১২১

ন স্মরেদ্ যদি মৃঢ়াত্মা যোগিনীনাং ভবেৎপশুঃ ।

তস্মাৎ শ্রীচক্রমধ্যে তু সংস্মরেৎ সর্বদেবতাঃ\* ॥ ১২২ ॥

যদি কোনো মৃঢ়াত্মা স্মরণ না করে তা হলে সে যোগিনীদের পশু হয় । অতএব, চক্রে সব দেবতাদের স্মরণ করা উচিত । ১২২

১ র গ, স ।

২ র, গ, নভোবন ।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, পর্বতে জলকাননে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দিবসেই বিশেষেই সর্বে চ মুদিতা নরাঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্বয়ং ।

৫ তা বি গ,—খ, সাবধানেন রক্ষান্তে দেবাঃ পূজনকাজ্জয়া ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিয়ন্তি । ৭ ঐ, প্রসীদন্তি ; তা বি গ,—খ, প্রসীদন্তি ।

৮ তা বি গ,—ঙ, নমন্তি চ ; র গ, গুপ্তধর্মমমন্তি চ ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, প্রসাধকান্ ।

১০ তা বি গ,—ক, সংস্মরেদেবতাঃ তাঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুলদেবতাঃ ।

অনুগ্রহন্তি দেবেশি সাধকান্ নাত্র সংশয়ঃ<sup>১</sup> ।

অনুগ্রহন্ত বক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্ ॥ ১২৩ ॥

দেবতার। সাধকদের অনুগ্রহ করেন এ বিষয়ে সংশয় নেই । দেবী, যথাক্রম অনুগ্রহ বলছি, শোন । ১২৩

আত্মনোহনুগ্রহার্থং বা পরার্থং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্ ।

শুচিদ্রব্যসমায়ুক্তং চক্রপূজাসমন্বিতম্ ॥ ১২৪ ॥

সর্বেষাং দক্ষিণাং দত্ত্বা হোমপাত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।

প্রপূজয়েচ্চ বর্ণস্থাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ১২৫ ॥

হর্ষানন্দস্বয়ংযুক্তাঃ প্রসন্নাস্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

পায়সাজ্যোদনৈর্যুঁক্তৈর্নৈবেদৈর্ভক্তিসংযুতৈঃ ॥ ১২৬ ॥

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগর্চয়িত্বা গণেশ্বরম্ ।

হসখ ক্রেং হেসোং [ হে'সাং ] ডাং ডীং ডমলবরযুং ততঃ ॥ ১২৭ ॥

শ্রীপাত্কাং হেসো [ হে'সা ] মিতি চ হসখক্রেংপুটন্ততঃ ।

সঙ্কল্ল্য মনসোহভীষ্টং মধুরত্রিতয়ৈঃ প্রিয়ে ॥ ১২৮ ॥

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগর্চয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্ ।

পূজয়িত্ত্বেন্সিতান্ কামান্ প্রার্থয়েৎ কমলাননে ॥ ১২৯ ॥

মধুরত্রিতয়—ঘৃত মধু শর্করা ।

নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অনুগ্রহের জন্য চক্রপূজার উপযোগী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শুচিদ্রব্যসহ উদ্দিষ্ট সকলের জন্য দক্ষিণা দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ হোমপাত্র স্থাপন করতে হবে । তারপর সর্বাভরণভূষিত, হর্ষানন্দে স্বয়ংযুক্ত, প্রসন্ন বর্ণস্থঃদেবতাদের পূজা করতে হবে । ভক্তিসহকারে পায়সান্ন ও ঘৃতান্ন-যুক্ত নৈবেদ্য ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গণেশ্বরের সম্যক্ অর্চনা করতে হবে । এবার হ স খ ক্রেং হে'সাং ডাং ডীং ডমলবরযুং শ্রীপাত্কাং হে'সাং হ স খ ক্রেং এই মন্ত্র পড়তে হবে । তারপর মনের অভীষ্ট বস্তুর সংকল্প করে মধুরত্রিতয় এবং গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদের পৃথক্ পৃথক্ সম্যক্ অর্চনা করতে হবে । ওগো কমলাননা, এইভাবে পূজা করে সাধক কাম্যবস্ত্তসমূহ প্রার্থনা করবে । ১২৪-১২৯

ঈপ্সিতানি চ সর্বাণি সাধকো লভতে বরম্ ।

আত্মনশ্চ পরশ্যাপি রক্ষার্থং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১৩০ ॥

প্রিয়ে, পূর্বোক্ত প্রকারে পূজা করলে সাধক সর্ব ঈপ্সিত লাভ করে । নিজের এবং অপরের রক্ষার জন্যও পূজা করা উচিত । ১৩০

রোগাণাং নাশনার্থঞ্চ যথাত্র পুত্রসিদ্ধয়ে ।  
 বশ্যার্থং মঙ্গলার্থঞ্চ ধর্মকর্মার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৩১ ॥  
 সপ্তাহং পূজয়েদ্দেবি চতুর্দশদিনানি চ ।  
 একবিংশদিনাশ্রিত্য লভতে চেপ্সিতং ফলম্ ॥ ১৩২ ॥

দেবী, রোগবিনাশের জন্ম, পুত্রলাভের জন্ম, বশীকরণের জন্ম, মঙ্গল-  
 বিধানের জন্ম, ধর্মকর্মার্থসিদ্ধির জন্ম, এক সপ্তাহ চৌদ্দ দিন বা একুশ দিন পূজা  
 করতে হবে । তা হলেই ঈপ্সিত লাভ হবে । ১৩১-১৩২

দক্ষিণাঞ্চ পৃথগ্ দদ্যাদব্রতভূষাদ্ধুরীয়কম্ ।  
 কুলাষ্টকসমায়ুক্তং চতুষষ্টিসমব্রিতম্ ॥ ১৩৩ ॥  
 অর্চিতঞ্চ প্রযত্নেন সিদ্ধির্ভবত্যনেকশঃ ।  
 বিত্তশাঠ্যং ন কুবীত যদীচ্ছৎ সিদ্ধিমাশ্রয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পূজার দক্ষিণা পৃথক্ দিতে হবে এবং ব্রতভূষণ ও অধুরীয়ক দিতে হবে ।  
 কুলাষ্টক এবং চৌষষ্টি যোগিনীসহ পূজা যত্নসহকারে করলে অনেক প্রকার  
 সিদ্ধিলাভ হয় । সাধক যদি আপনার সিদ্ধি চায় তা হলে তাকে বিত্তশাঠ্য  
 পরিত্যাগ করতে হবে । ১৩৩-১৩৪

এবং ষট্‌কং সমাখ্যাতমনুগ্রহং বরাননে ।  
 অর্চিতবাং প্রযত্নেন সাধকৈঃ স্বেচ্ছসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥

অনুগ্রহং ষট্‌কং—আত্মাপররক্ষা, রোগনাশ, পুত্রলাভ, বশীকরণ, মঙ্গল-  
 বিধান এবং ধর্মকর্মার্থসিদ্ধি ।

বরাননা, এই প্রকার ষট্‌ক অনুগ্রহ বলে খ্যাত । সাধককে স্বীয় ইচ্ছাসিদ্ধির  
 জন্ম যত্নসহকারে পূজা করতে হবে । ১৩৫

ধ্যাত্বৈব পূজয়েদেতা ডাকিগাঢ়া বরাননে ।  
 সম্পূজ্য সপ্তমীং দেবীং পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৬ ॥

ডাকিগাঢ়া—ডাকিনী-আদি দেবীরা । ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী,  
 কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী এই ছয় জন ।

সপ্তমীং দেবীং—পূজার সময় ডাকিনী-আদি ছয় জনের পর সপ্তমস্থানীয়া ।  
 ইনি সাধকের আরাধ্যা দেবী কুলেশ্বরী ।

ওগো বরাননা, ডাকিনী-আদি এই দেবীদের ধ্যান করে পূজা করতে হবে ।  
 এঁদের পূজা করার পর সর্বসিদ্ধির জন্ম সপ্তমী দেবীর পূজা করতে হবে । ১৩৬



শক্তিদেহসমুৎপন্নং শক্তিনিৰ্মালাভোজনে ।

স্ববৰ্গেণ সমায়ুক্তা দত্তনিৰ্মালামিত্যপি ।

প্রতিগৃহ্মণং যাহা ইতি নিৰ্মালাসৰ্জনম্ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকটিতে উদ্ধৃত মন্ত্ৰ—শক্তিনিৰ্মালাভোজনে স্ববৰ্গেণ সমায়ুক্তা শক্তিদেহ-  
সমুৎপন্নং দত্তনিৰ্মালাং প্রতিগৃহ্মণং প্রতিগৃহ্ম যাহা ।

শক্তিদেহসমুৎপন্নং—শাক্তমতে ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব ।  
কাজেই, সংসারের যাবতীয় পদার্থই শক্তিদেহসমুৎপন্ন বলা যায় ।

শক্তিনিৰ্মালা ভোজনে—ওগো শক্তিনিৰ্মালাভোজনা অর্থাৎ শক্তির নিৰ্মালা  
ভোজনকারিণী । শক্তিনিৰ্মালা—শক্তি অর্থাৎ মহাদেবীকে দত্ত ও বিসৰ্জনের  
পর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য । সাধিকারূপিণী শক্তিকে নিৰ্মালা সমর্পণ শ্লোকটিতে উদ্दिষ্ট ।

ওগো শক্তিনিৰ্মালাভোজনকারিণী, মৎপ্রদত্ত শক্তিদেহসমুৎপন্ন নিৰ্মালা  
স্ববৰ্গের সহিত গ্রহণ কর, গ্রহণ কর যাহা—এই মন্ত্ৰ পড়ে নিৰ্মালা সমর্পণ করতে  
হবে । ১৩৭

ডাকিনী সর্পবদনা বিত্তজ্ঞা জ্বলনপ্রভা ।

কমণ্ডলুং কর্তৃকাক্ষ ধারয়ন্তী বরপ্রদা ॥ ১৩৮ ॥

ডাকিনী সর্পবদনা, বিত্তজ্ঞা, অগ্নিপ্রভা, কমণ্ডলু-ও কর্তৃকাক্ষ-ধারিণী এবং  
বরদায়িনী । ১৩৮

উল্লুকবদনা দেবী রাকিণী নীলসন্নিভা ।

খড়্গাখেটকসংযুক্তা সর্বাঙ্গকারভূষিতা ॥ ১৩৯ ॥

দেবী রাকিণী উল্লুকবদনা, নীলসন্নিভা, খড়্গাখেটকধারিণী এবং সর্বাঙ্গকার-  
ভূষিতা । ১৩৯

লাকিনী শ্রীকপালাঢ্যা পাশাঙ্কুশধরা সতী ।

পাটলীপুষ্পসঙ্কাশা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ১৪০ ॥

সতী লাকিনী কপালসমৃদ্ধা ( উচকপালী ), পাশ-অঙ্কুশ-ধারিণী, পাটলী-  
পুষ্পসঙ্কাশা এবং সর্বাভরণ-ভূষিতা । ১৪০

কাকিনী হয়বজ্রা চ মাণিক্যসদৃশপ্রভা ।

ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদা সর্বশোভনা ॥ ১৪১ ॥

কাকিনী ঘোটকাননা, মাণিক্যের মতো প্রভাশালিনী, ত্রিমুখী, মুণ্ডধারিণী,  
সিদ্ধিদায়িনী এবং সর্বশোভনা । ১৪১

শাকিনী ভঞ্জনপ্রখ্যা মার্জারাস্যা সুশোভনা ।

কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী তচিস্মিতা ॥ ১৪২ ॥

শাকিনী অঞ্জনসদৃশা, মার্জারমুখী, সুশোভনা, শুচিস্মিতা এবং কুলিশ-দণ্ড-ধারিণী । ১৪২

হাকিনী ঋকবদনা নীলনীরদসন্নিভা ।

কপালশূলহস্তা চ খেটকৈরুপশোভিতা ।

একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চমমুখী সরভাভয়া ॥ ১৪৩ ॥

সরভাভয়া—সরভা অভয়া । সরভা শব্দটির অর্থ দুজের । সরেণ ভাতি যা সা সরভা, যিনি বাণের দ্বারা দীপ্তিমতী তিনি, অথবা গতির দ্বারা দীপ্তিমতী তিনি ।

হাকিনী ভল্লকবদনা, নীলনীরদসন্নিভা, তাঁর হস্তে কপাল ও শূল এবং তিনি খেটকশোভিতা । তিনি একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, চতুমুখী, পঞ্চমুখী, ষট্মুখী, সরভা এবং অভয়া । ১৪৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদ্বিশেষদিবসার্চনম্ ।

সমাসেন কুলেশানি কিঙ্করঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৪ ॥

কুলেশানী, বিশেষ দিনের অর্চনা সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছু বললাম । আবার কি শুনতে চাও । ১৪৪

ইতি স্ত্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধারায়ত্ত্বৈ বিশেষদিবসার্চনং নাম দশম উল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

সপাদলক্ষলোকসমন্নিভ সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য স্ত্রীকুলার্ণবতত্ত্বের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধারায়ত্ত্বৈ বিশেষদিবসার্চন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত । ১০

## একাদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বলোকৈকপূজিত ।

কুলাচারক্রমং দেব বদ মে করুণানিধি ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—সর্বলোকপূজিত হে কুলেশ, করুণানিধি হে দেব, কুলাচারক্রম সম্বন্ধে শুনতে চাই । তাই আমাকে বল ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ<sup>১</sup> প্রমুচাতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন ।  
এটি শোনামাত্র জীব সর্বপাপমুক্ত হয় । ২

যদি চৈদীক্ষিতো জ্যেষ্ঠঃ<sup>২</sup> কুলপূজাদিবর্জিতঃ ।

তৎকনিষ্ঠঃ ক্রমজ্ঞঃ<sup>৩</sup>শ্চেৎ কুলপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

দীক্ষাপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ যদি কুলপূজাদিবর্জিত হয় আর তার কনিষ্ঠ যদি ক্রমজ্ঞ হয় তা হলে সে-ই কুলপূজা করবে । ৩

তৎসমীপং ততো গত্বা নমস্কৃত্য গুরুং যথা<sup>৪</sup> ।

তস্মৈ নিবেদ্য তৎসর্বং শেষং ভূজীত পার্বতি ॥ ৪ ॥

পার্বতী, সেইজন্য সাধক তার কাছে গিয়ে গুরুকে যেমন প্রণাম করে তেমনি প্রণাম করবে এবং তাঁকে যথাবিহিত সব দ্রব্য নিবেদন করে অবশিষ্ট নিজে খাবে । ৪

পূজামধ্যে গুরৌ জ্যেষ্ঠে পূজ্যে বাপি<sup>৫</sup> সমাগতে ।

নত্বা বৃত্তাং স্থিতং শিষ্টমাচরেত্তদনুজ্ঞয়া ॥ ৫ ॥

পূজার মধ্যে গুরু, জ্যেষ্ঠ বা কোনো পূজ্য ব্যক্তি এসে গেলে তাকে প্রণাম করে বলতে হবে ‘আপনি অবস্থান করুন’ এবং তার অনুমতি নিয়ে অবশিষ্ট পূজা করতে হবে । ৫

জ্যেষ্ঠস্য চ কনিষ্ঠস্য শিষ্ট্যাবেকত্র সংস্থিতৌ ।

তত্র পূর্ববদাচারঃ কথিতঃ কুলনায়িকে ॥ ৬ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-যুত পাপাঃ ; তা বি গ, পপ্তপাপৈঃ ; ঐ,—খ, পপ্তপাপৈঃ ।

২ তা বি গ,—খ, যদি তু দীক্ষিতঃ জ্যেষ্ঠঃ । ৩ ঐ, ক্রতুজ্ঞ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরোর্থবা । ৫ ঐ, কনিষ্ঠে বা ।

ওগো কুলুনায়িকা, যদি জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের শিষ্য দুজন একত্র থাকে তা হলে পূর্বোক্তপ্রকার আচার নির্দিষ্ট । ৬

অজ্ঞাতে কৌলিকে প্রাপ্তে<sup>১</sup> পারস্পর্য সমাচরেৎ<sup>২</sup> ।

স্মৃত্বা স্বয়ং<sup>৩</sup> গুরুং দেবি স্বয়ং মার্গেণ<sup>৪</sup> তর্পয়েৎ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞাত কোনো কৌলিক এসে গেলে আপন পরস্পরানুসারে চলতে হবে । স্বীয় গুরুকে স্মরণ করে নিজের পদ্ধতি অনুসারে দেবতার পরিতোষ বিধান করতে হবে । ৭

নিত্যার্চনং দিনে কুর্যাৎ রাত্রে নৈমিত্তিকার্চনম্ ।

উভয়োঃ কাম্যকর্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৮ ॥

নিত্যপূজা করতে হবে দিনের বেলা আর নৈমিত্তিক পূজা রাতে । কাম্য-কর্মসমূহ অর্থাৎ কাম্যপূজাদি উভয় কালেই করা যায়— এটি শাস্ত্রবিধি । ৮

অন্নাত্না অনাসনস্থো বা ভুক্ত্বা বা প্রলপনপি<sup>৫</sup> ।

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদ্বন্দ্ববস্ত্রাদৌরনলঙ্কৃতঃ ।

অবিগৃহ্যস্তশরীরো বা কুলপূজাং ন চাচরেৎ ॥ ৯ ॥

অন্নাত অবস্থায়, আসনস্থ না হয়ে, ভোজনের পর, বাজে কথা বলতে বলতে, গন্ধ-পুষ্প-অক্ষত-ভূষণ-বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত না হয়ে, অবিগৃহ্যস্তশরীরে কুলপূজা করতে নেই । ৯

বিনা মাংসেন<sup>৬</sup> বা পূজা বিনা মদ্যেন<sup>৭</sup> তর্পণম্ ।

বিনা শক্ত্যা তু যৎপানং নিষ্ফলং কথিতং প্রিয়ে ॥ ১০ ॥

প্রিয়ে, মাংস ছাড়া পূজা, মদ্য ছাড়া তর্পণ, শক্তি ছাড়া মদ্যপান নিষ্ফল বলা হয় । ১০

শ্রীচক্রমেকো ন<sup>৮</sup> কুর্যাদেকপাত্রে ন চার্চয়েৎ<sup>৯</sup> ।

নার্চয়েদেকহস্তেন ন পিবেদেক পাণিনা ॥ ১১ ॥

১ তা বি গ,—উ এবং র গ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—অজ্ঞাতকৌলিকে প্রাপ্তে ; ঐ—ক, অজ্ঞাতকালপ্রাপ্তে ; ঐ,—গ, ঘ, অজ্ঞাতকুলপ্রাপ্তে ।

২ তা বি গ,—উ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—পৌৰ্ব্বপর্যন্ত চিন্তয়েৎ ।

৩ তা বি গ,—উ এবং র গ, অমুখ্য ।

৪ ঐ, স্বৈকমার্গেণ ।

৫ ঐ, অন্নাত্না চাঙ্গনস্থো বা ভুক্ত্বা বা প্রণতাবপি ।

৬ ঐ, গন্ধপুষ্পাম্ভরা ।

৭ ঐ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মদ্যেণ ; ঐ—খ, ঘ, বিনা মদ্যেন ।

৮ তা বি গ—উ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মাংসেন ।

৯ তা বি গ,—উ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বা ।

১০ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কুর্যাদেকপাত্রস্ত নার্চয়েৎ ।

একা চক্ৰ-অনুষ্ঠান করা উচিত নয়, একপাত্রে অর্চনা করতে নেই, একহস্তে পূজা বা মদ্যপান করা চলে না । ১১

মংস্যমাংসাসবৈর্দেবি<sup>১</sup> নার্চয়েৎ পশুসন্নিধৌ ।

প্রণম্য প্রবিশেচ্চক্ৰং বিনির্গচ্ছেৎ প্রণম্য চ ॥ ১২ ॥

দেবী, পশুর সান্নিধ্যে মংস্য মাংস মদ্য দিয়ে পূজা করতে নেই। প্রণাম করে চক্রে প্রবেশ করতে হবে এবং চক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও প্রণাম করতে হবে। ১২

শ্রীচক্রে পূজকস্তিষ্ঠেৎ বদ্ধবীরাসনঃ প্রিয়ে<sup>২</sup> ।

শ্রীচক্রদর্শনং<sup>৩</sup> দেবি নেত্রয়োঃ পাপনাশনম্ ।

তন্নাস্তি চেদ্ ব্রণ<sup>৪</sup>দ্বন্দ্বং কৌলিকং<sup>৫</sup> স্যাক্ষিযুগ্মকম্ ॥ ১৩ ॥

প্রিয়ে, চক্রে পূজক বীরাসন করে উপবিষ্ট হবে। দেবী, চক্রদর্শনে চোখের পাপ অর্থাৎ অদর্শনীয়-দর্শনজনিত দোষ নাশ হয়। কৌলিকের চোখ দুটি যদি চক্রদর্শন না করে তা হলে তা দুটি ব্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৩

অনাচারান্ সদাচারান্ চক্ৰস্থান্ শক্তিকৌলিকান্<sup>৬</sup> ।

শিবগৌরীধিরা দেবি ভাবয়ে<sup>৭</sup>ন্নাবমানয়েৎ ॥ ১৪ ॥

দেবী, চক্রমধ্যস্থ শক্তিরূপ এবং কৌলিকের অনাচারী হোক কি সদাচারী হোক তাদের হরগৌরীবুদ্ধিতে ভাবনা করতে হয় অর্থাৎ তাদের হরগৌরী মনে করতে হয়। তাদের অনাদর করতে নেই। ১৪

কুলাচার্যগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপবিমুক্তয়ে<sup>৮</sup> ।

যাচেদমৃতক্কাশ্লক্ষ<sup>৯</sup> তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ১৫ ॥

অমৃত—হৃৎ, ঘৃত, মধু, মদ্য ।

কুলাচার্যের গৃহে গিয়ে পাপমুক্তির জন্য অমৃত এবং অন্ন প্রার্থনা করবে। তার অভাব হলে জল চেয়ে নিরে খাবে। ১৫

১ তা বি গ,—খ, দৈবীং ।

২ ঐ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, শ্রীচক্রে নাসনে তিষ্ঠেৎ চ বীরাসনে প্রিয়ে ।

৩ র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, শ্রীচক্রদর্শনে ।

৪ তা বি গ,—ক, নবন্তি চেদৃণ । ৫ ঐ,—খ, নত্বা তিষ্ঠেদৃণবদ্বং লৌকিক ।

৬ ঐ, অনাচারঃ সদাচারঃ চক্ৰস্থানঃ শক্তিকৌলিকঃ ।

৭ ঐ, ভাবয়ে । ৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, বিমুক্তয়ে ।

৯ তা বি গ,—খ, বাচয়েদমৃতক্কাপি ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বাচয়েদমৃতক্কাপি ।

কুলাচার্যেণ তচ্ছক্ত্যা<sup>১</sup> দত্তং পাত্ৰঞ্চ ভক্তিতঃ ।

নমস্কৃত্য তু গৃহীন্নাদম্বা নরকং ভ্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

কুলাচার্য এবং তার শক্তি যে-পাত্ৰ দেবে তা ভক্তিভরে প্রণাম করে গ্রহণ করিতে হবে, অন্যথা গতি হবে নরকে । ১৬

অন্নাত্না বাপ্যভক্ত্যা বা লোভাদ্বাপি<sup>২</sup> কুলেশ্বরী ।

যঃ সেবেত কুলদ্রব্যং সদা বিরুবমাণুন্নাত্না<sup>৩</sup> ॥ ১৭ ॥

কুলেশ্বরী, যে অন্নাত্ন অবস্থায় বা অভক্তির সহিত কিংবা লোভে পড়ে কুল-দ্রব্য সেবন করে সে সর্বদা দুঃখ পায় । ১৭

উষীষী কঙ্কাকী নগ্নো মুক্তকেশো গণারূতঃ<sup>৪</sup> ।

ব্যগ্রো রুক্ষো<sup>৫</sup> বিবাদী চ ন সেবেত কুলামৃতম্ ॥ ১৮ ॥

যে উষীষধারী, কঙ্কাকী, নগ্ন, মুক্তকেশ, অনুচরপরিবৃত, ব্যগ্র, রুক্ষ এবং কলহপরায়ণ সে কুলামৃত পান করবে না । ১৮

যোগামৃতেন নিষ্ঠীবে<sup>৬</sup> মদ্যভাণ্ডপরিভ্রমাৎ ।

উদ্ধর্নালেন পানাত্ত দেবতাশাপমাণুন্নাত্নাৎ ॥ ১৯ ॥

মদ্যসংযোগে মুখে থু থু উঠলে মদ্যভাণ্ড ঘুরিয়ে থু থু ফেলতে হবে । উন্মিড লালার সঙ্গে মদ্যপান করলে দেবতার অভিশাপ লাগবে । ১৯

একাসনে নিবিষ্টস্ত ভুজ্ঞানন্তেকভাজনে ।

একপাত্রে পিবেদ্ভু<sup>৭</sup> ব্যাং<sup>৮</sup> তে যান্তি নরকং প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, যারা একই আসনে উপবিষ্ট হয়ে একই ভাণ্ডে ভোজন করে এবং একই পাত্রে মদ্যপান করে তারা নরকে যায় । ২০

যঃ সেবেত কুলদ্রব্যমেকগ্রামে স্থিতে গুরো<sup>৯</sup> ।

তৎকুলজে<sup>১০</sup> চ তৎপুত্রে স্বজ্যেষ্ঠে কুলদেশিকে<sup>১১</sup> ।

বিনানুজ্ঞাং মহেশানি সৌহৃদ্ব্যং নরকং ভ্রজেৎ ॥ ২১ ॥

১ তা বি গ,—ক, যচ্ছক্ত্যা ; ঐ,—খ, আচার্যেণ তু তচ্ছক্ত্যা ।

২ ঐ,—খ, অন্নাত্না বাপি ভুক্তা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, অন্নাত্না বাপি ভুক্তা বাপ্যভুক্তা বা ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, দারিদ্ৰ্যং সমবাণুন্নাত্নাৎ ; ঐ,—ক, সদা-বিদ্যামবাণুন্নাত্নাৎ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দিপম্বরঃ ।

৫ তা বি গ,—ক, খ, পরাশ্রুণো ।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, নিষ্ঠীবা ।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পিবেন্তোয়ং । ৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, তৎকুলীনে ।

৯ তা বি গ,—ক, কুলদেশিকঃ ; ঐ,—খ, তৎকুলেশি পিবেৎ পুত্রে স্বজ্যেষ্ঠে কুলবোধিতে ।

তৎকুলজ্ঞ—গুরুর কুলাচারবিদ শিষ্য। কুলদেশিক—কুলাচারী দেশিক। আলোচ্যতন্ত্রে ( ২৭।১৪ ) দেশিকশব্দের নিরুক্তি করা হয়েছে এইভাবে “যিনি দেবরূপধারী অর্থাৎ রূপধারী দেবতা, শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং যিনি করুণাময়মূর্তি তিনি দেশিক”। দেবতা শিষ্য এবং করুণা এই তিন শব্দের আদি অক্ষর নিয়ে দেশিক শব্দ গঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপদেশে নিপুণ। এই অর্থে মহাভারতে দেশিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৪।

মহেশানী, যদি সাধকের গুরু বা তার কুলজ্ঞ কিংবা পুত্র অথবা সাধকের জ্যেষ্ঠ কুলদেশিক সাধকের সহিত একই গ্রামে থাকে আর সাধক তার অনুমতি না নিয়ে কুলদ্রব্য সেবন করে তাহলে অক্ষয় নরকে সেই সাধকের গতি হবে। ২১

উচ্ছিফোঃ<sup>১</sup> ন স্পৃশেচ্চক্রেঃ<sup>২</sup> কুলদ্রব্যানি পার্বতি।

বহিঃ<sup>৩</sup> প্রক্ষাল্য চ ক.রা কুলদ্রব্যানি দাপয়েৎ ॥ ২২ ॥

পার্বতী, চক্রে এঁটো হাতে কুলদ্রব্য স্পর্শ করতে নেই। বাইরে হাত ধুয়ে এসে কুলদ্রব্য অর্পণ করতে হয়। ২২

মদ্যভাণ্ডঃ<sup>৪</sup> সমুদ্রত্যা ন পাত্রং পুরয়েৎ প্রিয়ে।

ভোগপাত্রং সুরাকুণ্ডে<sup>৫</sup> নিক্ষিপেন্ন ন কদাচন ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ে, মদ্যভাণ্ড উঁচু করে পানপাত্র পূর্ণ করতে নেই। ভোগপাত্র কখনো সুরাকুণ্ডে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। ২৩

চক্রমধ্যে শুচিধিরা করপ্রক্ষালনাদিকম্।

যঃ করোতি হি মৃঢ়াত্মা স ভবেদাপদাস্পদম্\* ॥ ২৪ ॥

শুচি হওয়ার উদ্দেশ্যে যে চক্রমধ্যে করপ্রক্ষালনাদি করে সেই মৃঢ়াত্মা হৃদশাগ্রস্ত হয়। ২৪

নিষ্ঠীবনং মলং মূত্রমধোবায়ুবিসর্জনম্।

শ্রীচক্রমধ্যে যঃ কুর্য্যৎ স ভবেদ্ যোগিনীপণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥

১ র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, উচ্ছিফো। ২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্পৃশেচ্চক্রে।

৩ ঐ, ন হি।

৪ ঐ, মদ্যভাণ্ড; তা বি গ,—খ, তীর্থভাণ্ড।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সুরাকুণ্ডে।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, দাস্পদম্;

চক্রমধ্যে যৈ নিষ্ঠীবন, মল, মূত্র, অধোবায়ু ত্যাগ করে সে যোগিনীদের পশু হয় । ২৫

চক্রমধ্যে ঘটে ভগ্নে পাত্রে চ পতিতে ভূবি<sup>১</sup> ।

দীপনাশে চ শান্ত্যর্থং<sup>২</sup> শ্রীচক্রং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ে, চক্রমধ্যে যদি ঘট ভেঙ্গে যায়, মন্যপাত্র হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়, দীপ নিবে যায়, তা হলে সেই বিয়োগশর্মের জন্ম আবার চক্রানুষ্ঠান করতে হবে । ২৬

মত্তা<sup>৩</sup> জপন্তি ধ্যায়ন্তি স্তবন্তি<sup>৪</sup> প্রণমন্তি চ ।

বোধয়ন্তি চ পৃচ্ছন্তি নন্দন্তি জ্ঞানিনঃ<sup>৫</sup> প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে, ( চক্রে ) মত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে জপ ধ্যান স্তব করে, প্রণাম করে, অনেকে তত্ত্বকথা বোঝায়, নিজেরা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে এবং আনন্দ করে । ২৭

মত্তা<sup>৬</sup> ভ্রমন্তি গর্জন্তি হসন্তি বিবদন্তি চ ।

রুদন্তি স্ত্রিয়<sup>৭</sup> মিচ্ছন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনঃ<sup>৮</sup> প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥

প্রিয়ে, ( চক্রে ) মত্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিরূপে ঘুরে বেড়ায়, গর্জন করে, হাসে, বিবাদ করে, কাঁদে, স্ত্রীলোক চায় এবং নিন্দা করে । ২৮

পরিহাসং প্রলাপঞ্চ বিতণ্ডাং বহুভাষিতম্ ।

ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জয়েৎ ॥ ২৯ ॥

চক্রমধ্যে পরিহাস, প্রলাপ, বাগ্‌বিতণ্ডা, বেশী কথা বলা, উদাসীনতা, ভয় এবং ক্রোধ বর্জন করতে হবে । ২৯

পাত্রহন্তো মহাদেবি ন ভ্রমেচ্চক্রমধ্যতঃ ।

পূর্ণপাত্রং করে ধৃত্বা<sup>৯</sup> ন তিষ্ঠেত্তু চিরং প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

মহাদেবী, চক্রমধ্যে পানপাত্র হাতে ঘুরাঘুরি করা চলবে না । প্রিয়ে, পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে বেশীক্ষণ থাকা চলবে না । ৩০

নালপেৎ<sup>১০</sup> পাত্রহন্তঃ সন্ ন ভিন্দ্যাৎ পাত্রমম্বিকে ।

পাদাভ্যাং ন স্পৃশেৎ পাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ ॥ ৩১ ॥

অধিকা, পাত্র হাতে নিয়ে কথাবার্তা বলতে নেই, পাত্র ভাঙতে নেই, পাত্রে পা ছুঁয়াতে নেই আর মাটিতে এক ফোঁটা মদও ফেলতে নেই । ৩১

১ ঐ, স্থলিতে প্রিয়ে । ২ ঐ, তচ্ছান্ত্যে । ৩ ঐ, কেচিৎ, তা বি গ,—ক, মত্তান্ ।

৪ র গ, রূপন্তি । ৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বদন্তি জ্ঞানিনঃ । ৬ ঐ, অমো ।

৭ ঐ, বদন্তি প্রিয় । ৮ ঐ,—ঙ, নন্দন্ত্যজ্ঞানিনঃ ; র গ, নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনঃ ।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, কৃত্বা ।

১০ তা বি গ,—ক, নালভেৎ ।



নৈকহস্তেন দাতব্যং ন মুদ্রাবর্জিতং প্রিয়ে ।

পাত্রং ন চালয়েৎ স্থানান্ কুর্য্যৎ পাত্রসঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ে, একহাতে পাত্র দিতে নেই, মুদ্রাবর্জিত পাত্র দিতে নেই । নির্দিষ্ট স্থান থেকে পাত্র সরাতে নেই এবং বিভিন্ন পাত্র একত্র মিশাতে নেই । ৩২

শশব্দং ন পিবেন্ন্যন্যং<sup>১</sup> তথৈব চ ন পুরয়েৎ ।

নাগোত্তং<sup>২</sup> তাড়য়েৎ পাত্রং তথা ন পাতয়েৎ<sup>৩</sup> দধঃ ॥ ৩৩ ॥

শব্দ করে মদ্যপান এবং পাত্র পূর্ণ করতে নেই । পাত্রে পাত্রে ঠুকাঠুকি করা এবং পাত্র নীচে ফেলে দেওয়া চলবে না । ৩৩

সাধারণ নোদ্ধরেৎ পাত্রমনাধারে ন<sup>৪</sup> নিক্ষিপেৎ ।

রিক্তপাত্রং<sup>৫</sup> ন কুবীত ন পাত্রং ভ্রাময়েৎ প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥

আধার—যার উপর রাখা হয়, ছোট ছোট টিপাই-আদি ।

প্রিয়ে, আধারসহ পাত্র উঠাতে নেই এবং আধার ছাড়া অগুত্র পাত্র রাখতে নেই । শূন্যপাত্র করতে নেই । পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরাতে হয় না । ৩৪

ন পাত্রং লঙ্ঘয়েচ্ছীমান্ পাত্রং নোৎপাতয়েৎ প্রিয়ে ।

প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ পাত্রমিভ্যাজ্জা পরমেশ্বরি<sup>৬</sup> ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়ে, ধীমান্ ব্যক্তি পাত্র ডিঙাবে না, তা উদ্ধে<sup>৭</sup> নিক্ষেপ করবে না । ওগো পরমেশ্বরী, পাত্র ধুয়ে লুকিয়ে রাখবে এই আমার আজ্ঞা । ৩৫

যদা<sup>৮</sup> সন্দীপিতোল্লাসঃ কৌলিকঃ পশুমীক্ষতে ।

পঠেদ্বা<sup>৯</sup> পশুশাস্ত্রানি সংগচ্ছেদ্বা পশুজিহম্<sup>১০</sup> ॥ ৩৬ ॥

কুর্য্যৎ পশুপ্রসঙ্গং বা পশুকার্য্যানি বা চরেৎ ।

ধর্মার্থানুর্ঘণঃ পুণ্যং জ্ঞান<sup>১১</sup>সৌখ্যাদি নশুতি ॥ ৩৭ ॥

যখন কোনো কৌলিকের উল্লাস ( আরম্ভাদি ) উদ্দীপিত হয় তখন সে যদি পশুকে দেখে, কিংবা পশুশাস্ত্রসমূহ পাঠ করে অথবা পশুজী-সহবাস করে কিংবা পশুপ্রসঙ্গ করে অথবা পশুকর্ম করে তা হলে তার ধর্ম অর্থ আয়ু যশ পুণ্য জ্ঞান সৌখ্য ইত্যাদি সব বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ৩৬-৩৭

১ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, পিবেদ্ধব্যং । ২ তা বি গ.—ক, তাড়য়ে ।

৩ ঐ, পাত্রমনাধারে চ ; তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, পাত্রমাধারেণ ন ।

৪ তা বি গ.—ক, রক্তপাত্রং ।

৫ তা বি গ.—খ, শব্দরৈঃ কৃত্য । ৬ ঐ, সদা ।

৭ র গ, পঠেদ্বা ।

৮ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, পশুজিহম্ ।

৯ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ,—বৃত পঠ ; তা বি গ, পুণ্যমর্থ ।

• ত্রীচক্রং কুলদ্রব্যং যঃ পশুভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।

স্নেহালোভা<sup>১</sup>ভ্রাতাপি স ভবেদ্ যোগিনীপশুঃ ॥ ৩৮ ॥

যে স্নেহবশে, লোভে পড়ে বা ভরে চক্রং কুলদ্রব্য পশুদের প্রদান করে সে যোগিনীদের পশু হয় । ৩৮

রিপুণাপি ন কর্তব্যো বাহ্যাদশচক্রমধ্যতঃ ।

পিতৃমাতৃসমং পশ্যন্তেনোক্তং<sup>২</sup> পরমং সহং ॥ ৩৯ ॥

চক্রমধ্যে থাকাকালে শত্রুর সঙ্গেও বাগ্‌বিভণ্ডা করতে নেই । সাধক তাকে পিতা বা মাতার মতো দেখবে এবং তার পরম বাক্যও সহ করবে । ৩৯

যথা ত্রীপুত্রমিত্রাদি দৃষ্টা চেতঃ প্রযচ্ছতি<sup>৩</sup> ।

তথা চেৎ<sup>৪</sup> কৌলিকান্ দৃষ্টা স ভবেদ্ যোগিনীপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ত্রীপুত্রমিত্রাদিকে দেখে চিত্ত যেমন প্রসন্ন হয় তেমনি যদি কৌলিকদের দেখেও কারো চিত্ত প্রসন্ন হয় তা হলে সে যোগিনীদের প্রিয় হবে । ৪০

ব্রহ্মাদিশুম্ভপর্যন্তং যস্য মে<sup>৫</sup> গুরুসন্ততিঃ ।

তস্য মে সর্বাশিষ্য কো ন পূজ্যো মহীতলে ।

ইতি নিশ্চিতকর্দ্বিঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা থেকে শুভ্র পর্যন্ত আমার গুরুসন্ততি । সকলের আমি শিষ্য । এ সংসারে কে আমার পূজ্য নয়—এইরূপ ভাবনায যে স্থিরবুদ্ধি সে আমাদের উভয়ের প্রিয় । ৪১

অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠস্ত্বহং বেদ্যীতি গবিভঃ ।

অহমেব গতির্যেবাং কৌলিকা ন<sup>৬</sup> ভবন্তি তে ॥ ৪২ ॥

আমি গুরু, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জানি এরূপ যাদের গর্ব, ‘অহং’-ই যাদের গতি অর্থাৎ যারা অহংবাদী তারা কৌলিক হতে পারে না । ৪২

ত্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পূজ্যস্থানানি যানি চ ।

ভক্ত্যা ত্রীপূর্বকং দেবি প্রণম্য পরিকীর্তয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

ওগো দেবী, গুরু কুলশাস্ত্র অগ্ন্যাগ্ন পূজ্যস্থল—এ সবার পূর্বে ত্রী-শব্দ যোগ করতঃ ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে তার উল্লেখ করতে হবে । ৪৩

গুরুং নাম্না ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে ।

ত্রীনাথ দেব স্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ ॥ ৪৪ ॥

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, যেচ্ছালোভা

২ তা বি গ,—খ, পশ্যন্তং হনুতং ।

৩ তা বি গ,—ও, এবং র গ, যথা দৃষ্টা প্রযচ্ছতি স্বজনং মিত্রসুপ্রিয়ং ।

৪ ঐ, তথা চ ।

৫ তা বি গ,—ক, খ, যা ।

৬ ঐ, কৌলিকাস্ত ।

প্রিয়ে, জপের সময় ছাড়া অগ্ন সময় গুরুর নাম ধরে উল্লেখ<sup>১</sup> করতে নেই ।  
অগ্নের সঙ্গে তর্কবিতর্কের সময় এবং গুরুর কাছে অনুন্নয় বিনয় করার সময়  
গুরুকে শ্রীনাথ বা দেব বা স্বামী বলতে হবে । ৪৪

শ্রীগুরোঃ পাত্ৰকাং মুদ্রাং<sup>২</sup> মূলমন্ত্রং স্বপাত্ৰকাম্ ।

শিষ্যাদন্যস্য<sup>৩</sup> দেবেশি ন বদেৎ যস্য কশ্চিৎ ॥ ৪৫ ॥

দেবেশী, শ্রীগুরুর পাত্ৰকামন্ত্র ও মুদ্রা, স্বীয় সাধ্য দেবতার মূলমন্ত্র ও  
পাত্ৰকামন্ত্র শিষ্য ছাড়া যাকে তাকে বলতে নেই । ৪৫

পারম্পর্যগম্যায়ং<sup>৪</sup> মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে ।

সর্বং গুরুমুখাঙ্গব্ধং<sup>৫</sup> সফলং স্যাদ্ চান্যথা ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, পরম্পরা, আগম, আশ্রয়, মন্ত্র, আচারাদি সব গুরুমুখে অবগত  
হলেই সফল হয়, অন্যথা নয় । ৪৬

শ্রীশাস্ত্রাশ্রয়ভূতঞ্চ<sup>৬</sup> পুস্তকং পরমেশ্বরী<sup>৭</sup> ।

নিত্যং সমর্চয়েন্তজ্য। পশুহন্তে ন নিক্ষিপেৎ ॥ ৪৭ ॥

পরমেশ্বরী, শাস্ত্রের আশ্রয়ভূত পুস্তকের ভক্তিসহকারে নিত্য পূজা করতে  
হবে । পশুহন্তে তা পড়তে দেবে না । ৪৭

স্বদারবল্লিশেবেত কুলশাস্ত্রাণি পার্বতি ।

পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি<sup>৮</sup> বর্জয়েৎ পরদারবৎ ॥ ৪৮ ॥

পার্বতী, নিজ পত্নীর মতো কুলশাস্ত্রের সেবা করতে হবে আর পরস্ত্রীর  
মতো পশুশাস্ত্র বর্জন করতে হবে । ৪৮

স্বচর্মস্থং যথা ক্ষীরমপেয়ং স্যাৎ দ্বিজোত্তমৈঃ ।

তথা পশুমুখান্ধর্মো ন শ্রোতব্যো<sup>৯</sup> হি কৌলিকৈঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বচর্মস্থং ক্ষীরং—স্ব সমানজাতীয়, চর্মস্থং চর্মস্থিত, ক্ষীরং দ্বধ অর্থাৎ মানুষের  
দ্বধ । কেননা, মানুষই দ্বিজোত্তমদের সমানজাতীয় ।

স্বচর্মস্থ দ্বধ যেমন দ্বিজোত্তমদের অপেয় তেমনি পশুমুখে ধর্ম কৌলিকদের  
অশ্রাব্য । ৪৯

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দেবি । ২ ঐ, শিষ্যাদন্যত্র ।

৩ ঐ, পারম্পর্যং সমাহার ।

৪ তা বি গ,—খ, গুরুকুলান্ধব্ধং ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ভূত পাঠ ; তা বি গ, শ্রীশাস্ত্রাশ্রয়মূলঞ্চ ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ভূত পাঠ ; তা বি গ, পুস্তকং ন বদেৎ প্রিয়ে ;

তা বি গ,—ক, পুস্তকং হি বদেৎ প্রিয়ে । ৭ তা বি গ,—ক, দেবেশি ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পশুমুখাং সর্বং ন শ্রোতব্যং ।

০ যঃ শ্ৰুণোতি কুলাচারং যথাশাস্ত্রঞ্চ যো বদেৎ ।

তারুভৌ গচ্ছতঃ সাক্ষাদ্ যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ৫০ ॥

কুলাচারের যথাশাস্ত্র শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই সাক্ষাৎ যোগিনীবীরসঙ্গ লাভ করে । ৫০

অশ্রদ্ধাধনা যে চাত্র কুলধর্মে<sup>১</sup> কুলেশ্বরি ।

নরকাম্নো নিবর্তন্তে যাবদাভূতং<sup>২</sup> সংপ্লবম্ ॥ ৫১ ॥

নরকাম্নো নিবর্তন্তে—নরকাৎ ন নিবর্তন্তে—নরক থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয় না ।  
'ন' স্থলে 'নো' লিপিকরপ্রমাদ বলে মনে হয় ।

কুলেশ্বরী, যারা কুলধর্মে অশ্রদ্ধাপরায়ণ তারা সর্বভূতের প্রলয়কাল পর্যন্ত নরক থেকে প্রত্যাবৃত্ত হতে পারে না অর্থাৎ আপ্রলয় নরক বাস করে । ৫১

উঢ়া ধৃতা তথা ক্রীতা মূলো ন চ সমাহতা<sup>৩</sup> ।

সকুং কামরতা<sup>৪</sup> বাপি পঞ্চা গুরুযোষিতঃ ।

অলঙ্ঘ্যা<sup>৫</sup> পূজনীয়াঃ স্যুগু<sup>৬</sup>রুবদগুরুযোষিতঃ ॥ ৫২ ॥

গুরুপত্নী পঞ্চবিধ, যথা—গুরু কতৃক বিবাহিতা, ধৃতা, মূল্য দ্বারা ক্রীতা, সমাহতা এবং গুরুর সহিত একবার কামরতা । গুরুর মতো গুরুপত্নীরাও অলঙ্ঘনীয়া এবং পূজনীয়া । ৫২

গুরুশক্তিং বীরভার্যাং<sup>৭</sup> কুমারীং ব্রতধারিণীম্ ।

ব্যঙ্গাক্ষীং বিকৃতাক্ষীঞ্চ কুব্জামপি ন<sup>৮</sup> কাময়েৎ ॥ ৫৩ ॥

গুরুর শক্তি, বীরচারী সাধকের ভার্যা, কুমারী, ব্রতধারিণী, বিকলাক্ষী, বিকৃতাক্ষী—এরা সাধকের কাম্য নয় । ৫৩

সূতাঞ্চ ভগিনীং পৌত্রীং স্নুয়াং বাপি প্রিয়ামপি ।

ন কাময়েদ<sup>৯</sup> গুরোরগ্রে কুর্য্যাম্নাতোন্মসংগ্রহম্<sup>১০</sup> ॥ ৫৪ ॥

সূতা, ভগিনী, পৌত্রী, পুত্রবধূ, এমনকি প্রিয়া ও সাধকের কাম্য নয় । গুরুর সামনে পরস্পর মিলন ( সাধকের ও শক্তির ) উচিত নয় । ৫৪

১ তা বি গ,—খ, কুলশাস্ত্রে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুলধর্ম ।

২ তা বি গ,—ঙ ; এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; ভা বি গ, যাবদাভূত ।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, সমাহিতা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, উচ্ছতা চ মহাপ্রীতা মূলো ন চ সমাহতা ।

৪ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, কামরতা ।

৫ ঐ,—খ, উল্লম্বা ।

৬ তা বি গ,—ঙ, মহাশক্তিং ।

৭ ঐ,—ক, কুব্জিকামপি ।

৮ তা বি গ,—গ, ঘ, ন কাময়েৎ ।

৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, গৃহনং ।

কৃষ্ণাং শুকাং কৃষ্ণবর্ণাং কুমারীঞ্চ<sup>১</sup> কৃশোদরীম্ ।

মনোহরাং যৌবনস্থামৰ্চয়েদেবতাধিনা ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণাং শুকপরিহিতা, কৃষ্ণবর্ণা, কৃশোদরী, মনোহরা, যৌবনস্থা কুমারীকে দেবতা বুদ্ধিতে পূজা করতে হবে । ৫৫

একদাপি ন লভ্যেত<sup>২</sup> বলেন কুলযোগিনী<sup>৩</sup> ।

চক্রমধ্যে স্নয়ং স্কৃৎসাং কাময়েৎ কুলসুন্দরি<sup>৪</sup> ॥ ৫৬ ॥

ওগো কুলসুন্দরী, জোর করে একবারও কুলযোগিনীকে গ্রহণ করতে নেই ।

চক্রমধ্যে স্নয়ং স্কৃৎসা হলে সাধক তাকে কামনা করবে । ৫৬

আমমাংসং সুরাকুন্তং মত্তেভং সিদ্ধিলিঙ্গিনম্ ।

সহকারমশোকঞ্চ ক্রীড়ালোলাঃ কুমারিকাঃ ॥ ৫৭ ॥

একবৃক্ষং শ্মশানঞ্চ সমূহং যোষিতামপি ।

নারীঞ্চ রক্তবসনাং দৃষ্ট্বা বন্দেত ভক্তিতঃ ॥ ৫৮ ॥

আমমাংস, সুরাকুন্ত, সিদ্ধিসূচকচিহ্নধারী মত্তহস্তী, আশ্রবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ, ক্রীড়াচঞ্চল কুমারীগণ, একবৃক্ষ, শ্মশান, যুবতীসমূহ, রক্তবসনা নারী—এদের দেখলে ভক্তিভরে বন্দনা করতে হবে । ৫৭-৫৮

গুরুশক্তিসুতজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠান্ কুলদেশিকান্ ।

কুলদর্শনশাস্ত্রাণি কুলদ্রব্যানি কোলিকান্ ॥ ৫৯ ॥

প্রেরকান্ সূচকাংশ্চাপি বাচকান্ দর্শকাংশ্চথা ।

লিঙ্গকান্ বোধকান্<sup>৫</sup> যোগী যোগিনীসিদ্ধিরূপকান্<sup>৬</sup> ॥ ৬০ ॥

কন্যাং কুমারিকাং নগ্নামুন্নতাং বাপি যোষিতাম্<sup>৭</sup> ।

ন নিন্দেম জুগুপ্সেত<sup>৮</sup> ন হসেস্নাবমানয়েৎ ॥ ৬১ ॥

গুরু এবং তার শক্তি, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; কুলদেশিক, কুলদর্শন ও কুলশাস্ত্র, কুলদ্রব্য, কোলিক, কুলমার্গে প্রেরক, কুলমার্গসূচক, কুলমার্গকথক, কুলমার্গপ্রদর্শক, কুলমার্গলিঙ্গক, কুলমার্গবোধক, যোগীনীসিদ্ধিরূপক যোগিনী,

১ তা বি গ,—খ, কৃষ্ণাং গৌরাং কৃষ্ণবর্ণাং দয়্যাত্যাক ।

২ ঐ,—উ, এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, ন সেবেত ।

৩ তা বি গ,—উ, এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, কুলযোগিনীম্ ।

৪ তা বি গ,—উ, এবং র গ, কাময়েন্ন কদাচন ।

৫ ঐ, কল ।

৬ তা বি গ,—খ, বাধকান্ ।

৭ তা বি গ,—ক, সিদ্ধিরূপিণে ; ঐ,—উ, এবং র গ, সিদ্ধিপুরুষান্ ।

৮ র গ, কন্যা কুমারিকা নগ্না উন্নতা বাপি যোষিতঃ ।

৯ ঐ, এবং তা বি গ,—উ, ন নিন্দেম চ সংজুভ্যেৎ ।

কুমারী কথা, নগ্না বা উন্মত্তা নারী—যোগী এদের নিন্দা করবে না ; এদের ঘৃণা উপহাস এবং অপমান করবে না । ৫৯-৬১

নাশ্রিয়ং নানৃতং ক্রুশাং কশ্যাপি<sup>১</sup> কুলযোগিনঃ ।

কুরুপা<sup>২</sup> চেতি কৃষ্ণেতি ন বদেৎ কুলযোগিতম্ ॥ ৬২ ॥

কোনো কুলযোগী সম্বন্ধে অশ্রিয় কথা বা মিথ্যা কথা বলতে নেই । কুল-  
যোগিতাকে কুরুপা কালো বলতে নেই । ৬২

পরীক্ষয়েন্ন ভক্তানাং বীরাণাঞ্চ কৃতাকৃতম্<sup>৩</sup> ।

ন পশ্বেদ্বনিতাং<sup>৪</sup> নগ্নামুন্মত্তাং প্রকটন্তনীম্<sup>৫</sup> ॥ ৬৩ ॥

ভক্তদের এবং বীরাচারীদের কৃতাকৃত বিচার করবে না । নগ্না উন্মত্তা  
প্রকটন্তনী বনিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না । ৬৩

দিবসে ন রমেন্নারীং<sup>৬</sup> তদ্যোনিং নৈব বীক্ষয়েৎ ।

যা কাচিদঙ্গনা লোকে সা মাতৃ<sup>৭</sup>কুলসম্ভবা ॥ ৬৪ ॥

দিনের বেলা নারীর সহিত সঙ্গত হবে না, তার যোনি নিরীক্ষণ করবে না ।  
সংসারে যে কোনো নারী হোক না কেন সে মাতৃকুলসম্ভবা । ৬৪

কুপ্যন্তি কুলযোগিন্যো বনিতানাং ব্যতিক্রমাং ।

স্ত্রিয়ং শতাপরাধাঞ্চেৎ<sup>৮</sup> পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েৎ ।

দোষান্ন গগয়েৎ স্ত্রীণাং গুণানৈব<sup>৯</sup> প্রকাশয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

নারীদের অমর্যাদা করিলে কুলযোগিনীরা কুপিত হন । শত অপরাধ  
করলেও নারীকে ফুলের দ্বারাও আঘাত করতে নেই । নারীদের দোষ ধরতে  
নেই । তাদের গুণই প্রকাশ করতে হয় । ৬৫

তিষ্ঠন্তি কুলযোগিণ্যঃ কুলবৃক্ষেষু সর্বদা ।

ভংগজ্জেষু ন ভোক্তব্যমর্চয়েত্ত<sup>১০</sup> বিশেষতঃ ॥ ৬৬ ॥

কুলবৃক্ষেষু—কুলবৃক্ষে । সহকার, কর্ণিকার, কেশর ( নাগকেশর বা বকুল),  
ভিলক ( ভিলগাহ যা দণ্ডকলসগাহ ), কদম্ব, সিদ্ধবার ( নিসিন্দা-গাহ ),

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ক্রুশামস্তি ।

২ ঐ, কুলপা ।

৩ তা বি গ,—থ, গ, কৃতাকৃতে ।

৪ ঐ,—ক, থ, গ, পশ্বেৎ পতিতাং । ৫ ঐ,—ক, নগ্নামুন্মত্তামপি যোগিনীং ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ন দিবা সেবয়েন্নারীং ।

৭ তা বি গ,—থ, সা মাতা ।

৮ ঐ,—গ, স্ত্রিয়ং শতাপরাধেন, ঐ,—ঙ এবং র গ, শতাপরাধৈর্বনিতাং ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ গুণানিব ।

১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভোক্তব্যমর্চয়েত্তে ।

কঙ্কোল ( অশোকবৃক্ষ ? ), চম্পক, শ্লেষ্মাতক ( লোনা ও আতা গাছ, মতাঙ্কিলে  
চালতাগাছ ) কুরবক, নিম্ব, চলদল ( অশ্বথবৃক্ষ ), যজ্ঞাঙ্গ ( যজ্ঞডুমুর বা ঐদির-  
বৃক্ষ ), জটিল ( পিপুল গাছ ) এবং বিশ্ব—এদের বলা হয় কুলবৃক্ষ ।—ঋঃ পুর-  
শচর্য্যারব, ৫ম ভরঙ্গ, পৃঃ ৪০৯ । শ্লেষ্মাতক, করঞ্জা, নিম্ব, অশ্বথ, কদম্ব, বিশ্ব, বট,  
ডুমুর এইগুলিকে আলোচ্যমান ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে ‘কুলবৃক্ষ’ বলা হয়েছে ।

কুলযোগিনীরা সৰ্বদা কুলবৃক্ষে অবস্থান করেন । কুলবৃক্ষের পক্ষে ভোজ্য  
করতে নেই । তাতে বিশেষকরে পূজা করতে হয় । ৬৬

ন স্বপেং কুলাবৃক্ষাধো ন চোপদ্রবমাচরেৎ ।

দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা<sup>১</sup> নমস্কুর্য্যচ্ছেদয়েন্ন ন কদাচন ॥ ৬৭ ॥

কুলবৃক্ষের নীচে ঘুমোবে না, কোনো উপদ্রব করবে না । কুলবৃক্ষ দেখলে  
ভক্তিসহকারে প্রণাম করবে, কখনও তা ছেদন করবে না । ৬৭

শ্লেষ্মাতকং করঞ্জাখ্যং নিম্বাশ্বথকদম্বকাঃ ।

বিশ্ববটোডুম্বরাস্চ কুলবৃক্ষা ইমে স্মৃতাঃ<sup>২</sup> ॥ ৬৮ ॥

শ্লেষ্মাতক, করঞ্জা, নিম্ব, অশ্বথ, কদম, বেল, বট এবং ডুমুর এইগুলিকে বলা  
হয় কুলবৃক্ষ । ৬৮

প্রায়শ্চিত্তং ভূগোঃ পাতং সন্ন্যাসং ব্রতধারণম্<sup>৩</sup> ।

তীর্থযাত্রাভিগমনং কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

প্রায়শ্চিত্ত, ভূগপাত, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ এবং তীর্থগমন এই পাঁচটি কৌল-  
সাধক বর্জন করবে । ৬৯

বীরহত্যা বৃথাপানং বীরপত্নীনিষেবণম্ ।

বীরদ্রব্যাপহরণং তৎসংযোগাচ্চ পঞ্চমং<sup>৪</sup> ।

মহাপাতকমিত্যুক্তং কৌলিকানাং কুলাম্ময়ে ॥ ৭০ ॥

বীরহত্যা, বৃথা মদ্যপান, বীরপত্নীগমন, বীরদ্রব্যাপহরণ এবং পঞ্চম তার  
অর্থাৎ বীরহত্যাাদির সংযোগ কুলমার্গানুসরণে এইগুলিকে কৌলিকদের  
মহাপাতক বলা হয় । ৭০

শৈবে তত্ত্বপরিজ্ঞানং গারুড়ে বিশ্বভক্ষণম্ ।

জ্যোতিষে গ্রহণং সারং কৌলেহ্নুগ্রহনিগ্রহো<sup>৫</sup> ॥ ৭১ ॥

১ ঐ, অঙ্গা ।

২ ঐ,-স্থত পাঠ ; তা বি গ, তিষ্ঠিতী নবমী স্মৃতা ।

৩ তা বি গ,—ক, সন্ন্যাসস্কারিণং স্মৃতং ; ঐ,—খ, গ, ঞ, সন্ন্যাসব্রতধারিণং ।

৪ তা বি গ,-স্থত পাঠ ; তা বি গ, তৎসংযোগাচ্চ পঞ্চমঃ ; র গ, তৎসংযোগাচ্চ পঞ্চম ।

৫ তা বি গ,—ও, এবং র গ, সৌম্যে চ জ্যোতিষং সারং কৌলিকগ্রহনিগ্রহো ।

শৈব গাজ্ঞানুসরণে সার তত্ত্বপরিজ্ঞান, গারুড়শাস্ত্রানুসরণে সার বিষ-  
ভক্ষণশক্তি (যে শক্তি বলে বিষভক্ষণেও কোনো ক্ষতি হয় না), জ্যোতিষ  
শাস্ত্রানুসরণে সার গ্রহণাদি নির্ণয়শক্তি এবং কোল শাস্ত্রানুসরণে সার অনু-  
গ্রহ-নিগ্রহশক্তি । ৭১

দেবতাগুরুশাস্ত্রাণাং<sup>১</sup> সিদ্ধাচারবিড়ম্বকাঃ ।

বিদ্যাচৌরো গুরুদ্রোহী ব্রহ্মরাক্ষসতাং ব্রজেৎ ॥ ৭২ ॥

যারা দেবতা গুরু শাস্ত্র ও সিদ্ধাচার নিয়ে উপহাস করে তারা ব্রহ্মরাক্ষসত্ব  
প্রাপ্ত হয় । ৭২

গুরুবাক্যং হতং কৃত্বা বীরান্ নির্ভেদ্য চ প্রিয়ে ।

গুরুং হৃৎকৃত্য হৃৎকৃত্য বীরং নির্জিত্য বাদতঃ ।

বিকল্য কুলশাস্ত্রাণি ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রিয়ে, যারা গুরুবাক্য তুচ্ছ করে, বীরাচারী সাধককে ভেদ্য করে,  
গুরুর কথায় হৃৎ করে ( অর্থাৎ ভেমন গুরুত্ব আরোপ করে না ), বাদানু-  
বাদে বীরাচারী সাধককে পরাজিত করে, কুলশাস্ত্রে সংশয় প্রকাশ করে, তারা  
ব্রহ্মরাক্ষস হয় । ৭৩

একাক্ষরপ্রদাতারং যো গুরুশ্রাবমানয়েৎ ।

স্থানং যোনিশতং<sup>২</sup> গতা চণ্ডালত্মবাপ্পন্নায়ং ॥ ৭৪ ॥

একাক্ষরপ্রদাতারং—একাক্ষর প্রদাতাকে । একাক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাত-  
পাদক মন্ত্র । তত্ত্বদৃষ্টিতে সব দেবতার মন্ত্রই ব্রহ্মপ্রতিপাদক । কেননা,  
দেবতা মাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ।

যে একাক্ষরপ্রদাতা গুরুর অপমান করে সে শতজন্ম কুকুর হয় এবং তার-  
পর চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় । ৭৪

মাতরং পিতরং ভার্য্যা ভ্রাতরং বান্ধবং সুতম ।

কুলনিন্দাকরং দেবি হৃদ্যাদেবাবিচারয়ন্<sup>৩</sup> ॥ ৭৫ ॥

দেবী, মাতা পিতা ভার্য্যা ভ্রাতা বন্ধু পুত্র যে-কেউ কুলনিন্দা করে তাকে  
নির্বিচারে হত্যা করতে হবে । ৭৫

গুর্ধর্যং<sup>৪</sup> দেবতার্থং বা কৌলিকার্থং কুলেশ্বরী ।

কুলাগমার্থং<sup>৫</sup> অথবা কুলধর্মার্থমেব বা ॥ ৭৬ ॥

১ ঐ, দেবতাকুলশাস্ত্রাণি ; তা বি গ,—ক, দেবতাগুরুশাস্ত্রাণি ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, প্রাণীযোনিশতং ।

৩ তা বি গ,—থ, ঙ এবং র গ, হন্যাত্মমবিচারতঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কুলার্থং ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, কুলমার্গার্থ ।



দেব<sup>১</sup>নিন্দাকরং হত্যা বাধিতঃ স্বয়মেব বা ।

যন্ত্যাজেদদন্ত্যাজপ্রাণান্ স পরে লীয়তে শিবে ॥ ৭৭ ॥

কুলেশ্বরী, গুরুর জন্ম, দেবতার জন্ম, কোলিকের জন্ম, কুলাগমের জন্ম, কুলধর্মের জন্ম, কিংবা দেবনিন্দাকারীকে হত্যা করে, অথবা কুলসাধনার স্বয়ং ব্যাহত হয়ে যে দন্ত্যাজ্য প্রাণ ত্যাগ করে সে পরশিবে লয় প্রাপ্ত হয় । ৭৬-৭৭

একস্মিন্মিথনং যত্র প্রাপিতে<sup>২</sup> দৃষ্টচারিণি ।

বহুনাং ভবতি ক্ষেমং পুণ্যং তন্ত বধে ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

যেখানে এক দূরাচার নিধন প্রাপ্ত হলে বহুর কল্যাণ হয় সেখানে তার বধে পুণ্য হয় । ৭৮

শ্রীচক্রকৃত<sup>৩</sup>বৃত্তান্তং শুভং বা যদি বাহুভম্ ।

কদাচিন্নৈব বক্তব্য<sup>৪</sup>মিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরী ॥ ৭৯ ॥

পরমেশ্বরী, চক্রের বৃত্তান্ত শুভই হোক আর অশুভই হোক তা কখনো প্রকাশ করবে না—এই আমার আদেশ । ৭৯

কুলধর্মপ্রসঙ্গশ্চ পশুনাং পুরতঃ প্রিয়ে ।

কদাচিন্নৈব কুবীত শূদ্রাণ্যে বেদপাঠবৎ ॥ ৮০ ॥

প্রিয়ে, শূদ্রের সামনে যেমন বেদপাঠ করতে নেই তেমনি পশুর সামনে কখনো কুলধর্মপ্রসঙ্গ করতে নেই । ৮০

পীঠক্ষেত্রাগমায়্যং তদ্বিদ্যাচারকৌলিকান্ ।

কুলদ্রব্যাদিকং দেবি ন বদেৎ পশুসন্নিধৌ ॥ ৮১ ॥

পীঠ—“পীঠ অর্থ আসন । যে স্থানে দেবীর আসন রয়েছে তাই পীঠ ।” পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে যে-সব স্থানে পড়েছিল সেইসব স্থান সাধারণতঃ শাক্তপীঠ বলে গণ্য হয় । তবে যে-স্থানে এমনি কোনো টুকরো পড়েনি তাকেও শাক্তপীঠ বলা হয় । “দেবীভাগবতে একশ আটটি পীঠের বিবরণ দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে দেবীর কোনো অঙ্গের যোগ বর্ণিত হয় নি ।” প্রাচীনতন্ত্র গ্রন্থে কিন্তু চারটি মাত্র পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা—“জালন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপ ।” শাক্তমতে পীঠের সংস্থান শুধু ভৌগলিক নয়, সাধকদেহেও তা নির্দিষ্ট হয় । পীঠস্থাসাদি ক্রিয়ায় তা লক্ষ্য

১ ঐ,—খ, ধৃত-পাঠ ; তা বি গ, দেবি ।

২ ঐ,—গ, ঘ, নিহতে যত্র প্রাপিতে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ. একস্মিন্ নিধনে যত্র প্রাপিতো ॥

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দেবি শ্রীচক্র ।

৪ ঐ,—ঙ, কর্তব্য ।

করা যায়।\* সাধনার ক্ষেত্রে পীঠাদির গুঢ় তাৎপর্য আছে। সাধনমর্মজ্ঞ বাতীত অগ্নের তা বিদিত নয়।—পীঠ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১৫২-১৫৫

ক্ষেত্র—স্থান, সিদ্ধস্থান। এখানে কোলসাধনার স্থান বা সিদ্ধস্থান।

আগম—বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরস্চরণ, ঘটকর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তির। আগম বলেন।”—অন্য আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭

আম্মায়—“আম্মায় শব্দের অর্থ ঋতি স্ত্রী বেদ। আম্মায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। রামেশ্বর বলেন, আম্মায়শব্দের মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি ঊন্থ বেদের সার বলে আম্মায় শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১০১১ সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রকে আবার সাধারণতঃ পাঁচটি আম্মায়ে ভাগ করা হয়। যথা—পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং ঊর্ধ্ব।

ওগো দেবী, পীঠ, ক্ষেত্র, আগম, আম্মায়, কুলবিদ্যা, কুলাচার, কৌলিক এবং কুলদ্রব্যাদি সম্বন্ধে কোনো কথা পশু-সন্নিধানে বলতে নেই। ৮১

যথা রক্ষতি চোরেভ্যো ধনধাণ্যাদিকং প্রিয়ে\*।

কুলধর্মং তথা দেবি পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েৎ\*\* ॥ ৮২ ॥

প্রিয়ে, লোকে যেমন চোরের হাত থেকে ধনধাণ্যাদি রক্ষা করে তেমনি পশুর হাত থেকে কুলধর্ম রক্ষা করতে হবে। ৮২

অন্তঃ কৌলো বহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ\*।

কৌলং\* সুগোপয়েদেবি নারিকেলফলানুকবৎ ॥ ৮৩ ॥

দেবী, অন্তরে কৌল, বাইরে শৈব, জনসমাগমে বৈষ্ণব এইভাবে চলে নারিকেলের জল যেমন গোপন থাকে তেমনি কৌলধর্মকে গোপন রাখতে হবে। ৮৩

কুলধর্মমিদং দেবি\* সর্বাবস্থাসু সর্বদা।

গোপয়েচ্চ প্রযত্নেন জননীজারবৎ প্রিয়ে\* ॥ ৮৪ ॥

ওগো দেবী, ওগো প্রিয়ে, সর্বদা সর্বাবস্থায় জননীজারবৎ এই কুলধর্ম গোপন রাখতে হবে। ৮৪

১ তা বি গ,—ও, এবং র গ, ধনধান্যমজাদিকং।

২ ঐ, পরিবারয়েৎ। ৩ ঐ, অন্তঃকৌলো বহিঃ শৈবো: সভায়াঃ বৈষ্ণবামতাঃ।

৪ ঐ, কুলং। ৫ ঐ, দ্ব্যুত পাঠ; তা বি গ, কুলধর্মাদিকং সর্বং।

৬ তা বি গ,—ও, এবং র গ,—দ্ব্যুত পাঠ; তা বি গ, জননীজারগর্তবৎ।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য<sup>১</sup>গণিকা ইব ।

ইয়ন্ত শাস্ত্রবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৮৫ ॥

বেদশাস্ত্র পুরাণসমূহ সাধারণ গণিকার মতো । আর এই শাস্ত্রবী বিদ্যা অর্থাৎ কুলশাস্ত্র কুলবধুর মতো অন্তরালবর্তী । ৮৫

সুগুপ্ত<sup>২</sup>কৌলিকাচারমনুগৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ।

বাহ্যাসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি<sup>৩</sup> নাশয়ন্তি প্রকাশকান্ ॥ ৮৬ ॥

সুগুপ্তকৌলিকাচার সাধককে দেবতারা অনুগ্রহ করেন, তাকে তার বাহ্যিক সিদ্ধি প্রদান করেন । আর যারা কৌলিকাচার প্রকাশ করে তাদের বিনাশ করেন । ৮৬

কুলেশি কুলশাস্ত্রজ্ঞাঃ কুলপূজাপরায়ণাঃ ।

যে ত্বে<sup>৪</sup> রহসি সেবন্তে তে তিষ্ঠন্তি তবাস্তিকে ॥ ৮৭ ॥

ওগো কুলেশী, যে-সব কুলশাস্ত্রজ্ঞ কুলপূজাপরায়ণ সাধক নিভূতে তোমার সেবা করে তারা তোমার সমীপে অবস্থান করে । ৮৭

গুরুং প্রকাশয়েদ্বীমান্ মন্ত্রং যত্নেন গোপয়েৎ<sup>৫</sup> ।

অপ্রকাশপ্রকাশাত্যাং নশ্যতঃ সম্পদায়ুষী<sup>৬</sup> ॥ ৮৮ ॥

অপ্রকাশপ্রকাশাত্যাং—অপ্রকাশ এবং প্রকাশ উভয়ের দ্বারা অর্থাৎ যা অপ্রকাশ তার প্রকাশের দ্বারা এবং যা প্রকাশ তার অপ্রকাশের দ্বারা । যেমন মন্ত্রের প্রকাশ ও গুরুর অপ্রকাশের দ্বারা ।

বীমান্ গুরুর কথা প্রকাশ করবে কিন্তু মন্ত্র সযত্নে গোপন রাখবে । অপ্রকাশ ও প্রকাশ উভয়ের দ্বারা সম্পদ এবং আয়ু নাশ হয় । ৮৮

সর্বাচারপরিভ্রষ্টঃ কুলাচারং সমাশ্রয়েৎ<sup>৭</sup> ।

কুলাচারপরিভ্রষ্টো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮৯ ॥

অন্যসব আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি কুলাচারের আশ্রয় নিতে পারে কিন্তু কুলাচারভ্রষ্ট ব্যক্তি রৌরব নরকে যায় । ৮৯

১ তা বি গ,—খ, ও এবং র গ,—দ্বিত পাঠ ; তা বি-গ, ল্পটানি ।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, সুগুপ্ত ।

৩ ঐ,—খ, গ, ঘ, বাক্যসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি ; ঐ,—ও, এবং র গ, বাহ্যাসিদ্ধিমবাপ্নোতি ।

৪ তা বি গ,—ও, এবং র গ, নৈব প্রকাশয়েৎ ।

৫ তা বি গ,—খ, ও এবং র গ, কীরন্তে সম্পদায়ুষঃ ।

৬ তা বি গ,—খ, কৌলাচারঃ প্রবর্ততে ; ঐ,—ও এবং র গ, গুপ্তাচারং পরিব্রজেৎ ।

১ শাস্ত্রেষু নিষ্কৃতিদৃষ্টা মহাপাতকিনামপি ।

কুলভ্রষ্টস্য<sup>১</sup> দেবেশি ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিঃ কচিৎ ॥ ৯০ ॥

দেবেশী, শাস্ত্রে মহাপাতকীরও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা দেখা যায় কিন্তু কুলভ্রষ্টের নিষ্কৃতির কথা কোথাও দেখা যায় না । ৯০

কুলধর্মং সমাপ্তিত্য আচারং যো ন পালয়েৎ ।

যথেষ্টচারিণস্তস্য<sup>২</sup> মহাপাতকিনঃ প্রিয়ে ॥ ৯১ ॥

আপদো হ্রিতং রোগা দারিদ্র্যং কলহো ভয়ম্ ।

যোগিনীনাং প্রকোপশ্চ স্থলিতানি<sup>৩</sup> পদে পদে ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ে, কুলধর্ম অবলম্বন করে যে আচার পালন করে না সেই যথেষ্টচারী মহাপাতকীর আপদ, অনিষ্ট, রোগ, দারিদ্র্য, কলহ, ভয়, যোগিনীদের প্রকোপ এসব লাভ হয় এবং তার পদে পদে স্থলন হয় । ৯১-৯২

ভ্রংশমানঃ<sup>৪</sup> প্রণয়শ্চ তেজোহীনোহতিদ্রুমতিঃ<sup>৫</sup> ।

নিন্দিতঃ সর্ববিদ্বিষ্টো<sup>৬</sup> বিহ্বলঃ<sup>৭</sup> সঙ্গবর্জিতঃ ।

দেশাদ্দেশান্তরং যাতি কার্যহানিশ্চ সর্বদা<sup>৮</sup> ॥ ৯৩ ॥

অধঃপতিত, প্রনয়, তেজোহীন, অতিদ্রুমতি, নিন্দিত, সর্ববিদ্বিষ্ট, বিহ্বল, সঙ্গবর্জিত সেই ব্যক্তি দেশ থেকে দেশান্তরে যায় এবং সর্বদা তার কার্যহানি হয় । ৯৩

তত্রাপি<sup>৯</sup> কুলমার্গস্থাঃ শাকিন্যঃ কুলপালিকাঃ ।

ভক্ষয়ন্তি পুরা তাসাং<sup>১০</sup> বরো দন্তো ময়ৈব তু ॥ ৯৪ ॥

সেখানেও কুলমার্গস্থা কুলপালিকা শাকিনীগণ তাকে ভক্ষণ করে । আমি তাদের ( শাকিনীদের ) পূর্বকালে ঐ বর দিয়েছিলাম । ৯৪

তস্মাদাচারবান্<sup>১১</sup> দেবি যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ ।

নাশয়ন্তি চতুর্বেদাননাচারাঃ কুলেশ্বরী ॥ ৯৫ ॥

দেবী, সেই কারণে যে আচারবান্ সে যোগিনীদের প্রিয় হয় । কুলেশ্বরী, যারা অনাচারী তারা চতুর্বেদ নষ্ট করে । ৯৫

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুলনষ্ট্য ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্তে স্য ।

৩ তা বি গ,—খ, প্রকাশক স্থলিতক ।

৪ ঐ,—ক, ভ্রংশমানঃ ; ঐ,—খ, পুংসমানঃ ।

৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, তেজোহীনোহতিদ্রুমতিঃ ।

৬ তা বি গ,—খ, সর্বভূক্তেবু ।

৭ ঐ,—ক, বিপুলঃ ।

৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, রাজ্যহানিশ্চ কার্যতে ।

৯ ঐ, তত্রাপি ।

১০ তা বি গ,—খ, পুরোভাসং

১১ ঐ,—ঙ এবং র গ, তস্মাদাচারবতো ।

পাণ্ডুকামাত্রসারজঃ সদাচারী যতব্রতঃ<sup>১</sup> ।

সদাচারেণ দেবেশি<sup>২</sup> যোগিনীবীরমেলনম্ ।

সম্প্রাপ্তবন্তি তিৰ্যঙ্কং কৌলিকান্তদ্বিপৰ্য্যয়াং ॥ ১৬ ॥

দেবেশী, পাণ্ডুকামাত্রের সারজঃ সদাচারী ব্রতধারী কৌলিকেরা সদাচারের জন্ম যোগিনীবীরসঙ্গ লাভ করে আর তার ব্যতিক্রম হলে তিৰ্যক্ অর্থাৎ পশুপক্ষিমোনি প্রাপ্ত হয় । ১৬

আজ্ঞাসিদ্ধিকরং<sup>৩</sup> কৌলমনাচারাদিনশ্চতি ।

আচারপালনাং সত্যমাজ্ঞা<sup>৪</sup> সিদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

আজ্ঞাসিদ্ধিকর কৌলধর্ম আচার পালন না করলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । আচার পালন করলে সত্যই আজ্ঞাসিদ্ধিকর হয় । ১৭

নাভিষেকো<sup>৫</sup> ন মন্ত্রো বা ন শাস্ত্রপঠনাদিকম্<sup>৬</sup> ।

কারণং কুলধর্মস্য<sup>৭</sup> সদাচারঃ<sup>৮</sup> কুলেশ্বরী ॥ ১৮ ॥

কুলেশ্বরী, কুলধর্মের কারণ সদাচার, অভিষেক নয়, মন্ত্র নয়, শাস্ত্রপাঠাদিও নয় । ১৮

বালা<sup>৯</sup> শ্রীপাণ্ডুকাতত্ত্বত্রয়াচারাদিবাসনাঃ<sup>১০</sup> ।

যো বেত্তি সমগ্রী স স্যাৎ কৌলিকশ্চাপি শাস্ত্রবি ॥ ১৯ ॥

বালা—ব্রহ্মময়ী পরাশক্তির রূপভেদ । পুরশ্চর্য্যার্ণবের নবম তরঙ্গে বালামন্ত্র এবং বালাধ্যান উদ্ধৃত হয়েছে । মেরুতন্ত্রস্থত ধ্যানটি এই—

অভয়ং পুস্তকং বালাং বরং চ দধতীং করৈঃ ।

অরুণামরুণাৰ্জ্জুহাং রক্তবস্ত্রাং দ্বিজেশকাম্ ॥

—দেবীর হস্তে অভয়মুদ্রা, পুস্তক, বালা (নারিকেল/হরিদ্রা/বলয়) এবং বরমুদ্রা । তিনি অরুণবর্ণা, অরুণপদ্মস্থিতা, রক্তবসনা এবং তাঁর মস্তকে চন্দ্র । এইরূপে তাঁর ধ্যান করতে হবে ।

বালা বলতে বালামন্ত্রও বুঝায় ।

১ তা বি গ,—ও এবং র গ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, সদাচারেষু যত্নিতঃ ;

ঐ,—খ, সদাচারযত্নিতঃ ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, দেবতঃ ।

৩ তা বি গ,—খ,—দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, আজ্ঞাসিদ্ধিমিং ; তা বি গ,—গ, ঘ, আজ্ঞাসিদ্ধিমিং ।

৪ র গ, সত্যমতঃ । ৫ তা বি গ,—খ, নাপি লোকো । ৬ র গ, পঠনাদপি ।

৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মার্গশ । ৮ তা বি গ,—ও এবং র গ, সদাচারঃ ।

৯ ঐ, পরা ।

১০ ঐ, বাসনাং ।

ভক্তজয়—শৈব দর্শনানুসারে ভক্তজয় বলতে বোঝায় আশ্রিতত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শক্তিভক্ত; মতান্তরে নরতত্ত্ব, শক্তিভক্ত এবং শিবতত্ত্ব।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৮৬

বাসনা—উদ্দেশ্য, ভাবনা। যন্ত্রাদির শাস্ত্রসম্মত অর্থকেও বাসনা বলে।

সময়ী—সময়চারপরায়ণ।

ওগো শান্তবী বালা, পাত্ৰকা তত্ত্বজ্ঞ আচারাদির বাসনা যে জানে সে-ই সময়ী এবং কৌলিক। ৯৯

তাবন্ন কৌলিকো দেবি যাবন্ন সময়ীকৃতঃ।

দেহপাতে বিমোক্ষঃ<sup>১</sup> স্যাৎ সময়চারপালনাৎ ॥ ১০০ ॥

দেবী, সাধক সময়চারী না হওয়া পর্যন্ত কৌলিক হতে পারে না। সময়চার পালন করলে দেহান্তে মোক্ষলাভ হয়। ১০০

সংস্কারেণ বিহীনত্বাদ্ গুরুবাক্যস্য লজ্জনাৎ।

আচারবর্জনাৎদেবি<sup>২</sup> কৌলিকঃ পতিতো ভবেৎ ॥ ১০১ ॥

দেবী, দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কারবিহীন হলে, গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলে এবং আচার বর্জন করলে কৌলিক পতিত হয়। ১০১

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং<sup>৩</sup> মন্ত্রযন্ত্রাদিলোপনম্<sup>৪</sup>।

অনর্হপশুত্বঃসঙ্গমন্ত্রসাক্ষ্যসম্ভবম্<sup>৫</sup> ॥ ১০২ ॥

গুপ্তং প্রকটসমুত্তং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং প্রিয়ে।

এবমাদিশু দোষেষু পাপস্য গুরুলাঘবম্<sup>৬</sup> ॥ ১০৩ ॥

দেশং কালং বয়ো বিত্তং<sup>৭</sup> সমাগ্ জাত্বা যথাবিধি।

প্রায়শ্চিত্তং গুরুর্দদ্যাৎ<sup>৮</sup> সর্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ১০৪ ॥

প্রিয়ে, নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য পূজায় মন্ত্রযন্ত্রাদির ত্রংশদোষ, অনর্হ পশুর সঙ্গদোষ, মন্ত্রসঙ্করদোষ, গোপনীয়ের প্রকাশদোষ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত এক্রপ দোষ বা পাপের বিচারে পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব, তার দেশ ও কাল এবং অপরাধীর বয়স ও বিত্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে গুরু সর্বপাপবিশুদ্ধির জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন। ১০২-১০৪

১ র গ, দেহপাতেইপি মোক্ষঃ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, লজ্জনাৎদেবি।

৩ তা বি গ—ঙ, দ্রব্য।

৪ র গ, নিত্যনৈমিত্তিকদ্রব্যমন্ত্রতন্ত্রাদিলোপনং।

৫ তা বি গ,—খ, অনর্হে পশুত্বঃসঙ্গং মন্ত্রসংস্কারসম্ভবম্ ; ঐ,—গ, ঘ, অনর্হে পশুত্বঃসঙ্গং মন্ত্রসংস্কারসম্ভবং।

৬ ঐ,—খ, গুপ্তং।

৭ ঐ, পাপেভ্যঃ পতনং ভবেৎ।

৮ ঐ, কালঞ্চ যোগাত্তং।

৯ তা বি গ,—ঘ, গুরোঃ কৃষাৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ কৃষাৎ।

শিষ্যোহপি গুরুণাজ্ঞপ্তং<sup>১</sup> প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ।

অথবা সর্বপাপানাং গুরুনামজপঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ ॥

শিষ্যও গুরুর আদেশে প্রায়শ্চিত্ত করবে। অথবা সর্বপাপমুক্তির জন্য গুরুনাম জপের বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ১০৫

জাম্ববদনস্য<sup>২</sup> কলুষং পরিশুদ্ধং যথাগ্নিনা ।

অনাচারস্য মালিগ্নং<sup>৩</sup> প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা দহেৎ ॥ ১০৬ ॥

যেমন অগ্নি দ্বারা সোনার মলিনতার পরিশোধন হয় তেমনি প্রায়শ্চিত্তরূপ অগ্নি দ্বারা অনাচারের মালিগ্ন দগ্ধ হয়। ১০৬

বহুনাত্র কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি ।

বর্ণাশ্রমাণাং সর্বেষামাচারঃ সদগতিপ্রদঃ ॥ ১০৭ ॥

পার্বতী, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। তোমাকে রহস্য বলছি, শোন। অচার সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের সদগতিপ্রদ। ১০৭

গুরুস্ত্রিবারমাচারং কথয়েচ্চ কুলেশ্বরী ।

ন গৃহ্মাতি হি শিষ্যশ্চেত্তদা পাপং গুরো ন হি ॥ ১০৮ ॥

কুলেশ্বরী, গুরু শিষ্যকে তিনবার আচার উপদেশ করবেন। তাতেও যদি শিষ্য তা গ্রহণ না করে তাহলে তখন আর গুরুর পাপ হবে না। ১০৮

মন্ত্রিদোষশ্চ রাজানং জারাদোষঃ পতিং যথা<sup>৪</sup> ।

তথা প্রাপ্নোত্যসন্দেহং শিষ্যপাপং গুরুং<sup>৫</sup> প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥

প্রিয়ে, মন্ত্রীর পাপ যেমন রাজাকে লাগে, স্ত্রীর পাপ স্বামীকে লাগে, তেমনি শিষ্যের পাপ গুরুকে লাগে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১০৯

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ সমাসেন কুলেশ্বরী ।<sup>৬</sup>

কুলাচারবিধিং দেবি কিঙ্করঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১০ ॥

কুলেশ্বরী, তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছুটা কুলাচারবিধি বললাম। দেবী, আবার কি শুনতে চাও। ১১০

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমো সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উক্তায়াস্তত্ত্বেন কুলাচারকথনং নাম একাদশ উল্লাসঃ । ১১১ ॥

সপাদলক্ষলোকসমব্রিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডগত উক্তায়াস্তত্ত্বেন কুলাচারকথন নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১১

১ তা বি গ,—গ, ঘ, গুরুণা প্রোক্তং; ঐ,—ঙ, শিষ্যোহপি দেববৎ প্রোক্তঃ; র গ, শিষ্যোহপি দেববৎ প্রোক্তঃ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সাক্ষাদগ্নি হি ।

৩ ঐ, অনাচারমরণ্যস্ত । ৪ র গ, তথা । ৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ ।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বরাননে ।

## দ্বাদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পাদুকা<sup>১</sup>ভক্তিলক্ষণম্ ।

আচারমপি দেবেশ বদ মে করুণানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, পাদুকাভক্তির লক্ষণ শুনতে চাই। হে দেবেশ, হে করুণানিধি, তার আচারও আমাকে বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

ভগ্ন্য শ্রবণমাত্রেণ ভক্তিরাত্ত প্রজায়তে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । তা শোনামাত্র আশু ভক্তির উদ্ভব হবে । ২

বাগ্ভবা মূলবলয়ে সূত্রাদ্যাঃ কবলীকৃতাঃ<sup>২</sup> ।

এবং কুলার্ণবে জ্ঞানং<sup>৩</sup> পাদুকায়্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩ ॥

বাগ্ভবা—“অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্রদল কমল ( এটির স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে ) বা অকুল কমলের অন্তর্কলিকার মধ্যে বাগ্ভব নামে এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ আছে । এই ত্রিকোণ থেকে পরাদিক্রমে অর্থাৎ পরা পশুস্তী মধ্যমা বৈখরী এই ক্রমে চারপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় বলে এর নাম বাগ্ভব ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৮ ।

বাগ্ভব থেকে উদ্ভূত পরাদি বাক্ বাগ্ভবা । আবার পরাশক্তি শব্দ-ব্রহ্ম মাতৃকারূপিণী সর্বমন্ত্রময়ী কুণ্ডলিনীই পরাদি বাগ্ভবে প্রকাশিত হন । কাজেই কুণ্ডলিনী বাগ্ভবা । আর যেহেতু তিনি পরাদি বাগ্ভবরূপিণী সেই-জন্ম সূত্রাদি সমস্তই তাঁরই কবলীকৃত বলা যায় । এগুলি মূলতঃ তাঁর থেকেই উদ্ভূত আর প্রলয়ে তাঁর দ্বারাই কবলীকৃত হয় ।

মূলবলয়ে—মূলাধারচক্রে । পূর্বোক্তা কুণ্ডলিনী সূক্ষ্ম মণালাকারে মূলাধার-চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টিত করে অবস্থান করছেন ।—কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা,—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৩২-৯৩৯ ।

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পাদুকাং ।

২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সূত্রাদ্যাঃ কবলীকৃতাঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, তদর্ণবং জ্ঞানং ; ঙ,—গ, ঘ, কুলার্ণবং জ্ঞানং ।



পাছকায়াং—পাছকাতে । পূর্বোক্ত বাগ্‌ভব “ত্রিকোণের মধ্যে আছে বিশ্বগুরু পরমশিবের পাছকা । এর তিন রূপ—প্রকাশ বিমর্শ এবং এই দুইয়ের সামরস্য । এই পাছকা থেকে নিরন্তর চন্দ্ররশ্মির আকারে পরমামৃত সঞ্চিত হচ্ছে । এই দ্বিধ্ব অমৃতময় চন্দ্ররশ্মির দ্বারা সমগ্র বিশ্বের সঞ্জীবন মাধুর্য সম্পাদন এবং তৃপ্তি সাধন হচ্ছে । এই পাছকা সমস্ত জীবের আশ্রয়রূপ ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৬৮ । পরম শিব তার পরাশক্তি অভিন্ন । কাজেই এ পাছকা পরাশক্তিরও পাছকা ।

সূত্রাদি কবলীকৃত করে বাগ্‌ভবা যেমন মূলধারচক্রে অধিষ্ঠিতা তেমনি কুলার্ণবে বিবৃত সমস্ত জ্ঞান পাছকায় প্রতিষ্ঠিত । ৩

কোটিকোটিমহাদানাং কোটিকোটিমহাব্রতাং ।

কোটিকোটিমহাযজ্ঞাং<sup>১</sup> পরা শ্রীপাছকাস্মৃতিঃ<sup>২</sup> ॥ ৪ ॥

কোটি কোটি মহাদান, কোটি কোটি মহাব্রত, কোটিকোটি মহাযজ্ঞের চেয়ে শ্রীপাছকাস্মরণ শ্রেষ্ঠ । ৪

কোটিকোটিমন্ত্রজপাং কোটিকোটীর্থাবগাহনাং<sup>৩</sup> ।

কোটিদেবার্চনাদ্বেবি<sup>৪</sup> পরা শ্রীপাছকাস্মৃতিঃ ॥ ৫ ॥

দেবী, কোটি কোটি মন্ত্রজপ, কোটি কোটি তীর্থে স্নান, কোটি কোটি দেবার্চনার চেয়ে শ্রীপাছকাস্মরণ শ্রেষ্ঠ । ৫

মহারোগে মহোৎপাতে<sup>৫</sup> মহাদোষে মহাভয়ে ।

মহাপদি মহাপাপে স্মৃতা রক্ষতি পাছকা ॥ ৬ ॥

মহারোগে, মহা-উৎপাতে, মহাদোষে, মহাভয়ে, মহা-আপদে, মহাপাপে স্মরণ করলে পাছকা রক্ষা করে । ৬

দ্বরাচারে দ্বরালাপে<sup>৬</sup> দ্বঃসঙ্কে দৃষ্যসংগ্রহে<sup>৭</sup> ।

দ্বরাহারে চ<sup>৮</sup> দ্বর্নুজ্জো স্মৃতা রক্ষতি পাছকা ॥ ৭ ॥

দ্বর্জ আচরণে, অসদালাপে, দ্বঃসঙ্কে, দৃষ্যবস্তু সংগ্রহে, দৃষ্য আহারে,-দ্বর্নুজ্জিতে স্মরণ করলে পাছকা রক্ষা করে । ৭

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মহাজ্ঞানাং । ২ তা বি গ,—গ, স্মৃতি ।

৩ ঐ,—খ, মহাজপাং পুণ্যতীর্থাবগাহনাং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পুণ্যতীর্থাবগাহনাং ।

৪ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, কোটিদেবার্চনং দেবি । ৫ ঐ,—খ, মহাতাপে ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দ্বরালোকে ।

৭ ঐ,—ঘত পাঠ ; তা বি গ, দৃষ্টান্তগ্রহে ; ঐ,—খ, দৃষ্টসংগ্রহে ।

৮ তা বি গ,—খ, দ্বরাচারে চ ।

‘ভেনাধীতং স্মৃতং জ্ঞানং ইষ্টং’ দত্তকং পুজিতম্ ।

জিহ্বাগ্রে বর্ভতে যস্য পরা<sup>১</sup> শ্রীপাৎকাংস্মৃতিঃ ॥ ৮ ॥

তার অধীতবিদ্যা, স্মৃতি, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান, পূজা সার্থক হয় যার জিহ্বাগ্রে  
পর। শক্তির পাৎকামন্ত্র বর্ভমান । ৮

সকৃৎ<sup>২</sup> শ্রীপাৎকাং দেবি যো বা জপতি<sup>৩</sup> ভক্তিভঃ ।

স সর্বপাপরহিতঃ প্রাপ্নোতি পরমাং<sup>৪</sup> গতিম্ ॥ ৯ ॥

দেবী, যে একবারমাত্র ভক্তিভরে শ্রীপাৎকামন্ত্র জপ করে সে সর্বপাপবিমুক্ত  
হয়ে পরমাগতি লাভ করে । ৯

শুচির্বাধ্যশুচির্বাপি ভক্ত্যা স্মরতি পাৎকাম্ ।

অনান্যাসেন ধর্মার্থকামমোক্ষান্ লভতে সঃ ॥ ১০ ॥

শুচি হোক আর অশুচিই হোক যে ভক্তিভরে পাৎকার স্মরণ করে সে  
অনান্যাসে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লাভ করে । ১০

শ্রীনাথচরণান্তোজং যস্যাং দিশি বিরাজতে ।

তস্যাং দিশি<sup>৫</sup> নমস্কুর্যাং ভক্ত্যা প্রতিদিনং প্রিয়ে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ে, যেদিকে শ্রীনাথের চরণপদ্ম বিরাজমান সেদিকে প্রতিদিন ভক্তিভরে  
প্রণাম নিবেদন করতে হবে । ১১

ন পাৎকাপরো<sup>৬</sup> মন্ত্রো ন দেবঃ শ্রীগুরোঃ পরঃ<sup>৭</sup> ।

ন হি শাক্তাং পরা দীক্ষা<sup>৮</sup> ন পুণ্যং কুলপূজনাং ॥ ১২ ॥

শাক্তাং পরা দীক্ষা—শাক্ত দীক্ষার চেয়ে উত্তম দীক্ষা । শাক্ত-দীক্ষা বলতে  
সাধারণতঃ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা বুঝায় । কিন্তু মনে হয় এখানে শাক্ত-দীক্ষা বলতে  
শাক্তী বা শাক্তেরী দীক্ষা উদ্দিষ্ট ।

“শাক্তী বা শাক্তেরী দীক্ষা সম্বন্ধে বাসবীয়া-সংহিতায় বলা হয়েছে, শাক্তী  
দীক্ষা জ্ঞানবতী । জ্ঞানচক্ষু গুরু যোগমার্গে শিষ্য দেহে প্রবেশ করে যে  
জ্ঞান-দীক্ষা দেন তাকে বলে শাক্তী দীক্ষা ।

উমানন্দ শাক্তী দীক্ষার অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি নিত্যোৎসবে  
লিখেছেন—গুরু শিষ্যের মূলাধার পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত।

১ তা বি গ ; গ, -দ্রুত পাঠ ; ঐ, জ্ঞাতম্ ইষ্টং ; ঐ, -য, জ্ঞানম্ ইষ্টং ; ঐ, -ঙ, দৃষ্টং ।

২ ঐ, -ক, পদক । ৩ তা বি গ, -খ, ঙ এবং র গ, -দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, সদা ।

৪ তা বি গ, -খ, কৃতম্ ।

৫ ঐ, -ঙ এবং র গ, বদতি ।

৬ তা বি গ, -গ, য, পাৎকাং ।

৭ ঐ, -ঙ এবং র গ, তস্যৈ দিশে ।

৮ র গ, পাৎকাং পরো ।

৯ তা বি গ, -ক, শ্রীগুরোরপি ।

১০ ঐ, -ঙ, এবং র গ, ন হি শাক্তাং পরং জ্ঞানং ।

পরচিদ্রপা প্রকাশলহরীর ধ্যান করে তার কিরণরাশির দ্বারা শিষ্যের পাপ দক্ষ করবেন । এরই নাম শক্তিপ্রবেশরূপা শাক্তদীক্ষা ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৯ ।

পাঠকামন্ত্রের চেয়ে উত্তম মন্ত্র আর নেই, শ্রীগুরুর চেয়ে উত্তম দেবতা নেই, শাস্ত্রদীক্ষার চেয়ে উত্তম দীক্ষা নেই, কুলপূজার চেয়ে উত্তম পূজা নেই । ১২

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ ।

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৩ ॥

ধ্যানমূলে গুরুমূর্তি, পূজামূলে গুরুপদ, মন্ত্রমূলে গুরুবাক্য আর মোক্ষমূলে গুরুকৃপা । ১৩

গুরুমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা লোকেহস্মিন্ কুলনায়িকে ।

তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যং সিদ্ধার্থং ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, এ জগতে সমস্ত ক্রিয়ার মূলে গুরু । অতএব, সিদ্ধিলাভের জন্য ভক্তিমান সাধকদের গুরুর সেবা নিত্য করতে হবে । ১৪

তাবদার্তিভয়ং শোকো লোভমোহভ্রমাদয়ঃ\* ।

যাবন্নায়াতি শরণং শ্রীগুরুং ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৫ ॥

যতকাল ভক্তবৎসল শ্রীগুরুর শরণ না নিয়েছে ততকাল মানুষের আর্তি, ভয়, শোক, লোভ, মোহ, ভ্রম ইত্যাদি থাকে । ১৫

তাবদ্ ভ্রমস্তি সংসারে সর্বদুঃখমলীমসাঃ\* ।

ন ভবেৎ সদৃগুরৌ ভক্তি\* যাবদ্বেবেশি দেহিনাম্\* ॥ ১৬ ॥

সর্বদুঃখমলীমসাঃ—সবরকমের দুঃখ এবং মলযুক্ত ব্যক্তিগণ । যা জীবের চিদ্রূপ বা স্বরূপ আচ্ছাদন করে তাই মল । “সর্বদর্শন সংগ্রাহে মল সম্বন্ধে বলা হয়েছে ‘আত্মাপ্রিতো দুষ্কৃভাবো মলঃ’ অর্থাৎ পুরুষ-আশ্রিত দুষ্কৃভাব মল । মল পঞ্চবিধ—মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, সক্তি ( বিষয়াসক্তি ), হেতু ( বিষয়সম্বন্ধাদি ) এবং চ্যুতি অর্থাৎ সদাচরণভ্রষ্টতা ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ ২৪৮, পাদটীকা ৪ ।

১ তা বি গ,—ক, মূলমন্ত্র ।

২ ঐ,—গ, পরো ।

৩ তা বি গ,—ক, তাবদার্তিভয়ং দুঃখং মহাশোকভ্রমাদয়ঃ ; ঐ,—গ, মহাশোকভ্রমাদয়ঃ ।

৪ ঐ,—খ, সর্বদুঃখমলীমসাঃ ।

৫ ঐ,—ভ, শ্রীগুরুভক্তি ।

৬ র গ, শ্রীগুরোভক্তির্যাবদ্বেবেশি দেহিনঃ ।

“জীবের বৃদ্ধনের হেতু অজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থই স্বরূপভ্রমতা। এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে। ত্রিকমতে অজ্ঞান অপূর্ণজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব নহে।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৭৮।

ত্রিকমতে মল ত্রিবিধ—আণব, কার্ম এবং মায়ীয়া। শিবের অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে অপূর্ণংমণ্ডতারূপ আণবমলের উদ্ভব হয়।

শিবের অসঙ্কুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমলের উদ্ভব হয়।

শিবের অসঙ্কুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সঙ্কুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ীয়া মলের উদ্ভব হয়।  
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৭২-২৮০।

দেবেশী, যে পর্যন্ত দেহধারীদের সদগুরুর প্রতি ভক্তি না জন্মায় সেই পর্যন্ত তারা সর্ব দুঃখ এবং আণবাদি-মল-যুক্ত হয়ে সংসারে ঘুরে বেড়ায়। ১৬

সর্বসিদ্ধিফলোপেতো মন্ত্রঃ শুধ্যতি শোভনঃ<sup>১</sup>।

গুরোঃ<sup>২</sup> প্রসাদমূলোহয়ং পরতত্ত্বমহাঅনঃ<sup>৩</sup> ॥ ১৭ ॥

সর্বসিদ্ধিফলযুক্ত সুন্দর পাত্ৰকামন্ত্রের মূলে আছে পরতত্ত্বজ্ঞ মহাআ গুরুর প্রসাদ। এটি সাধককে শুদ্ধ করে। ১৭

যথা<sup>৪</sup> দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নো বরদো মনুন্ম<sup>৫</sup>।

তথা<sup>৬</sup> ভক্ত্যা ধনৈঃ প্রাণৈর্গুরুং যত্নেন তৌষেৎ ॥ ১৮ ॥

গুরু যাতে সন্তুষ্ট প্রসন্ন বরদ হয়ে মন্ত্র দেন সেইভাবে ধনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি-ভরে যত্নসহকারে তাঁর পরিতোষ বিধান করতে হবে। ১৮

যদা দদ্যাৎ স্বশিষ্যায়<sup>৭</sup> স্বাঅনং দেশিকোত্তমঃ।

তদা মুক্তো ভবেচ্ছিগ্ৰস্ততো নাস্তি পুনর্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

দেশিকোত্তম নিজেকে যখন শিষ্যকে দান করেন তখন শিষ্য মুক্ত হয়ে যায় ; তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৯

তাবদারাধয়েচ্ছিগ্ৰঃ প্রসন্নোহসৌ যদা<sup>৮</sup> ভবেৎ।

গুরৌ প্রসন্নো শিষ্যস্য সর্ব<sup>৯</sup> পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২০ ॥

১ তা বি গ,—খ, গ, যন্তমন্ত্রোহিতি শোভনঃ। ২ র গ,—পুত পাঠ; তা বি গ, গুরু।

৩ র গ, এবং তা বি গ,—ঙ,—পুত পাঠ; তা বি গ, মহাক্রমঃ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যদা। ৫ ঐ, তদা। ৬ ঐ, স্বশিষ্যেভ্যঃ।

৭ তা বি গ,—খ, যথা। ৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—পুত পাঠ; তা বি গ, সন্তঃ।

গুরু প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত শিষ্য তাঁর আরাধনা করবে। গুরু প্রসন্ন হলে শিষ্যের সর্বপাপ ক্ষয় হয়। ২০

মনসাপি ন কাজ্জন্তে<sup>১</sup> যান্ কামান্নু<sup>২</sup>জীবিনঃ।

প্রসাদয়ন্তি<sup>৩</sup> তান্ সর্বান্ স্বামিনো ভক্তবৎসলাঃ ॥ ২১ ॥

অনুগামীরা যে-সব কাম্যবস্তু মনে মনেও কামনা করে না ভক্তবৎসল গুরুরা সে সবই প্রসাদ দেন অর্থাৎ প্রসন্ন হয়ে দান করেন। ২১

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতামুনিযোগিনঃ।

কুর্বন্ত্যনুগ্রহং তুষ্টা গুরৌ তুষ্টে ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

গুরু তুষ্ট হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণ মুনিগণ এবং যোগিগণ তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ করেন এ বিষয়ে সংশয় নেই। ২২

ভক্তা<sup>৪</sup> তুষ্টে ন গুরুণা যঃ প্রদিক্ষ্যে<sup>৫</sup> কৃপালুনা।

কর্মমুক্তো<sup>৬</sup> ভবেচ্ছিত্তো ভুক্তিমুক্তো<sup>৭</sup> স ভাজনম্ ॥ ২৩ ॥

ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হয়ে কৃপালু গুরু যে-শিষ্যকে উপদেশ দেন সে কর্মমুক্ত এবং ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ২৩

শিষ্যেণাপি তথা কার্যং<sup>৮</sup> যথা<sup>৯</sup> সন্তোষিতো গুরুঃ<sup>১০</sup>।

প্রিয়ং কুর্য্যচ্চ দেবেশি<sup>১১</sup> মনোবাক্কায়কর্মভিঃ ॥ ২৪ ॥

দেবেশী, গুরু যাতে সন্তুষ্ট হন শিষ্যের সেইরূপ করা উচিত, কায়মনোবাক্য কর্মের দ্বারা গুরুর যা প্রিয় তা করা উচিত। ২৪

যদি তুষ্টে ন গুরুণাশিষ্যো<sup>১২</sup> যত্র কুত্রচিৎ।

মুক্তোহসীতি সমাদিক্ষ্য<sup>১৩</sup> সোহপি মুক্তিং ব্রজেৎ প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥

প্রিয়ে, গুরু তুষ্ট হয়ে যদি স্বীয় শিষ্যকে যেখানে খুশি আদেশ করেন, তুমি মুক্ত, তা হলে শিষ্যও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২৫

১ তা বি গ,—ও এবং র গ, কাজ্জন্তে।

২ তা বি গ,—ক, কামাংভূপ; ঐ,—ঙ, মব; র গ, নব।

৩ তা বি গ,—গ,—প্রত পাঠ; তা বি গ, সম্পাদয়ন্তি।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভক্তা সন্তুষ্টগুরুণা যোগদিক্ষ্যে কৃপাশ্রুনা।

৫ তা বি গ,—গ, খ, যদি তুষ্টে।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কর্মমোক্ষো।

৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তদা গ্রাহং; ঐ,—ঙ এবং র গ, ততো গ্রাহং। ৮ র গ, সদা।

৯ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, যদি সন্তোষয়েদ্ গুরুঃ; ঐ,—খ, সদা সন্তোষ্যতে গুরুঃ।

১০ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, তন্মাদ্ গুরোঃ প্রিয়ং কুর্বন্।

১১ ঐ,—খ, ঘ, যদি বা পরিতুষ্টে ন গুরুণা; ঐ,—ঙ এবং র গ, যদি বা পরিতুষ্যত গুরুণা।

১২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সমুদিক্ষ্যে।

‘অথবা নিম্প্রপঞ্চে ন ধাম্মা কেনচিদীশ্বরঃ’<sup>১</sup> ।

করোতি গুরুরূপেণ পশুপাশবিমোচনম্ ॥ ২৬ ॥

নিম্প্রপঞ্চে ন ধাম্মা—মায়াযুক্ত দেহের দ্বারা অর্থাৎ মায়াযুক্ত দেহ ধারণ করে। এ দেহ চিন্ময় দেহ। গুরুর চিন্ময় সত্তাই শিষ্যের পশুপাশ ছিন্ন করে, ভৌতিক সত্তা নয়।

অথবা ঈশ্বর গুরুরূপে মায়াযুক্ত দেহ ধারণ করে শিষ্যের পশুপাশ বিমোচন করেন। ২৬

ন<sup>২</sup> মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মন্তন্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ<sup>৩</sup> ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স তু পূজ্যো হুহং যথা ॥ ২৭ ॥

চতুর্বেদী হলেই আমার প্রিয় হয় না। আমার ভক্ত চণ্ডাল আমার প্রিয়। আমার ভক্তকে দান করতে হবে, তার কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে হবে। সে আমার তুল্য পূজ্য। ২৭

বিপ্রঃ ষড়্গুণযুক্তশ্চেদভক্তো<sup>৪</sup> ন প্রশস্যতে ।

স্নেচ্ছোহপি গুণহীণোহপি ভক্তিমান্ শিষ্য<sup>৫</sup> উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

ষড়্গুণ—ঐশ্বর্য, জ্ঞান, যশঃ, স্ত্রী, বৈরাগ্য এবং ধর্ম।

ষড়্গুণযুক্ত বিপ্রও যদি ভক্তিহীন হয় তা হলে সে প্রশংসার যোগ্য নয়। গুণহীন এমন কি স্নেচ্ছও যদি ভক্তিমান্ হয় তা হলে তাকে শিষ্য বলা হবে। ২৮

গুরুভক্তিবহীনস্য তপো বিদ্যা কুলং<sup>৬</sup> ব্রতম্ ।

সর্বং নশ্যতি তত্রৈব ভূষণং লোকরঞ্জনম্<sup>৭</sup> ॥ ২৯ ॥

গুরুভক্তিবহীন ব্যক্তির তপ বিদ্যা কুল ব্রত এই সব লোকরঞ্জনকারী ভূষণ সবই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৯

গুরুভক্ত্যাগ্নিনা সম্যগ্ দক্ষর্হ্মতিকল্মষঃ<sup>৮</sup> ।

স্বপচোহপি পরৈঃ পূজ্যো<sup>৯</sup> বিদ্বানপি ন<sup>১০</sup> নাস্তিকঃ ॥ ৩০ ॥

১ তা বি গ,—গ, ঘ, যেন চিদীশ্বরঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পার্মিকেশ চিদীশ্বরী ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, স ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, স্বপচোহপি বা ।

৪ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, বিপ্রোহপি গুণযুক্তো বাপ্যভক্তো ; তা বি গ,—গ, ব্রাহ্মণো গুণযুক্তো বাপ্যভক্তো ।

৫ তা বি গ,—গ, শিব ।

৬ ঐ—খ, কলং ।

৭ ঐ, দেবেশি ভূষণং নোপপদ্যতে ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সম্যগ্ দক্ষা সর্গশক্তির্নরঃ ।

৯ তা বি গ,—খ, পরে যুক্তো ।

১০ র গ, ন বিদ্বানপি ।

যার দুর্মতিকল্মষ গুরুভক্তিরূপ অগ্নি দ্বারা সম্যক্ দহ্য হইলছে সে চণ্ডাল  
হলেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেবও সম্মানার্থ, বিদ্বান্ হলেও সে নাস্তিক হয় না । ৩০

ধর্মার্থকামৈঃ কিস্তস্য মোক্ষ এব করে স্থিতঃ<sup>১</sup> ।

সর্বোপায়ৈঃ<sup>২</sup> গুরৌ দেবি যস্য ভক্তিঃ সদা স্থিরা ॥ ৩১ ॥

দেবী, গুরুর প্রতি সর্বোপায়ে যার ভক্তি সর্বদা অচলা তার ধর্মার্থকামের  
কি প্রয়োজন, মোক্ষই তার করতলগত । ৩১

স শিবো গুরুরূপেণ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো মম<sup>৩</sup> ।

ইতি ভক্ত্যা স্মরেদ্ যন্ত তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ<sup>৪</sup> ॥ ৩২ ॥

গুরুরূপে শিবই আমার ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী—ভক্তিভরে যে এইরূপ  
চিন্তা করে সে অচিরে সিদ্ধি লাভ করে । ৩২

যস্য দেবে<sup>৫</sup> পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈ তে<sup>৬</sup> কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে কুলেশ্বরী ॥ ৩৩ ॥

কুলেশ্বরী, যার দেবতার প্রতি উত্তম ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি  
তেমনি গুরুর প্রতি ভক্তি, তোমাকে যে-সব বিষয় বলেছি সে-সবের মর্ম তার  
কাছে প্রকাশিত হবে । ৩৩

নারায়ণে মহাদেবে মাতাপিত্রোশ্চ রাজনি ।

ভক্তির্থা মহাদেবি<sup>৭</sup> তথা কার্যা নিজে গুরৌ ॥ ৩৪ ॥

মহাদেবী, নারায়ণ মহাদেব মাতাপিতা এবং রাজার প্রতি লোকের যেক্রূপ  
ভক্তি আপন গুরুকেও তার তেমনি ভক্তি করা উচিত । ৩৪

লক্ষ্মীনারায়ণো বাণীধাতারো গিরিজাশিবো ।

শ্রীগুরুং গুরুপত্নীঞ্চ পিতরাবিতি চিন্তয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

গুরুপত্নী ও গুরুকে মাতাপিতা মনে করতে হবে, মনে করতে হবে ঐরা  
লক্ষ্মী-নারায়ণ, বাণী-ব্রহ্মা, গিরিজা-শিব । ৩৫

গুরুভক্ত্যা যথা দেবি প্রাপ্যন্তে<sup>৮</sup> সর্বসিদ্ধয়ঃ ।

যজ্ঞ<sup>৯</sup>দানতপস্তীর্থব্রতাদৈর্ন তথা প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥

দেবী, ওগো প্রিয়ে, গুরুভক্তি দ্বারা যেমন সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়, যজ্ঞ-  
দান-তপস্যা-তীর্থ-ব্রতাদি দ্বারা তেমন করা যায় না । ৩৬

১ তা বি গ,—খ, ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সর্বৈ তস্য করে স্থিতাঃ ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বাধৈঃ শ্রী ; ঐ,—খ, সর্বভাবে ।

৩ তা বি গ,—খ, ভবেৎ । ৪ ঐ, রনুত্তমা । ৫ তা বি গ,—খ, ঙ, দেবি ।

৬ তা বি গ,—ক, গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তন্ত তে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তদ্যৈব ।

৭ তা বি গ,—ক, যথাশক্তির্ববেদেবি । ৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রাপ্যন্তে । ৯ ঐ, সর্ব ।

শ্রীগুরো নিশ্চলা ভক্তি<sup>১</sup>বর্দ্ধিতে হি যথা যথা ।

তথা তথ্য<sup>২</sup> বিজ্ঞানং বর্দ্ধিতে কুলনায়িকে ॥ ৩৭ ॥

ওগো কুলনায়িকা, শ্রীগুরুর প্রতি সাধকের নিশ্চলা ভক্তি যেমন যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তেমনি তেমনি তার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ৩৭

কিং তীর্থাদৈর্মহায়াসৈঃ কিং ব্রতৈঃ কায়শোষণৈঃ<sup>৩</sup> ।

নির্ব্যাজসেবা দেবেশি ভক্তির্যেবাং নিজে গুরোঃ<sup>৪</sup> ॥ ৩৮ ॥

দেবেশী, নিজ গুরুর প্রতি যাদের ভক্তি আছে এবং তাঁর অকপট সেবা যারা করে তাদের তীর্থযাত্রাদি বড় বড় আয়াসের প্রয়োজন কি, কায়শোষণ-কারী সব ব্রতেরই বা কি প্রয়োজন ? ৩৮

কায়ক্লেশেন মহতা তপসা বাপি যৎফলম্ ।

তৎফলং লভতে দেবি সুখেন গুরুসেবয়া ॥ ৩৯ ॥

দেবী, কায়ক্লেশসঙ্কুল মহাতপস্কার দ্বারা যে ফল লাভ হয় গুরুসেবা দ্বারা অনায়াসে সেই ফল লাভ করা যায় । ৩৯

ভোগমোক্ষার্থিনাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপদকাজ্জিগাম্ ।

ভক্তিরেব গুরো দেবি নাগঃ পন্থা ইতি শ্রুতিঃ<sup>৫</sup> ॥ ৪০ ॥

দেবী যারা ভোগমোক্ষার্থী এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-পদের অভিলাষী গুরু-ভক্তিই তাদের একমাত্র পথ, অন্য পথ নেই—এ বেদবাক্য । ৪০

অশুভানি চ কর্মণি সুমহাপাতকানি<sup>৬</sup> চ ।

ভক্তিঃ ক্ষণেন দহতি তুল<sup>৭</sup>রাশিমিবানলঃ ॥ ৪১ ॥

অগ্নি যেমন তুলারশি মুহূর্তে দহন করে তেমনি ভক্তি সমস্ত অশুভ কর্ম এবং মহাপাতক মুহূর্তে দহন করে । ৪১

বিশ্বাসায় নমস্তস্মৈ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে ।

যেন যদ্বারুদৃষদঃ ফলন্ত্যবিফলং ফলম্<sup>৮</sup> ॥ ৪২ ॥

সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই বিশ্বাসকে নমস্কার যে বিশ্বাসের জন্ম যুক্তিকা, কাঠ এবং প্রস্তরও অব্যর্থ ফল দেয় । ৪২

১ তা বি গ,—খ, বৃদ্ধি ।

২ ঐ,—উ এবং র গ, তথ্যন্ত ।

৩ তা বি গ,—ক, কায়রোধনৈঃ ; ঐ,—খ, কায়শোষণনৈঃ ।

৪ তা বি গ,—উ এবং র গ, দ্ব্যত পাঠ ; তা বি গ, ভক্তির্যেবা হি সদৃগুরোঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, ন বিদ্যতে ( ? ) ।

৬ ঐ,—উ এবং র গ,—দ্ব্যত পাঠ ।

৭ তা বি গ,—খ, তুল ।

৮ তা বি গ,—খ, যেন সৃষ্টানি তৎকালং ফলন্ত্যবিফলং ফলম্ ।



ন যোগো ন তপো নার্চাক্রমঃ কোহপি প্রলীয়তে ।

অমাল্ল কুলমার্গেহস্মিন্<sup>১</sup> ভক্তিরেব বিশিষ্যতে<sup>২</sup> ॥ ৪৩ ॥

মায়াবিনিমুক্ত এই কুলমার্গে যোগ, তপ, অর্চনাক্রম কিছুই নষ্ট হয় না ।  
তবে এতে ভক্তিরই প্রাধান্য । ৪৩

সাক্ষাদ্ গুরুময়ে দেবি সর্বস্মিন্<sup>৩</sup> ভুবনান্তরে ।

কিন্ন ভক্তিমতাং ক্ষেত্রে মন্ত্রঃ কেষাং ন সিধ্যতি ॥ ৪৪ ॥

দেবী, যাদের কাছে সব ভুবন সাক্ষাৎ গুরুময় সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের  
কার ক্ষেত্রে মন্ত্রসিদ্ধি না হবে অর্থাৎ তাদের সবারই মন্ত্রসিদ্ধি হবে । ৪৪

গুরো মনুষ্যকদ্ধিগ্ন মন্ত্রে চাক্ষরকদ্ধিকম্ ।

প্রতিমাসু শিলাকদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥

যে গুরুকে মনুষ্য মনে করে, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করে আর প্রতিমাকে  
পাথর মনে করে সে নরকে যায় । ৪৫

গুরুং ন মর্ত্য্যং কথ্যেত যদি কথ্যেত তস্মি হি<sup>৪</sup> ।

ন কদাচিত্তবেৎ সিদ্ধির্মন্ত্রৈর্বাদেবতার্চনৈঃ ॥ ৪৬ ॥

গুরুকে মর্ত্য মনে করা উচিত নয় । যে করে তার মন্ত্রের দ্বারা বা  
দেবতার্চনার দ্বারা কখনো সিদ্ধিলাভ হয় না । ৪৬

শ্রীগুরুং প্রাকৃতেঃ সাদ্ধিং যে স্মরন্তি বদন্তি চ ।

তেষাং হি সুকৃতং সর্বং পাতকং ভবতি প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ে, যারা শ্রীগুরুকে প্রাকৃত জনদের সঙ্গে স্মরণ করে বা তাঁর কথা বলে  
তাদের সমস্ত পুণ্য পাপে পরিণত হয় । ৪৭

জন্মহেতু হি পিতরো পূজনীয়ো প্রযত্নতঃ ।

গুরুবিশেষতঃ পূজ্যো ধর্মাধর্মপ্রদর্শকঃ ॥ ৪৮ ॥

জন্মের কারণ বলে পিতামাতা যত্নের সহিত পূজনীয় । আর ধর্মাধর্ম  
প্রদর্শন করেন বলে গুরু বিশেষভাবে পূজ্য । ৪৮

গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুদেবো মহেশ্বরঃ<sup>৫</sup> ।

শিবে রুচ্যে গুরুস্তাতা গুরো রুচ্যে ন কশ্চন ॥ ৪৯ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, অমরা কুলমার্গেণ ।

২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ভক্তিরেব হি সদ্গুরোঃ ।

৩ ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বোহস্মিন্ ভুবনান্তরে ।

৪ র গ, তু ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুগতিঃ ।

গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু দেব মহেশ্বর । শিব রুচ্য হলে গুরু ত্রাণ করেন  
কিন্তু গুরু রুচ্য হলে কেউ ত্রাণকারী নেই । ৪৯

গুরোহিতং হি কর্তব্যং মনোবাক্কায়কর্মভিঃ ।

অহিতাচরণাদ্বেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥ ৫০ ॥

কায়মনোবাক্য এবং কর্মের দ্বারা গুরুর হিতসাধন করতে হবে । যে গুরুর  
অহিতাচরণ করে সে বিষ্ঠার কৃমি হয়ে জন্মায় । ৫০

শরীরবিত্তপ্রাণৈশ্চ শ্রীগুরুং বঞ্চয়ন্তি যে<sup>১</sup> ।

কৃমিকীটপতঙ্গত্বং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

শরীর-ধন-প্রাণের কারণে যারা শ্রীগুরুকে বঞ্চনা করে তারা নিঃসংশয়  
কৃমিকীটপতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় । ৫১

মন্ত্র<sup>২</sup>ত্যাগান্তবেন্মৃত্যুগুরু<sup>৩</sup>ত্যাগাদ্রিদ্ভতা ।

গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং<sup>৪</sup> নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥

মন্ত্রত্যাগে মৃত্যু এবং গুরুত্যাগে দরিদ্রতা ঘটে আর গুরু ও মন্ত্র উভয়ের  
ত্যাগে রৌরব নরকে গতি হয় । ৫২

গুর্বর্থং ধারয়ে দ্বেহং তদর্থং<sup>৫</sup> ধনমর্জয়েৎ ।

নিজপ্রাণান্ পরিত্যজ্য গুরুকার্যং সমাচরেৎ ॥ ৫৩ ॥

শিষ্য গুরুর জগ্য দেহধারণ করবে, তাঁর জগ্য ধন অর্জন করবে এবং নিজের  
প্রাণ বিসর্জন দিয়েও গুরুর কাজ করবে । ৫৩

গুরুভ্যং পরুষং বাক্যমাশিষং পরিচিন্তয়েৎ ।

তেন সন্তাড়িতো বাপি প্রসাদমিতি সংস্মরেৎ ॥ ৫৪ ॥

গুরু যদি পরুষবাক্য বলেন, তা হলে তা আশীর্বাদ মনে করতে হবে ।  
তিনি যদি তাড়না করেন তা হলে তা তাঁর প্রসাদ মনে করতে হবে । ৫৪

ভোগ্য<sup>৬</sup>ভোজ্যানি বস্তুনি গুরবে চ সমর্পয়েৎ ।

তচ্ছেষমিতি সঙ্কিন্ত্য চানুভূয়াৎ কুলেশ্বরী<sup>৭</sup> ॥ ৫৫ ॥

কুলেশ্বরী, ভোগ্য এবং ভোজ্য বস্তু সব গুরুকে সমর্পণ করতে হবে এবং  
তাঁর উচ্ছিন্ন প্রসাদ মনে করে তা ভক্ষণ করতে হবে । ৫৫

১ তা বি গ,—খ, শরীরজীবিতপ্রাণাঃ শ্রীগুরোর্বঞ্চয়ন্তি যে ।

২ ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরু ।

৩ ঐ, মন্ত্র ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, পরিত্যাগী রৌরবং ।

৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, গুর্বর্থং ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ভোগ ।

৭ ঐ, সুরেশ্বরী ।

গুৰ্বগ্ৰে ন তপঃ কুৰ্যান্নোপবাসব্রতাদিকম্<sup>১</sup> ।

তীৰ্থযাত্রাং ন কুৰ্য্যচ্চ<sup>২</sup> ন স্নানাদাশ্বশুদ্রয়ে ॥ ৫৬ ॥

গুরু উপস্থিত থাকলে শিষ্যের তপ, উপবাস, ব্রতাদি, তীৰ্থযাত্রা এসব করতে নেই ; আশ্বশুদ্রির জন্ম স্নানও করতে নেই । ৫৬

ন নিয়োগঃ গুরোঃ কুৰ্য্যৎ<sup>৩</sup> যুদ্ধাদা নৈব ভাষয়েৎ ।

ঋণদানং তথাদানং বস্ত্রনাং ক্রয়বিক্রয়ং<sup>৪</sup> ।

ন কুৰ্যাদ্ গুরুভিঃ সাক্ষিঃ শিষ্যো ভূত্বা কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥

শিষ্য হয়ে কোনো ব্যক্তি গুরুকে কোন কাজে নিয়োগ করবে না, ‘ভূমি’ বলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না, গুরুর সঙ্গে ঋণ দেওয়া-নেওয়া বা জিনিস বেচাকেনা কখনো করবে না । ৫৭

ন কুৰ্য্যন্নাস্তিকৈঃ সাক্ষিঃ<sup>৫</sup> সম্ভাষণমপীশ্বরী ।

বিলোকা দূরতো গচ্ছেন্নাসীত সহ তৈঃ কচিৎ ॥ ৫৮ ॥

ঈশ্বরী, শিষ্য নাস্তিকদের সঙ্গে কথোপকথন করবে না । তাদের দেখতে পেলে দূর থেকে সরে পড়বে, কখনো তাদের সঙ্গে থাকবে না । ৫৮

গুরৌ সন্নিহিতে যন্ত পূজয়েদগ্ৰমমিষকে ।

স য়াতি নরকং ঘোরং<sup>৬</sup> সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

অধিকা, গুরু উপস্থিত থাকতে যে অগ্রের পূজা করে সে ঘোর নরকে যায় এবং তার সে-পূজা নিষ্ফল হয় । ৫৯

শিরসা ন বহেত্তারং গুরুপাদাব্জধারিণা ।

তদাজ্জয়া তু কর্ভব্যমাজ্জাক্রপো গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৬০ ॥

যে গুরুপাদপদ্ম শিরে ধারণ করেছে তার আর অন্য ভার মাথায় নিতে হয় না । গুরু যা আজ্ঞা করেন তাই তাকে করতে হবে । গুরুর আজ্ঞা গুরুরূপী বলে গণ্য । ৬০

মন্ত্রাগমাদ্যমগ্ৰতঃ শ্রুতং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ।

গুৰ্বাজ্জয়া তু গৃহীয়াত্তন্নিষিদ্ধং বিবৰ্জয়েৎ<sup>৭</sup> ॥ ৬১ ॥

১ র গ, মোপবাসাদিকং ব্রতং ।

২ তা বি গ,—খ, সমাগত্য ।

৩ ঐ,—ক, গুরৌ কুৰ্য্যৎ ; ঐ,—গ, ঘ, গুরোৰ্দ্ধিষ্ঠাৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরৌ দষ্ঠাৎ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ক্রয়বিক্রয়ো ।

৫ ঐ,—প্রত পাঠ ; তা বি গ, সাস্তিকৈর্বাদং ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নরকে ঘোরে ।

৭ তা বি গ,—ক, তদানিষ্ঠং বিবৰ্জয়েৎ ; ঐ,—খ, গুৰ্বাজ্জয়া তু কর্ভব্যং নিষিদ্ধং বিবৰ্জয়েৎ সদা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তদানিষ্ঠং বিবৰ্জয়েৎ ।

শিষ্য অন্তর মন্ত্র-আগমাদি যা শুনে তা গুরুর কাছে নিবেদন করবে ।  
গুরু যা গ্রহণ করতে আদেশ দেবেন তাই গ্রহণ করবে আর যা নিষেধ করবেন  
তা বর্জন করবে । ৬১

স্বশাস্ত্রোক্তং রহস্যাদ্যং<sup>১</sup> ন বদেৎ যস্য কশ্যচিৎ ।

যদি ক্রুয়াৎ স সময়াচ্ছ্যদ্যুতং<sup>২</sup> এব ন সংশয়ঃ ॥ ৬২

শিষ্য স্বীয় শাস্ত্রোক্ত রহস্যাদি যাকে তাকে বলবে না । যদি বলে তা হলে  
সে আচারভ্রষ্ট হবে এ বিষয়ে সংশয় নেই । ৬২

অদ্বৈতং ভাবয়েন্নিত্যং ন দ্বৈতং<sup>৩</sup> গুরুণা সহ ।

আত্মবৎ সর্বভূতেভ্যো<sup>৪</sup> হিতং কুর্য্যৎ কুলেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥

কুলেশ্বরী, শিষ্যের গুরুর সহিত নিত্য অভেদ-ভাবনা করতে হবে, দ্বৈত-  
ভাবনা নয় । সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ ভেবে তাদের হিতসাধন করতে হবে । ৬৩

আত্মার্থমানসস্তাবৈঃ শুক্রযা<sup>৫</sup> স্যাচ্ছতুর্বিধা ।

শুক্রযয়া ধিয়া দেবি শিষ্যঃ সন্তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৬৪ ॥

গুরুসেবা চতুর্বিধ—নিজেকে দিয়ে সেবা, অর্থ দিয়ে সেবা, পূজা দ্বারা সেবা  
এবং সন্তোষের দ্বারা সেবা । শিষ্য সেবাবুদ্ধিতে গুরুর সন্তোষ বিধান করবে । ৬৪

পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ।

শুক্রমণপরো যন্ত গুরুদেবমহাত্মনাম্ ॥ ৬৫ ॥

যে গুরু, দেবতা এবং মহাত্মাদের সেবানিষ্ঠ সে পদে পদে অশ্বমেধের ফল  
লাভ করে এ সম্বন্ধে সংশয় নেই । ৬৫

কেবলং<sup>৬</sup> গুরুশুক্রযা ত্বংকৃপাকারিণী প্রিয়ে ।

সন্তুষ্টি সহিতা চেৎ সা সর্বকামফলপ্রদা<sup>৭</sup> ॥ ৬৬ ॥

প্রিয়ে, কেবলমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই তোমার কৃপা লাভ করা যায় । আর  
সে-সেবা যদি সন্তুষ্টিযুক্ত হয় তা হলে তা সব কাম্য ফল প্রদান করে । ৬৬

ক্ষীয়ন্তে সর্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ ।

সিধ্যন্তি সর্বকার্যাণি গুরুশুক্রযয়া প্রিয়ে ॥ ৬৭ ॥

১ তা বি গ,—ও এবং র গ,—দ্ব্যর্থ পাঠ ; তা বি গ, রহস্যার্থং ।

২ তা বি গ,—ও, স স ময়া বাচ্য ; র গ, স স ময়া উচ্য ।

৩ তা বি গ,—ও, মদ্বৈতং ; র গ, অদ্বৈতং ।

৪ তা বি গ,—ক, গুরুণা সার্কিং ; ঐ,—খ, ও এবং র গ, সর্বভূতেষু ।

৫ তা বি গ,—ও, আত্মার্থমানসস্তাবৈঃ সূক্রিয়া ; র গ, আত্মার্থমানসস্তাবৈঃ সূক্রিয়া ।

৬ তা বি গ,—ও, কেবলং ।

৭ ঐ এবং র গ, তন্তুষ্টিসহিতাঃ সর্বে সর্বকামফলপ্রদাঃ ।

প্রিয়ে, গুরুসেবা দ্বারা সৰ্বপাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পুণ্যরাশি বৰ্ধিত হয় এবং সৰ্ব কার্যসিদ্ধি হয় । ৬৭

যদ্ যদাশ্বহিতং বস্ত্র তত্তদ্ধিতমুপাচরেৎ<sup>১</sup> ।

গুরুদেবার্চকো<sup>২</sup> যস্ত্র তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ ৬৮ ॥

গুরুদেবের অর্চনাকারী যে-ব্যক্তি যা যা নিজের হিতকর মনে করে সেই সেই বস্ত্র গুরুর হিতে নিয়োগ করে তার পুণ্যের অবধি নেই । ৬৮

ভক্ত্যা বিভানুসারেণ গুরুমুদ্दिश्य যৎকৃতম্<sup>৩</sup> ।

অল্পে মহতি বা তুল্যং পুণ্য<sup>৪</sup> মাঢ্যাদরিদ্রয়োঃ ॥ ৬৯ ॥

বিত্তসামর্থ্যানুসারে গুরুর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে যা করা হয় তা অল্পই হোক আর বেশীই হোক, ধনী লোকেই করুক আর গরীব লোকেই করুক, তার পুণ্য সমান হবে । ৬৯

সর্বস্বমপি যো দদ্যাদ্ গুরো ভক্তিবিবর্জিতঃ ।

শিষ্যো ন ফলমাপ্নোতি ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ৭০ ॥

ভক্তিবিবর্জিত কোনো শিষ্য যদি সর্বস্বও গুরুকে দান করে তা হলেও সে কোনো ফল লাভ করবে না । কেননা, ভক্তি-ই ফললাভের কারণ । ৭০

যস্মিন্ দ্রব্যে গুরোরস্তি স্পৃহা<sup>৫</sup> নানুভবেৎ তৎ ।

অবশ্যং যদি বাঞ্ছা<sup>৬</sup> স্যাদনুভূয়াতদাজ্ঞয়া ॥ ৭১ ॥

যে-দ্রব্যে গুরুর স্পৃহা রয়েছে শিষ্য তা ভোগ করবে না । যদি তার জন্ম বাঞ্ছা জাগে তবে গুরুর আজ্ঞা নিয়ে ভোগ করবে । ৭১

যন্তিলার্কিং তদর্দ্ধং বা গুরুস্বমুপজীবতি ।

লোভান্মোহাৎ<sup>৭</sup> স পচ্যেত নরকে চ ত্রিসপ্তকে<sup>৮</sup> ॥ ৭২ ॥

যে লোভবশে কি মোহবশে গুরুর ধন তিলার্ধপরিমাণ বা তারও অর্ধ-পরিমাণ ভোগ করে সে একবিংশতি নরকে দন্ধ হবে । ৭২

অত্যল্পং হি গুরোর্দ্রব্যমদত্তং স্বীকরোতি যঃ ।

স তির্যগ্<sup>৯</sup> যোনিমাপন্নঃ ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যতে<sup>১০</sup> প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, তত্তদ্ধিতমবঞ্চয়ন ।

২ ঐ,—খ, গুরুদেবার্চকো ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যৎকলং ।

৪ তা বি গ,—ক, অল্পমেব মহৎ পুণ্যং তুল্য ।

৫ তা বি গ,—খ, কৃপা ।

৬ র গ, চেচ্ছা ।

৭ তা বি গ,—ক, মহালোভাৎ ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ত্রিসপ্তকম্ ।

৯ ঐ, তিরচ্চাৎ ।

১০ র গ, ভক্ষয়েৎ; তা বি গ,—ঙ, ভক্ষয়েৎ ।

প্রিয়ে, গুরু দেননি একুপ গুরুদ্রব্য অতি অল্প পরিমাণেও যে আত্মসাৎ করে সে তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়ে শ্বেনাদির দ্বারা ভক্ষিত হয়। ৭৩

গুরুদ্রব্যভিলাষী চ গুরুস্ত্রীগমনোৎসুকঃ।

পতিতস্য খলু তস্য<sup>১</sup> প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৭৪ ॥

যে গুরুদ্রব্যে অভিলাষী এবং গুরুপত্নীগমনেচ্ছু সেই পতিত ব্যক্তির নিশ্চয়ই কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। ৭৪

আজ্ঞাভঙ্গোহর্থহরণং গুরোরপ্রিয়বর্তনম্<sup>২</sup>।

গুরুদ্রোহমিদং প্রাহর্যঃ করোতি স<sup>৩</sup> পাতকী ॥ ৭৫ ॥

গুরুর আজ্ঞা ভঙ্গ, অর্থাপহরণ, অপ্রিয় পথে চলা—একে বলা হয় গুরুদ্রোহ। যে করে সে পাতকী। ৭৫

সুদ্রব্যবিনিয়োগঞ্চ নানিবেদ্য গুরৌ চরেৎ<sup>৪</sup>।

অনিবেদ্য তু যঃ কুর্যৎ স ভবেদ্ ব্রহ্মঘাতকঃ ॥ ৭৬ ॥

গুরুকে নিবেদন না করে নিজের ধনও ব্যয় করতে নেই। যে নিবেদন না করে একুপ করে সে ব্রহ্মঘাতক হয়। ৭৬

গুরোঃ স্থানং সম্প্রদায়ং তদ্ধর্মং<sup>৫</sup> যো বিনাশয়েৎ।

গুরুভিঃ স বহিষ্কার্যো দণ্ড্যো বধ্যঃ স ঘাতকৈঃ<sup>৬</sup> ॥ ৭৭ ॥

গুরুর অধিকার, তাঁর সম্প্রদায়, তাঁর ধর্ম যে বিনাশ করে সে গুরু দ্বারা দণ্ডণীয়, বহিষ্কার যোগ্য এবং ঘাতকদের দ্বারা বধ্যযোগ্য। ৭৭

গুরুকোপাদিনাশঃ শ্যাদ্ গুরুদ্রোহাত্ত<sup>৭</sup> পাতকম্<sup>৮</sup>।

বিমৃত্যুগুরুনিন্দায়াং গুর্বনিষ্ঠান্নহাপদঃ<sup>৯</sup> ॥ ৭৮ ॥

গুরু ক্রুদ্ধ হলে বিনাশ ঘটবে, গুরুদ্রোহে হবে পাপ। গুরুনিন্দায় হবে বিকট মৃত্যু আর গুরুর অনিষ্টসাধনে মহাবিপত্তি। ৭৮

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—দ্রুত পাঠ; তা বি গ, ক্ষুদ্রকয়; ঐ,—খ, চ ছেছয়; ঐ,—ঘ, চ ক্ষুদ্রয়। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দর্শনং।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, যঃ কুর্যৎ স তু।

৪ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ন নিবেদ্য গুরৌ চরেৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সুদ্রব্যবিনিয়োগঞ্চ নানিবেদ্য গুরোচ্চরেৎ।

৫ তা বি গ,—ঙ, তদ্ধনং; র গ, স্থানসম্প্রদায়ে তদ্ধনং।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, দণ্ড্যো বধ্যশ্চ বাতকঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দণ্ড্যোহধন্যঃ স পাতকী।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুকোপাদিনাশোহন্তো গুরুদ্রোহান্ন পাতকং।

৮ ঐ, ন মৃত্যুগুরুনিন্দায়াং গুর্বনিষ্ঠান্ন চাপদঃ।

গুরুভক্তানুজ্ঞা<sup>১</sup> কার্যেষু নোপেক্ষাং কারয়েৎ প্রিয়ে ।

শিরসা যদ্ গুরুক'য়ান্তং কার্যমবিচারতঃ<sup>২</sup> ॥ ৯০ ॥

প্রিয়ে, গুরুর কোনো কাজ করতে তিনি মুখ ফুটে বলুন আর না-ই বলুন সেই কাজে অবহেলা করতে নেই। গুরু যা বলেন তা শিরোধার্য করে নির্বিচারে সেইমতো কাজ করতে হবে। ৯০

নিগ্রহেহনুগ্রহে<sup>৩</sup> বাপি গুরুঃ সর্বস্য কারণম্ ।

নির্গতং যদগুরোর্বক্তাং সর্বং শাস্ত্রং তদ্ব্যচ্যতে ॥ ৯১ ॥

প্রিয়ে, নিগ্রহই হোক আর অনুগ্রহই হোক সমস্তেরই কারণ গুরু। গুরু-মুখ থেকে যা নির্গত হয় সে সবকেই বলা হয় শাস্ত্র। ৯১

গুরুকার্যে স্বয়ং শক্তো নাপরং প্রেষয়েৎ প্রিয়ে ।

বহুভূতাপরৈর্ভূতৈঃ<sup>৪</sup> সহিতোহপ্যতিভক্তিমান্<sup>৫</sup> ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ে, অতিশয় ভক্তিমান্ শিষ্য নিজে সমর্থ হলে গুরুর কাজে অথকে নিযুক্ত করবে না। অনেক ভূতের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও এবং ভূত্যেরা সঙ্গে থাকলেও তাদের দিয়ে গুরুর কাজ করাবে না। ৯২

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রজ্জপন্ জুহ্বৎ প্রপূজয়ন্<sup>৬</sup> ।

গুর্বাঙ্জামেব কুর্বাণীত তদগতেনাস্তরাশ্বনা ॥ ৯৩ ॥

গমনে, অবস্থানে, স্বপ্নে, জাগরণে, জপে, হোমে, পূজায়, অন্তরাশ্বা গুরুগত করে গুরুর আজ্ঞাই পালন করতে হবে। ৯৩

অভিমানো ন কর্তব্যো জাতিবিদ্যাধনাদিভিঃ ।

সর্বদা সেবয়েৎ<sup>৭</sup> নিত্যং শিষ্যঃ শ্রীগুরুসন্নিধৌ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগুরুর সন্নিধিতে শিষ্য জাতি, বিদ্যা, ধনাদির অহংকার করবে না এবং সব সময়ে প্রতিদিন তাঁর সেবা করবে। ৯৪

কামক্ৰোধপরিতাগী বিনীতঃ স্তুতিভক্তিমান্ ।

দেবি ভূম্যাসনে তিষ্ঠেদ্<sup>৮</sup> গুরুকার্যং সমাচরেৎ<sup>৯</sup> ॥ ৯৫ ॥

১ তা বি গ,—ঘ, গুরুভক্তানু। ২ ঐ,—ঙ এবং র গ,—দ্বিত পাঠ; তা বি গ, কার্যমবিশঙ্কয়া।

৩ তা বি গ,—ঙ, নিগ্রহেহনুগ্রহো; র গ, নিগ্রহানুগ্রহো।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বহুভূতাপরৈর্ভূতৈঃ।

৫ তা বি গ,—ক, শক্তিমান্।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—দ্বিত পাঠ; তা বি গ, প্রপূজয়েৎ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বা চ নিবসেৎ।

৮ তা বি গ,—খ, শ্রদ্ধাসনে; ঐ,—ক, গ, ঘ, শ্রদ্ধাসনে তিষ্ঠন্।

৯ ঐ,—খ গ, গুরুকার্যসমুৎসুকঃ।

দেবী, কামক্রোধপরিভ্যাগী বিনীত স্তুতিপরায়ণ ভক্তিমান্ শিষ্য মাটিতে  
বসে গুরুর কাজ করবে । ৯৫

স্বকার্যমশ্চকার্যং বা শিষ্যঃ স্বগুরুচিত্তবিন্ ।

গুরুপার্শ্বগতো নম্রঃ প্রসন্নবদনো ভবেৎ<sup>১</sup> ॥ ৯৬ ॥

যে শিষ্য স্বীয় গুরুর মন জানে সে তদনুসারে নিজের বা অশ্বের কাজ করে ।  
শিষ্য যখন গুরুর পাশে থাকবে তখন তাকে নম্র ও প্রসন্নমুখ হতে হবে । ৯৬

সামান্যতো নিষিদ্ধঞ্চ তদগুরো<sup>২</sup> যদি সন্নিধৌ ।

আচরেত্তস্য সর্বশ্চ<sup>৩</sup> দোষঃ কোটিগুণো ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥

যা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ গুরুর সান্নিধ্যে যদি তা আচরণ করা হয় তা হলে  
তার দোষ হবে কোটিগুণ । ৯৭

অনাদৃত্য গুরোর্বাক্যং শৃণুয়াৎ যঃ পরাঙ্মুখঃ ।

অহিতং বা হিতং বাপি রোরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৮ ॥

যে গুরুবাক্যে অনাদর করে এবং তিনি হিত বা অহিত যে-কথাই  
বলুন না কেন তা বিরক্তির সহিত শোনে সে রোরবনরকে যায় । ৯৮

গোব্রাহ্মণবধং কৃত্বা যঃ পাপং সমবাপ্নুয়াৎ ।

তৎপাপং সমবাপ্নোতি গুর্বগ্রেহনৃতভাষণাৎ ॥ ৯৯ ॥

গোব্রাহ্মণ বধে যে পাপ হয় গুরুর সামনে মিথ্যে কথা বললে সেই পাপ  
হয় । ৯৯

স্থানান্তরগতে চার্যে ব্যসনে বিষমে স্থিতে<sup>৪</sup> ।

শ্রীগুরুং ন ত্যজেৎ কাপি তদাদিষ্টো ব্রজেৎ প্রিয়ে ॥ ১০০ ॥

প্রিয়ে, আর্যে, শ্রীগুরু স্থানান্তরে গেলে অথবা বিষম বিপদে পড়লে শিষ্য  
তাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না ; তাঁর আদেশ অনুসারে চলবে । ১০০

অধঃ স্থিতে গুরাবৃদ্ধে ন তিষ্ঠেত কদাচন ।

ন গচ্ছেদগ্রতস্তস্য ন তিষ্ঠেৎ<sup>৫</sup> ত্রুথিতে গুরৌ ॥ ১০১ ॥

গুরু নীচে থাকলে শিষ্য কখনো উপরে থাকবে না । গুরুর আগে আগে  
যাবে না এবং গুরু উঠে দাঁড়ালে বসে থাকবে না । ১০১

১ ঐ,—ও প্রচ্ছন্নাস্তো মিতং বদেৎ ; র গ, প্রচ্ছন্নাস্তো মিতং বদেৎ ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, নিষেধক্ সঙ্গুরো ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, আচরেদ্ যদি গৃঢ়াস্মা ।

৪ তা বি গ,—খ, স্থিতে ; ঐ,—ও, আত্মনাস্তগতেনাথ ; র গ, স্থাপনাস্তগতে নাথ ব্যসনে  
বিষমে স্থিতে ।

৫ তা বি গ,—ঘ, ও এবং র গ, ন বসে ।



শক্তিচ্ছায়াং সুরচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং ন লজ্যস্মৈ ।

ন তেষু কুর্যাৎ স্বচ্ছায়াং ন স্বপেদ্ গুরুসন্নিধৌ ॥ ১০২ ॥

শক্তির, দেবতার এবং গুরুর ছায়া লজ্জন করতে নেই কিংবা তাদের উপর  
নিজের ছায়া ফেলতে নেই আর গুরুর সান্নিধ্যে ঘুমোতে নেই । ১০২

ভাষণং পাঠনং গানং<sup>১</sup> ভোজনং শয়নাদিকম্ ।

অনাদিষ্টৌ ন কুর্বাতি ন চাবন্দনপূর্বকম্ ॥ ১০৩ ॥

গুরুর আদেশ ছাড়া এবং তাঁকে বন্দনা না করে তাঁর সামনে কথাবার্তা:  
বলবে না, অধ্যাপনা করবে না, গান করবে না, ভোজন করবে না এবং  
শয়নাদি করবে না । ১০৩

ব্রহ্মহত্যাশতং কুর্যাৎ গুর্ভাজ্ঞা পরিপালনাৎ<sup>২</sup> ।

বিনা গুর্ভাজ্ঞয়া শিষ্যো বিশ্বসেন্নাগ্ৰশাসনাৎ ॥ ১০৪ ॥

গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্ত শিষ্য শতব্রহ্মহত্যাও করবে । গুরুর আজ্ঞা  
ছাড়া অন্যের নির্দেশে বিশ্বাস করবে না । ১০৪

সর্বং গুর্ভাজ্ঞয়া কুর্যাম নিন্দে<sup>৩</sup>ত্তৎস্বিয়ং<sup>৪</sup> প্রিয়ে ।

ভক্ত্যা প্রণম্য চোত্তিষ্ঠেৎ কৃতাজ্জলিপুটঃ প্রিয়ে ॥ ১০৫ ॥

প্রিয়ে, সব কিছু গুরুর আজ্ঞানুসারে করতে হবে । গুরুপত্নীর কখনো  
নিন্দা করতে নেই । গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে জোড়হাত করে  
থাকতে হয় । ১০৫

পশ্চাৎপদেন নির্গচ্ছেন্নমস্কৃত্য গুরে<sup>৫</sup>গৃহাৎ ।

একাসনে নোপবিশেৎ গুরুণা তৎসমৈঃ সহ ॥ ১০৬ ॥

গুরুকে প্রণাম করে পিছনে পা ফেলে ফেলে গুরুগৃহ থেকে নির্গত হতে  
হবে । গুরু বা তাঁর সমকক্ষ কারো সঙ্গে একাসনে বসতে নেই । ১০৬

ন বিশেদাসনে<sup>৬</sup> দেবি দেবতাং গুরুসন্নিধৌ ।

গুরোঃ শ্রেষ্ঠাসনং<sup>৭</sup> দেয়ং জ্যেষ্ঠানামুত্তমাসনম্ ।

দেশ্যাসনং কনিষ্ঠানামিতরেষাং সমাসনম্ ॥ ১০৭ ॥

১ তা বি গ,—খ, শয়নং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, জ্ঞানং ।

২ তা বি গ,—ক, গ, গুর্ভাজ্ঞামপ্রপালয়ন্ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুর্ভাজ্ঞাং প্রতিপালয়েৎ ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, দ্বালিচ্ছেত্তৎস্বিয়ং ।

৪ ঐ,—ঘ, ঙ এবং র গ, ন বসেদাসনে ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সিংহাসনং ।

দেবী, দেবতা ও গুরুর সন্নিধানে আসনে বসতে নেই। গুরুকে দিতে হবে শ্রেষ্টাসন, জ্যেষ্ঠদের উত্তমাসন, কনিষ্ঠদের দিতে হবে যথানির্দিষ্ট আসন আর অশ্বদের নিজের সমান আসন। ১০৭

জাতি<sup>১</sup>বিদ্যাধনাচ্যো বা দূরে দৃষ্টা গুরুং মুদা<sup>২</sup> ।

দশুপ্রণামং কৃত্বৈকং<sup>৩</sup> ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাচরেৎ ॥ ১০৮ ॥

জাতি বিদ্যা কিংবা ধনে সমৃদ্ধ শিষ্যও গুরুকে দূরে দেখেই আনন্দে দশুবৎ প্রণাম করবে এবং পরে তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। ১০৮

ততস্ত্রিঃ ষড়্ দ্বাদশ বা<sup>৪</sup> জ্যেষ্ঠাদিম্বেকমেব বা

গুরুপ্রগুরুযোগেন<sup>৫</sup> বন্দেত প্রগুরুং প্রিয়ে<sup>৬</sup> ॥ ১০৯ ॥

প্রগুরুং—প্রগুরুকে। প্রগুরু বলতে মনে হয় পরমগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরুকে বোঝান হয়েছে। কেননা, তন্ত্র মতে গুরু, তাঁর গুরু পরমগুরু, তাঁরগুরু পরাপরগুরু এবং তাঁর গুরু পরমেষ্ঠীগুরু—এই গুরুচতুষ্টয়। এই শ্লোকে পরম-গুরু উপস্থিত থাকলে শিষ্যের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রিয়ে, তারপর তিন ছয় বা বারো বার গুরুকে বন্দনা করতে হবে। জ্যেষ্ঠাদির ক্ষেত্রে একবার বন্দনা বিহিত গুরু ও প্রগুরু উপস্থিত থাকলে প্রগুরুর বন্দনা করতে হবে। ১০৯

ততো নমেদ্ গুরুং বাপি গুর্বাঙ্জাং ন বিচারয়েৎ<sup>৭</sup> ।

প্রগুরোঃ সান্নিধৌ শিষ্যঃ স্বগুরুং<sup>৮</sup>মনসা নমেৎ ॥ ১১০ ॥

তারপর শিষ্য স্বীয় গুরুকেও প্রণাম করবে, গুরুর আঞ্জা বিচার করবে না অর্থাৎ গুরু প্রণাম করতে নিষেধ করলেও শিষ্য তা শুনবে না। তবে প্রগুরু উপস্থিত থাকলে নিজ গুরুকে মনে মনে প্রণাম করবে। ১১০

গুরুবুদ্ধ্যা নমেৎ সর্বং দেবতাং<sup>৯</sup>তৃণমেব বা ।

ন নমেদেবকদ্ধ্যা তু প্রতিমাং লৌহমৃগ্নীম্ ॥ ১১১ ॥

গুরুবুদ্ধিতে দেবতা এমনকি তৃণ সমস্তকেই প্রণাম করবে। কিন্তু দেববুদ্ধিতে লৌহমৃগ্নী বা মৃগ্নী প্রতিমাকে প্রণাম করবে না। ১১১

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যদি।

২ ঐ, স্তবাদিনা।

৩ ঐ, কুর্বাতি।

৪ তা বি গ,—খ, ততস্ত্রিঃষড়্ বা দশ বা ; ঐ,—ঙ এবং র গ,

ততস্ত্রিঃষড়্ দ্বাদশ বা।

৫ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, গুরুস্তদগুরুযোগেন।

৬ তা বি গ,—খ, ঘ, বন্দেত স্বগুরুং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বন্দেৎ শ্রীগুরুপাদুকং।

৭ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ততো নমেদ্ গুরুং সোহপি গুর্বাঙ্জাতং নিবারণেৎ।

৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, শ্রীগুরোঃ সান্নিধৌ শিষ্যো ন গুরুং।

৯ তা বি গ,—ঙ দেবতাং ; র গ, দেবতাতৃণমেব।

গুরোঃ প্রণামত্রিতন্ত্রং জ্যোষ্ঠানামেক এব চ ।

পূজ্যানামঞ্জলিং<sup>১</sup> তদ্বদগ্বেষাং বাক্যবন্দনম্ ॥ ১১২ ॥

গুরুকে তিনটি প্রণাম করতে হবে, জ্যোষ্ঠদের একটি করে । পূজনীয়দের হাত-জোড় করতে হবে আর অগ্নদের কথায় বন্দনা করতে হবে । ১১২

দেবান্ পিতৃন্<sup>২</sup> কুলাচার্যান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্ তপোধনান্ ।

বিদ্যাধিকান্ স্বধর্মস্থান্<sup>৩</sup> প্রণমেৎ কুলনাম্নিকে ॥ ১১৩ ॥

ওগো কুলনাম্নিকা, দেবগণ, পিতৃগণ, কুলাচার্যগণ, জ্ঞানবৃদ্ধগণ, তপোধনগণ, বিদ্যাবৃদ্ধগণ, স্বধর্মনিষ্ঠগণ,—ঐদের প্রণাম করতে হবে । ১১৩

স্ত্রীদ্বিষ্টং<sup>৪</sup> গুরুভিঃ শপ্তং পায়ণ্ডং পণ্ডিতং শঠম্ ।

বিকর্মাণং কৃতঘ্নক্ষানাশ্রমিণঞ্চ<sup>৫</sup> নো নমেৎ ॥ ১১৪ ॥

নারীনিন্দিত, গুরু দ্বারা অভিশপ্ত, পায়ণ্ড পণ্ডিত, শঠ, দুষ্টকর্মকারী, কৃতঘ্ন এবং চতুরাশ্রমব্যবস্থালঙ্ঘনকারী—এদের প্রণাম করতে নেই । ১১৪

অনিবেদ্য গুরোর্ভুক্তে<sup>৬</sup> যন্ত্বেকগ্রামসংস্থিতঃ<sup>৭</sup> ।

অমেধ্যং তন্ত্বেবেদম্নং শূকরো জায়তে মৃতঃ ॥ ১১৫ ॥

যে গুরুর সহিত একই গ্রামে বাস করেও গুরুকে নিবেদন না করে অন্ন গ্রহণ করে তার সেই অন্ন অমেধ্য এবং সে মৃত্যুর পর শূকর হয়ে জন্মায় । ১১৫

একগ্রামস্থিতঃ শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্ ।

ক্রোশমাত্রস্থিতঃ শিষ্যো গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ ॥ ১১৬ ॥

গুরুর সহিত একই গ্রামে বাস করলে শিষ্য ত্রিসন্ধ্যা তাঁকে প্রণাম করবে । আর এক ক্রোশ মাত্র দূরে বাস করলে প্রতিদিন একবার প্রণাম করবে । ১১৬

অর্দ্ধযোজনতঃ<sup>৮</sup> শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্বসু ।

একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি ॥ ১১৭ ॥

তৎসংখ্যাদিবসৈর্মাসৈঃ<sup>৯</sup> ত্রীশুরুং প্রণমেৎ প্রিয়ে ।

দূরদেশস্থিতঃ শিষ্যো<sup>১০</sup> ভক্ত্যা তৎসম্মিধিং গতঃ ॥ ১১৮ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মন্ত্রলিপ্তম্ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গুরুন্ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্বকর্মস্থান্ । ৪ ঐ, স্ত্রীজিতং ; তা বি গ,—খ, স্ত্রীদ্বিষ্টং ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কৃতঘ্নক্ষানাশ্রমিণঞ্চ ।

৬ তা বি গ,—খ, গুরোর্ভুক্তে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরো ভুক্তে ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যন্ত্বেকগ্রামসংস্থিতো ।

৮ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অর্দ্ধযোজন গঃ ।

৯ র গ, তৎসংখ্যাদিগটৈর্মাসৈঃ । ১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দূরদেশে স্থিতে শিষ্যো ।

তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন<sup>১</sup> প্রণমেদ গুরুম্ ।

অতিদূরগতঃ শিষ্যো যদেচ্ছা স্যাত্তদা ব্রজেৎ ॥ ১১৯ ॥

পঞ্চপর্ব—অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চপর্ব ।

শিষ্য অর্ধযোজন দূরে থাকলে পঞ্চপর্বে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবে । প্রিয়ে, একযোজন থেকে বারো যোজন পর্যন্ত দূরে থাকলে সেই সেই সংখ্যক দিনে বা মাসে একবার শ্রীগুরুকে প্রণাম করবে । দূরদেশস্থ শিষ্য যতযোজন দূরে আছে ততসংখ্যক মাসে একবার গুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করবে । শিষ্য অতিদূরস্থ হলে এই ব্যাপারে তার যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি চলবে । ১১৭-১১৯

রিত্তহস্তশ্চ নোপেন্নাদ্রাজানং দেবতাং<sup>২</sup> গুরুম্ ।

ফলপুষ্পাম্‌বরাদীনি<sup>৩</sup> যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ<sup>৪</sup> ॥ ১২০ ॥

রিত্তহস্তে রাজা, দেবতা এবং গুরুর কাছে যেতে নেই । ফল-পুষ্প-বস্ত্রাদি যথাশক্তি তাঁদের অর্পণ করতে হয় । ১২০

এবং যো ন চরেদ্দেবি ব্রহ্মরাক্ষসতাং ব্রজেৎ ।

গুরুশক্তিশ্চ তৎপুত্রো জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুঃ স্মৃতঃ<sup>৫</sup> ॥ ১২১ ॥

দেবী, এ রকম আচরণ যে না করবে সে ব্রহ্মরাক্ষস হবে । গুরুর পত্নী, পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁদেরও গুরু মনে করতে হবে । ১২১

আত্মবিচ্চ কনীয়াংসং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ<sup>৬</sup> ।

কুলাচার্য্য<sup>৭</sup> দেবেশি গুরুজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ ।

গুরুকল্পস্ত কুবীত প্রণামং স্বগুরোর্যথা ॥ ১২২ ॥

দেবেশী, আত্মবিৎ শিষ্য গুরুর কনিষ্ঠভ্রাতাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করবে । কুলাচার্য, গুরুর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, গুরুকল্প ব্যক্তি তাঁদের স্বীয় গুরুকে যেমন প্রণাম করে তেমনি প্রণাম করবে । ১২২

১ তা বি গ,—ও, যোজনসংখ্যাতো মাসেন ; র গ, যোজনসংখ্যাতো বিশেষাৎ ।

২ র গ, দৈবতং ।

৩ তা বি গ,—খ এবং র গ, ম্‌বরাবলৈঃ ।

৪ তা বি গ,—ও এবং র গ, সমর্চয়েৎ ।

৫ ঐ, গুরোঃ সমঃ ।

৬ তা বি গ,—ও, পালয়েৎ পুত্রবৎ কুলম্ ; র গ, আত্মবিচ্চ কনীয়াংসং পালয়েৎ পুত্রবৎ কুলং ।

৭ তা বি গ,—খ, কোলাচার্য্য ।

যাগজ্যোষ্ঠঃ\* ক্রমজ্যোষ্ঠঃ কুলজ্যোষ্ঠতৃতীয়কঃ ।

গুরুজ্যোষ্ঠসূতোঃ<sup>২</sup> দেবি ইতি জ্যোষ্ঠচতুর্ষয়ম্ ॥ ১২৩ ॥

যাগজ্যোষ্ঠ, ক্রমজ্যোষ্ঠ, তৃতীয় কুলজ্যোষ্ঠ এবং গুরুর জ্যোষ্ঠপুত্র, এই জ্যোষ্ঠ-চতুর্ষয় । ১২৩

যাগজ্যোষ্ঠাভিবাদেন\* ক্রমিকাষ্ঠাঙ্গযোগতঃ ।

গুরুশ্চ কুলবৃক্ষশ্চ বন্দনীয়ো\* বিধানতঃ ॥ ১২৪ ॥

‘অভিবাদন করি’ এই বলে যাগজ্যোষ্ঠকে আর ক্রমজ্যোষ্ঠকে সাফাঙ্গে প্রণাম করতে হবে । গুরু ও কুলবৃক্ষের বন্দনা করতে হবে যথাবিধি । ১২৪

পিতৃমাতাদিসর্বেষু পূজ্যাকোটিষু বঙ্কুযু ।

অভ্যুত্থানপ্রণামাদৈরব্যাক্তো দোষভাগ্‌বহিঃ\* ॥ ১২৫ ॥

পিতামাতাদি গুরুজন এবং পূজনীয় আত্মীয়বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করতে হবে অভ্যুত্থান, প্রণামাদি দ্বারা । দৃশ্যতঃ তা না করলে দোষভাজন হতে হয় । ১২৫

যদা ত্‌চার্য্য\*রূপেণ চান্মানং সম্প্রকাশয়েৎ ।

অভ্যুত্থানপ্রণানাদৈর্দোষভাক্‌ স ভবেত্তদা\* ॥ ১২৬ ॥

কিন্তু যখন সাধক আচার্য্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করবে তখন অভ্যুত্থান-প্রণামাদি দ্বারা সে দোষভাজন হবে । ১২৬

পতিভূক্তা পশুভ্যশ্চ প্রণামং যঃ করিষ্যাতি<sup>৮</sup> ।

স মহাপশুরিত্যুক্তো দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৭ ॥

পতিঃ—প্রভু অর্থাৎ গুরু ; এখানে কৌলগুরু ।

পশুভ্যঃ—পশুভাবের সাধকদের ।

যে পতি হয়ে পশুদের প্রণাম করে তাকে বলা হয় মহাপশু । তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে । ১২৭

১ তা বি গ,—যোগজ্যোষ্ঠঃ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্বজ্যোষ্ঠশ্চ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুজ্যোষ্ঠসূতো ।

৩ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, যাবজ্যোষ্ঠানুবাদেন ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরোশ্চ কুলবৃক্ষস্য বন্দনানি ; তা বি গ,—খ, গুরবঃ কুল-বৃক্ষাশ্চ বন্দনীয়া ।

৫ তা বি গ,—ক, রব্যাক্তো দোষভাঙ্‌ নহি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, রব্যাক্তোদোষভাবৈঃ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তদ্‌ যদাচার্য্যরূপেণ ।

৭ ঐ, যেষ্যভাক্‌ স ন জায়তে ।

৮ ঐ, পশুন্‌ পশ্যাৎ প্রণমেৎ পশুদেশিকঃ ।

যো গুরুস্থানকং প্রাপ্তঃ পাদ্ধকাপরিসংখ্যয়া<sup>১</sup> ।

গুরুবৎ স তু মন্তব্যো জ্যেষ্ঠৈর্বন্দ্যো ন চ প্রিয়ে<sup>২</sup> ॥ ১২৮ ॥

প্রিয়ে, যে বিহিত সংখ্যায় পাদ্ধকামন্ত্র জপ করে করে গুরুর স্থান প্রাপ্ত হয় তাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করতে হবে । তবে জ্যেষ্ঠেরা তার বন্দনা করবে না । ১২৮

ইতি তে কথিকং কিঞ্চিং পাদ্ধকাভক্তিলক্ষণম্<sup>৩</sup> ।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২৯ ॥

কুলেশানী, পাদ্ধকাভক্তিলক্ষণ তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছু বললাম ।  
আবার কি শুনতে চাও ।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-  
লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধারায়ত্ত্বৈ পাদ্ধকাকথনং নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ । ১২

সপাদলক্ষলোকসমব্রিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদার মহারহস্য  
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধারায়ত্ত্বৈ পাদ্ধকাকথন নামক দ্বাদশ  
উল্লাস সমাপ্ত । ১২

১ তা বি গ,—যো গুরুস্থানমালম্ব্যা গুরুদারাভিবন্দনং ।

২ ঐ, জ্যেষ্ঠপুত্রো চ প্রিয়ে ।

৩ ঐ, পাদ্ধকাং ভক্তিলক্ষণম্ ।

## ত্রয়োদশ উল্লাসঃ

ঐদেব্যাবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণামৃতবারিধে ।

বক্তূর্মহসি দেবেশ<sup>১</sup> লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ ॥ ১ ॥

করুণামৃতবারিধি কুলেশ, গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ শুনতে চাই । দেবেশ, তা বলতে আজ্ঞা হোক । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ গুরুভাবঃ<sup>২</sup> প্রজায়তে ॥ ২ ॥

দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনামাত্র গুরুভাবের উদ্ভব হয় । ২

দৃষ্টবংশোদ্ভবং দৃষ্টং<sup>৩</sup> গুণহীনং বিরূপিনম্<sup>৪</sup> ।

পরশিষ্যঞ্চ পাষণ্ডং যণ্ডং পণ্ডিতমানিনম্ ॥ ৩ ॥

দৃষ্টবংশজাত, দৃষ্ট, গুণহীন, কদাকার, অপরের শিষ্য, পাষণ্ড, নপুংসক, পণ্ডিতম্ । ৩

হীনাধিকবিকারাজ্ঞং বিকলাবয়বান্নিতম্ ।

পঙ্কমক্লঞ্চ বধিরং মলিনং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥ ৪ ॥

অঙ্গ কম বা বাড়তি হওয়ার জন্য বিকৃতাজ্ঞ, বিকলাবয়বযুক্ত, পঙ্ক, অন্ধ, বধির, মলিন, ব্যাধিপীড়িত । ৪

উৎসৃষ্টং<sup>৫</sup> দুর্মুখঞ্চাপি স্বেচ্ছাবেশধরং প্রিয়ে<sup>৬</sup> ।

দূর্বিকারাজ্ঞচেষ্ঠাদিগতিভাষণবীক্ষণম্<sup>৭</sup> ॥ ৫ ॥

প্রিয়ে, উৎসৃষ্ট অর্থাৎ সমাজপরিত্যক্ত, দুর্মুখ, স্বেচ্ছাবেশধারী, যার অঙ্গ কাজকর্ম চালচলন কথাবার্তা চাহনি বিকৃত একরূপ । ৫

১ তা বি গ,—খ, মে নাথ ।

২ ঐ,—গ, গুরুভক্তিঃ ।

৩ ঐ,—খ, নষ্টাবয়বিনং ক্ষুদ্রং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, নষ্টাবয়বজং ক্ষেত্রং ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিরূপিতং ।

৫ তা বি গ,—খ, ঙ, উচ্ছিষ্টং ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পরং ।

৭ ঐ, ভীষণভীষণং ।

নিদ্রাতল্লাজড়ালস্ত<sup>১</sup>দ্যুতাদিব্যাসনাবিতম্ ।

কপাটকুড্যান্তস্তাদৌ তিরোহিততনুং সদা<sup>২</sup> ।

অন্তর্ভক্তিকরং ক্ষুদ্রং<sup>৩</sup> বাহু<sup>৪</sup> ভক্তিবিবর্জিতম্ ॥ ৬ ॥

যে নিদ্রা-তল্লা-জড়তা-আলস্য-ও দ্যুতক্রীড়াদিব্যাসন-সমব্রিত, সর্বদা কপাট দেয়াল অথবা থামের আড়ালে গা ঢাকা দেয় এমন, যে অন্তরে অল্প ভক্তিসুজ্ঞ, বাইরে ভক্তিবিবর্জিত । ৬

ব্যলীকবাদিনং স্তব্ধং<sup>৫</sup> প্রোষিতং প্রেষকং শঠম্<sup>৬</sup> ।

ধনস্ত্রীশুদ্ধিরহিতং নিষেধ<sup>৭</sup>বিধিবর্জিতম্ ॥ ৭ ॥

মিথ্যাবাদী, স্তব্ধ, প্রবাসী, মন্দকর্মে প্রবর্তনকারী, শঠ, ধন এবং স্ত্রী সম্পর্কে শুদ্ধিহীন, বিধিনিষেধ মানে না এমন । ৭

রহস্যভেদকং বাপি দেবি কার্যবিনাশকম্<sup>৮</sup> ।

মার্জারবকবৃত্তিঞ্চ রক্তান্নেষণতৎপরম্ ॥ ৮ ॥

দেবী, রহস্যপ্রকাশক, কার্যনাশক, মার্জারবৃত্তি, বকবৃত্তি, ছিদ্রান্নেষণ-তৎপর । ৮

মায়াবিনং কৃতঘ্নঞ্চ প্রচ্ছন্নান্তরদায়কম্ ।

বিশ্বাসঘাতকং স্বামিদ্রোহিণং পাপকারিণম্<sup>৯</sup> ॥ ৯ ॥

মায়াবী ( যাহুকর ), কৃতঘ্ন, অন্তরের ভাব গোপনকারী, বিশ্বাসঘাতক, প্রভুদ্রোহী, পাপকারী । ৯

অবিশ্বাসকরং সংশয়াত্মকং সিদ্ধ্যকাজির্ণম্<sup>১০</sup> ।

আততায়িনমাদিসুং কোপিতং<sup>১১</sup> কূটসাক্ষিণম্ ॥ ১০ ॥

অবিশ্বস্ত, সংশয়াত্মক, সিদ্ধির প্রত্যাশী নয় এমন, আততায়ী, গ্রহণেচ্ছু, কূট, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারী । ১০

১ তা বি গ,—খ, তল্লাজড়ালস্তরূপং ।

২ ঐ, তিরোহিতমতিসুখা ।

৩ ঐ, গূঢ়ভক্তিপরংক্ষুদ্রং ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বাহু ।

৫ তা বি গ,—খ, ক্রিমিকবাদিনং ক্রুহং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্তব্ধং ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, প্রোষিতং প্রেষকং শঠং ।

৭ তা বি গ,—খ, বিশেষ । ৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, কার্যার্থসাধকং ; ঐ,—খ, কার্যবিঘাতকং ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিশ্বাসঘাতিনং দ্রোহকারিণং পাপকর্মিণং ।

১০ তা বি গ,—খ, সিদ্ধিকাজির্ণং ।

১১ ঐ, কুৎসিতং ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, আততায়িনমেকাক্ষং কুৎসিতং ।



সর্বপ্রভারকং দেবি সর্বোৎকৃষ্টাভিমানিনম্ ।

অসত্যং নিষ্ঠুরাসক্তং গ্রাম্যাদিবহুভাষিনম্<sup>১</sup> ॥ ১১ ॥

সর্বপ্রভারক, যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে একুণ, সত্যবর্জিত, পরুষ-  
বাক্যাসক্ত অর্থাৎ পরুষভাষী, অশিষ্ঠভাষী, যে বেশী কথা বলে । ১১ :

কুবিচারং কুতর্কাদিকারকং কলহপ্রিয়ম্ ।

বৃথাক্ষেপকরং মূর্খং চপলং বাগ্‌বিড়ম্বকম্ ॥ ১২ ॥

কুবিচারকারী, কুতর্কিক, কলহপ্রিয়, বৃথাপবাদকারী, মূর্খ, চপল যে  
বাক্যের দ্বারা প্রভারিত করে এমন । ১২

পরোক্ষে দুষণকরং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।

বাগ্‌ব্রহ্মবাদিনং বিদ্যাচোরমাত্মপ্রশংসকম্<sup>২</sup> ॥ ১৩ ॥

পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, বাক্যে ব্রহ্মবাদী, বিদ্যাচোর,  
আত্ম-প্রশংসক । ১৩

গুণাসহিষ্ণুঃ সহিতমাত্তং<sup>৩</sup> ক্রোধনমম্বিকৈ ।

বাচালং<sup>৪</sup> দুর্জনসখং সর্বলোকবিগর্হিতম্ ॥ ১৪ ॥

অম্বিকা, গুণ সম্পর্কে অসহিষ্ণু, অহিতকারী, আর্ত, কোপন, বাচাল,  
দুর্জনের বন্ধু, সর্বলোকনিন্দিত । ১৪

পিশুনং পরসন্তাপ্যং সন্নিদপ্রণয়ং<sup>৫</sup> প্রিয়ে ।

স্বক্লেশ<sup>৬</sup> বাদিনং স্বামিদ্রোহিণং স্বাত্মবঞ্চকম্ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে, পিশুন, অপরকে যে জ্বালায় এমন, বিহিত প্রথার প্রতি যার অনুরাগ  
নেই এমন, যে কেবল নিজের কষ্টের কথা বলে এমন, প্রভুদ্রোহী, আত্ম-  
প্রবঞ্চক । ১৫

জিহ্বোপস্থপরং দেবি তস্করং পশুচেষ্টিতম্ ।

অকারণদ্বেষহাসক্লেশক্রোধাদিকারিণম্<sup>৭</sup> ॥ ১৬ ॥

দেবী, জিহ্বোপস্থপরায়ণ, তস্কর, পশুর মতো যার আচরণ এমন, যে  
অকারণে বিদ্বেষ করে হাসে কষ্ট করে রাগ করে এমন । ১৬

১ তা বি গ,—ঘ, বহুভাষিনং ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, দুর্বিচার ।

৩ তা বি গ—খ, প্রকর্ষকং ।

৪ তা বি গ,—খ, আত্ম ; ঐ,—ঙ এবং র গ, আত্ম ।

৫ তা বি গ,—খ, চার্বাকং ।

৬ ঐ,—সন্নিদপ্রণয়ং ।

৭ ঐ,—ক, ক্লেশ ।

৮ ঐ,—ঘ, দাক্ষণং ।

অতিহাসমকর্মাণং<sup>১</sup> মর্যাস্তং<sup>২</sup> পরিহাসকম্ ।

কামুকঋণাভিনির্লজ্জং মিথ্যা<sup>৩</sup>দৃশ্যেচেষ্টসূচকম্ ॥ ১৭ ॥

অভিশয়হাস্যপরাঙ্গণ, অকর্মা, মর্যাস্তিকপরিহাসকারী, কামুক, অভিশয়  
নির্লজ্জ, মিথ্যা ও মন্দকর্মে প্রেরণা দেয় এমন । ১৭

অসূয়ামদমাৎসর্যদম্ভাহঙ্কারসংযুতম্ ।

ঈর্ষাপারুষ্যপৈশুণ্যকার্পণ্যক্রোধমানসম্ ॥ ১৮ ॥

অসূয়া মদ মাৎসর্য দম্ভ ও অহংকার এসবযুক্ত এমন, ঈর্ষা পারুষ্য পৈশুণ্য  
কার্পণ্য ও ক্রোধ এই সবে যার মন পূর্ণ এমন । ১৮

অধীরং দৃঃখিনং ভীরুশক্তং স্তব্ধমাতুরম্<sup>৪</sup> ।

অপ্রবুদ্ধমতিং মন্দং মূঢ়ং<sup>৫</sup> চিন্তাকুলং বিটম্ ॥ ১৯ ॥

অধীর, দৃঃখী, ভীরু, অশক্ত, স্তব্ধ, আতুর, অপ্রবুদ্ধমতি, মন্দ, মূঢ়, চিন্তাকুল,  
বিট । ১৯

তৃষ্ণালোভযুক্তং দীনমতুর্ফলং<sup>৬</sup> সর্বযাচকম্ ।

বহ্মাশিনং কপটিনং ভ্রামকং কুটিলং প্রিয়ৈ ॥ ২০ ॥

প্রিয়ৈ, তৃষ্ণা-ও লোভ-যুক্ত, দীন, অসন্তুষ্ট, সর্বযাচক, পেটুক, কপট,  
বিভ্রান্তিকারী, কুটিল । ২০

ভক্তিশ্রদ্ধাদয়াশান্তিধর্মাচারবিবর্জিতম্ ।

মাতাপিতৃগুরুপ্রাজ্ঞসদ্বচো<sup>৭</sup> হাস্যকারকম্ ॥ ২১ ॥

ভক্তি শ্রদ্ধা দয়া শান্তি ধর্ম আচার এইসব-বর্জিত, যে মাতা পিতা গুরু প্রাজ্ঞ  
ও সৎলোকের কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে এমন । ২১

কুলদ্রব্যাদিবীভৎসং গুরুসেবাভিমানিনম্ ।

জীর্ঘ্বিক্ষং<sup>৮</sup> সময়ভ্রষ্টং গুরুশপ্তং কুলেশ্বরী ।

ইত্যাদি দোষসংযুক্তং<sup>৯</sup> গুরুঃ শিষ্যং ন কারয়েৎ<sup>১০</sup> ॥ ২২ ॥

কুলদ্রব্যাদি সম্বন্ধে যে লোকের ঘৃণা উৎপাদন করে, যে গুরুসেবার  
অহংকার করে, যে জীলোকের ঘৃণার পাত্র, আচারভ্রষ্ট, গুরুশাপপ্রাপ্ত—এইরূপ  
সব ( উপরে বিবৃত ) দোষযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু শিষ্য করবেন না । ২২

১ ঐ,—খ, অতিহাসমকর্মাণং ।

২ ঐ,—ক, খ কর্মাস্ত ।

৩ ঐ,—গ,-দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, মলস্তব্ধমাতুরম্ ; ঐ,—ঘ ; স্তব্ধমাতুরম্ ।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, গুঢ়ং ।

৫ তা বি গ,—ক, খ, মন্ডভং ।

৬ ঐ,—ক, সত্ত্বভে ।

৭ ঐ,—খ, জীর্ঘ্বিক্ষং ।

৮ র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, ইত্যাদির্ঘ্ণোপেতং ;

ঐ,—ক, গ, ঘ, লক্ষণোপেতং ।

৯ র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, বিবর্জয়েৎ ।

সচ্ছিব্যস্ত কুলেশানি শুভলক্ষণসংযুতম্ ।

শ্রমাদি<sup>১</sup>সাধনোপেতং গুণশীলসমম্বিতম্ ॥ ২৩ ॥

কুলেশানী, যে সংশিষ্য সে হবে শুভলক্ষণযুক্ত, শ্রমাদিসাধনসম্পন্ন, গুণশীল-  
সমম্বিত । ২৩

স্বচ্ছদেহাম্বরং<sup>২</sup> প্রাজ্ঞং ধার্মিকং শুদ্ধমানসম্ ।

দৃঢ়ব্রতং সদাচারং শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতম্<sup>৩</sup> ॥ ২৪ ॥

নির্মল দেহাবরণধারী, প্রাজ্ঞ, ধার্মিক, শুদ্ধমানস, দৃঢ়ব্রত, সদাচারী,  
শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিত । ২৪

দক্ষমল্লাশিনং গুঢ়চিত্তং নির্ব্যাজসেবকম্ ।

বিমুখকারিণং বীরং মনোদারিদ্র্যবর্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

দক্ষ, স্বল্পাহারী, গুঢ়চিত্ত, অকপটসেবক, বিমুখকারী, বীর, মনে দারিদ্র্য-  
হীন । ২৫

সর্বকার্যাতিকুশলং স্বচ্ছং সর্বোপকারিণম্ ।

কৃতজ্ঞং পাপভীতঞ্চ সাধুসজ্জনসম্মতম্ ॥ ২৬ ॥

সর্বকার্যে অতিশয় কুশল, স্বচ্ছ, সর্বোপকারী, কৃতজ্ঞ, পাপভীত, সাধুসজ্জন-  
সম্মত । ২৬

আস্তিকং দানশীলঞ্চ সর্বভূতহিতে রতম্ ।

বিশ্বাসবিনয়োপেতং ধনদেহাদ্যবঞ্চকম্ ॥ ২৭ ॥

আস্তিক, দানশীল, সর্বভূতের হিতে রত, বিশ্বাস ও বিনয়-সম্পন্ন, ধনদেহাদি  
সম্পর্কে অবঞ্চক । ২৭

অসাধ্যসাধকং শূরমুৎসাহবলসংযুতম্ ।

অনুকূল<sup>৪</sup>ক্রিয়াযুক্তমপ্রমত্তং বিচক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

অসাধ্যসাধনকারী, শূর, উৎসাহ-ও বল-সম্পন্ন, অনুকূলক্রিয়াযুক্ত, অপ্রমত্ত,  
বিচক্ষণ । ২৮

হিতসত্যমিতস্মেরভাষণং মুক্তদুষণম্ ।

সকৃৎকৃতগৃহীতার্থং চতুরং কদ্বিবিস্তরম্ ॥ ২৯ ॥

হিতবাদী, সত্যবাদী, মিতভাষী, স্মেরভাষী দোষমুক্ত, যে একবার  
বলাতেই অর্থগ্রহণ করতে পারে, চতুর, প্রভূতবুদ্ধিযুক্ত । ২৯

স্বস্ততো পরনিন্দায়াং বিমুখং সুমুখং প্রিয়ে ।

জিহেতুপ্রিয়ং সুসন্তুষ্টং ধীমত্তং ব্রহ্ম<sup>৫</sup>চারিণম্ ॥ ৩০ ॥

১ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, সমাধি । ২ তা বি গ,—খ, স্বচ্ছদেহং বরং ।

৩ ঐ,—দয়াবিতং । ৪ তা বি গ,—ক, অমলঞ্চ ।

৫ ঐ,—ক, গ, ঘ, বুদ্ধি ।

প্রিয়ে, স্বস্তিবিমুখ, পরকৃত স্বনিন্দায় প্রসন্ন, জিতেন্দ্রিয়, অতিশয় সম্ভট,  
ধীমান, ব্রহ্মচারী । ৩০

ত্যাগ্যবিষাধিচাপল্যদুঃখভ্রান্তিমসংশয়ম্<sup>১</sup> ।

গুরুধ্যানস্তিতিকথাদেবার্চাবন্দনোৎসুকম্ ॥ ৩১ ॥

আধিব্যাধিজনিত চাপল্য দুঃখ ও ভ্রান্তি নিঃসংশয়ে পরিত্যাগকারী, গুরুর  
ধ্যান স্ততি ও কথা সম্পর্কে উৎসুক, দেবতার অর্চনা ও বন্দনায় উৎসুক । ৩১

গুরুদৈবতসম্ভক্তং কামিনী পূজকং পরম্ ।

নিত্যং গুরুসমীপস্থং গুরুসন্তোষকারকম্ ॥ ৩২ ॥

গুরু ও দেবতার ভক্ত, নারীর প্রতি অতিশয় সন্মান প্রদর্শনকারী, নিত্য  
গুরুসমীপে অবস্থানকারী, গুরুর সন্তোষবিধানকারী । ৩২

মনোবাক্তনুভির্নিত্যং<sup>২</sup> পরিচর্যা<sup>৩</sup> সমুদ্যতম্ ।

গুর্ভাজ্ঞাপালকং দেবি গুরুকীর্ত্তিপ্রকাশকম্ ॥ ৩৩ ॥

কায়মনোবাক্যে নিত্য গুরুপরিচর্যায় উদ্যত, গুরুর আজ্ঞা পালনকারী,  
গুরুর কীর্ত্তিপ্রকাশক । ৩৩

গুরুবাক্যপ্রমাণজং গুরুশুশ্রূষণে রতম্ ।

চিন্তানুবর্তিনং প্রেম্য<sup>৪</sup> কারিণং কুলনায়িকে ॥ ৩৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, গুরুবাক্যকে প্রমাণজ্ঞানকারী, গুরুশুশ্রূষারত, গুরুর  
চিন্তানুবর্তী, গুরুর ভৃত্যকর্মে রত । ৩৪

জাতিমানধনে গর্ব<sup>৫</sup>বর্জিতং গুরুসন্নিধৌ ।

নিরপেক্ষং গুরুদ্রব্যো তৎপ্রসাদাভিকাজ্জিগম্ ॥ ৩৫ ॥

গুরুর সকাশে জাতি মান ও ধনের গর্ববর্জনকারী, গুরুদ্রব্যে স্পৃহাহীন,  
গুরুর প্রসাদাকাজ্জী । ৩৫

কুলধর্মকথা<sup>৬</sup> যোগিযোগিনীকৌলিকপ্রিয়ম্ ।

কুলার্চনাদিনিরতং কুলদ্রব্যাজুগুপ্সকম্<sup>৭</sup> ॥ ৩৬ ॥

কুলধর্মকথা যোগী যোগিনী ও কৌলিকদের প্রতি যার প্রীতি, কুলার্চনাদি-  
নিরত, কুলদ্রব্যের প্রতি জুগুপ্সাহীন । ৩৬

১. তা বি গ,—খ, চাপল্যং দুঃখভ্রাত্ত্বসংশয়ং ।

২. ঐ,—ক, বন্দনোৎসুকং ।

৩. তা বি গ,—ক, সাক্ষিৎ ।

৪. ঐ,—খ, গুরুকার্য ।

৫. ঐ,—খ, প্রেম্য ।

৬. ঐ,—লজ্জাভিমানগর্বাদি ।

৭. তা বি গ,—উ এবং র গ, মহা ।

৮. ঐ,—কুলদ্রব্যাজুগুপ্সনং ।

জপধ্যানাদিনিরতং মোক্ষমার্গাভিকাজ্জিগম্<sup>১</sup> ।

কুলশাস্ত্রপ্রিয়ং দেবি পশু<sup>২</sup>শাস্ত্রপরাঙ্মুখম্ ।

ইত্যাদি লক্ষণোপেতং গুরুঃ শিষ্যং পরিগ্রহেৎ ॥ ৩৭ ॥

জপধ্যানাদিনিরত, মোক্ষমার্গের অভিলাষী, কুলশাস্ত্র যার প্রিয়, পশুশাস্ত্র-  
বিমুখ—এই সমস্ত লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তিকে গুরু শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন । ৩৭

শ্রীগুরুঃ পরমেশানি শুদ্ধবেশো মনোহরঃ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বাংসবয়বশোভিতঃ ৩৮ ॥

পরমেশানী, শ্রীগুরু হবেন শুদ্ধবেশ, মনোহর, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্বাংসবয়ব  
শোভিত । ৩৮

সর্বাগমার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্বতন্ত্র<sup>৩</sup>বিধানবিৎ ।

লোকসন্মোহনকরো<sup>৪</sup> দেববৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্বাগমার্থতত্ত্বজ্ঞ, সর্বতন্ত্রবিধানবিৎ, লোকসন্মোহনকারী, দেবতার মতো  
প্রিয়দর্শন । ৩৯

সুমুখঃ সুলভঃ স্বচ্ছো ভ্রমসংশয়নাশকঃ<sup>৫</sup> ।

ইঙ্গিতাকারবিৎ প্রাজ্ঞ উহাপোহবিদুজ্জলঃ<sup>৬</sup> ॥ ৪০ ॥

সুমুখ, সুলভ, স্বচ্ছ, ভ্রমসংশয়নাশক, আকার-ইঙ্গিতের অর্থবিদ, প্রাজ্ঞ<sup>৭</sup>  
সিদ্ধান্ত-ও পূর্বপক্ষ-বেত্তা, উজ্জল । ৪০

অন্তর্লক্ষ্যো<sup>৮</sup> বহির্দৃষ্টিঃ সর্বজ্ঞো দেশকালবিৎ ।

আজ্ঞাসিদ্ধিত্তিকালজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ ॥ ৪১ ॥

অন্তরে যার লক্ষ্য কিন্তু দৃষ্টি বাইরে, সর্বজ্ঞ, দেশকালবেত্তা, সিদ্ধি যার  
আজ্ঞাকারী, ত্রিকালজ্ঞ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করতে সমর্থ । ৪১

বেধকো বোধকঃ<sup>৯</sup> শাস্তঃ সর্বজীবদয়াপরঃ<sup>১০</sup> ।

স্বাধীনেন্দ্রিয়সঞ্চারষড়্‌বর্গবিজয়ক্ষমঃ<sup>১১</sup> ॥ ৪২ ॥

১ তা বি গ,—সৌখ্যমাজ্ঞাদিকাজ্জিগমঃ ।

২ ঐ,—পৃথক্ ।

৩ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ,—দ্বুত পাঠ ; তা বি গ, সর্বমন্ত ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, লোকসন্মোহনাকারো ।

৫ তা বি গ,—খ, স্বচ্ছঃ সংশয়চ্ছিদসংশয়ঃ ।

৬ ঐ,—ঙ এবং র গ, বিচক্ষণঃ ।

৭ তা বি গ,—খ, অন্তর্মুখো ।

৮ ঐ,বেধকোবোধকঃ ; ঐ,—গ, ঘ, বেদকো বোধকঃ ।

৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বজীবদয়াপরঃ ।

১০ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বিজয়ঃ প্রিয়ঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিজয়প্রদঃ ।

বেধক—নিগূঢ় রহস্যভেদসমর্থ । ষড়্বর্গ—কামাদি ষড়্‌রিপু ।

বেধক, বোধক, শাস্ত, সর্বজীবের দয়াপরায়ণ, ইন্দ্ৰিয়সঞ্চার যীর আয়ত্তে, ষড়্‌বর্গ জয় করিতে যিনি সমর্থ । ৪২

অগ্রগণ্যোত্তিগন্তীরঃ পাত্রাপাত্রবিশেষবিং ।

শিববিম্বসমঃ সাধুর্মন্দদর্শনদৃষকঃ<sup>১</sup> ॥ ৪৩ ॥

অগ্রগণ্য, অতিগন্তীর, পাত্রাপাত্রের ভেদবেত্তা, শিব এবং বিম্বের প্রতি তুল্যবুদ্ধি, সাধু, মন্দমতিদের মতবাদের নিন্দাকারী । ৪৩

নির্মলো<sup>২</sup> নিত্যসম্ব্যস্তঃ স্বতন্ত্রো মন্ত্রশক্তিমান<sup>৩</sup> ।

সম্ভক্তবৎসলো ধীরঃ কৃপালুঃ স্মিতপূর্ণবাক্<sup>৪</sup> ॥ ৪৪ ॥

নির্মল, নিত্যসম্ব্যস্ত, স্বতন্ত্র, মন্ত্রশক্তিসম্ব্যস্ত, সদ্ভক্তবৎসল, ধীর, কৃপালু, ঈষৎ হেসে কথা বলেন এমন । ৪৪

ভক্তপ্রিয়ঃ সদোদারো গন্তীরঃ শিষ্টসাধকঃ<sup>৫</sup> ।

স্বৈচ্ছদেবগুরুজ্যেষ্ঠ<sup>৬</sup> বনিতাপূজনোৎসুকঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্তদের প্রিয়, সদা উদার, গন্তীর, উৎকৃষ্ট সাধক, ইচ্ছদেবতা গুরু জ্যেষ্ঠ এবং শক্তির পূজায় উৎসুক । ৪৫

নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে রতঃ কর্মণ্যানিন্দিতে<sup>৭</sup> ।

রাগদ্বেষ<sup>৮</sup> ভয়ক্লেশদম্ভাহংকারবর্জিতঃ ॥ ৪৬ ॥

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ অনিন্দিত কর্মে রত, রাগ দ্বেষ ভয় ক্লেশ দম্ভ অহংকার এসববর্জিত । ৪৬

স্ববিদ্যানুষ্ঠানরতো ধর্মাদীনামুপার্জকঃ<sup>৯</sup> ।

ষড়্‌চ্ছালাভসম্ব্যস্তো গুণদোষবিভেদক ॥ ৪৭ ॥

১ তা বি গ,—খ, শিববিজ্ঞপ্তঃ সাধুঃ পশুদর্শনদৃষকঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সাধুমনুভূষণ-ভূষিতঃ ।

২ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, নির্মলো ।

৩ তা বি গ,—খ, নিত্যমালোকা স এব দেবতা প্রিয়ে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বতন্ত্রোহনন্ত-শক্তিমান্ ।

৪ তা বি গ,—খ, গ্রহকারকঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, ভক্তিপ্রিয়ঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ শুভশিষ্ট ইতি ক্রমঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ভক্ত-প্রিয়ঃ সমো দেবি গন্তীরঃ শিষ্টসাধকঃ ।

৬ তা বি গ,—খ, গুরুঃ প্রাজ্ঞো ; ঐ,—ঙ এবং র গ, জ্যেষ্ঠো দেবগুরুজ্যেষ্ঠো ।

৭ তা বি গ,—খ, কর্মণি নিন্দিতে ।

৮ ঐ,—ক, বাগ্‌দৃষকঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বার্ষিঃষেঘ ।

৯ তা বি গ,—খ, স্ববিদ্যানুষ্ঠানরতপোষ্মাণাঞ্চ প্রকাশকঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ধর্মজ্ঞানার্ধ-দর্শকঃ ।

স্ববিদ্যানুষ্ঠানরত, ধৰ্মাদি অৰ্জনকারী, যদৃচ্ছাসাভিসম্বন্ধে, গুণ ও দোষের ভেদ করতে সক্ষম । ৪৭

স্ত্রীধনাদিধনাসংক্লেঃ দ্বঃসঙ্গ ব্যাসনাদিহু<sup>১</sup> ।

সৰ্বাহম্ভাবসংযুক্তো<sup>২</sup> নির্দ্বন্দ্বো নিয়তব্রতঃ ॥ ৪৮ ॥

নারী ধন কুসঙ্গ ব্যাসনাদির প্রতি অনাসক্ত, সবই-আমি এই ভাবযুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব, নিয়তব্রত । ৪৮

অলোলুপ হ্রসঙ্গশ্চ<sup>৩</sup> পক্ষপাতী বিচক্ষণঃ ।

বিত্তবিদ্যাদিভির্মন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদ্যবিক্রয়ী ॥ ৪৯ ॥

অলোলুপ, আসক্তিহীন, স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী, বিচক্ষণ, বিত্ত বা বিদ্যার বিনিময়ে মন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদি অবিক্রয়ী । ৪৯

নিঃসঙ্কে নির্বিকল্পশ্চ নির্ণীতাত্মাতি<sup>৪</sup> ধার্মিকঃ ।

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোদনী নিরপেক্ষো নিরাময়ঃ<sup>৫</sup> ।

ইত্যাদিলক্ষণোপেতঃ শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥

নিঃসঙ্গ, নির্বিকল্প, আত্মাবধারণক, ধার্মিক, নিন্দা ও স্তুতিকে তুল্যজ্ঞানকারী, মোদনী, নিরপেক্ষ, নিরাময়—প্রিয়ে, শ্রীগুরুকে এইসব লক্ষণযুক্ত বলা হয় অর্থাৎ এইসব লক্ষণযুক্ত যিনি তিনি গুরু হতে পারেন । ৫০

যঃ শিবঃ সর্বগঃ সূক্ষ্মশ্চোন্মনা নিষ্কলোহব্যয়ঃ<sup>৬</sup> ।

ব্যোমাকারো হৃজোহনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ে, যিনি শিব, সর্বগ, সূক্ষ্ম, উন্মনা ( অর্থাৎ মনের পারে অবস্থিত ), নিষ্কল, অব্যয়, ব্যোমাকার, অঙ্গ, অনন্ত, তাঁর পূজা কি করে হবে । ৫১

অতএব শিবঃ<sup>৭</sup> সাক্ষাদ্ গুরুরূপং সমাপ্তিতঃ ।

ভক্ত্যা সম্পূজিতো<sup>৮</sup> দেবি ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ৫২ ॥

অতএব, ওগো দেবী, শিব সাক্ষাৎ গুরুরূপ ধারণ করেন । ভক্তিভরে তাঁর পূজা করলে তিনি ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন । ৫২

১ তা বি গ,—খ, ব্যাসনোচ্ছিতঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দ্বঃসলো ব্যাসনাদিহু ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সম্বন্ধো ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, হ্রসঙ্গ ; ঐ,—খ, অলোলুপোহ-  
হিংসকশ্চ ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, নির্ণীতাত্মোহতি ।

৫ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, নিরামকঃ ।

৬ র গ, সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ । ৮ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, সম্পূজয়েদেবি ।

শিবোহং নাকৃতির্দেবি নরদৃগ্গোচরো নহি<sup>১</sup> ।

তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষতি ধার্মিকান্<sup>২</sup> ॥ ৫৩ ॥

দেবী, আমি শিব, আকারহীন, মানুষের দৃষ্টিগোচর নই। সেইজন্য, শিব শ্রীগুরুরূপে ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করেন অর্থাৎ আমিই গুরুরূপে ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করি। ৫৩

মনুষ্যচর্মণাবদ্ধঃ<sup>৩</sup> সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ম্ ।

সচ্ছিত্তা<sup>৪</sup>ন্নানুগ্রহার্থায় গৃঢ়ং পর্যটতি ক্ষিতৌ ॥ ৫৪ ॥

সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং মনুষ্যচর্মাবৃত হয়ে সংশিষ্যদের অনুগ্রহ করার জন্য সংসারে গৃঢ়ভাবে বিচরণ করেন। ৫৪

সম্ভক্তরক্ষণায়ৈব নিরাকারোহপি সাকৃতিঃ<sup>৫</sup> ।

শিবঃ কৃপানিধিলোকে সংসারীব হি চেষ্টতে<sup>৬</sup> ॥ ৫৫ ॥

কৃপানিধি শিব নিরাকার হলেও সম্ভক্তদের রক্ষার জন্য আকার ধারণ করে সংসারে সংসারী লোকের মতো ব্যবহার করেন। ৫৫

ললাটলোচনং চান্দ্রীং কলামপি চ দোদর্শয়ম্ ।

অন্তর্নিধান বর্তেত<sup>৭</sup> গুরুরূপো মহীতলে ॥ ৫৬ ॥

ললাটলোচনং—ললাটস্থ লোচনকে অর্থাৎ তৃতীয় নেত্রকে। ত্রিলোচন শিবের তৃতীয় নেত্র ললাটে। চান্দ্রীং কলাং—চন্দ্রকলা। শিবের মাথায় চন্দ্রকলা অবস্থিত।

দোদর্শয়ং—দুটি বাহু। এখানে চতুর্ভুজ শিবের কথা বলা হচ্ছে। চারটির মধ্যে দুটি ভুজ বা বাহু।

ললাটস্থ নেত্র, চন্দ্রকলা এবং দুটি বাহু ভিতরে রেখে অর্থাৎ প্রকট না করে ইনি গুরুরূপে জগতে বিরাজ করেন। ৫৬

অত্রিনেত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদচতুর্বাংহরচূড়াতঃ ।

অচতুর্বদনো ব্রহ্মা শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥

প্রিয়ে, বলা হয় শ্রীগুরু সাক্ষাৎ শিব কিন্তু ত্রিলোচন নন, বিষ্ণু কিন্তু চতুর্ভুজ নন, ব্রহ্মা কিন্তু চতুরানন নন। ৫৭

১ তা বি গ,—খ, শিবা দিব্যাকৃতির্দেবি নরদৃগ্গোচরো নহি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শিবো-হমাকৃতি।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বদা।

৩ ঐ, নদ্ধ।

৪ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, শিষ্যা।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিরহংকারমাকৃতি।

৬ ঐ, চেষ্টিতঃ।

৭ তা বি গ,—খ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, অন্তর্ধানে চ বর্তেতঃ ; ঐ,—ঙ অন্তর্ধানে চ বর্তো-হয়ং ; র গ, অন্তর্ধানে চ বর্তো-হয়ং।



নরবদদৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্মণা ।

শিববদদৃশ্যতে লোকে ভবানি পুণ্যকর্মণা<sup>১</sup> ॥ ৫৮ ॥

ভবানী, পাপকর্মা ব্যক্তি শ্রীগুরুকে মানুষের মতো দেখে আর পুণ্যকর্মা ব্যক্তি দেখে শিবের মতো । ৫৮

শ্রীগুরুং পরমং তত্ত্বং তিষ্ঠন্তং চক্ষুরগ্রতঃ ।

মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি হৃদ্ধাঃ<sup>২</sup> সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্ধেরা যেমন উদিত সূর্যকে দেখতে পায় না তেমনি হৃদ্বাগ্য ব্যক্তির চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান পরমতত্ত্বের বিগ্রহরূপী শ্রীগুরুকে দেখতে পায় না । ৫৯

গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ।

শিব এব<sup>৩</sup> গুরুনোচেত্তুক্তিং মুক্তিং দদাতি কঃ ॥ ৬০ ॥

গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব একথা নিঃসংশয় সত্য । শিবই গুরু । নৈলে ভুক্তি-মুক্তি দেবে কে ? ৬০

সদাশিবস্য দেবস্য শ্রীগুরোরপি পার্বতি ।

উভয়োরন্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী ॥ ৬১ ॥

পার্বতী, দেব সদাশিব এবং শ্রীগুরুর মধ্যে কোনো ভেদ নেই । যে ভেদ করে সে পাতকী । ৬১

দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশোঃ পাশানশেষতঃ<sup>৪</sup> ।

হিত্বা পরং পদং দেবি নয়তোনমতো গুরুঃ<sup>৫</sup> ॥ ৬২ ॥

দেবী, দেশিকরূপে শিষ্যের পশুপাশ নিঃশেষে ছিন্ন করে তাকে পরমপদ প্রাপ্ত করান । এইজন্মই তিনি গুরু । ৬২

সর্বানুগ্রহকর্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ ।

আচার্যরূপমাস্থায় দীক্ষক্কা মোক্ষয়েৎ পশুন্ ॥ ৬৩ ॥

সর্বানুগ্রহকর্তৃত্বসম্পন্ন করুণানিধি ঈশ্বর আচার্যরূপ ধারণ করে পশুদের দীক্ষা দিয়ে মুক্ত করেন । ৬৩

১ তা বি গ,—খ, সাক্ষাৎ নরাণাং পুণ্যকর্মণা ; ঐ,—ক, গ, ঘ, নরাণাং পুণ্যকর্মিণাং ।

২ ঐ,—ক, জ্যোৎস্না ; ঐ,—উ এবং র গ, শুদ্ধাঃ ।

৩ ঐ,—উ এবং র গ, শিবরূপী ।

৪ তা বি গ,—খ, পাশানুশেষতঃ ; ঐ,—উ এবং র গ, পশুপাশানশেষতঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, নয়তোনমিতি ঋতিঃ ; তা বি গ,—উ এবং র গ, নয়তোবমতো গুরুঃ ।

যথা ঘটশ্চ কলসঃ কুণ্ডশ্চৈকার্থবাচকঃ ।

তথা দেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

স্বয়ম্ ঘট কলস এবং কুণ্ড একার্থবাচক তেমনি দেবতা মন্ত্র এবং গুরু একার্থবাচক বলা হয় । ৬৪

যথা দেবস্তথা মন্তো যথা মন্ত্রস্তথা গুরুঃ ।

দেবমন্ত্রগুরুণাঞ্চ পূজায়াঃ<sup>১</sup> সদৃশং ফলম্ ॥ ৬৫ ॥

যা দেবতা তাই মন্ত্র, যা মন্ত্র তাই গুরু । দেবতা মন্ত্র এবং গুরুর পূজার একই রকম ফল হয় । ৬৫

শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্নামি<sup>২</sup> পার্বতি ।

গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশামিকৃন্তয়ে<sup>৩</sup> ॥ ৬৬ ॥

পার্বতী, আমি শিবরূপ ধারণ করে পূজা গ্রহণ করি আর গুরুরূপ ধারণ করে জীবের ভবপাশ ছিন্ন করি । ৬৬

সিদ্ধান্তসারবেত্তাহং বীজোহমিতি বোধকৃৎ ।

অবিচ্ছিন্নঃ সদা হৃদে<sup>৪</sup> হৃদয়ো গুরুরুচ্যতে ॥ ৬৭ ॥

‘আমি সিদ্ধান্তসারবেত্তা, আমি বীজ’—এই বোধ যিনি জন্মতে পারেন, যিনি ব্রহ্মাবিচ্ছিন্ন এবং সর্বদা হৃদে হৃদয় তাঁকেই গুরু বলা হয় । ৬৭

যো বিলজ্জ্যাশ্রম্যান্ বর্ণনাত্মনোব স্থিতঃ সদা<sup>৫</sup> ।

জ্যোতি<sup>৬</sup> বর্ণাশ্রমী যোগী স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে, যিনি বর্ণাশ্রম অতিক্রম করে সর্বদা আত্মস্থ, যার কাছে পরমজ্যোতিই বর্ণাশ্রম, যিনি যোগী, তাঁকেই গুরু বলা হয় । ৬৮

ষড়্ধ্বানং ষড়াধারং<sup>৭</sup> ষোড়শাধারনির্ণয়ম্<sup>৮</sup> ।

যো জানাতি বিধানেন স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥

ষড়্ধ্বা—বর্ণ, পদ, মন্ত্র, কলা, তত্ত্ব এবং ভুবন এই ছটি অধ্বা অর্থাৎ পথ বা উপায় ।

ষড়াধার—ষট্চক্র, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুত্র, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা ।

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, পূজয়া ।

২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, গৃহ্নামি ।

৩ তা বি গ,—খ, মিকৃন্ততি ; ঐ—ঙ, মিকৃন্তয়েৎ ।

৪ অবিচ্ছিন্নসমাহৃষ্ট ।

৫ তা বি গ,—খ, হিরা মতিঃ ।

৬ ঐ, সোতি ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—বৃত্ত পাঠ ; তা বি গ, নবাধারং ষড়্ধ্বানং ।

৮ র গ, ষোড়শাধারনির্ণয়ং ।

ষোড়শাধার—মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, বিন্দু, কলা, নিবোধিকা, অর্ধেন্দু, নাদ, নাদান্ত, উন্নয়ী, বিম্বচক্র, প্রথমগুণ ও শিব।  
—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৬২-৬৩।

প্রিয়ে, যিনি ষড়্ধ্বা, ষড়াধার এবং ষোড়শাধার যথাবিধি নির্ণয় করতে জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৬৯

দৃশ্যং বিনা স্থিরা দৃষ্টির্মনশ্চালম্‌বনং বিনা।

বিনায়াসং স্থিরো বায়ুর্যশ্চ স্তাৎ স গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, দৃশ্যবস্তু ছাড়াই যাঁর দৃষ্টি স্থির, আলম্বন ছাড়াই যাঁর মন স্থির এবং কোন আয়াস ছাড়াই যাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থির হয়, তিনিই গুরু। ৭০

যন্তু সংবিত্তিজ্ঞানং<sup>১</sup> পরানন্দসমুদ্ভবম্।

তত্তত্ত্বং বিদিতং যেন স গুরুঃ কুলনারিকৈ ॥ ৭১ ॥

ওগো কুলনারিকা, চিৎ-এবং আনন্দ-সমুদ্ভব তত্ত্ব যিনি অবগত তিনি গুরু। ৭১

ভূতভবৌ তন্ত্রমন্ত্রৌ বেত্তি যঃ শাস্ত্রশাস্ত্রবম্<sup>২</sup>।

বেধঞ্চ ষড়্‌বিধং দেবি স হি বেত্তি পরো গুরুঃ<sup>৩</sup> ॥ ৭২ ॥

বেধঞ্চ ষড়্‌বিধং—ষড়্‌বিধ বেধ। আগব, শাস্ত্র এবং শাস্ত্রব এই ত্রিবিধ বেধ। এর প্রত্যেকটি আবার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। কাজেই বেধ-সংখ্যা ছয় (৩×২)।

যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ, তন্ত্র ও মন্ত্র, শাস্ত্রমত ও শাস্ত্রব মত এবং ষড়্‌বিধ বেধ জানেন তিনি পরগুরু। ৭২

পদবর্ণকলামন্ত্রমণ্ডলে ভুবনাস্থায়ং<sup>৪</sup>।

শোধয়েদ্ যঃ ষড়্‌ধ্বানং স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

প্রিয়ে যিনি পদ, বর্ণ, কলা, মন্ত্র, মণ্ডল এবং ভূবন নামক ষড়্‌ধ্বা শোধন করেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৭৩

১ তা বি গ,—ক, বহুসম্পত্তিজ্ঞাননং; ঐ—ঙ এবং র গ, সত্ত্বসম্পত্তিজ্ঞাননং।

২ তা বি গ,—খ, ভূতো ভাবো ভদ্ররৌজৌ শক্যতে শাস্ত্রবমেব যঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শাস্ত্রশাস্ত্রববিস্তমঃ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—দ্বুত পাঠ; তা বি গ, বেধকরো গুরুঃ; ঐ,—খ, বেদস্ত ষড়্‌বিধং দেবি স হি বেধকরো গুরুঃ।

৪ ঐ,—গ,—দ্বুত পাঠ; তা বি গ,—ক, খ, পরবর্ণকলামন্ত্রমণ্ডলভূবনাস্থায়ং; তা বি, গ, পদমন্ত্রকলামন্ত্রমণ্ডলভূবনাস্থায়ং।

বেধং পদং নিরোধক<sup>১</sup> গ্রহণং মোক্ষণং তথা ।

যো বা সম্যগ্‌বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৪ ॥

প্রিয়ে, বেধ, পদ, নিরোধ, গ্রহণ, মোক্ষণ, যিনি যথাবিধি জানেন তাঁকে গুরু বলা হয় । ৭৪

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিচ্চ তুরীয়ং তদতীতকম্ ।

যো বেত্তি পঞ্চকং দেবি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৫ ॥

দেবী, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় এবং তুরীয়াতীত এই পঞ্চ অবস্থা যিনি অবগত আছেন, প্রিয়ে, তাঁকে গুরু বলা হয় । ৭৫

পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্টয়ম্ ।

যো বা সম্যগ্‌বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৬

প্রিয়ে, পিণ্ড, পদ, রূপ এবং রূপাতীত এই চতুষ্টয় যিনি সম্যক্ জানেন তাঁকে গুরু বলা হয় । ৭৬

যো বা পরাঞ্চ পশুন্তীং মধ্যমাং বৈখরীমপি ।

চতুষ্টয়ং বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৭ ॥

চতুষ্টয়ং—বাক্‌চতুষ্টয় অর্থাৎ পরা পশুন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী এই চতুর্বিধ শব্দ । “বৈখরী থেকে পরা পর্যন্ত শব্দের ক্রমসূক্ষ্ম স্তর বা অবস্থা সূচিত হয়েছে । বৈখরী স্থূল, মধ্যমা সূক্ষ্ম, পশুন্তী সূক্ষ্মতর এবং পরা সূক্ষ্মতম ।” শাক্তদর্শনে শব্দব্রহ্মকে বলা হয় নাদ । পরাদি বাক্ বা শব্দ নাদেরই চতুর্বিধ রূপ ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৭৩ ।

প্রিয়ে, যিনি পরা পশুন্তী মধ্যমা বৈখরী এই বাক্‌চতুষ্টয় জানেন তাঁকে গুরু বলা হয় । ৭৭

আত্মবিদ্যাশিবসর্বমিতি তত্ত্ব<sup>২</sup>চতুষ্টয়ম্ ।

যো বেত্তি পরমেশানি স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে<sup>৩</sup> ॥ ৭৮ ॥

তত্ত্বচতুষ্টয়ং—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব এবং সর্বতত্ত্ব এই চতুর্বিধ তত্ত্ব । এটি বিশেষ সম্প্রদায়সম্মত মত । কেননা, সাধারণতঃ শৈবশাক্ত দর্শনে শিবাদিক্ৰিষ্টান্ত ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব ; অথবা নরতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব । শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই উভয়ে মিলে শক্তিতত্ত্ব । যেহেতু শিব ও শক্তি অভিন্ন সেই হেতু এই উভয় তত্ত্বকে শিবতত্ত্বও বলা যায় । আরোহক্রমে “ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিরোধক ; ঐ,—খ-ঘটং নিরোধক ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিদ্যা ।

৩ র গ, গুরুঃ পরমো মতঃ ।

মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব বলে গণ্য হয়।” অবিভক্ত ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব সর্বতত্ত্ব।  
—তত্ত্বসম্বন্ধে দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৮৪-২৮৬।

ওগো পরমেশানী, আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও সর্বতত্ত্ব এই তত্ত্বচতুষ্টয় যিনি সম্যক্ অবগত আছেন তিনি গুরু, অপর কেউ নয়। ৭৮

পাশচ্ছেদং<sup>১</sup> বেধদীক্ষাং পশুগ্রহণং<sup>২</sup>মেব চ।

ত্রিবিধং যো বিজানাতি স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৭৯ ॥

পাশচ্ছেদং—পাশছেদন। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশ। এই অষ্ট পাশের ছেদন। অবশ্য, পাশের সংখ্যা বাহ্যিক বা বায়ট্রিও নির্দেশ করা হয়েছে।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬।

বেধদীক্ষাং—বেধদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা। একে মনোদীক্ষা বা মানস-দীক্ষাও বলা হয়। আলোচ্যমান তন্ত্রে (১৪।৩৭) “এই দীক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কুম্ৰ যেমন নিজের ছানাগুলিকে শুধু ধ্যানের দ্বারা পোষণ করে বেধদীক্ষা উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার অর্থাৎ এই দীক্ষায় গুরু ধ্যানের দ্বারাই শিষ্যকে দীক্ষিত বা প্রবুদ্ধ করেন।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৪-৯৫।

পশুগ্রহণম্—পশুগ্রহণ অর্থাৎ পাশবদ্ধ ব্যক্তিকে পারমার্থিক সাধনায় আকর্ষণ।

পাশছেদন, বেধদীক্ষা এবং পশুগ্রহণ এই ত্রিবিধ কর্ম যিনি জানেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৭৯

পদং পাশং পশুনাঞ্চ রহস্যার্থং বিধানতঃ।

যো জানাতি বরারোহে স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৮০ ॥

প্রিয়ে, ওগো বরারোহা, পদ পাশ এবং পশুর রহস্যার্থ যিনি যথাবিধি জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৮০

চক্রসঙ্কেতকং মন্ত্রপূজাসঙ্কেতকং তথা।

ত্রিতয়ং যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ<sup>৩</sup> প্রিয়ে ॥ ৮১ ॥

প্রিয়ে, যিনি চক্রসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত এবং পূজাসঙ্কেত জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৮১

১ তা বি গ,—গ, পশুপ্তভং ; ঐ,—ঘ, ঙ এবং র গ, পশুপ্তভং।

২ তা বি গ,—গ, পশুপ্তহন ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পশুপ্তহন।

৩ র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, মন্ত্রং ; ঐ—ক, যন্ত্রং।

৪ র গ, পরমো মতঃ।

বাণৈতরস্বয়ম্ভূখ্যলিঙ্গত্রিতয়সংস্থিতিম্ ।

তত্ত্বতো যো বিজ্ঞানান্তি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে<sup>১</sup> ॥ ৮২ ॥

বাণলিঙ্গ—অন্যতঃ চক্রে একটি ত্রিকোণ আছে। “এই ত্রিকোণের মধ্যে কনকাকার অঙ্গরাগের দ্বারা উজ্জ্বল বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত।”

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ—মূলাধারচক্রে চতুর্দল পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে আছে ত্রৈশ্বর্য নামক ত্রিকোণ। “এই ত্রিকোণের মধ্যে কোটি সূর্যের প্রভাব মতো প্রভাযুক্ত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজমান।”

ইতরলিঙ্গ—আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলপদ্মের কর্ণিকার “মধোই আছে যোনি বা শক্তিত্রিকোণ এবং তার মধ্যে বিদ্যাম্বালার মতো উজ্জ্বল ইতর নামক শিবলিঙ্গ।”

প্রিয়ে, যিনি বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গের অবস্থিতি তত্ত্বানুসারে অবগত আছেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৮২

আণবং কার্মণকৈবং মায়ীময়ং<sup>২</sup> মলত্রয়ম্ ।

যো বিশোধয়িতুং শক্তিঃ স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৩ ॥

আণবং—আণব মল। “যার জ্ঞানক্রিয়াশক্তি সংকুচিত সেই জীব বদ্ধ, স্ব-স্বরূপবিস্মৃত। জীবের বন্ধনের হেতু অজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থই স্ব-স্বরূপভ্রষ্টতা। এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে।” “পরমেশ্বর শিব স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-শক্তি দ্বারা স্বীয় পূর্ণজড়কর্তৃত্বাদি তিরোহিত করে অখ্যাতি-আত্মক (স্বরূপ-অখ্যাতি) আণব মলের উদ্ভব ঘটান এবং তার দ্বারা নিজের শিবত্বস্বরূপ আবৃত করেন।” “আণব মলকে অপূর্ণংমগতা বলা হয়েছে। শিবের অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সংকুচিত হলে অপূর্ণংমগতারূপ আণব মলের উদ্ভব হয়।”

কার্মণং—কার্মমল। “শিবের অসংকুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সংকুচিত হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিংকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই কর্মল্লিয়রূপ সংকোচ গ্রহণ পূর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমলের উদ্ভব হয়।”

মায়ীময়ং—মায়ীময়মল। “শিবের অসংকুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সংকুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে কিঞ্চিংজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃ-করণবুদ্ধীল্লিয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক অত্যন্ত সংকুচিত হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদপ্রথারূপ

১ এ, পরমো মতঃ।

২ তা বি গ,—ক, আত্মজং কর্মজকৈবঃ, এ,—ঙ এবং র গ, আনব্যাং কার্মণকৈবঃ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মায়িকঞ্চ।

মারীয় মলের উদ্ভব হয়।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৭৮-৮০।

যিনি আগব, কাম' এবং মারীয় এই মলত্রয় শোধন করতে পারেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৮৩

আরক্তগুরুমিশ্রা [ কৃষ্ণা ] খ্যচরণত্রয়বাসনাম্ ।

যো জানাতি মহাদেবি স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৪ ॥

আরক্ত—অতি লোহিত। লোহিত বা রক্তবর্ণ রজোগুণের বর্ণ। অতএব, আরক্ত অর্থ রাজসিক। গুরু—শ্বেত। সত্ত্বগুণের বর্ণ শ্বেত। কাজেই, গুরু অর্থ সাত্ত্বিক।

মিশ্র—মিশ্রিত। কৃষ্ণবর্ণে সব বর্ণ মিশে যায়। কাজেই, মিশ্র অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রমোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ। অতএব, মিশ্র অর্থ তামসিক।

বাসনা—উদ্দেশ্য, ভাবনা। এই ভাবনা শাস্ত্রবিহিত ভাবনা। সাধনাসংস্কৃষ্ট কোনো বস্তুর শাস্ত্রসম্মত অর্থকেও বাসনা বলা হয়।

মহাদেবী, যিনি আরক্ত গুরু এবং মিশ্র নামক চরণত্রয়বাসনা অবগত আছেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৮৪

মহামুদ্রাং নভোমুদ্রাং উড্ডীয়ানং জালঙ্করম্<sup>১</sup> ।

মূলবন্ধক যো বেত্তি স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৫ ॥

মহামুদ্রাং—মহামুদ্রা। ঘেরণসংহিতাপ্রোক্ত হঠযোগের সপ্তাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। আসনের মতো মুদ্রা শারীর অবস্থানবিশেষ। ঘেরণসংহিতা বলেন, মুদ্রা দ্বারা শরীর স্থিরতা লাভ করে। এই গ্রন্থমতে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ এই পঞ্চ মহাক্লেশাদি এবং মরণাদি দুঃখ ক্ষয় করে বলে এই মুদ্রাকে মহামুদ্রা বলা হয়।

কি করে মহামুদ্রা করতে হয় এবং অগ্ণ্যন্ত বিবরণ সম্বন্ধে দ্রঃ হঠযোগ-প্রদীপিকা, ৩।১০-১৮।

নভোমুদ্রাং—খেচরীমুদ্রা। হঠযোগপ্রদীপিকাতে (৩।৩২-৫৪) খেচরীমুদ্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থমতে (৩।৫০) খেচরীমুদ্রা দ্বারা মানুষের ব্যাধি দূর হয়, জরা নাশ হয়, শস্ত্রাঘাত নিবারণ-শক্তি জন্মে, অনিমাди অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, অমরত্ব লাভ হয় এবং সিদ্ধাঙ্গনাকে আকর্ষণ করার শক্তি জন্মে।

উড্ডীয়ানং—উড্ডীয়ান বন্ধ। এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা, ৩।৫৫-৬০।

উক্ত গ্রন্থানুসারে এই বন্ধ নিরুদ্ধ প্রাণবায়ুকে সুস্থতা নাড়ীতে উড্ডীন করে

বলে একে উড্ডীয়ান বলা হয়। এই গ্রন্থমতে (৩৫৮-৬০) উড্ডীয়ানবন্ধ অভ্যাসের দ্বারা বৃদ্ধও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এটি দৃঢ় হলে মুক্তি স্বাভাবিক হয়।

জালন্ধরং—জালন্ধরবন্ধ। এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা (৩৭০-৭৫)।

উক্ত গ্রন্থানুসারে (৩৭৫) জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস হলে মৃত্যু, জরা, রোগ এবং বলী, পলিত, তন্দ্রা, আলস্য ইত্যাদি থাকতে পারে না।

মূলবন্ধং—মূলবন্ধ। এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা, (৩৬১-৬৯)। উক্ত গ্রন্থমতে (৩৬৫) মূলবন্ধ অভ্যাস হলে বৃদ্ধও যুবা হয়ে যায়।

মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা উড্ডীয়ান জালন্ধর এবং মূলবন্ধ এইগুলি যিনি জানেন তিনি পরমগুরু বলে স্বীকৃত। ৮৫

শিবাদিক্ষিতিপর্যন্তং ষট্‌ত্রিংশতত্বনির্ণয়ম্।

যো বিজানাতি তত্ত্বেন স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৬ ॥

ষট্‌ত্রিংশতত্ব—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ, পুরুষ, প্রকৃতি (অব্যক্ত বা গুণতত্ত্ব), বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্ত্রাত্ম এবং পঞ্চ মহাভূত—শৈবশাক্ত দর্শনে এই ষট্‌ত্রিংশং তত্ত্ব স্বীকৃত। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৬১-২৬২।

যিনি শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশং তত্ত্বনির্ণয় নিঃসংশয়িতভাবে জানেন, তিনি পরমগুরু বলে স্বীকৃত। ৮৬

অন্তর্যাগং বহির্যোগং কালজ্ঞানং স্থিতং<sup>১</sup> প্রিয়ে।

চারুযন্ত্রবিধানঞ্চ যো বেত্তি স গুরুঃ প্রিয়ে<sup>২</sup> ॥ ৮৭ ॥

কালজ্ঞানং—কাল সম্বন্ধী জ্ঞান, বিনাশ বা সংহার বিষয়ক জ্ঞান। স্থিতং—স্থিতি। চারুযন্ত্রবিধানং—সুন্দর করে যন্ত্ররচনা।

“যন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ কোনো কার্যের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্য সাধিত হয় সেই বস্তু (instrument)। পূজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধোয় বস্তুতে মন নিবিষ্ট করার সাধন বলা যায়।

যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে শক্তিলেখা (dynamic graph)। কোন বস্তুর উপাদানশক্তিসমূহের (constituent forces) রেখাচিত্র সেই বস্তুর

১ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ,-দ্ব্যুত পাঠ; তা বি গ, কলাজ্ঞানস্থিতিং।

২ তা বি গ,—খ,-দ্ব্যুত পাঠ; তা বি গ, বাধ্যযন্ত্রবিধানঞ্চ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ত্রিবিধানঞ্চ যো বেত্তি সঃ গুরুঃ পরমো মতঃ।



যন্ত্র । কাজেই প্রত্যেক বস্তুবিশেষের যন্ত্র আছে । আবার সন্ন্যাস ব্রহ্মাণ্ডেরও মহাযন্ত্র আছে । বিশেষ যন্ত্র সেই মহাযন্ত্রেরই রূপভেদ মাত্র ।

এইজন্য মর্মজ্ঞরা বলেন, যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা । গভীরের কথা যন্ত্র শক্তিলেখা, যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৮৫ ।

প্রিয়ে যিনি অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ জানেন, কালজ্ঞান যাঁর অধিগত, স্থিতিজ্ঞ যিনি এবং চারুযন্ত্রবিধান যাঁর অধিগত তিনি গুরু । ৮৭

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডম্মোন্নৈক্যং স্থিতং<sup>১</sup> যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

শিরাস্তিরোমসংখ্যাদি স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে<sup>২</sup> ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়ে, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যে অবস্থিতি এবং শিরা অস্থি লোমসংখ্যাদি যিনি নিঃসংশয়িতরূপে জানেন তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ৮৮

পদ্মাদি চতুরশীতিনানাসনবিচক্ষণঃ ।

যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগজ্ঞঃ স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৯ ॥

চতুরশীতি আসন—চৌরাশী আসন । “হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে আসন বলা হয় । পদ্ম, স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এই-সব আসন পরিচিত ।”

“আসন অসংখ্য । ঘেরণ্ডসংহিতায় (২।১) বলা হয়েছে জগতে জীবজন্তু যত আসনের সংখ্যাও তত । শিব চৌরাশী লক্ষ আসনের কথা বলেছেন । তার মধ্যে বিশিষ্ট আসন চৌরাশিটি ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৭৭ ।

যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগ ।

“শাস্ত্রে যোগশব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে । গোতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—যোগ শব্দের অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায় । যোগবিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৭০ ।

যিনি পদ্মাসনাদি চৌরাশীটি বিভিন্ন আসন বিষয়ে বিচক্ষণ এবং যমাদি অষ্টাঙ্গসহ যোগ জানেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত । ৮৯

১ তা বি গ,—ও এবং র গ,—দ্বুত পাঠ ; তা বি গ, স্থিতিং ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, স গুরুঃ পরমো মতঃ ।

১ ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমীঃ ।

কুলং শীলং তথা জাতিরক্ষো পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯০ ॥

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা কুল শীল এবং জাতি এই আটটিকে পাশ  
বলা হয় । ৯০

পাশবন্ধঃ পশুজের্ম পাশমুক্তো মহেশ্বরঃ ।

তস্মাৎ পাশহরো যন্তঃ স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৯১ ॥

পাশবন্ধকে পশু আর পাশমুক্তকে মহেশ্বর বলে জানবে । তাই, যিনি  
পাশ ছিন্ন করেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত । ৯১

বন্ধনং যোনিমুদ্রয়া মন্ত্ৰচৈতন্যদর্শনম্\* ।

যন্তমন্ত্ৰঃ স্বরূপঞ্চ যো বেত্তি স গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৯২ ॥

যোনিমুদ্রয়া—যোনিমুদ্রা দ্বারা । বিভিন্নভাষে যোনিমুদ্রার বিবরণ পাওয়া  
যায় । সব বিবরণের মূল বক্তব্য এক । এখানে ভূতশুদ্ধিতত্ত্বোক্ত বিবরণ  
দেওয়া হল । “মূলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ । তার মধ্যে আছে  
সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোদ্ভব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ । সেই লিঙ্গের উপরে  
হংসাক্রিয়া চিংকলার ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই স্বয়ম্ভু-  
লিঙ্গকে যাকে বেষ্ঠন করে অবস্থান করছেন কুণ্ডলিনী । চিংকলায় জগন্ময়ী  
তেজোরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করতে হবে । তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে  
মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে ‘হংস’-মন্ত্ৰ সহ সুষুমাপথে সহস্রারে নিয়ে যেতে  
হবে । সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রমণ করবেন । সেই মিলন  
থেকে তৎক্ষণাৎ অমৃতের উদ্ভব হবে । লাক্ষারসসম্মিশ্রিত সেই অমৃত । তার  
দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে । তারপর ষট্চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ  
করে যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথে  
আবার মূলাধারে নিয়ে আসতে হবে । তারপর অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমালা  
চিন্তা করতে হবে । মূণালতন্তুর মতো চিত্রিণী নাড়ী, মতান্তরে ব্রহ্মনাড়ী  
চিন্তা করতে হবে । এই নাড়ীর দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী মালা গ্রথিত ।  
মন্ত্ৰের দ্বারা ব্যবহৃত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বারা ব্যবহৃত মন্ত্ৰ এইভাবে অনুলোম

১ তা বি গ,—ও, তৃফা লজ্জা ভয়ং শোকে জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমঃ ; র গ, ঘৃণা লজ্জা ভয়ং  
শোকে জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমঃ ।

২ তা বি গ,—খ, যন্ত ।

৩ তা বি গ,—ও এবং র গ, মন্ত্ৰং চৈতন্যসংজ্ঞকং ।

৪ তা বি গ,—খ, মন্ত্ৰানুস্ত ।

ও বিলোমক্রমে এই সৰ্বমন্ত্ৰপ্রকাশিনী বৰ্ণময়ী মালা গ্রহণ করতে হবে। বৰ্ণমালার শেষ বৰ্ণ ‘ক্ষ’ মেরুস্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বৰ্ণকে বিন্দুযুক্ত করে মন্ত্ৰের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সজ্ঞানে মূলমন্ত্ৰের একশ আট জপ কর্তব্য। বৰ্ণসমূহকে আটটি বর্ণে ভাগ করে আটবার জপ করতে হবে। আটটি বর্ণের আদি বর্ণ যথাক্রমে অ ক চ ট ত প য এবং শ। এই যোনিমুদ্রা।”—এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭৮-৮০, ৯৯০।

মন্ত্ৰচৈতন্য—মন্ত্ৰ চৈতন্যসম্পন্ন। কিন্তু এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সেইজন্য যথাশাস্ত্র মন্ত্ৰের চৈতন্য সম্পাদন করতে হয়।

“মন্ত্ৰরূপী দেবতা দেবতারূপী গুরু গুরুরূপী আত্মা এবং আত্মরূপী মন্ত্ৰ একেই বলে উত্তম মন্ত্ৰচৈতন্য।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৮।

“প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্ৰচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষা দানের সময় তা শিষ্যচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন।”—দ্রঃ ঐ। মন্ত্ৰচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে।—এ সম্বন্ধেও দ্রঃ ঐ।

প্রিয়ে, যোনিমুদ্রাবন্ধন, মন্ত্ৰচৈতন্যসাক্ষাৎকার এবং যন্ত্র ও মন্ত্ৰের স্বরূপ যিনি জানেন তিনি গুরু। ৯২

বিনিক্ষিপ্তাং গতায়াতাং সংক্লিষ্টাং সংবিনীতকাম্<sup>১</sup>।

চতুर्वিধাং মনোহবস্থাং যো বেত্তি সৎ গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৯৩ ॥

বিনিক্ষিপ্তাং—বিক্ষিপ্ত। গতায়াতাং—গতাগত অর্থাৎ একবার এগোয় আবার পিছোয় এমন। সংক্লিষ্টাং—ক্লিষ্ট। সংবিনীতকাং—সংযত।

প্রিয়ে, বিনিক্ষিপ্ত, গতাগত, সংক্লিষ্ট এবং সংবিনীত মনের এই চার অবস্থা যিনি জানেন তিনি গুরু। ৯৩

মূলাদিব্রহ্মরজ্জাস্তসপ্তাশ্চোজদলেষু যঃ<sup>২</sup>।

জীবাচারফলং বেত্তি স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ৯৪ ॥

মূলাদিব্রহ্মরজ্জাস্তসপ্তাশ্চোজদলেষু—মূলাধার থেকে ব্রহ্মরজ্জ পর্যন্ত সাতটি স্থানে সাতটি পদম অবস্থিত। সেইসব পদমের দলসমূহে মূলাধার বা

১ তা বি গ,—ক, বিনিক্ষিপ্তং গতায়াতাং সংক্লিষ্টং বিনীতকং; ঐ,—খ, বিনিক্ষিপ্ত-গতায়াতাং হিতঞ্চ সুবিনীতকং।

২ র গ, জ্ঞানাতী।

৩ তা বি গ,—খ, মূলাদিব্রহ্মরজ্জাস্তং সপ্তাশ্চোজদলেষু যঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, মূলাদিব্রহ্মরজ্জাস্তং সপ্তাশ্চোজং কূলেষু যঃ।

মূলাধারচক্রে আছে চতুর্দল পদ্ম, স্বাধিষ্ঠানচক্রে ষড়্‌দল পদ্ম, মণিপুরচক্রে দশদল পদ্ম, অনাহতচক্রে দ্বাদশদল পদ্ম, বিম্বকচক্রে বোড়শদল পদ্ম, আজ্ঞা-চক্রে দ্বিদল পদ্ম আর ব্রহ্মরন্ধ্রে আছে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম । আলোচ্য শ্লোকে কুণ্ডলিনীযোগের উল্লেখ করা হয়েছে । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, যোগ-শীর্ষক অধ্যায় ।

প্রিয়ে, মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত স্থিত সপ্ত পদ্যের দলসমূহে জীবের বিচরণের ফল যিনি জানেন তিনি গুরু । ১৪

শিবাদিশুরুপর্যন্তং পারম্পর্যক্রমেণ যঃ ।

অবাপ্ত<sup>১</sup>তত্ত্বসম্ভারঃ স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে<sup>২</sup> ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে, যিনি শিব থেকে আরম্ভ করে গুরু পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের জ্ঞানপ্রাপ্ত তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ১৫

যেন বা দর্শিতে তত্ত্বে তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ ।

মগ্নতে মুক্তমাত্মানং স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে<sup>৩</sup> ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে, যিনি শিষ্যকে তত্ত্বদর্শন করালে শিষ্য তৎক্ষণাৎ তন্ময় অর্থাৎ তত্ত্বময় হয়ে যান এবং নিজেকে মুক্ত মনে করে তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ১৬

যে দত্তা সহজানন্দং হরশীল্লিয়জং সুখম্<sup>৪</sup> ।

সেব্যান্তে গুরবঃ শিষ্যৈরন্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ ॥ ১৭ ॥

যাঁরা সহজানন্দ দান করে ইল্লিয়জ সুখ দূর করেন শিষ্যেরা সেই সব গুরু-দের সেবা করবে ; অন্তেরা প্রতারক, তাঁদের ত্যাগ করবে । ১৭

সংসারভয়ভীতস্য শিষ্যস্য<sup>৫</sup> গুরুবাদরাং ।

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্নিয়ন্তা স গুরুর্মতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি সংসারভয়ে ভীত শিষ্যকে যত্ন করে ব্রত-উপবাস-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি গুরু বলে স্বীকৃত । ১৮

যঃ প্রসন্নঃ ক্ষণার্ধেন মোক্ষরত্নং<sup>৬</sup> প্রযচ্ছতি ।

দূর্লভং তং বিজানীয়াৎ গুরুং সংসারতারকম্<sup>৭</sup> ॥ ১৯ ॥

১ তা বি গ,—খ, অপ্রাপ্ত ।

২ ঐ,—উ এবং র গ, স গুরুঃ পরমো মতঃ ।

৩ ঐ, ধন্তং তত্ত্বজ্ঞমখিলং স গুরুঃ পরমো মতঃ ।

৪ ঐ, যো বেত্তা সচ্চিদানন্দং হরেশীল্লিয়জং সুখং ; তা বি গ,—ক, বহুশীল্লিয়জং সুখং ।

৫ তা বি গ,—উ এবং র গ, ভয়হা ।

৬ ঐ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, মোক্ষলক্ষ্মীং ।

৭ তা বি গ,—উ এবং র গ, ভবসাগরতারকং ।

যিনি প্রসন্ন হলে ঋণার্থকালে মোক্ষরত্ন প্রদান করেন সেই সংসারভারক গুরু দুর্লভ জানবে । ১৯

যঃ ঋণেনাস্বসামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি ।

ক্রিয়ান্যাসাদিরহিতঃ<sup>১</sup> স গুরুর্দেবদুর্লভঃ ॥ ১০০ ॥

যিনি কোনো ক্রিয়াকর্ম এবং চেষ্টা ছাড়াই আত্মশক্তি শিষ্যকে মুহূর্তে দান করেন সেই গুরু দেবদুর্লভ । ১০০

যঃ সদ্যঃ প্রত্যয়করং সুলভঞ্চাসৌখ্যদম্ ।

জ্ঞানোপদেশং কুরুতে স গুরুর্দেবদুর্লভঃ ॥ ১০১ ॥

যিনি সদ্য প্রত্যয়কর, সুলভ এবং আত্মসুখপ্রদ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন সেই গুরু দেবদুর্লভ । ১০১

দ্বীপাদ্ দ্বীপান্তরং দেবি সঙ্করেত্তদ্ যথা তথা ।

যো দদ্যাৎ স গুরুর্জ্ঞানমভ্যাসাদিবিবর্জিতম্ ॥ ১০২ ॥

দেবী, অভ্যাসাদি না করেই মানুষ যেমন এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যায় তেমনি অভ্যাসাদি ছাড়াই যিনি জ্ঞান দান করেন তিনি গুরু । ১০২

ক্ষুধিতস্য যথা তৃপ্তিরাহাদান্ত জায়তে<sup>২</sup> ।

তথোপদেশমাত্রেণ জ্ঞানদো দুর্লভো গুরুঃ ॥ ১০৩ ॥

আহার করার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ক্ষুধিতের তৃপ্তি তেমনি যাঁর উপদেশমাত্র জ্ঞানোদয় হয় তেমনি জ্ঞানদাতা গুরু দুর্লভ । ১০৩

গুরবো বহবঃ সন্তি দীপবচ্চ গৃহে গৃহে ।

দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি সূর্যবৎ সর্বদীপকঃ<sup>৩</sup> ॥ ১০৪ ॥

দেবী, গৃহে গৃহে প্রদীপের মতো অনেক গুরু আছেন কিন্তু যিনি সূর্যের মতো সবই আলোকিত করেন তেমন গুরু দুর্লভ । ১০৪

গুরবো বহবঃ সন্তি বেদশাস্ত্রাদিপারগাঃ ।

দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি পরতত্ত্বার্থপারগঃ ॥ ১০৫ ॥

দেবী, বেদশাস্ত্রাদিতে পারগ অনেক গুরু আছেন কিন্তু যিনি পরতত্ত্বার্থ-পারগ সেই গুরু দুর্লভ । ১০৫

১ ঐ, ক্রিয়ান্যাসাদিরহিতঃ ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, তৃপ্তিরাহারাদ্ দৃশ্যতে যথা ।

৩ তা বি গ,—ক, শিষ্যত্বঃখাপহারকঃ ; ঐ,—খ, পরতত্ত্বার্থপারগঃ ।

গুরবো বহবঃ সন্তি আত্মনোহ্যপ্রদা ভূবি<sup>১</sup> ।

দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি লোকেষাত্মপ্রকাশকঃ<sup>২</sup> ॥ ১০৬ ॥

দেবী, সংসারে এমন অনেক গুরু আছেন যারা যা দেন তা আত্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু কিন্তু যিনি সংসারে আত্মাকে প্রকাশ করেন এমন গুরু দুর্লভ । ১০৬

গুরবো বহবঃ সন্তি কু<sup>৩</sup>মন্ত্রৌষধিবেদিনঃ ।

নিগমাগমশাস্ত্রোক্তমন্ত্রজ্ঞো দুর্লভো ভূবি ॥ ১০৭ ॥

কুমন্ত্র ও ঔষধ জানেন এরূপ অনেক গুরু আছেন কিন্তু নিগম-আগম-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র জানেন সংসারে এরূপ গুরু গুর্লভ । ১০৭

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ।

দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যদুঃখাপহারকঃ ॥ ১০৮ ॥

দেবী, শিষ্যের বিত্তাপহারক অনেক গুরু আছেন । কিন্তু শিষ্যের দুঃখ অপহরণ করেন তেমন গুরু দুর্লভ । ১০৮

বর্ণাশ্রমকুলাচারনিরতা বহবো<sup>৪</sup> ভূবি ।

সর্বসঙ্কল্পহীনো যঃ স গুরুর্দেবি দুর্লভঃ ॥ ১০৯ ॥

দেবী, বর্ণ আশ্রম এবং বংশের আচারপালনকারী অনেক গুরু সংসারে আছেন কিন্তু যিনি সর্বসঙ্কল্পহীন এমন গুরু দুর্লভ । ১০৯

গুরোর্যৈষেব সংস্পর্শাৎ<sup>৫</sup> পরানন্দোহভিজায়তে ।

গুরুং তমেব বৃণুন্নানাপরং মতিমান্নরঃ ॥ ১১০ ॥

যে গুরুর সংস্পর্শ থেকেই পরানন্দ উৎপন্ন হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁকে গুরু-রূপে বরণ করবে, অপর কাউকে নয় । ১১০

যস্যানুভবপর্যন্তং<sup>৬</sup> কঙ্কিশুভ্রু<sup>৭</sup> প্রবর্ততে ।

তস্যালোকনমাত্রেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

অনুভবপর্যন্তং—অনুভব পর্যন্ত । অনুভব অর্থ এখানে আত্মানুভব অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি ।

বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি । মন চিত্ত বুদ্ধি অহংকার এই অন্তঃ-করণচতুষ্টয় । প্রত্যেক অন্তঃকরণের বৃত্তি পৃথক্ ।

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যোগেনাত্মপ্রদা ভূবি ।

২ ঐ, লোকে ষাত্মপ্রকাশকঃ ।

৩ ঐ, স ।

৪ ঐ, গুরবো ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—বৃত্ত পার্থ ; তা বি গ, সংস্পর্শাৎ ; ঐ,—ক, সঙ্কল্লাৎ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যস্যানুভবপর্যন্তং ।

৭ ঐ, কঙ্কিশুভ্রু ।

অনুভব অবধিই যাঁর বুদ্ধি সক্রিয় থাকে তাঁর দর্শনমাত্র মুক্তিলাভ হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ১১১

শঙ্করা ভক্ষিতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

সা শঙ্কা ভক্ষিতা যেন স গুরুর্দেবি দুর্লভঃ<sup>১</sup> ॥ ১১২ ॥

দেবী, যে-শঙ্কা চরাচরসহ ত্রিলোক গ্রাস করেছে সেই শঙ্কাকে যিনি গ্রাস করেছেন সংসারে সেই গুরু দুর্লভ । ১১২

যথা বহিসমীস্থং নবনীতং বিলীয়তে ।

তথা পাপং বিলীয়তে সদাচার্য্যসমীপতঃ ॥ ১১৩ ॥

যেমন আগুনের কাছে থাকলে ননী গলে যায় তেমনি সং আচার্যের সমীপে থাকলে পাপ লোপ পায় । ১১৩

যথা দীপ্তানলঃ কাষ্ঠং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ<sup>২</sup> নির্দহেৎ ।

তথা গুরুকটাক্ষস্ত শিষ্যপাপং দহেৎ ক্ষণাৎ ॥ ১১৪ ॥

যেমন জ্বলন্ত অগ্নি শুষ্ক ও আর্দ্র<sup>৩</sup> কাষ্ঠ দহন করে তেমনি গুরুকটাক্ষ মুহূর্তে শিষ্যপাপ দহন করে । ১১৪

যথা মহানিলোকিতং তুলং দশদিশো ব্রজেৎ ।

তথৈব গুরুকারুণ্যং পাপরাশিঃ পলায়তে<sup>৪</sup> ॥ ১১৫ ॥

প্রচণ্ড বাতাসে উৎক্ষিপ্ত তুল। যেমন দশদিকে উড়ে যায় তেমনি গুরুকরুণায় পাপরাশি পলায়ন করে । ১১৫

দীপদর্শনমাত্রেন প্রণশ্চতি তমো যথা ।

সদৃশুরোদ্দিশনাদ্বেবি তথাহজ্ঞানং বিনশ্চতি<sup>৫</sup> ॥ ১১৬ ॥

দেবী, প্রদীপদর্শনমাত্র যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় তেমনি সদৃশুরদর্শনে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় । ১১৬

সর্বলক্ষণসম্পন্নে বেদশাস্ত্রবিধানবিৎ ।

সর্বোপায়বিধানজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি<sup>৬</sup> ॥ ১১৭ ॥

১ তা বি গ,—দেবদুর্লভঃ ।

২ ভা বি গ,—খ, সদাচার ।

৩ ঐ,—গ, ঘ, ঙ এবং র গ, শুষ্কমাত্রঞ্চ ।

৪ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, প্রলীয়তে ।

৫ তা বি গ,—ক, প্রলীয়তে ; ঐ—গ, ঘ, পলায়তে ; ঐ,—ঙ, বিলীয়তে ; র গ, তথা জ্ঞানং প্রকাশতে ।

৬ তা বি গ,—খ, তত্ত্বহীনো গুরুর্দহি ; ঐ,—ঙ, সর্বোপায়বিধাতৈব তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি ; র গ, সর্বোপায়বিধানানি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি ।

যিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রবিধানবেত্তা, সর্বোপায়বিধানজ্ঞ এবং তত্ত্ব-  
জ্ঞানী তিনিই গুরু । ১১৭

পূজাহোমাত্মাচারতপস্তীর্থব্রতাদিকম্ ।

মন্তাগমাদিবিজ্ঞানং তত্ত্বহীনম্ নিষ্ফলম্ ॥ ১১৮ ॥

যে তত্ত্বজ্ঞানহীন তার পূজা, হোম, আশ্রমকৃত্য, আচারপালন, তপস্যা,  
তীর্থ-ব্রতাদি, মন্ত্র এবং আগমাদির বিশেষ জ্ঞান সবই নিষ্ফল ॥ ১১৮ ॥

স্বসংবেদ্যে<sup>১</sup> পরে তত্ত্বে স্বাত্মনশ্চ ন নিশ্চয়ং<sup>২</sup> ।

আত্মনোহনুগ্রহো<sup>৩</sup> নাস্তি পরম্যানুগ্রহঃ কথম্ ॥ ১১৯ ॥

পরতত্ত্ব স্বসংবেদ্য বলে যার এখনও আত্মাবধারণ হয় নি ( অর্থাৎ পরতত্ত্ব  
বা পরমাত্মা যার কাছে আপনাকে বিজ্ঞাত করেন নি বলে যার আত্মজ্ঞান হয়  
নি ) এবং যার প্রতি আত্মার অনুগ্রহ হয় নি, সে পরের প্রতি অনুগ্রহ করবে  
কি করে ? ১১৯

ব্রহ্মাকারং<sup>৪</sup> মনোরূপং প্রত্যক্ষং স্বতনু<sup>৫</sup>স্থিতম্ ।

যো ন জানাতি চাশ্রম্য কথং মোক্ষং দদাত্যসৌ ॥ ১২০ ॥

স্বতনুস্থিত প্রত্যক্ষ মনোরূপ ব্রহ্মকে যে জানে না সে কি করে অন্যকে মোক্ষ  
প্রদান করবে । ১২০

সর্বলক্ষণহীনোহপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স্মৃতঃ ।

তস্মাত্তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক এব চ ॥ ১২১ ॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞানী সর্বলক্ষণহীন হলেও তাঁকে গুরু বলা হয় । একমাত্র তত্ত্ব-  
জ্ঞানীই নিজে মুক্ত এবং অন্যকেও মুক্তি দিতে পারেন । ১২১

যন্তত্ববিন্মহেশানি স পশুং<sup>৬</sup> বোধয়ত্যপি ।

তত্ত্বহীনাং কুতোহধ্যাতত্ত্বজ্ঞানপরিগ্রহঃ<sup>৭</sup> ॥ ১২২ ॥

ওগো মহেশানী, যিনি তত্ত্ববিদ্ তিনি পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও তত্ত্ববোধ দেন  
কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞানহীন তার কাছ থেকে কি করে অধ্যাতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা  
যাবে । ১২২

১ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, স্বয়ং বেদ্যে ; ঐ,—গ, ঘ, অসংবেদ্য ; ঐ,—ঙ  
এবং র গ, সুসংবেদ্যং ।

২ তা বি গ,—খ,—ধৃতপাঠ ; তা বি গ, স্বাত্মানং বেত্তি নিশ্চলঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, নিগ্রহো ।

৪ ঐ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ষট্ প্রকারং ।

৫ তা বি গ,—খ, স্বামিনি ।

৬ তা বি গ,—ঙ, সাধুশ্চ ; র গ, সপ্তশ্চ ।

৭ তা বি গ—ঙ এবং র গ, বোধঃ কুতোহধ্যাতত্ত্বজ্ঞানপরিগ্রহঃ ।



তত্ত্বজ্ঞৈরূপদিষ্ঠা যে তত্ত্বজ্ঞাস্তে ন সংশয়ঃ ।

পশুভিশ্চোপদিষ্ঠা যে দেবি তে পশবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৩ ॥

যারা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে উপদেশ লাভ করে তারা নিশ্চিতই তত্ত্বজ্ঞানী হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । দেবী, যারা পশুর কাছে উপদেশ লাভ করে তারা পশুই হয় । ১২৩

বিদ্বন্ত বোধয়েদেবি নাবিদ্বো বোধকো ভবেৎ ।

মুক্তস্ত মোচয়েদ্ বদ্ধং<sup>১</sup> ন মুক্তো মোচকঃ কথম্ ॥ ১২৪ ॥

বিদ্ব—বেদদীক্ষাপ্রাপ্ত । বোধয়েৎ—বেদদীক্ষা দিতে পারে ।

দেবী, যে বেদদীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে সে-ই বেদদীক্ষা দিতে পারে আর যে তা পায় নি সে বেদদীক্ষাদাতা হতে পারে না । যে মুক্ত সেই বদ্ধকে মুক্তি দিতে পারে আর যে মুক্ত নয় সে কি করে মুক্তিদাতা হবে । ১২৪

অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূৰ্খং ন মূৰ্খো মূৰ্খমুদ্বরেৎ ।

শিলাং সন্তারয়েন্নৌহি কিং<sup>২</sup> শিলা তারয়েচ্ছিলাম্ ॥ ১২৫ ॥

অভিজ্ঞ—তত্ত্বাভিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী । মূৰ্খ—তত্ত্বজ্ঞানহীন ।

যে অভিজ্ঞ সেই মূৰ্খকে উদ্ধার করতে পারে, মূৰ্খ মূৰ্খকে উদ্ধার করতে পারে না । নৌকাই শিলাকে পরপারে নিয়ে যেতে পারে, শিলা শিলাকে পরপারে নিয়ে যেতে পারে না । ১২৫

তত্ত্বহীনং<sup>৩</sup> গুরুং লব্ধ্বা কেবলং ভবতৎপরঃ ।

ইহামুক্ত ফলং কিঞ্চিৎ স নরো<sup>৪</sup> নাপ্নুয়াৎ প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥

প্রিয়ে, কেবলমাত্র সংসারতৎপর যে-ব্যক্তি তত্ত্বহীন গুরু লাভ করে সে ঐহিক পারত্রিক সামান্য ফলও লাভ করে না । ১২৬

শৈবে গুরুত্বয়ং প্রোক্তং বৈষ্ণবে গুরুপঞ্চকম্ ।

বেদশাস্ত্রেষু শতশো গুরুরেকঃ কুলাগমে<sup>৫</sup> ॥ ১২৭ ॥

শৈব শাস্ত্রের মতে তিন গুরু, বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে পাঁচ গুরু, বেদশাস্ত্রের মতে শত শত গুরু কিন্তু কুলাগমের মতে গুরু এক । ১২৭

প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকো দর্শকস্তথা ।

শিক্ষকো বোধকশ্চৈব যড়োত্তে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৮ ॥

১ ঐ, মোচয়েদ্বদ্ধং ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ন ।

৩ তা বি গ,—খ, তত্ত্বহীনং ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, নাপরো ।

৫ তা বি গ,—খ,—যত পাঠ ; তা বি গ, কুলাগমে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুলপ্রিয়ঃ ।

প্রেমক—যিনি দীক্ষাগ্রহণে প্রেরণা দেন। সূচক—যিনি শিষ্যের চিত্তের প্রবণতা ও আগ্রহানুযায়ী সাধনা সূচিত করেন। বাচক—যিনি সাধনার উপায় ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। দর্শক—যিনি সাধনাক্রম ক্রিয়াকর্মাদি দেখিয়ে দেন এবং সে-সবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেন। শিক্ষক—যিনি কি করে সাধনা করতে হয় তা শিখিয়ে দেন। বোধক—যিনি শিষ্যকে উদ্বুদ্ধ করেন, তার মানসিক ও আত্মিক দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন।

ষড়ৈতে—এই ছয়। গুরুর এই ছয় প্রকার ভেদ। বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন প্রকারভেদ স্বীকৃত। এখানে একটি সম্প্রদায়াগত প্রকারভেদ বিবৃত হয়েছে।

গণেশ এণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্রের ( ১৯৬৫ ) ইংরেজি বিবরণের নবম অধ্যায়ে গুরুর দ্বাদশ প্রকারভেদের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—(১) ধাতুবাদিগুরু—ইনি শিষ্যকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্মাদি করিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

(২) চন্দনগুরু—চন্দনগাছ কাছে থাকলে যেমন অগ্নিগাছও চন্দনের সৌরভে সুরভিত হয়ে যায় তেমনি ঐর সান্নিধ্যেই লোকের মুক্তি হয়।

(৩) বিচারগুরু—ইনি শিষ্যের বিচারশক্তিকে উদ্দীপিত করে তাকে বুদ্ধি-বিচারের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর করে নিয়ে যান; অর্থাৎ জ্ঞানের পথে শিষ্যের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

(৪) অনুগ্রহগুরু—ইনি কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা শিষ্যের উন্নতি বিধান করেন।

(৫) পরশগুরু—পরশ পাথরের স্পর্শমাত্র যেমন লৌহাদি ধাতুর রূপান্তর হয়ে যায় তেমনি ঐর স্পর্শমাত্র শিষ্যের আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয়।

(৬) কচ্ছপগুরু—ইনি কেবলমাত্র ধ্যানের দ্বারা শিষ্যের মুক্তি বিধান করেন। কথিত আছে, কচ্ছপ কেবলমাত্র বাচ্চাদের চিন্তা করে তাদের পোষণ করে। ইনিও তেমনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক পোষণ করেন।

(৭) চল্লগুরু—ঐর স্বভাববিন্দু জ্যোতি শিষ্যের হৃদয় বিগলিত করে।

(৮) দর্পণগুরু—ইনি দর্পণের মতো শিষ্যের এবং বিশ্বের যথার্থ রূপ প্রতি-বিস্তৃত করেন।

(৯) ছায়ানিধিগুরু—কথিত আছে ছায়ানিধি পাখীর ছায়া যার উপর পড়ে সে রাজা হয়। তেমনি এই গুরুর ছায়া যার উপরে পড়ে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

(১০) নাদনিধিগুরু—কথিত আছে যে-কোনো ধাতুর শব্দ নাদনিধি-পাথরের গায়ে লাগা মাত্র সেই ধাতু সোনা হয়ে যায়। তেমনি কোন সাধক যদি একান্তমনে নাদনিধিগুরুকে ডাকে তা হলে তাঁর ডাক গুরুর কানে পৌঁছামাত্র গুরু তাকে জ্ঞানদান করেন।

(১১) ক্রৌঞ্চপক্ষিগুরু—কথিত আছে, ক্রৌঞ্চ শুধু স্মরণের দ্বারা তাঁর শাবকদের খাওয়ায়। এই গুরুও তেমনি কেবলমাত্র স্মরণের দ্বারা শিষ্যের আত্মিক উন্নতি বিধান করেন।

(১২) সূর্যকান্তগুরু—সূর্যকান্তমণির উপর সূর্যকিরণ পড়লে যেমন তা থেকে আগুন জ্বলে উঠে তৃণাদি দহন করে তেমনি এই গুরুর দৃষ্টিপাতমাত্র শিষ্যের পাপ রাশি দহন হয়ে যায়।

প্রেরক, সূচক, বাচক, দর্শক, শিক্ষক এবং বোধক—এই ছয় প্রকার গুরু। ১২৮

পঞ্চৈতে কার্যভূতাঃ সূ্যঃ কারণং বোধকো ভবেৎ<sup>১</sup>।

পূর্ণাভিষেককর্তা যো গুরুস্ত্যৈব পাৎক।

পূজনীয়। মহেশানি বহুত্বেহপি ন সংশয়ঃ ॥ ১২৯ ॥

পূর্ণাভিষেককর্তা—যিনি পূর্ণাভিষেক করান। শাস্ত্র সাধকের অভিষেক অবশ্য কর্তব্য। “কৌলমার্গের সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অভিষেক ব্যতীত তিনি যদি কুলকর্ম করেন তা হলে তাঁর পূজাদি কর্ম অভিচার হয়ে যাবে।”

“তন্ত্রমতে অভিষেক দ্বিবিধ—শাস্ত্রাভিষেক আর পূর্ণাভিষেক<sup>২</sup>। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক বিধি। দীক্ষার পরেই অভিষেক হয়। তবে পূর্বেও হতে পারে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে-অভিষেক হয় তাকে বলে শাস্ত্রাভিষেক।”

“অভিষেক-অনুষ্ঠানের নানারকম বিধিব্যবস্থা আছে। গুরু মন্ত্রপুত জল শিষ্যের মস্তকে যথাশাস্ত্র সিঞ্জন করেন। এইটি অভিষেকের প্রধান বাহ্য অনুষ্ঠান।”

“কৃতশাস্ত্রাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে

১ ভা বি গ,—খ, বার্ষকাঃ কারণং ভবেৎ।

২ অভিষেকস্ত দ্বিবিধঃ শাস্ত্রস্ত পূর্ণ এবচ।—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, প্রাণতোষিণী, ২য় কাণ্ড, বসুমতী সং, পৃঃ ১৩২।

অধিকার হয়। তবে সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ না করলে শাস্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষিক্ত হওয়া যায় না।”

“তত্ত্বে পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের সুখহৃৎখে লাভক্ষতিতে জয়পরাজয়ে সমান মনোভাব। শীতোষ্ণের সমতা করে তিনি সর্বদা তদুৎকৃষ্ট হয়ে থাকেন এবং দেবতায় মনোনিবেশ করে দেব-স্বরূপ হয়ে যান।

“পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের হাতে সর্বমন্ত্রের অধিকার রয়েছে। তাঁকে সর্ববিদ্যা-স্বরূপ বলা হয়।”

“পূর্ণাভিষিক্ত সাধক পূর্ণরূপ হবেন। পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ংশিব। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২—৭২৫।

ঐদের মধ্যে বোধক কারণস্বরূপ আর অগ্নি পাঁচজন কার্যস্বরূপ। ওগো মহেশানী, গুরু অনেক থাকতে পারেন। তবে যে-গুরু পূর্ণাভিষেক করান নিঃসংশয় তাঁর পাছকারই পূজা করতে হবে। ১২৯

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং<sup>১</sup> সংশয়চ্ছেদকারকম্।

লব্ধ্বা জ্ঞানপ্রদং দেবী ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ ॥ ১৩০ ॥

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং—গুরুর লক্ষণযুক্ত গুরুকে। আলোচ্য উল্লাসে গুরুর লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। অগ্ন্যাগ্ন তত্ত্বেও হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় রুদ্রযামলের মতে গুরু হবেন শান্ত দান্ত কুলীন অর্থাৎ কোল বিনীত শুদ্ধবেশধারী শুদ্ধাচারসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত শুচি দক্ষ সুবুদ্ধি আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ ধ্যাননিষ্ঠ মন্ত্রতত্ত্ববিদ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ মন্ত্রার্থজ্ঞাপক রোগহীন নিরহঙ্কার নির্বিকার মহাপণ্ডিত বাক্যপতি শ্রীসম্পন্ন সর্বদা যজ্ঞবিধানকারী পুরুষচরণকারী সিদ্ধ হিতাহিতবিবর্জিত সর্বসুলক্ষণযুক্ত মহৎ ব্যক্তিদেব দ্বারা আদৃত প্রাণায়াম-সিদ্ধ জ্ঞানী মৌনী বৈরাগ্যযুক্ত তপস্বী সত্যবাদী সর্বদা ধ্যানপরায়ণ আগমার্থ-বিশেষজ্ঞ নিজধর্মপরায়ণ অব্যক্তলিঙ্গচিহ্নস্থ ভাবুক কল্যাণকরদানপরায়ণ লক্ষ্মীবান্ ধৃতিমান্ এবং নাথ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭২৯।

দেবী, গুরুর লক্ষণসম্পন্ন, সংশয়চ্ছেদকারী, জ্ঞানদাতা গুরু লাভ করলে আর অগ্নি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। ১৩০

অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্<sup>১</sup> ।

গুৰ্বন্তরন্ত গহ্বা স নৈতদ্দোষণ লিপ্যতে ॥ ১৩১ ॥

অনভিজ্ঞ, সর্বদা সংশয়কারক গুরু লাভ হলে শিষ্য অগ্ন গুরুর কাছে যেতে পারে। এতে তার কোনো দোষ হবে না। ১৩১

মধুলুৰ্দ্ধা যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ ।

জ্ঞানলুৰ্দ্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোগুৰ্বন্তরং ব্রজেৎ ॥ ১৩২ ॥

মধুলোভী ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যায় জ্ঞানলোভী শিষ্যও তেমনি এক গুরুর কাছ থেকে অগ্ন গুরুর কাছে যেতে পারে। ১৩২

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিল্লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ ।

সমাসেন কুলেশানি কিভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৩ ॥

ওগো কুলেশানি, এই তোমাকে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১৩৩

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-  
লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধৃয়ায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণং নাম ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

সপাদলক্ষণোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য  
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধৃয়ায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণ নামক ত্রয়োদশ  
উল্লাস সমাপ্ত। ১৩

## চতুর্দশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পরীক্ষাং গুরুশিষ্যোঃ ।

উপদেশক্রমং দীক্ষাভেদাংশ্চ বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, গুরুশিষ্যের পরস্পর পরীক্ষার বিষয়ে শুনতে চাই । প্রভু, গুরুর উপদেশক্রম এবং বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষার কথাও আমাকে বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি ।

তথ্য শ্রবণমাত্রেণ চিত্তশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনা মাত্র চিত্ত-শুদ্ধি হয় । ২

বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাদুক্তঃ<sup>১</sup> শিবশাসনে ।

স্যা চ ন স্যা দ্বিনাচার্যমিত্যাচার্যপরম্পরা<sup>২</sup> ॥ ৩ ॥

দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই—এটি শিঃজ্ঞা । আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় না । এইজন্য, এক্ষেত্রে আচার্যপরম্পরা নির্দিষ্ট । ৩

তস্ম্যাং সিদ্ধান্তং সম্প্রাপ্য সম্প্রদায়াদিহেতুভিঃ<sup>৩</sup> ।

অন্তরেণোপদেষ্টারং মন্ত্রাঃ স্যানিফলা যতঃ<sup>৪</sup> ॥ ৪ ॥

সেইজন্য আচার্যপরম্পরায় সম্প্রদায়াদি প্রমাণসহ সিদ্ধান্ত অবগত হতে হবে । কেননা, উপদেষ্টা ছাড়া মন্ত্রসমূহ ( এবং সিদ্ধান্তাদি ) নিফল হয় । ৪

দেবান্তমেব শংসন্তি পারম্পর্যপ্রবর্তকঃ<sup>৫</sup> ।

গুরুং মন্ত্রাগমাভিজ্ঞং<sup>৬</sup> সময়গাচারণালকম্ ॥ ৫ ॥

১ তা বি গ,—খ, বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাদিপ্রাণাং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিনা দীক্ষাং ফলং ন স্যাদ্ যমিনাং । ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পুরঃসরং ।

৩ তা বি গ,—খ, জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধান্তশাস্ত্রার্থসম্প্রদায়াদিহেতুভিঃ ; ঐ—গ, ঘ, সিদ্ধান্তমাত্রাব্য ; ঐ,—ঙ এবং র গ, জ্ঞেয়া সিদ্ধান্তার্থসম্প্রদায়ার্জ্জ্বেহেতুভিঃ ।

৪ তা বি গ,—খ, অন্তরেণোপদেষ্টা যে মন্ত্রা যে নিফলা যতঃ ।

৫ ঐ, পারম্পর্যপ্রবর্ততে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পারম্পর্যপুরঃসরং ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রাগমাভিজ্ঞং ।

যে-গুরু পরম্পরাপ্রবর্তক, মন্ত্র ও আগমে অভিজ্ঞ এবং সমস্যাচারপালক দেবতার তাঁর প্রশংসা করেন । ৫

গুরুঃ<sup>১</sup> শিষ্যাদিকারার্থং বিরক্তোহপি শিবাজ্জনা ।

কিঞ্চিংকালং বিধায়েৎ স্বশিষ্যায় সমর্পয়েৎ ॥ ৬ ॥

গুরু নিরাসক্ত হলেও শিষ্যকে অধিকার দেবার জন্য শিবাজ্জনা কিছুকাল ধরে তাকে পরীক্ষা করে তারপর পরম বস্তু প্রদান করবেন । ৬

তস্ত্যাপিতাধিকারস্য<sup>২</sup> যোগঃ সাক্ষাৎ পরে শিবে ।

দেহান্তে<sup>৩</sup> শাস্ত্রতী মুক্তিরিতি শঙ্করভাষিতম্ ॥ ৭ ॥

এই অর্পিতাধিকার ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরশিবের সঙ্গে যোগ সাধিত হয় । আর দেহান্তে সে শাস্ত্রতী মুক্তি লাভ করে—এটি শঙ্করের উক্তি । ৭

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাক্ষাৎপরশিবোদিতম্ ।

সম্প্রদায়মবিচ্ছিন্নং<sup>৪</sup> সদা কুর্যাৎ গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে, সেইজন্য গুরু সর্বদা সর্বপ্রকারে যত্ন করে সাক্ষাৎ পরশিবোদ্ভূত সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রাখবেন । ৮

শক্তিসিদ্ধিসুসিদ্ধার্থং<sup>৫</sup> পরীক্ষ্য বিধিবদ গুরুঃ ।

পশ্চাদুপদিশেন্নম্নমন্ত্রথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

যাতে শক্তিসিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ হয় সেইজন্য গুরু শিষ্যকে যথাবিধি পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্র দেবেন । অন্যথা তা নিষ্ফল হবে । ৯

অন্যেন তু যো দদাদ্ গৃহ্যাত্যন্যতশ্চ যঃ ।

দদতো গৃহ্যতো দেবি কুলশাপো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

দেবী, যে অন্যায়ভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে মন্ত্র দেয় আর ঐভাবে যে গ্রহণ করে সেই দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে শক্তির অভিশাপ লাগে । ১০

গুরুশিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরম্পরম্ ।

উপদেশং দদদ্ গৃহ্যন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্ ॥ ১১ ॥

মোহবশতঃ গুরু ও শিষ্য পরম্পরকে পরীক্ষা না করে যথাক্রমে উপদেশ দান এবং গ্রহণ করলে উভয়ে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় । ১১

১ তা বি গ,—খ, ও এবং র গ, গুরু ।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, তস্ত্যাপ্যনধিকারস্য ; ঐ,—ও এবং র গ, তস্ত্যাপি নাধিকারস্য ।

৩ তা বি গ,—খ, তদন্তে ।

৪ তা বি গ,—ও এবং র গ, সম্প্রদায়পরিচ্ছিন্নং ।

৫ ঐ, শক্তিসিদ্ধিমসিদ্ধার্থং ; তা বি গ,—খ, ভক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধার্থং ।

অশাস্ত্রীয়োপদেশঞ্চ যো গৃহ্নাতি দদাতি হি ।

ভূক্তান্তে তাবুভো ঘোরান্নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ১২ ॥

অশাস্ত্রীয় উপদেশ যে দেয় এবং যে গ্রহণ করে তার। উভয়ে একবিংশতি ঘোর নরক ভোগ করে । ১২

অসংস্কৃতোপদেশঞ্চ যঃ করোতি স পাতকী ।

বিনশ্বতি চ তন্মন্ত্ৰং সৈকতে শালিবীজবৎ ॥ ১৩ ॥

সংস্কারহীন যে ব্যক্তি উপদেশ দেয় সে পাতকী । সৈকতে উপ শালিধানের বীজ যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনি তার দেওয়া মন্ত্র নষ্ট হয়ে যায় । ১৩

অনর্হে মন্ত্রবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন ।

তন্মাত্রং পরীক্ষ্য কর্তব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অযোগ্য ব্যক্তিতে মন্ত্রজ্ঞান কখনো টিকে না । সেইজন্ম, পরীক্ষা করে মন্ত্র দিতে হয় ; অন্যথা তা নিষ্ফল হয় । ১৪

কৃত্বা সময়দীক্ষাঞ্চ দত্ত্বা সময়পাটুকাম্ ।

সমিধায়াঅনঃ<sup>৩</sup> শিষ্যং বদেন্নমন্ত্ৰং ন চাণ্যথা ॥ ১৫ ॥

যথাচার দীক্ষা দিয়ে, যথাচার পাটুকামন্ত্র প্রদান করে গুরু শিষ্যকে নিজের কাছে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, অন্য প্রকারে নয় । ১৫

সচ্ছিদ্রায়াতিভক্তায় যজ্ঞজ্ঞানমুপদিশ্যতে ।

তজ্জ্ঞানং তত্তদু<sup>৪</sup>শাস্ত্রার্থং তদ্বিদধ্যাদখণ্ডিতম্ ॥ ১৬ ॥

অতিশয় ভক্ত সংশিষ্যকে যে-জ্ঞান উপদেশ করা হবে তা হবে শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্র থেকে আহৃত জ্ঞান এবং অখণ্ডিতরূপে তা দিতে হবে । ১৬

অসচ্ছিদ্রেষুভক্তেষু যজ্ঞজ্ঞানমুপদিশ্যতে ।

তৎ প্রযাত্যপবিত্রত্বং গোক্ষীরং শ্বঘৃতাদিব ॥ ১৭ ॥

গোহৃদ্ধ যেমন সারমেয়ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত হলে অপবিত্র হয়ে যায় তেমনি অভক্ত অসৎ শিষ্যকে যে-জ্ঞান উপদেশ করা হয় তা অপবিত্র হয়ে যায় । ১৭

ধনেচ্ছাভয়লোভাদৈরযোগং যদি দীক্ষয়েৎ ।

দেবতাশাপমাপ্নোতি কৃতঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ধনাকাঙ্ক্ষায় ভয়ে বা লোভাদির জন্ম অযোগ্য ব্যক্তিকে যদি দীক্ষা দেওয়া হয় তা হলে দীক্ষাদাতাকে দেবতার অভিশাপ লাগে এবং তার কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় । ১৮

১ র গ, ভূক্তান্তে তাবুভো ঘোরে নরকানেকবিংশতাঃ ।

২ তা বি গ, -উ এবং র গ, পরীক্ষ্য বক্ষ্যতে তন্মন্ত্রং সৈকতে শালিবীজবৎ ।

৩ ঐ, সমিধায়াঅনঃ ।

৪ ঐ, বহ ।



জ্ঞানেন ক্রিয়মাণা বাপি গুরুঃ শিষ্যং পরীক্ষয়েৎ ।

সংবৎসরং তদৰ্দ্ধং বা তদৰ্দ্ধং বা প্রযত্নতঃ ॥ ১৯ ॥

গুরু যত্ন সহকারে এক বৎসর, ছ মাস বা তিন মাস ধরে শিষ্যকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও কর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করবেন । ১৯

উত্তমাংশ্চাধমে কুর্যামীচানুত্তমকর্মণি ।

প্রাণদ্রব্যপ্রণামাদৈরাদেশৈশ্চ সমাসমৈঃ ॥ ২০ ॥

পরীক্ষার জন্য উত্তমকে অধম কর্মে এবং নীচকে উত্তম কর্মে নিযুক্ত করতে হবে । প্রাণধারণের ব্যাপারে, দ্রব্যসামগ্রী অর্থাৎ অর্থাদির ব্যাপারে কখনো পক্ষপাতশূন্য আদেশ, কখনো বা পক্ষপাতযুক্ত আদেশ দিতে হবে । ২০

তৎকর্মসূচকৈর্বা কৈর্যামাভিঃ ক্রুরচেষ্টিতৈঃ ।

পক্ষপাতৈরুদাস নৈরনেকৈশ্চ মুহূর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥

আকৃষ্টস্তাড়িতো বাপি যো বিষাদং ন যাতি চ ।

গুরুঃ কৃপাং করোতীতি মুদা সন্ধিস্তয়েৎ সদা ॥ ২২ ॥

শ্রীগুরোঃ স্মরণে চাপি কীর্তনে দর্শনেহপি চ ।

বন্দনে পরিচর্যামাহ্বানে প্রেষণে প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥

আনন্দকম্পরোমাঞ্চস্বর্যেনেত্রাদি বিক্রিয়াঃ ॥

যেষাং স্যুস্তেহত্র যোগ্যাশ্চ দীক্ষাসংস্কারকর্মণি ॥ ২৪ ॥

গুরুর ছলনাময় ক্রুরকর্ম, তৎসূচক অর্থাৎ ক্রুরকর্মসূচক কথাবার্তা, পুনঃপুনঃ অনেক পক্ষপাতিত্ব ও উদাসীনতা, কাছে টেনে আনা কিংবা তাড়না করা, কিছুতেই যে বিষাদগ্রস্ত হয় না, বরং এ সবার দ্বারা গুরু কৃপা করছেন সর্বদা আনন্দে এরূপ চিন্তা করে, এরূপ শিষ্য, প্রিয়ে, আর গুরুর স্মরণে মাহাত্ম্য-কীর্তনে দর্শনে বন্দনায় পরিচর্যায় তাঁকে আহ্বান করায় এবং বিদায় দেওয়াতে যাদের আনন্দ কম্প রোমাঞ্চ হয়, কণ্ঠস্বরও দৃষ্টি বিহ্বল হয়, তারাই দীক্ষা-সংস্কারকর্মের যোগ্য । ২১-২৪

১ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, স্বয়ং সঠৈঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রাপ্যত্ৰৈব্যৈঃ  
প্রদানাদৈরাদেশৈশ্চ সমাসমৈঃ ।

২ তা বি গ,—খ, তদ্বর্ম ।

৩ ঐ,—ঙ, পক্ষপাতৈরুদাস নৈরনেকৈশ্চ ; র গ,

পক্ষপাতৈরুদাস নৈরনেকৈশ্চ ।

৪ র গ, শ্রীঃ ক্রুরচেষ্টিতৈঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, স্বয়ং ।

৬ ঐ,—খ, আনন্দকম্পরোমাঞ্চ স্মরণেত্রাদি বিক্রিয়াঃ ।

৭ ঐ, যেষাং স্যুস্তেহত্র যোগ্যাঃ স্যুঃ ।

শিষ্যোহপি লক্ষণৈরেতৈঃ কুর্যাদ্ গুরুপরীক্ষণম্  
আনন্দাদৈর্জপস্তোত্রধ্যানহোমার্চনাদিষু ॥ ২১ ॥

আনন্দাদৈঃ—আনন্দাদি দ্বারা। আনন্দাদি অর্থ পূর্বল্লোকোক্ত আনন্দ  
কম্প রোমাঞ্চ কণ্ঠস্বরের বিহ্বলতা ও দৃষ্টিবিহ্বলতা।

শিষ্য ও আনন্দাদি লক্ষণের দ্বারা জপ, স্তোত্র, ধ্যান, হোম, অর্চনাদি  
ব্যাপারে গুরুকে পরীক্ষা করবে। ২১

জ্ঞানোপদেশসামর্থ্যং মন্ত্ৰসিদ্ধিমপীশ্বরী।

বেধকত্বং পরিজায় শিষ্যো ভূয়ান্ চাগ্রথা ॥ ২২ ॥

ঈশ্বরী, গুরুর জ্ঞানোপদেশের সামর্থ্য, মন্ত্ৰসিদ্ধি ও বেধকত্ব জেনে তবে শিষ্য  
হতে হবে, অগ্রথা নয়। ২২

আদিমধ্যাবসানেষু যোগ্যাঃ শক্তিনিপাতিতাঃ\*।

অধমা মধ্যমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শিষ্যা দেবি প্রকীৰ্তিতাঃ ॥ ২৩ ॥

শক্তিনিপাতিতাঃ—যাদের উপর শক্তিপাত হয়েছে অর্থাৎ যাদের মধ্যে গুরু  
শক্তিসঞ্চার করে দিয়েছেন।

দেবী, শক্তিপাত অনুসারে কেউ কেউ আদিযোগ্য, কেউ কেউ মধ্যযোগ্য  
এবং কেউ কেউ হয় অন্তঃযোগ্য। এই সব শিষ্যদের যথাক্রমে অধম, মধ্যম এবং  
উত্তম বলা হয়। ২৩

আদৌ ভক্তিৰ্ভবেদেবি দীক্ষার্থং সমুদন্তি যে।

পুনর্বিপুলহৃষ্টান্তে\* আদিযোগ্যা ইতীরিতাঃ ॥ ২৪ ॥

দীক্ষার জগ্য উপস্থিত হলে যাদের প্রথমে ভক্তি জন্মে কিন্তু আবার যাদের  
প্রীতি লোপ পায় তাদের বলা হয় আদিযোগ্য। ২৪

দীক্ষাসময়সম্প্রাপ্তা জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিতাঃ\*।

ভক্ত্যা প্রধ্বস্তবীৰ্যা যে\* মধ্যযোগ্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২৫ ॥

দীক্ষার সময় হলে যারা এসে উপস্থিত হয়, যারা জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিত এবং  
ভক্তি দ্বারা যাদের বীরত্ব বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের বলা হয় মধ্যযোগ্য। ২৫

১ তা বি গ,—খ, অ'পন্ স্তোত্রং ধ্যানদেব:র্চনাদিষু; ঐ,—ঙ এবং র গ, হোমা-  
র্চনাদিভিঃ। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বোধকত্বং।

৩ তা বি গ,—ঙ, যোগ্যা শক্তিনিপাতিতা; র গ, যোগ্যাশক্তি নিপাতিতঃ।

৪ তা বি গ,—খ,—গুত পাঠ; তা বি গ, পুনর্বিপুলহৃষ্টান্তে; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পুন-  
বিহ্বলহৃষ্টান্তে।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জিতাঃ।

৬ তা বি গ,—খ,—গুত পাঠ; তা বি গ, প্রধ্বস্তবীৰ্যা; ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রধ্বস্তদৃষ্টিমো।

আদৌ ভক্তিবহীনা যেষাং মধ্যভক্তাস্তে যেনরাঃ । ১

অন্তপ্রবুদ্ধভক্তাশ্চ অন্তযোগ্যাঃ<sup>১</sup> ভবন্তি তে ।

উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাশ্চৈতু্যপদেশঃ<sup>২</sup> ত্রিবিধা প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাঃ—উত্তম, জ্ঞান এবং সংজ্ঞা । উত্তম অর্থ শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ অর্থ ধর্ম । কেননা, ধর্মের বাড়া আর কিছু নাই ।

সংজ্ঞা—পণাদি সংকেতসূচক শব্দ । পণ—ক্রয়বিক্রয়াদি । ক্রয়বিক্রয়াদি কর্মবিশেষ । অতএব, সংজ্ঞা অর্থ দাঁড়াল কর্ম । কাজেই, উত্তম, জ্ঞান এবং সংজ্ঞা অর্থ ধর্ম, জ্ঞান এবং কর্ম ।

আদিতে যে-সব লোক ভক্তিবহীন, মধ্যে ভক্তিবুদ্ধ এবং অন্তে যাদের ভক্তি প্রবল, তারা অন্তযোগ্য । প্রিয়ে, উত্তম-জ্ঞান-ও সংজ্ঞা-ভেদে উপদেশ ত্রিবিধ । ৩০

যথা পিপীলিকা মন্দমন্দং বৃক্ষাগ্রগং ফলম্ ।

চিরেণাপ্নোতি কর্মোপদেশঃ<sup>৩</sup> চাপি তথা স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

পিপীলিকা যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অনেক সময় লাগিয়ে গাছের আগার ফলে গিয়ে লাগতে পারে কর্মোপদেশও তেমনি । ৩১

যথা কপিশ্চ শাখায়াঃ<sup>৪</sup> শাখামূলজ্যায়ততঃ ।

ফলং প্রাপ্নোতি ধর্মমুখ্যঃ<sup>৫</sup> চোপদেশস্তথা প্রিয়ে ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ে, বানর যেমন গাছের শাখা থেকে শাখান্তরে লাফ দিয়ে চেঁচা করে ফল পাড়ে ধর্মোপদেশও তেমনি । ৩২

যথা বিয়দগমঃ শীঘ্রং ফলং নিষীদতি ।

তথা জ্ঞানোপদেশঃ<sup>৬</sup> কথিতঃ কুলনারিকৈ ॥ ৩৩ ॥

ওগো কুলনারিকা, পাখী যেমন ক্ষিপ্র ফলের উপর গিয়ে বসে, বলা হয় জ্ঞানোপদেশও তেমনি । ৩৩

স্পর্শাখ্যা দেবি দৃকসংজ্ঞা মানসাখ্যা মহেশ্বরী ।

ক্রিয়ান্নাসাদিরহিতা দেবি<sup>৭</sup> দীক্ষা ত্রিধা স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥

১ তা বি গ,—খ, অন্তে প্রভূতভক্তিস্ত অন্তযোগ্যা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, অন্তে ভক্তাঃ প্রকৃষ্টাঃ সূর্যাস্তযোগ্যা ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাশ্চৈতু্যপদেশ ।

৩ ঐ,—ঙ, ধর্মোপদেশ ; র গ, ধর্মোপদেশস্তথাপি ।

৪ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শাখায়াঃ ; র গ, শাখায়াং ।

৫ তা বি গ,—খ, ভক্তমুখ্য ।

৬ র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেবী ।

স্পর্শাখ্যা দীক্ষা—স্পর্শদীক্ষা বা স্পর্শনী। “গুরু স্বীয় হস্তে পরমশিবরূপী স্বগুরুর ধ্যান করবেন, মূলমন্ত্র ষড়ঙ্গায়াস-মন্ত্র, মাতৃকায়াস-মন্ত্র জপ করবেন এবং কৃপা করে শিষ্যের মস্তক দক্ষিণ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করবেন। তার পরে শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম স্পর্শদীক্ষা। এটি অতিশয় সিদ্ধিপ্রদ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৭।

দৃকসংজ্ঞা দীক্ষা—দৃকদীক্ষা বা চাক্ষুষী। “গুরু নিমীলিত নয়নে পরমাখ্যায় দেবতার ধ্যান করবেন এবং দেবতার দর্শনানন্দপূর্ণনয়নে শিষ্যকে বীক্ষণ করবেন এবং পরে প্রসন্নচিত্তে তাকে সিদ্ধিলাভের জগু মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম ফলদায়িনী দৃকদীক্ষা।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৬-৯৭।

মানসাখ্যা দীক্ষা—মানস দীক্ষা বা মনোদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা। “গুরু শিষ্যদেহে মূলাধারে চতুর্দল পদ্মের মধ্যস্থ ত্রিকোণে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান করবেন এবং ধ্যানে তাঁকে ষট্চক্রভেদ করিয়ে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করবেন। একরূপ করলে গুরুর আজ্ঞায় শিষ্যের সহজ, আগন্তুক, এবং সাংসগিক এই ত্রিবিধ পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। শিষ্যের তখন দিব্যবোধ জন্মে এবং তিনি শিব হয়ে যান। এই দীক্ষাকে সবচেয়ে কার্যকরী এবং আশুফলপ্রদা মনে করা হয়।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৫।

দেবী, ওগো মহেশ্বরী, স্পর্শ, দৃক এবং মানস এই ত্রিবিধ দীক্ষা। এই তিন দীক্ষায় কোনো ক্রিয়া এবং আয়াসের প্রয়োজন হয় না। ৩৪

যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সংবর্জয়েচ্ছনৈঃ<sup>১</sup>।

স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়ে, পক্ষী যেমন নিজের পক্ষপুটে শাবককে ধীরে ধীরে বড় করে, স্পর্শ-দীক্ষা এবং উপদেশও সেইরূপ করে। ৩৫

স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ।

দৃগ্ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৬ ॥

ওগো পরমেশ্বরী, মাছ যেমন নিজের পোনাকে দৃষ্টি দিয়েই বড় করে, দৃষ্টি দ্বারা দীক্ষা এবং উপদেশও সেইরূপ করে। ৩৬

যথা কূর্মঃ স্বভনয়ান্ ধ্যানমাত্রেন পোষয়েৎ।

বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ<sup>২</sup> ॥ ৩৭ ॥

১ তা বি গ,—ঙ, সম্বর্জয়েচ্ছনৈঃ ; র গ, সম্বর্জয়েৎ শনৈঃ।

২ তা বি গ,—ঙ, মানুয্য ; র গ, মানুয্য তথা বিধিঃ।

কূর্ম যেমন নিজের ছানাদের ধ্যানমাত্রের দ্বারাই বড় করে, বেধদীক্ষা এবং উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার। ৩৭

শক্তিপাতানুসারেণ<sup>১</sup> শিষ্যোহনুগ্রহমর্হতি ।

যত্র শক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥

শক্তিপাতানুসারে শিষ্য অনুগ্রহ লাভ করে। যেক্ষেত্রে শক্তিপাত হয় না সেক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না। ৩৮

ক্রিয়াবর্ণকলাম্পর্শবাগ্‌দৃঙ্‌মানসসংজ্ঞয়া<sup>২</sup> ।

দীক্ষা মোক্ষপ্রদা দেবি সপ্তধা পরিকীর্তিতা<sup>৩</sup> ॥ ৩৯ ॥

ক্রিয়াদীক্ষা—ক্রিয়াবতী দীক্ষা। “ক্রিয়াবতী দীক্ষা অনুষ্ঠানবহুল। গুরু কর্তৃক শিষ্যদেহে অবস্থিত ষড়ধার শোধন, শিষ্যে আয়ুর্চৈতন্য নিয়োজন, শিষ্যের অভিষেক ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই দীক্ষার অঙ্গ। সাধারণতঃ গুরু শিষ্যকে এই ক্রিয়াবতী দীক্ষাই দিয়ে থাকেন”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ, ৬২৪।

বর্ণদীক্ষা—বর্ণময়ী দীক্ষা। বর্ণময়ী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে এই দীক্ষায় গুরু শিষ্যদেহে শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থানে বর্ণসমূহ লুপ্ত করেন এবং প্রতিলোমক্রমে সেই-সব বর্ণকে ও সেই সঙ্গে শিষ্যচৈতন্যকে পরাওয়ায় লীন করেন; আবার পরমাওয়া থেকে বর্ণসমূহকে ও শিষ্যচৈতন্যকে উত্তীর্ণ করে শিষ্যদেহে অনুলোমক্রমে বা সৃষ্টিক্রমে লুপ্ত করেন। এইভাবে শিষ্য পরমানন্দময় দেবভাব প্রাপ্ত হন”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬২৪।

কলাদীক্ষা—কলাবতী দীক্ষা। “কলাবতী দীক্ষারও বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মস্তক-শীর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা শাস্তি এবং শাস্ত্যতীতা এই পঞ্চ-কলার অবস্থান শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি তাদের সংযোজন করে শিষ্যকে দীক্ষা দেন”—ঐ, পৃঃ ৬২৪।

বাগ্‌দীক্ষা—বাচিকী দীক্ষা। “গুরু যত্নসহকারে নিজবস্ত্রকে স্বগুরুবস্ত্র ভাববেন এবং মূদ্রাশাসাদি সহ দিব্যমন্ত্র স্বগুরুমুখেই শিষ্যকে প্রদান করবেন। এরই নাম বাচিকী দীক্ষা”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬২৭-২৮।

১ তা বি গ,—খ, শক্তিমানানুসারেণ; ঐ,—ও এবং র গ, শক্তিমানানুসারেণ।

২ তা বি গ,—গ, ব, ধ্যানসমাহারঃ; ঐ,—ও এবং র গ, ক্রিয়াজ্ঞানকলা-স্পর্শজ্ঞান-  
 ধ্যানসমাহারঃ।

৩ র গ, পরিকীর্তিতাঃ।

দেবী মোক্ষপ্রদা দীক্ষা সমুবিধা । যথা—ক্রিয়াদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, কলাদীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা, বাগ্‌দীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা আর মানসদীক্ষা । ৩৯

সময়াখ্যা বিশেষা চ সাধিকা পুত্রিকাংহুয়া ।

বেধকা পূর্ণসংজ্ঞা চাচার্যা নির্বাণসংজ্ঞিকাঃ ॥ ৪০ ॥

সময়াখ্যা—সময়া নামক দীক্ষা । এতে শিষ্য গুরুর পূজাদি কর্মে যোগাড়-যন্ত্র করে দিবার অধিকার প্রাপ্ত হন ।

সাধিকা—এ দ্বারা শিষ্য গৃহ আন্তর সাধনার অধিকারী হন ।

পুত্রিকা—এ দ্বারা শিষ্যকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্মাদিতে প্রবৃত্ত করা হয় ।

বেধকা—বেধদীক্ষা । পূর্ণ-আচার্যা—যা দ্বারা আচার্যের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । নির্বাণ-সংজ্ঞিকা—নির্বাণ নামক দীক্ষা । এর ফলে যথোচিত সাধনা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয় ।—ডঃ এম পি. পণ্ডিত কৃত কুলার্ণব-তন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ, ১০ম অধ্যায় ; গণেশ এণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্র, ১৯৬৫ ।

সময়া নামক বিশেষ দীক্ষা, সাধিকা, পুত্রিকা, বেধকা, পূর্ণ-আচার্যা এবং নির্বাণ নামক দীক্ষাও আছে । ৪০

ক্রিয়াদীক্ষাঋষি প্রোক্তা কুণ্ডমণ্ডপপূর্বিকা ।

কলসাদিসমায়ুক্তা কর্তব্য গুরুণা বহিঃ ।

দেবেশি দেহলুঙ্ঘ্যার্থঃ পূর্বোক্তবিধিনাচরণেঃ ॥ ৪১ ॥

ক্রিয়াদীক্ষা আট প্রকার । তাতে কুণ্ড, মণ্ডপ, কলসাদি লাগে । গুরু এই সব দিয়ে বাহ্যানুষ্ঠান করবেন । দেবেশী, দেহলুঙ্ঘির জন্য পূর্বে উক্ত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করতে হবে । ৪১

বর্ণদীক্ষা ত্রিধা প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ ।

পঞ্চাশদ্বর্ণৈব দেবি দ্বিস্তিলিপিভিস্ত বা ॥ ৪২ ॥

দেবী, বেয়াল্লিশ বর্ণের, পঞ্চাশ বর্ণের বা বাষট্টি বর্ণের এই তিন রকমের বর্ণদীক্ষা । ৪২

বর্ণান্ শিষ্যতনৌ ন্যস্ত প্রতিলোমেন সংহরেৎ ১ ।

পরমাত্মনি সংযোজ্য তচ্চৈতন্য গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, বেধকা পূর্ণসংজ্ঞা: স্যুচর্যা নির্বাণসংজ্ঞকা: ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুলমণ্ডপ ।

৩ ঐ, দেহলুঙ্ঘ্যার্থঃ ।

৪ তা বি গ,—ক, ত্রিবিধাচরণেঃ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, সঙ্করণেঃ ।

প্রিয়ে, গুরু শিষ্যের দেহে বর্ণগ্ৰাস করবেন। তারপর শিষ্যের চৈতন্য পরমাত্মায় সংযুক্ত করে তাতে প্রতিলোমক্রমে বর্ণের সংহরণ করবেন। ৪৩

তস্মাদ্ভংগপাদ্য তান্ বর্ণান্ গৃহেচ্ছিত্যতনৌ পুনঃ<sup>১</sup>।

সৃষ্টিক্রমেণ বিধিনা চৈতন্যঞ্চ প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

তা থেকে ( পরমাত্মা থেকে ) বর্ণগুলি উৎপন্ন করে সৃষ্টিক্রমে গুরু আবার শিষ্যদেহে গ্ৰাস করবেন এবং শিষ্যের চৈতন্যও তাতে যুক্ত করবেন। ৪৪

জায়তে দেবতাভাবঃ পরানন্দময়ঃ শিশোঃ।

এষা বর্ণময়ী প্রোক্তা দীক্ষা পাশহরা<sup>২</sup> প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥

শিশোঃ—শিশুর। গুরুর শিশু অর্থাৎ শিষ্য।

প্রিয়ে, শিষ্যের অন্তরে পরানন্দময় দেবতাভাব সঞ্চারিত হয়। এইটি বর্ণময়ী দীক্ষা। এ পাশ ছেদন করে। ৪৫

কলাদীক্ষা ত্রিধা জ্ঞেয়া<sup>৩</sup> কৰ্ত্তব্যা বিধিবৎ প্রিয়ে।

নিবৃত্তিজ্ঞানুপর্যন্তং<sup>৪</sup> তলাদারভ্য সংস্থিতা<sup>৫</sup> ॥ ৪৬ ॥

কলাদীক্ষা—কলাবতী দীক্ষা। “এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মস্তকশীর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি এবং শাস্ত্যতীতা এই পঞ্চকলার অবস্থান শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি তাদের সংযোজন করে শিষ্যকে দীক্ষা দেন”—ত্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৪।

প্রিয়ে, কলাদীক্ষা ত্রিধা জানতে হবে। যথাবিধি এই দীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। পায়ের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত নিবৃত্তিকলা ব্যাপ্ত। ৪৬

জানুনোনাভিপার্যন্তং<sup>৬</sup> প্রতিষ্ঠা তিষ্ঠতি প্রিয়ে।

নাভেঃ কণ্ঠাবধি ব্যাপ্তা<sup>৭</sup> বিদ্যা শান্তিস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৭ ॥

কণ্ঠাল্লাটপর্যন্তং ব্যাপ্তা তস্মাচ্ছিরোহবধি<sup>৮</sup>।

শাস্ত্যতীতা কলা চৈষা<sup>৯</sup> কলাব্যাপ্তিরিতীতিতা ॥ ৪৮ ॥

১ র গ, পুংঃ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পরাতীতা।

৩ তা বি গ,—খ, দীক্ষা প্রোক্তা পার্ণাঘহা; ঐ,—ঙ এবং র গ, পাশহরা।

৪ তা বি গ,—ঙ, চ বিজ্ঞেয়ঃ; র গ, চ বিজ্ঞেয়া।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিবৃত্তিজ্ঞানুপর্যন্তং।

৬ ঐ, সংস্থিতঃ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, জানোশ্চ নাভিপার্যন্তং।

৮ ঐ, নাভেঃ-কণ্ঠাবধি প্রোক্তা।

৯ তা বি গ,—খ, ছিরোহবধি।

প্রিয়ে, হাট্টু থেকে নাভি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাকলা, নাভি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত বদ্যাকলা, তারপর কণ্ঠ থেকে ললাট পর্যন্ত শান্তিকলা এবং ললাট থেকে মস্তক পর্যন্ত শান্ত্যভীতা কলা ব্যাপ্ত। একে বলা হয় কলাব্যাপ্তি। ৪৭-৪৮

সংহার<sup>১</sup>ক্রমযোগেন স্থানাং স্থানান্তরং প্রিয়ে।

সংযোজ্য বিধিবৎ<sup>২</sup> সমাগুবিধিবেত্তা<sup>৩</sup> শিরোহবধি ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, সমাকুবিধি যে জানে সে সংহারক্রমে (পদতল থেকে) মস্তকাবধি, এক স্থান থেকে অগ্নস্থান পর্যন্ত যথাবিধি কলা সংযোজন করে। ৪৯

ইয়ং প্রোক্তা কুলেশানি দিব্যভাবপ্রদায়িনী।

অষ্টত্রিংশৎ<sup>৪</sup>কলাভির্বা পঞ্চাশদ্বিরথাপি বা ॥ ৫০ ॥

তত্ত্বগ্যাসক্রমেণৈব সৃষ্টিসংহারমার্গতঃ<sup>৫</sup>।

স্তোত্রা গুরুমুখাদ্বেবি শিষ্যে সংযোজ্য বেধয়েৎ ॥ ৫১ ॥

জায়তে দেবতাভাব যোগিনীবীরমেনম্<sup>৬</sup>।

কলাদীক্ষা<sup>৭</sup> সমুদ্ভিষ্টা পশুপাশাপহারিণী ॥ ৫২ ॥

কুলেশানী, এটিকে বলা হয় দিব্যভাবপ্রদায়িনী। আটত্রিংশ অথবা পঞ্চাশ কলাদ্বারা, ওগো দেবী, সৃষ্টিমার্গে ও সংহারমার্গে তত্ত্বগ্যাসক্রমে শিষ্যদেহে কলা-সংযোজন গুরুমুখে-জেনে শিষ্যকে দীক্ষা দিতে হবে। এতে দেবভাব সঙ্গীত হবে এবং যোগিনীবীরমিলন হবে। এই কলাদীক্ষা বর্ণিত হল। এটি পশুপাশ ছিন্ন করে। ৫০-৫২

হস্তে শিবং গুরুং<sup>৮</sup> ধ্যাওয়া জপেন্মূলান্ধমালিনীম্।

গুরুঃ স্পৃশেচ্ছিত্যতনুং<sup>৯</sup> স্পর্শদীক্ষা ভবেদিয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

মূলান্ধমালিনীং—মূল অঙ্গ এবং মালিনী। মূল অর্থ মূলমন্ত্র। অঙ্গ অর্থ ষড়ঙ্গগ্যাসমন্ত্র। মালিনী অর্থ মাতৃকাগ্যাসমন্ত্র।

গুরু হস্তে শিব ও গুরুর ধ্যান করে মূলান্ধমালিনী জপ করবেন। তারপর শিষ্যদেহে স্পর্শ করবেন। এটি হবে স্পর্শদীক্ষা। ৫৩

১ ঐ, সংজ্ঞাত।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিষয়ে।

৩ তা বি গ,—খ, বিধিবত্তাঃ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চিত্তং ভক্তোং।

৫ তা বি গ,—খ, যোগতঃ।

৬ ঐ, বীরসম্পদঃ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বীরসম্পদঃ।

৭ তা বি গ,—খ, কুলদীক্ষা।

৮ ঐ, হস্তে শিবপূরণ।

৯ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, গুরুঃ স্পৃশেৎ শিষ্যতঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ স্পৃশেৎ ষষিষ্যতঃ।



চিন্তং তত্ত্বে সমাধায় পরতত্ত্বোপবৃংহিতান্<sup>১</sup> ।

উচ্চরেং সংহতান্নত্ৰান্<sup>২</sup> বাগ্‌দীক্ষ্যেতি নিগদ্যতে ॥ ৫৪ ॥

তত্ত্বে—চিদ্রূপী সদাশিবে । পরতত্ত্বোপবৃংহিতান্—পরতত্ত্ব অর্থাৎ শিব থেকে উপবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তারিত । সংহতান্ মত্ৰান্—মিলিত মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বিশেষ কর্মে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রসমূহ ।

তত্ত্বে চিন্ত সমাহিত করে গুরু পরতত্ত্বোপবৃংহিত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করবেন । একেই বলে বাগ্‌দীক্ষা । ৫৪

নিমীল্য নয়নে ধ্যাত্বা পরতত্ত্বং<sup>৩</sup> প্রসন্নধীঃ ।

সম্যক্ পশ্যেদগুরুঃ শিষ্যং দৃগ্‌দীক্ষা চ ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ৫৫ ॥

প্রিয়ে, প্রসন্নধী গুরু চক্ষু মুদ্রিত করে পরতত্ত্বের ধ্যান করবেন এবং তারপর শিষ্যের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টিপাত করবেন । এতেই হবে দৃগ্‌দীক্ষা । ৫৫

গুরোরালোকমাভ্যেগ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি ।

সদ্যঃ সজ্জায়তে জ্ঞানং সা দীক্ষা শাস্ত্রবী মতা ॥ ৫৬ ॥

গুরুর দৃষ্টিমাত্র সম্ভাষণমাত্র কিংবা স্পর্শমাত্র শিষ্যের জ্ঞানোদয় হলে তা-ই হবে শাস্ত্রবী দীক্ষা । ৫৬

মনোদীক্ষা দ্বিধা<sup>৪</sup> প্রোক্তা তীত্রা তীত্রতরাপি<sup>৫</sup> চ ।

অধ্বানং<sup>৬</sup> ষড়্‌বিধং জ্ঞাত্বা শিষ্যদেহে স্মরন্ প্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥

কল্পয়েদ্বুবনং তত্ত্বং কলাং বর্ণং পদং মনুম্<sup>৭</sup> ।

আজানুনাভিহংকঠতালু<sup>৮</sup>মূর্ধাস্ত<sup>৯</sup>মম্বিবকে ॥ ৫৮ ॥

অধ্বানং ষড়্‌বিধং—ষড়্‌ধ্বা । যথা—ভুবন, তত্ত্ব, কলা, বর্ণ, পদ এবং মন্ত্র ।

প্রিয়ে, মনোদীক্ষা দ্বিবিধ—তীত্র ও তীত্রতর । ষড়্‌ধ্বা অবগত হয়ে গুরু শিষ্যদেহে তার চিন্তা করবেন এবং জানু থেকে আরম্ভ করে নাভি হৃদয় কঠ তালু ও মূর্ধা পর্যন্ত ভুবন, তত্ত্ব, কলা, পদ ও মন্ত্রের অবস্থিতি ভাবনা করবেন । ৫৭-৫৮

১ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ এবং র গ, বৃংহিতাং ।

২ তা বি গ,—ক, সংহতান্নত্ৰা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সংহতান্নত্ৰা ।

৩ তা বি গ,—খ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ, পরতত্ত্ব ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পরতত্ত্বে ।

৪ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মধ্য ; ঐ,—ঙ এবং র গ, মনোদীক্ষা দ্বিধা ।

৫ র গ তীত্রতরাপি ।

৬ তা বি গ,—খ, অধ্বানং ।

৭ তা বি গ,—খ, কলাং বর্ণং পদং তনু ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কলাবর্ণাপদং মনুং ।

৮ তা বি, গ,—খ, ভাল ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মূলাস্ত ।

গুরুপদিক্ষিমাংগেণ বেধং কুর্ষাদ্বিচক্ষণঃ ।

পাশযুক্তঃ<sup>১</sup> ক্ষণাচ্ছিশ্চিহ্নপাশস্তদা<sup>২</sup> ভবেৎ ।

এষা মুক্তিপ্রদা প্রোক্তা তীব্রদীক্ষা কুলেশ্বরী ॥ ৫৯ ॥

গুরুপদিক্ষি উপায়ে বিচক্ষণ গুরু বেধদীক্ষা দেবেন । তার ফলে পাশযুক্ত শিষ্য মুহূর্ত্তে পাশযুক্ত হবে । কুলেশ্বরী, একেই মুক্তিপ্রদা তীব্রদীক্ষা বলা হয় । ৫৯

দেবি তীব্রতরা চাপি গুরুণা স্মৃতমাত্রতঃ ।

সম্যক্‌সংবেধিনঃ শিষ্যচ্ছিহ্নপাশস্তদা ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

দেবী, গুরুকর্তৃক স্মৃত হওয়া মাত্র সম্যক্‌বেধবেত্তা-গুরুর শিষ্য তৎক্ষণাৎ পাশযুক্ত হয় । এরই নাম তীব্রতরা দীক্ষা ।

বাহুব্যাপারনির্মুক্তো ভূমৌ পততি তৎক্ষণাৎ ।

সজ্জাতদিব্যভাবোহসৌ সর্বং জানাতি<sup>৩</sup> শাস্তবি ॥ ৬১ ॥

শাস্তবী, বাহুব্যাপারযুক্ত (অর্থাৎ যার বাহু বিষয়ের বোধ থাকে না) শিষ্য তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । তার অন্তরে দিব্যভাব সজ্জাত হয় এবং সে সর্বজ্ঞ হয় । ৬১

যদন্তি বেধকালে তৎ<sup>৪</sup> স্বয়মেবানুভূয়তে ।

প্রবুদ্ধ গন্ ন শক্লোতি তৎ সুখং বক্তৃমীশ্বরী<sup>৫</sup> ॥ ৬২ ॥

ঈশ্বরী, বেধদীক্ষার সময়ে যা হয় তা শিষ্য স্বয়ংই অনুভব করে । বাহু বিষয়ে বোধ ফিরে আসার পর সে কিন্তু সেই সুখ কেমন তা বলতে পারে না । ৬২

বেধবিদ্ধঃ শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ<sup>৬</sup> ।

এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী ।

শিবভাবপ্রদা সাক্ষাৎ<sup>৭</sup> ত্বাং শপে কুলনায়িকে ॥ ৬৩ ॥

বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব । তার আর পুনর্জন্ম হয় না । ওগো কুলনায়িকা, তোমার শপথ করে বলছি এই তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধন মোচন করে ও শিবভাব প্রদান করে । ৬৩

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পাশযুক্তঃ ।

২ তা বি গ,—খ, পরানন্দময়ো ।

৩ ঐ, বদতি ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বেধকং তত্তৎ ।

৫ তা বি গ,—ঙ, প্রবুদ্ধঃ সহসা শিষ্যত্বংসোধ্যং বহুধেশ্বরী; র গ, প্রবুদ্ধঃ সহসা শিষ্যত্বংসোধ্যং বহুধেশ্বরী ।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, ন পুনর্জন্মভাগং ব্রজেৎ ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দেবি ।

আনন্দশৈব কম্পশোভনবো ঘূর্ণা<sup>১</sup> কুলেশ্বরী ।

নিদ্রা মূর্ছা চ বেদস্ত<sup>২</sup> ষড়বস্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

কুলেশ্বরী, বেদদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছয় অবস্থার কথা বলা হয়। যথা—  
আনন্দ, কম্প, নবজন্ম, শিরোগূর্ণন, নিদ্রা এবং মূর্ছা। ৬৪

দৃশ্যশ্চে ষড়্গুণা হেতে বেধনেন<sup>৩</sup> কুলেশ্বরী ।

বেধিতো<sup>৪</sup> যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠেদ্ব্যক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

কুলেশ্বরী, বেদদীক্ষাহেতু এই ষড়্গুণ (আনন্দাদি) পরিলক্ষিত হয়। বেধ-  
দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানেই থাক না কেন সে মুক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৬৫

বেদদীক্ষাকরো লোকে শ্রীগুরুদ্বর্লভঃ প্রিয়ে ।

শিষ্যোহপি দ্বর্লভস্তাদৃক্ পুণ্যযোগেন লভ্যতে ।

ন দদ্যাদ্ যস্য কস্যাপি ইত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরী ॥ ৬৬ ॥

প্রিয়ে, সংসারে বেদদীক্ষাপ্রদানকারী গুরু দ্বর্লভ আর সেরকম শিষ্যও  
দ্বর্লভ ; পুণ্যবলেই পাওয়া যায়। পরমেশ্বরী, এই দীক্ষা যাকে তাকে দেওয়া  
চলবে না—এই আমার আজ্ঞা। ৬৬

কুলদ্রবৈঃ সমভ্যচ্য কুলচক্রং<sup>৫</sup> বিধানতঃ ।

শিষ্যায় দর্শয়েদেবি দীক্ষিষ্য কৌলিকী স্মৃতা ॥ ৬৭ ॥

দেবী, গুরু কুলদ্রবোর দ্বারা যথাবিধি কুলচক্রের পূজা করবেন এবং তা  
শিষ্যকে দেখাবেন। এরই নাম কৌলিকীদীক্ষা। ৬৭

কুলদ্রব্যং<sup>৬</sup> মুখে পূর্ষ পঞ্চগব্যামৃতান্বিতম্ ।

অভিষিক্তেদ্ গুরুঃ শিষ্যং গণ্ডুমাখ্যা সমীরিতা ॥ ৬৮ ॥

পঞ্চগব্য—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় ও গোমূত্র এই পঞ্চ গোসম্বন্ধীয় দ্রব্য।

কুলদ্রব্য—শাস্ত্রবিহিত মদ।

পঞ্চগব্যরূপ অমৃতযুক্ত কুলদ্রব্য মুখে পুরে গুরু তা দিয়ে শিষ্যকে অভিষিক্ত  
করবেন। একেই বলে গণ্ডুমাখ্যা। ৬৮

১ ২ ঘূর্ণা কিং—খ, ঘূর্ণাঃ ।

২ তা বি গ,—ক, বেদস্থা ।

৩ বেধনেন—উ এবং র গ,—যত পার্থ ; তা বি গ, বেধকালে ।

৪ তা বি গ,—ক, বেধতো ; ঐ,—উ এবং র গ, বেধকো ।

৫ তা বি গ,—উ এবং র গ, কুলদ্রব্যং ।

৬ তা বি গ,—উ, শিবদ্রব্যং ; ঐ,—খ, সিদ্ধদ্রব্যং ।

৭ তা বি গ,—খ পঞ্চগব্যোঃ ।

সজীবঃ মীনযুক্তেন সুরয়া পুরিতেন চ ।

পঞ্চামৃতৈঃ সুসম্পূর্ণশঙ্খন কলসেন বা ।

অভিষেকং ততঃ কুর্যাদবাহতঃ কথিতং প্রিয়ে ২ ॥ ৬৯ ॥

পঞ্চামৃত—দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা এই পঞ্চ অমৃততুল্য পদার্থ ।

প্রিয়ে, সজীব-মীনযুক্ত এবং সুরা দ্বারা পূর্ণ ও পঞ্চামৃত দ্বারা পরিপূর্ণ শঙ্খ বা কলসের দ্বারা অভিষেক করতে হবে । এটি বাহতঃ বলা হল । ৬৯

মীনস্তূলমিবকা দেবি বজ্রং কলস উচ্যতে ৩ ।

পঞ্চগব্যামৃতাপূর্ণং শিষ্যং তেন অভিষিক্ষিয়েৎ ৪ ॥ ৭০ ॥

দেবী, আলংজিবকে মীন আর মুখকে কলস বলা হয় । মুখ পঞ্চগব্যামৃতে পূর্ণ করে তা দিয়ে শিষ্যকে অভিষিক্ত করতে হবে । ৭০

অন্নং ৫ সিদ্ধাভিষেকঃ শ্রাদ্ধাচার্য্যাপি ৬ পার্বতি ।

ত্রিকালং দন্তকাষ্ঠঞ্চ ৭ পুষ্পাঞ্জলিরপি ৮ প্রিয়ে ১১ ॥ ৭১ ॥

শঙ্খোদকে ১০ কলান্তাস ১১ স্তজ্জ্ঞানকাক্ষীধা ১২ ভবেৎ ।

সময়া ১৩ দন্তকাষ্ঠেন সাধকঃ কুসুমাজ্জলিঃ ১৪ ॥ ৭২ ॥

পুত্রং ১৫ শঙ্খাভিষেকেন বোধকং সজ্জলেন চ ১৬ ।

পূর্ণাভিষেকেণাচার্য্যঃ ১৭ পঞ্চাবস্থাঃ প্রকোত্তীতাঃ ১৮ ॥ ৭৩ ॥

পার্বতী, এটি সিদ্ধাভিষেক । আচার্য্যেরও এর প্রয়োজন । প্রিয়ে, ত্রিকাল (ত্রিসন্ধ্যা) দন্তকাষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি শঙ্খ উদক কলা শ্রাস এবং এতৎসম্বন্ধী জ্ঞান, এই আট প্রকারের অভিষেক হয় । দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের দ্বারা সময়া, পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সাধক, শঙ্খোদকের দ্বারা পুত্র, সং-জলের দ্বারা বোধক এবং পূর্ণাভিষেকের দ্বারা আচার্য্য—অভিষেকের এই পঞ্চ অবস্থার কথা বলা হয়েছে । ৭১-৭৩

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সবোজ্জ ; তা বি গ,—ক, সজীব । ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ঘৃত পাঠ ; তা বি গ, বাহে তৎ কথিতং প্রিয়ে ; ঐ,—খ, বাহেন কথিতা পুনঃ ।

৩ র গ, মনস্ত । ৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বজ্রং কলসমুচ্যতে ।

৫ তা বি গ,—খ, পঞ্চব্যোমান্বতং । ৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, অহং ।

৭ ঐ, দাচার্য্যোহপি । ৮ তা বি গ,—ক, স্বীকারদন্তকাষ্ঠন্ত ।

৯ ঐ, ততঃ । ১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ঘৃত পাঠ ; তা বি গ, শঙ্খে বেদ ।

১১ র গ, কলান্তাসং । ১২ তা বি গ,—খ, শঙ্খো বজ্রাভিষেকবোধকাক্ষীধা ।

১৩ তা বি গ,—খ, সময়াং । ১৪ ঐ, পুনঃ ।

১৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ঘৃত পাঠ ; তা বি গ,—ক, বোধকং সজ্জলেন চ ; তা বি গ, বোধকো বেদসংজ্ঞয়া ; ঐ,—গ, ঘ, বোধকং সজ্জলেন চ ।

১৬ তা বি গ,—ঙ, নাচার্য্য ।

কুলাচারৈক<sup>১</sup>নিরতা গুরুভক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ ।

পূর্ণাভিষেকপূতা যে তে মৃত্যুশ্চেহ জন্মনি<sup>২</sup> ॥ ৭৪ ॥

যারা একমাত্র কুলাচারনিরত গুরুভক্ত দৃঢ়ব্রত পূর্ণাভিষেকপূত তারা এই জন্মেই মৃত্যু হয়ে যায় । ৭৪

পূর্ণাভিষেকপূতা যে মৃত্যুশ্চ কুলনারিকৈ ।

পুনর্লব্ধেধাত্তমং জন্ম গুরুণা শিবরূপিণা ॥ ৭৫ ॥

শুদ্ধাঃ পূর্ণাভিষেকেন শিবসামুজ্যাদায়িনা ।

তেন মুক্তিং ব্রজেয়ুস্তে<sup>৩</sup> শাস্তবী বাচমব্রবীৎ ॥ ৭৬ ॥

ওগো কুলনারিকা, পূর্ণাভিষেকপূত হয়ে যারা মারা যান তারা আবাক উত্তম জন্ম লাভ করতঃ শিবরূপী গুরু কর্তৃক শিবসামুজ্যপ্রদানকারী পূর্ণাভিষেকের দ্বারা শুদ্ধীকৃত হন এবং সেই কারণে মুক্তি লাভ করে—শাস্তবী একথা বলেছেন । ৭৫-৭৬

পূর্ণাভিষেকহীনো যঃ কৌলিকো ত্রিগুণে যদি ।

পিশাচত্বমবাপ্নোতি যাবদাহুতসংগ্ৰবম্<sup>৪</sup> ॥ ৭৭ ॥

কোনো কৌলিক যদি পূর্ণাভিষেকহীন হয়ে মারা যান, তাহলে প্রলয়-কালাবধি সে পিশাচ হয়ে থাকে । ৭৭

দীক্ষা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ ।

ক্রিয়াদীক্ষা ভবেদবাহ্য বোধাত্ম্যভ্যন্তরী মতা ॥ ৭৮ ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দীক্ষা দ্বিবিধ । ক্রিয়াদীক্ষা বাহ্য আর বোধদীক্ষাকে বলা হয় আভ্যন্তর । ৭৮

অন্তঃশুদ্ধিব<sup>৫</sup>হিঃশুদ্ধিঃ দ্বিবিধা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

অন্তরা চ ক্রিয়াশুদ্ধিব<sup>৫</sup>হিঃশুদ্ধিঃ দীক্ষয়া ॥ ৭৯ ॥

দ্বিবিধ শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে—অন্তঃশুদ্ধি আর বহিঃশুদ্ধি । শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এবং দীক্ষা দ্বারা বহিঃশুদ্ধি হয় । ৭৯

দীক্ষয়া মোক্ষদীপেন চণ্ডালোহপি বিমুচ্যতে ।

আভ্যাং বিনা কুলেশানি<sup>৬</sup> কৌলিকো নৈব মুচ্যতে ॥ ৮০ ॥

কুলেশানী, মোক্ষের দীপস্বরূপ দীক্ষা দ্বারা চণ্ডালও মুক্তিলাভ করে । অন্তঃশুদ্ধি এবং বহিঃশুদ্ধি ছাড়া কৌলিকের মুক্তি হয় না । ৮০

১ তা বি গ,—ও এবং ব গ, কুলাচারেণ ।

২ ঐ, কর্মণি ।

৩ ঐ, ব্রজেদেব ।

৪ তা বি গ,—ও, দাহুতসংগ্ৰবম্ ।

৫ তা বি গ,—ক, আবাত্ম্যং বিনা দেবি ।

শরীরশ্চ ন সংস্কারো জায়তে ন চ কর্মণঃ<sup>১</sup> ।

আত্মনঃ কারয়েদীক্ষামনাদিকুলকুণ্ডলীম্ ॥ ৮১ ॥

শরীরের সংস্কার হয় না, কর্মেরও নয় । আত্মার অনাদিকুলকুণ্ডলী দীক্ষা করাতে হয় । ৮১

দীক্ষা হেতাঃ<sup>২</sup> কর্মসাম্যে ভিন্নার্থপ্রতিপাদিকাঃ ।

অভিসন্ধানতো দেবি<sup>৩</sup> দেশিকোত্তমশিষ্যয়োঃ ॥ ৮২ ॥

দেবী, এইসব দীক্ষার ক্রিয়াকর্ম একরূপ হলেও দেশিকোত্তম অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের সঙ্কল্প অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয় । ৮২

মন্ত্রোষধৈর্যথা হস্তাদ্বিষশক্তিং কুলেশ্বরী ।

পশুপাশং তথা ছিন্দ্যাদীক্ষয়া মন্ত্রবিং ক্ষণাৎ ॥ ৮৩ ॥

কুলেশ্বরী, মন্ত্র এবং ঔষধের দ্বারা যেমন বিষ-শক্তি নষ্ট করতে হয় তেমনি মন্ত্রবিদ্ দীক্ষা দ্বারা মুহূর্তে পশুপাশ ছিন্ন করবে । ৮৩

অস্মাদ্ প্রবিততাদ্বন্ধাৎ পরসংস্থানবোধকাৎ<sup>৪</sup> ।

দীক্ষৈব মোক্ষয়েৎ পূর্বং দিব্যং ধাম নয়ত্য়পি ॥ ৮৪ ॥

দীক্ষাই এই বিস্তৃত বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং পরমপদের উপলব্ধি ঘটিলে আদি দিব্যধামে নিয়ে যায় । ৮৪

উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটিশঃ<sup>৫</sup> ।

ক্ষণাদহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃত্য ॥ ৮৫ ॥

যথাবিধি কৃত দীক্ষা মুহূর্তে লক্ষলক্ষ উপপাতক এবং কোটি কোটি মহাপাতক দহন করে । ৮৫

যয়া চোন্মীলিতাত্মনো ভবন্তি পশবঃ শিবাঃ ।

স্যা দীক্ষা ছুদিতা দেবি পশুপাশবিমোচিকা<sup>৬</sup> ॥ ৮৬ ॥

দেবী, যা দ্বারা আত্মোন্মেষ হওয়ায় পাশবদ্ধ জীবেরা শিব হয়ে যান তাকে পশুপাশমোচনকারিণী দীক্ষা বলা হয় । ৮৬

১ ঐ,—গ, ন জাতেন চ কর্মণা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ন জাতি ন চ কর্মণঃ ।

২ তা বি গ,—ক, দীক্ষয়েতু ; ঐ,—গ, দীক্ষয়তা ; ঐ,—ঘ, দীক্ষয়তা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দীক্ষায়তা ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, অভিসন্ধানকৃদ্ যন্ত ।

৪ তা বি গ,—ক, অস্মাৎ প্রতিভতাদ্বন্ধাৎ পরমস্থানবোধনাৎ ; ঐ,—খ পশুসংস্থান-বোধনাৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, অস্মাৎ প্রতিভতাদ্বন্ধাৎ পরমস্থানবোধনাৎ ।

৫ র গ, কোটয়ঃ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চণ্ডপাশবিমোচিকা ।

যস্মা দীক্ষিতমাত্রেণ জ্ঞানন্তে প্রত্যয়াঃ প্রিয়ে ।

সাদীক্ষা মোক্ষদা জ্ঞেয়া শেষান্ত জনসেবিকাঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রিয়ে, যে-দীক্ষা লাভ করামাত্র প্রত্যয় সজ্ঞাত হয় সেই দীক্ষাই মোক্ষ প্রদান করে ; অন্য সব শুধু লোকরঞ্জন করে । ৮৭

উপাসনাশতেনাপি যাং বিনা নৈব সিধ্যতি<sup>১</sup> ।

তাং দীক্ষামাত্রয়েদ্ যত্নাং শ্রীশ্রুয়োর্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৮৮ ॥

শত উপাসনা সত্ত্বেও যা নৈলে সিদ্ধিলাভ হয় না, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সেই দীক্ষা সযত্নে গুরুর নিকট গ্রহণ করতে হবে । ৮৮

রসেস্লেষণ যথা বিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ ।

দীক্ষাবিদ্ধ<sup>২</sup>স্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়ে, পারদবিদ্ধ লোহ যেমন সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি দীক্ষাবিদ্ধ আত্মা শিবত্ব প্রাপ্ত হয় । ৮৯

দীক্ষাগ্নিদন্ধকর্মাসৌ মায়াবিচ্ছিন্নবন্ধনঃ ।

গতঃ পরাং জ্ঞানকাষ্ঠাং<sup>৩</sup> নির্বীজন্ত শিবো ভবেৎ ॥ ৯০ ॥

দীক্ষাগ্নি দ্বারা যার কর্ম দন্ধ হয়েছে, যার মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়েছে, যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে, যে সংসারবীজহীন, সে শিব হয়ে যাব । ৯০

গতং শূদ্রস্য শূদ্রত্বং বিপ্রস্ত্যপি চ বিপ্রতা ।

দীক্ষাসংস্কারসম্পন্নে জাতিভেদো ন বিদ্যতে ॥ ৯১ ॥

দীক্ষাসংস্কার সম্পন্ন হলে শূদ্রের শূদ্রত্ব থাকে না, বিপ্রের বিপ্রত্ব থাকে না, কোনো জাতিভেদ থাকে না । ৯১

শিবলিঙ্গে শিলা<sup>৪</sup>বদ্ধিং কুর্বন্ যৎ পাপমগ্নত্বতে ।

দীক্ষিতশ্চাপি পূর্বতস্মৃত্যা তৎ পাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥

শিবলিঙ্গকে শিলা মনে করলে যেসকল পাপ হয় দীক্ষিত ব্যক্তি পূর্বাবস্থা স্মরণ করলে তেমনি পাপ অর্জন করবে । ৯২

দার্বশ্যালোহমুদ্রত্ব<sup>৫</sup>জাতিলিঙ্গপ্রতিষ্ঠিতম্ ।

যথোচ্যতে তথা শুদ্ধাঃ<sup>৬</sup> সর্ববর্ণান্ত দীক্ষিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

১ এই, বা চিন্তা নৈব পশ্চতি ।

৩ তা বি গ,—ও এবং র গ, গতাং পরাং জ্ঞাননিষ্ঠাং ।

৫ এই, দেবেশ্যালোহমুদ্রত্ব ।

২ র গ, দীক্ষাবিত ।

৪ এই, শিলাং ।

৬ এই, শুদ্ধাং ।

যেমন কাঠ, প্রস্তর, লৌহ, মৃত্তিকা, রত্ন যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ ( শিবলিঙ্গ ) হয়ে যায় তেমনি দীক্ষা লাভ করলে সব বর্ণের মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায় । ৯৩

যেন পূজিতমাত্রেণ চাব্রদ্ধবনাস্তিকম্<sup>১</sup> ।

পূজিতং তেন সর্বং শ্যাদীক্ষিতেন ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥

দীক্ষিত ব্যক্তির পূজামাত্রের দ্বারা আব্রদ্ধবনপর্যন্ত সমস্ত পূজিত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নেই । ৯৪

দীক্ষিতস্য ন কার্যং শ্যাত্তপোভিনিয়মব্রতৈঃ ।

ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈর্ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ ॥ ৯৫ ॥

দীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থক্ষেত্রে গমন, শারীরিক কৃচ্ছসাধন এসবে কাজ নেই । ৯৫

অদীক্ষিতা যে কুবন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ন ফলন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামৃগুর্বীজবৎ ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, অদীক্ষিত ব্যক্তি জপপূজাদি যেসব কর্ম করে তা পাথরে বুনী বীজের মতো নিষ্ফল হয় । ৯৬

দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদগতিঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥

দেবী, দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও নাই, সদগতিও নাই । অতএব, সর্বপ্রযত্নে সদগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে । ৯৭

দ্বিজো যো দীক্ষিতঃ পশ্চাদন্ত্যজঃ পূর্বদীক্ষিতঃ ।

দ্বিজঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ<sup>২</sup> ॥ ৯৮ ॥

অন্ত্যজ যদি পূর্বে দীক্ষিত হয় আর দ্বিজ পরে দীক্ষিত হয়, তা হলে সেই অন্ত্যজই জ্যেষ্ঠ এবং দ্বিজ কনিষ্ঠ হবে—এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ৯৮

গুরুশক্তিসূতানাক্ষ যো বা শ্যাৎ<sup>৩</sup> পূর্বদীক্ষিতঃ ।

গুরুবন্তেন<sup>৪</sup> তে পূজ্যা নাবমাগ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৯৯ ॥

কেউ যদি গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রদের পূর্বে দীক্ষিত হয় তা হলেও তাকে তাঁদের গুরুর মতো সম্মান করতে হবে, কোনো প্রকারেই তাঁদের অবমাননা করা চলবে না । ৯৯

১ তা বি গ,—খ, ভূবনাস্তরম্ ।

৩ তা বি গ,—খ, যো ভবেৎ ।

২ ব গ,—বৃত পাঠঃ ৩ বি গ, শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।

৪ ঐ,—উ এবং ব গ, গুরুবন্তেন ।



শিষ্যো দীক্ষিতমাত্রশ্চেদ যদি স্বর্গং গতো গুরুঃ ।

একসন্তানকেনৈব পূর্ণসংস্কারমাচরণেৎ ॥ ১০০ ॥

শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েই যদি গুরু স্বর্গে যান তা হলে শিষ্য তাঁর একমাত্র সন্তানের মতো শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করবে । ১০০

দর্শনেষু চ সর্বেষু গুরুণা জ্ঞানশালিনা ।

দীক্ষিতো যন্তু বিধিনা স যুক্তো নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ১০১ ॥

প্রিয়ে, জ্ঞানী গুরু যাকে সর্বদর্শনে যথাবিধি দীক্ষিত করেন সে যুক্তিলাভ করে, অন্য নয় । ১০১

অধিবাসনং পূর্বকৃত চক্রপূজাপুরঃসরম্ ।

দীক্ষয়া শোধয়েচ্ছিয়মগুণা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১০২

অধিবাস এবং চক্রপূজা পূর্বক শিষ্যকে দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে । নৈলে সব ব্যর্থ হবে । ১০২

শূদ্র\*সঙ্করজাতীনাং দীক্ষা শুদ্ধিবিধীয়তে ।

পাদোদক\*প্রদানাদৈঃ কুর্য্যৎ পাপবিমোচনম্ ॥ ১০৩ ॥

শূদ্র ও সঙ্করজাতির লোকদের প্রাথমিক শুদ্ধিবিধান করতে হবে । পাদোদক প্রদানাদি দ্বারা তাদের পাপ বিমোচন করতে হয় । ১০৩

একাব্দেন দ্বিজো যোগ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বৎসরদ্বয়াৎ ।

বৈশ্যো যোগ্যস্তিভির্বর্ষৈশ্চতুর্ভিঃ শূদ্র এব চ ॥ ১০৪ ॥

একাব্দেন—এক বৎসরে । শাস্ত্রে আছে দীক্ষা দান ও গ্রহণের পূর্বে গুরু ও শিষ্য পরস্পরকে পরীক্ষা করে নেবেন । একাঙ্কেন ইত্যাদি দ্বারা শিষ্যের যোগ্যতা পরীক্ষার কাল নির্দেশ করা হয়েছে ।—এ সম্বন্ধে অগাধ্য আলোচনা,  
—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৩-৩৪ ।

ব্রাহ্মণ একবৎসরে, ক্ষত্রিয় দুবৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে ও শূদ্র চার বৎসরে যোগ্য নির্ণীত হয় । ১০৪

বিধবার্হাঃ সূতাদেশাৎ কথ্যার্হাঃ পিতুরাজ্ঞয়া ।

নাথিকারঃ স্বতো নার্য্য ভার্য্যার্হা\* ভর্তৃরাজ্ঞয়া ॥ ১০৫ ॥

১ তা বি গ,—ক, পূর্বসংস্কারমাচরণেৎ ; ঐ,—খ, পূর্বদীক্ষাং সমাচরণেৎ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, পূর্বসংখ্যাং সমাচরণেৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, অধিবাসন্ত ।

৩ ঐ, শুদ্ধ । ৪ তা বি গ,—খ, নাৎ নাস্তি । ৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, পাদুকাং ।

৬ তা বি গ,—ঙ, নাথিকারো সূতো নার্য্যো ভার্য্যা ; ব গ, নাথিকারো সূতো নার্য্যো ভার্য্যা ।

দীক্ষার জন্তু বিধবাকে পুত্রের, কন্যাকে পিতার, ভাৰ্যাকে স্বামীর অনুমতি  
নিতে হবে । এক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব অধিকার নেই । ১০৫

স্বাদ্বেদাধ্যয়নে শূদ্রো নাধিকারী যথা প্রিয়ে<sup>১</sup> ।

তথৈবাদীক্ষিতশ্চাপি নাধিকারী কুলেশ্বরী ॥ ১০৬ ॥

প্রিয়ে, যেমন বেদাধ্যয়নে শূদ্র অধিকারী নয় তেমনি, ওগো কুলেশ্বরী,  
অদীক্ষিত ব্যক্তি অধিকারী নয় । ১০৬

শ্রীগুরুং গুরুপত্নীঞ্চ তৎপুত্রং শক্তিকৌলিকান্<sup>২</sup> ।

দীক্ষিতংস্তোষয়েদেবি যথাবিভববিস্তরম্<sup>৩</sup> ॥ ১০৭ ॥

দীক্ষিত ব্যক্তি গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, শক্তিকৌলিক এঁদের নিজ অর্থ-  
সামর্থ্যানুসারে পরিতুষ্ট করবে । ১০৭

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ পরীক্ষা গুরুশিষ্যয়োঃ ।

দীক্ষাভেদাদিকং দেবি কিঙ্করঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৮ ॥

দেবী, গুরু ও শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা, বিভিন্ন দীক্ষাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ  
ভোমাকে বললাম । আবার কি শুনতে চাও । ১০৮

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সৰ্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-  
লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধার্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যপরীক্ষাকথনং নাম চতুর্দশ  
উল্লাসঃ ॥ ১৪ ॥

সপাদলক্ষলোকপূর্ণ সৰ্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণব-  
তন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধার্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষাকথন নামক চতুর্দশ  
উল্লাস সমাপ্ত । ১৪

১ ভা বি গ.—ঙ এবং র গ, ভবেৎ ।

২ ঐ, দীক্ষিতাং ।

৩ ঐ, সৈনিকান্ ।

৪ ভা বি গ.—খ, বিস্তরৈঃ ।

## পঞ্চদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চরণলক্ষণম্ ।

স্থানাহারাদিভেদঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

পুরশ্চরণলক্ষণম্—পুরশ্চরণের লক্ষণ । “পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুতন্ত্র বলেছেন—ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র । সেই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই পুরশ্চর্যা বা পুরশ্চরণকর্ম ।”

“ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিশেক এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলা হয় ।”

“তবে পঞ্চাঙ্গ-উপাসনা পুরশ্চরণ এটি পুরশ্চরণের সাধারণ সংজ্ঞা নয় । কেননা, সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ হয় না । যে-সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ বিহিত, পুরশ্চরণের এই সংজ্ঞা তাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ।”—এ সম্বন্ধে অগ্ন্যাগ্ন আলোচনা, —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭১১—৭২১ ।

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, পুরশ্চরণলক্ষণ এবং স্থান ও আহারাদির প্রকারভেদ সম্বন্ধে শুনতে চাই । পরমেশ্বর, আমাকে তাই বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ মন্ত্রতত্ত্বং<sup>১</sup> প্রকাশতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনামাত্র মন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশিত হয় । ২

জপযজ্ঞাং পরো যজ্ঞো নাপরোহন্তীহ কশ্চন ।

তস্মাজ্জপেন ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সাধয়েৎ ॥ ৩ ॥

জপযজ্ঞাং—জপযজ্ঞের চেয়ে । জপই যজ্ঞ । “মন্ত্রাক্ররের বার বার আবৃত্তিকে জপ বলে । অর্থাৎ জপ বলিতে বোঝায় মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ । কিন্তু এই উচ্চারণ যান্ত্রিকভাবে মন্ত্রবর্ণের উচ্চারণমাত্র নয় । কারণ জপ মন্ত্রের অর্থভাবনাও বটে । কাজেই, মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্যাদি অবগত হয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে তবে জপ হবে ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৬৫-৬৬ ।

এ জগতে জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছু নেই । অতএব, জপের দ্বারা ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে হবে । ৩

সর্বধর্মান্<sup>১</sup> পরিত্যজ্য মন্ত্ররাজং<sup>২</sup> সমভ্যাসেৎ ।

অপ্রমাদাদ্ ভবেৎ সিদ্ধিঃ প্রমাদাদ্ভুতং<sup>৩</sup> ভবেৎ ॥ ৪ ॥

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে মন্ত্ররাজ অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ মন্ত্র জপ করতে হবে । প্রমাদশূন্য জপে হয় সিদ্ধি আর প্রমাদযুক্ত জপে অশুভ । ৪

ভোগাপবর্গসঙ্কল্পকল্পব্রতশুভো<sup>৪</sup> জপঃ ।

জপধ্যানময়ং<sup>৫</sup> যোগং<sup>৬</sup> তস্মাদ্ভেবি সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥

জপধ্যানময়ং যোগং—জপধ্যানময় যোগ । জপধ্যানই যোগ । “চিত্তের একাগ্রতা বা চিত্তস্থৈর্য ভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না ; প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না । জপ চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের বা চিত্তস্থৈর্যের অগুতম সর্বজনসাধ্য উপায় ।”

“পাতঞ্জল যোগসূত্রানুসারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ । চিত্তস্থৈর্য বা চিত্তের একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ একই বস্তু । কেননা কোনো এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখার নামই চিত্তবৃত্তিনিরোধ ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৬-৬৭ । তত্ত্বমতে ধ্যান অর্থ অবিক্ষিপ্ত মনে অভীষ্টদেবতা-চিন্তা । মন্ত্রজপের সঙ্গে মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার চিন্তা ওতপ্রোত । কাজেই, জপ-ধ্যান যোগ ।

দেবী, জপ ভোগ, মোক্ষ, সঙ্কল্প ও শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত ব্রত বিষয়ে শুভ । অতএব, জপধ্যানময় যোগ অভ্যাস করতে হবে । ৫

আব্রুদ্রবীজদোষাশ্চ নিয়মাতিক্রমোদ্ভবাঃ<sup>৭</sup> ।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাঃ<sup>৮</sup> সর্বে প্রণশস্তি জপাং প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে, বীজ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত নিয়মলঙ্ঘনজনিত যে-সব দোষ হয়, তা জেনেই করা হোক আর না জেনেই করা হোক, সে-সব জপহেতু বিনষ্ট হয় । ৬

সংসারে হুঃখভূয়িষ্ঠে<sup>৯</sup> যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিঃ<sup>১০</sup> মাঅনঃ ।

পঞ্চাক্ষোপাসনেনৈব মন্ত্রজাপী ব্রজেৎ সুখম্<sup>১১</sup> ॥ ৭ ॥

১ তা বি গ,—ও এবং র গ,—ব্রত পাঠ ; তা বি গ, সর্বপাদান্

২ ঐ,—ব্রত পাঠ, তা বি গ, মন্ত্রপাদন ।

৩ তা বি গ,—খ, প্রমাদাচ্ছাষতং ।

৪ তা বি গ,—ও এবং র গ,—ব্রত পাঠ ; তা বি গ, ফলং ; ঐ,—খ, পদং ।

৫ তা বি গ,—ও এবং র গ, ভোগাপবর্গসঙ্কল্পৈঃ কল্পব্রতমুতে ।

৬ তা বি গ,—খ, ও এবং র গ, সমং ।

৭ তা বি গ,—ক, যাগং ।

৮ র গ,—ক্রমোদ্ভবং ।

৯ র গ, কৃতং ; তা বি গ,—খ, জ্ঞানকৃতাঃ ।

১০ তা বি গ,—ও এবং র গ, সংসারহুঃখভূমেচ্চ ।

১১ তা বি গ,—গ, শুভ ।

১২ ঐ,—ক, প্রিয়ে ; ঐ,—গ, প্রসিধ্যতি ।

পঞ্চাক্রোপাসন—জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্রভোজন এই পঞ্চাক্র-  
সমন্বিত উপাসন বা পূজন। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন পরবর্তী  
শ্লোকে পঞ্চাক্রের তালিকার অভিষেকের উল্লেখ করা হয় নি, তার পরিবর্তে  
নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পূজার উল্লেখ করা হয়েছে।

দুঃখভূমিস্তি সংসারে কেউ যদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করে তা হলে তাকে  
পঞ্চাক্রোপাসনের সহিত মন্ত্র জপ করে সুখলাভ করতে হবে। ৭

পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।

হোমোব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পূজা, জপ, তর্পণ, হোম এবং ব্রাহ্মণভোজন একেই বলে  
পুরশ্চরণ। ৮

যদৃ যদক্ষং বিহীয়তে তৎসংখ্যাধিগুণো জপঃ।

কুর্যাদৃ দ্বিত্বিচতুঃপঞ্চসংখ্যাং সা সাধকঃ প্রিয়ে ॥ ৯ ॥

তৎসংখ্যাধিগুণো জপঃ—সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ। পূজাক্র জপের সংখ্যা  
১০৮ (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ষষ্ঠসং, পৃঃ ৪১)। কাজেই, এক অঙ্গের হানি হলে  
 $১ \times ২ = ২$  গুণ জপ অর্থাৎ  $১০৮ \times ২ = ২১৬$  জপ, দুই অঙ্গের হানি হলে  $২ \times ২ = ৪$   
গুণ জপ অর্থাৎ  $১০৮ \times ৪ = ৪৩২$  জপ, এইভাবে হবে।

প্রিয়ে, যে-যে অঙ্গের হানি হবে সেই অঙ্গ-সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করতে হবে।  
অথবা সাধক দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ জপ করবে। ৯

কুর্যীতঃ চাক্রসিদ্ধার্থং তদশক্তো স ভক্তিতঃ ২।

নচেদক্ষং বিহীয়তে মন্ত্রী নেষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

কোনো অঙ্গের অনুষ্ঠানে অশক্ত হলে সাধককে সেই অঙ্গসিদ্ধির জন্য ভক্তি-  
সহকারে জপ করতে হবে। নচেৎ অঙ্গহানি হয়েছে বলে সে ইষ্টলাভ করতে  
পারবে না। ১০

অম্লৈশ্চতুর্বিধৈর্দেবি পদার্থৈঃ ষড়্‌রসান্বিতৈঃ।

সুভোজিতেষু বিপ্রেষু সর্বং হি সফলং ভবেৎ ॥ ১১ ॥

দেবী, ষড়্‌রসান্বিত পদার্থের সঙ্গে চর্বা, চোষ, লেছ পেষ এই চতুর্বিধ  
ভোজ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে সব সফল হয়। ১১

১ তা বি গ,—ঙ এবং র প, কুর্যতে।

২ ঐ, তদশক্তেন ভক্তিতঃ।

৩ ঐ,—যত পার্ঠ ; তা বি গ, তচেনক্ষং ; ঐ,—খ, স চেনক্ষং।

সম্যকসিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাক্ষোপাসনেন চ ।

‘সর্বমন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি ত্বেৎপ্রসাদাৎ’ কুলেশ্বরী ॥ ১২ ॥

কুলেশ্বরী, পঞ্চাক্ষোপাসনের দ্বারা তোমার প্রসাদে কেউ যদি সম্যক একটি-মন্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহলে তার সর্বমন্ত্রসিদ্ধি হবে । ১২

উপদেশস্য সামর্থ্যাৎ শ্রীগুরোশ্চ প্রসাদতঃ ১ ।

মন্ত্রপ্রভাবান্তত্যা ৩ চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩ ॥

উপদেশসামর্থ্য, শ্রীগুরুর প্রসাদ, মন্ত্রপ্রভাব এবং ভক্তি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ১৩

সিদ্ধমন্ত্রাদ্ গুরোর্লব্ধে মন্ত্ৰো যঃ সিদ্ধিভাগ্ভবেৎ ১ ।

পূর্বজন্মকৃত্যভ্যাসান্নন্তো বা শীঘ্রসিদ্ধিদঃ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধমন্ত্রগুরুর কাছে লব্ধ মন্ত্রের সিদ্ধি হয় । অথবা পূর্বজন্মে যে-মন্ত্রের অভ্যাস করা হয়েছে তা শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে । ১৪

দীক্ষাপূর্বং কুলেশানি পারম্পর্যক্রমাগতম্ ।

শ্রায়লব্ধশ্চ যো মন্ত্রঃ স চ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

কুলেশানী, পরম্পরাক্রমে আগত দীক্ষাপূর্বক যথারীতি-লব্ধ যে-মন্ত্র তার নিঃসংশয় সিদ্ধি হয় । ১৫

মাসমাত্রং জপেন্নস্তং ভূতলিপ্যা তু সম্পূটম্ ১ ।

ক্রমাৎ ক্রমাৎ সহস্রস্ত তস্য সিদ্ধো ভবেন্ননুঃ ॥ ১৬ ॥

ভূতলিপ্যা তু সম্পূটম্—ভূতলিপি দ্বারা পুটিত । অর্থাৎ আদিত্য ও অন্তে ভূতলিপি যুক্ত । “যে-লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হবার ধর্মবিশিষ্ট তাকে বলা হয় ভূতলিপি ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৭২ ।

“অ ই উ ঋ ১ এই পাঁচটি ব্রহ্মবর্ণ, এ ঐ ও ঔ এই চারটি সন্ধিবর্ণ, পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ এবং য র ল ব শ ষ স এবং হ এই আটটি ব্যাপকবর্ণ, মোট এই বয়ান্বিত শিষ্ট বর্ণ ভূতলিপি । এই বর্ণগুলি পঞ্চভূতাত্মক বলে এদের ভূতলিপি বলা হয় ।”—ঐ, পৃঃ ৩৮২ । ক্রমাৎ ক্রমাৎ—ক্রমে ক্রমে । সাধারণতঃ ১০৮ জপ বিধি । ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা বাড়িতে হবে ।

১ তা বি গ,—খ, প্রভাবাৎ ।

২ ঐ, প্রভাবতঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, মন্ত্রপ্রভাবন্ত্যা চ ।

৪ ঐ, স্বমন্ত্রাকরসংযুক্তমাতৃকাকরমিবকে ।

৫ তা বি গ,—খ, মন্ত্রং জপ্যান্নহাদেবি ভূতলিপ্যাণ্ সম্পূটম্ ।

ভূতলিপি দ্বারা সম্পূর্ণ করে মন্ত্র একমাস মাত্র জপ করতে হবে। ক্রমে ক্রমে যে সহস্র জপ করে তার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৬

সহস্রং প্রজপেদ্যন্ত্রং মাতৃকাক্ষরসংপুটম্।

অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৭ ॥

মাতৃকাক্ষরসংপুটম্—মাতৃকাক্ষর বা মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে মাতৃকাবর্ণযুক্ত।

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত “পঞ্চাশৎ বর্ণকে বলা হয় মাতৃকাবর্ণ। কারণ এদের থেকেই শব্দার্থময় সৃষ্টির উদ্ভব হয়।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩১৫।

অনুলোমবিলোমেন—অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে। অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অনুলোমক্রম আর ক্ষ থেকে অ পর্যন্ত বিলোমক্রম।

অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে মাতৃকাবর্ণপুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৭

ত্রিষষ্ঠ্যক্ষরসংযুক্তমাতৃকাক্ষরসংপুটম্।

ক্রমোংক্রমাৎ শতং জপ্ত্বামাসাং সিদ্ধৌ ভবেন্ননুঃ<sup>১</sup> ॥ ১৮ ॥

ক্রমোংক্রমাৎ—ক্রমে ও বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে।

মাতৃকাক্ষরপুটিত তেষাতিঅক্ষরযুক্ত মন্ত্রের অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে শত জপের দ্বারা এক মাসের মধ্যে উক্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ১৮

মাতৃকাজপমাত্রাণ মন্ত্রাণাং কোটিকোটয়ঃ।

জপিতাঃ স্যু ন সন্দেহো যতঃ<sup>২</sup> সর্বং তদ্ব্যভবম্<sup>৩</sup> ॥ ১৯ ॥

কেবলমাত্র মাতৃকাজপের দ্বারা কোটি-কোটি মন্ত্রের জপ হয়। কারণ, সব মন্ত্রই মাতৃকা থেকে উদ্ভূত। ১৯

অনেক<sup>৪</sup>কোটিমন্ত্রাণি চিত্তাকুলকরাণি চ।

মন্ত্রং গুরুকৃপা<sup>৫</sup>প্রাপ্তমেকং চ্যাৎ সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২০ ॥

মন্ত্র অনেক কোটি। তারা চিত্ত বিহ্বল করে দেয়। গুরুকৃপায় প্রাপ্ত একটি মন্ত্রই সর্বসিদ্ধি প্রদান করে। ২০

১ র গ,—যত পাঠ; তা বি গ, মণ্ডলং পূজয়েদ্যন্ত্রং [ দ্বা ] মাতৃকাবর্ণযুক্তম্।

২ র গ, যতঃ।

৩ তা বি গ,—য, উদ্ভিতান্ত ন সন্দেহ এতৎ সর্বং তদ্ব্যভবম্।

৪ র গ, অনেক।

৫ তা বি গ,—উ এবং র গ, গুরুকৃপাৎ।

যদৃচ্ছয়া শ্রুতং মন্ত্রং দৃষ্টেনাপি হলেন চ ।

পত্রে স্থিতং বা চাধ্যাপ্য<sup>১</sup> তজ্জপঃ শ্রাদ্ধনর্থকৃৎ<sup>২</sup> ॥ ২১ ॥

অধ্যাপ্য—উপদেশযোগ্য অর্থাৎ গুরুর কাছে যথাবিধি যার উপদেশ গ্রহণ করতে হয় ।

অধ্যাপ্য মন্ত্র যদৃচ্ছা শ্রুত হলে কিংবা পত্রে স্থিত অবস্থায় ছলে দৃষ্ট হওয়ার জন্ত, তার জপ অনর্থ ঘটায় । ২১

পুস্তকে লিখিতান্নান্নান্ বিলোক্য প্রজপন্তি যে ।

ব্রাহ্মহত্যাসমং তেষাং পাতকং পরিকীর্তিতং<sup>৩</sup> ॥ ২২ ॥

পুস্তকে লিখিত মন্ত্র দেখে নিয়ে যারা তার জপ করে, বলা হয়েছে তাদের ব্রাহ্মহত্যাভুল্য পাপ হয় । ২২

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্বতমশ্বকম্ ।

তীর্থপ্রদেশাঃ সিদ্ধনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ ॥ ২৩ ॥

উদ্যানানি বিবিজ্ঞানি বিশ্বমূলং তটং গিরেঃ ।

দেবায়তনং কুলং সমুদ্রশ্চ নিজং গৃহম্ ॥ ২৪ ॥

সাধনেযু<sup>৪</sup> প্রশস্তানি স্থানাণ্যেতানি মন্ত্রিণাম্ ।

অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥ ২৫ ॥

পুণ্যস্থান, নদীতীর, গুহা, পর্বতশিখর, তীর্থক্ষেত্র, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, উন্মুক্ত উদ্যান, বিশ্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রকূল এবং নিজগৃহ—এইসব স্থান গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তিদের জপসাধনের পক্ষে প্রশস্ত । অথবা যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হবে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি সেই স্থানেই বাস করবে । ২৩-২৫

সূর্যস্থানে<sup>৫</sup> গুরোরিন্দোদীপশ্চ চ জলশ্চ চ<sup>৬</sup> ।

গোবিপ্র<sup>৭</sup> কুলবৃক্ষাণাং সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ ॥ ২৬ ॥

সূর্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, গো, ব্রাহ্মণ এবং কুলবৃক্ষের সমীপে জপ প্রশস্ত । ২৬

১ তা বি গ,—খ, গাধা শ্রাৎ ।

২ ঐ,—ক, তজ্জপেন হ্রনর্থকৃৎ ; ঐ,—খ, তজ্জপঃ শ্রাদ্ধনর্থকৃৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তজ্জপেন হ্রনর্থকৃৎ ।

৩ তা বি গ,—গ, এবং র গ,—দ্বত পাঠ ; তা বি গ, ব্যাধিত্ত্বঃখদম্ ।

৪ তা বি গ,—খ, সাধকানাং ।

৫ তা বি গ,—খ, সূর্যস্থানে ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্তম্ভদত্ত চ ।

৭ তা বি গ,—গ, খ, গোবৃক্ষ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গোবৃক্ষ ।



গৃহে শতগুণং বিদ্যা<sup>১</sup>দ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ ।

কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ ॥ ২৭ ॥

গৃহে জপে শতগুণ, গোষ্ঠে জপে লক্ষগুণ, দেবালয়ে জপে কোটিগুণ এবং শিবসন্নিধানে জপে অনন্ত পুণ্য হয় । ২৭

শ্লেচ্ছদৃষ্টমুগব্যালা<sup>২</sup>শকাতকবিবর্জিতঃ ।

একান্তপাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুক্তে ॥ ২৮ ॥

স্বদেশে ধার্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে ।

রম্যে<sup>৩</sup> ভক্তজনস্থানে নিবসেত্তাপসাত্মকে<sup>৪</sup> ॥ ২৯ ॥

শ্লেচ্ছ দৃষ্ট পশু হিংস্রজন্তু শকা ও আতঙ্ক নাই এমন স্থানে, একান্ত পবিত্র নিন্দাশূন্য ভক্তিসংযুক্ত স্থানে, স্বদেশে, ধর্মনিষ্ঠ দেশে, প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায় এমন দেশে, যে-দেশ নিরুপদ্রব সেখানে, রম্যস্থানে, ভক্তজনস্থানে এবং তাপসাত্মকে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি বাস করবে । ২৮-২৯

রাজানঃ সচিবা রাজ্ঞাং পুরুষাঃ প্রভবো<sup>৫</sup>জনাঃ ।

চরন্তি যেন মার্গেণ ন বসে<sup>৬</sup>ত্তত্র মন্ত্রবিৎ ॥ ৩০ ॥

রাজারা, সচিবেরা, রাজপুরুষেরা এবং পরাক্রান্ত ব্যক্তিরে যে-পথে চলাফেরা করে সেখানে মন্ত্রবিৎ বাস করবে না । ৩০

জীর্ণদেবালয়োদ্যানগৃহ<sup>৭</sup>বৃক্ষতলেষু চ ।

নদীতড়াগকূপেষু<sup>৮</sup> ভূহিদ্ভাদিসু ন বিশেৎ<sup>৯</sup> ॥ ৩১ ॥

জীর্ণ দেবালয়, জীর্ণ উদ্যান, জীর্ণ গৃহ, জীর্ণ বৃক্ষতল, জীর্ণ অর্থাৎ মরা নদী, শুষ্ক তড়াগ ও কূপ, ভূগর্ভস্থ গর্ত—এসব স্থানে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি প্রবেশ করবে না অর্থাৎ জপের জন্তু যাবে না । ৩১

দীপনাথমযফ্টা যো জপপূজাদিকং চরেৎ<sup>১০</sup> ।

তৎফলং গৃহাতে ভেন তস্তান্নাসঃ ফলং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিদ্যা ।

২ তা বি গ,—খ, ব্যাঘ্র ।

৩ ঐ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, রাজ ।

৪ তা বি গ,—খ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, এবং র গ, শ্রী ।

৫ তা বি গ,—খ, রাজপুরুষা বহবো ; ঐ,—ঙ এবং র গ, রাজঃ প্রভবাঃ পুরুষাঃ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিবসে ।

৭ তা বি গ,—খ, দক্ষ ; র গ, দেবালয়োদ্যানে গৃহে ।

৮ তা বি গ,—খ কূটেষু ।

৯ ঐ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পার্শ্ব ; তা বি গ, বসেৎ ।

১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দীপনাথমবিজ্ঞায় যো জপাদিকমচরেৎ ।

দীপনাথ গুরুর পূজা না করে যে জপপূজাদির অনুষ্ঠান করে তার সেই অনুষ্ঠানের ফল গুরু নিয়ে নেন এবং তার ক্লেশমাত্র লাভ হয় । ৩২

বংশাশ্বধরগীদারুত্বপল্লবনির্মিতম্ ।

বর্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যাব্যামিহুৎখদম্ ॥ ৩৩ ॥

ধীমান্ ব্যক্তি বাঁশ পাথর মাটি কাঠ তৃণ এবং পল্লব, এসবের আসন বর্জন করবে । কেননা, এইসব আসন দারিদ্র্য-দুঃখ-ও ব্যামি-প্রদ । ৩৩

তুলকম্‌বলবজ্রাণাং সিংহ<sup>১</sup>ব্যাত্রমৃগাজিনম্ ।

কল্পয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্যজ্ঞানবৃদ্ধিদম্ ॥ ৩৪ ॥

ধীমান্ ব্যক্তি তুলা কঙ্কল বজ্র সিংহচর্ম ব্যাত্রচর্ম ও মৃগচর্মের আসন নির্মাণ করবে । এ রকম আসন সৌভাগ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে । ৩৪

পদ্মস্বস্তিকবীরাদিষাসনেষুপবিষ্ঠ চ ।

জপার্চনাদিকং কুর্যাদনুত্থা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

পদ্মস্বস্তিকবীরাদিষু আসনেষু—পদ্ম, স্বস্তিক, বীরাদি আসনে । এই আসন যোগাজ্ঞ আসন । “হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে আসন বলা হয় । পদ্ম স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এইসব আসন পরিচিত । হঠযোগপ্রদীপিকার মতে আসন হঠযোগের প্রথম অঙ্গ । আসনের অভ্যাসের দ্বারা দেহের স্বৈর্য আরোগ্য ও লঘু লাভ হয় ।” —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৭৭ ।

পদ্মাসন স্বস্তিকাসন বীরাসনাদিতে জপপূজাদি করতে হবে । অন্তথা তা নিষ্ফল হবে । ৩৫

দ্বাদশাবর্তয়ন্<sup>২</sup> বুদ্ধ্যা প্রণবস্ত ত্রিমাত্রকম্<sup>৩</sup> ।

মুকেৎ পিঙ্গলয়া বায়ুমন্তঃস্থং রেচকো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ষোড়শাবর্তয়ন্<sup>৪</sup> তারং পুরয়েদ্বাহমারুতম্ ।

শনকৈরিড়য়া বদ্ধা<sup>৫</sup> পুরকং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৩৭ ॥

দ্বাদশাবর্তয়ন্<sup>৬</sup> তারং বায়ুং মধ্যে চ কুস্তয়েৎ ।

শোষয়েদ্বায়ুবীজেন দেহশোষণমীরিতম্ ॥ ৩৮ ॥

১ তা বি গ,—চিত্রকম্‌বলবজ্রাণি পদ ।

২ র গ, দ্বাদশাবর্তয়েৎ ।

৩ ঐ, ত্রিমাঃতুকম্ ; তা বি গ,—খ, ত্রিমানকম্ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বর্তকং ; তা বি গ,—খ, বর্তয়েৎ ।

৫ তা বি গ,—খ, বিধান্ ।

৬ ঐ,—ঙ এবং র গ, দ্বাদশাবর্তকং ।

পিঙ্গলয়া—পিঙ্গলা দ্বারা। “পিঙ্গলা যোগনাড়ী বিশেষ। যোগনাড়ী প্রাণবায়ুর প্রবাহপথ, স্থূলদেহের দ্বায়ু নয়।” মূখ্যতম নাড়ী তিনটি—ইড়া পিঙ্গলা ও সুমুয়া।

“ষট্চক্রনিরূপণের মতে মেরুদণ্ডের বাহুদেশে বামে চন্দ্রনাড়ী ও দক্ষিণে সূর্যনাড়ী আর মেরুদণ্ডের মধ্যে ত্রিতরুণময়ী চন্দ্রসূর্যায়িক্রুপা সুমুয়া।” উক্ত সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা।

“ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুটি নাড়ী মূলাধার থেকে সোজা আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে নাসারন্ধ্রে গেছে। বাম নাসারন্ধ্রে পৌঁচেছে ইড়া আর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে পিঙ্গলা।”

“পিঙ্গলা সম্বন্ধে সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন সূর্য, যেমন জীবকে বাইরের দিকে কার্যক্ষেত্রের দিকে চালিত করেন, সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা তেমনি জীবকে বাইরের দিকে ক্রিয়াকলাপের দিকে চালিত করে বহিমুখী করে দেয়। পিঙ্গলাতে যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত তখন সব রকম রাজসিক কর্ম করতে হয়।”

ইড়য়া বন্ধা—ইড়া নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ বাম নাসাপথে। “কোনো কোনো যোগীর মতে যখন শ্বাস বাঁ নাকে চলে অর্থাৎ প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন আমাদের ‘ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদি’ অন্তর্মুখী হয়। এইজন্য অনেকে ইড়াকে কেলাভিমুখী নাড়ী বলেন।”

“যে-সময়ে প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন ধারণা ধ্যান জপ পূজাদি করার উপদেশ দেওয়া হয়।”—যোগনাড়ী সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৪২-৪৮।

আলোচ্য শ্লোক তিনটিতে রেচক পুরক ও কুস্তকের কথা অর্থাৎ প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে। রেচক পুরক ও কুস্তক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। অথবা বলা যায় এই তিনটি প্রাণায়ামের অঙ্গ। এই তিনটিতে মিলে প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ বলা যায়। “শ্বাস টেনে সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস না ফেললেই প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ হয় আবার নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস না টানলেও তা হয়। হঠযোগের পরিভাষায় এই ব্যাপারটাকেই পুরক কুস্তক এবং রেচক বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় শ্বাসটানা পুরক, দম বন্ধ করে রাখা কুস্তক আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা রেচক।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৬৪।

তারং—তার, প্রণব, ওঙ্কার। বায়ুবীজেন—বায়ুবীজের দ্বারা। বায়ুবীজ—যং। ত্রিমাত্রকম্—তিনমাত্রা। “মাত্রা সম্বন্ধে বলা হয়েছে বামজানুতে হস্তের ভ্রমণ করতে অর্থাৎ একবার হাত বুলাতে যেটুকু সময় লাগে বেদপারগ মুনিরা সেই সময়টুকু মাত্রা বলে জানেন।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৬৫।

ত্রিমাাত্রা ঔঁকার মনে মনে ১২ বার জপ করতে করতে অন্তঃস্থ বায়ু পিঙ্কলা-  
নাড়ী দ্বারা বিরেচন করতে হবে। একেই বলা হয় রেচক। ৩৬

১৬ বার ঔঁকার জপ করতে করতে ধীরে ধীরে ইড়া নাড়ী দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু  
গ্রহণ করতে হবে। একেই বলে পুরক। ৩৭

১২ বার ঔঁকার জপ করতে করতে বায়ু কুস্তক করতে হবে। তারপর  
বায়ুবীজ জপ করে দেহ শুদ্ধ করতে হবে। একে বলে দেহশোধণ। ৩৮

পুনশ্চ পূর্ববদ্বায়ুং বিরেচ্যাপূর্য কুস্তয়েৎ ।

দেহেৎ দহনবীজেন দেহদাহনমীরিতম্ ॥ ৩৯ ॥

দহবীজেন—অগ্নিবীজের দ্বারা। অগ্নিবীজ—রং।

আবার পূর্বের মতো বায়ু বিরেচন করে অর্থাৎ রেচক করে এবং পূরণ করে  
অর্থাৎ পুরক করে কুস্তক করবে। আর অগ্নিবীজ জপ করে দেহ দক্ষ করবে।  
একে বলে দেহদাহন। ৩৯

পুনশ্চ পূর্ববদ্বায়ুং বিরেচ্যাপূর্য কুস্তয়েৎ ।

শিবকুণ্ডলিনীযোগসন্দনামৃতধারণা ।

আপাদমস্তকং দেবি প্লাবয়েৎ প্লাবনং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

আবার পূর্বের মতো বায়ু বিরেচন করে অর্থাৎ রেচক করে এবং পূরণ করে  
অর্থাৎ পুরক করে কুস্তক করতে হবে। দেবী, সহস্রারে শিব ও কুণ্ডলিনীর  
যোগ অর্থাৎ মিলন সাধন করে সেই যোগক্ষরণ অমৃতধারায় আপাদমস্তক  
প্লাবিত করতে হবে। এর নাম প্লাবন। ৪০

জপধ্যানং বিনাহগৰ্ভঃ সগৰ্ভস্তদ্বিপৰ্যয়াৎ ॥

অগৰ্ভাদ্ গৰ্ভস্যুত্তমঃ প্রাণায়ামঃ শতাধিকঃ ॥ ৪১ ॥

জপধ্যান ছাড়া যে-প্রাণায়াম তাকে বল। হয় অগৰ্ভ প্রাণায়াম আর তার  
বিপরীত অর্থাৎ জপধ্যানযুক্ত যে প্রাণায়াম তা সগৰ্ভ প্রাণায়াম। অগৰ্ভ থেকে  
সগৰ্ভ প্রাণায়াম শতগুণ অধিক ফলদায়ক। ৪১

তপাসি তীর্থযাত্রায়া মথদানব্রতাদয়ঃ ।

প্রাণায়ামস্ত তস্মৈতে কলাং নাইন্তি যোড়শীম্ ॥ ৪২ ॥

১ তা বি গ,—খ. পুরয়ে।

২ তা বি গ,—ক, রেচয়েচ্চ সদা পুনঃ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দেহং।

৪ তা বি গ,—খ, পাপ।

৫ ঐ, শরীরং প্রাবণং; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, প্রাপয়েৎ প্লাবনং।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিপর্যয়ঃ।

৭ ঐ, অগৰ্ভগৰ্ভ।

তপস্যা, তীর্থযাত্রাদি, যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি—এই সব সেই প্রাণায়ামের  
ষোলভাগের একভাগের সমানও নয় । ৪২

মানসং বাচিকং পাপং কায়িকং বাপি যৎকৃতম্ ।

তৎ সর্বং নির্দেহেচ্ছীঘ্রং প্রাণায়ামত্রয়ং শিবে<sup>১</sup> ॥ ৪৩ ॥

ওগো শিবা, মানস, বাচিক এবং কায়িক যে-সব পাপ করা হয় তা তিনটি  
প্রাণায়াম করলেই তৎক্ষণাৎ দক্ষ হয়ে যায় । ৪৩

দহতে ধ্বায়মানানাং ধাতুনাঞ্চ যথা মলম্ ।

তথেল্লিয়াণাং দহন্তে দোষাঃ প্রাণস্য সংযমাৎ ॥ ৪৪ ॥

অগ্নিসংযোগে ধাতুসমূহের মল যেমন দক্ষ হয় তেমনি প্রাণবায়ুর সংযমের  
দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা ইল্লিয়সমূহের সব দোষ দক্ষ হয় । ৪৪

প্রাণায়ামৈর্বিষুদ্ধায়া যদ্ যৎ কর্ম করোতি হি ।

তত্তৎ ফলতাসন্দেহস্ত<sup>২</sup> প্রযত্নেন বা কৃতম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রাণায়ামের দ্বারা বিষুদ্ধায়া যে-যে কর্ম করে তা যত্ন করে না করলেও  
নিঃসন্দেহ সফল হয় । ৪৫

আগমোক্তেন মার্গেণ গ্যাসং<sup>৩</sup> নিত্যং করোতি যঃ ।

দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥

গ্যাস—সহজ কথায় “গ্যাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর ইচ্ছা দেবতার  
সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবনা ।”

“দেহসম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে  
দেবতাভাবনা বা ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপন করাই গ্যাসের তাৎপর্য ।” —ঋঃ শাস্ত্রমূলক  
ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫২ ।

আগমোক্ত উপায়ে যে নিত্য গ্যাস করে সে দেবভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার  
মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ৪৬

যো গ্যাসকবচেনৈব<sup>৪</sup> মন্ত্রং জপতি তৎ<sup>৫</sup> প্রিয়ে ।

বিদ্বা দৃষ্টা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্টা যথা গজাঃ ॥ ৪৭ ॥

কবচ—তন্ত্রশাস্ত্রে “দেবতার বিশেষমন্ত্রকে কবচ বলা হয় । লৌহবর্মাদির  
মতো দেবতার মন্ত্র সাধকের অঙ্গাদি রক্ষা করে বলে তার নাম কবচ ।”  
—ঋঃ ঐ, পৃঃ ৫০৪ ।

১ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, ত্রয়েণ বৈ । ২ তা বি গ,—গ, ঘ, ফলস্য সন্দেহস্ত ।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মার্গেণাগ্যাসং ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গ্যাসকবচচ্ছন্দো ।

৫ ঐ, চ ।

প্রিয়ে, যে শ্যাস ও কবচের সহিত মন্ত্র জপ করে, সিংহকে দেখে হাতীরা যেমন পালিয়ে যায় তেমনি তাকে দেখে সব বিদ্ব পালায় । ৪৭

অকৃত্য শ্যাসজালং যো মূঢ়াত্মা<sup>১</sup> প্রজপেন্নানুম্ ।

বাধ্যতে সর্ববিদ্বৈশ্চ ব্যাট্রৈর্মৃগশিশুর্থাৎ<sup>২</sup> ॥ ৪৮ ॥

যে মূঢ়াত্মা শ্যাস না করে মন্ত্র জপ করে তাকে সব বিদ্ব তেমনি পীড়িত করে যেমন বাঘেরা পীড়িত করে মৃগশিশুকে । ৪৮

অক্ষমালা দ্বিধা প্রোক্তা কল্লিতাহকল্লিতেতি চ ।

কল্লিতা মণিভিঃ ক্১প্তা<sup>৩</sup> মাতৃকা শ্যাদকল্লিতা ॥ ৪৯ ॥

দুই প্রকার অক্ষমালার কথা বলা হয়—কল্লিত অর্থাৎ রচিত আর অকল্লিত অর্থাৎ অরচিত । মণিমুক্তাদিরচিত মালা কল্লিত আর মাতৃকাবর্ণের মালা অকল্লিত । ৪৯

আদিক্ষান্তাক্ষরান্তহা<sup>৪</sup>দক্ষমালেতি কীর্তিতা ।

অনুলোমবিলোমাভ্যাং গণয়েন্নম্নবিতমঃ ॥ ৫০ ॥

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষরে সমাপ্ত বলে (অ-ক্ষ) অক্ষমালা বলা হয় । শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিৎ এই অক্ষর একবার অনুলোম ক্রমে আবার বিলোমক্রমে অর্থাৎ একবার অ থেকে ক্ষ এবং আবার ক্ষ থেকে অ এই ক্রমে গণনা করবেন । ৫০

একৈকমঙ্গুলীভিঃ শ্যাদ্রেথাভিদ্দশা ফলম্<sup>৫</sup> ।

মণিভিঃ<sup>৬</sup> শতসাহস্রং মণিক্যা<sup>৭</sup>নশুমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

জপসংখ্যা আঙ্গুলের দ্বারা রাখলে একগুণ ফল, রেখা দ্বারা রাখলে দশগুণ ফল, মণিদ্বারা রাখলে সহস্রগুণ ফল এবং মণিক্যা দ্বারা রাখলে অনন্তগুণ ফল লাভ হয় । ৫১

ত্রিংশতিঃ শ্যাদ্রনং পুষ্টিঃ সপ্তবিংশতির্ভিভবেৎ ।

পঞ্চবিংশতিভির্মোক্ষং পঞ্চদশাভিচারকে ।

পঞ্চাশন্তিঃ কুলেশানি সর্বসিদ্ধিরিতিরিতা<sup>৮</sup> ॥ ৫২ ॥

১ তা বি গ,—খ, কেবলং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, মূঢ়ত্বাৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সিংহৈহ্মৃগপশুর্থাৎ ।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, মণিভিঃ প্রোক্তা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, মালাভিঃ ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—পুত পাঠ ; তা বি গ, আদিক্ষান্তাক্ষবর্ণতা ।

৫ তা বি গ,—খ, একৈকমঙ্গুলিভিঃ শ্যাদ্রেথাভির্দশাফলম্ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মালাভিঃ ।

৭ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, মণিক্যা ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—পুত পাঠ ; তা বি গ, সর্বসিদ্ধিরিতিরিতা ।

মালার গুটিকা বা বীজের সংখ্যা ত্রিশ হলে সেই মালা জপে ধন, সাতাশ হলে পুষ্টি, পঁচিশ হলে মোক্ষ লাভ হয়। আর উক্ত সংখ্যা পনের হলে সেই মালা অভিচারকর্মের জপে ব্যবহার করতে হয়। ওগো কুলেশানী, উক্ত সংখ্যা পঞ্চাশ হলে সেই মালা জপে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। ৫২

অঙ্কুষ্ঠেন চ মোক্ষঃ স্যাত্তর্জনী শত্রুনাশিনী ।

মধ্যমাং ধনদাং বিদ্যাং শান্তিকর্মণ্যনামিকা ।

কনিষ্ঠা শুভ্ণাকর্মণ্যঙ্কুলী সুপ্রকীর্ণিতা ॥ ৫৩ ॥

আলোচ্য শ্লোকে কামনাভেদে জপে অঙ্কুলীনয়ম বিবৃত হয়েছে।

অঙ্কুষ্ঠেন—বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠের দ্বারা। এখানে ব্যাপারটির সংকেত করা হয়েছে মাত্র। বৃহৎতন্ত্রসারে ( পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৩৪ ) বৈশম্পায়নসংহিতার এই বচন উদ্ধৃত হয়েছে—“অঙ্কুষ্ঠ ও মধ্যমা এই অঙ্কুলীদ্বয় দ্বারা মধ্যমার মধ্যপর্বে জপমালা চালন করিবে। মালা তর্জনী স্পর্শ করাইবে না। এই প্রণালীতে জপ করিলে মুক্তিলাভ হয়।” সংকেতটির পুরো ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জপে অঙ্কুলীনয়ম সম্বন্ধে তন্ত্রে তন্ত্রে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠের দ্বারা ( টীকাবিবৃত প্রণালীতে ) মালা জপে মোক্ষ লাভ হয়। মালাজপে অঙ্কুষ্ঠযোগে তর্জনী শত্রুনাশিনী অর্থাৎ অঙ্কুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা মালা জপে শত্রুনাশ হয়। জপে অঙ্কুষ্ঠাযোগে মধ্যমাকে ধনদা বলে জানবে অর্থাৎ অঙ্কুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জপে ধনলাভ হয়। শান্তিকর্মে অঙ্কুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা জপ করতে হয় আর শুভ্ণ ও আকর্ষণ কর্মে অঙ্কুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা জপের কথা প্রকীর্ণিত হয়েছে। ৫৩

এতাবচ্চজপিষ্ঠামীত্যাদৌ<sup>১</sup> সঙ্কল্য মন্ত্রবিৎ<sup>২</sup> ।

স্থিরাসনো জপিত্বাহং দেবী সোদকমর্ময়েৎ ॥ ৫৪ ॥

এতাবচ্চ—এই পর্যন্ত। শাস্ত্রনির্দিষ্ট একটি সংখ্যা পর্যন্ত। যেমন ১০৮, ১০০০ ইত্যাদি। স্থিরাসনো—অজিনাদি বসবার আসনে পদ্মাসনাদি যোগাসন করে স্থির হয়ে উপবিষ্ট।

এই পর্যন্ত জপ করব এরূপ সঙ্কল্প করে মন্ত্রবিৎ আসনে স্থির হয়ে উপবিষ্ট হয়ে মন্ত্র জপ করবে এবং তারপর দেবীকে যথাবিহিত জলসহ জপ সমর্পণ করবে। ৫৪

১ র গ, শুভ্ণাকর্মী চাকুলীদ্বয়।

২ তা বি গ,—খ, ও এবং র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, এতজপিষ্ঠামীত্যাদৌ।

৩ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, মন্ত্রবিভমঃ।

উচ্চৈর্জপোহমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ ।

উত্তমো মানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতঃ জপঃ ॥ ৫৫ ॥

উচ্চৈঃ জপঃ—উচ্চৈঃস্বরে জপ । একে বলে বাচিক জপ । “বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ অগ্রেও শ্রুতে পারে এরূপভাবে মন্ত্রোচ্চারণ বাচিক জপ ।”

উপাংশুঃ—উপাংশু জপ । “দেবতাগতচিত্ত হয়ে জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনা করে মন্ত্রকে কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য করে বার বার উচ্চারণ করাকে বলে উপাংশু জপ । উপাংশু জপ শুধু নিজের কর্ণগোচর হয় ।”

মানসঃ—মানস জপ । “অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণস্বরপদাত্মক অক্ষরশ্রেণীর অর্থাৎ মন্ত্রের বার বার মনে মনে উচ্চারণকে বলে মানস জপ । মানস জপ নিজের কর্ণগোচরও হয় না ।”

“মানস জপের অগুরুকম সংজ্ঞাও নির্দেশ করা হয় । সমাক্ তন্ময়তারূপ ভাবনাকে সূক্ষ্ম বা মানস জপ বলা হয় । অর্থাৎ মন্ত্রের সঙ্গে তথা মন্ত্রোদ্ভিষ্ট দেবতার সঙ্গে মনের একাত্মকতা-ভাবনা মানস জপ ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৭-৬৮ ।

দেবী, উচ্চৈঃস্বরে জপকে অধম বলা হয়, উপাংশু মধ্যম আর মানস জপ উত্তম । এই ত্রিবিধ জপের কথা বলা হয়েছে । ৫৫

অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘস্তপঃক্ষয়ঃ ।

অক্ষরাক্ষর সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি<sup>১</sup> ॥ ৫৬ ॥

জপে অতি হ্রস্ব উচ্চারণে ব্যাধি আর অতিদীর্ঘ উচ্চারণে তপঃক্ষয় হয় । মন্ত্রের এক অক্ষরের সঙ্গে আরেক অক্ষর জড়িয়ে গেলে সেই মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না । ৫৬

মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ ।

উভয়ং নিষ্ফলং দেবি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥ ৫৭ ॥

দেবী, যে মনে মনে স্তোত্র স্মরণ করে বা শব্দ করে মন্ত্র জপ করে ফুটো পাত্রে জলের মতো তার উভয় কর্মই নিষ্ফল হয় । ৫৭

জাতসূতকমাদৌ স্ম্যন্তদন্তে মৃতসূতকম্ ।

সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ<sup>২</sup> স ন সিধ্যতি ॥ ৫৮ ॥

১ তা বি গ,—গ, অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেদ্যৌক্তিকহারবৎ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, অক্ষরাক্ষরসংযুক্তা জপেদ্যৌক্তিকপণ্ডুক্তিবৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ, যন্ত্রঃ ।



জাতসূতকম্, মৃতসূতকম্—জাতসূতক, মৃতসূতক। “তন্ত্রশাস্ত্রমতে মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৪।

“মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয়। আর তা হলে তার জাতসূতক অর্থাৎ জাতকালশৌচ এবং মৃতসূতক অর্থাৎ মৃতশৌচ হয়। মন্ত্রোচ্চারণের আদিতে জাতকালশৌচ আর অন্তে মৃতশৌচ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৫।

আদিতে জাতকালশৌচ এবং অন্তে মৃতশৌচ। এই অশৌচদ্বয়যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না। ৫৮

আদ্যন্তরহিতং<sup>১</sup> কৃত্বা মন্ত্রমাবর্তয়েৎ সদা<sup>২</sup>।

সূতকদ্বয়নির্মুক্তো<sup>৩</sup> যো মন্ত্রঃ স হি সিধ্যতি<sup>৪</sup> ॥ ৫৯ ॥

আদ্যন্তরহিতং—আদি ও অন্ত রহিত অর্থাৎ পূর্বক্লোকেস্ত আদিতে যে জাতকালশৌচ এবং অন্তে যে মৃতশৌচ তা রহিত।

সর্বদা আদি ও অন্ত রহিত করে মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থাৎ জপ করতে হবে। যে-মন্ত্র সূতকদ্বয়মুক্ত তারই সিদ্ধি হয়। ৫৯

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।

শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৬০ ॥

মন্ত্রার্থং—মন্ত্রার্থ। “মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞান মন্ত্রার্থ। যামলে বিষয়টিকে বিশদ করে বলা হয়েছে—বাচ্যবাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। দেবতার এই অভিন্ন রূপচিন্তা মন্ত্রার্থ।”

“তবে তন্ত্রবিশারদেরা বলেন, মন্ত্রার্থ গুরুমুখে বোধ্য। কারণ শাস্ত্রে ত্রিবিধ মন্ত্রার্থের উল্লেখ আছে। তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য এবং সাধক এই ত্রিবিধ উপাসকের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ ত্রিবিধ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭৭।

মন্ত্রচৈতন্যং—মন্ত্রচৈতন্য। “দীক্ষার পূর্বে যেমন মন্ত্রের দশসংস্কারাদি করতে হয় তেমনি তার চৈতন্য সম্পাদনও করতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করতে হয়। মন্ত্র দেবতা গুরু ও সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে একই চৈতন্য বিরাজমান। মন্ত্রে এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে ; সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যেও তাই। প্রবুদ্ধ-

১ ঐ এবং র গ, অন্তন্তরহিতং।

২ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দ্বিগা; ঐ,—ক, দ্বিগা।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সূতকদ্বয়নির্মুক্তো।

৪ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বসিদ্ধিঃ।

চৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষাদানের সময় তা শিষ্টচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৮।

যোনিমুদ্রা—“যোনিমুদ্রা কথাটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূতশুদ্ধিতত্ত্বে বলা হয়েছে—মূলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোদ্ভব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের উপরে হংসাপ্রিতা চিংকলার ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টিত করে অবস্থান করছেন কুণ্ডলিনী। চিংকলায় জগন্ময়ী তেজোরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করতে হবে। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে ‘হংস’ মন্ত্রসহ সুষুম্নাপথে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রমণ করবেন। সেই মিলন থেকে তৎক্ষণাৎ অমৃতের উদ্ভব হবে। লাক্ষারসসমগ্নিত সেই অমৃত। তার দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে। তার পর যট্চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথে আবার মূলাধারে নিয়ে আসতে হবে। তারপর অকারাদিষ্কারান্ত বর্ণমালা চিন্তা করতে হবে। মৃণালতন্তুর মতো চিত্রিণী নাড়ী মতান্তরে ব্রহ্মনাড়ী। চিন্তা করতে হবে, এই নাড়ীর দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী মালা গ্রথিত। মন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বারা ব্যবহৃত মন্ত্র এইভাবে অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে এই সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা গ্রহণ করতে হবে; বর্ণমালার শেষ বর্ণ ক্ষ মেরুস্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করে মন্ত্রের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সজ্ঞানে মূলমন্ত্রের একশ আট জপ কর্তব্য। বর্ণসমূহকে আটটি বর্ণে ভাগ করে আটবার জপ করতে হয়। আটটি বর্ণের আদি বর্ণ যথাক্রমে অ ক চ ট ত প য এবং শ। এই যোনিমুদ্রা।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৭৮।

যে মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনিমুদ্রা জানেন, শতকোটি জপেও তার সিদ্ধি লাভ হয় না। ৬০

সুপ্তবীজাশ্চ<sup>১</sup> যে মন্ত্রা ন দাপ্ততি ফলং প্রিয়ে।

মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১ ॥

সুপ্তবীজাঃ—সহজ কথায় অপ্রবুদ্ধচৈতন্য।

প্রিয়ে, সুপ্তবীজ মন্ত্র সফল হয় না। যে-সব মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত তাদেরই সর্বসিদ্ধিকর বলা হয়। ৬১

চৈতন্যরহিতা মন্ত্ৰাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্ ।

ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটীজপাদপি ॥ ৬১ ॥

চৈতন্যরহিতমন্ত্ৰ বর্ণসমষ্টিমাত্র । লক্ষকোটী জপেও এসব মন্ত্ৰ ফলপ্রদ হয় না । ৬২

মন্ত্ৰোচ্চারে কৃতে যাদৃক্ স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ ।

শতৈঃ সহস্রৈর্লক্ষৈর্বা কোটীজাপেন তৎ ফলম্ ॥ ৬৩ ॥

প্রথমে যথাবিধি মন্ত্ৰোচ্চারণে তার স্বরূপ যেভাবে প্রকাশিত হয় এবং যে-ফল হয়, শত সহস্র লক্ষ বা কোটি জপেও সেই ফলই হয় । ৬৩

হৃদয়ে<sup>১</sup> গ্রন্থিভেদশ্চ সর্বাভয়ববর্দ্ধনম্ ।

আনন্দাশ্চ চ পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরী ।

গদগদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

সকৃদুচ্চরিতেহপ্যেবং মন্ত্ৰে চৈতন্যসংযুতে<sup>২</sup> ।

দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্যং তদৃচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ—হৃদদেশে স্থিত গ্রন্থিভেদ । হৃদদেশ বলতে বুঝাচ্ছে ষট্-চক্রের অত্যন্তম অনাহতচক্রকে । এখানকার গ্রন্থির নাম বিষ্ণুগ্রন্থি । “গ্রন্থি অর্থ গিঁঠ । গ্রন্থিভেদ অর্থ গিঁঠখোলা । সহজ কথায় গ্রন্থিভেদ অর্থ বন্ধনমুক্তি” বিষ্ণুগ্রন্থি বিতৈষণা । “বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হলে বৈষ্ণবী মায়ী ধনেশ্বর্যাতির প্রলোভন সাধককে আর বিচলিত করতে পারে না । এই গ্রন্থিভেদের দ্বারা বিতৈষণা দূর হয় ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৯৯ ১০০০ ।

কুলেশ্বরী, চৈতন্যযুক্ত মন্ত্ৰ যদি এইভাবে একবারমাত্র উচ্চারিত হয় তা হলে হৃদদেশেস্থিতগ্রন্থিভেদ হয়, সব অবয়ব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আনন্দাশ্চ বারে, পুলকোদগম হয় । দেহ আবেশাচ্ছন্ন হয় এবং সহসা কথা গদগদ হয়ে যায়, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই । এই সব প্রমাণ যেক্ষেত্রে দেখা যায় সেক্ষেত্রে পরম্পরা অনুসৃত হয়েছে বলতে হবে । ৬৪-৬৫

বুদ্ধঃ<sup>৩</sup> কুটাক্ষরো মুগ্ধ বদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ ভেদিতঃ ।

বালঃ কুমারো যুবকঃ প্রৌঢ়ো বৃদ্ধশ্চ<sup>৪</sup> গর্বিতঃ ॥ ৬৬

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মনসোচ্চারণকৃতঃ ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ,—দ্রুত পাঠ ; তা বি গ,—হৃৎকণ্ঠ ; ঐ,-খ, হৃৎকম্পা ।

৩ তা বি গ,—ও এবং র গ, সংপূটে ।

৪ তা বি গ,—ও এবং র গ, বহ ।

৫ র গ, বুদ্ধঃ প্রৌঢ়শ্চ ।

স্তম্ভিতো মূচ্ছিতো মত্তঃ<sup>১</sup> কীলিতঃ<sup>২</sup> খণ্ডিতঃ শঠঃ<sup>৩</sup> ।

৪ মন্দঃ<sup>৪</sup> পরাধ্বখচ্ছিন্নো বধিরোহঙ্করুচেতনঃ ॥ ৬৭ ॥

কিঙ্করঃ<sup>৫</sup> ক্ষুধিতঃ স্তব্ধঃ<sup>৬</sup> স্থানভ্রষ্টঃ<sup>৭</sup> পীড়িতঃ ।

নিম্নেহো বিকলো ধ্বস্তো<sup>৮</sup> নির্জীবঃ<sup>৯</sup> খণ্ডিতারিকো<sup>১০</sup> ॥ ৬৮ ॥

সুপ্তস্তিরস্কৃতো নীচো<sup>১১</sup> মলিনশ্চ দুরাসদঃ ।

নিঃসত্ত্বো নির্দ্যয়ো<sup>১২</sup> দক্ষশ্চপলশ্চ ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৯ ॥

নিস্ত্রিংশো বিকৃতাচারঃ<sup>১৩</sup> ফলহীনো নিকৃশ্তনঃ<sup>১৪</sup> ।

নির্বীর্যো<sup>১৫</sup> ভ্রমিতো<sup>১৬</sup> শপ্তঃ<sup>১৭</sup> ঋণক্রিয়োহঙ্গহীনকঃ<sup>১৮</sup> ।

জড়ো রিপুঃ<sup>১৯</sup> রুদাসীনো লজ্জিতো মোহিতোহলসঃ<sup>২০</sup> ॥ ৭০ ॥

ষষ্ঠ্যেতান্<sup>২১</sup> মন্ত্রদোষাংশ্চ যোহজ্ঞাত্বা প্রজপেন্নম্নম্<sup>২২</sup> ।

সিদ্ধির্নি জায়তে তস্য লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ৭১ ॥

মন্ত্রদোষান্—মন্ত্রদোষসমূহ । শাপগ্রস্ত হওয়ার জন্য মন্ত্র বিবিধ দোষগ্রস্ত হয় । আলোচ্য শ্লোকগুলিতে এইরকম দোষগ্রস্ত মন্ত্রের নাম করা হয়েছে । অবশ্য, সবতন্ত্রে দোষগ্রস্ত মন্ত্রের একই তালিকা পাওয়া যায় না । যেমন শারদাতিলক ২।৬৪-৭০ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে বিবৃত তালিকা অল্পরকম ।

দোষযুক্ত মন্ত্রের শোধনব্যবস্থাও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে ।—এ সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৫-৭০৭ ।

১ তা বি গ,—গ, ঘ, নষ্ট ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কষ্ট ।

২ র গ, সংবিতঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, প্রিয়ে ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্দঃ ।

৫ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, কেকরঃ ।

৬ তা বি গ,—ক, দ্বন্দ্বঃ ; ঐ,—গ, ঘ, স্তব্ধঃ ; ঐ,—ঙ, স্বপ্নঃ ; র গ, কপঃ ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দুর্ভিক্ষ ।

৮ তা বি গ,—ক, খ, স্তব্ধা ।

৯ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, নির্বীজঃ ; ঐ,—খ, নির্বীর্ষঃ । ১০ ঐ,—ক এবং র গ,—পুত পাঠ ;

তা বি গ, খণ্ডিতারিকঃ ; ঐ,—খ, সুকণ্ঠিতঃ ; ঐ,—গ, ঘ, খণ্ডিতারিকো ।

১১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নীচো ।

১২ ঐ,—পুত পাঠ ; তা বি গ, নির্জিতো ।

১৩ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ এবং র গ,—পুত পাঠ ; তা বি গ, নিম্নিতঃ কুরঃ ।

১৪ তা বি গ,—খ, নিরংসকঃ ।

১৫ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, নির্বীজঃ ।

১৬ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, ভূমিতঃ ।

১৭ তা বি গ,—খ, রক্ষ ।

১৮ তা বি গ,—ক, গ, রুগ্নঃ : কষ্টোহঙ্গহীনকঃ ; ঐ,—ঘ, রুগ্নঃ কৃষ্ণোহঙ্গহীনকঃ ; ঐ,—

ঙ এবং র গ, রুগ্নঃ কৃষ্ণোহঙ্গহীনকঃ ।

১৯ তা বি গ,—খ, ব্রীড়িতারি ।

২০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মোহিতঃ প্রিয়ে । ২১ ঐ, সন্ত্যেতান্ ।

২২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, জ্ঞাত্বা পশ্যাজ্জপেৎ প্রিয়ে ; র গ, জ্ঞাত্বা পশ্যাজ্জপেন্নম্ ।

রুদ্ধ, কূটাক্ষর, মুদ্ধ, বদ্ধ, ক্রুদ্ধ, ভেদিত, বালক, কুমার, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, গর্বিত, শুভিত, মৃচ্ছিত, মত্ত, কীলিত, খণ্ডিত, শঠ, মন্দ, পরাভূত, ছিন্ন, বধির, অন্ধ, অচেতন, কিঙ্কর, ক্ষুধিত, শুক, স্থানভ্রষ্ট, পীড়িত, নিঃশেষ, বিকল, ধ্বস্ত, নির্জীব, খণ্ডিত, অরি, সুপ্ত, তিরস্কৃত, নীচ, মলিন, দ্রাসদ, নিঃসত্ত্ব, নির্দয়, দহ, চপল, ভয়ঙ্কর, নিক্রিংশ, বিকৃতাচার, ফলহীন, নিকৃশ্তন অর্থাৎ নাশক, নির্বীৰ্য, ভ্রমিত, অভিষাপগ্রস্ত, ঋণক্রিষ্ট, অঙ্গহীন, জড়, রিপু, উদাসীন, লজ্জিত, মোহিত এবং অলস। এই ষাট দোষযুক্ত মন্ত্র। এই সব মন্ত্রদোষ না জেনে যে মন্ত্র জপ করে লক্ষকোটি জপেও তার সিদ্ধিলাভ হয় না। ৬৬-৭১

কথ্যশ্চে দশ সংস্কারা মন্ত্রদোষহরাঃ প্রিয়ে।

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং ততঃ ॥ ৭২ ॥

অভিষেকোহথ বিমলীকরণাপ্যায়নে তথা।

তর্পণং দীপনং গুপ্তিঃ সংস্কারাঃ কুলনাম্নিকে ॥ ৭৩ ॥

দশসংস্কারাঃ—দশ সংস্কার। দীক্ষার পূর্বে মন্ত্রের জননাদি দশ সংস্কার শাস্ত্রবিহিত। এই সব সংস্কার করেন গুরু।

জনন—“মাতৃকায়ন্ত্র থেকে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রের উদ্ধারের নাম জনন।”

জীবন—“উদ্ধৃত বর্ণসমূহের অর্থাৎ মন্ত্রের পঙক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণব দ্বারা পুটিত করে শতবার জপ করার নাম জীবন। দশবার করেও এই জপ বিহিত।”

তাড়ন—“সুধী ব্যক্তি মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক্ করে শতবার বা দশবার জপ করবেন। আর মন্ত্রবর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করে লিখে প্রত্যেকটি বর্ণকে বায়ুবীজ অর্থাৎ ‘মং’ এই বীজযুক্ত করে চন্দনের জল দিয়ে তাড়না করবেন। এরই নাম তাড়ন। তাড়ন শতবার বা দশবার বিহিত।”

বোধন—“মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখে দশবার তাড়না করে, মন্ত্রবর্ণের সংখ্যা যত তত সংখ্যক করবীর ফুল দিয়ে ‘রং’ এই বীজ উচ্চারণপূর্বক হনন করতে হবে। একেই বলে বোধন।”

অভিষেক—“মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখে যত বর্ণ ততটি রক্ত হস্তারিকুসুম অর্থাৎ করবীর ফুল দিয়ে প্রত্যেকটি বর্ণকে ‘রং’ এই বীজমন্ত্রে একবার করে অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং তারপরে মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা যত ততটি অশ্বখ পল্লবের দ্বারা মন্ত্রবর্ণগুলিকে সেই সেই মন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সিঞ্চন করতে হবে। এরই নাম অভিষেক।”

বিমলীকরণ—“সুশ্রুতা নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিন্তা করে জ্যোতির্মন্ত্রে যতী মলজ্বয় দক্ষ করবেন। একেই বলে বিমলীকরণ। জ্যোতির্মন্ত্র—ও হ্রোং ।”

আপ্যায়ন—“স্বর্ণ কুশোদক বা পুষ্পোদকের দ্বারা জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণগুলিকে যথাবিধি আপ্যায়ন করতে হবে। এরই নাম আপ্যায়ন ।”

তর্পণ—“জ্যোতির্মন্ত্রে জল দিয়ে মন্ত্রের তর্পণকে তর্পণ বলা হয়। তর্পণ ও অভিষেক সম্বন্ধে আবার বিশেষ বিধিও আছে। শক্তিমন্ত্রের তর্পণ মধু দিয়ে, বিষ্ণুমন্ত্রের তর্পণ কর্পূরমিশ্রিত জল দিয়ে এবং শিবমন্ত্রের তর্পণ ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়ে করা বিধি। অভিষেক সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা ।”

দীপন—“ও হ্রীং এবং জ্রীং এই বীজত্রয়যোগে মন্ত্রের দীপন হয় ।”

গুপ্তি—“জপ্যমান মন্ত্রকে অপ্রকাশ রাখার নাম গুপ্তি ।” —ডঃ শান্তমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃ: ৭০৩-৭০৪ ।

আলোচ্য স্লোকে দশ সংস্কার মন্ত্রদোষহরণকারী বলা হয়েছে। এ-দোষ পূর্বোক্ত রুদ্রাদি দোষ নয়। সে-সব দোষ শোধনের একাধিক ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে সকলের সাধ্যায়ত্ত একটি ব্যবস্থা—“হ্রীং জ্রীং ক্রীং ওঁ-এর যে-কোন একটি বীজের দ্বারা পুটিত করে মূলমন্ত্র আট হাজার বার জপ করলেই মন্ত্রের দোষশান্তি হবে ।” —ডঃ ঐ, পৃ: ৭০৭ ।

প্রিয়ে, মন্ত্রের দোষহরণকারী দশসংস্কার বলা হচ্ছে। ওগো কুলনাস্তিকা, জনন, জীবন, তারপরে তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গুপ্তি—এই দশ সংস্কার। ৭২-৭৩

শানোল্লোড়ানি শস্ত্রাণি<sup>১</sup> যথা স্যুনিশিতানি বৈ ।

মন্ত্রাশ্চ স্মৃতিমায়ান্তি সংস্কারৈর্দশভিত্তথা ॥ ৭৪ ॥

শান দেওয়া হলে, শস্ত্রসমূহ যেমন ধারাল হয় তেমনি দশ সংস্কারের দ্বারা মন্ত্রসমূহের স্মরণ হয়। ৭৪

ভক্ষ্যং হবিষ্যং শাকাদি বিহিতানি ফলাগ্নপিং ।

মূলং শক্তদুং যবানাকু<sup>২</sup> শস্ত্রাণেতানি মন্ত্রিনাম ॥ ৭৫ ॥

গৃহীতমন্ত্র-সাধকদের ভোজনের পক্ষে হবিষ্য, শাকাদি, বিহিত সব ফল, মূল, যবাদির ছাতু এই সব প্রশস্ত। ৭৫

১ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রাণি ।

২ ঐ,—গ, য, শাকানি বিহিতানি ফলং পয়ঃ ।

৩ তা বি গ,—ঙ, যবোৎপন্নং ।

যস্থানপানপুষ্টাঙ্গঃ<sup>১</sup> কুরুতে ধর্মসঞ্চয়ম্ ।

অন্নদাতুঃ ফলং চার্কং কৰ্ত্তৃশ্চার্কং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬' ॥

যার অন্নজলের দ্বারা শরীর পোষণ ক'রে কেউ ধর্মসঞ্চয় করে অন্নদাতা তার ধর্মসঞ্চয়ের অর্ধেক ফল পায় এবং ধর্মসঞ্চয়কারী পায় অর্ধেক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৭৬

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জয়েৎ সুধীঃ ।

পুরুষচরণকালে চ কাম্যকর্মস্বপীশ্বরী<sup>২</sup> ॥ ৭৭ ॥

কাম্যকর্মসু—কাম্যকর্মে অর্থাৎ কাম্যকর্ম করার সময় । বিশেষ কোনো ফলপ্রাপ্তির বাসনায় যে শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাই কাম্যকর্ম ; জপ-পূজাদি কাম্যকর্ম হতে পারে ।

ওগো ঈশ্বরী, সেইজন্য সুধী ব্যক্তি পুরুষচরণের সময় এবং কাম্যকর্ম করার সময়েও সর্বপ্রযত্নে পরান্ন বর্জন করবে । ৭৭

জিহ্বা দক্ষা পরান্নেন করৌ দক্ষৌ প্রতিগ্রহাৎ ।

মনো দক্ষং পরস্ত্রীভিঃ কার্যসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ<sup>৩</sup> ॥ ৭৮ ॥

পরান্নে জিহ্বা দক্ষ হয় । পরের দান গ্রহণে হাত দক্ষ হয় । পরস্ত্রীদের দ্বারা আকৃষ্ট হলে মন দক্ষ হয় । কি করে আর কার্যসিদ্ধি হবে । ৭৮

ইন্দ্রগ্নিরুদ্রগ্রহদৃগ্<sup>৪</sup> বেদার্কদিক্ষড়্ভুতসু ।

ষোড়শমনুবাণাবিধতিথিত্রয়োদশস্বপি<sup>৫</sup> ॥ ৭৯ ॥

লিখেৎ ষোড়শকোষ্ঠেষু মাতৃকার্ণান্ বিচক্ষণঃ ।

স্বনামাদক্ষরাদ্ যাবন্মল্লাদক্ষরদর্শনম্ ॥ ৮০ ॥

সিদ্ধাদীন্ কল্পয়েন্নস্ত্রী কুর্যাৎ সাধ্যাদিভিঃ<sup>৬</sup> পুনঃ ।

চতুশ্চতুর্বিভাগেন সিদ্ধাদীন্ গনয়েৎ পুনঃ ॥ ৮১ ॥

এই শ্লোকগুলিতে ‘অকথহ’ চক্র (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, পরিবর্দ্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ১৬) বিচারের কথা বলা হয়েছে ।

“দীক্ষা দেওয়ার আগে গুরু দেয়-মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার করেন । এ কথার সহজ অর্থ কোন্ মন্ত্র শিষ্যের উপযোগী হবে ওরু তা শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে স্থির

১ তা বি গ,—ঘ, যস্থানপানপুষ্টাঙ্গঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, যস্থানপানমস্ত্রাতি ।

২ তা বি গ,—ঙ, কাম্যকর্মস্বপীশ্বরী ।

৩ ঐ,—খ, কথং সিদ্ধির্ব্রবাননে ।

৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, যুক্ত ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, স্বরশক্রেষত্রিতিথিত্রয়োদশস্বপি ত্রয়াৎ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সিদ্ধাদিভিঃ ।

করেন। এইজন্য তিনি নক্ষত্রচক্র রাশিচক্র ঋণিধনিচক্র কুলাকুলচক্র অকথহচক্র অকডমচক্র ইত্যাদি নানা চক্র বিচার করেন।” —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০১-৭০২।

ইন্দ্রাণি ইত্যাদিগ্নোকে সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে প্রধানতঃ সাংকেতিক ভাষায়। তা থেকে সংখ্যা উদ্ধার করা গেল।

ইন্দু=১; অগ্নি=৩; রুদ্র=১১; গ্রহ=৯; দৃক্=২; বেদ=৪; অর্ক=১২; দিক্=১০; ষড়্=৬; অষ্ট=৮; ষোড়শ=১৬; মনু=১৪; বাণ=৫; অন্নি=৭; তিথি=১৫; ত্রয়োদশ=১৩

অকথহ-চক্র

সিদ্ধ	১	২	৩	৪
	অকথহ	উ ঙ প	আ খ দ ক্ষ	উ চ ফ
সাধ্য	৫	৬	৭	৮
	ও ড ব	৯ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৱ ঞ ম
সুসিদ্ধ	৯	১০	১১	১২
	ঈ ঘ ন	ঋ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ ব
অরি	১৩	১৪	১৫	১৬
	অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ র

প্রথম কোষ্ঠের বর্ণগুলির সংজ্ঞানুসারে চক্রের সংজ্ঞা হয়েছে অকথহ-চক্র।

৭৯ এবং ৮০ সংখ্যক শ্লোকোক্ত সংখ্যাক্রমানুসারে নির্দিষ্ট তৎতৎ সংখ্যক কোষ্ঠে যথাক্রমে অ থেকে অঃ পর্যন্ত স্বরবর্ণ এবং ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সাজাতে হবে। এই চক্রের অঙ্কন সম্বন্ধে প্রমাণবচন—দ্রঃ পুরশ্চর্যাব, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৯।

সিদ্ধাদীন্—সিদ্ধাদি। “পুরশ্চর্যাবে উদ্ধৃত বারাহসংহিতার একটি বচনে বলা হয়েছে—পণ্ডিত ব্যক্তি সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ এবং অরিমন্তের এই চার শ্রেণী গণ্য করবেন। সিদ্ধমন্ত্র জপের দ্বারা সাধ্যমন্ত্র হোমাদির দ্বারা এবং সুসিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সিদ্ধিদায়ক হয় আর অরিমন্ত্র সাধককে ভক্ষণ করে।”—দ্রঃ পুরশ্চর্যাব, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৯।



আলোচ্য চক্রের দক্ষিণ থেকে বাম এই ক্রমে উপরের চার কোঠ সিদ্ধমন্তের তার নীচের চার কোঠ সাধ্যমন্তের, তার নীচের চার কোঠ সুসিদ্ধমন্তের এবং তার নীচের চার কোঠ অরিমন্তের। —ঈঃ ঐ।

চতুশ্চতুর্বিভাগেন সিদ্ধাদীন—চার চার বিভাগে সিদ্ধাদি। এর অর্থ সিদ্ধ-সিদ্ধ, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধসুসিদ্ধ, সিদ্ধ-অরি এই ভাবে। সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্যসাধ্য এই ভাবে।

১, ৩, ১১, ৯, ২, ৪, ১২, ১০, ৬, ৮, ১৬, ১৪, ৫, ৭, ১৫, ১৩ এই সংখ্যা-সূচিত ষোলটি কোঠ অর্থাৎ ঘরে যে-ক্রমে কোঠগুলির সংখ্যা নির্দেশ করা করা হল সেইক্রমে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তি লিখবে। নিজের নামের আদ্যক্ষর থেকে আরম্ভ করে মন্তের আদ্যক্ষর পর্যন্ত নিরূপণ করে সিদ্ধাদি নির্ধারণ করবে। তারপর আবার সাধ্যাদি নির্ধারণ করবে। আবার চার চার বিভাগে সিদ্ধাদির গণনা করবে। ৭৯-৮৯

সিদ্ধসিদ্ধো জপাং সিদ্ধো দ্বিগুণাং সিদ্ধসাধ্যকঃ।

সিদ্ধসুসিদ্ধোহর্দ্ধজপাং সিদ্ধারিহস্তি বান্ধবান্ ॥ ৮২ ॥

সিদ্ধসিদ্ধমন্তের যথানির্দিষ্ট সংখ্যক জপের দ্বারা সিদ্ধি হয়, সিদ্ধসাধ্যমন্তের তার দ্বিগুণ জপে এবং সিদ্ধ-সুসিদ্ধ মন্তের তার অর্ধেক জপে সিদ্ধি হয়। সিদ্ধারিমন্তের জপ বন্ধুবান্ধবদের বিনাশ সাধন করে। ৮২

সাধ্যসিদ্ধোহতিসংক্লেশাং সাধ্যসাধ্যো নিরর্থকঃ।

সাধ্যসুসিদ্ধো ভজনাং সাধ্যারিহস্তি গোত্রজান্ ॥ ৮৩ ॥

সাধ্যসিদ্ধমন্তের জপে অতিকষ্টে সিদ্ধি হয়। সাধ্যসাধ্যমন্তের জপ নিরর্থক। সাধ্যসুসিদ্ধমন্তের ভজনের দ্বারা সিদ্ধি হয় আর সাধ্যারিমন্তের জপ গোত্রো-স্তবদের বিনাশ সাধন করে। ৮৩

সুসিদ্ধসিদ্ধোহর্দ্ধজপাত্তংসাধ্যস্ত যথোক্ততঃ।

তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহাঃ ॥ ৮৪ ॥

সুসিদ্ধসিদ্ধমন্তের যথানির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক জপে এবং সুসিদ্ধসাধ্যমন্তের যথানির্দিষ্টসংখ্যক জপে সিদ্ধি হয়। সুসিদ্ধসুসিদ্ধমন্তের গ্রহণমাত্র সিদ্ধি হয় আর সুসিদ্ধারিমন্তের জপ সগোত্র বিনাশ করে। ৮৪

অরিসিদ্ধঃ সূতং হৃদাদরিসাধ্যস্ত যোষিতম্।

তৎসুসিদ্ধঃ কুলং হস্তি স্বাখ্যানং হস্তি তদ্রিপুঃ ॥ ৮৫ ॥

অরিসিদ্ধমন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্যমন্ত্র স্ত্রী, অরিসুসিদ্ধমন্ত্র কুল নাশ করে আর অরি-অরি মন্ত্র স্বয়ং মন্ত্রগ্রহীতাকে বিনাশ করে । ৮৫

সিদ্ধার্থা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যান্তে সেবকাঃ স্মৃতাঃ ।

সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥

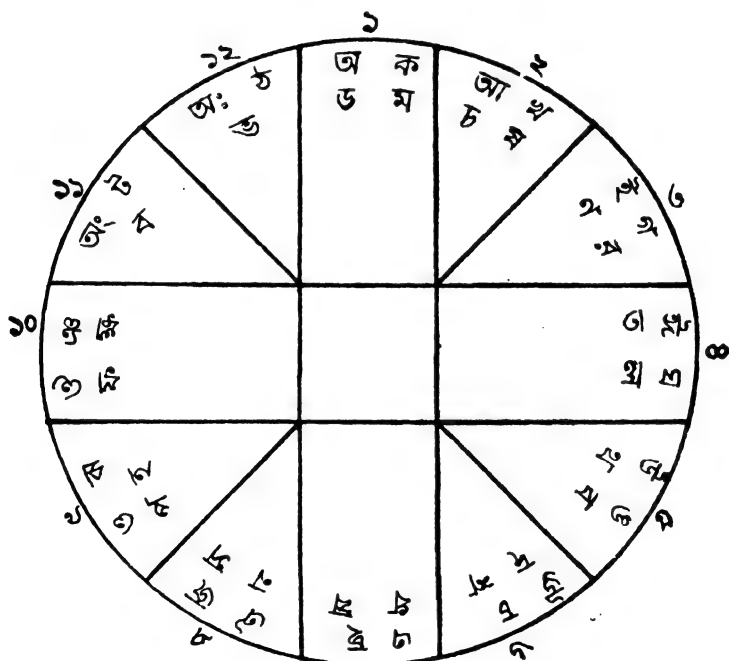
সিদ্ধমন্ত্রসমূহকে বান্ধব ও সাধ্যমন্ত্রসমূহকে সেবক বলা হয় । সুসিদ্ধ মন্ত্রসমূহ শোষক বলে পরিচিত আর অরিসমন্ত্রসমূহকে বলা হয় ঘাতক । ৮৬

বান্ধবা নববাণৈকাঃ স্যাদ্বিষড়্শ সেবকাঃ ।

বহিরুদ্রমুনয়ন্ত পোষকা দ্বাদশাষ্টকচতুরস্ত ঘাতকাঃ ॥ ৮৭ ॥

এই শ্লোকটি অকডম-চক্র সম্পর্কে ।

অকডম-চক্র



নববাণৈকাঃ—নব বাণ এক সংখ্যক কোষ্ঠগুলি । নব—৯, বাণ—৫, এক—১, দ্বিষড়্শ—দ্বি ষড়্শ সংখ্যক কোষ্ঠগুলি । দ্বি—২, ষড়্—৬, দশ—১০ । বহিরুদ্রমুনয়ঃ—বহি রুদ্র মুনি সংখ্যক কোষ্ঠগুলি । বহি=অগ্নি—

৩, রুদ্র—১১, মূনি=ঋষি—৭। দ্বাদশাষ্টকচতুরঃ—দ্বাদশ অষ্টক চতুর সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। দ্বাদশ—১২, অষ্টক—৮, চতুর—৪।

চক্রটির অঙ্কন সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৬-১৭।

বান্ধব, সেবক ইত্যাদি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্রঃ ৮৬ সংখ্যক শ্লোক।

সিদ্ধমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ৯, ৫, এবং ১। সাধ্যমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ২, ৬, ১০। সুসিদ্ধমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ৩, ১১, ৭। আর অরিমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ১২, ৮, ৪। ৮৭

প্রাপ লোভা পটু গ্রাহং রুদ্রশ্যাদ্রিকরুঃ করং।

লোক লোপ পটুঃ প্রায়ঃ খলোঘোভেদিতাঃ প্রিয়েঃ।

বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরান্ভোঃ তু রেবতাংশগতো তদা ॥ ৮৮ ॥

এই শ্লোকে নক্ষত্রচক্রের কথা বলা হয়েছে। এই চক্রের অঙ্কনাদি সম্পর্কে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৪।

এই চক্রের অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত প্রত্যেক নক্ষত্রের কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা এই শ্লোকে সাংকেতিক ভাষায় সূচিত হয়েছে। যেমন চক্রের ১ম নক্ষত্র অশ্বিনী। তার ১নং কোষ্ঠ, উক্ত কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা ২ অর্থাৎ এতে অ আ এই দু'টি বর্ণ থাকবে।

সংকেত উদ্ধার

প্রাপ = প্ ২ র্ ১ আ ১ প্ অ      লোভা = ল্ ৩ ও ৮ ভ্ ৮ আ      পটু = প্ ১ অ ১ টু ১ উ

গ্রাহং = প্ ২ র্ ১ আ ১ হ্ ১ য্ ১ অং ১ রুদ্রশ্য = র্ ২ উ ২ দ্ ২ র্ ২ অ ১ স্ ১ য্ ১ অ      অদ্রি = অ ২ দ্ ২ র্ ২ ই

রুদ্রঃ = র্ ২ উ ২ র্ ২ উ :      করং = ক্ ১ অ ২ র্ ২ অং      লোক = ল্ ৩ ও ১ ক্ ১ অ

লোপ = ল্ ৩ ও ১ প্ ১ অ      পটুঃ = প্ ১ অ ১ টু ১ উঃ      প্রায়ঃ = প্ ২ র্ ১ আ ১ য্ ১ অঃ

খলোঘো = খ্ ২ অ ৩ ল্ ৩ ও ৮ ঘ্ ৩ ও

১ তা বি গ,—গ, ঘ,-দ্ব্যত পঠঃ ; তা বি গ, প্রাপলাভো পটু গ্রাহং রুদ্রশ্যাদ্রিকরুঃ করম্।

লোক লোপ পটু প্রায়ঃ খলো ঘো ভেয় ভেদিতাঃ ; ঐ,—খ, ও প্রাপ লোপ পটুপ্রাপ রুদ্রশ্যাদ্রিকরুঃ নরঃ। লোকালোকপটুপ্রাপঘনঘাতেয়ু ভেদিতাঃ। র গ, প্রাপলোপপটু-প্রাপরুদ্রশ্যাদ্রিকরুঃ নরঃ। লোকালোকপটুপ্রাপঘনঘাতেয়ু ভেদিতাঃ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ, যুবান্ভোঃ।

বর্গে বর্ণের স্থান অনুসারে সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। যেমন প-বর্গের প্রথম বর্ণ প। অতএব,  $p=1$ ।

অন্তঃস্থবর্ণপঞ্চকের বা য-বর্গের ১ম বর্ণ য; অতএব  $y=1$ , দ্বিতীয় বর্ণ র, অতএব,  $r=2$ ।

কোনো ফলায়ুক্ত বর্ণের ফলাকে গণনায় ধরা হবে। যেমন প্রাপ শব্দের 'প্রা'র র-ফলাকে ধরা হল, প-কে নয়।

অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালা যথাক্রমে কোষ্ঠগুলিতে লিখিত হবে।

নক্ষত্র-চক্র

অস্থিনী অ অা	ভরণী ই	কৃত্তিকা ঈ উ উ	রোহিণী ঋ ঌ ৯ ৫	মৃগশিরা এ	আর্দ্রা ঐ	পুনর্বসু ও ঔ	পুষ্যা ক	অশ্বিনী খ গ
দেব:	মানুষ:	রাক্ষস:	মানুষ:	দেব:	মানুষ:	দেব:	দেব:	রাক্ষস:
মঘা ঘ ঙ রাক্ষস:	পূর্ব- ফাল্গুনী চ মানুষ:	উত্তর- ফাল্গুনী ছ জ মানুষ:	হস্তা ঝ ঞ দেব:	চিত্রা ট ঠ রাক্ষস:	স্বাতী ড দেব:	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষস:	অনুরাধা ত থ দ দেব:	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষস:
মূল্য ন প ফ রাক্ষস:	পূর্বাষাঢ়া ব মানুষ:	উত্তরাসাঢ়া ভ মানুষ:	শ্রবণা ম দেব:	দনিষ্ঠা য র রাক্ষস:	শতভিষা ল রাক্ষস:	পূর্বাষাঢ়া ব ঞ মানুষ:	উত্তর ভাদ্র ষ স হ মানুষ:	রেবতী ল ক্ষ অং অঃ দেব:

প্রিয়ে, ২, ১, ৩, ৪, ১, ১, ২, ১, ২; ২, ১, ২, ২, ২, ১, ২, ৩, ১; ৩, ১, ১, ১, ২, ১, ২, ৩, ৪—এইগুলি যথাক্রমে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের নক্ষত্রচক্রস্থ প্রতিকোষ্ঠের সংখ্যা। উক্ত সংখ্যক বর্ণ প্রতিকোষ্ঠে লিখতে হবে। শুধু স্বরবর্ণের অন্ত্যবর্ণ দুটি অর্থাৎ অং অঃ রেবতীর কোষ্ঠে লিখিত হবে। ৮৮

জন্ম সম্পদ্বি বিপৎ ক্ষেম প্রত্যয়িঃ সাধকো বধঃ<sup>১</sup>।

মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৯ ॥

জন্মাদি নামের অর্থ এবং শ্লোকোক্ত গণনাপদ্ধতি গুরুমুখে জ্ঞাতব্য ।

৬—বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৪ ।

জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এই নয়টি নক্ষত্রের নাম নির্দিষ্ট আছে । মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রনক্ষত্র পর্যন্ত জন্মসম্পদাদিক্রমে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে । ৮৯

বালং<sup>১</sup> গৌরং খুরং<sup>২</sup> শোগং সমীশোভেতি রাশিষু<sup>৩</sup> ।

ক্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কণ্ঠায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ<sup>৪</sup> ॥ ৯০ ॥

রাশিচক্রের মেঘবৃষাদি প্রত্যেক রাশির কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা এই শ্লোকে সাংকেতিক ভাষায় নির্দিষ্ট হয়েছে ।

এই শ্লোক আর শারদাতিলক দ্বিতীয় পটলের ১২৭ সংখ্যক শ্লোক এক । উক্ত শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট নিম্নোক্তরূপে সংখ্যা উদ্ধার করেছেন—

বা	লং	গৌ	রং	খু	রং	শো	গং	শ	মী	শো	ভা
৪	৩	৩	২	২	২	৫	৫	৫	৫	৫	৪

রাশিচক্রের মেঘাদির কোষ্ঠের এই বর্ণসংখ্যাই সাধারণতঃ অশ্বত্থও নির্দিষ্ট হয়েছে ।—৬ঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১১ ।

শারদাতিলক ৬৩ শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট ‘ষড়্‌বর্গকৈঃ’ পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—“কাদয়ঃ ক চ ট ত প য়াশ্চৈঃ অর্থাৎ ক চ ট ত প য এই ষড়্‌বর্গের দ্বারা ।” এই হিসাবে শ, য-বর্গের পঞ্চম বর্ণ । বর্গে বর্গের স্থান অনুসারে সংখ্যা ধরা হয়েছে ।

কণ্ঠায়াং শাদয়ঃ—কণ্ঠায়াশির কোষ্ঠে শ-আদি বর্ণ । এর টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন—“কণ্ঠায়াং স্বরাস্ত্যো বর্ভেতে শাদয়শ্চ স্থিতাঃ । অত্রাদিশবেদন শষসহল গৃহ্ষে । ক্ষকারশ মীনে প্রবেশঃ । অর্থাৎ কণ্ঠায়াশির কোষ্ঠে স্বর-বর্ণের অন্ত্যবর্ণ দুটি এবং শ-আদি বর্ণগুলি থাকবে । আদি শব্দের দ্বারা শ য স হ ল ধরতে হবে । ক্ষ-কার মীনরাশির কোষ্ঠে প্রবেশ করবে ।”

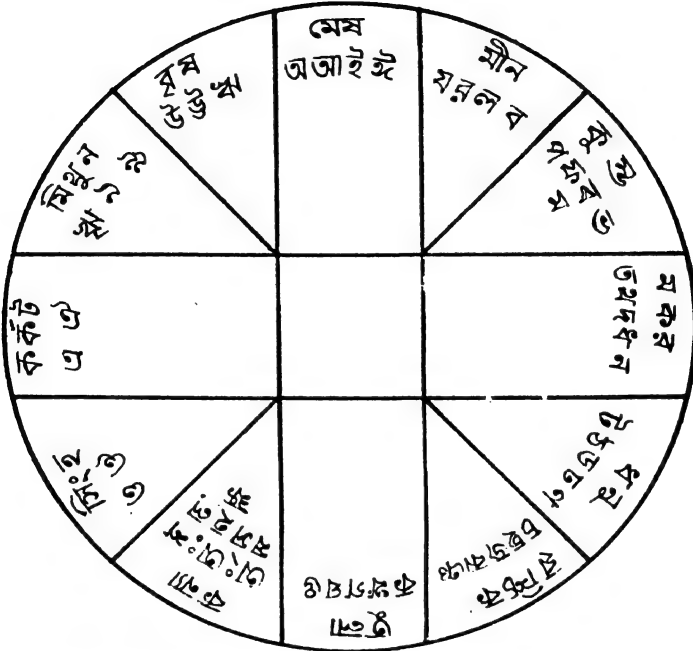
১ র গ, বাগং ।

২ ভা বি গ—বালং গৌরীভুবং । ৩ ভা বি গ,—ও এবং র গ, সমোনোভেতি রাশিষু ।

৪ ভা বি গ,—ক, শাদয়ঃ স্মৃতাঃ ; ঐ,—গ, য, শাদয়ঃ স্থিতাঃ ।

এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। আগমকল্পক্রমের মতানুসারে বৃহৎভজ-সার কণ্ডারশির কোঠেই ক্ষ-কারেরও স্থান নির্দেশ করেছেন।

রাশি-চক্র



মেঘবৃষাদি রাশির কোঠের বর্ণসংখ্যা যথাক্রমে ৪, ৩, ৩, ২, ২, ২, ৫, ৫, ৫, ৫, ৫ ও ৪। তবে, কণ্ডা রাশির কোঠে শাদিবর্ণের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ৯০

লগ্নে ধনং ভাতৃবন্ধপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ।

মরণং ধর্মকর্মায়বায়াদ্বাদশ রাশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

লগ্ন, ধন, ভাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মরণ, ধর্ম, কর্ম, আয়, বায়—মেঘাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ নাম। ৯১

স্বরাশেষমন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।

অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষররাশিভঃ ॥ ৯২ ॥

স্বরাশে:—স্বীয় জন্মরাশি থেকে। মন্ত্ররাশ্যন্তং—মন্ত্ররাশি পর্যন্ত অর্থাৎ যে-রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ রয়েছে সেই রাশি পর্যন্ত।



সাধকের নামাঙ্ক অধিক হলে মন্ত্রকে অশ্বগী বলে জানবে। শ্বগী মন্ত্র উত্তম। মন্ত্র স্বয়ং অশ্বগী হলে সেই মন্ত্র জপ করা উচিত। কেননা, পূর্ব থেকেই অশ্বগী মন্ত্র জপের বিধান আছে। ৯৩-৯৪

कादयः पञ्चशः सङ्कलसहस्रांश्च प्रकीर्तिताः ॥ १५ ॥\*

অ আ এ ক চ ট ত প য ষ—মাক্রত বা বায়ব্যা—মরুৎ ( বায়ু )  
ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ—আগ্নেয় বা তৈজস—তেজ ( অগ্নি )  
উ উ ও গ জ ড দ ব ল ল—ভৌম বা পার্থিব—ক্ষিত্তি ( ভূ )  
ঋ ঌ ঔ ঘ ঞ ঢ ধ ভ ব স—বারুণ্য—অপ্ ( জল )  
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০  
৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০  
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১  
৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১  
৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

\* আমাদের অনুসৃত মূলগ্রন্থে পঞ্চ ভূষা: পঞ্চ দীর্ঘা: ইত্যাদি দিয়ে শ্লোকটি আরম্ভ হয়েছে। এতে অর্থসঙ্গতি হয় না। কিন্তু নিবন্ধে বায়ু, গ্নি, ভূকলাকাশা: দিয়ে শ্লোকটি আরম্ভ হয়েছে (জ: বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃ: ১০)। এতে অতি উত্তম অর্থসঙ্গতি হয়। সেইজন্য শ্লোকটির বিন্যাস উক্ত প্রকারেই করা হল।



## কুলাকুল-চক্র

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ	ই	উ	ঋ	৯
আ	ঈ	ঊ	ঋ	১০
এ	ঐ	ও	ঔ	১১
ক	খ	গ	ঘ	১২
চ	ছ	জ	ঝ	১৩
ট	ঠ	ড	ঢ	১৪
ত	থ	দ	ধ	১৫
প	ফ	ব	ভ	১৬
য	র	ল	ব	১৭
ষ	ক্ষ	ল	স	১৮

এই চক্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১০-১১।

বায়ু অগ্নি ভূ জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চাশটি বর্ণ ক্রমানুসারে বিস্তারিত করিতে হবে। পঁচটি হ্রস্বস্বর, পঁচটি দীর্ঘস্বর, সন্ধ্যাক্ষর, বিন্দু অর্থাৎ ‘ং’ এবং ক-আদি ষ-স-হ-ল-ক্ষ-অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পঁচ পঁচটি করে বিস্তারিতের কথা বলা হয়েছে। ১৫

মহীসলিলয়োর্মিত্রমনিলা<sup>১</sup>নলয়োরপি।

শাত্রবং বৈপরীত্যেন মৈত্রং সর্বত্র চাপরম্ ॥ ১৬ ॥

মহী—ভোম বা পার্থিব বর্ণ। সলিল—বারুণ্য বর্ণ। অনিল—বায়ব্য বা মারুত বর্ণ। অনল—আগ্নেয় বা তৈজস বর্ণ। অপরম্—ব্যোম বর্ণ। বৈপরীত্যেন—বিপরীত হলে অর্থাৎ মহী ও অনিলের মধ্যে এবং সলিল ও অনলের মধ্যে এরূপ হলে।

মহী ও সলিলের মধ্যে মিত্রতা, অনিল ও অনলের মধ্যেও মিত্রতা। তার বিপরীত হলে শত্রুতা। আর অপরের সহিত সব বর্ণের মিত্রতা। ১৬

পরস্পরবিরুদ্ধানাং বর্ণানাং যত্র সঙ্গতিঃ।

বর্জয়েত্তাদৃশং মন্ত্রং নাশকৃতং কুলেশ্বরী ॥ ১৭ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধানাং বর্ণানাং যত্র সঙ্গতিঃ—যেখানে চক্র-বিচারে সাধকের নামের আদি বর্ণ ও মন্ত্রের আদি বর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ শত্রু, এরূপ সমাবেশ হয়। যেমন, একজনের নাম পরেশ। তিনি গ্রহণ করিতে চান গণেশমন্ত্র। এখন পরেশ-এর আদিক্ষর প মারুত বা বায়ব্য বর্ণ আর গণেশমন্ত্রের ( গং )

আদ্যক্ষর ভৌম বা পার্থিব বর্ণ। মারুত বর্ণ এবং পার্থিব বর্ণ পরস্পর শত্রু অর্থাৎ বিরুদ্ধ ।<sup>১</sup>

যেখানে পরস্পরবিরুদ্ধ বর্ণের সমাবেশ হয়, ওগো কুলেশ্বরী, সেখানে সেরূপ মন্ত্র বর্জন করা উচিত। কেননা, তা নাশক হয়। ৯৭

একাক্ষরে তথা কূটে ত্রৈপুরে মন্ত্রনায়িকে<sup>২</sup> ।

স্ত্রীদত্তে স্বপ্নলব্ধে চ সিদ্ধাদীনৈব সাধয়েৎ ॥ ৯৮ ॥

কূট—“কূট অর্থ সমূহ। বিদ্যার যে-বর্ণসমূহ একসঙ্গে একবারে উচ্চারিত হওয়া বিধি তাকে বলা হয় কূট।” দৃষ্টান্ত স্বরূপ ষোড়শীর একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যার উল্লেখ করা যায় —ক এ ঙ্গ ল হ্রী<sup>১</sup> হ স ক হ ল হ্রী<sup>২</sup> স ক ল হ্রী<sup>৩</sup>। এতে হ্রী<sup>১</sup>-অন্ত তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রত্যেকটি অংশ কূট। ক এ ঙ্গ ল হ্রী<sup>১</sup> এটি বাগ্ভব কূট। হ স ক হ ল হ্রী<sup>২</sup> এটি কামরাজ কূট। স ক ল হ্রী<sup>৩</sup> এটি শক্তি কূট।

“আবার বিদ্যার অন্তর্গত বর্ণসংখ্যানুসারেও কূটসংখ্যা নির্ণীত হতে পারে। যেমন শারদাতিলকে ত্রিপুরভৈরবীর বিদ্যাকে পঞ্চকূটাত্মিকা বলা হয়েছে। এই বিদ্যায় হ স ক ল র এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। টীকায় ( ১২।৫ শ্লোকের) রাঘবভট্ট লিখেছেন এই ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচটির সংযোগহেতু বিদ্যার পঞ্চকূটাত্মকত্ব।”

“একাক্ষর বীজকেও কূট গণ্য করা হয়। হ্রী<sup>১</sup> শ্রী<sup>২</sup> যোগ করলে ত্রিকূট-মন্ত্রগুলি পঞ্চকূট, বৈষ্ণবীমন্ত্রসকল অষ্টকূট এবং চতুষ্কূট শঙ্করমন্ত্র ষট্‌কূট হয়।”  
—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫২৭-২৮।

ওগো মন্ত্রনায়িকা, একাক্ষরমন্ত্র, কূটমন্ত্র, ত্রৈপুরমন্ত্র, স্ত্রীদত্ত মন্ত্র এবং স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধাদি বিচার করতে হয় না। ৯৮

মন্ত্রসিদ্ধোপদিষ্টেষু চতুরায়াং জেষু চ ।

মালামন্ত্রেষু দেবেশি সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

চতুরায়াং জেষু—চতুরায়াংজাত যেসব তাতে। আয়াং শব্দের মূখ্য অর্থ বেদ। পরশুরামকল্পসূত্রের ( ১।২ ) বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন “আয়াং শব্দের মূখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি তন্ত্র বেদের সার বলে আয়াং শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে।” আয়াং বলতে তন্ত্রের বিভাগ বুঝায়। আয়াং পাঁচটি—পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর এবং উর্দ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসের বিবরণ থেকে মনে

১ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; ঐ,—গ, ঘ, মন্ত্রণায় বৈ ; তা বি গ, র গ, মন্ত্রনায়কে ।

২ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শোধয়েৎ ।

হয় চতুরাঙ্গ্য অর্থ উর্ধ্বাঙ্গ্য ছাড়া অশ্ব চারটি আঙ্গ্য। উর্ধ্বাঙ্গ্যের বিচার স্বতন্ত্র।

মালামন্ত্রেষু—মালামন্ত্রসমূহে। বিশ অক্ষরের বেশী অক্ষরের মন্ত্রকে মালা বলা হয়।—দ্রঃ পুরশ্চর্যাবব, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৭৩।

দেবেশী, মন্ত্রসিদ্ধি গুরুর উপদিষ্ট মন্ত্র, চতুরাঙ্গ্যজ মন্ত্র ও মালামন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধাদি বিচারের প্রয়োজন নেই। ৯৯

নৃসিংহার্কবরাহানাং প্রাসাদ প্রণবশ্চ চ।

সপিগুাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥ ১০০ ॥

সপিগুাক্ষরমন্ত্রাণাং—পিগুাক্ষর মন্ত্র সমূহের সহিত। একাক্ষর মন্ত্রকে বলা হয় পিগু। কাজেই পিগুাক্ষর মন্ত্র অর্থ একাক্ষর মন্ত্র।

একাক্ষর মন্ত্র, হোঁ, ওঁ, নৃসিংহমন্ত্র, অর্কমন্ত্র ও বরাহমন্ত্র—এসবের সিদ্ধাদি বিচার করতে নেই। ১০০

মনোহয়ত্র শিবোহয়ত্র শক্তিরয়ত্র মারুতঃ।

ন সিধ্যতি বরারোহে লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ১০১ ॥

ওগো বরারোহা! মন এক জায়গায়, শিব আরেক জায়গায়, শক্তি অশ্ব জায়গায় আর প্রাণবায়ু আরেক জায়গায় এরকম হলে লক্ষকোটী জপেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১০১

বাদার্থং পঠ্যতে<sup>১</sup> বিদ্যা পরার্থং ক্রিয়তে জপঃ।

খাত্যর্থং দীয়তে দানং কথং সিদ্ধির্বরাননে ॥ ১০২ ॥

ওগো বরাননা, যদি তর্ক-বিতর্কের জন্ত শাস্ত্র পাঠ করা হয়, অপরের জন্ত জপ করা হয়, খ্যাতির জন্ত দান করা হয়, তা'হলে কি করে সিদ্ধিলাভ হবে। ১০২

ধনার্থং গম্যতে তীর্থং দন্তার্থং ক্রিয়তে তপঃ।

কার্যার্থং দেবতাপূজাং কথং সিদ্ধিনু<sup>২</sup> জায়তে ॥ ১০৩ ॥

যদি ধনের জন্ত তীর্থস্থানে গমন, গর্ব করার জন্ত তপস্যা আর কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেবতাপূজা করা হয় তা হলে কি করে সিদ্ধি হবে। ১০৩

অমেধ্যেন তু দেহেন গ্রাসং দেবার্চনং জপম্।

হোমং কুব্ধন্তি যে মৃঢ়া<sup>৩</sup> স্তবং সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥

১ তা বি গ,—খ, বাদার্থে বিদ্যতে।

২ ঐ,—ক, কার্যার্থং দেবতা যাত্রা; ঐ,—খ, কাম্যার্থং দেবতা পূজা।

৩ র গ,—ধ্বত পাঠ; তা বি গ,—চেন্দ্রুজা।

অশুচি দেহে যারা। শ্রাস, দেবার্চনা, জপ, হোম করে তারা মৃত। তাদের সে-সবই নিষ্ফল হয়। ১০৪

বিগ্নদ্রত্যাগশেষাদিযুক্তঃ<sup>১</sup> কর্ম করোতি যঃ।

জপা<sup>২</sup>র্চনাদিকং সর্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১০৫ ॥

বিগ্নদ্রত্যাগশেষাদিযুক্তঃ—মলমূত্রত্যাগের শেষ অবস্থাদিযুক্ত। উক্ত অবস্থা শৌচহীন অবস্থা অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগের পর যথাবিহিত শৌচাদিহীন অবস্থায় বা শৌচাদি না করে এমন।

প্রিয়ে, মলমূত্রত্যাগের পর যথাবিহিত শৌচাদি না করে যে ক্রিয়াকর্ম করে তার জপপূজাদি সব অপবিত্র হয়। ১০৫

মলিনাম্বরকেশাদিমুখদোর্ব্বাক্ষসংযুতঃ।

যো জপেত্তং দহত্যান্ত<sup>৩</sup> দেবতাতিজুগুপ্সিতম্<sup>৪</sup> ॥ ১০৬ ॥

যার বস্ত্র মলিন, কেশাদি মলিন, মুখ দুর্ব্বাক্ষযুক্ত এরকম কোনো ব্যক্তি জপ করলে সেই অতিগর্হিত জপ, দেবতা তৎক্ষণাৎ দণ্ড করেন। ১০৬

আলস্যং জড়ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।

নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ ॥ ১০৭ ॥

আলস্য, জড়ভণ, নিদ্রা, ক্ষুধা, নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ভয়, নিম্নাঙ্গস্পর্শ, ক্রোধ—এইসব জপের সময় বর্জন করতে হবে। ১০৭

অত্যাহারঃ প্রলাপশ্চ<sup>৫</sup> প্রজ্ঞানো নিয়মগ্রহঃ<sup>৬</sup>।

জনসঙ্গশ্চ<sup>৭</sup> লোল্যঞ্চ ষড়্ভির্মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ ১০৮ ॥

অতিভোজন, প্রলাপ, বহুভাষণ, নিয়মের বাড়াবাড়ি, জনসঙ্গ এবং চাঞ্চল্য এই ছ'টি থাকলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১০৮

উষ্ণীশী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ।

অপবিত্রোত্তরীয়শ্চাশুচির্গচ্ছংশ্চ নো জপেৎ<sup>৮</sup> ॥ ১০৯ ॥

উষ্ণীশ ধারণ করে, পরিচ্ছদ পরে, নগ্ন হয়ে, মুক্ত কেশে, অনুচরপরিবৃত হয়ে, অপবিত্র উত্তরীয় ধারণ করে, অশুচি অবস্থায় এবং যেতে যেতে জপ করতে নেই। ১০৯

১ তা বি গ,—খ, বিগ্নদ্রোৎসঙ্গসংজ্ঞাভিযুক্তঃ।

২ ঐ, তপোহর্চনাদিকং।

৩ তা বি গ,—খ, জহত্যান্ত।

৪ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, সুজুগুপ্সিতা; ঐ,—ঙ এবং র গ, দেবতাসু জুগুপ্সিতং।

৫ তা বি গ,—খ, প্রয়াসশ্চ।

৬ ঐ, নিয়মগ্রহঃ।

৭ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, অন্ত্যাসঙ্গশ্চ; র গ, অন্ত্যাসঙ্গঞ্চ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, অপবিত্রোত্তরীয়স্ত নির্গচ্ছম জপেৎ প্রিয়ে।

জাভ্যং হৃৎখং তৃণচ্ছেদং বিবাদং মদমেব চ<sup>১</sup> ।

বহিস্ত দেহবায়ুঞ্চ<sup>২</sup> জপকালে বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১১০ ॥<sup>৩</sup>

জড়তা, হৃৎখ, নখ দিয়ে ঘাস ছেঁড়া, বিবাদ, অহংকার এবং দেহবায়ুর বহিঃ-  
নিঃসরণ জপের সময় বর্জন করতে হবে । ১১০

শান্তঃ শুচির্মিতাহারো ভূশায়ী ভক্তিমান্ বশী ।

নিদ্বন্দ্বঃ স্থিরধীর্মৌনী সংযতাত্মা জপেৎ প্রিয়ে ॥ ১১১ ॥

প্রিয়ে—শান্ত, শুচি, মিতাহারী, ভূমিতে শয়নকারী, ভক্তিমান্, জিতেন্দ্রিয়,  
নিদ্বন্দ্ব, স্থিরবুদ্ধি, মৌনী, সংযতাত্মা ব্যক্তি জপ করবে । ১১১

বিশ্বাসাস্তিক্যকরণাশ্রদ্ধানিয়মনিশ্চয়ৈঃ ।

সন্তোষোৎসুক্যধর্মাদিশুণৈয়ু'ক্তো জপেন্নরঃ\* ॥ ১১২ ॥

বিশ্বাস, আস্তিক্য, করুণা, শ্রদ্ধা, নিয়ম, নিশ্চয়তা, সন্তোষ, উৎসুক্য, ধর্ম  
ইত্যাদি গুণসম্পন্ন নর জপ করবে । ১১২

সুগন্ধিপুষ্পাভরণবস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতঃ ।

তস্য হস্তগতা সিদ্ধির্নাশ্য জপকোটিতঃ ॥ ১১৩ ॥

সুগন্ধিপুষ্প আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত ব্যক্তির জপসিদ্ধি হস্তগত ।  
অগ্নের কোটিজপেও সিদ্ধিলাভ হয় না । ১১৩

তন্নিষ্ঠস্তদগতপ্রাগস্তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ ।

তৎপদার্থানুসন্ধানং কুর্বন্ মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥

প্রিয়ে, মন্ত্রনিষ্ঠ, তদগতপ্রাণ, তন্ময়চিত্ত, তৎপরায়ণ হয়ে এবং মন্ত্রের অর্থ  
চিন্তা করে মন্ত্র জপ করতে হবে । ১১৪

জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়ৈদ্ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ ।

জপধ্যানাদিযুক্তস্য ক্ষিপ্ৰং মন্ত্রঃ প্রসিধ্যতি ॥ ১১৫ ॥

জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে ধ্যান করতে হবে । ধ্যান করতে  
করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে আবার জপ করতে হবে । এরূপ জপধ্যাননিরত  
ব্যক্তির ক্ষিপ্ৰ মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ১১৫

১ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, বা মনোরথম্ ।

২ তা বি গ,—খ, বিরামং দেহজাভ্যঞ্চ ; ঐ—ও এবং র গ, বহিঃ স্বদেহবাসঞ্চ

৩ তা বি গ,—খ, গুরুত্বং প্রজপেৎ প্রিয়ে ।

ଇତି ତେ କଥିତଂ କିଞ୍ଚିଃ ପୁରୁଷଚରଣଲକ୍ଷଣମ୍ ।

ସମାସେନ କୁଳେଶାନି କିଂ ଭୟଃ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ॥ ୧୧୬ ॥

କୁଳେଶାନୀ, ସଂକ୍ଷେପେ ତୋମାକେ ପୁରୁଷଚରଣଲକ୍ଷଣ ଏହି କିଛିଟା ବଳଲୀମ । ଆବାର  
କି ଶୁନତେ ଚାও । ୧୧୬

ଇତି ଶ୍ରୀକୁଳାର୍ଣବେ ନିର୍ବାଣମୋକ୍ଷଦ୍ବାରେ ମହାରହସ୍ୟେ ସର୍ବାଗମୋତ୍ତମୋତ୍ତମେ ସମ୍ପାଦ-  
ଲକ୍ଷଣେ ପଞ୍ଚମଖଣ୍ଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବାସ୍ଥାୟତନ୍ତ୍ରେ ପୁରୁଷଚରଣାଦିକଥନଂ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ  
ଉଲ୍ଲାସଃ ॥ ୧୫ ॥

ସମ୍ପାଦଲକ୍ଷଣୋକବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବାଗମୋତ୍ତମୋତ୍ତମ ନିର୍ବାଣମୋକ୍ଷଦ୍ବାର ମହାରହସ୍ୟ  
ଶ୍ରୀକୁଳାର୍ଣବତନ୍ତ୍ରେର ପଞ୍ଚମଖଣ୍ଡାନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବାସ୍ଥାୟ ତନ୍ତ୍ରେ ପୁରୁଷଚରଣାଦିକଥନ ନାମକ  
ପଞ୍ଚଦଶ ଉଲ୍ଲାସ ସମାପ୍ତ । ୧୫

## ষোড়শ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণামৃতবারিধে ।

কাম্যকর্মবিধানঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন, করুণামৃতবারিধি, কুলেশ, পরমেশ্বর, কাম্যকর্মের বিধান শুনে চাই । তাই আমাকে বল । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্মা শ্রবণমাত্রেন প্রয়োগনিপুণো ভবেৎ ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনা মাত্র মানুষ প্রয়োগনিপুণ হবে । ২

মন্ত্রী বিশুদ্ধহৃদয়ঃ পূর্বোক্তবিষয়াধিতঃ<sup>১</sup> ।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

তত্ত্বলক্ষং—তত্ত্বসংখ্যক লক্ষবার । কথাটাতে কিছু অস্পষ্টতা আছে । কেননা, তত্ত্বসংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে । যেমন তত্ত্ব—অদ্বয়জ্ঞান, এখানে সংখ্যা ১ ; তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, এখানে সংখ্যা ৩ ; তত্ত্ব—মদ্যাদি পঞ্চ, এখানে সংখ্যা ৫ ; তত্ত্ব—সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, এখানে সংখ্যা ২৪ ; তত্ত্ব—শৈবমতে ষট্‌ত্রিংশৎ, এখানে সংখ্যা ৩৬ । তবে আমাদের মনে হয়, আলোচ্য শ্লোকে তত্ত্বলক্ষ বলতে এক লক্ষই বোঝান হয়েছে । কেননা সাধারণতঃ লক্ষ জপেরই বিধান দৃষ্ট হয় । পূর্বোক্তবিষয়াধিত—পূর্বে কথিত বিষয় অর্থাৎ কাম্যকর্ম, তার দ্বারা অধিত অর্থাৎ তাতে প্রবৃত্ত ।

প্রিয়ে, বিশুদ্ধহৃদয় গৃহীতমন্ত্র-ব্যক্তি পূর্বোক্ত বিষয়াধিত হয়ে প্রাসাদপরামন্ত্র ( হোং ) একলক্ষবার জপ করবে । ৩

দশাংশং জুহুয়াদ্বেবি সংস্থতে হব্যবাহনে ।

মধুরত্রয়সংযুক্তৈঃ সলিলৈঃ সহ তণ্ডুলৈঃ<sup>২</sup> ॥ ৪ ॥

দেবী, জপের দশাংশ শোধিত অগ্নিতে ঘৃতমধুশর্করায়ুক্ত জল ও তণ্ডুল সহযোগে হোম করতে হবে । ৪

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,—দ্বত পাঠ ; তা বি গ, নিয়মাবিতঃ ।

২ তা বি গ,—খ,—দ্বত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, দশাংশং তর্পয়েদুদৈঃ সলিলৈঃ শালিতণ্ডুলৈঃ ।

গন্ধপুষ্পাঙ্কতাকল্পধনবস্ত্রাদিভিঃ প্রিয়ে ।

ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানাদৈঃ<sup>১</sup> হব্যদ্রব্যৈঃ<sup>২</sup> মনোহরৈঃ ॥ ৫ ॥

তোষয়েদ্ যোগিনীচক্রং যথাবিভববিস্তরম্<sup>৩</sup> ।

এবং ন্যাসজপধ্যানসহোমার্চনতর্পণঃ<sup>৪</sup> ॥ ৬ ॥

মন্ত্ৰী সিদ্ধমনুর্দেবি<sup>৫</sup> সাক্ষাৎ পরশিবো ভবেৎ ।

ততঃ স্বমনসোহভীষ্টান্<sup>৬</sup> প্রয়োগান্ কুলনায়িকে ॥ ৭ ॥

মন্ত্ৰেণানেন মতিমান্ সাধয়েদ্ ভুক্তিমুক্তয়ে<sup>৭</sup> ।

সিদ্ধমন্ত্ৰস্য সিধ্যন্তি ষট্ কৰ্মাণি ন সংশয়ঃ ।

নৈব সিধ্যন্ত্যসিদ্ধস্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ষট্ কৰ্মাণি—শান্তি অর্থাৎ রোগকৃত্যাগ্রহাদি শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন অর্থাৎ প্রবৃত্তিরোধ, বিদ্রোহ, উচ্চাটন অর্থাৎ স্বদেশাদিভ্রংশন, ও মারণ অর্থাৎ প্রাণহরণ—এই ষট্ কৰ্ম ।—দ্রঃ শারদাতিলক, ২৩।১২২ ।

প্রিয়ে—গন্ধ, পুষ্প, অঙ্কত, ভূষণ, ধন, বস্ত্রাদি, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্নপানাদি, এসব মনোহর হব্যদ্রব্যের দ্বারা অর্থসামর্থ্যানুসারে যোগিনীচক্রের পরিতোষ বিধান করতে হবে । এই প্রকারে ন্যাস, জপ, ধ্যান, হোমসহ পূজা, তর্পণ যে-গৃহীতমন্ত্ৰ ব্যক্তি করে সে মন্ত্ৰসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ পরশিব হয় । ওগো কুলনায়িকা, তারপর মতিমান্ ব্যক্তি এই মন্ত্ৰের ( প্রাসাদপরামন্ত্ৰের ) দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তির জন্ম আপন মনের অভীষ্ট অনুষ্ঠান করবে । সিদ্ধমন্ত্ৰ সাধকের ষট্ কৰ্ম নিঃসংশয়ে সফল হয় । অসিদ্ধমন্ত্ৰ সাধকের তা সফল হয় না । তাকে দেবতার অভিষাপ লাগে । ৫-৮

কাম্যপ্রয়োগকর্তৃণাং পরলোকো ন বিদ্যতে ।

প্রয়োগসিদ্ধিরেবৈবাং ফলমশ্নন তু প্রিয়ে<sup>১</sup> ॥ ৯ ॥

কাম্যপ্রয়োগকর্তৃণাং—কাম্য অর্থাৎ শান্তি-আদির প্রয়োগ অর্থাৎ তজ্জগৎ ক্রিয়াকর্ম যারা করে তাদের ।

পরলোকো ন বিদ্যতে—পরলোক নাই, অর্থাৎ পরলোকে সদগতি হয় না ।

১ তা বি গ,—খ, কুলদ্রব্যৈ । ২ তা বি প,—ঙ এবং র গ, বিস্তরৈঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, তর্পণৈঃ ; ঐ,—ঘ, তৎপরঃ ।

৪ তা বি গ,—খ, মন্ত্ৰসিদ্ধসাধকেভ্যঃ ; র গ, মন্ত্ৰসিদ্ধমনুর্দেবি ।

৫ তা বি গ,—খ, সমভ্যাহসেদভীষ্টান্ ; র গ, সমমনসোহভীষ্টান্ ।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ, ভুক্তিমুক্তয়ে ; র গ, ভক্তিমুক্তয়ে ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কারয়েৎ ।



প্রয়োগসিদ্ধিঃ—অর্থাৎ যে কাম্যকর্মের জন্ম ক্রিয়াকর্ম করে তার সিদ্ধি ।

প্রিয়ে, কাম্যপ্রয়োগকারীদের পরলোক নাই । প্রয়োগসিদ্ধিই এদের লভ্য ফল, অন্য় ফল নাই । ৯

একস্থাপি বিধানস্য ন কুত্রাপি ফলদয়ম্ ।

দেবেশি দৃশ্যতে তস্মান্নিস্কামো দেবতাং যজ্ঞেঃ<sup>১</sup> ॥ ১০ ॥

একস্থাপি বিধানস্য—এক বিধানের অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ বাসনায় কৃত ক্রিয়াকর্মের ।

ওগো দেবেশী, এক বিধানের কখনো দুই ফল হয় না । অতএব, নিষ্কাম হয়ে দেবতার পূজা করতে হবে । ১০

হোমতর্পণমন্ত্রাদৈর্ন্যাসংধ্যানবিশেষকৈঃ ।

আত্মনশ্চ পরস্থাপি ষট্ কর্মাণি সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

হোম, তর্পণ, মন্ত্রজপ, ন্যাস, বিশেষ ধ্যান এই সবেব সহযোগে নিজের জন্ম এবং পরের জন্মও ষট্ কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে । ১১

প্রয়োগান্তে চক্রপূজাং বিধিনৈব<sup>২</sup> সমাচরেৎ ।

লক্ষ্মেকং জপেন্নুগ্নং ন্যাসধ্যানসমন্বিতঃ<sup>৩</sup> ॥ ১২ ॥

প্রয়োগান্তে অর্থাৎ ষট্ কর্ম সম্পর্কিত ক্রিয়াকর্মের পর যথাবিধি চক্রপূজা করতে হবে এবং ন্যাস-ও ধ্যান-সমন্বিত হয়ে একলক্ষ মন্ত্রজপ করতে হবে । ১২

প্রয়োগদোষশাস্ত্যর্থমাঅরক্ষার্থমেব চ ।

ন চেৎ ফলং ন চাপ্নোতি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

প্রয়োগদোষশাস্ত্যর্থং—শাস্ত্যাদির জন্ম কৃত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে দোষত্রুটি হলে তা নিরাকরণের জন্ম ।

প্রয়োগদোষশাস্তির জন্ম এবং আঅরক্ষার জন্ম চক্রপূজা করতে হবে । না করলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে না এবং দেবতার অভিশাপ লাগবে । ১৩

তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রঞ্চ যোগমাসতুর্দশপঞ্চকম্<sup>৪</sup> ।

দীপেশকুর্মচক্রাণি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৪ ॥

১ তা বি গ,—ক, ব্রজ্ঞেৎ ; ঐ,—খ, ভজ্ঞেৎ ।

২ ঐ,—উ এবং র গ, র্নান্না ।

৩ তা বি গ,—ঘ, তথা মন্ত্রী ।

৪ ঐ,—খ, সমন্বিতং ।

৫ তা বি গ,—ঘ, দিনমাসতুর্দশ করণযোগ ঋক্ষন্ত পঞ্চকং ; ঐ,—উ, দিনমাসতুর্দশ করণযোগমুক্ষন্ত পঞ্চকম্ ।

তিথিবারঞ্চ—ষট্‌কর্মে তিথিবার ইত্যাদির প্রশস্ততার কথা তন্ত্রগ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে। যেমন, বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং শুক্রপক্ষের দ্বিতীয়া তৃতীয়া পঞ্চমী সপ্তমী তিথি ও হেমন্ত ঋতু শান্তিকর্মে প্রশস্ত।—দ্রঃ শারদাতিলক ২৩।১২৮-৩০ ও টীকা।

তিথি—প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত কোন্‌ তিথি উদ্দীষ্ট কর্মের জন্য প্রশস্ত তা জানতে হবে।

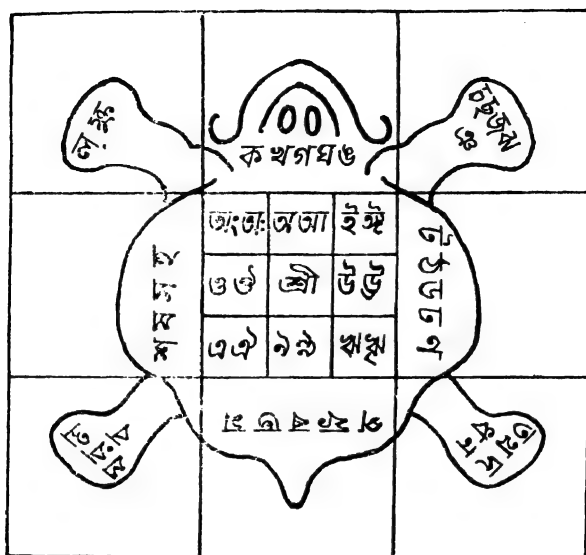
বার—রবি থেকে শনি পর্যন্ত কোন্‌ বারটি উদ্দীষ্ট কর্মের পক্ষে প্রশস্ত তা জানতে হবে।

যোগ=রবিচন্দ্রযোগাধীন বিষ্ণুভাদ্রাদি সাতাশ যোগ। যথা—বিষ্ণুভ, প্রীতি, আয়ুস্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক্, ব্যাভীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিধ্য, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৈধৃতি। এই সবার কোনটি কোন কার্যের পক্ষে প্রশস্ত তা জানতে হবে।

পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। কোনটি কোন কর্মের পক্ষে প্রশস্ত তা জানতে হবে।

দীপেশকুর্মচক্রাণি—শারদাতিলক ২।১৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন “যেখানে পুরুষ দীপ্যমান হন তাকে বলে দীপস্থান।” আবার বলেছেন—“স্বরবর্ণকে বলে পীঠ আর ব্যঞ্জনবর্ণকে দীপ। কুর্মচক্রের যে-কোঠে দীপাক্ষর থাকবে তাই নিঃসংশয় দীপস্থান।” এই দীপস্থানের অধীশ দীপেশ। কুর্মচক্রের যে-কোঠে স্বরবর্ণ লিখিত হয় তার অধীশও দীপেশ। কুর্মচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং বিচার সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য পুরশ্চর্যাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৬-৪৮০।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক, তিথি বার ইত্যাদির বিচারের কথা বিশেষ করে দীক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ২০-২৫।



তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, মাস, ঋতু, পক্ষ, দীপেশ, কূর্মচক্র—এইসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ১৪

ঋষিচ্ছন্দোদেবতাজ্ঞানাস্থানার্চনাদিকম্ ।

বীজং শক্তিং কীলকঞ্চ<sup>১</sup> জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ঋষিচ্ছন্দোদেবতা—তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে “ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি এবং কীলক এই ছয়টি মন্ত্রাঙ্গ । যেমন কালীমন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দেবতা কালিকা, বীজ হ্রীঁ, শক্তি হ্রং এবং কীলক আদ্যবীজ অর্থাৎ ক্রীঁ ।” —দ্রঃ শাস্ত্র-মূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯১-৯২ । অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে । যেমন “ত্রিপুরাসিদ্ধান্তে দেখা যায়—ঋষি, ছন্দ, বীজ, কীলক, শক্তি, অঙ্গ্যাস এবং ধ্যান—মন্ত্রের এই সাতটি অঙ্গ ।” —দ্রঃ ঐ ।

অঙ্গ্যাস—অঙ্গ্যাস বলতে বোঝায় ষড়ঙ্গ্যাস । হৃদয় শির শিখা কবচ নেত্র ও অস্ত্রে মন্ত্রের অঙ্গ্যাস করতে হয় । এরই নাম ষড়ঙ্গ্যাস । যেখানে পঞ্চাঙ্গ্যাসের বিধান সেখানে নেত্র বাদ দিতে হয় । —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৫৪ ।

ঋষি, ছন্দ, দেবতা, অঙ্গ্যাস, ধ্যান, বীজ, শক্তি, কীলক এইসব অবগত হয়ে তবে মন্ত্রসাধনা করতে হবে । ১৫

১ তা বি গ,—খ, কীলবেধো ; ঐ,—ঘ, বীজং শক্তিকীলকো চ

পুত্রবান্ধবদারাশ্চ রাশিবর্ণানুকূলতা ।

ভূতমৈত্রীং তথো(থা ?)দ্যন্তং জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তথোদ্যন্তং—তথা উদ্যন্তং । এই পাঠে অর্থসঙ্গতি দুরূহ । আমাদের মনে হয়, এখানে লিপিকর বা মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে । পাঠটি হবে তথাদ্যন্তং । দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধটির অর্থ এইভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়—ভূতমৈত্রীং তথা আদ্যন্তং জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ । আদ্যন্তং অর্থ ভাল করে পুরোপুরি ।

রাশিবর্ণানুকূলতা—যথাবিধি রাশি ও বর্ণ অর্থাৎ সাধকের রাশি ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর নিয়ে বিচার করে আনুকূল্য নির্ধারণ কর্তব্য ।

পুত্র, বান্ধব, পত্নী এদের অনুকূল মনোভাব, রাশিবর্ণের অনুকূলতা, ভূতমৈত্রী এসব আদ্যন্ত অবগত হয়ে তবে মন্ত্রসাধনা করতে হবে ।

মন্ত্রবিদ্যাভেদরূপং নিদ্রাঞ্চ বোধরূপকম্ ।

স্ত্রীপুংনপুংসকাদীংশ্চ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রবিদ্যাভেদরূপং—মন্ত্র ও বিদ্যা এবং উভয়ের অভেদরূপ । মন্ত্র ও বিদ্যার মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়েছে । “যে-সব মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা পুরুষ তাদের বলা হয় পুরুষমন্ত্র আর যে-সবের উদ্দিষ্ট দেবতা স্ত্রী তাদের বলা হয় স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যা । বাকী সব নপুংসক । মন্ত্র শব্দটি সাধারণ । স্ত্রীপুরুষ নপুংসক সব মন্ত্রই মন্ত্র ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯৩ ।

তবে মন্ত্রের স্বরূপতঃ এরকম কোনো ভেদ নেই । শারদাতিলক ২।৫৮ শ্লোকের টীকায় “রাঘবভট্ট লিখেছেন, বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধির জগ্য এরকম ভাগ করা হয়েছে । নৈলে নিষ্কলচৈতন্য অথগোন্দনদ্বাচ্য মন্ত্রের আবার স্ত্রীপুরুষাদি ভেদ কি ? বস্তুতঃ এরকম কোনো ভেদ নেই । উপাসকদের প্রয়োজনে এরূপ ভেদ কল্পিত হয়েছে ।”—ঐ ।

নিদ্রাং—মন্ত্রের নিদ্রা অর্থাৎ প্রসুপ্তি । প্রসুপ্ত মন্ত্র দোষগ্রস্ত । প্রসুপ্ত বা সুসুপ্ত মন্ত্র সম্বন্ধে শারদাতিলক ২।৮৪ শ্লোকে বলা হয়েছে—ত্রিবর্ণ হংসহীন মন্ত্রকে বলা হয় সুসুপ্ত । টীকায় রাঘবভট্ট মন্ত্রমুক্তাবলীর একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন । তাতে আছে—বর্ণত্রয়ান্বক যে-মন্ত্র হংসবর্জিত তাকে প্রসুপ্ত বলে জানবে । এরূপ মন্ত্র সর্বসিদ্ধিফল নাশ করে ।

বোধরূপকম্—মন্ত্রের বোধরূপ অর্থাৎ প্রবুদ্ধচৈতন্যমন্ত্র । যথাশাস্ত্র প্রবুদ্ধ না করা পর্যন্ত মন্ত্রে চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে । ‘মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ না হলে সে মন্ত্রে কোনো ফল হয় না ।’ মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার নানা উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে ।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৮ ।

মন্ত্র ও বিদ্যা, তাদের অভেদরূপ, মন্ত্রের নিদ্রা ও বোধরূপ, মন্ত্রের স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক এই ভেদ, এসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয় । ১৭

স্বরবর্ণপদদ্বিত্বং বিদ্বৈশ্চৈতন্যসূতকম্ ।

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদীংশ্চ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৮ ॥

স্বরবর্ণ—স্বরবর্ণ শিবশক্তিময় ।—দ্রঃ শারদাতিলক ২।৫ । এটি জানতে হবে ।  
সূতকম্—সূতক দ্বিবিধ—জাতসূতক আর মৃতসূতক । “তন্ত্রশাস্ত্র মতে মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব ।.....মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয় ! আর তাহলে তার জাতসূতক অর্থাৎ জাতকাশোচ এবং মৃতসূতক অর্থাৎ মৃত্যুশোচ হয় । মন্ত্রোচ্চারণের আদিতো হয় জাতকাশোচ আর, অন্তে মৃত্যুশোচ । এই সূতকদ্বয়-যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৪, ৭০৫ ।

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদীংশ্চ—হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদি । একমাত্রক স্বরকে হ্রস্ব, দ্বিমাত্রককে দীর্ঘ, আর ত্রিমাত্রক স্বরকে বলে প্লুত ।

মন্ত্রের স্বরবর্ণ, পদদ্বিত্ব, চৈতন্য, সূতক এবং স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদি জেনে তবে ক্রিয়া কর্ম করতে হবে । ১৮

পঞ্চশুদ্ধাসনপ্রাণায়ামন্তাসাক্ষমালিকাঃ<sup>১</sup> ।

দোষসংস্কারমুদ্রাদীন<sup>২</sup> জ্ঞাত্বা কর্মাণি<sup>৩</sup> সাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পঞ্চশুদ্ধি—আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি এবং দেবতাশুদ্ধি ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮২৪ । অক্ষমালিকা—অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণের মালাকে বলে অক্ষ-মালা ।—দ্রঃ শারদাতিলক ২৩।১১৫ । আসন—পদ্মাসনাদি যোগাসন ।

পঞ্চশুদ্ধি, আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, অক্ষমালা, মন্ত্রের দোষসংস্কার, মুদ্রাদি জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয় । ১৯

তথৈবাসনদিগ্‌বন্ধনাড়ীবন্ধাদিসঙ্গতিম্<sup>৪</sup> ।

দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ<sup>৫</sup> ॥ ২০ ॥

আসন—কুশাসনাদি বসার আসন । তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম করতে গেলে যথা-শাস্ত্র আসনশুদ্ধি করতে হয় । দিগ্‌বন্ধনাড়ীবন্ধাদি—দিগ্‌বন্ধন ও নাড়ীবন্ধন ।

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ঝামাটাসাক্ষমালিকা ।

২ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ এবং র গ, শুদ্ধাদীন ।

৩ তা বি গ,—খ মন্ত্রাদি ।

৪ ঐ, তত্ত্বানুসারভঃ ; ঐ,—ক, ঘ, তত্ত্বাদিসঙ্গতিম্ ।

৫ তা বি গ,—খ, দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত্বা কর্ম সমারভেৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত্বা শৃণু বরাননে ।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে সাধককে যথাবিহিত মন্ত্রপাঠাদি দ্বারা দশ দিগ্‌বন্ধন ও নাড়ীবন্ধন করতে হয়।

কাল—তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মাদির কাল। তন্ত্রশাস্ত্রে আচারভেদ পূজাদির প্রকারভেদ ইত্যাদি অনুসারে ক্রিয়াকর্মের কাল নির্দিষ্ট। সাধককে তা যথাশাস্ত্র অবগত হতে হবে।

যথোচিত আসন, দিগ্‌বন্ধন, নাড়ীবন্ধনাদি, দেবতা, কাল, মুদ্রাদি জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২০

সাধ্যসাধককর্মাণি লেখনীদ্রব্যপঞ্চকম্।

স্থানং যন্ত্রং প্রমাণঞ্চ<sup>১</sup> জ্ঞাত্বা কর্মাণি<sup>২</sup> সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

লেখনীদ্রব্যপঞ্চকম্—লেখনী ও দ্রব্যপঞ্চক। এই শ্লোকে প্রধানতঃ যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের পদার্থের উপর যন্ত্ররচনায় বিভিন্ন প্রকারের লেখনী ব্যবহৃত হয়। দ্রব্যপঞ্চক বলতে বুঝাচ্ছে প্রধানতঃ যে পাঁচটি পদার্থের উপর যন্ত্র রচিত হয়। স্বতন্ত্রতন্ত্রমতে এই পাঁচটি—স্বর্ণ, রজত, তাম্র, পাষাণ এবং অর্ঘ্যধাতু। এই বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন সার-সংগ্রহমতে পঞ্চদ্রব্য এই—তাম্র, স্ফটিক, সুবর্ণ, রৌপ্য এবং ভূর্জপত্র।—দ্রঃ পুরাণচর্য্যাবলী, ষষ্ঠতরঙ্গ, পৃঃ ৫২৪-২৫।

স্থানং—যন্ত্রের স্থান। পূজাযন্ত্র ও ধারণযন্ত্রের স্থাপন-ও ব্যবহার-স্থান।

যন্ত্র—“দেবতার পূজা যেমন প্রতিমাতে হয় তেমনি হয় যন্ত্রে। যন্ত্র দেবতার প্রতীক। শাস্ত্রে আছে, সমস্ত দেবতার যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে যন্ত্র ছাড়া পূজা করলে দেবতা প্রসন্ন হন না।”

“যন্ত্রশব্দের সাধারণ অর্থ কোনো কার্যের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্য সাধিত হয় সেই বস্তু (Instrument)। পূজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধোয় বস্তুতে মন নিবিষ্ট করার সাধন বলা যায়। যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে শক্তিলেখা (dynamic graph)।”

“এইজন্য মর্মজ্ঞরা বলেন, যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা। গভীরের কথা—যন্ত্র শক্তিলেখা, যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ।”

“তন্ত্রমতে যন্ত্র মন্ত্রময়ী দেবতার দেহ। বলা হয়েছে, যন্ত্র মন্ত্রময়, মন্ত্র দেবতা-অক। দেহ ও আত্মার মধ্যে যে-ভেদ যন্ত্র ও দেবতার মধ্যে সেই ভেদ।”

১ তা বি গ,—খ, মন্ত্রপ্রমাণঞ্চ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তন্ত্রপ্রমাণঞ্চ।

২ তা বি গ,—খ মন্ত্রাণি।

“প্রত্যেক মন্ত্র তথা মন্ত্রোদ্ভিষ্ট দেবতার যন্ত্র পৃথক। আবার একদৈবত-  
মন্ত্রেরও একাধিক যন্ত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যে-দেবতার  
যে-পূজাযন্ত্র সেই যন্ত্রেই তাঁর পূজা করতে হয়।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয়  
শক্তিসাধনা, পৃঃ ৮৮৪-৮৮৭।

প্রমাণ—যন্ত্রের প্রমাণ। অর্থাৎ যন্ত্রের আকৃতি।

সাধনীয় সাধকর্ম, লেখনী, দ্রব্যপঞ্চক, স্থান, যন্ত্র এবং যন্ত্রের প্রমাণ এসব  
জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২১

উৎপত্তিবাসনাবর্ণমূর্তিসংস্কারসংস্থিতম্<sup>১</sup>।

কুণ্ডদ্রব্যপ্রমাণাদীন<sup>২</sup> জ্ঞাত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥

এই শ্লোকটি প্রধানতঃ হোমবিষয়ক। উৎপত্তি—হোমের উৎপত্তি অর্থাৎ  
তাত্ত্বিক জ্ঞান। বাসনা—হোমের বাসনা। বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য, অণ্ড  
অর্থ ভাবনা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ভাবনা। বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে হোমবিধি।  
মূর্তি—আকার অর্থাৎ হোমকুণ্ডের আকার। সংস্কার—হোমদ্রব্যাদির যথা-  
বিহিত সংস্কার অর্থাৎ শোধন। স্থিতম্—সংস্থান অর্থাৎ হোমকুণ্ডাদির যথা-  
বিহিত সংস্থান। কুণ্ড—হোমকুণ্ড। দ্রব্যপ্রমাণ—হোমদ্রব্যপ্রমাণ অর্থাৎ হৃত  
মধু দধি ইত্যাদি হোমদ্রব্যের যথাবিহিত পরিমাণ।

উৎপত্তি, বাসনা, বর্ণ, মূর্তি, সংস্কার, সংস্থান, কুণ্ড, হোমদ্রব্যের পরিমাণাদি  
জেনে তবে হোমানুষ্ঠান করতে হবে। ২২

অগ্নিপ্রভাং ধূম্রবর্ণধ্বনিগন্ধশিখাকৃতিঃ।

শুভং চেষ্টাদিকং জ্ঞাত্বা কল্পয়েত্তু শুভাশুভম্ ॥ ২৩ ॥

অগ্নিপ্রভাং—অগ্নির প্রভা। কি ধরণের অগ্নি কি কর্মে প্রশস্ত তাও তন্ত্রে  
নির্দিষ্ট হয়েছে। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য শারদাতিলক ২৩।২৩৫ শ্লোকের টীকা।

অগ্নিপ্রভা, ধূম্র, অগ্নির বর্ণ, প্রজ্বলিত অগ্নির ধ্বনি, অগ্নি প্রজ্বলিত হলে উদ্ভিত  
গন্ধ, অগ্নিশিখার আকৃতি—এ সবার শুভ ক্রিয়া জেনে অর্থাৎ কি ধরণের অগ্নি-  
প্রভা, ধূম্র ইত্যাদি শুভসূচক তা জেনে কৃত হোমের শুভাশুভ অনুমান করতে  
হবে। ২৩

মন্ত্রতত্ত্বা<sup>৩</sup>নুসন্ধানদেহাবেশাদিলক্ষণম্।

মন্ত্রোচ্চারণভেদঞ্চ জ্ঞাত্বা কর্মাণি<sup>৪</sup> সাধয়েৎ ॥ ২৪ ॥

দেহাবেশ—যথাবিহিতভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করলে সাধকদেহে আবেশ  
সঞ্চারিত হয়। মন্ত্রোচ্চারণভেদং—মন্ত্রোচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘাদি ভেদ।

১ তা বি গ,—খ, সংস্কৃতিনীৎ।

২ ঐ,—ও এবং র গ, কুণ্ডং তদ্দ্রব্যাসংখ্যাদীন।

৩ ঐ, ব্রত; তা বি গ,—খ, ছাত।

৪ তা বি গ,—ঘ, তত্ত্বা।

৫ ঐ, মন্ত্রাণি।

মন্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান, দেহের আবেশাদি লক্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণের ভেদ এসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ২৪

মণ্ডলং কলসদ্রব্যশুদ্ধি<sup>১</sup> গন্ধাফটকাদিকম্ ।

দীক্ষাকাম্য<sup>২</sup>প্রদানাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥

এই শ্লোকটি প্রধানতঃ দীক্ষা সম্পর্কিত । মণ্ডলং—দীক্ষার সময়ে আশ্বশুদ্ধি-  
আদি পঞ্চশুদ্ধির পর যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কন করে সেই মণ্ডলে পূজা করার বিধি  
তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । এখানে মণ্ডল অর্থ তন্ত্রবিহিত পদ্মভূষিষ্ঠ চিত্র বিশেষ ।  
সর্বতোভদ্রমণ্ডল, নবনাভমণ্ডল ইত্যাদি মণ্ডলের কথা শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে ।—  
দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃ ৭৪-৭৭ । গন্ধাফটক—শারদাতিলকে ( ৪৭৯-৮০ )  
বলা হয়েছে গন্ধাফটক ত্রিবিধ—শক্তিসম্বন্ধী, বিষ্ণুসম্বন্ধী, ও শিবসম্বন্ধী । শক্তি-  
সম্বন্ধী অষ্টগন্ধ—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর, কুঙ্কুম, গোরচনা, জটামাংসী এবং  
কপি । এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-  
সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১৩-১৪, পাদটীকা । বিষ্ণুসম্বন্ধী ও শিবসম্বন্ধী গন্ধাফটক  
সম্বন্ধে—দ্রঃ শারদাতিলক ৪৮০-৮১ । দীক্ষাকাম্যপ্রদান—দীক্ষাগ্রহণেচ্ছা ও  
দীক্ষাদান । দীক্ষাগ্রহণ ও দীক্ষাদান সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি জানতে হয় ।

মণ্ডল, কলস, দ্রব্যশুদ্ধি, গন্ধাফটক, দীক্ষাকামনা ও দীক্ষাপ্রদান ইত্যাদি  
জেনে দীক্ষানুষ্ঠান করতে হবে । ২৫

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং নিয়মং নাম বাসনাম্ ।

পূজাধারণযন্ত্রাদি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৬ ॥

নিত্যং—নিত্যপূজা । “যে-পূজা প্রতিদিন করতে হয় এবং যা না করলে  
পাপ হয় তাকে বলে নিত্যপূজা ।” নৈমিত্তিকং—“মাসকৃত্য তিথিকৃত্য বা  
বর্ষকৃত্য বিশেষ পূজাকে বলা হয় নৈমিত্তিক পূজা ।” কাম্যং—“ঋতিস্মৃতি-  
বিহিত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জগ্য যে-পূজা করা হয় তাকে বলে কাম্য-  
পূজা ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১১-১২ । ধারণ-  
যন্ত্র—“ভূর্জপত্রাদিতে অঙ্কিত কালী তারা শ্রীকৃষ্ণ শিব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার  
যন্ত্র মাহুলি করে ধারণ করার বিধি দেখা যায় । এই সব যন্ত্রকে বলে ধারণ-  
যন্ত্র । এইগুলি পূজাযন্ত্র থেকে পৃথক্ ।” এই সব যন্ত্রধারণে বিবিধ অনিষ্ট  
নিবারিত এবং নানা সিদ্ধিলাভ হয় ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৮৬ ।

১ তা বি গ,—খ, কলসকাখোদকং ; ঐ,—ও এবং র গ, সকলং দ্রব্যং শুদ্ধি ।

২ তা বি গ,—ও এবং র গ,—পুত পাঠ ; ও বি গ, নাম ।



নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যপূজাদি এবং সে-সবের নিয়ম ও বাসনা, পূজাযন্ত্র, ধারণযন্ত্রাদি জেনে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ২৬

পূজাগৃহপ্রবেশাদিকুলপূজক<sup>১</sup>লক্ষণম্ ।

কুলদ্রব্যাদিশুদ্ধিঞ্চ জ্ঞাত্বা পূজাং সমাচরেৎ<sup>২</sup> ॥ ২৭ ॥

পূজাগৃহপ্রবেশাদি—পূজাগৃহে প্রবেশ ইত্যাদি । এ সবের শাস্ত্রবিধি আছে ।

কুলপূজকলক্ষণম্—কুলপূজক অর্থাৎ কোলাচারে অধিকারী সাধকের লক্ষণ । এ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ববচন পাওয়া যায় । “এই সব বচনের সার কথা—যে ব্যক্তি জিতেল্লিয়, ষড়্রিপুজয়ী, ভক্তিশ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, কোলাচারে তাঁরই অধিকার ।” তিনিই যথার্থ কুলপূজক ।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৮৬-৮৭ ।

পূজাগৃহপ্রবেশ, কুলপূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যাদির শুদ্ধি এ সব জেনে তবে পূজা করতে হবে । ২৭

অন্তর্যাগং বহির্যোগং ঘটার্ঘ্যস্থাপনাদিকম্<sup>৩</sup> ।

পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দেবি জ্ঞাত্বা কৰ্মাণি সাধয়েৎ<sup>৪</sup> ॥ ২৮ ॥

অন্তর্যাগ—আন্তরপূজা । “দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—সংবিৎ ভগবতীর নিরূপাধিক পররূপ । সেই সংবিদে সাধকের চিত্তলয়ের নাম আন্তরপূজা ।” —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১৬ ।

পঞ্চপুষ্প—অন্তর্যাগের পঞ্চপুষ্প—অহিংসা, ইল্লিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞান । —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১৭ । বহির্যোগের পঞ্চপুষ্প—আত্ম, চম্পক, শমী, পদ্ম এবং করবীর ।

দেবী, অন্তর্যাগ, বহির্যোগ, ঘটস্থাপন, অর্ঘ্যস্থাপনাদি, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ২৮

পাত্রাধারালিপিশিতং কলামুদ্রাধ্বমেলনম্<sup>৫</sup> ।

বটুকাদিবলিং দেবি জ্ঞাত্বা কৰ্মাণি সাধয়েৎ<sup>৬</sup> ॥ ২৯ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজাদি ।

২ ঐ, সিদ্ধিঞ্চ ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, কৰ্মাণি সাধয়েৎ ।

৪ তা বি গ,—খ, মধ্যযোগঞ্চ কেবলম্ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, অর্ঘ্যাদিস্থাপনাদিকং ।

৫ তা বি গ,—খ, পূজাং সমাচরেৎ ।

৬ ঐ, কলামেলনতৎপরম্ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পাত্রাধারাদিকশতং দ্রব্যং কামকলাত্মকং ।

৭ তা বি গ,—খ, পূজাং সমাচরেৎ ।

কলা—“তত্ত্বশাস্ত্রে কলাশব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কলা অর্থ প্রকৃতি, শক্তি, ম'ল্লা। আবার সময়ের একটি ভাগকেও কলা বলা হয়। ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব কলা। সেখানে তার অর্থ ভিন্ন। তবে কলা শব্দের সাধারণ অর্থ অংশ। হঠযোগপ্রদীপিকার (৪১) টীকায় বলা হয়েছে ‘কলা নাদৈকদেশঃ’—কলা নাদের একদেশ অর্থাৎ অংশ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৮৭-৮৮। কলা ষড়ধার অন্যতম অধ্বাও বটে।

দেবী, পাত্ৰাধার, মন্ড, মাংস, কলা, মূদ্রা, অধ্বার মেলন, বটুকাদির বলি এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। ২৯

কুলাকুলাখ্যসহজশক্তিভেদঞ্চ<sup>১</sup> লক্ষণম্।

শুভ<sup>২</sup>লক্ষণসংযুক্ত<sup>৩</sup> স্ত্রীসংস্কারার্চনাদিকম্।

দেবি সন্তোগকালঞ্চ জ্ঞাত্বা শক্তিং পরিগ্রহেৎ ॥ ৩০ ॥

কুলাকুলাখ্যসহজশক্তিভেদং—কুলশক্তি, অকুলশক্তি এবং সহজ শক্তির ভেদ। কুলশক্তি—চণ্ডালী ইত্যাদি অষ্টকুলশক্তি। অকুলশক্তি—কন্দুকী ইত্যাদি অষ্ট অকুলশক্তি। সহজশক্তি—তত্ত্বমন্ত্রসমায়ুক্তা এবং অগাধ্য গুণশালিনী যে কুমারী পূজাকালে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়।—দ্রঃ আলোচ্য গ্রন্থের ৭৪২-৪৫ শ্লোক ও টীকা।

শুভলক্ষণসংযুক্তস্ত্রীসংস্কারার্চনাদি—সুলক্ষণা স্ত্রী অর্থাৎ শক্তির সংস্কার অর্থাৎ শোধন এবং অর্চনাদি। সুলক্ষণা শক্তির বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের ৭৪৬-৪৮ শ্লোকগুলিতে দেওয়া হয়েছে।

শক্তিশোধন—পঞ্চতত্ত্বসাধনায় শক্তিশোধন অবশ্য কর্তব্য। “শক্তির অঞ্জে মাতৃকাগাসাদি দ্বারা শক্তিশোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। দীক্ষা অভিশেক ইত্যাদি দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়।”—দ্রঃ শাস্ত্র-মূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫২।

অর্চনা—শক্তির পূজা। “বিভিন্ন তন্ত্রে সাধনসঙ্গিনী শক্তির পূজার বিবরণ আছে।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৬৭-৬৬৯। সন্তোগকাল—শক্তিসন্তোগকাল।

দেবী, কুলশক্তি, অকুলশক্তি ও সহজশক্তির ভেদ ও তাদের লক্ষণ, সুলক্ষণা শক্তির শোধন এবং অর্চনা, সন্তোগকাল, এ সব অবগত হয়ে তবে শক্তিপরিগ্রহ করতে হবে। ৩০

১ তা বি গ,—কুলকুলাখ্যশক্তিঞ্চ মূদ্রাভেদঞ্চ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুলাকুলাখ্যগমনং শক্তিভেদঞ্চ।

২ তা বি গ,—ক, শুদ্ধ।

৩ র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, শুভলক্ষণসংযুক্তং।

পানভেদফলোন্মাসপ্রমাণস্থিতিংলক্ষণম্ ।

তত্ত্বত্রয়স্য স্বীকারং জ্ঞাত্বা কুলসুধাং<sup>১</sup> পিবেৎ ॥ ৩৯ ॥

পানভেদফল—মদ্যপানের প্রকারভেদ ও তার ফল । “তন্ত্রে মদ্যপানের প্রকারভেদ করা হয়েছে এবং কোন প্রকারের মদ্যপান প্রশস্ত তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পরমানন্দতন্ত্রের মতে দিব্য-বীর ও পশু-ক্রমে স্বাত্মীকার অর্থাৎ মদ্যপান ত্রিবিধ । দেবতাবিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত দিব্যপান, তারপরে বীরপান এবং অসংস্কৃত দ্রব্যপান পশুপান ।”—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৪৫ । আলোচ্য গ্রন্থের ৭১৯৪-৯৬ শ্লোকে পানভেদ বিবৃত হয়েছে এবং দিব্যাদি পানের ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—দিব্যপান ভক্তিমুক্তিপ্রদ, বীরপান ভুক্তিপ্রদ এবং পশুপানে হয় নরকে গতি ।

উন্মাস—ভরুণাদি সপ্ত উন্মাস । এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৭ ।

প্রমাণ—মদ্যপানের পরিমাণ । প্রত্যেক উন্মাসে পেন্ন মন্দের পাত্রসংখ্যা অর্থাৎ মন্দের পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । “শাস্ত্রের বিধান—যে-পরিমাণ সুরাপানে আনন্দসংপ্রব হয়, মনোলয় হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হয় সেই পরিমাণ পান কর্তব্য ।”

স্থিতিলক্ষণম্—উন্মাস স্থিতির লক্ষণ অর্থাৎ আরম্ভাদি উন্মাসে অবস্থিতির লক্ষণ । তত্ত্বত্রয়স্য স্বীকারং—তত্ত্বত্রয়গ্রহণ । এখানে একটি অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে । সাধনার্থী শিষ্যকে গুরু মন্ত্রসংস্কৃত তিন চুলুক মদ্য প্রদান করেন এবং শিষ্যকে যথাবিধি তা গ্রহণ করতে হয় । এই মন্ত্রসংস্কৃত তিন চুলুক মদ্যই তত্ত্বত্রয় । এই সঙ্গে গুরু আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়ের দ্বারা যথাশাস্ত্র শিষ্যের স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ ও পরদেহ শোধন করেন ।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ আলোচ্য গ্রন্থ ৭১৬৬-৭৪ । কুলসুধাং—কুলামৃত, মন্ত্রসংস্কৃত মদ্য ।

পানভেদ ও তার ফল, উন্মাস, পানের পরিমাণ, উন্মাসস্থিতির লক্ষণ, তত্ত্বত্রয়স্বীকার, এ সব জেনে তবে কুলামৃত পান করতে হয় । ৩৯

চক্রপ্রবেশং প্রণতিং স্থিতিং নির্গমনং প্রিয়ে ।

যোগিনীভোগ<sup>২</sup>চেষ্টাদি জ্ঞাত্বা ভবতি কৌলিকঃ ॥ ৩২ ॥

১ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পানভেদং ।

২ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ফলোন্মাসপ্রমাণং স্থিতি ; তা বি গ,-খ, পরোন্মাসপ্রমাণ-স্থিতি ।

৩ র গ, কুলসুধাং ।

৪ তা বি গ,-খ, উ এবং র গ, যোগ ।

প্রিয়ে, চক্রে প্রবেশ, চক্রপ্রণাম, চক্রে অবস্থান, চক্র থেকে নির্গমন, যোগিনী-  
ভোগ, যোগিনী কার্যাদি অবগত হলে তবে কৌলিক হওয়া যায়। ৩২

রত্নুল্লাসনকালঞ্চ কুলদীপনিবেদনম্<sup>১</sup> ।

শান্তিস্তবাদিপঠনং জ্ঞাত্বা স্মাৎ কুলদেশিকঃ ॥ ৩৩ ॥

রত্নুল্লাসনকাল—রতির উল্লাসন কাল। রতি—তন্নিষ্ঠতা এবং উল্লাসন-  
কাল—প্রকাশকাল। যতটা সময় যথাশাস্ত্র মদ্যপানে সাধনায় তন্নিষ্ঠতা জন্মে।  
কুলদেশিক—কৌল গুরু।

রত্নুল্লাসনকাল, কুলদীপনিবেদন, শান্তিবচনপাঠ, স্তবপাঠ ইত্যাদি জেনে  
তবে কুলদেশিক হতে হবে। ৩৩

মিথুনানুগ্রহাষ্টপুষ্পিণীকন্যাকার্নাম্ ।

বিশেষতিথিপূজাঞ্চ জ্ঞাত্বা কর্মণি সাধয়েৎ<sup>২</sup> ॥ ৩৪ ॥

মিথুনানুগ্রহ—ভৈরবভৈরবীর অনুগ্রহ। অষ্টাষ্ট—অষ্ট অষ্ট অর্থাৎ অষ্ট-  
কুলশক্তি এবং অষ্ট অকুলশক্তি। পুষ্পিণীকন্যাকার্নম্—পুষ্পিণী অর্থাৎ  
ঋতুমতী কন্যার পূজা।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ আলোচ্য তন্ত্রের ১০৪০ আদি শ্লোক।

বিশেষতিথিপূজাং—কৃষ্ণাষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি বিশেষ  
বিশেষ তিথিতে পূজা।

মিথুনানুগ্রহ, অষ্টাষ্ট, পুষ্পিণী কন্যার অর্চনা, বিশেষ তিথিতে পূজা, এ সব  
জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ৩৪

আম্নায়ভেদং সঙ্কেতং<sup>৩</sup> পুষ্পসংকোচমেব চ ।

ওষত্রয়ং<sup>৪</sup> সম্প্রদায়ং জ্ঞাত্বা কর্মণি সাধয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

সঙ্কেতং—কৌল সাধনায় অনেক গূঢ় বিষয় সঙ্কেতে বলা আছে এবং ক্রিয়া-  
কর্মেও সঙ্কেত আছে। এই সব গুরুমুখে অবগত হতে হয়। ওষত্রয়ং—  
দিব্যৌষ, সিদ্ধৌষ এবং মানবৌষ এই তিন গুরুপঙ্ক্তি।

সম্প্রদায়ং—গুরু পরম্পরায় আগত আচারানুসরণের নাম সম্প্রদায়।

আম্নায়ভেদ, সঙ্কেত, পুষ্পসংকোচ, সম্প্রদায় এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম  
করতে হবে। ৩৫

১ তা বি গ,—খ, কুলদীপনসেবনম্ ।

২ ঐ, স্মাৎ কুলদেশিক : ।

৩ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ এবং র গ, সঙ্কেতং ।

৪ তা বি গ,—ঘ, ধৃত পাঠ ; \* তা বি গ এবং র গ, গুরুত্রয়ং ; তা বি গ,—ক, খ, গ,  
ওষত্রয়ং ।

শ্রোতবিদ্যাকুলাচারং মনুভেদক<sup>১</sup> পাত্ৰকাম্ ।

চরণজিতয়ং<sup>২</sup> দেবি জ্ঞাত্বা কৰ্মাণি সাধয়েৎ<sup>৩</sup> ॥ ৩৬ ॥

দেবী, শ্রোতবিদ্যা, কুলাচার, মনুভেদ, পাত্ৰকা, চরণজিতয় এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ৩৬

স্বাধিকশ্য সমন্যনকৌলিকারাদনক্রমম্ ।

সিদ্ধ<sup>৪</sup>মুদ্রাধরাচাদি জ্ঞাত্বা কৰ্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধ আসন অথবা সিদ্ধমন্ত্র । মুদ্রা—পূজাঙ্গ বিভিন্ন মুদ্রা ।

নিজের চেয়ে বেশী অগ্রসর, নিজের সমান এবং নিজের চেয়ে কম অগ্রসর কৌলিকের আরাধনাক্রম, সিদ্ধ আসন বা সিদ্ধমন্ত্র, বিবিধ মুদ্রা, ধরাচাদি সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ৩৭

কুলাগ্নিসংস্কারমন্তোষ্টিং দিগ্বলিক্রমম্ ।

মোক্ষদীপবিধানাদি জ্ঞাত্বা কৰ্মাণি সাধয়েৎ<sup>৫</sup> ॥ ৩৮ ॥

কুলাগ্নিসংস্কার, প্রেতসংস্কার, অন্তোষ্টিক্রিয়া, দিগ্বলির ক্রম, মোক্ষদীপবিধান, এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ৩৮

ইত্যাদ্যাঃ কথিতাঃ কিক্ষিঃশিষ্যাঃ কুলনায়িকে ।

সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং বিধিঃ সাধারণক্রমঃ<sup>৬</sup> ॥ ৩৯ ॥

ওগে! কুলনায়িকা, ইত্যাদি কতগুলি বিশেষ বিধানাদি সম্বন্ধে কিক্ষিৎ বলা হল । এবার সব মন্ত্রের সাধারণক্রম-বিধি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে । ৩৯

মন্ত্ৰাঃ পুরুষদেবাঃ সূর্যবিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ প্রিয়ে ।

মন্ত্ৰাঃ পুংসো হৃৎফড়ন্তাঃ প্রাণে চরতি দক্ষিণে ।

প্রবৃদ্ধান্তে হৃগ্নিজায়ন্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥

বামে প্রাণে প্রবৃদ্ধান্তে নমোহন্তাঃ সূর্যপুংসকাঃ ।

নাড়ীদ্বয়গতে প্রাণে সর্ব<sup>৭</sup> বোধং প্রযান্তি চ ॥ ৪১ ॥

১ তা বি গ,—ক, মালিনীভেদ ।

২ ঐ, চরণজিতয়ং ।

৩ ঐ,—খ, স্থাৎ কুলদেশিকঃ ।

৪ ঐ,—ক, ও এবং র গ, সিদ্ধিমুদ্রা ।

৫ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, গুর্বাগ্নি ।

৬ তা বি গ,—খ, জপহোমবিধানাদি জ্ঞাত্বা স্থাৎ কুলদেশিকঃ ।

৭ ঐ,—ক, বর্ণনাং বিধিঃ সাধারণক্রমঃ ; ঐ,—খ, বিধিঃ সাধারণং ক্রমাৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিধিঃ সাধারণক্রমঃ ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্ব মন্ত্ৰাঃ ।

প্রাণে চরতি দক্ষিণে—প্রাণবায়ু দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে প্রবাহিত হলে। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী। অতএব পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করলে। বামে প্রাণে—প্রাণবায়ু বামে অর্থাৎ বামনাসাপুটে প্রবাহিত হলে। বামে ইড়া নাড়ী। অতএব প্রাণবায়ু ইড়া নাড়ীতে সঞ্চরণ করলে।

নপুংসকাঃ—পুরুষদেবতার মন্ত্র—মন্ত্র, পুরুষ, স্ত্রীদেবতার মন্ত্র বিদ্যা; স্ত্রী; বাকী সব মন্ত্র নপুংসক। অগ্নিজায়া—স্বাহা। নাড়ীদ্বয়—ইড়া পিঙ্গলা।

প্রিয়ে, পুরুষদেবতার মন্ত্রকে বলা হয় মন্ত্র আর স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা। পুংমন্ত্রের শেষে থাকে হং ফট্। প্রাণবায়ু পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চরণ করলে পুংমন্ত্র প্রবুদ্ধ হয়। স্ত্রীদেবতার বিদ্যার অন্তে থাকে স্বাহা। ইড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করলে বিদ্যা প্রবুদ্ধ হয়। নপুংসক মন্ত্রের অন্তে থাকে নমঃ। প্রাণবায়ু নাড়ীদ্বয়ে সঞ্চরণ করলে সব মন্ত্র প্রবুদ্ধ হয়। ৪০-৪১

শান্তিকে মনবঃ সৌম্যা ভূয়িষ্ঠেন্দ্রমৃতাক্ষরাঃ<sup>১</sup>।

স্বাহান্তাঃ স্যাবিন্নংপ্রায়শ্চাগ্নেয়াঃ কুরকর্মসু<sup>২</sup> ॥ ৪২ ॥

শান্তিকে—শান্তিকর্মে। “রোগ, কৃত্য অর্থাৎ অভিচার এবং গ্রহদোষ যাতে নষ্ট হয় তাকে বলে শান্তিকর্ম। সাধারণতঃ একে স্বস্ত্যয়ন বলা হয়।”

সৌম্যা—সৌম্য মন্ত্রগুলি। মন্ত্রের এক শ্রেণী বিশেষের নাম সৌম্য। সব স্ত্রীমন্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা সৌম্য। সৌম্যমন্ত্র সৌমদেবত।

ভূয়িষ্ঠেন্দ্রমৃতাক্ষরাঃ—ইন্দু—স, অমৃতাক্ষর—ব। স ও ব এই অক্ষর অধিক পরিমাণে থাকবে। বিয়ংপ্রায়শ্চাগ্নেয়াঃ—বিয়ংপ্রায়াঃ আগ্নেয়াঃ। আগ্নেয়াঃ—আগ্নেয় মন্ত্রগুলি। মন্ত্রের শ্রেণী বিশেষের নাম আগ্নেয়। আগ্নেয়মন্ত্র অগ্নিদেবত।

বিয়ংপ্রায়াঃ—এখানে মূল কথাটার আংশিক উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। এতে পুরো অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। শারদাতিলকে (২৬১) পুরো কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। যথা—বহিতারন্ত্যাবিয়ংপ্রায়াঃ। বহি—রং, তার—ওঁ, অন্ত্য—ক্ষং, বিয়ং—হং অর্থাৎ আগ্নেয় মন্ত্রে রং ওঁ ক্ষং হং এই বীজগুলির যে-কোনো বীজ প্রায়ই থাকে। কুরকর্ম—আভিচারিক কর্ম।

সৌম্যমন্ত্র শান্তিকর্মে প্রশস্ত। এই সব মন্ত্রে ‘স’ ও ‘ব’ অক্ষর অধিক পরিমাণে থাকবে এবং এইগুলির অন্তে থাকবে স্বাহা। আগ্নেয় মন্ত্রে হং প্রভৃতি কোনো বীজ প্রায়ই থাকে। এই সব মন্ত্র কুরকর্মে প্রশস্ত। ৪২

১ তা বি গ,—ক, ভূমিষ্ঠেন্দ্রমৃতাক্ষরাঃ; ঐ,—খ, ভূমিচ্চান্দ্রমৃতাক্ষরাঃ।

২ তা বি গ,—খ, বিপংপ্রায়া বিজেয়াঃ কুরকর্মসু; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিয়চ্ছায়া কুরকর্মাদি সাধয়েৎ।

ফট্ চ পুষ্টৌ বষট্ বশ্যে<sup>১</sup> হং ফট্ চৈব তু মারণে ।

স্তম্ভনে চ নমঃ প্রোক্তং<sup>২</sup> স্বাহা শান্তিকপৌষ্টিকে ॥ ৪৩ ॥

ফট্ ও বষট্ থাকে পুংমন্ত্রের শেষে, হং ফট্-ও পুংমন্ত্রের শেষে থাকে, নপুংসক মন্ত্রের শেষে থাকে নমঃ আর স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যার শেষে স্বাহা । স্ত্রীমন্ত্রের শেষে বৌষট্ এবং নপুংসক মন্ত্রের শেষে হং নমঃ-ও থাকে ।—দ্রঃ শারদাতিলক ২৫৯ ও টীকা । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শারদাতিলক ২৩১৩৫ শ্লোকের রাঘবভট্টকৃত টীকা ।

পুষ্টিকর্মে ফট্-অন্ত মন্ত্র বশ্যকর্ম অর্থাৎ বশীকরণে বষট্-অন্ত মন্ত্র, মারণ-কর্মে হংফট্-অন্ত মন্ত্র, স্তম্ভনে নমঃ-অন্ত মন্ত্র এবং শান্তি ও পুষ্টিকর্মে স্বাহা-অন্ত মন্ত্র বিহিত । ৪৩

হোমতর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাসপূজনয়োর্নমঃ ।

মন্ত্রান্তে যোজয়েন্নদ্রী জপকালে যথাস্থিতম্<sup>৩</sup> ॥ ৪৪ ॥

গৃহীতমন্ত্র সাধক মন্ত্রের শেষে হোম ও তর্পণে স্বাহা, ন্যাস ও পূজায় নমঃ এবং জপকালে যথানির্দিষ্ট শব্দ যোগ করবে । ৪৪

শান্তিকে রাজতং তাম্রং ভূর্জপত্রং বশ্যকে ।

সর্বকার্যেষু সৌবর্ণং কুরে স্যাৎ প্রেতকর্পটম্ ॥ ৪৫ ॥

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে যন্ত্রলিখনদ্রব্য অর্থাৎ কোন কর্মে কোন বস্তুর উপর কোন বস্তু দিয়ে যন্ত্র অঙ্কন করতে হবে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

শান্তিকর্মে রাজত ও তাম্র, দ্রব্য, বশীকরণে ভূর্জপত্র, সব কর্মে সৌবর্ণ দ্রব্য এবং কুরকর্মে মৃতের বস্তু বিহিত । ৪৫

ত্রিগন্ধঃ শান্তিকে প্রোক্তং পঞ্চগন্ধঞ্চ বশ্যকে ।

সর্বকার্যেষু যক্ষগন্ধং কুরে চার্ঘ্যবিষাণি চ ॥ ৪৬ ॥

ত্রিগন্ধঃ—চন্দন, অশুরু ও কপূর এই ত্রিগন্ধ ।

অর্ঘ্যবিষাণি—অর্ঘ্যবিষ । “শেনপক্ষীর বিষ্ঠা, চিতামূল, বিটলবণ, ধুতুরার রস, গৃধ্রুম, মরিচ, পিপুল ও শুঠ ইহার নাম অর্ঘ্যবিষ ।”—দ্রঃ বৃহৎসংসার, ১০ম সং, পৃঃ ৪৬৫ ; শারদাতিলক ২৩১৪৪ শ্লোকেও এই অর্ঘ্যবিষ বিবৃত হয়েছে ।

শান্তিকর্মে ত্রিগন্ধ, বশ্যকর্মে পঞ্চগন্ধ, সর্বকর্মে অর্ঘ্যগন্ধ আর কুরকর্মে অর্ঘ্যবিষ দ্বারা যন্ত্র লিখতে হবে । ৪৬

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সিদ্ধিপুষ্ঠৌ বরো দুঃখং ।

২ তা বি গ,—খ, নমো ভাগ্যে ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যথাহিতিঃ ।

শান্তিকে লেখনী দূৰ্বা বশ্যাদৌ শিখিপুচ্ছিকা ।

হেয়া তু সর্বকার্যাণি ক্রুরে শ্যাং কাকপুচ্ছিকা ॥ ৪৭ ॥

শান্তিকর্মে লেখনী দূৰ্বা, বশীকরণাদিতে লেখনী ময়ূরপুচ্ছ, স্বর্ণলেখনী সর্ব  
কর্মে আর ক্রুরকর্মে কাকপুচ্ছ লেখনী । ৪৭

স্বগৃহে<sup>১</sup> শান্তিকর্ম শ্যাদ্বশ্যাং চণ্ডিকালয়ে ।

সর্বকার্যং দেবগৃহে শ্মশানে ক্রুরকর্ম চ ॥ ৪৮ ॥

শান্তিকর্ম স্বগৃহে, বশীকরণাদি চণ্ডিকালয়ে, সর্বকর্ম দেবগৃহে এবং ক্রুরকর্ম  
শ্মশানে করতে হয় । ৪৮

লক্ষণান্যেবমাদীনি<sup>২</sup> জ্ঞাত্বা গুরুমুখ্যং প্রিয়ে ।

সর্বকর্মাণি কুবীত মন্ত্রী তত্তৎফলাপ্তয়ে ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, এই প্রকার সব লক্ষণ গুরুমুখে অবগত হয়ে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি  
যথাভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য শাণ্ডিকর্মাদি সব কর্ম করবে । ৪৯

মূলে প্রাসাদবীজঃ তরুণাদিত্যসন্নিভম্ ।

উত্তমাঙ্গে পরাবীজং চন্দ্রায়ুতসমপ্রভম্ ॥ ৫০ ॥

পরম্পরজনস্পর্শজনিতানন্দনির্ভরঃ ।

মূলাদিব্রহ্মরক্তান্তং অনবচ্ছিন্নরূপিভিঃ<sup>৩</sup> ॥ ৫১ ॥

পরামৃতরসাসেকৈঃ<sup>৪</sup> সিন্ধুমাপাদমস্তকম্ ।

আত্মানং ভাবয়েন্নিত্যং স ভবেদজরামরঃ ॥ ৫২ ॥

মূলে—মূলাধারে । প্রাসাদবীজং—হোং, শিববীজ, শিব । পরাবীজং—  
হ্রীং, শক্তিবীজ, শক্তি । উত্তমাঙ্গে—মস্তকে । ব্রহ্মরক্তান্তং—ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত ।  
ব্রহ্মরক্ত—মস্তকশীর্ষে ।

এখানে উল্লেখ করা যায় ৫০ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬৭ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত  
সাত্ত্বিক ধ্যান ও তার ফল বিবৃত হয়েছে ।

মূলাধারে তরুণাদিত্যসন্নিভ প্রাসাদবীজ, উত্তমাঙ্গে অযুতচন্দ্রের মতো  
প্রভায়ুক্ত পরাবীজ । উভয়ের পরম্পরস্পর্শজনিত যে আনন্দ সেই আনন্দনির্ভর  
ষে-সাধক মূলাধার থেকে ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান পরামৃতরসের  
দ্বারা আপনাকে আপাদমস্তক অভিসিক্তরূপে নিত্য ধ্যান করে সে অজরামর  
হয় । ৫০-৫২ ।

১ তা বি গ,—ও, গৃহে চ ।

৩ তা বি গ,—খ, দীপ্তিভিঃ ।

২ ঐ,—খ, ইতি তত্ত্বমাদীনি ।

৪ ঐ,—ঘ, ও এবং ব গ, পরামৃতসংসিক্তৈঃ ।



এবং ধ্যান কুলেশানি সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ।

সিধ্যতি<sup>১</sup> তরসা দেবি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৫৩ ॥

কুলেশানী, এইরূপ ধ্যান করে যে ব্যক্তি সব ক্রিয়াকর্ম করে, ওগো দেবী, সে যে দ্রুত সিদ্ধিলাভ করবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই । ৫৩

ধ্যানভেদং<sup>২</sup> প্রবক্ষ্যামি সর্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে ।

ঈপ্সিতং লভতে যেন পূজাহোমাদিকং বিনা<sup>৩</sup> ॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ে, সর্বসিদ্ধিকর ধ্যানবিশেষের কথা বলছি । পূজা হোমাদি ছাড়াই এ দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয় । ৫৪

স্থানে মনোহরে দেবি সাধকঃ স্থিরমানসঃ ।

স্থিতো মূদ্রাসনে ধ্যায়ৈদ্ গুরুবন্দনপূর্বকম্ ॥ ৫৫ ॥

দেবী, স্থিরমানস সাধক মনোহর স্থানে কোমল আসনে বসে গুরুবন্দনা পূর্বক ধ্যান করবে । ৫৫

মন্তকস্থিতসম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমধ্যাগম্<sup>৪</sup>

ত্রীপ্রাসাদপরাবীজং ষোড়শস্বরসংযুতম্ ॥ ৫৬ ॥

মুক্তা<sup>৫</sup>ফটিককপূরকুন্দকুম্ভধবলং প্রিয়ে ।

সচ্চন্দ্রবিম্ব<sup>৬</sup>সজ্জাতমুখাপ্লাবিতবিগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

আত্মানং ভাবয়েন্মিত্যং নিশ্চলেনান্তরাশ্রনা ।

সর্বারিষ্টং<sup>৭</sup> বিলীয়তে শুভশ্রীপুষ্টিকারকম্<sup>৮</sup> ॥ ৫৮ ॥

মন্তকস্থিতসম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমধ্যাগম্—মন্তকস্থিত পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী । মন্তকশীর্ষদেশে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্মের স্থান নির্দেশ করা হয় । এই সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত । “অমৃতস্নিগ্ধ শীতল এই চন্দ্র জ্যোৎস্নাজাল বিকীরণ করছে ।” উক্ত চন্দ্রের মণ্ডলমধ্যবর্তী । সচ্চন্দ্রবিম্ব—প্রাসাদপরাবীজের সম্মিহিত যে-চন্দ্র তার বিশ্ব ।

মন্তকস্থিত পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী ত্রীপ্রাসাদপরাবীজ ষোড়শ স্বরবর্ণযুক্ত । প্রিয়ে, এই বীজ মুক্তা-ফটিক-কপূর-কুন্দকুম্ভ-ও চন্দ্রের মত ধবল । উক্ত

১ তা বি গ,—ক,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, সিধ্যতি ।

২ তা বি গ,—উ এবং র গ, ন্যাসভেদং । ৩ তা বি গ,—খ, জপপূজাদিকং বিনা ।

৪ তা বি গ,—খ, মধ্যাগে ; ঐ,—উ এবং র গ, মণ্ডলং ।

৫ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, শুদ্ধ ।

৬ র ধ, সচ্চন্দ্রবিম্ব ; তা বি গ,—খ, বীজ । ৭ তা বি গ,—উ এবং র গ, সর্বাভীষ্টং ।

৮ ঐ, ত্রীভঙ্গপ্রাপ্তিকারণম্ ; তা বি গ,—ক, শুভশ্রীপ্রাপ্তিকারকম্ ।

বীজের এবং সন্নিহিত চন্দ্রের বিশ্বসজ্জাত সুধা দ্বারা প্লাবিতদেহ আপনার রূপ  
অবিচলিত অন্তঃকরণে সাধক নিত্য ধ্যান করবে। এই ধ্যান সর্ব অরিষ্ট দূর  
করে এবং কল্যাণ, শ্রী ও পুষ্টি বিধান করে। ৫৬-৫৮

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমফোত্তরসহস্রকম্।

তরুণোল্লাসসহিতো মণ্ডলং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৫৯ ॥

প্রিয়ে, তরুণ-উল্লাসের সহিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের এক হাজার আট জপ  
করে মণ্ডল অর্থাৎ চক্রের পূজা করতে হবে। ৫৯

অপমৃত্যুমহারোগজরামরণজং ভয়ম্।

গ্রহাপস্মারবেতালভূতান্নাদাদিজং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥

জিহ্বাধিব্যামিরহিতঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।

জীবৈদ্বর্ষশতং সার্কং<sup>১</sup> পূজিতঃ সর্বমানবৈঃ ॥ ৬১ ॥

যে পূর্বোক্ত জপাদি করে সে অপমৃত্যু মহারোগ জরা মৃত্যু গ্রহ অপস্মার  
বেতাল ভূত উন্মাদাদির ভয় জয় করে আধিব্যাধিশূণ্য ও পুত্রপৌত্রসমন্বিত হয়ে  
সকল মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে দেড়শ বছর বেঁচে  
থাকবে। ৬০-৬১

অশ্রুতং বদ্যতে শাস্ত্রং কবিতা নির্মলা<sup>২</sup> ভবেৎ।

চিন্ময়ো জায়তে<sup>৩</sup> সাক্ষান্নাত্র কার্যা বিচরণা ॥ ৬২ ॥

অশ্রুত শাস্ত্রও তার বোধগম্য হয়, কবিতা তার কাছে পরিষ্কার অর্থাৎ  
সহজবোধ্য হয়, সে সাক্ষাৎ চিন্ময় হয়ে যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৬২

জরোন্মাদিরোগেষু জপেচ্ছিরসি চিন্তয়ন্।

শূলবাতত্রণগ্রস্থিমূত্রকৃচ্ছাদিসম্ভবে।

তত্তৎস্থানেষু দেবেশি<sup>৪</sup> পূর্ববচ্চিন্তয়ন্ জপেৎ ॥ ৬৩ ॥

দেবেশী, জ্বর উন্মাদাদিরোগে মস্তকে পূর্বোক্তরূপ ধ্যান করে জপ করতে  
হবে। শূল, বাত, ত্রণ, গ্রস্থিরোগ, মূত্রকৃচ্ছাদিতে সেই সেই স্থানে অর্থাৎ সেই  
সেই রোগাক্রান্ত স্থানে পূর্ববৎ ধ্যান করে জপ করতে হবে।

মহারোগেষু জাতেষু সর্বাঙ্গেষু বিচিন্তয়েৎ।

তৎক্ষণাচ্ছান্তিমায়াশ্চি রোগাঃ সর্বে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

মহারোগ হলে সর্বাঙ্গে পূর্বোক্ত ধ্যান করতে হবে। তা হলে সব রোগ  
তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হবে এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। ৬৪

১ তা বি গ,—ক, খ, সাগ্রং। ২ ঐ,—খ, ব, নর্গলা; তা বি গ,—ক, মঙ্গলা।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চিন্ময়ে রোচতে।

৪ ঐ, সংস্পৃষ্টা।

দশেন্দ্রিয়েষু<sup>১</sup> যো ধ্যায়েন্নভেদিশ্রিয়সৌষ্ঠবম্ ।

যত্র বীজং স্মরেন্তত্র তৎফলং লভতে<sup>২</sup> ক্রবম্ ॥ ৬৫ ॥

যে দশেন্দ্রিয়ে ধ্যান করে সে ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করে । যেখানে পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করবে সেখানে সেইস্থান সম্পর্কিত ফল নিশ্চিত লাভ করবে । ৬৫

সদা যশ্চিন্তয়েন্মুদ্রাং স ভবেদজরামরঃ ।

সর্বরোগপ্রহরণং<sup>৩</sup> বিদ্যারোগ্যপ্রদং শ্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥

অস্মাৎ পরতরধ্যানং<sup>৪</sup> নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ।

সাত্ত্বিকধ্যানজং দেবি ফলমেতদুদীরিতম্ ॥ ৬৭ ॥

যে সর্বদা মস্তকে পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করে সে অজরামর হয় । শ্রিয়ে, এই ধ্যান সর্বরোগ নিরসন করে এবং বিদ্যা ও আরোগ্য প্রদান করে । এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধ্যান আর নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য । দেবী, সাত্ত্বিক ধ্যানের এই ফল বলা হল । ৬৬-৬৭

শান্তিকর্মাণি সর্বাণি বিধিনানেন কারয়েৎ ।

বিধিনানেন দেবেশি সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

দেবেশী, সব শান্তিকর্ম এই বিধি অনুসারে করাতে হবে । এই বিধি অনুসারে অতুলনীয় সৌভাগ্য লাভ হবে । ৬৮

দ্বাদশাধারপদেষু দ্বাদশস্বরসংযুতম্ ।

বীজং সঞ্চিন্তয়েদ্ যন্ত স ভবেদজরামরঃ ॥ ৬৯ ॥

এই শ্লোক থেকে ৭৮ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত রাজসিক ধ্যান ও তার ফল বিবৃত হয়েছে ।

দ্বাদশাধারপদে দ্বাদশস্বরযুক্ত পূর্বোক্ত বীজের যে জপ করে সে অজরামর হয় । ৬৯

ষড়াধারেষু ষড়্ দীর্ঘযুক্তং বীজং বিচিন্তয়েৎ ।

ষড়াধারস্থদেবীভিঃ পূজ্যতে কুলনায়িকে ॥ ৭০ ॥

ষড়াধারেষু—ষড়াধারে । মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিত্ত্বাক্ষ্য ও আজ্ঞা এই ষট্চক্র ষড়াধার ।

ষড়্ দীর্ঘযুক্তং—ষড়্ দীর্ঘ বলতে বোঝায় আ ঙ্গ উ ঐ ওঁ অঃ (দ্রঃ শারদা-ভিলক ৬।৩ শ্লোকের রাঘবভট্টকৃত টীকা) এই ষড়্ দীর্ঘ স্বরবর্ণযুক্ত ।

১ তা বি গ,—দেহেন্দ্রিয়েষু ।

২ তা বি গ, ভবতি ।

৩ ঐ,—ঔ এবং র গ, পরতরং কালং ।

৪ তা বি গ,—ক, ঔ এবং র গ,—যুত পাঠ ;

৫ তা বি গ,—ক, খ, সর্বরোগপ্রহরণং ।

৬ ঐ, বা ।

ষড়াধারাস্তদেবীভিঃ—ষড়াধারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের সহিত । যথাক্রমে  
মুলাধারাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকিনী রাকিনী লাকিনী কাকিনী শাকিনী এবং  
হাকিনী ।—ঋঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৫০ ।

ওগো কুলনায়িকা, ষড়াধারে ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করতে হবে  
এবং ষড়াধারাস্ত দেবীদের সহিত তার পূজা করতে হবে । ৭০

হ্রংপদ্মকর্ণিকামধ্যে সূর্যমণ্ডলসংস্থিতম্ ।

পরাপ্রাসাদবীজস্ত তরুণারুণসন্নিভম্ ॥ ৭১ ॥

জবাবন্ধুকসঙ্কাশং<sup>১</sup> পদ্মরাগপ্রভোজ্জ্বলম্ ।

পঞ্চবিংশতিভি স্পর্শাক্ষরৈঃ সংবীতমম্মিবকে ॥ ৭২ ॥

তৎপ্রভাপটলছায়ারন্তীকৃত<sup>২</sup> জগৎত্রয়ম্ ।

আত্মানঞ্চ স্মরেদেবি নিশ্চলেনান্তরাশ্রয়ান্ ॥ ৭৩ ॥

হ্রংপদ্মকর্ণিকামধ্যে—হৃদ্যে-শে অবস্থিত যৌগিক পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ।

স্পর্শাক্ষরৈঃ—ককারাদি মকারান্ত বর্ণীয় বর্ণের দ্বারা ।

অম্বিকা, হ্রংপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে সূর্যমণ্ডল । তাতে তরুণ অরুণের  
অভো পরাপ্রাসাদবীজ অবস্থিত । জবা ও বন্ধুক কুসুমের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগ-  
মণির প্রভায় উজ্জ্বল এই বীজ পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণের দ্বারা সংবীত । দেবী,  
স্থিরচিত্তে সেই প্রভাপটলছায়ার ত্রিজগৎ ও নিজে-কে রন্তীকৃত ধ্যান করতে  
হবে । ৭১-৭৩

পরাপ্রাসাদবীজস্ত তরুণোল্লাস<sup>৩</sup>সংযুতঃ ।

অক্ষৌত্তরসহস্রস্ত মণ্ডলং প্রজপেৎ সূধীঃ ॥ ৭৪ ॥

সূধী সাধক তরুণোল্লাসযুক্ত হয়ে পরাপ্রাসাদবীজ যথাবিধি মালাদি  
ফিরায়ে একহাজার আটবার জপ করবে । ৭৪

দেবদানবগন্ধর্বসিন্ধুকিন্নরগুহকান্ ।

বিদ্যাধরান্ধুনীন্ যক্ষান্ নাগানম্বরসঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

সিংহব্যাঘ্রোরগেজ্রাদীনৃগান্<sup>৪</sup> হৃষ্টমৃগানপি ।

বন্যান্ করোত্যসন্দেহং কিং পুনর্মানবাদিকান্<sup>৫</sup> ॥ ৭৬ ॥

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ, সিদ্ধম্ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বাচাস্ত ; তা বি গ,—ঘ, বেষ্টিত ।

৩ তা বি গ,—ক, খ,—বৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, ব্যন্তীকৃত ।

৪ তা বি গ,—ঙ, যোবনোল্লাস । ৫ ঐ এবং র গ, দান্ ত্রাস । ৬ ঐ, মাসবানরঃ ।

এটি দেব দানব গন্ধর্ব সিদ্ধ কিন্নর গুহ্যক বিদ্যাধর মূনি যক্ষ নাগ অঙ্গরা সিংহ ব্যাঘ্র উরগেচ্ছাদি এবং অন্য সব দুষ্ট পশুকে নিঃসন্দেহ বশীভূত করে, মনুষ্যাদির আর কথা কি । ৭৫-৭৬

মহদৈশ্বর্যমাপ্নোতি স্বর্গভোগাদিকং প্রিয়ে ।

যশ মৃদ্ধি স্মরন্ জপ্যাৎ স বশো জায়তেহচিরাৎ ১ ॥ ৭৭ ॥

প্রিয়ে, এর দ্বারা সাধক মহৈশ্বর্য ও স্বর্গভোগাদি প্রাপ্ত হয় । আর যার মাথায় পূর্বোক্ত ধ্যান করে জপ করা হয় সে অচিরে বশীভূত হয় । ৭৭

রাজসধ্যানজং দেবি ফলমেতদ্বদীরিতম্ ।

বশ্যকর্মাণি সর্বাণি বিধিনানেন কারয়েৎ ২ ॥ ৭৮ ॥

দেবী, রাজসিক ধ্যানের এই ফল বলা হল । সব বশীকরণ-কর্ম এই বিধি অনুসারে করতে হবে । ৭৮

সর্ববশ্যকরং দেবি সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদম্ ।

অস্ম্যাৎ পরতরং ধ্যানং নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ৩ ॥ ৭৯ ॥

দেবী, সর্ববশ্যকর সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদ এই ধ্যানের চেয়ে উত্তম ধ্যান আর নেই এ নিঃসংশয় সত্য । ৭৯

লিখৎত্রিকোণং ষট্‌কোণং অষ্টারঞ্চ মহীপুরম্ ।

মূলমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে সাধানামসমম্নিতম্ ৪ ॥ ৮০ ॥

এই শ্লোকে যন্ত্রাঙ্কনের কথা বলা হয়েছে । অষ্টারং—অষ্টকোণ । মহীপুরম্—ভূপুর । “ভূপুর ত্রিরেখারচিত চতুর্দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ ।” “ভূপুরের উপরই সমগ্র যন্ত্রটি স্থাপিত ।” এটি যন্ত্রের সর্ববিস্তৃ অংশ ।

ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টার, মহীপুর এঁকে মধ্যস্থলে সাধ্যের নাম যুক্ত করে মূলমন্ত্র লিখতে হবে । ৮০

ষট্‌কোণেষু ষড়্‌ঙ্গানি বিলিখৎ পরমেশ্বরি ।

কেশরেষু স্বরানক্টৌ বর্গান্ পত্রেষু পার্বতি ৫ ॥ ৮১ ॥

ভূগৃহস্য চতুষ্কোণে বিলিখেন্মূলমম্বিবকে ।

পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ শুভং দৃষ্টিমনোহরম্ ৬ ॥ ৮২ ॥

কেশরেষু স্বরানক্টৌ—যন্ত্রাঙ্গ পদ্মের কেশরে অষ্টস্বর । স্বরবর্ণগুলিকে যুগ্মশঃ নিলে অর্থাৎ আ আ, ই ই, এইভাবে নিলে আটটি যুগ্মক হবে এবং তা অষ্ট-কেশরে লিখতে হবে ।

১ তা বি গ,—খ, ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, হঠাৎ ।

২ তা বি গ,—ক, সাধয়েৎ ।

৩ র গ, শুভদৃষ্টিমনোহরম্ ।

বর্গান্—অষ্টবর্গ। যথা—ক চ ট ত প য শ ল। ল বর্গ—ল ক্। শ বর্গ—  
শ ম স হ। য বর্গ—য র ল ব। ভৃগৃহ্ম—ভৃপূরৈর।

পঞ্চবর্ণরজোভিঃ—পঞ্চবর্ণের চূর্ণের দ্বারা। পঞ্চবর্ণচূর্ণ বলতে বোঝায়  
পীতবর্ণ—হরিদ্রাচূর্ণ, গুরুবর্ণ—তণ্ডুলচূর্ণ, রক্তবর্ণ—কুসুমচূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ—পুলাকজ  
চূর্ণ অর্থাৎ শস্যহীন ধান পুড়িয়ে তার চূর্ণ, শ্যামবর্ণ—বিষ্ণাদিপত্রচূর্ণ। —ঋঃ  
শারদাতিলক ৩।১১৯-১২০।

ওগো পরমেশ্বরী, ষট্‌কোণে মন্ত্রের ষড়ঙ্গ লিখতে হবে। পার্বতী, কেশরে  
অষ্টম্বর এবং পত্রে অষ্টবর্গ লিখতে হবে। ওগো অম্বিকা, ভৃগৃহের চতুষ্কোণে  
মূলমন্ত্র লিখতে হবে। পাঁচ রঙের চূর্ণ দিয়ে দৃষ্টিমনোহর যন্ত্র রচনা করতে  
হবে। ৮১-৮২

এবং যন্ত্রং সমালিখ্য বিধিবদ্ব্যন্তরিতমঃ<sup>১</sup>।

একত্রিষড়্‌বসুচতুঃকলসান্ স্থাপয়েৎ প্রিয়ে<sup>২</sup> ॥ ৮৩ ॥

প্রিয়ে, এইরূপে যন্ত্র লিখে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিৎ একটি কিংবা তিনটি কিংবা চারটি  
কিংবা ছটি অথবা আটটি কলস স্থাপন করবে। ৮৩

মধ্যাদিচতুরঙ্গাভ্যং দ্বাত্রিংশৎ কলসান্ প্রিয়ে<sup>৩</sup>।

অথবাঋদশেশানি সপ্ত বা দশ বা প্রিয়ে ॥ ৮৪ ॥

চতুরো বাপাঠৈকং বা কুর্য্যৎ সাধকঃ শক্তিতঃ<sup>৪</sup>।

অস্থিরক্তশিরাতস্তম্মুদাসং<sup>৫</sup> রুধিরং জলম্ ॥ ৮৫ ॥

চর্মবস্ত্রাসন<sup>৬</sup>কূর্মনারিকেলফলং শিরঃ<sup>৭</sup>।

মন্ত্রপ্রাণ<sup>৮</sup>সমাযুক্তাং যজেৎ কলসদেবতাম্ ॥ ৮৬ ॥

অস্থিরক্ত—অস্থি রক্ত। রক্ত—সিন্দূর, কলসের গায়ে লিপ্ত সিন্দূর।  
তন্ত—কলসের গলায় যে-ত্রিসূত্র বাঁধা হয়েছে। বস্ত্র—যে-বস্ত্রের দ্বারা কলস  
আবৃত করা হয়েছে। মুৎ—যে মাটি দিয়ে কলস তৈরি হয়েছে। কূর্ম—বাহু  
বায়ু, নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অগ্রতম। নারিকেলফলং—কলসের মাথায় যে-

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রমুক্তমম্।

২ তা বি গ—ক, একত্রিচতুর্ষ্ চতুঃকলসানবহাপয়েৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, একত্রিষড়্‌বসু  
চতুঃকলসান্ স্থাপয়েৎ প্রিয়ে।

৩ তা বি গ,—খ, ঋবিংশতিষটান্ ক্রমাৎ।

৪ ঐ,—ক,—দ্রুত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, সাধকসম্মতঃ।

৫ তা বি গ,—ঙ, সংযুক্তং।

৬ র গ,—দ্রুত পাঠ; তা বি গ, বস্ত্রশিলা।

৭ ঐ,—খ, চর্মবস্ত্রশিখাকূর্মং নারিকেলফলং শিরঃ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রপ্রাণ।

নারকেল দেওয়া হয়েছে। ৮৫ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধে এবং ৮৬ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে কলসদেবতার অবয়ব কল্পনা করা হয়েছে।'

প্রিয়ে, সাধক যথাশক্তি মধ্য থেকে চতুরস্র পর্যন্ত বত্রিশটি কলস অথবা ওগো ঈশানী, আঠার কিংবা সাত কিংবা দশ কিংবা চার কিংবা একটি কলস স্থাপন করবে। সিন্দুর অস্থি, তন্তু শিরা, মৃত্তিকা মাংস, জল রুধির, বস্ত্র চর্ম, আসন কূর্ম এবং নারিকেল শির। কলসদেবতার এইরূপ ভাবনা করে মন্ত্ৰের দ্বারা তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে। ৮৪-৮৬

সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি<sup>১</sup> মাতরো ভৈরবান্বিতাঃ ।

বিদিস্কু গুরুবিদ্যেশ<sup>২</sup> দুর্গাক্ষেত্রপতীন্ প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥

কলসেযু সমভ্যর্চ্য বিধিবদ্যত্রবিন্দমঃ<sup>৩</sup> ।

অভিষিক্তেং প্রিয়ং শিষ্যং সর্বপাপপ্রশান্তয়ে<sup>৪</sup> ॥ ৮৮ ॥

সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি—সাবিত্রীমূর্তি মানে ব্রাহ্মাণী বা ব্রাহ্মী, বংশ মানে কুল, তা হলে দাঁড়াল ব্রাহ্মীকুল যার আদি ; সহজ কথায় ব্রাহ্মী—আদি।

মাতরঃ—মাতৃকাগণ। সাত, আট, নয়, চৌদ্দ, ষোল সংখ্যক মাতৃকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ মাতৃকা বলতে অষ্টমাতৃকাই বোঝায়। অষ্টমাতৃকা—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী। আবার মহালক্ষ্মীর পরিবর্তে চর্চিকা নামও পাওয়া যায়।

প্রিয়ে, ভৈরবসংযুক্ত সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি মাতৃগণ কোণে স্থাপিত গুরু গণেশ দুর্গা ও ক্ষেত্রপালগণ এঁদের যথাবিধি কলসে পূজা করে সেই সেই কলসের জলে সর্বপাপপ্রশমনের জন্য প্রিয় শিষ্যের অভিষেক করতে হবে। ৮৭-৮৮

আয়ুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যবিদ্যারোগ্যাদিকং<sup>৫</sup> ভবেৎ ।

রাজ্যভিষিক্তো লভতে চতুঃসাগরাং মহীম্ ॥ ৮৯ ॥

এই অভিষেকের দ্বারা আয়ু শ্রী কান্তি সৌভাগ্য বিদ্যা ও আরোগ্যাদি লাভ হয়। অভিষিক্ত হলে রাজ্য চতুঃসাগরা ধরিত্রী লাভ করে। ৮৯

অকিঞ্চনোহভিষিক্তশ্চ মহদৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ ।

বক্ষ্যাভিষিক্তো লভতে পূজং সর্বগুণান্বিতম্ ॥ ৯০ ॥

১ তা বি গ,—খ, ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, সাবিত্রীনাথরাজানি ; তা বি গ,—ক, য, সাবিত্রীমূর্তিরজানি।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিদিতাগুরুবিদ্যেশ।

৩ ঐ, বস্ত্রমুত্তমম্ ।

৪ ঐ, দিষ্টং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ধনং ।

অকিঞ্চন ব্যক্তি যদি অভিষিক্ত হয় তা হলে সে মহৈশ্বর্য লাভ করে। বন্ধ্য নারী অভিষিক্ত হলে সর্বগুণান্বিত পুত্র লাভ করে। ৯০

ভূতাপমৃত্যুরোগাদা বিনশ্চন্তি ন সংশয়ঃ ।

ত্রিলোহে বাপি ভূর্জে বা লিখিতা যন্ত্রমুক্তমম ॥ ৯১ ॥

বিশ্বতং বাহুনা দেবি সর্বরক্ষাকরং ভবেৎ ।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বিদ্যালাভং যশো জয়ম্ ॥ ৯২ ॥

ত্রিলোহে—সুবর্ণ রজত তাত্র ত্রিলোহ, তাতে। যন্ত্রং—ধারণযন্ত্র। এটি মাতুলি করে শরীরে ধারণ করা হয়।

অভিষেকের দ্বারা ভূতপ্রেত, অপমৃত্যু, রোগাদি নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেবী, ত্রিলোহে বা ভূর্জপত্রে উত্তম যন্ত্র লিখে বাহুতে ধারণ করলে তা সর্বরক্ষাকর হয় আর তা দ্বারা আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য বিদ্যা যশ এবং জয় লাভ হয়। ৯১-৯২

যদ যৎ স্বমনসোহভীষ্টং তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ঃ ।

খড়্গাবশ্যং বয়ঃসুভ্জং যক্ষিণ্যঞ্জনপাত্ৰকাম্ ॥ ৯৩ ॥

অগ্নিমাধ্যষ্টসিদ্ধ্যাদি মহারসরসায়নম্ ।

সঞ্জীবযোগগুটিকা প্রমুখাখিলসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজৈর্দৃশ্যশ্চে নাত্র সংশয়ঃ ।

যচ্ কর্মাণি প্রযুজীত নান্যথা ভবতি প্রিয়ে ॥ ৯৫ ॥

যন্ত্রধারণকারী ব্যক্তির যা যা অভীষ্ট সেই সেই বস্তু সে নিঃসংশয় লাভ করে। পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির খড়্গাবশ্যতাশক্তি, সুভ্জনশক্তি, যক্ষিণীর অঞ্জন ও পাত্ৰকা, অগ্নিমাদি অষ্টসিদ্ধি, পারদঘটিত রসায়ন, সঞ্জীবযোগগুটিকা প্রভৃতি অখিল সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করে। প্রিয়ে, যচ্ কর্মের যথাবিধি সাধন করলে তার কখনো অন্তথা হয় না। ৯৩-৯৫

পীতদ্রব্যৈরিত্রিদ্রাঘৈঃ সমিৎপত্রফলাদিভিঃ ।

জুহুয়াৎ পূর্ববন্মন্ত্রী দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ৯৬ ॥

হরিত্রাদি পীতদ্রব্য, সমিধ, পত্র, ফলাদি দিয়ে দেবতাধ্যানতৎপর গৃহীত-মন্ত্র সাধক পূর্ববৎ হোম করবে। ৯৬

বাক্শ্রোত্রগতিদৃক্‌সেনানদীগ্রহরিপূন্ প্রিয়ে ।

নানাদৃষ্টয়ুগান্ দেবি শুভয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

প্রিয়ে, ওগো দেবী, এটি বাক্, কর্ণ, গতি, দৃষ্টি, সৈন্য, নদী, গ্রহ, রিপু, নানাবিধ দৃষ্ট পশু এ সবেই শুভন করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৯৭



গ্রহরোগাদিদ্ভুতাদিবিনাশনকরং পরম্<sup>১</sup> ।

অস্মাৎ পরতরং ধ্যানং নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

অশুভগ্রহ, রোগাদি, দ্ভুতাদি এসবের পরম বিনাশকারী এই ধ্যানের (তামস ধ্যান) চেয়ে উৎকৃষ্ট ধ্যান আর নেই একথা নিঃসংশয় সত্য । ৯৮

তামসধ্যানজং দেবি ফলমেতদুদীরিতম্ ।

দ্ভুতমারণকর্মাণি বিধানেন সাধয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

দেবী, তামসধ্যানের এই ফল বিবৃত হয়েছে । দ্ভুতের মারণকর্ম যথাবিধি সংসাধিত করতে হবে । ৯৯

ইত্যাদি ধ্যানভেদাংশ্চ<sup>২</sup> জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ প্রিয়ে ।

ষট্ কর্মাণি প্রযুক্ত্বীত নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১০০ ॥

প্রিয়ে, বীরবন্দিতা, এই সব ধ্যানভেদ গুরুমুখে অবগত হয়ে ষট্ কর্মের সাধন করতে হবে, অন্য প্রকারে নয় । ১০০

খদিরশ্বেতমন্দারসিত<sup>৩</sup>ভানুসমিধরৈঃ ।

পলাশোড়ুম্বরাস্থথপ্লক্ষাপামার্গসমিধরৈঃ<sup>৪</sup> ॥ ১০১ ॥

নন্দ্যাবর্ভুসিতাশোভাজহারি<sup>৫</sup>কুসুমাদিভিঃ ।

সিঠৈরনৈঃ শুভৈর্জটৈঃ<sup>৬</sup>সমিৎপত্রফলাস্তরৈঃ<sup>৭</sup> ॥ ১০২ ॥

ভট্টকশ্চ পায়সৈর্দূর্বাসহিতৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ<sup>৮</sup> ।

মধুরত্রয়সংযুক্তৈর্মল্লবিং কুলনায়িকে ॥ ১০৩ ॥

একেন বাথ সর্বৈবা তৎকার্যগুরুলাঘবম্ ।

জ্ঞাত্বা দেবি সহস্রস্ত জুহুয়াদথ পঞ্চ বা<sup>৯</sup> ॥ ১০৪ ॥

অযুতং নিযুতং বাপি প্রযুতং বা কুলেশ্বরি ।

তত্তৎকর্মোদিতে কুণ্ডে সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ১০৫ ॥

ভানু—অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ । নন্দ্যাবর্ভু—ভগর ফুল । হয়ারিকুসুম—করবী ফুল । মধুরত্রয়—ঘৃত মধু শর্করা । নিযুত—এক লক্ষ । প্রযুত—দশ লক্ষ ।

১ তা বি গ,—খ, ঘ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, গ্রহরোগাদিদ্ভুতানাং বিনাশনকরং প্রিয়ে ।

২ তা বি গ,—খ, ঘ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, ধ্যানভেদেন ।

৩ তা বি গ,—খ, মন্দারামৃত ।

৪ ঐ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, সত্বটৈঃ ।

৫ তা বি গ,—ক, গ, হারিত্র ।

৬ ঐ,—ক, সিঠৈ রনৈঃ সিঠৈর্জটৈঃ সমিৎপত্রফলাদিভিঃ ; ঐ,—ঘ, সিঠৈ রনৈঃ শুভৈঃ । ৭ তা বি গ,—খ, ভট্টকঃ পায়সৈর্দূর্বাসহিতৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ ; ঐ,—ঘ,

ভট্টকশ্চ পায়সৈঃ সূর্বাসহিতৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ ।

৮ তা বি গ,—খ, জপ্তা দেবি সহস্রস্ত ত্রিসহস্রস্ত পঞ্চ বা ; ঐ,—ঘ, জ্ঞাত্বা ( ততঃ ৪-বৎ )

কুলনামিকা, ওগো দেবী, মন্ত্রবিং সাধক সেই সেই কর্মনির্দিষ্ট কুণ্ডে কৃত-  
সংস্কার অগ্নিতে ঈদির স্বেতমন্দার ও কৃষ্ণ আকন্দের উত্তম সমিধ, পলাশ ডুমুর  
অশ্বথ পাকুড় আপাঙ এসবের উত্তম সমিধ, তগর স্বেতপদ্ম ও করবী এই সব  
ফুল, অগ্ন্যাগ্ন স্বেত ও শুভ দ্রব্য, অগ্ন্য সমিধ পত্র ও ফল, ভক্ষ্য দ্রব্য পায়স দর্বা-  
সহ তিল, তণ্ডুল, মধুরত্রয় এ সবের একটি বা সব কটি দিয়ে হোম করলে তার  
ফল কিরকম গুরু অথবা লঘু হয় তা জেনে, ও গো কুলেশ্বরী, সহস্র অথবা পঞ্চ  
সহস্র কিংবা অযুত কিংবা নিযুত কিংবা প্রযুত হোম করবে । ১০১-১০৫

আবাহু দেবতামস্মিন্ ধাত্বা সাবরণাং প্রিয়ে ।

বিধিবজ্জুহুয়াদেবি তদগতেনাগুরায়না ॥ ১০৬ ॥

প্রিয়ে, এতে দেবতাকে আহ্বান করে আবরণসহ তাঁর ধ্যান করতে হবে  
এবং ওগো দেবী, তদগতচিত্তে যথাবিধি হোম করতে হবে । ১০৬

সর্বরোগত্রণোন্মাদাপস্মারোংপাতযক্ষজম্ ।

সর্বদুঃখপ্রশমনং তৎক্ষণাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

এই হোম সর্বরোগ ত্রণ উন্মাদ অপস্মার উৎপাত রাজ্যক্ষ্মা এ সব থেকে  
সঞ্জাত সর্বদুঃখ তৎক্ষণাৎ নিঃসংশয় প্রশমিত করে । ১০৭

অনেন সর্বশান্তিঞ্চ জ্ঞানং বিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে ।

কদম্বাশোকবকুলপুল্পাগাত্রমধুকজৈঃ ॥ ১০৮ ॥

চম্পকদ্বয়পলাশপাটলশ্রীকপিথকৈঃ ।

মালভীমল্লিকাজাতিবন্ধুকারুণপঙ্কজৈঃ ॥ ১০৯ ॥

কলারারুণমন্দারযুথি\* কুলজবাদিভিঃ ।

সনারিকেলকদলীদ্রাক্ষেক্ষুপৃথুৈকৈরপি ॥ ১১০ ॥

চন্দনাগুরুকপূররোচনাকুঙ্কুমাদিভিঃ ।

রত্নৈররুণৈঃ শুভদ্রব্যৈঃ সমিৎপত্রফলাস্তিকৈঃ\* ॥ ১১১ ॥

পূর্ববজ্জুহুয়াদেবি বিধিবন্ত্রবিত্তমঃ ।

মহীপতাদি\* পুরুষান্ কান্তা যৌবনগর্বিতাঃ ॥ ১১২ ॥

সিংহান্ মন্তান্ তথা ব্যাঘ্রান্ মৃগান্ হৃষ্টান্ গজানপি\* ।

সিদ্ধদেবাপ্সরোযক্ষগন্ধর্ববনিতান্তথা ।

সর্বানপি\* কুলেশানি বশয়েন্মাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, জাতি । ২ ঐ,—খ,-যুত পাঠ ; তা বি গ, সমিৎপত্রফলাস্তিকৈঃ ।

৩ তা বি গ,—খ,-যুতপাঠ ; তা বি গ, মহীপতিংক ।

৪ তা বি গ,—খ, মন্তগজব্যাঘ্রান্ সর্পদ্বষ্টমৃগানপি । ৫ ঐ,—যুত পাঠ ; তা বি গ, দেবানপি ।

প্রিয়ে, এ দ্বারা সর্বশান্তি জ্ঞান ও বিদ্যালাভ হয়। কদম্ব অশোক বকুল  
 পুন্নাগ আত্ম মধুক দ্বিবিধ চম্পক পলাশ পারুল বিজ্ঞ কপিথ এ সবেৰ সমিধ,  
 মালতী মল্লিকা জাতি বজ্রক রক্তপদ্ম কহ্লার রক্তমন্দার যুথি কুল জবা এই সব  
 ফুল, নারকেল কলা দ্রাক্ষা ইক্ষু পৃথুক ( চিপটিক ) এই সব, চন্দন অশুরু কর্পূর  
 গোরচনা কুঙ্কুম এই সব, অগ্ন রক্তবর্ণ শুভদ্রব্য এবং পত্রফলযুক্ত সমিধ এই  
 সবেৰ দ্বারা ওগো দেবী, উত্তম মন্ত্রবিং সাধক পূর্বের মতো যথাবিধি হোম  
 করবে।

রাজাদি পুরুষ, যৌবনগর্ভিতা নারী, মন্ত সিংহ ও ব্যাঘ্র, দুই অগ্ন পশু এবং  
 হাতী, সিদ্ধ-দেব-অম্বর-যক্ষ-গন্ধর্ববনিতা, এই সমস্তকেই ওগো কুলেশানী এই  
 হোম বশীভূত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১০৮-১১৩

বাজীলবণহোমেন স্থিয়মাকর্যয়েদ্ ধ্রুবম্।

বিধিনানেন দেবেশি সৌভাগ্যমুত্তমং লভেৎ ॥ ১১৪ ॥

বাসক ও লবণ দিয়ে হোম করলে তা নারীকে নিশ্চিত আকর্ষণ করে।  
 দেবেশী, এই উপায়ে সাধক উত্তম সৌভাগ্য লাভ করে। ১১৪

বহুনাত্র কিমুজেন ত্রিষু লোকেষু মন্ত্রিণাম্।

অনেন মন্ত্ররাজেন নাসাধ্যং বিদ্যতে কচিৎ ॥ ১১৫ ॥

এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলে কি হবে। এই মন্ত্ররাজের ( অর্থাৎ পরা-  
 প্রাসাদমন্ত্রের ) দ্বারা গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তির ত্রিলোকে কিছুই অসাধ্য নাই। ১১৫

উধ্বায়ায়ৈকনিষ্কাতঃ<sup>১</sup> পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং।

কুলাৰ্ণবার্থতত্ত্বজ্ঞো জীবম্মুক্তঃ কুলেশ্বরী ॥ ১১৬ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, উধ্বায়ায় একান্ত অভিজ্ঞ পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং কুলাৰ্ণব-  
 তত্ত্বজ্ঞ সাধক জীবম্মুক্ত। ১১৬

সূতীর্থে বাপ্যতীর্থে বা<sup>২</sup> জলমধ্যেহপি বা বসন্।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞো মুক্ত এব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ সূতীর্থে কিংবা অতীর্থে কিংবা জলমধ্যে যেখানেই বাস  
 করুক না কেন সে মুক্তই এ বিষয়ে সংশয় নেই। ১১৭

দিক্‌পীঠক্ষেত্রমুদ্রাদিবৃক্ষবল্লীমঠাদিকাঃ।

পুরভৈরবপ্ৰদেব্যশ্চ উধ্বায়ায়স্য পার্বতি ॥ ১১৮ ॥

১ ভা. বি গ,—খ, নিষ্ঠা ; ঐ,—ও এবং র গ, নিষ্ঠাতঃ।

২ ভা. বি গ,—ও এবং র গ, স্বতীর্থেনাত্ততীর্থে বা।

৩ ঐ, পূর্বভৈরব।

পার্বতী, ষট্কার্মের উপযোগী দিক্ পীঠ মুদ্রাদিবৃক্ষ বল্লী মঠাদি উদ্ভবান্নামের  
পূরভৈরব ও দেবীগণ—এ সব সম্বন্ধে জানতে হবে । ১১৮

নিম্<sup>১</sup>বকারঙ্করোন্মত্তকণ্টকীবিপ্রদণ্ডিভিঃ<sup>২</sup> ।

অস্থিকণ্টকবৃক্ষাদৈর্দ্যবায়ুভসাদনৈঃ<sup>৩</sup> ॥ ১১৯ ॥

বটকৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈশ্চ সমিৎপত্রফলান্তরৈঃ<sup>৪</sup> ।

গৃহধূমচিতাঙ্গারত্রিকটু ম্ল<sup>৫</sup>চিতাঞ্জনৈঃ<sup>৬</sup> ॥ ১২০ ॥

উন্মত্তরসসংসিক্তৈ পিষ্টৈ সম্যক্ প্রসাদিতৈঃ<sup>৭</sup> ।

সাধ্যাপাদরজোভিষ্চ চিতাভস্মসমন্বিতৈঃ ॥ ১২১ ॥

সাধ্যাপ্রতিকৃতিং কুর্যাদেকনক্ষত্রবৃক্ষজাম্ ।

সম্যক্প্রতিষ্ঠিতপ্রাণং কুণ্ডলোপরি লম্বয়েৎ<sup>৮</sup> ॥ ১২২ ॥

কারঙ্কর—বিষতিন্দু, বিষগাবগাছ । উন্মত্ত—ধূতুর ; মুচুকুন্দবৃক্ষ । কণ্টকী—খদিরবৃক্ষ । বিপ্র—অশ্বথ । দণ্ডী—দমনকবৃক্ষ, কুন্দবৃক্ষ । অস্থি—অস্থি-সংহার ( ? ), হাড়জোড়া । কণ্টকবৃক্ষ—শাল্মলীবৃক্ষ, কাঁটা গাছ । বটক—ক্ষুদ্র বটগাছ । গৃহধূম—ঘরের ধুসা । ত্রিকটু—মিলিত শুষ্ক পিপ্পলী ও মরিচ । ত্রি-অম্ল—কুল, তেঁতুল, ডালিম ।

চিতাঞ্জনৈঃ—চিত—সম্পাদিত, অঞ্জনৈঃ—অঞ্জন দিয়ে । সাধ্যাপ্রতিকৃতিং—সাধ্যের প্রতিকৃতি অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে বিদ্রোষণাদি করা হয় তার প্রতিকৃতি ।

নিম, কারঙ্কর, উন্মত্ত, কণ্টকী, বিপ্র, দণ্ডী, অস্থি, কণ্টকবৃক্ষ ইত্যাদি সব অভভকর দ্রব্য, ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ অন্য সমিৎ পত্র ও ফল, এই সবের দ্বারা ঙ্কুরকর্মের হোম করতে হয় ।

গৃহধূম চিতাঙ্গার ত্রিকটু ও ত্রি-অম্লের মিশ্রণে তৈরী কালির সঙ্গে ধূতুরার রস, সাধ্যের পদধূলি এবং চিতাভস্ম মিশিয়ে ভাল করে মেড়ে তৈরি করা অঞ্জন

১ র গ, নিত্য ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—যত পাঠ ; তা বি গ, দণ্ডিভিঃ ;  
ঐ, খ, মর্কটাবিষদণ্ডিভিঃ ।

৩ তা বি গ,—খ, অগ্নিকুণ্ডকবৃক্ষাদৈর্দ্যবায়ুভসাদনৈঃ ; ঐ,—ঘ, অস্থিকণ্টকবিপ্রাদৈর্দ্যবায়ুভসাদনৈঃ ;  
কারণম্ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শুদান শুভকারণম্ ।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ,—যত পাঠ ; তা বি গ, বটকৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈশ্চ সমিৎপত্রফলান্তরৈঃ ;  
ঐ,—ঙ এবং র গ, ফলার্ণবৈঃ ।

৫ তা বি গ,—খ, ঘ, ঙ, ত্রিকটু, ম্লিঃ ।

৬ তা বি গ,—খ, ত্রিকটু, ম্লিঃবিধাজ্ঞনম্ ।

৭ তা বি গ,—খ,—যত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ প্রসেচিতৈঃ ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চিন্তয়েৎ ।

দিয়ে সাধ্যের একনক্ষত্রবৃক্ষজা প্রতিকৃতি করতে হবে। তারপর তাতে যথাবিধি সম্যক্ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে হোমকুণ্ডের উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হ'বে। ১১৯-১২২

খনেন্তংপ্রতিমাং মন্ত্রী কুণ্ডস্থাপো যথাবিধি ।

মলীমসেন মনসা চোগ্রদৃষ্টিরমর্ষণঃ ॥ ১২৩ ॥

উগ্রদৃষ্টি ক্রুদ্ধ গৃহীতমন্ত্র সাধক মলিন মনে কুণ্ডের নিম্নে যথাবিধি সাধ্যের প্রতিমা খনন করবে। ১২৩

চিতানলে বিষতরু<sup>১</sup>সপ্তকাঠসমেধিতে ।

তদ্রুব্যার্জুহুয়াদ্বেবি বিধিবন্নত্ৰবিত্তমঃ ॥ ১২৪ ॥

দেবী, বিষতরুর সপ্ত কাঠ দ্বারা উদ্দীপ্ত চিতাগ্নিতে উত্তম মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি যথাবিহিত দ্রব্যে যথাবিধি হোম করবে। ১২৪

কুর্খাদ্বিদ্বেষণোচ্চাট<sup>২</sup>মারগানি<sup>৩</sup> ন সংশয়ঃ ।

শান্তিকে সাত্ত্বিকং দেবি শ্বেতবর্ণং বিচিস্তয়েৎ ॥ ১২৫ ॥

বশ্বে তু রাজসং দেবি রক্তবর্ণং বিচিস্তয়েৎ ।

তামসং ক্রুরকার্ষেয়ু কৃষ্ণবর্ণং বিচিস্তয়েৎ ॥ ১২৬ ॥

এইভাবে বিদ্বেষণ উচ্চাটন মারগাদি কর্ম করতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেবী, শান্তিকর্মে সাত্ত্বিক শ্বেতবর্ণের চিন্তা করতে হবে। বশীকরণে রাজসিক রক্তবর্ণের এবং ক্রুরকর্মে তামসিক কৃষ্ণবর্ণের চিন্তা করতে হবে। ১২৫-১২৬

আত্মরক্ষাং পুরা কৃত্বা পশ্চাৎ কর্মানি সাধয়েৎ ।

যোহন্থথা কুরুতে মোহাৎ স ভবেদেবতাপত্তঃ ॥ ১২৭ ॥

আত্মরক্ষাং—শান্ত্রবিহিত উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হয়। কর্মানি—বিদ্বেষণাদি ক্রুরকর্ম ।

পূর্বে আত্মরক্ষা করে পরে কর্ম করতে হবে। যে মোহবশতঃ এর অন্তথা করে সে দেবতার পশু হয়। ১২৭

তন্মাদ্বেবি মহাষোড়ান্যাসং পূজাং বলিং সুধীঃ<sup>৪</sup> ।

কৃত্বা কর্মাদি কুবীত নাগুথা বীরবন্দিতে ॥ ১২৮ ॥

মহাষোড়ান্যাসাদি পূর্বোক্ত আত্মরক্ষার উপায় ।

বীরবন্দিতা ওগো দেবী, সেইজন্ম সুধী ব্যক্তি মহাষোড়ান্যাস পূজা বলি এইসব সমাপন করে তবে কর্ম করবে, অন্যপ্রকারে নয়। ১২৮

১ তা বি গ,—ক, বিপ্রতক্ ; ঐ.—ঙ এবং র গ, রিপুতক্ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুর্খাদ্বিশেষমুচ্চাৰ্ঘ্য ।

৩ র গ, মারগাদি ।

৪ তা বি গ,—ঘ, পূজামহাসুধীঃ ।

মূলধারসরোজান্তঃ<sup>১</sup> বহ্নিমধ্যগতং<sup>২</sup> প্রিয়ে ।

পরাপ্রাসাদবীজং তং কল্লাস্তা<sup>৩</sup>গ্নিসমপ্রভম্ ॥ ১২৯ ॥

প্রিয়ে, মূলধারপদ্যের অভ্যন্তরস্থিত অগ্নির মধ্যে আছে কল্লাস্তাগ্নিসমপ্রভ পরাপ্রাসাদবীজ । ১২৯

প্রতিলোমেযু<sup>৪</sup> সংবীতং দশভির্ব্যাপকাক্ষরৈঃ ।

স্বয়ং কালানলসমঃ<sup>৫</sup> সর্বভূতভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩০ ॥

ব্যাপকাক্ষরৈঃ—ব্যাপক বর্ণের দ্বারা । য র ল ব শ ষ স হ ল এবং ক্ষ এই দশটি বর্ণ ব্যাপক বর্ণ । এইগুলি আয়ত্ত বর্ণ ।

প্রতিলোমক্রমে ব্যাপকাক্ষরের দ্বারা সংবীত স্বয়ং কালাগ্নিসম এই বীজ সর্বভূতের ভীতিজনক । ১৩০

দক্ষিণাশামুখে<sup>৬</sup> ভূতাত্যগ্রদৃষ্টিমলীমসঃ<sup>৭</sup> ।

যৌবনোল্লাসসহিতঃ পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্ ॥ ১৩১ ॥

মন্ত্রং মণ্ডলকং<sup>৮</sup> জপ্যাদ্যোত্তরসহস্রকম্ ।

অনিষ্টকারিণঃ সত্ত্বান্ কলহায়াস<sup>৯</sup>কারিণঃ ॥ ১৩২ ॥

বৃথা দ্বেষ<sup>১০</sup>করান্ ক্রুরান্ সপর্যাবিঘ্নকারিণঃ ।

ভূতোগ্রহবেতালান্ পিশাচান্ যক্ষরাক্ষসান্<sup>১১</sup> ॥ ১৩৩ ॥

ইত্যাদি<sup>১২</sup>ফটজত্বং<sup>১৩</sup> সদা ক্লেশকরান্ পরান্ ।

তদ্বহ্নিমধ্যপতিতান্নির্দগ্ধাংশচ<sup>১৪</sup> বিচিন্তয়েৎ ।

ক্ষণেন নাশমায়াস্তি শলভা ইব পাবকে<sup>১৫</sup> ॥ ১৩৪ ॥

অত্যাগ্রদৃষ্টিমলীমসঃ—যার অত্যাগ্র দৃষ্টি মলমুক্ত বা মলিন অর্থাৎ ঘোরাল ।

দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে অত্যাগ্রদৃষ্টিমলীমস ও যৌবনোল্লাসযুক্ত সাধক পরাপ্রাসাদ নামক মন্ত্র চক্রাবৃত্তে এক হাজার আটবার জপ করবে । অনিষ্ট-কারী প্রাণী, যারা বগড়া বাধাবার চেষ্টা করে, যারা বৃথা দ্বেষ করে, যারা ক্রুর,

১ তা বি গ,—ও এবং র গ, মূলধারসরোজান্তং । ২ তা বি গ,—ক, বহ্নিমধ্যগতং ।

৩ তা বি গ,—ক, ঘ, কালান্তাগ্নি ।

বি গ, এবং র গ, প্রতিলোমযু ।

৪ তা বি গ,—খ, বৃত্ত পাঠ ; তা

৫ তা বি গ,—খ, কল্লানলপ্রভঃ ।

৬ তা বি গ,—ঘ, দৃষ্টির্মলীমসঃ ; ঐ,—খ, দক্ষিণাশায়িতমুখশ্চোদ্যদৃষ্টির্মলীমসঃ ।

৭ তা বি গ,—খ, মন্ত্রস্ত মণ্ডলং ।

৮ তা বি গ,—ও এবং র গ, নিয়তালয় ।

৯ ঐ, ক্লেশ ।

১০ তা বি গ,—খ, বৃদ্ধরাক্ষসান্ ।

১১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, পার্বতি ।

যারা পূজার বিঘ্নকারী, ভূত, উপগ্রহ, বেতাল, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, ইত্যাদি দ্রুত সত্ত্ব এবং সর্বদা ক্লেবকারী অথ সব সেই আশুনে পড়ে দগ্ধ হচ্ছে এরূপ চিন্তা করবে। তা হলে আশুনে পতঙ্গের মতো এরা মুহূর্তে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। ১৩১-৩৪

যস্য মুদ্ধিঃ স্মরেদ্ বীজং স যুতামধিগচ্ছতি ।

ধ্যানেনানেন দেবেশি কালাদীনপি নাশয়েৎ<sup>১</sup> ॥ ১৩৫ ॥

যার মাথায় পূর্বোক্ত বীজমন্ত্রের অনুধ্যান করা হবে সে যুতামুখে পতিত হবে। দেবেশী, এই ধ্যানের দ্বারা কালাদিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ১৩৫

ইতি তে কথিতঃ কিঞ্চিং কাম্যকর্মবিধিঃ<sup>২</sup> প্রিয়ে ।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৬ ॥

প্রিয়ে, তোমাকে কাম্যকর্মবিধি সংক্ষেপে এই কিছুটা বললাম। কুলেশানী, আবার আর কি শুনতে চাও। ১৩৬

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্বারায়তন্ত্রে কাম্যকর্মবিধানং নাম ষোড়শ উল্লাসঃ ॥ ১৬ ॥

সপাদলক্ষলোকবিশিষ্ট সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্বারায়তন্ত্রে কাম্যকর্মবিধান নামক ষোড়শোল্লাস সমাপ্ত। ১৬

১ তা বি গ,—খ, কালাদীনপি নাশয়েৎ; ঐ,—ঙ, কোলাদীনাশয়েৎ; র গ, কোলাদীনপি নাশয়েৎ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কর্মবিধিঃ।

## সপ্তদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেবুবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি গুরুনামাদিবাসনাম্<sup>১</sup> ।

তত্ত্বং কুলপদার্থানাং বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

বাসনাং—অর্থভাবনা ।

দেবী বললেন—কুলেশ, গুরুনামাদির বাসনা এবং কুলপদার্থসমূহের তত্ত্ব  
শুনতে চাই । পরমেশ্বর, তাই আমাকে বল ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

তস্য শ্রবণমাত্রেন কুলজ্ঞানং প্রকাশতে<sup>২</sup> ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন ।  
এটি শোনামাত্র কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ২

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে ।

বিদ্যাবতারসংসিদ্ধৌ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ ॥ ৩ ॥

নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মস্বরূপিণে ।

সর্বাঙ্গানতমোভেদভানবে চিদ্ব্যনায় চ ॥ ৪ ॥

সর্বজ্ঞায় দয়াকৃপ্তবিগ্রহায় শিবাশ্রমে ।

পরত্রেহ চ ভক্তানাং ভব্যানাং ভাবদায়িনে ॥ ৫ ॥

পুৰস্তাং পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমঃ কুর্যামুপর্যধঃ ।

সদা সচ্চিত্তরূপেণ বিধেহি তব দাসতাম্ ॥ ৬ ॥

হে নাথ, হে ভগবান্, গুরুরূপী শিব, তোমাকে নমস্কার । পরাবিদ্যার  
প্রকাশ ও সংসিদ্ধির জন্ত তুমি অনেক মূর্তি পরিগ্রহ করেছ ।

তুমি নারায়ণস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ, সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণকারী সূর্য-  
স্বরূপ, তুমি চিদ্ব্যন, সর্বজ্ঞ, করুণারচিতবিগ্রহ, মঙ্গলস্বরূপ । ভব্য ভক্তদের  
ইহলোকে এবং পরলোকে তুমি ভাবদাতা । সামনে পাশে পিছনে উপরে  
নীচে সব দিকে তোমাকে নমস্কার । সচ্চিত্তরূপে আমাকে সর্বদা তোমার  
দাসত্ব দাও । ৩-৬



শব্দস্ত্বন্ধকারঃ শ্যাং রুশব্দস্তমিরোধকঃ ।

অন্ধকারনিরোধত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৭ ॥

গু-শব্দের অর্থ অন্ধকার আর রু-শব্দের অর্থ তার নিরোধক অন্ধকার নিরোধ করেন বলে গুরুকে গুরু বলা হয় । ৭

গকারঃ সিদ্ধিঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ ।

উকারো বিম্বুরিত্যুক্তস্তিতয়াআ গুরুঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

গ-কার অর্থ সিদ্ধিদাতা । র-কার অর্থ পাপদগ্ধকারী । উ-কার অর্থ বিম্বু । যিনি এই তিনের সম্মিলিত সত্তা তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু । ৮

গকারো জ্ঞানসম্পত্তী রেফস্তত্র প্রকাশকঃ ।

উকারঃ শিবতাদাত্ম্যং গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

গ-কার বলতে বুঝায় জ্ঞান ও সম্পদ, র-কার তার প্রকাশক আর উ-কার বলতে বুঝায় শিবতাদাত্ম্য । এই তিনের সমবায়ের জন্য গুরু বলা হয় । ৯

গুহাগমার্থতত্ত্বার্থসন্ধানঃ বোধনাদপি ।

রুদ্রাদিদেবরূপত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ১০ ॥

গু বলতে বুঝায় গুহ আগমার্থ ও তত্ত্বার্থের সন্ধান ও বোধদান আর রু বলতে বুঝায় রুদ্রাদিদেবরূপত্ব । এই উভয়ের জন্য গুরু বলা হয় । ১০

স্বয়মাচরতে শিষ্যানাচারে স্থাপয়তাপি ।

আচিনোতীহ শাস্ত্রার্থানাচার্যশ্চেন কথ্যতে ॥ ১১ ॥

যিনি স্বয়ং যথোচিত আচরণ করেন এবং শিষ্যদের যথোচিত আচারে স্থাপিত করেন আর নানা শাস্ত্রার্থ চয়ন করেন তাঁকে বলা হয় আচার্য । ১১

চরাচরসমাসন্নমধ্যাপয়তি যঃ স্বয়ং ।

যমাদিযোগসিদ্ধত্বাদাচার্য ইতি কথ্যতে ॥ ১২ ॥

চরাচর যে-বিষয়ই আসুক না কেন যিনি স্বয়ং সব শিক্ষা দেন এবং যিনি যমাদি যোগে সিদ্ধ তাঁকে আচার্য বলা হয় । ১২

১ তা বি গ,—ঘ, নিবোধেন ।

২ ঐ,—ক, ঘ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুহাগমাত্মতত্ত্বসন্ধানঃ ; ঐ,—খ, গুহাগমার্থতত্ত্বসন্ধানঃ । ৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দেবতারূপাৎ ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, শিষ্যানাচারেৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শিষ্যো নাচারে ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, আচারবশমাপন্ন ।

আত্মভাবপ্রদানাত্ম<sup>১</sup> রাগদ্বৈষাদিবর্জনাৎ<sup>২</sup> ।

ধ্যানৈকনিষ্ঠচিত্তত্বাদারাধ্য ইতি কথ্যতে ॥ ১৩ ॥

যিনি আত্মা সম্বন্ধীয় ভাব প্রদান করেন, রাগদ্বৈষ বর্জন করেন এবং যাঁর চিত্ত ধ্যানে একনিষ্ঠ তাঁকে আরাধ্য বলা হয় । ১৩

দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিয়ানুগ্রহকারণাৎ ।

করণাময়মূর্ত্তিত্বাদ্দেশিকঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে, যিনি দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেন, শিষ্যদের অনুগ্রহ করেন, যিনি করুণাময়মূর্ত্তি, তাঁহাকে বলা হয় দেশিক । ১৪

স্বাস্তঃশান্তিসমুদ্রলংপরতত্ত্বার্থ-চিন্তনাৎ<sup>৩</sup> ।

মিথ্যাজ্ঞানবিহীনত্বাৎ স্বামীতি কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে, স্বীয় অন্তরের অন্তস্থ শান্তি যিনি উদ্ভাসিত করেন ও পরতত্ত্বের অর্থ চিন্তা করেন আর যিনি মিথ্যাজ্ঞানবর্জিত তাঁকে বলা হয় স্বামী । ১৫

মনোদোষাদিদূরত্বাক্ষেত্বেবাদাদিবর্জনাৎ<sup>৪</sup> ।

স্বাদিপ্রাণিস্থ সাদৃশ্যাদ্ রম্যত্বাচ্চ মহেশ্বরঃ<sup>৫</sup> ॥ ১৬ ॥

হেতুবাদ—ক্ৰতিস্বৃতিবিরোধিহেতুপশ্যাস ; যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক বিতণ্ডা ।

যিনি মনোদোষাদি দূর করেছেন, হেতুবাদাদি বর্জন করেছেন, স্বাদি অর্থাৎ কুকুরাদি প্রাণীর প্রতিও যাঁর সদৃশভাব এবং যিনি রম্য, তিনি মহেশ্বর । ১৬

শ্রীমোক্সজ্ঞানদক্ষত্বত্বাদব্রহ্মস্বাধোদনাৎ<sup>৬</sup> ।

স্বগিতাজ্ঞানচিত্তত্বাৎ<sup>৭</sup> শ্রীনাথঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ে, যিনি শ্রী ও মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞান দান করেন, নাদব্রহ্ম ও আত্মার বোধ জন্মান, যিনি স্বগিত অর্থাৎ তিরোহিত করেন অজ্ঞানচিত্ততা, তাঁকে বলা হয় শ্রীনাথ । ১৭

১ তা বি গ,—খ. প্রসক্তাচ্চ ; র গ, প্রসাদাত্ম ।

২ র গ, বর্জিতাৎ ।      ৩ তা বি গ,—খ. স্বতন্ত্রাস্তঃ সমুদ্রলং পরতত্ত্বার্থচিন্তনাৎ ;  
ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বাস্তঃশান্তিসমুদ্রলং পরতত্ত্বার্থচিন্তনাৎ ।

৪ তা বি গ,—গ, হেতুরাগবিবর্জনাৎ ।      ৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, শ্রাদিপ্রাণেষু সদৃশাৎ  
দৃশ্যত্বাচ্চ মহেশ্বরঃ ; তা বি গ,—ক, দৃশ্যত্বাচ্চ ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দাস্তব্রহ্মস্বাধোদনাৎ ।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—পুত পাঠঃ ; তা বি গ, স্বগিতাজ্ঞানচিত্তত্বাৎ ; ঐ,—গ, স্বাপিত  
জ্ঞানাচিৎ স্বত্বাৎ ।

দেশকালবিরোধেন<sup>১</sup> বর্তমানাং কুলাগমে ।

বশীকৃতজগজ্জীবান্দেব ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

যিনি দেশকালের বিরোধসহ কুলাগমে বর্তমান অর্থাৎ দেশকালের বিরোধিতা সত্ত্বেও কুলাগমের অনুসরণ করেন এবং জগৎ ও জীবকে যিনি বশীভূত করেছেন তাঁকে দেব বলা হয় । ১৮

ভবপাশপ্রশমনাং টকারেণেন্দুশেখরাং<sup>২</sup> ।

রক্ষণাং কমনীয়ত্বাং ভট্টারক ইতীরিতঃ ॥ ১৯ ॥

টকারেণেন্দুশেখরাং—মাথায় ‘ট’ এই আকারের চন্দ্র অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র থাকার জন্ম ।

ভবপাশ যিনি ছিন্ন করেন, ‘ট’ এই আকারের চন্দ্র যাঁর মস্তকে, যিনি রক্ষা করেন, যিনি কমনীয়, তাঁকে বলা হয় ভট্টারক । ১৯

প্রগুপ্তা<sup>৩</sup>গমবেদান্তরহস্যার্থবিভাবনাং<sup>৪</sup> ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদানাচ্চ প্রভুরিত্যভিধীয়তে ॥ ২০ ॥

যিনি প্রগুপ্ত অর্থাৎ অতিযত্নে রক্ষিত আগম ও বেদান্তের রহস্যার্থ ভাবনা করেন আর ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন তাঁকে বলা হয় প্রভু । ২০

যোনিমুদ্রানুসন্ধানাং প্রস্কুরগ্নস্ত্রবৈভবাং<sup>৫</sup> ।

গীর্বাণগণপূজ্যত্বাদ্ যোগীতি কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ২১ ॥

যোনিমুদ্রা—যোগমুদ্রাবিশেষ । কুজিকাতন্ত্রে যোনিমুদ্রা সম্বন্ধে “বলা হয়েছে, সাধক গুহ্যদেশে বামপদের গুল্ফ সংযুক্ত করবেন, শরীর স্থির করবেন, জিহবার সঙ্গে তালু যুক্ত করবেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করবেন এবং কণ্ঠাসন করে মূলাধারবাসিনী ভুজঙ্গরূপিণী কুণ্ডলিনীকে উদ্ধাবাহিনী চিন্তা করবেন ।” এই যোনিমুদ্রা ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭৯ । আবার “মহাশক্তি কুণ্ডলিনীই যোনি । আলোচ্য কুজিকাতন্ত্রের মতে চতুর্বিধা সৃষ্টি সেই যোনিতেই প্রবর্তিত হয় । ঐকেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যোনিমুদ্রা বলা হয় ।” —দ্রঃ ঐ ।

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেশকালবিরোধেন ।

২ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, জগজ্জ্ঞানা ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, টকারেন্দুশেখরাং ।

৪ তা বি গ,—খ, ঘ, প্রাগুক্তা ।

৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, রহস্যান্বিষেবনাং ।

তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, ভৈরবাং ।

“আবার যোনিমুদ্রা এক প্রকার যোগসাধনা । শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে স্বীয় জীবাশ্বাসহ যথাবিধি সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করেন, শিবশক্তির মিলনজনিত অমৃতের দ্বারা পর-দেবতা ও ষট্চক্রস্বদেবতাদের তর্পণ করে আবার তাঁকে যথাবিধি মূলাধারে নিয়ে আসেন । বার বার এক্রপ করতে হয় । কুণ্ডলিনীর এই যাতায়াতের সঙ্গে সাধকের মনোলগ্ন করতে হয় । প্রতিদিন এমনি অভ্যাস করতে সাধক জরামরণদুঃখাদিমুক্ত এবং ভববন্ধনমুক্ত হয়ে যাবেন । এই পরমযোগকে যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধ বলা হয় ।”—ঐ, পৃঃ ৭৮০ । গীর্বাণগণ—দেবগণ ।

প্রিয়ে, যোনিমুদ্রানুসন্ধানের জন্ম যাঁর মন্ত্রবৈভব প্রস্ফুরিত এবং গীর্বাণগণের যিনি পূজ্য, তাঁকে বলা হয় যোগী । ২১

সঙ্গ<sup>১</sup>দুঃখপরিত্যাগাৎ<sup>২</sup> যত্র কুত্ৰাশ্রমাশ্রয়াৎ ।

মিথ আত্মানুসন্ধানাৎ<sup>৩</sup> সংযমীত্যভিধীয়তে ॥ ২২ ॥

আসক্তির দুঃখ যিনি পরিহার করেছেন, যে-কোনো আশ্রম যিনি নিরাসক্ত-ভাবে অবলম্বন করেন, নিভূতে যিনি আত্মানুসন্ধান করেন, তাঁকে বলা হয় সংযমী । ২২

তত্ত্বস্বরূপমননাৎ<sup>৪</sup> পরিবাদাদিবর্জিতাৎ ।

স্বীকারাৎ শুভকর্মাণাৎ<sup>৫</sup> তপস্বীত্যভিধীয়তে ॥ ২৩ ॥

যিনি তত্ত্বস্বরূপের মনন করেন, পরিবাদাদি বর্জন করেন, সব শুভ কর্ম যিনি স্বীকার করেন, তাঁকে বলা হয় তপস্বী । ২৩

অক্ষরতাদ্বৈতপ্ৰত্যক্ষতাসংসারবন্ধনাৎ<sup>৬</sup> ।

তত্ত্বমন্ত্যর্থসিদ্ধিতাৎ<sup>৭</sup> অবধূতোহভিধীয়তে ॥ ২৪ ॥

ধূতসংসারবন্ধনাৎ—সংসারবন্ধন বিদূরিত হওয়ার জন্ম । তত্ত্বমন্ত্যর্থসিদ্ধিতাৎ—তৎ ত্বম্ অসি তুমি ব্রহ্ম, এই মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধির জন্ম ।

যেহেতু তিনি অক্ষর, বরেন্য, ধূতসংসারবন্ধন এবং ‘তত্ত্বমসি’র অর্থ উপলব্ধি করেছেন, সেই হেতু তাঁকে অবধূত বলা হয় । ২৪

১ তা বি গ,—ক, ঘ, শঙ্কা । ২ র গ, পরিত্যাগী ।

৩ র গ,—ধূত পাঠ ; তা বি গ, আত্মনিবন্ধিতাৎ ; ঐ,—খ, ঙ, স্বাভ্যানুসন্ধানাৎ ; ঐ,—গ, স্বাভ্যানুবন্ধন ; ঐ,—ঘ, স্বাভ্যানুবন্ধিতাৎ ।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ, তত্ত্ববৎ পশ্চাৎমনিতাৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তত্ত্বরূপ মননাৎ ।

৫ র গ, কার্যগাৎ । ৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দ্ব তসংসারবন্ধনাৎ ।

৭ ঐ, তত্র যস্তাত্ত্ববোধিতাৎ ।

বীতরাগমদক্লেশকোপমাৎসর্ঘমোহতঃ ।

রজস্তমোবিদূরত্বাদীর ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৫ ॥

বীত অর্থাৎ বিগত হয়েছে যার অনুরাগ মদ ক্লেশ কোপ মাৎসর্ঘ এবং মোহ, রজোগুণ এবং তমোগুণ থেকে যে দূরে অবস্থিত, তাকে বলা হয় বীর । ২৫

কুলং গোত্রং সমাখ্যাৎ তচ্চ শক্তিশিবোদ্ভবম্ ।

যেন মোক্ষ ইতি<sup>১</sup> জ্ঞানং কৌলিকঃ সোহিভিধীয়তে ॥ ২৬ ॥

কুল বলতে বুঝায় শিবশক্তিসমুদ্ভূত গোত্র । কুলের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় এই জ্ঞান যার আছে সে কৌলিক বলে অভিহিত হয় । ২৬

অকুলং শিব ইত্যুক্তং<sup>২</sup> কুলং শক্তিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ।

কুলাকুলানুসন্ধানান্নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে, শিবকে বলা হয় অকুল আর শক্তিকে কুল । কুলাকুলের অনুসন্ধানের দ্বারা নিপুণ তারা কৌলিক । ২৭

সারসংগ্রহণাচ্চৈব ধর্মমার্গ<sup>৩</sup>প্রবর্তনাৎ ।

করণগ্রামনিয়মাৎ সাধকঃ সোহিভিধীয়তে ॥ ২৮ ॥

করণগ্রাম—ইন্দ্ৰিয়সমূহ ।

যে ব্যক্তি সারসংগ্রহ করে, ধর্মপথে প্রবৃত্ত হয়, করণগ্রাম সংযত করে, তাকে বলা হয় সাধক । ২৮

ভজনাৎ পরয়া ভক্ত্যা মনোবাক্কায়া কর্মভিঃ<sup>৪</sup> ।

ভরত্যাখিলদুঃখানি<sup>৫</sup> তস্মাস্তক্ত ইতীরিতঃ ॥ ২৯ ॥

কায়মনোবাক্যে ও কর্মে পরাভক্তির সহিত ভজন করে বলে এবং অখিল দুঃখ অতিক্রম করে বলে বলা হয় ভক্ত । ২৯

শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ ।

গুরুভ্যঃ শিক্ষতে যোগং<sup>৬</sup> শিষ্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

শরীর অর্থ প্রাণ যে সদ্গুরুকে নিবেদন করে দেয় এবং গুরুর কাছে যোগ শিক্ষা করে তাকে বলা হয় শিষ্য । ৩০

১ তা বি গ,—খ, বিশ্বমতিজ্ঞানং ; ঐ,—গ, মোক্ষমপি ; ঐ,—ঘ, মোক্ষমিতি ।

২ তা বি গ,—গ, ও এবং র গ, শিবতামুক্তং ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কর্ম । ৪ তা বি গ,—খ, ভক্তিতঃ ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দুর্গাণি ।

৬ তা বি গ,—ক, গুরুভ্যঃ ; শিষ্যতো যোগং ; ঐ,—খ, গুরুভিঃ শাসিত্বং যোগ্যঃ ।

যোনিমুদ্রানুসন্ধানাং গিরিজাপাদসেবনাং ।

নির্লসনো<sup>১</sup>পাখিবিভবাদ্ যোগিনীত্যভিধীয়তে ॥ ৩১ ॥

যোনিমুদ্রা সাধন করে বলে, গিরিজার পাদপদ্মের সেবা করে বলে এবং উপাখি বিলীন হওয়ার জন্য তার আত্মবিভব প্রকাশ পায় বলে তাকে যোগিনী বলা হয় । ৩১

শতকোটমহাদিব্যযোগিনী<sup>২</sup>প্রীতিকারণাং ।

তীব্রক্ষুতি<sup>৩</sup>প্রদানাচ্চ শক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥

শতকোটি মহাদিব্যযোগিনীর প্রীতির কারণ বলে এবং তীব্র ক্ষুতি প্রদান করে বলে বলা হয় শক্তি । ৩২

পালনাদ্দুরিতচ্ছেদাং কামিতার্থম্ বর্দ্ধনাং ।

পাত্কেতি সমাখ্যাতা মম তত্ত্বং তর প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ে, পালন করার জন্য, দূরিত ক্ষয় করার জন্য, কাম্যবিষয় বর্ধন করার জন্য আমার এবং তোমার তত্ত্বকে পাত্কা বলা হয় । ৩৩

জন্মান্তরসহস্রেষু কৃতপাপপ্রণাশনাং ।

পরদেবপ্রকাশাচ্চ জপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৪ ॥

সহস্র জন্মান্তরে কৃত পাপ নাশের জন্য এবং পরদেবতার প্রকাশের জন্য জপ বলা হয়ে থাকে । ৩৪

স্তোকস্তোকেন মনসঃ পরমপ্রীতিকারণাং ।

স্তোতৃসন্তারণাদ্ভেবি স্তোত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥

দেবী, অল্পে অল্পে মনের পরম প্রীতি জন্মায় এবং স্তবকারীকে ত্রাণ করে, এইজন্য স্তোত্র বলা হয় । ৩৫

যাবদিন্দ্রিয়সন্তাপং মনসা সংনিয়ম্য চ ।

স্বাস্তেনাভীর্ষদেবম্<sup>৪</sup> চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়সন্তাপ সংযত করে এবং আত্মবিলোপ করে অভীর্ষ দেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান । ৩৬

চরিতার্থবিকাশাচ্চ<sup>৫</sup> রক্ষণাদপি পার্বতি ।

নরনারীস্বরূপাচ্চ চরণং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥

১ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ, বিলীনো ; ঐ,—গ, বিহীনো ।

২ ঐ,—গ, দিব্যযোগিত্যাঃ । ৩ ঐ,—ঙ এবং র গ,—মুত পাঠ ; তা বি গ, মুক্তি ।

৪ তা বি গ,—ক, আত্মান্তরমভীর্ষ ।

৫ ঐ, চরিতার্থবিকাশাচ্চ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চরিতার্থবিকাশাচ্চ ।

চরিতার্থবিকাশাৎ—সাক্ষ্য বিকাশের জন্ম। রক্ষণাৎ—সমস্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষার জন্ম।

প্রিয়ে, ওগো পার্বতী, চরিতার্থতা বিকাশের জন্ম, রক্ষণের জন্ম এবং নর-নারীর স্বরূপ হওয়ার জন্ম, চরণ বলা হয়। ৩৭

বেদিতা<sup>১</sup>খিলশাস্ত্রার্থসঙ্কর্মার্থ<sup>২</sup>নিরূপণাৎ।

দর্শনানাং প্রমাণত্বাৎ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥

অখিল শাস্ত্রার্থ যাতে বেদিত, সঙ্কর্মের অর্থ যাতে নিরূপিত, দর্শনসমূহের যা প্রমাণ, তাকে বেদ বলা হয়। ৩৮

পুণ্যপাপাদিকথনাদ্রাক্ষসাদিনিবারণাৎ।

নবভক্ত্যাদিজননাৎ<sup>৩</sup> পুরাণ ইতি কথ্যতে ॥ ৩৯ ॥

নবভক্তি—বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, তাঁর পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তি।—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, ভক্তিশব্দ।

পুণ্যপাপাদির কথা বলার জন্ম, রাক্ষসাদি নিবারণ করার জন্ম, নবধা ভক্তি জন্মানোর জন্ম, পুরাণ বলা হয়। ৩৯

শাসনাদনিশং দেবি বর্ণাশ্রমনিবাসিনাম্।

তারণাৎ সর্বপাপেভ্যঃ শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৪০ ॥

দেবী, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিদের সতত শাসনের জন্ম এবং সমস্ত পাপ থেকে ত্রাণ করার জন্ম শাস্ত্র বলা হয়। ৪০

স্মরণাচ্চৈকচিত্তানাং<sup>৪</sup> ধর্মধর্মনিরূপণাৎ।

তিমিরোৎপাটনাদ্বেবি স্মৃতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥

দেবী, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিদের স্মরণের জন্ম, ধর্মধর্ম নিরূপণের জন্ম এবং তিমির অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার দূর করার জন্ম স্মৃতি এই নাম দেওয়া হয়। ৪১

ইচ্ছধর্মাদিকথনাত্তিমিরাজ্ঞানভঞ্জনাত্<sup>৫</sup>।

হরণাৎ সর্বদুঃখানাং ইতিহাস ইতি<sup>৬</sup>স্মৃত্যুতঃ ॥ ৪২ ॥

ইচ্ছধর্মাদি বিবৃত করার জন্ম, অজ্ঞানান্ধকার নাশ করার জন্ম এবং সর্ব দুঃখ হরণ করার জন্ম ইতিহাস এই নাম দেওয়া হয়। ৪২

১ র গ, বিদিত।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বধর্ম।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, নবভক্ত্যাদিভঞ্জনাত্; ঐ,—ঙ এবং র গ, নবভক্তাদিকথনাত্।

৪ তা বি গ,—ঘ, দ্ব্যুত পাঠ; তা বি গ, স্মরণোৎসুকনিষ্ঠানাং; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্মরণাৎ নিমিত্তানাং।

ভঞ্জনাত্।

৫ ঐ, কৃপানিষিদ্ধিতি।

৬ ঐ, কৃপানিষিদ্ধিতি।

আচারকথনাদিব্যগতিপ্রাপ্তিনিদানতঃ<sup>১</sup> ।

মত্বার্থ<sup>২</sup>তত্ত্বকথনাদাগমঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ে, যার সারকথা দিব্যগতিপ্রাপ্তি সেই আচার এবং মহার্থপূর্ণ তত্ত্ব বিবৃত করার জন্ম আগম বলা হয় । ৪৩

শাকিনীগণপূজ্যত্বাত্তারণান্তববারিধেঃ ।

পরাদিশক্তিসান্নিধ্যাচ্ছান্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

শাকিনীগণের দ্বারা পূজিত হওয়ার জন্ম, ভবসাগর তরিয়ে দেবার জন্ম এবং পরাদিশক্তির সান্নিধ্যের জন্ম বলা হয় শান্ত । ৪৪

কৌমারাদিনিরোধত্বাৎ<sup>৩</sup>লয়জন্মাদিভঞ্নাৎ<sup>৪</sup> ।

অশেষকুলসম্বন্ধাৎ কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৫ ॥

কৌমারাদি অবস্থা নিরোধের জন্ম, মৃত্যু ও জন্মাদি নাশ করার জন্ম এবং কুলের সহিত অশেষ সম্বন্ধহেতু বলা হয় কৌল । ৪৫

পাশংচ্ছেদকরাদ্বেবি রঞ্জনাতঃ পরতেজসঃ ।

যতিভিশিচিন্ত্যমানত্বাৎ পারম্পর্যমিতীরিতম্ ॥ ৪৬ ॥

দেবী, পাশ ছেদন করে বলে, পরতেজের রঞ্জন করে বলে এবং যতিদের চিন্তার বিষয়ীভূত হয় বলে বলা হয় পারম্পর্য । ৪৬

সংসারসারভূতত্বাৎ<sup>৫</sup> প্রকাশানন্দদানতঃ ।

যশঃ সৌভাগ্যকরণাৎ সম্প্রদায় ইতীরিতঃ ॥ ৪৭ ॥

সংসারের সারভূত হওয়ার জন্ম, প্রকাশের আনন্দ দেওয়ার জন্ম এবং যশ ও সৌভাগ্য বিধানের জন্ম বলা হয় সম্প্রদায় । ৪৭

আদিত্বাৎ সর্বমার্গাণাং মনোল্লাসপ্রবর্তনাৎ<sup>৬</sup> ।

যজ্ঞাদিধর্মহেতুত্বাদান্নায় ইতি কীর্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্বমার্গের আদি বলে, মনোল্লাস বর্ধিত করে বলে আর যজ্ঞাদিধর্মের কারণ বলে আনায় বলা হয় । ৪৮

১ তা বি গ,—বিধানতঃ । ২ তা বি গ,—খ, ঘ,—পূত পাঠ; তা বি গ, মহাস্ত্র ।

৩ তা বি গ,—খ, কৌমারাদিনিরোধত্বাৎ; ঐ,—গ, কৌলমার্গনিবোধিত্বাৎ ।

৪ ঐ,—গ, ভাবনাৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ভাজনাৎ । ৫ তা বি গ,—খ, পাণ ।

৬ ঐ,—গ, ভূততত্ত্বাৎ । ৭ ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রবর্তনাৎ ।



ঋতানেকমহামন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতাং<sup>১</sup> ।

ঋতো যদনবিচ্ছিন্নাচ্ছোত ইত্যভিধীয়তে<sup>২</sup> ॥ ৪৯ ॥

অনেক মহামন্ত্র যন্ত্র তন্ত্রাদি ও দেবতার বিষয় ঋত হয়েছে বলে এবং ঋতবিষয়ে অনবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকার জন্য শ্রোত বলা হয় ।

আম্নায়তত্ত্বরূপত্বাচ্চাতুর্যার্থ<sup>৩</sup> নিরূপণাৎ ।

রাগদ্বেষাদিশমনাদাচার<sup>৪</sup> ইতি কীর্ত্যতে ॥ ৫০ ॥

আম্নায়ের তত্ত্বরূপ ধারণ করার জন্য, অর্থনিরূপণে চাতুর্য অর্থাৎ নৈপুণ্যের জন্য আর রাগদ্বেষাদি প্রশমন করার জন্য আচার বলা হয় । ৫০

দিব্যভাবপ্রদানাচ্চ কালনাং কল্মষশ্চ ।

দীক্ষেতি কথিতা সন্তিভববন্ধবিমোচনী<sup>৫</sup> ॥ ৫১ ॥

দিব্যভাব প্রদান করে এবং কল্মষ কালন করে এইজন্য সাধু ব্যক্তির ভব-বন্ধনবিমোচনকারিণী দীক্ষা এই নাম দেন । ৫১

অহংভাবহরাস্তীতিমথনাং সেচনাদপি<sup>৬</sup> ।

কম্পা<sup>৭</sup> নন্দাদিজননাদভিষেক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥

অহংভাব দূর করার জন্য, ভীতি মছন করার জন্য, অভিমন্ত্রিত বারি সেচন করার জন্য এবং কম্প হর্ষাদি উৎপন্ন করার জন্য বলা হয় অভিষেক । ৫২

উল্লগত্বাৎ পরত্বাচ্চ দেবতাপ্রীতিদানতঃ ।

শক্তিপাতনিমিত্তাদপ্যুপদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৩ ॥

উল্লগত্বের জন্য, পরত্বের জন্য, দেবতার প্রীতি সম্পাদনের জন্য এবং শক্তি-পাতের নিমিত্ত উপদেশ বলা হয় । ৫৩

মননাত্তত্ত্বরূপশ্চ দেবস্যামিত্তেজসঃ ।

ত্রায়তে সর্বভয়তন্তুস্মান্নত্ব ইতীরিতঃ ॥ ৫৪ ॥

১ তা বি গ,—গ, ষ, ঋতানেকমহামন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতাং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সংস্কৃতানেকমাহেন্দ্রযন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতাং ।

২ তা বি গ,—খ, শ্রোতাবোহপ্যনবিচ্ছিন্নাঃ শ্রোতানিত্যভিধীয়তে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শ্রোতরোপ্যানবিচ্ছিন্নাং শ্রোত ইত্যভিধীয়তে ।

৩ তা বি গ,—গ, চাতুর্যাদি ; ঐ,—ঘ, তুর্যার্থশ্চ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, চাতুর্যশ্চ ।

৪ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, দাচার্য ।

৫ তা বি গ,—খ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিমোচনাং ; র গ, বিমোক্ষণাং ।

৬ তা বি গ,—গ, ষ, অহংকারহরাস্তীতিমথনাং সেচনাদপি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, অলঙ্কার ইবাভাতি কথনাং সেবনাদপি । ৭ তা বি গ,—খ, গ, কল্প ।

তত্ত্বরূপ অমিতজ্যোতির্ময় দেবতার মননের জন্ম এবং সমস্ত ভয় থেকে ত্রাণ করার জন্ম বলা হয় মন্ত্র । ৫৪

দেহমাস্থায় ভক্তানাং বরদানাচ্চ পার্বতি ।

তাপত্রয়াদিশমনাদ্বেবতা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৫ ॥

পার্বতী, ভক্তদের দেহে অবস্থান করে বরদানের জন্ম এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রাপত্রয়াদি প্রশমন করার জন্ম দেবতা বলা হয় । ৫৫

শ্যায়োপার্জিতবিত্তানামঙ্গেষু বিনিবেশনাং ।

সর্বরক্ষাকরাদ্বেবি শ্যাস ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥

দেবী, শ্যায়োপার্জিত বিত্তের অঙ্গে বিশ্বাসের জন্ম এবং সর্বরক্ষাকর হওয়ার জন্ম শ্যাস এই নাম দেওয়া হয় । ৫৬

মুদং কুব্ধন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি<sup>১</sup> চ ।

তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতব্যাকুলেশ্বরী ॥ ৫৭ ॥

কুলেশ্বরী, দেবতাদের মুদ অর্থাৎ হর্ষ বিধান করে এবং মন দ্রবীভূত করে, এইজন্ম মুদ্রা নামে খ্যাত । এটি প্রদর্শন করতে হয় । ৫৭

অনন্তফলদানাচ্চ ক্ষপিতাশেষকল্যাণং<sup>২</sup> ।

মাতৃকাস্তম্ভা লাভকরণাদক্ষমালিকা ॥ ৫৮ ॥

অনন্তফল দান করার জন্ম, অশেষ কল্যাণ নাশ করার জন্ম এবং মাতৃকাস্তম্ভা-হেতু লাভকর হওয়ার জন্ম বলা হয় অক্ষমালিকা । ৫৮

মঙ্গলত্বাচ্চ ডাকিন্যা যোগিনীগণসংশ্রয়াং ।

ললিতত্বাচ্চ দেবেশি মণ্ডলং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৯ ॥

দেবেশী, ডাকিনীর অধিষ্ঠানহেতু মঙ্গলত্বের জন্ম, যোগিনীদের সংশ্রয়হেতু এবং লালিত্যের জন্ম মণ্ডল বলা হয় । ৫৯

কমলাসনরূপতাল্লঘূতত্বাদিনাশনাং ।

শমিতাপারপাষাঢ় কলশঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৬০ ॥

কমলাসনরূপী বলে, লঘুত্বাদি নাশ করে বলে এবং অপার পাষাঢ় শমিত করে বলে কলশ এই নামে খ্যাত । ৬০

যমভূতাদিসর্বৈভ্যো ভয়েভ্যোহপি কুলেশ্বরী ।

ত্রায়তে সততঃৈকৈব তস্মাদ্ যন্ত্রমিতীরিতম্ ॥ ৬১ ॥

১ তা বি গ,—ও এবং র গ, তারয়ন্তি ।

২ ঐ, তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতো দর্শিতব্যঃ

৩ র গ, কল্যাণঃ ।

কুলেশ্বরী, যমভূতাদিসর্ব ভয় থেকে ত্রাণ করে, এইজ্ঞ্য বলা হয় যন্ত্র । ৬১

আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্বরোগনিবারণাৎ ।

নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৬২ ॥

নবসিদ্ধি—সাধারণতঃ অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামবসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধির কথা পাওয়া যায় । এছাড়া সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি আরও দশটি সিদ্ধির কথা পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে । (—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, সিদ্ধিশব্দ ) । এখানে নবসিদ্ধি বলতে কি বোঝান হয়েছে তা একমাত্র সম্প্রদায়-বিদ্ সাধকেরা বলতে পারেন । তবে আমাদের অনুমান উপযুক্ত অষ্টসিদ্ধি এবং আত্মসিদ্ধি এই নবসিদ্ধি ।

প্রিয়ে, আত্মসিদ্ধি প্রদান করে বলে, সর্বরোগ নিবারণ করে বলে আর নবসিদ্ধি প্রদান করে বলে আসন বলা হয় । ৬২

মাল্লাজালাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ ।

অষ্টদুঃখাদিবিরহান্মদমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৩ ॥

মাল্লাজালাদি নাশ করার জন্ম, মোক্ষমার্গ নিরূপণের জন্ম এবং অষ্ট দুঃখাদি বিরহিত করার জন্ম মদ্য এই নাম দেওয়া হয় । ৬৩

মহাদানার্থরূপত্বাদ্ যাগভূম্যেককারণাৎ ।

মন্তাবজননাদ্ধেবি মদ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

মহাদানার্থরূপত্বাদ্—মহাদানের অর্থরূপত্বহেতু অর্থাৎ তাৎপর্য প্রকাশ করে বলে । যাগভূম্যেককারণাৎ—একমাত্র যাগভূমি অর্থাৎ পূজার ক্ষেত্র এর ব্যবহারের কারণ বলে । মন্তাবজননাৎ—শিবভাব উৎপন্ন করে বলে ।

মহাদানের তাৎপর্য প্রকাশ করে বলে এবং একমাত্র পূজার ক্ষেত্রই এর ব্যবহারের কারণ বলে আর মন্তাব উৎপন্ন করে বলে বলা হয় মদ্য । ৬৪

সুমনসঃ সেবিতত্বাদ্ রাজ্যদত্বাৎ সদা প্রিয়ে ।

সুরাকারপ্রদানত্বাৎ সুরেতি পরিবীৰ্ত্তিতা ॥ ৬৫ ॥

সুমনসঃ সেবিতত্বাৎ—দেবতারা বা শোভাবুদ্ধি ব্যক্তির। এটি সেবা করেন বলে । রাজ্যদত্বাৎ—রাজ্য দান করে বলে অর্থাৎ রাজ্যলাভে যে আনন্দ সুরা পানে সেই আনন্দ হয় বলে ।

প্রিয়ে, সুমনারা সেবা করেন বলে, সদা রাজ্য দান করে বলে এবং দেবরূপী করে দেয় বলে সুরা নামে খ্যাত । ৬৫

অমৃতাত্ত্বপদান্মৃত্যুভীতিনিবারণাৎ ।

তত্ত্বপ্রকাশহেতুত্বাদমৃতং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥

প্রিয়ে, অমৃতকণাস্বরূপ বলে, মৃত্যুভয় নিবারণ করে বলে এবং তত্ত্বপ্রকাশ করে বলে বলা হয় অমৃত । ৬৬

পানাক্ষবিশ্বরূপত্বাংত্রিচতুষ্ককলাশ্রয়াৎ ।

পতিতজ্ঞানান্দেবি পাত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥

পানাক্ষবিশ্বরূপত্বাং—পানাক্ষ বিশ্বরূপ বলে অর্থাৎ পানাক্ষ এই বস্তুটি  
স্বরূপতঃ বিশ্বরূপ বলে, বিচ্ছিন্ন পাত্রমাত্র নয় বলে ।

ত্রিচতুষ্কলা—ত্রিকলা ও চতুষ্কলা । ত্রিকলা—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কলা ।

চতুষ্কলা—তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে শক্তির কলারূপ চতুर्वিধ—পূর্ণকলা, কলা,  
অংশ এবং অংশাংশ ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪০৪ ।

পানাক্ষ বিশ্বরূপ বলে, ত্রিচতুষ্কলার আধার বলে এবং পতিতকে জ্ঞান করে  
বলে পাত্র এই নাম দেওয়া হয় ।

আশুশুষ্কণিরূপত্বাত্তদেবপ্রিয়াদপি ।

রক্ষণাদপি চাধেয়স্থাধারং তু বিশ্ব'ব্দধাঃ ॥ ৬৮ ॥

আশুশুষ্কণিরূপত্বাং—অগ্নির রূপ বলে ।

অগ্নির রূপ বলে, ষাৎতদেবের প্রিয় বলে এবং আধেয়ের রক্ষণ করে বলে  
জ্ঞানী ব্যক্তির আধার বলে জানান । ৬৮

মাক্সল্যজননান্দেবি সংবিদানন্দদানতঃ ।

সর্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥

দেবী, মাক্সল্যজনক বলে, চেতনায় আনন্দ-সঞ্চারকারী বলে এবং সর্ব-  
দেবতার প্রিয় বলে বলা হয় মাংস । ৬৯

পূর্বজন্মানুশমনাজ্জন্ম'মৃত্যুনিবারণাৎ ।

সম্পূর্ণফলদানাচ্চ পূজ্যেতি কথিতা প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, পূর্বজন্মের অনুশমনের জন্ম, জন্মমৃত্যু নিবারণের জন্ম এবং সম্পূর্ণফল  
দানের জন্ম বলা হয় পূজ্য । ৭০

অভীষ্টফলদানাচ্চ চতুর্বর্গফলাশ্রয়াৎ ।

নন্দনাৎ সর্বদেবানামর্চনং সমুদাহৃতম্ ॥ ৭১ ॥

অভীষ্টফল দান করে বলে, চতুর্বর্গফলের আধার বলে এবং সর্বদেবতার  
আনন্দ বিধান করে বলে অর্চন বলা হয় । ৭১

তত্ত্বাত্মকস্য দেবস্য পরিবারবৃত্তস্য চ ।

নবানন্দপ্রজনন্যত্বত্বপর্ণং<sup>১</sup> সমুদাহৃতম্ ॥ ৭২ ॥

পরিবারদেবতাদের দ্বারা পরিবৃত্ত তত্ত্বাত্মক দেবতার নব আনন্দ জন্মায় বলে তর্পণ বলা হয় । ৭২

গভীরাপান্ন<sup>২</sup>দৌর্ভাগ্যক্লেশনাশনকারণাৎ ।

ধর্মজ্ঞানপ্রদানাত্ত গন্ধ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৩ ॥

গভীর সঙ্কট দৌর্ভাগ্য ও ক্লেশ নাশ করার জন্ম এবং ধর্মজ্ঞান প্রদান করার জন্ম বলা হয় গন্ধ । ৭৩

আত্মাণনপ্রজননান্মোক্ষমার্গপ্রদর্শনাৎ ।

দন্ধত্বঃখাদিদমনাদামোদ ইতি কথ্যতে ॥ ৭৪ ॥

আত্মাণনপ্রজননাৎ—আত্মাণন অর্থ তৃপ্তি । অতএব, তৃপ্তি উৎপাদন করে বলে ।

আত্মাণন উৎপাদন করে বলে, মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করে বলে এবং দন্ধ-  
ত্বঃখাদি দমন করে বলে বলা হয় আমোদ । ৭৪

অন্নদানাৎ কুলেশানি<sup>৩</sup> ক্ষপিতাশেষকল্যাণাৎ ।

তাদাত্ম্য<sup>৪</sup>করণাদ্ধেবি অক্ষতাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৭৫ ॥

ওগো কুলেশানী, অন্নদানের জন্ম, অশেষ কল্যাণ নাশ করার জন্ম এবং তাদাত্ম্য বিধান করার জন্ম বলা হয় অক্ষত । ৭৫

পুণ্যসংবর্দ্ধনাচ্চাপি পাপোষপরিহারতঃ ।

পুঙ্কলার্থপ্রদানাত্ত পুষ্ণমিত্যভিধীয়তে ॥ ৭৬ ॥

পুণ্য সম্যক বৃদ্ধি করার জন্ম, পাপসমূহ অপনয়নের জন্ম এবং পুঙ্কল অর্থ প্রদান করার জন্ম বলা হয় পুষ্ণ । ৭৬

ধৃতশেষমহাদোষপুতিগন্ধপ্রভাবতঃ ।

পরমানন্দজননাক্ৰূপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৭ ॥

ধৃত অর্থাৎ অপনীত করে পুতিগন্ধজাত অশেষ মহাদোষ আর পরমানন্দ উৎপন্ন করে এই জন্ম ধূপ এই নাম দেওয়া হয় । ৭৭

১ তা বি গ,—খ, নিরানন্দপ্রজনন্যত্বত্বপর্ণং ; ঐ,—গ, প্রদানাত্ত তর্পণং ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গভীরাপান্ন ।

৩ তা বি গ,—খ, অমলত্বাৎ কুলেশানি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, আত্মজ্ঞানপ্রদানাত্ত ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তাদাত্ম্য ।

৫ তা বি গ,—গ, পুঙ্কলানন্দদানাত্ত ; ঐ,—খ, পুঙ্কলানন্দপ্রদানাত্ত ।

দীর্ঘাজ্ঞানমহাধ্বাস্তাহঙ্কারপরিবৰ্জনাৎ ।

পরতত্ত্বপ্রকাশাচ্চ দীপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৮ ॥

দীর্ঘ অর্থাৎ অতিপ্রবল অজ্ঞান, মহা তিমির এবং অহঙ্কার পরিহার করার জন্য আর পরতত্ত্ব প্রকাশের জন্য বলা হয় দীপ । ৭৮

মোহধ্বাস্তপ্রশমনাৎ ক্ষয়ার্তিবিনিবারণাৎ<sup>১</sup> ।

দিব্যরূপপ্রদানাচ্চ পরতত্ত্বপ্রকাশনাৎ ।

খ্যাতো মোক্ষো দীপ ইতি মোক্ষমার্গৈকসাধনঃ ॥ ৭৯ ॥

মোহধ্বাস্ত প্রশমন করে বলে, ক্ষয় এবং আর্তি নিবারণ করে বলে, দিব্যরূপ প্রদান করে বলে, পরতত্ত্ব প্রকাশ করে বলে আর মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন বলে মোক্ষদীপ এই নামে খ্যাত । ৭৯

চতুর্বিধং কুলেশানি দ্রব্যঞ্চ ষড়্‌রসান্বিতম্ ।

নিবেদনাস্ত্বেতৎপুণ্যৈবেদ্যং সমুদাহৃতম্ ॥ ৮০ ॥

চতুর্বিধং দ্রব্যং—চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্য ।

ষড়্‌রসান্বিতং—মধুর লবণ তিক্ত কষায় অম্ল এবং কটু এই ষড়্‌রসযুক্ত ।

ওগো কুলেশানী, ষড়্‌রসান্বিত চতুর্বিধ দ্রব্য নিবেদিত হলে তৃপ্তি হয় বলে নৈবেদ্য বলা হয় । ৮০

বহুপ্রকারবিচরণভূতৌষধীতিকারণাৎ<sup>২</sup> ।

লিপ্তপাপপ্রশমনাদ্‌বলিরিত্যাভিধীয়তে ॥ ৮১ ॥

বহুপ্রকারে বিচরণস্থান ভূতসমূহের প্রীতিকর বলে এবং লিপ্তপাপ নাশ করে বলে বলি এই নাম দেওয়া হয় । ৮১

তত্ত্বত্রয়বিশুদ্ধিঃ স্যাত্ত্বৎসেবা<sup>৩</sup>মাত্রতঃ প্রিয়ে ।

তত্ত্বপ্রকাশহেতুত্বাত্তত্ত্বত্রয়মিতীরিতম্ ॥ ৮২ ॥

প্রিয়ে, তোমার সেবামাত্র তত্ত্বত্রয়ের বিশুদ্ধি হয় । তত্ত্বপ্রকাশ করে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয় প্রকাশ করে বলে তত্ত্বত্রয় বলা হয় । ৮২

চতুর্বর্গফলাবাপাৎ লুপ্তিতা<sup>৪</sup>জ্ঞানবন্ধনাৎ ।

কল্যাণধর্মমূলত্বাচ্চলুকং<sup>৫</sup> কথিতং প্রিয়ে ॥ ৮৩ ॥

১ তা বি গ,—ক, পাপজন্যনিবারণাৎ; ঐ,—খ, ক্ষয়োৎপত্তিনিবারণাৎ; ঐ,—ঘ, ক্ষয়জন্যনিবারণাৎ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিনিবারণাৎ ।

৩ ঐ, স্বৎসরা ।

৪ ঐ, পোদ্বোচ্চতা ।

৫ ঐ, চরুকং ।

প্রিয়ে, চতুৰ্ভুজ ফল প্রাপ্ত হয় বলে, অজ্ঞানবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নেয় বলে এবং কলাগধর্মের মূল বলে চলুক বলা হয় । ৮৩

প্রকাশানন্দজননাং সামরস্য প্রদানতঃ ।

দর্শনাং পরতত্ত্বস্য প্রসাদঃ ইতি কথ্যতে ॥ ৮৪ ॥

প্রকাশানন্দ উৎপাদন করে এইজন্ত, সামরস্য প্রদান করে এইজন্ত এবং পরতত্ত্বের দর্শন অর্থাৎ প্রকাশনের জন্ত বলা হয় প্রসাদ । ৮৪

পাশসংছেদনাদ্ধেবি নরকস্য নিবারণাৎ ।

পাবনাং পরমেশানি পানমিতাভিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥

দেবী, ওগো পরমেশ্বরী, পাশ ছেদন করার জন্ত, নরক নিবারণ করার জন্ত এবং পাবন করার জন্ত বলা হয় পান । ৮৫

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা ।

সমীপসেবা বিধিনাঃ উপাস্তিরিতি কথ্যতে ॥ ৮৬ ॥

কর্মে মনে বাক্যে সর্বাবস্থায় সর্বদা যথাবিধি সমীপসেবাকে বলে উপাস্তি । ৮৬

পঞ্চাক্ষোপাসনোনষ্টদেবতা প্রীতিদানতঃ ।

পুরশ্চরতি ভক্তস্য তং পুরশ্চরণং প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥

পঞ্চাক্ষোপাসনেন—পঞ্চাক্ষ উপাসনা দ্বারা । পুরশ্চরণসম্পর্কিত পঞ্চাক্ষ উপাসনা সম্বন্ধে মতভেদ আছে । যেমন ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিশেষ এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাক্ষ উপাসনা । মেরুতন্ত্রমতে জপ হোম তর্পণ মার্জন এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাক্ষ উপাসনা । আবার কুলাৰ্ণবতন্ত্রের ( ১৫৮ ) মতে ত্রৈকালিকী পূজা, নিত্য জপ ও তর্পণ, হোম এবং ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাক্ষ উপাসনা ।

প্রিয়ে, পঞ্চাক্ষ উপাসনা দ্বারা ইষ্টদেবতার প্রীতিবিধান করে এবং ভক্তের আগে আগে চলে এইজন্ত এটি পুরশ্চরণ । ৮৭

আবাহনাদিকর্মাণি ষোড়শ দ্বাদশাবধি ।

বিধিনাচরণং প্রোক্তং উপহারমিতি শ্রুতম্ ॥ ৮৮ ॥

আবাহনাদি কর্মের ষোড়শ বা দ্বাদশাবধি যথাবিধি অনুষ্ঠানকে উপহার বলা হয় । ৮৮

১ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, আনন্দ ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নবতন্ত্রস্য ধারণাৎ । ৩ ঙ্র,—ঙ, স্নান ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ,—শ্রুত পাঠ ; তা বি গ, বিধিবৎ ।

সম্পূজ্য সাবৃতং<sup>১</sup> দেবং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ।

স্বস্থানপ্রেষণং প্রোক্তমুদ্বাসনমিতি প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

স্বস্থানপ্রেষণং—স্বস্থানে প্রেরণ । সাধকের হৃদয় তাঁর ইচ্ছদেবতার স্থান । ক্রিয়াসারসংগ্রাহে বলা হয়েছে—“সাধক পূজ্যন্তে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে তাঁকে স্বহৃদয়ে উদ্বাসন করবেন ।”—৩ঃ পুরশ্চারণব, তরঙ্গ ৬, পৃঃ ৫১৩ ।

প্রোক্তমুদ্বাসনম্—স্থলে তা বি গ ; ধৃত পাঠ প্রোক্তং মুদ্বাসনম্ । আমাদের মনে হয় এই পাঠে লিপিকর প্রমাদ ঘটেছে । যুক্তিযুক্ত প্রসঙ্গসম্মত পাঠ হয় প্রোক্তমুদ্বাসনম্ । আমরা তাই গ্রহণ করেছি ।

প্রিয়ে, ষোড়শোপচারে আবরণদেবতাসহ দেবতার পূজা করে তাঁকে স্বস্থানে প্রেরণকে বলে উদ্বাসন । ৮৯

দেবং পূজার্থমাহ্বানমাবাহনমিতি স্মৃতম্ ।

আসনে সন্নিবেশঃ স্যাৎ স্থাপনং কুলনায়িকে ॥ ৯০ ॥

ওগো কুলনায়িকা, দেবতাকে পূজার্থে আহ্বান করাকে বলে আবাহন । তাঁকে আসনে সন্নিবিষ্ট করাকে বলে স্থাপন । ৯০

অগ্নোহুসস্মুখাকারঃ সন্নিধাপনমীরিতম্ ।

যত্র কুত্ৰাপ্যচলনং সন্নিরোধনমীরিতম্ ॥ ৯১ ॥

আরাধক ও আরাধ্যের পরস্পর সম্মুখীকরণকে বলা হয় সন্নিধাপন । যে-কোনো স্থানে না-চলাকে বলে সন্নিরোধন । ৯১

দেবতাঞ্জে ষড়ঙ্গানাং গ্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ।

আচ্ছাদনং সমুদ্ভিষ্টমবগুঠনমীরিতম্ ॥ ৯২ ॥

দেবতাঞ্জে ষড়ঙ্গগ্যাস সকলীকরণ । দেবতার শাস্ত্রোক্ত আচ্ছাদনকে বলে অবগুঠন । ৯২

দর্শনং ধেনুমুদ্রায়্যা<sup>২</sup> অমৃতীকরণং প্রিয়ে ।

ক্ষমস্বৈত্যঞ্জলির্দেবি<sup>৩</sup> পরমীকরণং প্রিয়ে ।

স্বাগতং কুশলপ্রশ্নং<sup>৪</sup> নিগদেদেবতাগ্রতঃ ॥ ৯৩ ॥

অমৃতীকরণং—অমৃতীকরণ । “অমৃতীকরণের বিধান—সাধক তিনবার করে মূলমন্ত্র, দীপনীমন্ত্র এবং অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে অর্ধ্যোদকের দ্বারা অমৃতবর্ষণবুদ্ধিতে দেবতার মস্তক

১ তা বি গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সাবৃতং । ২ তা বি গ,—ও এবং র গ, দর্শয়েন্ধেনু-  
মুদ্রাঞ্চ । ৩ ঐ, ক্ষমস্বৈত্যঞ্জলির্দেবি । ৪ র গ, কুশলং প্রশ্নং ।



সিদ্ধি করবেন। এরই নাম অমৃতীকরণ।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০।

পরমীকরণ—পরমীকরণ। পুরশ্চর্য্যার্ণবে (তরঙ্গ ৫, পৃঃ ৩৪৬) বলা হয়েছে সাধক মহামুদ্রা করে দেবতার মস্তকে পরমামৃতবর্ষণবুদ্ধিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুকদেবতা, পরমীকৃতা হও, পরমীকৃতা হও, এই বলে দেবতার পরমীকরণ করবেন।

ক্ষমস্বৈতি—ক্ষমা কর এই বলে। বৃহৎতন্ত্রসারে (১০ম সং, পৃঃ ৯৯) উদ্ধৃত বচন—ততো দেবতাক্ষে আবরণদেবতা বিলোপ্য, ক্ষমস্বৈতি বিসর্জনং কৃত্বা, সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুঠৈঃ সার্কিমাভ্রায় স্বহৃদয়মানয়েৎ—“অনন্তর দেবতার শরীরে আবরণদেবতা বিলীন হইয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া “ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন করিবে। তৎপরে সংহারমুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া আত্মান করত সেই পুষ্পের সহিত দেবতার তেজঃস্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করিবে।” এ ব্যাপারটি উদ্বাসনের অন্তর্গত। এইজন্ম, পরমীকরণের সঙ্গে ‘ক্ষমস্ব’ কিভাবে যুক্ত হল তা দুজ্জের্স। এটি সম্প্রদায়গত কোনো বিশেষ পদ্ধতিসম্মত হতে পারে। আবার উদ্বাসন আর পরমীকরণ এই উভয়ের মধ্যে লিপিকরেরা কিঞ্চিং গোলমাল করে ফেলেছেন এরূপও অনুমান করা যায়।

প্রিয়ে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন অমৃতীকরণ। প্রিয়ে, ওগো দেবী, ক্ষমস্ব এই বলে বদ্ধাঞ্জলি হওয়া পরমীকরণ। ৯৩

পাদং শ্যামাকদূর্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরুচ্যাতে।

জাতীলবঙ্গকঙ্কোলৈরুক্তমাচমনীয়কম্ ॥ ৯৪ ॥

বিষ্ণুক্রান্তাভিঃ—বিষ্ণুক্রান্তাশ্রেণীর তন্ত্রের দ্বারা। “তন্ত্রশাস্ত্রে তিনটি ভৌগোলিক বিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে—বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা। অশ্বক্রান্তাকে গজক্রান্তাও বলা হয়। শক্তিমঙ্গলতন্ত্র অনুসারে বিষ্ণুপর্বত থেকে চট্টল পর্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা।”—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, ১০১৪।

এই বিষ্ণুক্রান্তার তন্ত্রগুলিকে বলা হয় বিষ্ণুক্রান্তাতন্ত্র বা বিষ্ণুক্রান্তাশ্রেণীর তন্ত্র।

বিষ্ণুক্রান্তামতে পাদে থাকবে শ্যামাক দূর্বা ও জল আর আচমনীয়ে থাকবে জায়ফল লবঙ্গ ও বনকপূর। ৯৪

অখিলাঘপ্রশমনাঙ্গনপুত্রবিবর্ধনাং।

অনর্থফলদানাচ্চ অর্থ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৫ ॥

অখিল পাপ প্রশমন করে বলে, ধন ও পুত্র বৃদ্ধি করে বলে এবং অমূল্য ফল দান করে বলে বলা হয় অর্থাৎ ॥ ৯৫

সিদ্ধার্থমক্ষতকৈব কুশাগ্রঃ<sup>১</sup> তিলমেব চ ।

যবং গন্ধঃ<sup>২</sup> ফলং পুষ্পমষ্টাঙ্কার্য্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯৬ ॥

সাদা সরবে, খই, কুশাগ্র, তিল, যব, চন্দন, ফল ও পুষ্প এই অষ্টাঙ্গ অর্থের কথা বলা হয় ॥ ৯৬

মধ্বাজ্যদধিভিঃ প্রোক্তো মধুপর্কঃ কুলেশ্বরী ।

দেহপ্রক্ষালনং স্নানং সুগন্ধিসলিলৈ সহ ॥ ৯৭ ॥

চন্দ্র<sup>৩</sup>চন্দনকন্তুরীকালাগুরুভিরুচ্যতে ।

অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতস্ত কথিতং বন্দনং প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥

কুলেশ্বরী, মধু ঘৃত ও দধি দিয়ে তৈরী দ্রব্যকে বলা হয় মধুপর্ক । চন্দ্র অর্থাৎ কর্পুর চন্দন কন্তুরী কালাগুরু দ্বারা সুগন্ধীকৃত জলে স্নানকে বলে প্রক্ষালন । প্রিয়ে, অষ্টাঙ্গ ঔণিপাতকে বলে বন্দনা । ৯৭-৯৮

এতচ্চরাচরং<sup>৪</sup> সর্বং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

তৎক্ষেত্রং পালিতং যেন ক্ষেত্রপালঃ স উচ্যতে ॥ ৯৯ ॥

এই চরাচর সমস্তকেই বলা হয় ক্ষেত্র । সেই ক্ষেত্র যার দ্বারা রক্ষিত হয় তাকে বলা হয় ক্ষেত্রপাল ।

ইতি তে কথিতা কিঞ্চিং গুরুনামাদিবাসনা ।

সমাসেন মহেশানি যো জানাতি স কৌলিকঃ<sup>৫</sup> ॥ ১০০ ॥

মহেশানী, এই তোমাকে গুরুনামাদি বাসনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম । এ সব যে জানে সে কৌলিক । ১০০

রহস্যতিরহস্যানাং রহস্যোহয়ং মহেশ্বরী ।

উর্দ্ধান্নায়ঃ সমাখ্যাতঃ সমাসেন ন বিস্তরাং ॥ ১০১ ॥

মহেশ্বরী, রহস্যতিরহস্যের যা রহস্য সেই উর্দ্ধান্নায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হল, বিস্তারিতভাবে নয় । ১০১

কুলার্ণবমিদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং হৃদি স্থিতম্<sup>৬</sup> ।

প্রকাশিতং ময়া চান্দ গোপনীয়ং প্রযতুতঃ ॥ ১০২ ॥

১ তা বি গ,—ক, কুলাগ্র । ২ র গ, গন্ধ । ৩ তা বি গ,—ক, গন্ধ ।

৪ ঐ,—ক, য, এতচ্চরাচরং ; ঐ,—গ, এতদুচ্চরাচরং ।

৫ ঐ,—ঙ এবং র গ,—ঘৃত পাঠঃ তা বি গ, পূজকঃ ; ঐ,—খ, দেশিকঃ ।

৬ ঐ,—ক, য, যোগিনামুপবর্ণিতম্ ; ঐ,—গ, সর্বসারমিদং প্রিয়ে ।

ভৌমিকীদেব হস্তকে অঙ্কিত এই কুলার্ণবশাস্ত্র আমি আজ একাশ করলাম।  
এটি বিশেষ বস্ত্রে রক্ষণীয়। ১০২

পুস্তকঞ্চ মহেশানি পশুগৃহে<sup>১</sup> ন নিক্ষিপেৎ।  
ন দক্ষাং পশুহস্তে চ ন পঠেৎ পশুসন্নিধৌ।  
ন পঠেদাসবোজাসং গ্রহঃ ভূমৌ ন নিক্ষিপেৎ ॥ ১০৩ ॥

মহেশানী, এই পুস্তক পশুগৃহে ফেলে যেতে নেই, পশুর হাতে দিতে নেই,  
পশুর সান্নিধ্যে পাঠ করতে নেই। আসবপানে উল্লাসস্থত্বে অবস্থার পাঠ  
করতে নেই। গ্রহ মাটিতে ফেলতে নেই। ১০৩

নিভ্যং সম্পূজরেন্তজ্যা জানীয়াৎ গুরুমন্ত্রতঃ।  
নাপুত্রাঙ্ক প্রকৃতব্যং নাশিহ্যায় কদাচন ॥ ১০৪ ॥

এটি গুরুমুখে জানতে হবে এবং নিত্য ভক্তিভরে এর পূজা করতে হবে।  
যে পুত্র নর, যে শিশু নর, এমন কাউকে এটি কখনো বলতে নেই। ১০৪

স্নেহালোভান্তরাগুক্তা সৌচিচারামশ্রুতি ধ্রুবম্<sup>২</sup>।  
দেবি বহ্নিদতে প্রাজ্ঞে<sup>৩</sup> তত্তং কিক্সিন্নম্নোদিতম্ ॥ ১০৫ ॥  
সাধকানাং হিতার্থায় ভুক্তিমুক্তিফলৈরিণাম্।  
যশোজ্ঞানায়ামাহাশ্রম্যং পঠেৎ ব্রীহজসন্নিধৌ ॥ ১০৬ ॥  
ভক্ত্যা পরময়া দেবি যঃ শৃণোতি স কৌলিকঃ।  
ব্রতং ন্নানং তপস্তীর্থং যজ্ঞদেবার্চনাদিষু ॥ ১০৭ ॥  
যৎ<sup>৪</sup> ফলং কোটিগুণিতং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।  
তৎসন্নিধৌ সন্নিবসেন্নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১০৮ ॥

স্নেহবশে লোভে পড়ে বা ভয়ে যে এটি বলে সে অচিরে নিষ্কিত বিনাশপ্রাপ্ত  
হয়। দেবী, প্রাজ্ঞের নিকট যা আছে তারই কিক্সিৎ আমি ভুক্তিমুক্তি-  
ফলাকাজ্ঞী সাধকদের হিতের জন্য বললাম। দেবী, যে চক্রসান্নিধ্যে পরম  
ভক্তি সহকারে এটি পাঠ করে বা এর পাঠ শোনে সে কৌলিক। ব্রত ন্নান  
তপস্ত্যা তীর্থগমন যজ্ঞ দেবার্চনাদি করলে যে-ফল লাভ হয় সে নিঃসংশয় তার  
কোটিগুণ ফল লাভ করে এবং তোমার সান্নিধ্যে বাস করে, এ বিষয়ে বিতর্ক  
চলে না। ১০৫-১০৮

১ র গ, পশুগৃহে।

৩ ঐ, দেবি যার বলাপ্রাপ্ত।

২ জা বি প,—গ, পরপ্রোক্তা ভবিষ্যতি।

৪ র প, ব্রত পাঠ; জা বি প, তৎ।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সৰ্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-  
লকগ্রহে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধারায়ত্ত্বৈ সপ্তদশ উল্লাসঃ ॥ ১৭ ॥

॥ সমাপ্তোহিহ্নঃ গ্রন্থঃ ॥

সপাদলকমোকবিশিষ্ট নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য সৰ্বাগমোত্তমোত্তম  
শ্রীকুলার্ণবত্ত্বৈ পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধারায়ত্ত্বৈ সপ্তদশ উল্লাস সমাপ্ত । ১৭  
গ্রন্থ সমাপ্ত ।

---



শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
অক্ষরীময়	৩৯০-৯১	অর্ধচন্দ্রমণ্ডল	১৪৫
অকডমচক্র	৫৮৫	অর্ধনারীশ্বর	১১২
অকুলশক্তি	১৭১, ৪০৯	অন্নবোচাভাস	৯০, ৯১
অকুলাটক	২৪৪	অন্তকৃত্ত্ব	১৭৭
অক্ষত	৪৪৪	অঐ অবহা	২০৫
অক্ষমালা	৫৭৩, ৪০৪	অঐপাশ	২১, ২২০, ৩২৪, ৩২৯
অক্ষমালিকা,=ব্যাখ্যা	৪৪১	অঐ তৈরব	২৫২
অগ্নিবীজ	৩৭১	অঐমাতৃকা	২৫২, ৪২২
অজ্ঞান	৫	অঐ সাংখ্যিকভাব	২০৪
অঐততত্ত্ব	২৭	অঐসিকি	৮২, ২০৬, ৪৪২
অনবহ উল্লাস	২০৬	অঐক পূজা	৮৪
অনবহা	২০৩	অঐক প্রণাম	১৭৬
অনাহতচক্র	৩০১	অঐক অর্ধ্য	৪৪৯
অনুগ্রহকলা	১৫০	অঐক বোগ	৩২৮
অনুগ্রহশুক	৩০৭	অহস্তা	১৮২
অনুগ্রহবটক	২৬১	আগম	২৭, ৬৩
অন্তঃকরণ	৯৩	আগম,-ব্যাখ্যা	৪৭৯
অন্তঃকরণচতুর্কর	৩০৩	আগমাস্ত	১৮৪
অন্তঃযোগ্য	৩৪৬	আগ্নেয় বর্ষ	৪২৯
অপরাশক্তি	১৬৯	আগ্নেয় মন্ত্র	৪১০
অপরোক্ষ জ্ঞান	২৪	আচমনীয়	৪৪৮
অবশুষ্ঠন ( পারিভাষিক )	৪৪৭	আচার	৩০, ১০৪
অবশুত ( ব্যাখ্যা )	৪৩৫	আচার,-ব্যাখ্যা	৪৪০
অবহা	৯৩	আচার্য	২৬, ৭০, ১৪১, ৩৪১
অবিত্রা	৫	আচার্য,-ব্যাখ্যা	৪৩২
অভিবেক ২০৯, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৮০, ৪২২		আজ্ঞাচক্র	৩৩১
অভিবেক,-ব্যাখ্যা	৪৪০	আণবয়ল	২, ২৮৯, ৩২৫
অমৃত,-ব্যাখ্যা	৪৪৩	আত্মজ্ঞান	২০
অমৃতীকরণ	৪৪৭	আত্মতত্ত্ব	১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ৩২৩-২৪
অমৃতেশীময়	১৫২, ১৫৩	আত্মসুখি	১৪৩
অমিয়	৩৮০-৩৮৬	আত্মা	৭, ২৭, ৮৩, ১৮০
অর্চন,-ব্যাখ্যা	৪৪৩	আদিযোগ্য	৩৪৫
অর্চনা	২১৫	আত্মাশক্তি	৯

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
আধার,-ব্যাখ্যা	৪৫৬	কম্বট	৮৯
আধারশক্তি	৯০	কর্মোজ্জিন্ন	৯০
আন্তরপূজা	৪০৮	কর্মোগ্রনেশ	৩৪৬
আপ্যায়ন	৩৮১	কলশ,-ব্যাখ্যা	৪৪১
আবাহন	৪৪৭	কলা	৪০৯
আমোদ,-ব্যাখ্যা	৪৪৪	কলাদীক্ষা	৩৪৮=৪৯; ৩৫০-৫১
আম্বার	৩১, ২৪০; ২৭৯	কলাবতী দীক্ষা	৩৪৮, ৩৫০
আম্বার,-ব্যাখ্যা	৪০৯	কলাব্যাপ্তি	৩৫১
আরাধ্য,-ব্যাখ্যা	৪০০	কাকিনী	২৬১=৬২
আগন	৩২৮	কামরাজ	১৭৭
ইচ্ছাশক্তি	৩২৫	কামরাজকুট	৩৯০
ইড়া	৩৭০=৭১; ৪১০	কাম্যকর্ম	৩৯২
ইন্ডরলিক	৩২৫	কাম্যপূজা	৪০৭
ইতিহাস,-ব্যাখ্যা	৪০৮	কার্যমল	২; ২৮৯, ৩২৫
ইন্দ্রা	১৮২	কাল	৮
ইজ্জিন্ন	১৭	কুণ্ডলিনী	১৮১, ২৮৫, ৩২৯
ইষ্টকবালী	১৬	কুমারী	২৪০=৪২
উচ্ছিক্টভরব	১৯১	কুমারীপূজা	২৪১-২৪০
উচ্ছিক্টমাতঙ্গীর ধ্যান	১৭৪	কুন্তক	৩৭০-৭১
উত্তীরানবদ	৩২০-২৭	কুল	২; ৩৪-৩৫, ৪৭, ৪০৬
উত্তরদেহ	১০	কুলকুণ্ডলিনী	৪০১
উৎসান	৪৭	কুলজান	৩৪; ৩৯-৪০; ৪২; ৪৬, ৪৮, ৫২, ৬০
উন্নয়	২০৩, ২০৬	কুলভদ্র	১২৯
উন্নয়ীভাব	২০	কুলদৈনিক	২৬৮, ৪১১
উপদেশ,-ব্যাখ্যা	৪৪৪	কুলদ্রব্য	১২৯, ২০২
উপহার (পারিজাতিক)	৪৪৬	কুলদর্ম	৩০, ৩২; ৩৫-৩৯, ৪১-৫০, ৫২-৫৪;
উপাশক্তি	৪৪৬		৫৩=৫৭; ১৮৮, ২২৮, ২৮২
উপাসন	১৭৫, ১৮৭, ৪১০	কুলপূজা	২৫৭=৫৮, ২৬৫, ২৮৮
উপহার	৩১	কুলদ্রব্য	২৭৬
কপিধনিচক্র	৩৬৬	কুলমত	৩, ৩৬, ৫২, ১০০
কলীমহ	৩৪০=৪১	কুলমহ	৮৭
ক	২১৭-১৮	কুলমার্গ	৫৭, ২২২, ২৪৩
কথোত্তর	৪১১	কুলবোধী	২২১-২২; ২২৪-২৫, ২২৭, ২৩২;
কল্লিপুত্র	৩৬৭		২৭৫
কবচ	৩৭২	কুলশক্তি	১৭১, ৪৪৪

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
ক্লাকুলচক	৩৯২	পোড়ী	১২০
ক্লাচান	৩৫, ১০৫	ঐহিভেন	৩৭৮
ক্লাঠক	২৪৪	চক্র	২৪০
কুট	৩৯৩	চক্রপুজা	১৪১, ২৩২, ২৪৮, ৩৬০, ৪০০
কর্মচক্র	৪০২	চতুঃশীর্ষ	২৪৬
কৈলাস	১	চতুঃস্রমগুল	১৪৫
কৌল	৩৫, ৪৭, ২৭২, -ব্যাখ্যা ৪৩৯	চতুর্বিধ গুরুসেবা	২৯৭
কৌলধর্ম	৩৮, ২৭২, ২৮২	চতুর্বিধ মুক্তি	৮২, ১২৩
কৌলমার্গ	১০৪	চতুর্বিধ শরীর	৫
কৌলসাধক	২০৯	চতুঃকলা	৪৪৩
কৌলাচার	৩৩-৩৪, ৪১, ১৩৪, ১৩৬, ১৮২	চন্দনগুরু	৩০৭
কৌলিক	৩৫, ৪৭, ১৩০, ১৩৭, ২২৭-২৮ ২৫৭, ২৭১, ৩৫৬, ৪১১, ৪৩৬, ৪৪২-৫০	চন্দ্রগুরু	৩০৭
কৌলিকদের মহাপাতক	২৭৬	চরণ,-ব্যাখ্যা	৪৪৮
কৌলিক দীক্ষা	৩৫৪	চন্দ্র,-ব্যাখ্যা	৪৪৬
ক্রমমত	৩, ১২০	চন্দ্রক	১৭৫, ১৭৮
ক্রিয়াদীক্ষা	৩৪৮, ৩৫৬	চৌষটি বোণিনী	৩২
ক্রিয়াপ্রতি	৩২৫	হারানিধিগুরু	৩৩৭
কুরকর্ম	৪১৩, ৪২৮	জবন	৩৮০
কৌণিকগুরু	৩৩৮	জপ	২১২, ৩০০, ৩৩২, ৩৭৪, -ত্রিবিধ ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৯৬,-ব্যাখ্যা ৪৩৭
কোজপাল	৪৪৯	জাতসূচক	৩৭৬, ৪০৪
যেচরীমুজা	৩২৬	জালজরবন্ধ	৩২৭
গণ্ডবাতিযেক	৩৫৪	জীব	৪, ৫, ২, ১০, ১৩, ১৫, ২১, ৩০, ৫৭, ৭৪, ৮৫, ১২০
গন্ধ,-ব্যাখ্যা	৪৪৪	জীবদেহে শীর্ষ	১৩৭-৩৮
গন্ধাঠক	৪০৭	জীবন	৩৮০
গণ	৪০	জীবমুক্ত	২১৫, ৪২৬
গুণি	৩৮১	জীবাশ্মা	৭, ১৮০, ২১৩
গুরু	১, ২৬-২৭, ৪২, ৬৮, ৮২-৮৩, ১৪১, ১৭৮-৭৯, ১৯৮, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৯-৩০, ২৪৫- ৩৭, ২৯২, ৩০২-০৫, ৩০৭-০৮, ৩১৬, ৩১৩, ৩১৯-২২, ৩২৩-২৫, ৩২৮, ৩৩০-৩৪, ৩৩৮- ৩৬, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫২-৫৪, ৩৬০, ৩৬২, ৩৮০, ৪১০,-ব্যাখ্যা ৪৩২	জ্ঞানশক্তি	৩২৫
গুরুজীব	২১৪	জ্ঞানেন্দ্রিয়	২৩
গুরুপণ্ডিত	১৬৬, ১৪৪	কোণঠচতুর্দশ	৩০৮
		ভাকিমা	৪৭, ২৩২
		ভাকিনী-আদি দেবীরা	২৩১
		ভাষ্য	২৪, ৩০, ৩৪৮
		ভাষ্যতত্ত্ব	৩২৩-২৪



শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
তত্ত্বজ্ঞান	২০-২১, ২৫, ২৮, ১৬২	দীক্ষা	৩৪১, ত্রিবিধ ৩৪৭
তত্ত্বজ্ঞেয়	২২৮, ২৮৩, ৪১০, -ব্যাখ্যা ৪৪৫	-সমুদ্রবিধ ৩৪৯, -দ্বিবিধ ৩৫৬, ৩৫৭-৬০	
তপস্বী, -ব্যাখ্যা	৪৩৫	-ব্যাখ্যা ৪৪০	
তরুণোন্নাস	১৮৭	দীক্ষাশুক্র	২৬
তর্পণ	৮৭, ৩৮১, -ব্যাখ্যা ৪৪৪	দীপ -পারিতোষিক অর্থ	৪০১
তাড়ন	৩৮০	-ব্যাখ্যা ৪৪৫	
তাপজ্ঞেয়	২৯	দীপন	৩৮১
তামসধ্যান	৪২৪	দীপনীয়ম্	১৫০
তিরোধানকলা	১১০	দীপহান	৪০১
তীব্র দীক্ষা	৩১৩	দীর্ঘজ্ঞেয়	৯১
তীব্রতরা দীক্ষা	৩৫৩	দ্বীতীয়াগ	২৫৬
ত্যাগী	২২৪	দৃগ্ দীক্ষা	৩৪৭, ৩৫২
ত্রি-অন্ন	৪২৭	দেব, -ব্যাখ্যা	৪৩৪
ত্রিক	২৫৭	দেবভাণ্ডজি	১৪৪
ত্রিকটু	৪২৭	দেশিক, -ব্যাখ্যা	৪৩৩
ত্রিকটুক	১১৯	দেহজ্ঞেয়	১৭৫
ত্রিকমত	৩	দেহদাহন	৩৭১
ত্রিকলা	৪৪৩	দেহশোধন	৩৭১
ত্রিবিধ উপদেশ	৩৪৬	দ্রব্যভুজি	১৪৪
ত্রিবিধ কপ	৩৭৫	দ্রব্যসীকার	১৮২
ত্রিবিধ পান	১৮৩	ধনীয়ম্	৩৯০
ত্রিবিধ শরীর	৫	ধর্মপ্রদা কলা	১৪৮
ত্রিবিধ সুরা	১২২	ধাতুবাতিশুক্র	৩০৭
ত্রিলোহ	৪২৩	ধারণযন্ত্র	৪০৭, ৪২৩
ত্র্যশ্রমশুল	১৪৫	ধূপ-ব্যাখ্যা	৪৪৪
দক্ষিণাচার	৩৩, ৩৫	ধ্যান	৮৫, ১২৯, ২১৪-১৫, ২১৮-১৯,
দর্পণশুক্র	৩৩৭		৪১৬-১৮, ৪৩৭, -দ্বিবিধ ২১১-১২
দর্শক	৩৩৭-৩৮	দক্ষিণচক্র	৩৮৬-৮৭
দশপ্রকার ভূতলিপি	৮৮-৮৯	দব কুমারী	২৪২
দশ বায়ু	৯৪	দব মিথুন	২৪৭
দশমুদ্রা	১১২	দব যুবতী	২৪৩
দশ সংস্কার	৫৮০-৮১	নভোমুদ্রা	৫২৬-২৭
দিব্যক্ষেত্র	৭৭	নরতত্ত্ব	৩২৩
দিব্যপান	১৮৩, ৪১০	নাদ	২১৮-১৯
দিব্যোষ শুক্রপঙক্তি	১৫৪-৫৫	নাদনিধিশুক্র	৩৮৮

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ	
নিত্যপূজা	২৬৫, ৪০৭	পরমজ্ঞান	২৪, ২১৫	
নিবৃত্তিকলা	৩৫০	পরমশিব	১, ৮৩	
নিয়ম (যোগাজ)	২১৬-১৭	পরমোষ্ঠিগুরু	২৩৮, ৩০৫	
নিরাকার ধ্যান	২১১	পরমৌকরণ	৪৪৮	
নির্বাণসংজ্ঞিকা দীক্ষা	৩৪৯	পরযোগী	১৯৯	
নৈবেদ্য-ব্যাখ্যা	৪৪৫	পরশক্তি	১৬৯	
নৈমিত্তিক পূজা	২৬৫, ৪০৭	পরশগুরু	৩৩৭	
শ্রাস	৮৫, ১৯৯, ৩৭২, -ব্যাখ্যা	৪৪১	পরশিব	১৩৯, ৩১৯, ৩৪২
শ্রাসের উদ্দেশ্য	২৪৮	পরানন্দ	১	
পঞ্চ অবস্থা	৩২৩	পরাপরগুরু	৩০৫	
পঞ্চ কঙ্ক	২১	পর্যাক্ষ	৩২৯	
পঞ্চ কলা	৩৫০	পর্যাবিষ্টা	২৮	
পঞ্চক্রতু	২	পর্যাহতা	১৮২	
পঞ্চক্লেশ	২১	পর্যাক্তজ্ঞান	২৩, ২৪	
পঞ্চগব্য	৩৫৪	পশু	৪, ২১, ৭৬, ২২২, ৩২৯, ৩৩৬	
পঞ্চতন্ত্র	১০৩	পশুপান	১৩৪, ৪১০	
পঞ্চতন্ত্রাঙ্ক	৯৩	পশুপূজা	২৩৭	
পঞ্চদ্রব্য	৪০৫	পশুস্তী ব্যাক্ত	৩২৩	
পঞ্চপর্ব	৩০৭	পাঞ্জ-ব্যাখ্যা	৪৪৩	
পঞ্চপাঞ্জ	১৪৫	পাঙ্কজা	২৮৬, -ব্যাখ্যা ৪৩৭	
পঞ্চপুন্স	৪০৮	পান, -ব্যাখ্যা	৪৪৬	
পঞ্চবিধ গুরুপত্নী	২৭৩	পারম্পর্য, -ব্যাখ্যা	৪৫৯	
পঞ্চবিধ মল	২৮৮	পাশ	২১	
পঞ্চভূত	৯৩	পিন্ধলা	৩৭০, ৪১৩	
পঞ্চমকার	২৩৭	পীঠ	১৩৮, ২৭৮, -(পারিতোষিক) ৪০১	
পঞ্চমতন্ত্রশোভনমন্ত্র	১৭১	পীঠমন্ত্র	৯০	
পঞ্চ মহাক্লেশ	৩২৬	পুজিকা দীক্ষা	৩৪৯	
পঞ্চমুদ্রা	১৩৩	পুরুষরূপ	৩৬২, ৪৪৬, -ব্যাখ্যা ৪৪৬	
পঞ্চভক্তি	১৪৩, ৪০৪	পূরণ, -ব্যাখ্যা	৪৩৮	
পঞ্চাঙ্গ উপাসনা	৩৬২, ৪৪৬	পুরুষ	২১, ৩৮	
পঞ্চাঙ্গ প্রণাম	১৭৬	পুরুষতন্ত্র	১৭৭	
পঞ্চাঙ্গত	৩৫৫	পুরুষার্থ	৬	
পঞ্চাঙ্গার	৩১, ৬৩	পুন্স, -ব্যাখ্যা	৪৪৪	
পরতন্ত্র	৩৫২	পূজা	৮৩, ১৯৯; ২৪৮, -ব্যাখ্যা ৪৪৩	
পরমগুরু	২৩৮, ৩০৫, ৩২৬-২৭, ৩২৮-২৯	পূজাব্যয়	৪০৫-৩৮	

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
পুষ্কাসান	১৫৬	বাঁহুবীজ	৩৭০-৭১
পুষ্ক	৩৭০-৭১	বালা	১৭৮, ২৮২
পূর্ব-অচাৰ্য্য দীক্ষা	৩৪২	বাসনা	১৩৬, ২৮৩, ৩২৬, ৪০৬
পুৰীভিষেক	১৪০, ১৮৪, ৩৩৮-৩৯	বিস্তার	৮৮
পৈঞ্জী	১১৯	বিচারশুদ্ধ	৩৩৭
প্রকৃতি	২১	বিদ্যা	২৮, ৪০৩
প্রকালন ( পারিভাসিক )	৪৪৯	বিদ্যাকলা	৩৫০-৫১
প্রশ্নক	৩০৫	বিদ্যাতত্ত্ব	১৭৭, ৩২৩-২৪
প্রতিষ্ঠাকলা	৩৫১	বিদ্যু	১৪২-৫০
প্রশংসাস	২৫	বিষেক	২৮
প্রজ্ঞা-ব্যাখ্যা	৪৩৪	বিমলীকরণ	৩৮১
প্রসাদ-ব্যাখ্যা	৪৪৬	বিদ্যুক্রান্ত	৪৪৮
প্রাণায়াম	৩৭০,-অগস্ত ও সগর্ভ ৩৭১-৭২,	বিদ্যুগ্রহি	৩৭৮
প্রেরক	৩৩৭-৩৮	বায়	২৫; ১৩০-৩৪, ২০০, ২৩০,
প্রোক্ষণ	১৪৪, ১৪৭		২৫০,-ব্যাখ্যা ৪৩৬
প্রোক্ষাত	১২৮	বায়পান	৪১০
প্রোক্ষোক্তাস	১৮৪, ১৮৭	বায়শক্তি	১৩৯
প্রাবন	৩৭১	বেদ,-ব্যাখ্যা	৪৩৮
বজ্রপঞ্জরনামক ত্রাস	১১৪	বেদোচারণ	৩৩
বহুক	১০২	বেদদীক্ষা	৩২৪, ৩৪৭-৪৮, ৩৫৩, ৩৫৬
বর্ণদীক্ষা	৩৪৮-৪৯	বৈধরী	৩২৩
বর্ণময়ী দীক্ষা	৩৪৮, ৩৫০	বৈধবাসারণ	৩৩
বর্ণময়ী মালা	৩০০	বোধক	৩৪৭-৩৯
বলি,-ব্যাখ্যা	৪৪৫	বোধন	৩৮০
বাক্তত্বভূমি	৩২৩	ব্যাপকগ্রাস	২৫
বাণ দীক্ষা	৩৪৮-৪৯, ৩৫২	ব্যাপকবর্ষ	২৪, ১৪৮, ৩৫৫, ৪২৯
বাণ্ডভব কুট	৩২৩	ব্যোমপঙ্কজ	১৩৮
বাচিকী দীক্ষা	৩৪৮	ব্রহ্ম	৭, ২৭, ৮৩, ১৩১, ১৫৫, ১৮০, ২০৭,
বাণ্ডভব	২৮৫		২১২, ২১৪, ২২১
বাণ্ডভব	২৮৫-৮৬	ব্রহ্মজ্ঞান	২০, ২৭-২৮, ২২৪
বাতক	৩৩৭-৩৮	ব্রহ্মধ্যান	২৬৫
বাণলিঙ্গ	৩২৫	ব্রাহ্মবিবাহ	১৩৯
বাণ্ডভব	৩৮৫-৮৬	ভক্ত,-ব্যাখ্যা	৪৪৬
বাহ	৩৪	ভক্তি	৪০, ৪৫, ২৮২-২০, ২১২-২৪, ২২৮,
বাণ্ডভব	৩৩১-৩৪		৩৪৫, ৩৪৫

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
ভট্টরিক,-ব্যাখ্যা	৪৩৪	মহাপদ্ম	৩০৮
ভূতলিপি	৮৮, ৩৬৫	মহাবোদাতাস	৯১, ১১৩
ভূপুং	৪২০	মহেশ্বর,-ব্যাখ্যা	৪৩০
ভৈরব	১৩১; ১৬০; ১৮৪, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩, ১৯৬-৯৭, ২২২, ২৫৯	মাংস,-ব্যাখ্যা	৪৪৩
ভৈরবী চক্র	১২৮, ২০৬, ২০৮, ২১৬	মাংসশোধনমন্ত্র	১৫০
ভোগপাত্র	১৩৯, ২৩৮	মাংসাশী	১৩৮
ভৌতিক	৩৯১	মাতৃকা	৮৮
মণিপুংরচক	৩০১	মাতৃকাতাস	১১০
মণ্ডল	১৪৪-৪৫, ৪০৭,-ব্যাখ্যা ৪৪১	মাতৃকাবর্ণ	৩৬৬
মংগাশী	১৩৮	মানবোষ গুরুপঙ্ক্তি	১৫৪-৫৫, ৪১১
মন্ত	৫৮; ৬০; ১৭৮, ১৮১, ১৮৩, ১৮৯, -ব্যাখ্যা ৪৪২	মানসলীকা	৫২৪, ৩৪৭, ৩৪৯
মন্ত,-একাদশ প্রকার	৫৮	মায়	২১
মন্তশোধনমন্ত্র	১৫০	মায়াতত্ত্ব	১৭৭
মন্ত্ররাজ	৪২৪	মারীয়া মল	৩, ২৮৯, ৩২৫
মধ্যমা	৩২৩	মালামন্ত্র	৩৬৪
মধ্যযোগ	৩৪৫	মালিনী	১৭৮
মনের চার অবস্থা	৩৬০	মিথুনপুকা	২৪৬
মনোদীপিকা	৩২৪, ৩৪৭	মুক্তি	৩, ৭, ১৩, ১৬, ১৮, ২৬, ২৮, ৩০, ৪২, ৪৪, ৭৮, ৮২-৮৩, -১৯৯, ২৩৩, ৩৩৫-৩৬, ৩৪১-৪২, ৩৫৬
মন্ত্র	২৬, ৬৫-৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৮-৭৯, ৮২, ৮৬, ৯১, ৯৬, ১৪৭, ১৮২, ২১৫, ২১৯, ২৪৫, ২৪৯, ২৮০, ২৮৯, ২৯৪-২৫, ৩২১, ৩২২-৩০, ৩৩৩, ৩৪২-৪৩, ৩৬৬-৬৭, ৩৭৭, ৪০৩, ৪০৬, -ব্যাখ্যা ৪৪১	মুদ্রা	৩২৬, ৪১২; -ব্যাখ্যা ৪৪১
মন্ত্রচৈতন্য	৩৩০, ৩৭৬-৭৭, ৪০৩	মুদ্রাশোধনমন্ত্র	১৫১
মন্ত্রভাস	১০১, ১০৪	মুদ্রিতাস	১০১
মন্ত্রপুঞ্জি	১৪৩	মুলাধার	৩৪, ২৮৭, ৩২২-৩০, ৩৭০, ৩৭৭
মন্ত্রাঙ্ক	৪০২	মুলাধারচক্র	৩৩১
মন্ত্রার্থ	৩৭৬-৭৭	মুদ্রাসুতক	৩৭৬, ৪০৪
মন্ত্রের বড়ক	৪৬	মুদ্রা	১১-১৩
মল	৩, ২৮৮-৮৯, ৩২৫	মৈথুন	১৩৩, ২৪৮
মল,-ত্রিবিধ	২, ২৮৬, ৩২৫	মৌক	৩, ৫-৬, ১৪, ২০-২১, ২৩, ২৮, ৩৭-৩৮, ৪২, ৬৭, ৭৪-৭৫, ৮২, ১৩১, ১৮৫, ৩৫৮, ৩৬২-৬৩, ৩৭৪
মহাপদ্মনবন	১৩৮	মৌকলীপ,-ব্যাখ্যা	৪৪৫
মহাপুত্রা	৩২৬-২৭	মন্ত্র	১৪৮, ২৫৭, ৩২৭-২৮, ৪০৫-০৬, ৪২১; -ব্যাখ্যা ৪৪২
		মন্ত্র (যোগাঙ্গ)	২১৬

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
যোগ	৩৯, ২০০, ২১১, ২১৬, ৩২৮	শিক্ষক	৩৩৭-৩৮
যোগ ( বিহ্বাদি )	৪০১	শিব	১, ৪, ৫, ৩৮-৩৯, ৪২, ৪৭, ৫০, ৬৬, ৭০, ৭২, ৮৩, ৮৫, ১২৫, ১৩১, ১৫২, ২০৩-০৪, ২২০, ২৪৮, ২৯২, ২৯৫, ৩১৭-২০, ৩২৫, ৩২৭, ৩৪৭, ৩৫২-৫৩, ৩৫৭-৫৮, ৩৯৪, ৪৩৬
যোগনাড়ী	৩৭০	শিবতত্ত্ব	১৭৫, ১৭৭-৭৯, ৩২৩-২৪
যোগিনী	৪২, ২৫০, ২৫৭, ২৫৯, -ব্যাখ্যা ৪৩৭	শিবের পঞ্চমুখ	৩১, ৬৪, ২৪০
যোগী	১৯-২০, ৩৪, ৩৮, ৪৮, ৭০, ২১২-১৪, ২১৯-২১, ২২৫-২৬, ২৩৫, ৩২১, -ব্যাখ্যা ৪৩৫	শিষ্ট	৩২, ৪২, ১৪১, ১৭৬, ১৭৮-৭৯, ২৬৮, ২৭২, ২৯৫-২৯৮, ৩০০-০৫, ৩১০, ৩১৩, ৩৩১-৩২, ৩৪২-৪৫, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫২-৫৪, ৩৫৭, ৩৬০, -ব্যাখ্যা ৪৩৬
যোনিমুদ্রা	৩২৯-৩০, ৪৩৪-৩৫	শিষ্ট ( বর্জনীয় )	৩১০-১৩
যোনিবোদ্ধাস	১৮৭	সুদ্রতত্ত্ব	১৭৮
রজকী ( শক্তি )	১৭০	সুদ্রাসুদ্রতত্ত্ব	১৭৭
রাজসিক ধ্যান	৪১৮-২০	সুভাগম পঞ্চক	৪১
রাশিচক্র	৩৮৮-৮৯	শেখিকামন্ত্র	১৭৪
রেচক	৩৭০-৭১	শৈবাচার	৩৪
লক্ষ্মীর পীঠমন্ত্র	৯০	শ্রীমার পীঠমন্ত্র	৯০
লিঙ্গত্রয়	১৩৭	শ্রেরঃ	১২
শক্তি	৪২, ৪৭, ১৩২, ২০৩, ৩২৫, ৩৪২, ৩৯৪, ৪৩৬	শ্রোত, -ব্যাখ্যা	৪৪০
শক্তি ( সাধনসঙ্গিনী )	১৬৯, ১৭২, ১৯১, ২০০, ২০৯, ২৪৫, ২৬৫-৬৬, ২৭৩, ৩০৪, -ব্যাখ্যা ৪৩৭	স্বপতী	১৭০
শক্তিকূট	৩২৩	যট্ কঙ্ক	২১
শক্তিতত্ত্ব	১৭৭-৭৮, ৩২৩-২৪	যট্ কর্ম	৩৯৯, ৪০০-০১, ৪২৪, ৪২৭
শক্তিপাত	৩৪৫, ৩৪৮	যট্ চক্র	৪১৮
শক্তিশোধন	২০৯, ৪০৯	যট্ ত্রিশেস্তত্ত্ব	১৭৬, ৩২৭
শব্দত্রয়	২৭, ২৮	যড়্ গুণ	২৯১
শক্তি, -ব্যাখ্যা	৪৩৯	যড়্ দর্শন	২১, ৫০, ৫১
শাস্তপীঠ	২৭৮	যড়্ দীর্ঘ	৯০, ৪১৮
শাস্তাভিষেক	১৪০, ৩৩৮	যড়্ দ্রাশ	৪০২
শাস্ত্রী দীক্ষা	২৮৭-৮৮	যড়্ ধ্বা	৩২১, ৩৫২
শাস্তিকর্ম	৪৭৪, ৪০১, ৪১৩, ৪১৮, ৪২৮	যড়াধার	১৩৭, ৩২১, ৪১৮
শাস্তিকলা	৩৫০-৫১	যড়াধারের অধিষ্ঠাত্রী	৪১৯
শাস্ত্রাতীতা কলা	৩৫০-৫১	যড়্ বিধ বেধ	৩২২
শাস্ত্রবী দীক্ষা	৩৫২	যোড়শনান	১২৮
শাস্ত্রবী মুদ্রা	২০৩		
শাস্ত্র-ব্যাখ্যা	৪৩৮		

# শব্দসূচী

৪৬১

শব্দ	পৃঃ	শব্দ	পৃঃ
বোড়শাধার	৩২২	সিদ্ধান্তাচার	৫২-৫৫
বোড়ান্যাস	৯০-৯১	সিদ্ধান্তিব্যেক	৩৫৫
সংঘরী,-ব্যাখ্যা	৪৩৫	সিদ্ধোদয় গুরুপণ্ডিত	১৫৪-৫৫, ৪১১
সংসার	১৫-১৬	সুধাপান	১৮
সকলীকরণ	১৪৪, ৪৪৭	সুরা	৫৮-৬০, ১২১-২২,-ব্যাখ্যা ৪৪২
সক	১৪-১৫	সুলক্ষণা শক্তি	১৬৯, ১৭১
সংশ্লিষ্ট ( লক্ষণ )	৩.৪-১৬	সুস্মা	৩৭০
সদগুরু ( লক্ষণ )	৩১৬-১৮	সুসিদ্ধমন্ত	৩৮৩-৮৪, ৩৮৬
সদাশিব	২১, ১৭৭, ২১৯-২০, ৩২০, ৩৫২	সূচক	৩৩৭-৩৮
সজ্জিবর্ণ	৩৬৫	সূক্ষ্ম শরীর	৫
সঙ্কাকর	৩২১	সূর্যকান্ত গুরু	৩৩৮
সঙ্ক্যা	৮৭, ২০২	সূতিকলা	১৪৮
সম্মিধাপন	৪৪৭	সেবক	৩৮৫-৮৬
সপ্ত আচার	৩৩	সৌম্যকলা	১৪৭
সপ্ত উল্লাস	১৭৫, ১৮৭	সৌম্যমন্ত	৪১৩
সপ্তবিধা দীক্ষা	৩৪৯	সৌরকলা	১৪৮
সময়	৩৬	হানগুজি	১৪৩
সময়ার্থ্য দীক্ষা	৩৪৯	হাপন	৪৪৭
সময়চার	৪১-৪২, ১৩৫, ২৮৩	স্পর্শদীক্ষা	৩৪৭, ৩৫১
সমাধি	১৯৯, ২০৯, ২১২-১৩, ২১৫	স্বয়ত্ত্বলিঙ্গ	১৮১, ২৮৫, ৩২৫, ৩২৯
সম্প্রদায়	২৪০,-ব্যাখ্যা ৪৩৯	স্বরস	১৮০
সর্বতত্ত্ব	৩-৩২৪	স্বশক্তি	১৬৯
সহজশক্তি	৪০৯	স্বতি,-ব্যাখ্যা	৪০৮
সহজা	১৭১	সাত্ত্বিক ধ্যান	৪১৫, ৪১৮
সহজাবস্থা	২১৮	স্তোত্র,-ব্যাখ্যা	৪৩৭
সহস্রার	১, ১৩৮, ৩২৯	স্বাধিষ্ঠানচক্র	৩৩১
সাকার ধ্যান	২১১	স্বস্ত্যয়ন	৪১৩
সাধক,-ব্যাখ্যা	৪৩৬	স্বামী,-ব্যাখ্যা	৪৩৩
সাধিকা দীক্ষা	৩৪৯	হোম	১২৯, ২১৯, ২৩১, ৩৩৫, ৩৪৫, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৬, ৪১৪, ৪১৬, ৪২৩, ৪২৫-২৮
সাধ্যমন্ত	৩৮৩-৮৪, ৩৮৬		
সিদ্ধক্ষেত্র	৭৭		
সিদ্ধমন্ত	৩৮৩-৮৪, ৩৮৬, ৪১২		

## সংযোজন ও বর্জন

পৃঃ	পঙ্ক্তি	কোন পঙ্ক্তি বা শব্দের পর	সংযোজন	বর্জন
৫	১৭	১৬	অগ্নিতে যেমন বিস্মুলিঙ্গসমূহ তেমনি শিবে জীবগণ। তারা অনাদি কর্মজাত সর্বাদি উগ্মাধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মুচ্যতা মানুষেরা নিজ নিজ সুখদুঃখজনক পুণ্যপাপের দ্বারা মিয়ন্ত্রিত হয়ে সেই সেই জাতির (অর্থাৎ যার যার কর্ম- ফলানুসারে মনুষ্যত্ব গোট ইত্যাদি ধর্মযুক্ত জীবজন্তুর) দেহ আয়ু এবং ভোগ নিয়ে বার বার জন্মলাভ করে। গিয়ে, জীবের সুস্থ বা লিঙ্গ- শরীর মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত অক্ষর থাকে। ১-১১	
১৪	৬	ফল	পরলোকে	
২৫	৩০	২৯	ওগো বীরবল্লভা, বেদাধ্যয়নে মুক্তি মিলে না ; শাস্ত্রপাঠেও নয়। একমাত্র জ্ঞানেই মুক্তি মিলে ; এর অন্তথা হয় না। ১০৫	
৪০	৩৩	৩২	৯ তা বি গ,-খ, ঘ,	
৬৪	২৯	২৮	১	
	৩০	২৯	২	
৮৪	৮	সুখ নেই	অষ্টোক্ত পূজার বাড়ী পূজা নেই। মোক্ষের বাড়ী ফল নেই।	
১০৬	১১	ঈ		৮
১০২	৩০	২৯	৯	
১০৪	২০	ঈঃ		৮,

পূ: গঙ্ক্তি কোন গঙ্ক্তি  
বিশেষের পর

সংযোগন

বর্জন

১৪০ ২৭ ক, গ, ঙ,

-ধৃত পাঠ; তা  
বি গ, এবং  
র গ,

১৫১ ৫ দধাতু তে

১৫২ ১ ঙ্গৈকরসকর করে

১৬১ ১১ সপাদলক্ষ্যে পঞ্চমখণ্ডে উচ্চায়তনে

১৮৯ ১ জী-পুত্র-বন্ধু-  
বান্ধব  
হলেও

দের প্রতি  
যারা

২ অনভিজ্ঞ হলে

২০২ ২৪ ২৩ ১ক তা বি গ,-খ, ঙ এবং র গ,-ধৃত  
পাঠ; তা বি গ, মধুমদালসান্ ।

২০৫ ২৬ শক্লোমি ২ক তা বি গ,-গ, সমাধিনঃ; ঐ,  
-ঘ, সমাধিনা; ঐ,-ঙ, প্রবন্ধা তু  
বিশেষতঃ ।

২১৭ ১১ ধ্যানেন কণমাত্রং

২৪০ ২৮ হসন্তি

নিবসন্তি চ ।

২৪১ ৩০ ২৯ ৫ক তা বি গ,-ঙ এবং র গ,-ধৃত  
পাঠ; তা বি গ, অপেদেকোত্তর-  
বৃদ্ধাৎথবা মনুষ্ম ।

২৫০ ৩১ -ক,

খ

২৭৭ ৭ করে,

যারা বিদ্যাচোর ও গুরুজ্যোহী,

২৮২ ৩২ বাসনাং

তা বি গ,-খ, বাসনঃ ।

২৮৭ ২৭ তা বি গ

; গ, ধৃত পাঠ;  
ঐ, জাতম্  
ইচ্চং; ঐ,-ঘ,  
জানম্ ইচ্চং;  
ঐ;

২৮ গদ্য

ঐ,-গ, দৃষ্টং; ঐ, ঘ, ইচ্চং ।



পৃ:	পঙ্ক্তি	কোন পঙ্ক্তি বা শব্দের পর	সংযোজন	বর্জন
২৯৩	২৯	ধৃত পাঠ	তা বি গ, মহাপাতকজানি।	
৩০৭	২২	শিষ্য		৩০০০
৩১৬	২৪	তা বি গ,-	ঙ,	
৩২১	২৯	ম্নিকৃন্তয়েৎ । ৪	তা বি গ,-ঙ,	
৩৩৪	২৫	তা বি গ,—	ঙ,	
৩৬৯	২৭	তা বি গ,—	খ,	
৪১১	২৫	পুষ্পসঙ্কোচ,	ওষত্রয়	
৪৩৪	৩১	৩০	ঙ	
৪৩৯	২৫	তা বি গ,—	ঙ,	
৪৪৭	২৯	তা বি গ,—	ঙ,	

## সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	হয়	হয়।”
৬	২৯	বন্দা।	বন্দা।
১৩	১১	জ্যৈষ্ঠ	চিনাজ্যৈষ্ঠ
১৮	১৮	জ্ঞান বিশেষ	জ্ঞানবিশেষ
২০	২৯	শীতবাতাতাপ	শীতবাতাতপ
২১	৫	ষড়্দর্শন	ষড়্দর্শন
২২	২৪	গ্না	মগ্না
২৬	৮	তন্ত্রশাস্ত্র	তন্ত্রশাস্ত্র
২৮	১	নিত্যানিত্যবস্তুবিচার বোধ। নিত্যাত্যবস্তুবিচারবোধ।	
৩০	২১	শ্রীকৃষ্ণবতন্ত্রের	শ্রীকৃষ্ণবতন্ত্রের
		জীবস্থিতি কখন	জীবস্থিতিকখন
৩১	১৯	পশ্চিমায়	পশ্চিমায়,
৩২	৮	ব্রহ্মাবাদিনী	ব্রহ্মবাদিনী
		কৃষ্ণপিজলা,	কৃষ্ণপিজলা,
৩৫	১৮	কৌলচার	কৌলাচার
৩৬	১৩	সময়মত,	সময়—মত,
৩৭	৩৩	বিদ্যা।	বিদ্যাভ্যাসেন।
৩৮	১৪	শ্রায় মতে	শ্রায়মতে
৪১	২৯	—গ	—গ,
৪২	১৬	প্রকাশয়েৎ।	প্রকাশয়েৎ।
৪৪	৩	কাজ্জতি।	কাজ্জতি।
	২৮	ভুক্তিং	ভুক্তিং
৪৫	১৭	মৃত্যু	মৃত্যু
৪৭	১	ধার্মিক	ধার্মিক
	২৯	সম্পূর্ণস্ত।	সম্পূর্ণস্ত।
৪৮	১১	বন্দা	বন্দ্যা
৪৯	৫	কাজ্জন্তে	কাজ্জন্তে

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অনুব	শব্দ
৪৯	৬	তজ্যত্যাহো	তাজত্যাহো
	৯	বর্সজ্ঞো	সর্বজ্ঞো
৫০	৪	যদবৎ	যদবৎ
৫১	২৪	তস্মা স্মদাস্মকং	তস্মাস্মদাস্মকং
	২৮	সিদ্ধয়ে গীশ্বরো	সিদ্ধযোগীশ্বরো
	২৯	কোহনুজানীতে ।	কোহনুজানীতে ।
৫২	৯	কর্মহবজ্ঞোহিকো	কর্মবজ্ঞোহিকো
	১৫	তাকে	তাকে
৫৮	১৩	পাপমা	পাপমা
৫৯	৩১	সূর্যদর্শনম চরেৎ	সূর্যদর্শনমাচরেৎ ।
৬০	১৪	জীবাস্থিত্তির	জীবাস্থিত্তির
৬১	১৪	সর্পির্মধুদকম্	সর্পির্মধুদকম্
	২৭	ভুয়ঃ	ভুয়ঃ
৬৩	২৭	শঙ্করী	শঙ্করী
৬৬	১৩	তস্মাস্তাদব	তস্মাস্তদেব
		সিদ্ধিমাশ্বানঃ	সিদ্ধিমাশ্বানঃ
৬৮	১১	নাগৈরুপায়ৈ	নাগৈরুপায়ৈ
	১৮	জানীয়াদুর্জাম্মায়ং	জানীয়াদুর্জাম্মায়ং
	২৭	বিজ্ঞানতি	বিজ্ঞানতি
	৩০	ল্লোকার্থটি	ল্লোকার্থটি
৬৯	৩	নিবিকার	নিবিকার
	৪	বিবজিত	বিবজিত
	৭	পরায়ণ	পরায়ণ
	১৯	যঃ	যঃ
৭০	১২	শবেদ	শবেদ
৭৪	৫	বিবজিত	বিবজিত
	৮	পরার্থান্	পরার্থান্
	২৮	প্যশ্বশাস্ত্রাণি	প্যশ্বশাস্ত্রাণি
৭৫	১০	বাসষ্ঠাদি	বাসষ্ঠাদি
	২৩	দুস্মায়তে	দুস্মায়তে

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অণুদ্র	তদ্র
৭৫	২৬	ভাবছাত	ভবিষ্যতি
৭৮	২১	বাণী ধাতারো	বাণীধাতারো
৭৯	১৬	অর্থ	অর্থ
	৩১	তন্ম স্তম্ভমিমং	তন্ম স্তম্ভমিমং
৯০	২৪	বক্ষমাণেন	বক্ষমাণেন
৯১	২৯	শাসোত্তমোত্তমং	শাসোত্তমোত্তমং
৯২	২৬	বিন্দুবল্লাভা	বিন্দুবল্লাভা
৯৩	২৭	শুভ্রতবচন	শুভ্রতবচন
৯৪	১১	মধীশ্বর	মধীশ্বরঃ
৯৫	৫	ব্যাপকশাস ।	ব্যাপকশাস ।”
	১৬	ভুঃ	ভুঃ
৯৬	৮	সংজ্ঞকম্	সংজ্ঞকম্
	৯	জজ্ঞয়োবিজ্ঞাসেং	জজ্ঞয়োবিজ্ঞাসেং
	১৬	মহাতললোকনিলয়	মহাতললোকনিলয়—
	২১	তলাতললোকনিলয়	তলাতললোকনিলয়—
	২৬	রসাতল-জ্ঞানরহস্য	রসাতললোকনিলয়- জ্ঞানরহস্য।
৯৭	৪	পাতাললোকনিলয়	পাতাললোকনিলয়—
	১৩	ভুবলোক	ভুবলোক
	১৫	ভুবলোকরহস্য	ভুবলোকনিলয়রহস্য
৯৮	১	য বর্গঃ	যবর্গঃ
	৩	য বর্গ	যবর্গ
	৪	জনলোকনিলয় গুপ্ততরা	জনলোকনিলয়গুপ্ততরা
	৯	নিলয়াতিগুহ্যহাকিনী	নিলয়াতিগুহ্যহাকিনী
	১৩	ল	ল
১০০	১৩	বিষ্ণুন্	বিষ্ণুন্
	১৫	সঙ্কল্প পার্থ	সঙ্কল্পপার্থ
	২৬	স্তাস্ত	স্তাস্ত
১০১	শিরোনাম	দ্বিতীয় উল্লাসঃ	চতুর্থ উল্লাসঃ
	৭	ত্রিতাবমূল	ত্রিতাবমূল
	১৯	এক কুটেশ্বর্যম্বা	এককুটেশ্বর্যম্বা

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অঙ্ক	ভঙ্গ
১০৫	২৬	সিদ্ধিমহোজ্জ্বাং	সিদ্ধিমহোজ্জ্বাং
১০৬	৯	ট	চ
	১০	রৌজাম্বাম্বাদেবো	রৌজাম্বাদেবো
	২৫	ঈং সঁ	ঈ সঁ
১০৭	৯	জজ্জাসু	জজ্জাসু
	১৪	মাতৃকাসমাচরেৎ	মাতৃকাসমাচরেৎ
	১৫	জজ্জা	জজ্জা
১০৮	৪	অম্বাদেবো নমঃ	অম্বাদেবো নমঃ
		অম্বাদেবো	অম্বাদেবো
	১২	লঁ	লঁ
	১৮	ঋঁ	ঋঁ
১০৯	২	ঋঁ সঁ	ঋঁ সঁ
	৩	ঋঁ সঁ	ঋঁ সঁ
	১৮	ট	চ
	২৭	কিলকিলীতি	কিলকিলীতি
	২৮	কিলকিলঃ	কিলকিলঃ
		কিলকিলা	কিলকিলা
১১০	৫	ল	ল
	১৩	লঁ ঋঁ	লঁ ঋঁ
	১৪	লঁ ঋঁ	লঁ ঋঁ
	২৬	অঁ :	অঁ :
১১১	৬	অর্জাম্বকা	অর্জাম্বকা
১১৪	২৭	অগ্নিশিখপ্রদাম্বিকা	অগ্নিশিখপ্রদাম্বিকা
১১৭	৬	আখার	পাত্র
	১৯	যোগসিদ্ধি	যোগসিদ্ধি-
১১৯	৭	নিষ্কমাত্র প্রমাণতঃ	নিষ্কমাত্রপ্রমাণতঃ
১২০	২৮	সংমৃজ্য	সংমৃজ্য
১২১	১৫	দ্রাক্ষমাধুকং	দ্রাক্ষমাধুকং
	২১	খাজুঁর	খাজুঁর
১২২	২৩	শতক্রতুফলং	শতক্রতুফলং
	২৪	মধুকজা	মধুকজা

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
১২৪	১২	মাংস	মাংস
	২৫	কুর্ষাদৈক্য	কুর্ষাদৈক্য
১২৭	৮	কুলপূজাং	কুলপূজাং
১২৮	৫	শ্রীচক্রদর্শনম্	শ্রীচক্রদর্শনম্
১২৯	২৫	তা বি গ,-ধৃত	তা বি গ,-ঙ,-ধৃত
১৩০	২৭	তদুভয়	তদুভয়
১৩৪	১৬	কৌলচারে	কৌলাচারে
১৪০	১৫	পূর্ণাভিষেকবিহিতো	পূর্ণাভিষেকসহিতো
১৪১	৭	গুরুপদেশসংযুক্তঃ	গুরুপদেশসংযুক্তঃ
	২৭	পূর্ণাভিষেকসহিতো	পূজাভিষেকবিহিতো
১৪২	১৭	ধাত্বা	ধ্যাত্বা
১৪৩	৩১	বিধানবিং	বিধানবিং
১৪৫	৬	জলঙ্করপীঠ	জালঙ্করপীঠ
	১৯	স্থাপ্যার্চ্যাসবেন	স্থাপ্যার্চ্যাসবেন
১৪৬	১	দুর্গক্লেগন্ধবজ্রিতৈঃ	দুর্গক্লেগন্ধবজ্রিতৈঃ
	২৮	সৌখ্যং	সৌখ্যঞ্চ
১৫০	৮	সদাশিব তত্ত্ব	সদাশিবতত্ত্ব
	১২	নাদান্তুতা	নাদান্তুতা
	২০	নৃষদ্বরসদৃ	নৃষদ্বরসদৃতসদৃ
	২৪	ত্ৰ্যম্বকং	ও ত্ৰ্যম্বকং
১৫১	২	সুরমঃ	সুরমঃ
	৫	দধাতু	দধাতু তে
	১৯	পরে	পরে
	২৪	কৃত্বার্থাং	কৃত্বার্থাং
১৫৩	১৭	ক্লীং	ক্লীং
	২২	মাতৃকা	মাতৃকা,
১৫৪	২৮	পুষ্প কঠৈ	পুষ্পাকঠৈ
	২৯	মন্ত্রৈস্ত চ	মন্ত্রৈস্ত চা
১৫৫	১৫	( ৭১-৭২ স্লোকে বিবৃত )	( ৭০-৭১ স্লোকে বিবৃত )
১৫৭	১১	স্তবের	স্তবের
	১৩	যঃ	যঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অনুব্র	তদ্ধ
১৫৭	১৪	ক্রমদোষতঃ	ক্রমদোষতঃ
	১৯	ঘাটতি	ঘাটতি,
১৫৮	২৯	তা বি গ, এবং	তা বি গ,-ঙ, এবং
১৫৯	৯	ষোড়শৈরূপচাবৈন্ত	ষোড়শৈরূপচাবৈন্ত
		সাক্ষং	সাক্ষং
	১০	পূজয়েন্মূলমন্ত্ৰেণ	পূজয়েন্মূলমন্ত্ৰেণ
	১৪	পরিবারাংশ্চ	পরিবারাংশ্চ
	১৮	বিন্দুভিঃ	বিন্দুভিঃ
	৩৩	তর্পয়েদেহদেবতা	তর্পয়েদেহদেবতা
১৬০	৫	অনামিক	অনামিকা
	১৯	দ্রুতস্বর্ণপ্রখ্যামরুণ কুসুমা	দ্রুতস্বর্ণপ্রখ্যামরুণকুসুমা
	২০	কৃপাপূর্ণাপাজ্জীমরুণ নয়না	কৃপাপূর্ণাপাজ্জীমরুণনয়না
	২৬	তা বি গ,-খুত	তা বি গ,-ঙ,-খুত
১৬১	৩	তাম্‌ব্দলঞ্চ	তাম্‌ব্দলঞ্চ
	১৩	ষষ্ঠখণ্ডান্তর্ভুক্ত	পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভুক্ত
১৬৫	৮	নাশয়	নাশয়
১৬৬	৫	হোঁ	হংসঃ
	১৫	হোঁ	হংসঃ
	২২	ইদং	ইদং
		ও হোঁ	ও হংসঃ
১৬৭	৮	২৮	২৭
	৯	২৮	২৭
	১১	২৯	২৮
১৬৮	৩	ক্ষেত্রপাল বলি	ক্ষেত্রপালবলি
	২৭	কুর্খাষেদাঙ্কুলান্নিতান্	কুর্খাষেদাঙ্কুলোন্নিতান্
১৭০	৫	নিষেবতে	নিষেবতে
	২৪	তা বি গ, -খুত	তা বি গ, -খ, -খুত
১৭২	২১	চাভৈ	চাভৈ
১৭৫	২৮	তা বি গ, -মাংসপাজ্জ	তা বি গ,-ঙ, মাংসপাজ্জ
১৭৭	১৬	অবরোহক্রমে	আরোহক্রমে
১৭৯	২২	মাদকতা শক্তি	মাদকতাশক্তি

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৯	৩০	তা বি গ, -স্থলভি	তা বি গ, -ঙ, স্থলভি
১৮১	২	ভাবতন্ময়তা	ভাব তন্ময়তা
	৭	অনাকুলমসাঃ	অনাকুলমনাঃ
১৮৩	২৪	পাত্ৰমুক্ততা	পাত্ৰমুক্ততা
১৮৪	৮	পৌঢ়ল্লাস	প্রৌঢ়োল্লাস
১৮৮	১	অদৌক্ষিতৈরণাচারৈ	অদৌক্ষিতৈরণাচারৈ
	২৮	বিস্তমঃ	বিস্তমাঃ
১৮৯	১	বন্ধুবান্ধবদের প্রতি	বন্ধুবান্ধব
		হলেও যারা	হলেও
	২	অনভিজ্ঞ তাদের	অনভিজ্ঞ হলে তাদের
	২১	পূর্বদক্ষিণ্যোত্রৈক্য	পূর্বদক্ষিণ্যোত্রৈক্য
১৯৪	১১	হ্যাচার্যসাময়িক সাধক	হ্যাচার্যসাময়িকসাধক
১৯৫	৭	সর্বদা—	সর্বদা—
১৯৬	৩২	বন্ধ	বৃদ্ধ
১৯৭	১৩	মাতরং	মাতরঃ
১৯৮	৬	যাঁরা	যাঁরা
১৯৯	২৩	তস্তাঃ	তস্তাঃ
	২৬	কণ্ঠতিঃ	কণ্ঠতিঃ
২০২	৩	মধুমদাকুলান্	মধুমদাকুলান্‌ক
	৪	বহিনৈব	বহিনৈব
২০৩	৯	আকাঙ্ক্ষিত	আকাঙ্ক্ষিত
২০৫	৪	প্রবৃদ্ধন্তংসমাহিতঃ	প্রবৃদ্ধন্তংসমাহিতঃক
২১৬	২১	নিগলিতাথ	নিগলিতার্থ
২২০	২৪	নিজরূপনির্মগ্নঃ	নিজরূপনির্মগ্নঃ
২২১	১	নিবিকল্প	নিবিকল্প
	১৯	মবমানন্ত	মবমানান্ত
২২৭	১২	সন্তুষ্টা নিবন্দ্বা	সন্তুষ্টাঃ নিবন্দ্বাঃ
	১৪	নিবন্দ্ব	নিবন্দ্ব
২২৮	২১	সংস্কৃতঃ	সংস্মৃতঃ
২২৯	৩১	ঐ, -ঙ,	তা বি গ,
২৩০	৬	খলু	খলু



পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অনুব্র	শুদ্ধ
২৩২	৩	কুলযোগিকে	কুলযোগীকে
	২২	যোগীশ্বরপিভম্	যোগীশ্বরপিভম্
২৩৩	৩১	শিবেভেনৈব	শিবে তেনৈব
২৫৫	৯	কুল	ফুল
	২৯	পুষ্পং	পত্রং
	৩০	যোগেযোগীশ	যোগযোগীশ
২৩৮	১৫	পরমেষ্ঠি গুরু	পরমেষ্ঠিগুরু
২৪১	১৮	বুদ্ধ্যাবধির্মম্	বুদ্ধ্যাবধির্মম্ <sup>ক</sup>
২৪৩	৭	তাম্‌ব্দলং	তাম্‌ব্দলং
২৪৮	১১	ভোজ্য সমন্বিতম্	ভোজ্যসমন্বিতম্
	১২	ভক্ত্য	ভক্ত্যা
	১৪	দেবী ষ্টোত্র	দেবীমষ্টোত্র
	১৯	দেবী মন্ত্র	দেবীমন্ত্র
২৫৫	২৩	অর্থসামর্থ্যানুযায়ী	অর্থ-সামর্থ্যানুযায়ী
২৬৭	৩১	কুলযোষিতে	কুলযোষিতি
২৭৩	২৯	উল্লভ্য	উল্লভ্যা
২৭৪	২০	যোষিতাম্	যোষিতম্
	২৪	যোগিনীসিদ্ধিরূপক	যোগিনীসিদ্ধিরূপক
		যোগিনী	পুরুষ
২৭৫	১৮	করিলে	করলে
২৭৬	৩০	তা বি গ, -ধৃত	তা বি গ, -ঙ, -ধৃত
২৭৭	৭	করে	করে,
	১৮	ব্রহ্মপ্রাত	ব্রহ্মপ্রতি
২৭৯	৫০	বৈষ্ণবামতাঃ	বৈষ্ণবা মতাঃ
২৮১	৭	দারিদ্র্যং	দারিদ্র্যং
	২৬	সূ	সূ:
২৮২	১০	আজ্ঞাসিদ্ধিকার	আজ্ঞাসিদ্ধিকর
	৩২	ঐ, বাসনাং ।	র গ, বাসনাং ;
২৮৪	২৮	পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত	পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত
২৮৬	৬	তার	আর
২৮৭	২৭	দৃষ্টং ।	দৃষ্টং ;

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮৭	২৮	পদঞ্চ ।	পদঞ্চ ;
২৯৩	২৯	-ধৃত পাঠ ।	-ধৃত পাঠ ;
২৯৭	১৭	যন্ত	যন্ত
২৯৯	১৮	বহিষ্কার যোগ্য	বহিষ্কারযোগ্য
	৩২	মুতি গুঁরু	মুতিগুঁরু
৩০০	৭	তদুত্তরোৎসাদি	তদুত্তরোৎসাদি
৩০৫	১৫	বিহিত	বিহিত ।
৩১১	২৮	দ্রোহকারিনং	দ্রোহকারিণং
৩১৫	৭	কামিনী পূজকং	কামিনীপূজকং
৩১৬	২৪	তা বি গ,—সৌখ্যমাজ্জা	তা বি গ,—ঙ, সৌখ্যমাজ্জা
৩১৮	৩	দুঃসঙ্গ বাসনাদিস্থ	দুঃসঙ্গবাসনাদিস্থ
৩২১	২৯	৪ অবিচ্ছিন্ন সমাহৃষ্ট ।	৮ তা বি গ,-ঙ, অবিচ্ছিন্ন সমাহৃষ্ট ।
৩২২	১৪	ভূতভবো	ভূতভব্যো
	২৬	শক্যতে	শক্যে
৩২৩	৩০	খ ঘটং	খ, ঘটং
৩২৫	২৮	করণবুদ্ধীল্লিম্বত্ব	করণবুদ্ধীল্লিম্বত্ব
৩২৯	৫	পশুজ্ঞেয়	পশুজ্ঞেয়ঃ
৩৩০	২৬	দলসমূহে	দলসমূহে ।
৩৩২	৪	ক্রিয়ায়াসাদিরহিতঃ	ক্রিয়ায়াসাদিরহিতং
	২৭	প্রিয়ায়াসাদিরহিতঃ	প্রিয়ায়াসাদিরহিতং
৩৩৪	২৫	তা বি গ,—দেবদুর্লভঃ	তা বি গ,—ঙ, দেবদুর্লভঃ
৩৪৭	৬	দৃক্‌দীক্ষা	দৃগ্‌দীক্ষা
	৯	দৃক্‌দীক্ষা	দৃগ্‌দীক্ষা
	১৪	সাংসগিক	সাংসর্গিক
৩৫৬	৬	পুনর্লবেধ্বাত্মং	পুনর্লবেধ্বাত্মমং
৩৬০	২৯	নাজ্ঞ	নাজ
৩৬১	১৫	সপাদ্	সপাদ—
৩৬৪	১২	সা	বা
	২৪	পদার্থেঃ	পদার্থৈঃ
৩৬৭	১৪	দেবায়ত্তনং	দেবতায়ত্তনং

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	মুদ্রক	গুহ
৩৬৯	২১	বুদ্ধা	বুদ্ধা
৩৭৫	১৮	অক্ষরাঙ্কর সংযুক্তো	অক্ষরাঙ্করসংযুক্তো
৩৮২	২০	যাবন্মজ্জাদ	যাবন্মজ্জাদ
৩৮৩	২০	অরিমন্তের	অরি মন্তের
৩৮৫	১২	ষড়্ দশ	ষড়্ দশ
৩৮৮	১৭	যাতৈঃ	যাতৈঃ
৩৯৫	১৩	জপ,	ব্যক্তিকে
৩৯৬	৮	নিবন্ধ	নিবন্ধ
৩৯৮	২২	( হোং )	( হংসঃ )
	২৩	সংস্কৃতে	সংস্কৃতে
৩৯৯	২৯	সমভ্যাসেদভীষ্টান্	সমভ্যাসেদভীষ্টান্
৪০১	৬, ৭	উদ্দাফ	উদ্দাফ
৪০৬	১	পৃথক	পৃথক্
৪০৮	২৯	পাঞ্জাধরাদিকশতং	পাঞ্জাধরাদিকশতং
৪১৪	২০	তাত্ত্ব	তাত্ত্ব
৪১৫	২০	হ্রীং	সৌঃ
৪১৬	১৮	সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি	সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি
৪২৫	৮	সাবরণাং	সাবরণাং
৪৩২	২৫	নিবোধেন	নিরোধেন
৪৩৩	৩০	জ্ঞানাচিং	জ্ঞানাচিং
৪৩৫	২৯	স্বাত্মানুবন্ধত্বাং	স্বাত্মানুবন্ধত্বাং
	৩১	কৃতসংস্কারবন্ধনাং	কৃতসংস্কারবন্ধনাং
৪৩৭	১১	তব	তব
	৩১	চরিতাত্মবিকাশাচ্চ	চরিতাত্মবিকাশাচ্চ
		চরিতার্থবিকারাত্ম	চরিতার্থবিকারাত্ম
৪৪৪	২	নবানন্দপ্রজননান্তর্পণং	নবানন্দপ্রজননান্তর্পণং
৪৪৬	১৫	পঞ্চাজ্ঞোপাসনোদেবতা	পঞ্চাজ্ঞোপাসনোদেবতা
৪৪৭	৬	তা বি গ ;	তা বি গ—
		মুদ্রাসনম্	মুদ্রাসনম্





C1960

ASTATIC SOCIETY

